[BENGALI.]
Miscellaneous Series.] No.

GOD IS A SPIRIT

ঈশ্বরই আত্মা।

ঈশ্বরই আত্মা, এবং তাঁহার ভজনা করিতে গেলে আত্মা দিয়া সত্যরূপে ভজনা করিতে হয়।

যোহন লিখিত সুসমাচার, ৪ পর্ব্ব, ২৪ পদ।

ঈশ্বর কেমন আর কি প্রকারেই বা তাঁহার ভজনা করিতে হয় এই জিজ্ঞাসা এমন কঠিন যে বোধ হয় ইহার এক প্রকার উত্তর দিতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে নাই। এই জন্যে ঈশ্বর আপনি শাস্ত্রেতে তাহার উত্তর দিয়াছেন, যে ঈশ্বরই আত্মা, এই প্রযুক্ত আত্মা দিয়া সত্যরূপে তাঁহার ভজনা করিতে হইবে।

এখন ঈশ্বর যদি আত্মা, তবে সুতরাং অদৃশ্য

October 1836.] [10,000 copies.

র্থাৎ চক্ষুর অগোচর। শাস্ত্রের ও এমন প্রমাণ
াছে, যথা ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখিতে
ায় নাই। দেখ না কেন যিনি আত্মাস্বরূপ, র্যাহাকে চর্ম্মচক্ষু দিয়া কেমন করিয়া দর্শন করিব?

আর ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ এপ্রযুক্ত তিনি সর্ব্ব ব্যাপী, অর্থাৎ সর্ব্ব স্থানেতেই অবিচ্ছেদে অব স্থিতি করেন। তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখ শ্বর কহিতেছেন, আমি স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যা পয়া আছি, অর্থাৎ স্বর্গে কি পৃথিবীতে ঈশ্বর সকল সময়ে সকল স্থানে স্থিতি করেন কিন্তু তথাচ তিনি কিছুতে লিপ্ত নহেন। যেমন লোহেতে অগ্নি প্রবেশ করিলে সে লৌহের সহিত মিশ্রিত হয় না, তদ্রূপ সর্ব্বভূতেতে ঈশ্বর বিরাজমান আছেন; ফলিতার্থ এই যে তিনি কোন বস্তুতেই লিপ্ত নহেন।

আর ঈশ্বরই আত্মা, এই জন্যে তিনি দীপ্তির ন্যায় নির্ম্মল এবং নিষ্পাপ; যেমন শাস্ত্রেতে

লিখিত আছে, যথা তোমা বিনা ধর্ম্ম স্বরূপ
আর কেহই নাই। অতএব সূর্য্য যেমন দীপ্তির
আকর তদ্রূপ ধর্ম্ম এবং পবিত্রতা এ উভয়েরই
মূল হইয়াছেন ঈশ্বর।

আর ঈশ্বরই আত্মা এই জন্যে তিনি সর্ব্বজ্ঞ,
...াৎ বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ, ত্রিকালস্থ সমু
য় বিষয় অবগত আছেন। দেখ তিনি সর্ব্বদা
...ত্র থাকিয়া সকল দেখিতেছেন। যেমন
...র্য্যরশ্মিতে বস্তু মাত্র প্রকাশ পায়, তেমতি
...নে কিম্বা রাত্রে আমাদের কায়িক মানসি-
...াচনিক যে সমস্ত ক্রিয়া তাহার কিছুই তাঁহার
অগোচর নাই।

আর মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের প্রতি যেমন
স্থির দৃষ্টি করিতে কেহই পারে না, তেমনি
পরমেশ্বরের তত্ত্ব যে সম্পূর্ণ রূপে জানা ইহা
কাহারও সাধ্য নয়; কিন্তু তথাচ তিনি সক-
লের সৃষ্টি স্থিতি প্রতিপালন ও বিচারকর্ত্তা
...যুক্ত তাঁহার ভজনা করা সকলেরই উচিত

কর্ম্ম। এখন তাহার এই যে ভজনা ইহা যে কি প্রকারে করিতে হয় তাহা উপরের লিখিত বচনের প্রতি দৃষ্টি করিলেই আত্মা দিয়া অর্থাৎ মন দিয়া এবং সত্যরূপে যে তাঁহার ভজনা করিতে হয় তাহা বোধ হইতে পারে।

কারণ যে যেমন ব্যক্তি তাহার তেমনি রূপে সেবা করিতে হয়। ফলতঃ হস্ত পাদাদি অবয়ব ও ইন্দ্রিয় বিশিষ্টদিগের সেবা করিতে গেলে ধূপ দীপ নৈবেদ্য বস্ত্রালঙ্কার ও নানা খাদ্য দ্রব্য ও সুগন্ধি সামগ্রী দিয়া পাঁচটা মৌখিক স্তব করিলে তাহার পূজা সিদ্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বরতো অবয়ববিশিষ্ট নহেন; তিনি সত্যময় আত্মা, এই হেতুক আত্মা দিয়া অর্থাৎ মন দিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয়। তাহার বিবরণ কিছু বিশেষ করিয়া লেখা যাইতেছে।

তাহাতে দেখ ঈশ্বরের ভজনা করিতে গেলে সত্য স্বরূপ যে এক ঈশ্বর আছেন প্রথমতঃ

মনে২ এমন প্রত্যয় চাহি; যেমন শাস্ত্রেতে লেখে, যথা ঈশ্বরের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, ঈশ্বর আছেন এমন প্রত্যয়ের অপেক্ষা করে। কিন্তু এক সত্য পরমেশ্বর যে আছেন মানুষের স্বাভাবিক মনেতে এমন বিশ্বাস নাই। তাহারও সাক্ষী দেখ; মনুষ্য সকল সহজে ঈশ্বরের আজ্ঞা মানে না। এখন আমার প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আছে ইহা নিশ্চয় থাকিলে যেমন ভৃত্য মনিবের অনিষ্ট করিতে পারে না, তদ্রূপ সত্য স্বরূপ এবং সদসৎ কর্ম্মের প্রতিফলদাতা যে ঈশ্বর তিনি আমাদের সমস্ত ক্রিয়াই দেখিতেছেন। যদ্যপি এমন দৃঢ় প্রত্যয় থাকিত, তবে কি মনুষ্য সকল সহজে পাপ করিত, অর্থাৎ কদাচ করিতে পারিত না।

আর নম্রমন না থাকিলে ঈশ্বরের ভজনা করা হয় না। যে হেতুক শাস্ত্রেতে লেখে, যে হে ঈশ্বর, তুমি বলিদান কি আহুতিতে তুষ্ট নহ। ঈশ্বরের গ্রাহ্য যে নৈবেদ্য সে ভগ্নাত্মা।

হে ঈশ্বর, তুমি ভাঙ্গাচূর্ণ মনকে তুচ্ছ করিবা না। ফলতঃ ঈশ্বর আমাদের নিকটহইতে বলিদান কি আহুতি চাহেন না, কেননা জগৎ এবং তন্মধ্যস্থ পশু পক্ষি প্রভৃতি সমুদায় বস্তু তাঁহার নিজস্ব, অতএব আমরা তাঁহাকে কি দিয়া তুষ্ট করিব। তবে কি না, তিনি নম্রমন চাহেন। আর ঐ নম্রমন হওয়া যে কি পর্য্যন্ত বিহিত তাহা বিবেচনাকরিয়া দেখ। সর্ব্বশক্তি-মান্ ও সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বকর্ত্তা যে পরমেশ্বর তাঁহার কাছে আমরা কোন্ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বরঞ্চ তাঁহার বিরুদ্ধে অসংখ্য২ দোষ করিয়াছি।

আর খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস চাহি। কেননা সৃষ্টি কালাবধি যে পর্য্যন্ত মনুষ্য পাপ স্পর্শ না করিয়াছিল তাবৎ মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের প্রণয় পিতৃ পুত্রত্ব সম্বন্ধে ছিল; কিন্তু এই ক্ষণে পাপের ভার মস্তকে ধারণ করাতে আর সে প্রকার ভাব নাই, এখন কেবল দণ্ড্যত্ব ও দণ্ডদাতৃত্ব সম্বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু

সম্প্রতি খ্রীষ্টের মরণেতে সে ভাব ঘুচিয়া গিয়াছে; যে হেতুক খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্তে বলিস্বরূপ হইলেন, অর্থাৎ মনুষ্যকৃত যে সকল পাপ তাহা খণ্ডাইবার জন্যে তিনি আপন শরীরকে বলিদান করিলেন। অতএব যে ব্যক্তি আপনার পাপ স্বীকার পূর্ব্বক বলিরূপ যে খ্রীষ্ট তাঁহার উপরে নির্ভর দিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করে, তাহারি আরাধনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য জানিবা।

আর পরিষ্কার মন চাহি। যে হেতুক ঈশ্বর নিজে পরিষ্কার এবং শুদ্ধসত্ত্ব, অতএব সুতরাং মনঃশুদ্ধি না হইলে ঈশ্বরের আরাধনা হয় না। এই জন্যে দাউদ নামে এক জন ঈশ্বরের সেবক এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যে হে ঈশ্বর, পাপেতে জন্ম প্রাপ্ত প্রযুক্ত আমি অশুচি; কিন্তু তুমি শুচি, অতএব পবিত্র আত্মা দিয়া আমার মন পবিত্র কর। এখন দেখ মানুষের মন স্বাভাবিক অশুচি এবং পাপেতে পরিপূর্ণ, কিন্তু এমন অশুচি থাকিলে

শুদ্ধসত্ত্ব পরমেশ্বরের কাছে আমাদের ভজনা কি প্রকারে গ্রাহ্য হইতে পারে?

আর মনের মধ্যে প্রেম চাহি। যে হেতুক ঈশ্বর হইয়াছেন প্রেমময়, বিশেষতঃ আমাকে মনের সহিত সম্পূর্ণ রূপে প্রেম কর এই হইয়াছে তাঁহার প্রধান আজ্ঞা। অতএব তাঁহার প্রতি মন না দিয়া কি বলিয়া তাঁহার কাছে প্রার্থনা করা যায়? তদ্ভিন্ন শত্রু কি মিত্র সকল মনুষ্যের প্রতি প্রেম চাহি। এই ভাবে শাস্ত্রেও লিখিয়াছেন, যে অমুকের সহিত আমার দ্বেষভাব আছে, আরাধনার সময়ে যদি এমন মনে পড়ে তবে অগ্রে গিয়া তাহার সহিত মিলন কর, পশ্চাৎ আসিয়া আরাধনা কর। অতএব দেখ, অন্য কাহারও প্রতি দ্বেষভাব কি হিংসা থাকিলে আমাদের আরাধনা কদাচ গ্রাহ্য নহে

ঈশ্বর কেমন, আর কেমন করিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়, এতদ্বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ

লেখা গিয়াছে। সম্প্রতি ঐ সকল কথাহইতে সহজে যে২ উপদেশ পাওয়া যায় তাহা লিখি।

প্রথমতঃ। সকলের আদি কারণ যে এক সত্য পরমেশ্বর তাঁহারই উপাসনা কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন কাহারও আরাধনা করা উচিত নয়, ই এক উপদেশ।

দ্বিতীয়তঃ। কাষ্ঠ মৃত্তিকা শিলাদিতে ঈশ্বর জ্ঞান করা আমাদের উচিত নয়; কেননা ঈশ্বরই হইয়াছেন আত্মা, তিনি নিরাকার, অতএব নিরাকার বস্তুর মূর্ত্তি কেমন করিয়া নির্ম্মাণ করিব?

তৃতীয়তঃ। ঈশ্বরের পূজা করিতে চাউল সন্দেশ ফল মূল ইত্যাদি নানা আয়োজন যে চাহি এমন নয়, কেননা তিনিতো কিছুই খান না। আর ঐ সকল সামগ্রী তাঁহার তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে দিয়া যে তুষ্ট করিতে পারি আমাদের এমন সামগ্রী কি আছে? তবে কি না তিনি হইয়াছেন

আত্মা এই জন্যে আত্মার অর্থাৎ মনের আয়োজন চান।

চতুর্থতঃ। ঈশ্বর অমুক স্থানে আছেন, চল সেখানে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই, এমন কথা বলা উচিত হয় না; কেননা তিনি যে নিজে আত্মা, তাঁহাকে কি দেখা যায়? আর তিনিতো সর্ব্বত্রই আছেন। অতএব তিনি যে কোন মন্দিরে কিম্বা বিশেষ কোন স্থানেতে বাস করেন এমন নয়। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণও আছে, যথা ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর কর্ত্তা হইয়া হস্তকৃত মন্দিরে বাস করেন না। তবে কি না তাঁহার নিজ সেবকদের অন্তঃকরণ সেই হইয়াছে তাঁহার প্রকৃত মন্দির, তাহাতেই তিনি বিরাজমান আছেন।

পঞ্চমতঃ। নূতন মনের কারণ প্রার্থনা করা উচিত। এ কথাতো যথার্থ বটে, কেননা মানুষের মন স্বাভাবিক পাপেতে রতপ্রযুক্ত ঈশ্বরকে জানিতে কি ঈশ্বরের সাধনা করিতে আপা-

ততঃ ভাল বাসে না। তবে উপায় এই যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা, যে হেতুক ঈশ্বর আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে পবিত্র আত্মা প্রদান করিয়া মনঃশুদ্ধি করিবেন। যথা যাহাতে লোকেরা আমাকে জানিতে পারে এবং সত্যরূপে আমার ভজনা করিতে পারে এমন মন আমি তাহাদিগকে দিব। অতএব ঈশ্বর করুন্ আমরা যেন সকলে সেই মত মন পাই।

PRINTED AT THE CHURCH MISSION PRESS, MISSION ROW, FOR THE
CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

মহাপ্রায়শ্চিত্ত।

THE GREAT ATONEMENT EXPLAINED,

IN A DIALGUE BETWEEN A MINISTER AND A PANDIT.

একজন পণ্ডিতের সহিত কোন পাদরি সাহেবের গঙ্গাতীরে সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই পাদরি সাহেব ঐ পণ্ডিতকে কহিলেন।

পা। হে পণ্ডিত মহাশয় তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি। এই নদীতে অতি সুন্দর যে২ নৌকা দেখা যাইতেছে সে সকল কি আপনা হইতেই হইয়াছে কিঁকেহ তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছে।

প। না মহাশয় এ সকল আপনা আপনি কখন হইতে পারে না; কোন ব্যক্তিই তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। কেননা আপনা হই-তেই হইয়াছে এমন কোন বস্তু পৃথিবীতে নাই।

পা। তবে এই নৌকা যে ব্যক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে বোধ হয় সে অকারণে ইহা করে নাই। কোন আবশ্যক কর্ম্মের জন্যেই নির্ম্মাণ করিয়াছে ইহা নিশ্চয় জানা যায়।

প। হাঁ আবশ্যক কর্ম্মের জন্যেই হইয়াছে বটে। জলপথে যায় এবং নদী পার হয় ও নানা জাতীয় দ্রব্য এক দেশ হইতে অন্য দেশে লইয়া যায়, এই অভিপ্রায়ে ঐ সকল নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছে।

পা। ভাল কহিয়াছ মহাশয়, তবে পরমেশ্বর এই পৃথিবীস্থ মনুষ্যদিগকে যেরূপ শক্তি বুদ্ধি জ্ঞান বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি

করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় তিনি কোন বিশেষ কর্ম্মের জন্যেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

প। হাঁ মহাশয় সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর যিনি, তিনি উত্তম২ কর্ম্ম করিবার জন্যেই মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

পা। ভাল, ইহা যদি জান তবে বিবেচনা কর সেই পরমেশ্বর যদি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, তবে তিনি অবশ্যই আমাদিগের কর্ত্তা। অতএব আমাদিগকে আজ্ঞা দিতে তাঁহার ক্ষমতা আছে। দেখ যে গৃহকর্ত্তা ভৃত্যকে বেতন দিয়া রাখে, সে অবশ্যই তাহার উপর কর্তৃত্ব করিয়া তাহাকে আজ্ঞা দিতে পারে। তদ্রূপ সকলের প্রতিপালন কর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তিনি আমাদের কর্ত্তা প্রযুক্ত আমাদিগকে আজ্ঞা দিতে পারেন, এবং তাঁহার আজ্ঞা পালন করা আমাদের নিতান্তই কর্ত্তব্য। আর পরমেশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন কি না, ইহার প্রমাণ দিবার কিছু প্রয়োজন নাই, কেননা সকলেই তাহা জানে আর মিথ্যা কথা চুরি পরদার ইত্যাদি দুষ্কর্ম্ম করিলে পাপ হয়, কি না ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়; ইহা স্বীকারও করে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি প্রায় সকল লোকেই ঈশ্বরের আজ্ঞা না মানিয়া কু কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইতেছে।

প। মহাশয় যে কথা বলিতেছেন তাহা সত্যই বটে; যে হেতুক পাপরহিত মানুষ এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে যথা "কলৌ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি পাপ কর্ম্ম রতা মুনে"। অর্থাৎ কলিযুগে তাবৎ লোকেই পাপ কর্ম্মে রত হইবে।

পা। তবে বিবেচনা কর দেখি, ভৃত্যেরা যদি প্রভুর আজ্ঞা না মানে, তবে প্রভু তাহাদিগকে অবশ্যই শাসন করিবেন। তদ্রূপ পরমেশ্বরের দাসস্বরূপ মনুষ্যেরা ইহারা যদি ঈশ্বরের আজ্ঞা না মানিয়া আত্মমতে কর্ম্ম করে, তবে সকলকেই তাঁহার কৃত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। কেননা দেখ আপন২ পাপের জন্যে সকলেই ইহকালে রোগ শোক মনস্তাপ ইত্যাদি নানা

ক্লেশ পাইতেছে; এবং পরকালেও সেই পাপের দণ্ড অবশ্য২ ভোগ করিতে হইবে; তবে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শাস্তি ভোগ করিতে না হয় এমন কি সদুপায় আছে, তাহা বল দেখি শুনি।

প। আমাদের শাস্ত্রে ইহার অনেক প্রকার উপায় উক্ত আছে বলি শুন। ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন যে হেতুক তিনি দয়ালু। এবং মনুষ্যদের পাপ কি পুণ্য সকলেরি কারণ পরমেশ্বর তিনি যাহাকে যাহা করান সেই তাহা করে।

পা। তুমি এ বড় অজ্ঞানের মত কথা কহিলা কেননা পরমেশ্বর যিনি তিনি সকল করিতে পারেন বটে, কিন্তু তিনি মন্দ কর্ম্ম করিতে কখন কাহাকেও প্রবৃত্তি দেন না; এই জন্যে শাস্ত্রে লিখিত আছে "পাপের বেতন মৃত্যু", অর্থাৎ পাপের জন্যে তিনি সকলকেই শাসন করিবেন এ কথা কখন অন্যথা হইতে পারে না। আর পরমেশ্বর যিনি তাঁহার সকল প্রাণি তেই অধিকার আছে, তিনি সকলেরই উপর কর্তৃত্ব করেন; কাহাকে প্রবঞ্চনা কাহাকেও মুখাপেক্ষা করেন না, তিনি তাবৎ লোককেই কর্ম্মানুসারে সমুচিত প্রতিফল দিবেন। যে হেতুক তিনি পাপি লোককে যদি শাস্তি না দেন, তবে তাঁহাকে লোকে অন্যায়কারী বলিবেক। দেখ যেমন কোন রাজা আপন দেশের চুরি পরদার ইত্যাদি মন্দ কর্ম্মকারি লোককে শাস্তি না দিয়া তাহাদিগকে যদি ক্ষমা করে, তবে সকলেই সেই রাজাকে নির্ব্বুদ্ধি এবং নির্গুণ বলিবেক এবং প্রজারাও তাহাকে আর মানিবে না। তদ্রূপ সকলের রাজাধিরাজ যে পরমেশ্বর তিনি মনুষ্যকে যদি পাপের শাস্তি না দেন, তবে তাঁহাকে আর কেহ মানিবে না। আমরা সকলে আপন২ পাপের সমুচিত দণ্ড যোগ্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই: তবে আপন২ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায় এমন আর কিছু উপায় আছে কি না বল।

প। মহাশয় আছে বলি শুন। কোন্ স্থানে লিখিত আছে, যে ব্যক্তিরা পাপ কর্ম্ম করে এবং পুণ্য কর্ম্মও করে অর্থাৎ

দুর্গোৎসব শ্যামা পূজা ইত্যাদি করে, তাহারা সেই মহা পুণ্য দ্বারা অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরকালে স্বর্গীয় নানা-জাতীয় সুখভোগ করিতে পারিবে।

পা। তুমি যে কথা বলিলা সে সপ্রমাণ নয়: কেননা তোমাদের শাস্ত্রেই লিখিয়াছেন, অসুরকে বধ করণ কারণে দুর্গা কয়েক বার কয়েক স্থানে জন্মিয়া অনেক অসুরকে সবংশে ধ্বংস করিলেন। আর কালী অসুরের রক্তপানে মত্তা হইয়া নিজ স্বামি শিবের বক্ষঃস্থলে চাপিয়া নৃত্য করিলেন। মনুষ্যের পরিত্রাণার্থে কোন কর্ম্ম করেন নাই; তবে তাঁহাদের পূজাতে কি রূপে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। যে যেমন কর্ম্ম করে সে তেমনি প্রতিফল পায়; দেখ কোন লোক উত্তপ্ত হইয়া অগ্নির নিকটে গেলে কি শীতল হয়, তাহা নয়; বরং জলের নিকটে গেলেই শীতল হয়; তদ্রূপ লোভ প্রযুক্ত চুরি পরদার ইত্যাদি দুষ্কর্ম্ম করিয়া পশ্চাৎ দুর্গা কালী প্রভৃতির পূজা করিলে কি পাপে মুক্ত হইতে পারে, তাহা নয়, বরং তাহাতে অসুরের হাত হইতে এড়াইতে পারা যায় মন নির্ম্মল কখন হয় না; কেননা তাঁহারা মনুষ্যের মন নির্ম্মলার্থে কোন কর্ম্ম করেন নাই। আর মন নির্ম্মল না হইলে কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না, ইহা তোমাদেরও শাস্ত্রে লিখিত আছে যথা "যদি হৃদয় মশুদ্ধং তস্য সর্ব্বং বিরুদ্ধং" যাহার মন অশুদ্ধ হয় তাহার সকল কর্ম্মই বিরুদ্ধ। তবে দুর্গাদির পূজাতে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব হয়।

প। ভাল এ কথা যদি আপনি হেয়জ্ঞান করেন, তবে পরিত্রাণের অন্য প্রকার উপায় আছে বলি শুন। কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ গমন এবং গঙ্গাতীরে প্রাণ ত্যাগ আর মৃত্যুকালে নারায়ণ নাম স্মরণ ও জপ তপস্যা ইত্যাদি কর্ম্ম করিলে শত২ পাপকর্ম্ম-কারি ব্যক্তিরাও পাপে মুক্ত হইয়া পরকালে পরিত্রাণ পায়।

পা। এ বড় অসম্ভব কথা কহিলেন, যে হেতুক কাশী প্রয়াগ ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করিলে ক্লেশ মাত্র জন্মে আর কিছু হয় না: দেখ কত২ যোগী সন্ন্যাসী ঐ সকল তীর্থে বহুকাল বাস করত

জপ তপস্যাদি করিয়া নির্ম্মলান্তঃকরণ হইতে পারে না, বরং কাম ক্রোধ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া সামান্য মনুষ্যবৎ ব্যবহার করে, ইহা আপনিও উত্তমরূপে জানেন। ভাল বল দেখি তীর্থ গমন জপ তপস্যা ইত্যাদি কর্ম্মে পরমেশ্বরের কি লাভ আছে কিছু মাত্র না। আর কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার ক্রোধ পাত্র হইয়া পশ্চাৎ তাঁহার নাম পুনঃ২ উল্লেখ করিলে সে কি তাঁহার সন্তোষের পাত্র হইতে পারে, তাহা নয়। তুমি যদি তোমার ভৃত্যকে কোন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা কর, আর ভৃত্য যদি সেই কর্ম্ম না করিয়া তোমার নিকটে আসিয়া তোমার নাম করিয়া পুনঃ২ ডাকে, তবে তুমি কি তাহাতে সন্তুষ্ট হইবা বরং আরও ক্রুদ্ধ হইবা।

প। ভাল, ইহাও যদি আপনি অগ্রাহ্য বোধ করেন, তবে আরও একটা উপায় বলি শুন, অনাথ অন্ধ বধির দুঃখী ইত্যাদিকে অন্ন বস্ত্রাদি দান এই প্রকার উত্তম ২ কর্ম্ম করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে চলিলেই মনুষ্যেরা পাপে মুক্ত হইয়া পরিত্রাণ পাইতে পারে।

পা। অনাথ অন্ধ প্রভৃতিকে দয়া করা উত্তম্ কর্ম্ম বটে; কিন্তু সে সকল কর্ম্ম করিলে পূর্ব্বকৃত পাপের খণ্ডন কিরূপে হইতে পারে, কেননা দেখ তুমি যদি কোন মহাজনের নিকট পাঁচশত টাকা ধার লইয়া তাহার পরিশোধ না করিয়া মহাশয় আমি তোমার নিকট আর ধার লইব না আমাকে ঋণে মুক্ত করুন এই মাত্র তাহাকে বল, তবে সে কি তোমাকে ঋণে মুক্ত করিবে; কখন না, তুমি যে টাকা লইয়াছ তাহা পরিশোধ কর তাহা না করিলে তোমাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, সে এই কথা বলিবে। তদ্রূপ ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন রূপ পাপ করিয়া পশ্চাৎ সৎকর্ম্ম করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে চলিলে কি পূর্ব্বকৃত পাপে মুক্ত হইতে পারে। আর পাপের পরিবর্ত্তে যাহা করিলে পাপে মুক্ত হইতে পারে এমন কোন কর্ম্ম নাই। কেননা সাধ্য পর্য্যন্ত আজ্ঞা পালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা হইতে অকিঞ্চ

কর্ম্ম আর কি আছে। যেমন কোন ব্যক্তির নিকটে মরণকাল পর্য্যন্ত যদি কেহ দাসত্ব স্বীকার করিয়া দুই তিন দিন কর্ম্ম না করে, তবে সেই কালরূপ ঋণ পরিশোধ কখন করিতে পারে না, যে হেতুক সে চিরকালের নিমিত্তে আপনাকে তাহার নিকটে বদ্ধ করিয়াছে। তদ্রূপ আত্ম সাধ্য পর্য্যন্ত ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন যদি আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল, তবে তাহার অধিক সাধ্য ও কর্ত্তব্য এমন কোন কর্ম্ম আর নাই, যেন তাহাতে পূর্ব্বকৃত পাপ মোচন হইতেঁ পারে।

র্প। ভাল মহাশয় পূর্ব্বকৃত পাপ খণ্ডনের জন্যে মনে ২ দুঃখী হইয়া কাকুতি বিনতি পূর্ব্বক ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিলে তিনি আমাদের কাতরোক্তি শুনিয়া দয়া করিয়া পাপ ক্ষমা করিবেন।

পা। পাপ কর্ম্মে নিবৃত্ত হওয়া ভাল বটে, এবং পূর্ব্বকৃত পাপ প্রযুক্ত খেদাপন্ন হইয়া মন ফিরাণও ভাল বটে; কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বকৃত পাপ নষ্ট হইতে পারে না, কারণ পাপ কর্ম্ম করিয়া পশ্চাৎ খেদ ও ক্রন্দন করিলে ঈশ্বর কাহাকেও সেই পাপ হইতে কখন মুক্ত করেন না: তাহা করিলে সকলেই ঈশ্বরকে অযাথার্থিক কহিত। যেমন কোন ব্যক্তি বধ করিয়া ধরা পড়িলে প্রাণভয়ে যোড় হাতে বিচারক সাহেবের স্থানে কাকুতি বিনতি পূর্ব্বক কাঁদিয়া যদি বলে, হে মহাশয় আমি এমন কুকর্ম্ম আর কখন করিব না আমাকে এবার ক্ষমা করুন, তবে বিচার কর্ত্তা কি তাহাকে ক্ষমা করেন, কখন না। কেননা তাহাতে তাঁহার নিন্দা হইত। তদ্রূপ পরমেশ্বর অতি সূক্ষ্ম ও যথার্থ বিচারকর্ত্তা হইয়া যদি পাপির ক্রন্দন শুনিয়া পাপ ক্ষমা করিতেন, তবে তাঁহাকেই লোকে অযথার্থ বিচারক বলিত। তবে বল দেখি পূজা জপ তপস্যা স্তুতি বিনতি ইত্যাদি কর্ম্মেতে পূর্ব্বকৃত পাপ যদি নষ্ট হইতেঁ পারিল না তবে তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ পাপ নাশক কোন কর্ম্ম করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা ব্যতিরেকে পাপ নষ্ট হইতে পারে না।

প। হাঁ মহাশয়, আমাদের শাস্ত্রেও সকল পাপের প্রায়-

শ্চিত্ত লিখিয়াছেন, আর যাহারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহারা অবশ্যই তাহার শাস্তি ভোগ করিবে, ইহাও লিখিয়াছেন যথা. "প্রায়শ্চিত্ত মকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান নরকান য়ান্তি দারুণান"। যে পাপি ব্যক্তিরা প্রায়শ্চিত্ত না করে এবং পাপ করিয়া পশ্চাৎ খেদও না করে তাহারা ঘোর নরকে যায়। কোন পাপেতে চান্দ্রায়ণ আর কোন পাপেতে পরাক কাহাতে সাতটা ধেনুদান আর কাহাতেও পাঁচটা ধেনুদান এইরূপ অনেক প্রায়শ্চিত্ত লিখিত আছে।

পা। এখন স্থির জানিতে পারিলা, প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে কখন পাপ মোচন হয় না। কিন্তু তুমি যে প্রকার প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছ তাহাতে কখন পাপ মোচন হইতে পারে না, কারণ পাপ খণ্ডনার্থে গোদান কি স্বর্ণদান প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইতে পারে না, দেখ গো কি স্বর্ণ প্রভৃতি তাবৎ বস্তুই পরমেশ্বরের, তাঁহার আবশ্যক হইলে তিনি আপনিই তাহা লইতে পারেন, তাঁহার দ্রব্য তাঁহাকে দিলে কি প্রায়শ্চিত্ত হয় তাহা নয়; অতএব তাহা করিবার আবশ্যক নাই, তবে কোন ব্যক্তি আমাদের প্রতিনিধি হইয়া আমাদের পাপের পরিবর্ত্তে তত্তুল্য শাস্তি ভোগ না করিলে পাপ মোচন হওয়া ভার: যেমন শাস্ত্রে লিখিত আছে যথা "খ্রীষ্ট সুগন্ধি নৈবেদ্যস্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিলেন।

প। মহাশয় আমাদের শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যদি পাপ মোচন না হয়, তবে তোমাদের শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ তাহা শুনিতে বাঞ্ছা করি।

পা। আমি অবশ্যই তোমাকে তাহা বলিব, কিন্তু এ বড় কঠিন কথা উত্তম মনোযোগ করিয়া না শুনিলে বুঝিতে পারিবা না।

প। মহাশয় আমি উত্তম মনোযোগ করিয়াই শুনিতেছি তাচ্ছল্য করিনাই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আনুপূর্ব্বিক তাবৎ বলুন, তাঁহা না হইলে বুঝা যাইবে না।

দ্বিতীয় ভাগ।

মহাপ্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা।

পা। পণ্ডিত মহাশয় আপনি বলিলেন আপনকারদের শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে তাহা যথার্থ বটে, আর ব্যবহার দ্বারা ইহার প্রমাণ জানা যায়। দেখ সর্ব্বদেশীয় লোক ছাগ মেষ মহিষাদি বলিদান ও হোমাদি করিয়া থাকে, তাহার কারণ এই। সকলেই আপন২ পাপ স্বীকার করিয়া তাহার মোচনার্থে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য বলিয়া ঐ প্রকার বলিদানাদি করে। এবং আমাদের শাস্ত্রেও পাপ খণ্ডনার্থে প্রায়শ্চিত্তের অবশ্য কর্ত্তব্যতা লিখিয়াছেন। ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের পরিবর্ত্তে মহাপ্রায়শ্চিত্ত করিলেন, সুসমাচার দ্বারা ইহা জানা যায়। আর তাহা দ্বারা আমরা ইহকালে পাপে মুক্ত ও নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া পরকালে ঈশ্বরের নিকটে নির্দ্দোষী হইয়া অনন্ত পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারিব, যেমন শাস্ত্রে লিখিত আছে যথা "ঈশ্বরের কাছে আমরা যেন পুণ্যবান রূপে গণিত হই, এই জন্যে যাঁহার সঙ্গে পাপের কোন সম্পর্ক ছিল না তাঁহাকে পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ করিলেন"।

আর এ স্থলে প্রায়শ্চিত্ত শব্দের যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহা তোমাকে একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া বলি শুন। কোন ধনি লোক রাজার স্থানে অনেক টাকার গ্রাম লইয়া যদি রাজাকে কিছু কর না দেয়, তবে রাজা তাহাকে নিজ টাকার কারণ অবশ্য শাসন করিবে, এবং গ্রাম সকলও তাহার হস্তচ্যুত করিবে, কিন্তু এখন যদি ঐ রাজার কোন সুহৃৎ লোক নিকট আসিয়া ঐ ধনির দুঃখে দুঃখিত হইয়া রাজার স্থানে মধ্যস্থস্বরূপ হইয়া নিজে ঐ টাকা শোধ করে, তবে রাজা ঐ জমীদারকে ছাড়িয়া দেন। এমন২ বিষয়ে মধ্যস্থের কৃত কর্ম্মকেই প্রায়শ্চিত্ত বলা যায়, অর্থাৎ

যাহা দ্বারা রাজা সন্তুষ্ট হইয়া অপরাধি ব্যক্তিকে গ্রাহ্য করেন সেই মধ্যস্থের কর্ম্মকেই প্রায়শ্চিত্ত বলে। তদ্রূপ পরমেশ্বর আমাদিগকে স্বীয় আজ্ঞা পালন করিতে সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহার ফল এই আমরা সেই আজ্ঞানুসারে চলিলে সর্ব্বদা অনন্ত সুখ ভোগ করিতে পাইব, আর যদি তদনুসারে না চলি তবে পরকালে অনন্ত শাস্তি ভোগ করিব। এখন বল দেখি পৃথিবীর তাবৎ লোকই পাপিষ্ঠ, ইহা প্রায় অনেকেই স্বীকার করে, তবে সেই পাপের ফল যে অনন্ত শাস্তি তাহা সকলকেই ভোগ করিতে হইবে, এই জন্য স্বয়ং যে প্রভু য়ীশু খ্রীষ্ট তিনি সামান্য মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের পাপ সকল আপন শরীরে অর্পণ করিয়া আমাদের পরিবর্ত্তে পাপের শাস্তি ভোগ পূর্ব্বক নিজ প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আর রোগ শোক দুঃখ মনস্তাপ মৃত্যু এই সকলি পাপের ফল; এই জন্যে খ্রীষ্ট নিষ্পাপী হইলেও আমাদের পাপ গ্রহণ করাতে নানা মনঃ পীড়া ও দুঃখভোগ করিয়া শেষে মৃত্যুর বশ হইলেন। খ্রীষ্ট যে এই প্রকার কর্ম্ম করিলেন ইহারই নাম প্রায়শ্চিত্ত; কেননা ঈশ্বর তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাবতের পাপ ক্ষমা করিবেন, অর্থাৎ যে পাপিরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া নির্ম্মলান্তঃকরণ হয় তাহারা পাপে মুক্ত হইয়া অনন্তজীবন পাইবে। শাস্ত্রে যেমন লিখিত আছে যথা "একবার উৎসর্গ দ্বারাতেই তিনি পবিত্রীকৃত লোকদিগকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া রাখিলেন"। ইহাই সত্য মহাপ্রায়শ্চিত্ত জানিবে। কিন্তু তোমাদের শাস্ত্রে কিম্বা অন্য কোন দেশীয়দের শাস্ত্রে যে নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে তাহাতে কিছু আবশ্যক নাই, যেহেতুক সে সকল নিষ্ফল কর্ম্ম, তাহাতে কিছু মাত্র ফল জন্মে না। কেননা সত্য প্রায়শ্চিত্তের তিন প্রকার মহৎ চিহ্ন আছে, অর্থাৎ যাঁহার সন্তোষের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে তিনি যদি তাহা গ্রাহ্য করেন। আর দ্বিতীয়, প্রায়শ্চিত্ত যেন উপযুক্ত হয়। তৃতীয়, সেই প্রায়শ্চিত্ত মধ্যস্থের স্বেচ্ছাতেই যদি হয় কোন কাহার উপরোধ কিম্বা বল দ্বারা নয়।

যাঁহার সন্তোষের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করে তিনি যদি তাহাতে সন্তুষ্ট না হন, তবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত বলা যায় না। কেননা দেখ পূর্ব্বে যে জমীদারের বৃত্তান্ত কহিয়াছি এবং যে রাজার বন্ধুলোক মধ্যস্থ হইয়া রাজাকে টাকা দিতে প্রস্তুত হইলেন, তাহাতে যদি রাজা সন্তুষ্ট না হইতেন, তবে ঐ ব্যক্তি কখন জমীদারী পাইতে পারিত না। তদ্রূপ পাপ করিয়া তাহারে ক্ষমার জন্যে ঈশ্বরের নিকটে কোন কর্ম্ম করিলে তিনি যদি সেই কর্ম্ম গ্রাহ্য না করেন, তবে সেই কর্ম্ম কিরূপে প্রায়শ্চিত্ত হয়। অতএব প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টের কৃত যে প্রায়শ্চিত্ত সেই যথার্থ। কারণ পাপিদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবার জন্যে পরমেশ্বর আপনিই প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নিযুক্ত করিলেন। প্রভু পরমেশ্বর পাপিদের পরিত্রাণের জন্যে সচেষ্ট হইয়া আপন প্রিয় পুত্র প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া এই জগতে পাঠাইলেন, এই কথা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক স্থানেই লিখিত আছে যথা, "তাঁহাকে দুঃখেতে ক্লিষ্ট করিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা হইল, যদি তাঁহার প্রাণ প্রায়শ্চিত্ত রূপে উৎসর্গ করা যায় তবে তিনি চিরকালস্থায়ি বংশ দেখিবেন এবং ঈশ্বরের দয়াময় অভিপ্রায় তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ হইবে।

২. যেমন পাপ তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক। কারণ লোক সকল যখন পাপী থাকে তখন ঈশ্বরের প্রতি তাচ্ছল্য করে, আর উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেই তাহাদেরি দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায়; এমন প্রায়শ্চিত্তকেই উপযুক্ত বলা যায়। দেখ কোন ব্যক্তি অন্য ভদ্রলোককে অনেকের নিকট চৌর্য্যাপবাদ দিয়া পরে ভয় প্রযুক্ত গোপনে ঐ ভদ্রলোককে যদি বলে, মহাশয় আমি ভাল করিনাই বটে, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। তাহাতে কি ঐ ভদ্রলোক তাহাকে ক্ষমা করিবেন তাহা নয় কিন্তু যে সকল লোকের কাছে চৌর্য্যাপবাদ দিয়াছিল, সেই সকল লোকের দৃষ্টি ও কর্ণগোচরে যদি ঐ ভদ্রলোককে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন; কেননা

তাহা করিলেই যেমন পাপ তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়। তদ্রূপ সকল পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইলে মুক্ত হইতে পারা যায়। দেখ, মনুষ্যেরা সকলের সাক্ষাতে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপী প্রযুক্ত ঈশ্বরকে ঘৃণা করিয়াছে অতএব যেমন পাপ দ্বারা ঈশ্বরেতে ঘৃণা প্রকাশ হইয়াছে, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রকাশ পাওয়া উচিত। অর্থাৎ পরমেশ্বর অতি যথার্থকারী কাহারো মুখাপেক্ষা করিয়া পাপ ক্ষমা করেন না, এই নিমিত্তে প্রভু য়ীশু খ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইয়া পাপিদের জন্যে মহাপ্রায়শ্চিত্ত করিলেন তাহাতে পরম দয়ালু ঈশ্বর তাবৎ লোককে পাপ মার্জনা করিয়া অনন্ত জীবন দিতে প্রস্তুত আছেন, ইহা জানা যায়। আর তিনি যাথার্থ্যে পরিপূর্ণ হন অতএব শাস্তি ব্যতিরেকে কাহাকেও কোনরূপে বিনা প্রায়শ্চিত্তে ক্ষমা করিবেন না, ইহাও জানা যায়। অতএব যাহাতে ঈশ্বরের যাথার্থ্য ও দয়া উভয়েই এককালে প্রকাশমান হয়, সেই সত্য প্রায়শ্চিত্ত বটে। আর পরমেশ্বর যদি দয়া করিয়া কাহাকেও অমনি পাপ ক্ষমা করিতেন, তবে তিনি পরম যাথার্থিক ও সর্ব্ব প্রাণিতে সমদর্শনকারী, ইহা কিরূপে বলা যাইত। ইহার একটা দৃষ্টান্ত বলি শুন। যদি রাজার ভৃত্য রাজার কোন একটা কথা না শুনিয়া অপরাধী হইয়া রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে রাজা তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু তাবৎ লোকের প্রতি হয় যে আজ্ঞা তাহা যদি সে লঙ্ঘন করে, তবে রাজা তাহা ক্ষমা করিতে পারেন না, কেননা সে তাবৎ লোকের বিরুদ্ধে কুকর্ম্ম করিয়াছে; তদ্রূপ জগজ্জনের প্রতি হইয়াছে যে ঈশ্বরের আজ্ঞা তাহা যদি কেহ লঙ্ঘন করে, তবে ঈশ্বর শাস্তি ব্যতিরেকে অমনি কখন তাহাকে ক্ষমা করিবেন না; কারণ যদি ঈশ্বর তাহা করেন, তবে সকলেই তাঁহাকে অযাথার্থিক ও মুখাপেক্ষাকারী বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিবে। ইহার দৃষ্টান্ত শুন। কোন রাজা পারদারিক ব্যক্তির দুই চক্ষু উৎপাটন করা যাইবেক, এই আজ্ঞা দিলে পর তাঁহার স্বীয় পুত্র পারদারিক

হওয়াতে রাজা বিবেচনা করিয়া পুত্রের প্রতি যে অতি প্রেম আর আপনার যে যাথার্থিকতা এই উভয় রক্ষার কারণ, নিজ পুত্রের এক চক্ষু এবং অন্য চক্ষুর পরিবর্ত্তে আপনার এক চক্ষু উৎপাটন করিল, তাহাতে রাজার পুত্রের প্রতি যে অধিক স্নেহ, আর আপনার যে অতি যাথার্থিকতা, এই উভয়ই সুপ্রকাশিত হইল। তদ্রূপ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আত্মবলিদান দ্বারা বোধ হয়, পরমেশ্বর তাবৎ মনুষ্যের প্রতি পরম দয়া করিয়া পাপ ক্ষমা করিবার কারণ এক অদ্ভুত পথ প্রস্তুত করিতে যীশু খ্রীষ্টকে এই জগতে পাঠাইলেন, এই জানা যায়। আর পরমেশ্বর পরম যাথার্থিক প্রযুক্ত অতি নিষ্পাপী যে আপন অদ্বিতীয় প্রিয় পুত্র তাঁহার উপরে আমাদের পাপের ভার দিয়া তাহার শাস্তির নিমিত্তে দুঃখ ক্লেশ ভোগ করাইলেন, আপন পুত্র বলিয়া কিছু মাত্র মুখাপেক্ষা করিলেন না। এবং পরমেশ্বর প্রথমেই বলিয়াছিলেন শাস্তি ব্যতিরেকে অমনি পাপের ক্ষমা হইবে না, পাছে এই কথা অন্যথা হয় এই জন্যে তিনি যীশু খ্রীষ্টকে শাস্তি ভোগ করাইলেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্যে যে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, সে অমূল্য, কেননা তাহাতে ঈশ্বরাজ্ঞা ও নিয়ম সকল রক্ষিত হইল। এমন প্রায়শ্চিত্ত করিতে কোন মনুষ্যের সাধ্য নাই, কারণ পাঁচ জনা চোরের মধ্যে এক ব্যক্তি যদি অন্য চারি চোরের প্রতিভূ হইতে চাহে, তবে সে যেমন গ্রাহ্য হয় না, তেমনি এক জন পাপি ব্যক্তিও অন্য পাপির প্রতিভূ হইতে পারে না। আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজ দোষের কারণ শাস্তি ভোগ করেন নাই যেহেতুক তিনি নির্দোষী ছিলেন। তিনি যে পর্য্যন্ত এই জগতে ছিলেন সেই পর্য্যন্ত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া লোকদিগকে সুস্থ করত নানা আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখাইলেন, এবং মনুষ্যদের প্রতি দয়া প্রকাশিয়া ঈশ্বরের পথে যাইতে তাহাদিগকে নানা উপদেশ দিয়া ত্রাণের প্রকৃত পথ প্রকাশ করিলেন, আর কেবল ইহাই করিলেন তাহা নয়, তিনি পরম মহিমা যুক্ত হইয়া পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্যের কৃত পাপের জন্যে উপযুক্ত একটা প্রায়শ্চিত্ত

করিতে সক্ষম হইলেন, কেননা তিনি সত্যতা ও দয়াতে পরিপূর্ণ স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন, অতএব ইচ্ছা মাত্রে তিনি সকল মনুষ্যের বিনাশ ও রক্ষা করিতে পারিতেন, এবং এই জগৎ নূতন সৃষ্টি করিলেও করিতে পারিতেন, যেহেতুক তিনি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর অতএব সকল করিতে তাঁহার শক্তি আছে, কিন্তু এতাদৃশ গুণযুক্ত হইয়া পাপের জন্য দুঃখ ক্লেশ ভোগ করা অতি অসম্ভব হয় এই নিমিত্ত তিনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন। যেমন শাস্ত্রে লিখিত আছে যথা "প্রতিজনের জন্যে মৃত্যু ভোগ করিতে যিনি অবতীর্ণ হইলেন"। ইহাতে এই জানা যায় মনুষ্যেরা যেমন আপন ২ কুস্বভাব প্রযুক্ত ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপে পতিত হইল, তেমনি যীশুর মানব দেহ ধারণ করাতে মনুষ্যেরা ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করিতে সক্ষম হয়। যেহেতুক মনুষ্যই ঈশ্বরের প্রতি অপরাধী হইয়া নরক দণ্ড যোগ্য হইয়াছিল, এই জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যের আকার ও জাতি বিশিষ্ট হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তাহা দ্বারাই মনুষ্যেরা অনন্ত সুখের পাত্র হয়। ফলতঃ যে আকার জাতি বিশিষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের অমর্য্যাদা হইয়াছিল, সেই মনুষ্য জাতি দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা যেন প্রকাশিত হয় এই নিমিত্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্ট প্রকৃত মনুষ্যাবতার হইয়া নিজ দেহে পাপের ফল ভোগ করিলেন। যেমন শাস্ত্রে লিখিত আছে "অতএব একজনের অপরাধে যেমন সকলে দণ্ডভোগের পাত্র হইল, তাদৃক একজনের পুণ্যদ্বারা পরমায়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে অনেকে পুণ্যবান হইল, আর একজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে যেমন অনেকে অপরাধী হইল, তেমনি একজনের আজ্ঞা পালন করাতে অনেকে পুণ্যবান গণিত হইবে"। সে কি না আমাদের আদি পিতা যে আদম তাহার পাপ দ্বারা সকলে রোগ শোক মৃত্যু ও নরকের অধীন হইল, এবং এক যে যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অনেকেই পবিত্রতা ও ধার্ম্মিকতা ও অনন্ত সুখ এবং অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইবে।

৩. আর স্বেচ্ছামতে প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যক। অতএব

ছলেতে কিম্বা বলেতে যে প্রায়শ্চিত্ত করে সে যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত নয়, এই নিমিত্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গ হইতে নামিয়া আপন ইচ্ছাতে মনুষ্যদেহ ধরিয়া নানা দুঃখভোগ করিয়া অবশেষে আমাদের জন্য আপন প্রাণ দিলেন। তিনি যদি আপনি এই কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক না হইতেন তবে তাঁহাকে কেহই সেই কর্ম্ম করাইতে পারিত না, কেননা তিনি সকলের রক্ষা ও দমন ও সংহার করিতে সক্ষম ছিলেন কিন্তু দয়া প্রকাশিয়া কেবল মনুষ্যদের জন্যে নানা দুঃখভোগ ও মৃত্যু স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। যেমন শাস্ত্রে লিখিত আছে যথা "কেহ কিছু আমার প্রাণ হরণ করিতে পারে তাহা নয় কিন্তু আপনা হইতেই তাহা সমর্পণ করিতেছি।

হে পণ্ডিত মহাশয়, আমাদের শাস্ত্রেতে যে প্রকার প্রায়শ্চিত্ত লিখিত আছে তাহা দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা প্রকাশ পায় এবং ঈশ্বর মনুষ্যদের প্রতি পরম দয়া করেন ইহা জানা যায়, শাস্ত্রে যেমন লিখিত আছে "ঈশ্বর আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করিলেন তাহাতে তাঁহার প্রত্যেক বিশ্বাসকারী যেন নষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু পায় তিনি জগতের প্রতি এমন দয়া করিলেন"। এখন মহাশয় আমি যে সকল কথা বলিলাম ইহাতে আপনি কি বুঝিলেন বলুন দেখি।

প। মহাশয় যে প্রায়শ্চিত্তের কথা কহিলেন সে উত্তম বটে, কিন্তু তাহাতে আমার দুই একটা সন্দেহ আছে যদি বলেন তবে জিজ্ঞাসা করি।

পা। আশ্চর্য্য কি জিজ্ঞাসা করিলে আমি অবশ্যই বলিব দেখ তুমি চুপ করিয়া পথে যাইতেছিলা আমিই তোমাকে ডাকিয়া এত কথোপকথন করিলাম ইহাতে আমি বিরক্ত নই।

প। মহাশয় আপনি কহিয়াছেন যীশু খ্রীষ্ট নিজে নির্দ্দোষী ছিলেন ভাল তবে পরমেশ্বর অন্যকৃত পাপের শাস্তি নির্দ্দোষি ব্যক্তিকে ভোগ করাইলেন এ কথা কি প্রকারে যথার্থ বোধ হইতে পারে, কেননা দেখ আমি যদি কোন লোককে বধ করিয়া

দেশান্তরে পলাইয়া যাই তবে রাজা যদি আমার পুত্র কি ভ্রাতাকে ধরিয়া শাস্তি দেন তবে কি যথার্থ শাসন কর্ত্তা বলা যাইবে তাহা নয়।

প। যীশু খ্রীষ্ট আমাদের পাপের শাস্তিভোগ করিলেন ইহা অযথার্থ কেন হয় না তাহা বলি শুন। প্রথমতঃ ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রে লিখিত আছে, যীশু খ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইয়া আমাদের পরিবর্ত্তে দুঃখভোগ করিলেন কিন্তু তিনি নির্দোষী হওত কি জন্যে শাস্তিভোগ করিলেন ইহা উত্তমরূপে বিবেচনা করিলে অবশ্যই কাহার পাপের জন্যেই তাহা বোধ হয়, কেননা মনুষ্যদের পাপের জন্যই দণ্ডভোগ করিলেন ইহা নিশ্চয় বুঝা যায়, অতএব ঈশ্বর যে তাঁহাকে এইরূপ শাস্তিভোগ করাইলেন সে অযথার্থ নয়।

দ্বিতীয় যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্যে শাস্তিভোগ করিলেন, সে বল দ্বারাও হয় নাই, তিনি আপন ইচ্ছাতেই আমাদের মধ্যস্থ স্বরূপ হইয়া আমাদের জন্যে প্রাণ দিলেন। এক্ষণেও এমন ব্যবহার করিতে দেখা যাইতেছে। দেখ যদি কোন লোক অন্য ব্যক্তিকে প্রতিভু দিয়া কোন মহাজনের নিকট টাকা ধার লইয়া ফিরিয়া না দেয়, তবে সেই মহাজন ঐ প্রতিভূকে আনিয়া টাকার জন্যে শাসন করে, তদ্রূপ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের স্থানে প্রতিভূ হইয়া আমাদের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ দিলেন, কিন্তু সামান্য মনুষ্যের প্রতিভূ হওয়াতে ও যীশু খ্রীষ্টের প্রতিভূ হওয়াতে অনেক প্রভেদ আছে, কেননা মনুষ্যেরা অতিতুচ্ছ টাকা কড়ি ইত্যাদির জন্যেই প্রতিভূ হইয়া তাহা দেয় প্রাণ দিতে পারে না, কারণ আপনাদের প্রাণ তাহাদেরি নয় সে কেবল ঈশ্বরের। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট প্রতিভূ হইয়া যে প্রাণ দিলেন সে প্রাণ তাঁহারি নিজের, যেহেতুক তিনি কৃত্রিম ব্যক্তি নহেন তিনি স্বয়ং ঈশ্বর কেবল দয়া করিয়া মনুষ্যদের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ দিলেন।

প। মহাশয়, আমার মনে যে একটা সন্দেহ ছিল তাহা ভঞ্জন করিলেন বটে, কিন্তু আপনি কয়েক বার বলিলেন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাদের পাপ ক্ষমা করিলেন এবড় অসম্ভব

কথা, কেননা আমাদের পাপের জন্য য়ীশু খ্রীষ্ট যদি দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করিলেন, তবে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ কি প্রকারে হইল। দেখ, কোন ব্যক্তি যদি বাজারে গিয়া দোকানির নিকট দুই টাকা দিয়া দুই টাকার কোন দ্রব্য লয়, তবে দোকানী বড় দয়াবান এ কথা কি বলা যায় তাহা নয় তদ্রূপ য়ীশুর শাস্তি ভোগে ঈশ্বর যদি আমাদের পাপ মার্জনা করিবেন তবে অনুগ্রহ প্রযুক্ত তাহা করেন ইহা বলা যায় না।

পা। মহাশয় তোমার মনে যদি এখনও এমন সন্দেহ আছে তবে বুঝি আপনি আমার কথাতে মনোযোগ করেন নাই, ভাল, বুঝাইয়া বলি শুন, আমাদের প্রতি যে কিছু দয়া ও অনুগ্রহ এবং পাপ ক্ষমা ইত্যাদি সে সকলের উনই স্বরূপ হইয়াছেন পরমেশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বর তাহার আদি কারণ। যেমন গঙ্গা নামে এই যে নদী ইহার উনই কি না উৎপত্তি স্থান হিমালয় পর্ব্বত অর্থাৎ সেখান হইতে উনইতে জল নির্গত হইয়া এই নদী স্রোত বহিয়া এতদ্দেশ পর্য্যন্ত আইসে, অতএব যে কোন স্থানে গঙ্গাজল আছে তাহার আদিকারণ হিমালয়কে বলা যায়. তেমন মনুষ্যদের যে কিছু দয়া অনুগ্রহ ও পাপ ক্ষমা প্রভৃতি সে সকলের আদিকারণই পরমেশ্বর। কেননা পরমেশ্বর প্রথমেই আমাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া দয়া প্রকাশিয়া আমাদের পরিত্রাণের জন্যে য়ীশু খ্রীষ্টকে এই জগতে পাঠাইতে নিরূপণ করিলেন।

প। আমি মহাশয়কে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি মনুষ্যদের পাপের জন্যে য়ীশু খ্রীষ্ট শাস্তিভোগ করিলেন এবং তাঁহার শাস্তিতেই মনুষ্যেরা যদি পাপ হইতে মুক্ত হইবে, তবে চুরি পরদার মিথ্যা কথা ইত্যাদি মন্দ কর্ম্মকে আর ভয় করিবার আবশ্যক কি, যেহেতুক মন্দ কর্ম্ম করিলেও আমাদিগকে আরো শাস্তিভোগ করিতে হইবে না।

পা। আপনি এ কথা কি এখনও বুঝিতে পারেন না, য়ীশু খ্রীষ্ট পাপের শাস্তিভোগ করিলেন ইহাতে এই বুঝা যায় ফল তিনি কেবল শাস্তিভোগ করিলেন এমন নয় কিন্তু তাবৎ মনুষ্যের

পাপও নষ্ট করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার শাস্তিভোগ দেখিয়াই বিশ্বাসিরা যেন আর কোন পাপ কর্ম্ম না করে, এবং ঈশ্বরও শাস্তি দান ব্যতিরেকে কখন পাপের ক্ষমা করিবেন না ইহাও জানা যায়, কারণ যিনি আপন প্রিয় পুত্রকে পরের পাপের জন্যে শাস্তিভোগ করাইলেন, তিনি অন্য পাপিকে ততোধিক শাস্তি দিবেন, দেখ, যে ব্যক্তি পুত্রের দোষ দেখিয়া নিজ পুত্রকে শাস্তি দেন তাঁহার কোন ভৃত্য যদি তেমন দোষী হয় তবে কি তাহাকে শাস্তি দিবেন না অবশ্যই দিবেন ইহা জানিয়া ভৃত্যেরা ভীত থাকে। তদ্রূপ পরের পাপের জন্যে য়ীশুর ভুক্ত শাস্তি দেখিয়া অন্য লোক ততোধিক শাস্তির ভয়ে পাপ কর্ম্মে ক্ষান্ত হয়, এই জন্যে পরমেশ্বর য়ীশু খ্রীষ্টকে শাস্তিভোগ করাইলেন। আর য়ীশু খ্রীষ্টের কৃত প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনিয়া এবং গ্রাহ্য করিয়া কেহ মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকে এমন নয় বরং যাহারা এই প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে তাহারা নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া কুকর্ম্মে ক্ষান্ত হওত সর্ব্বদা ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে চেষ্টা করে, ইহাতেই জানা যায় এই প্রায়শ্চিত্তই যথার্থ, কেননা ইহার দ্বারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়ম রক্ষা হয় এবং বিশ্বাসিদের নানা প্রকার ধর্ম্ম পথেই প্রবৃত্তি জন্মে।

তৃতীয় ভাগ।

মহাপ্রায়শ্চিত্তের উত্তমতার বিষয়।

পা। আমাদের শাস্ত্রে যে মহাপ্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার তাৎপর্য্য ও আবশ্যকতা কহিলাম এক্ষণে ঐ প্রায়শ্চিত্তের বহুমূল্যতার বিষয়ে কিছু বলি শুন। আমাদের শাস্ত্রেতে যে প্রায়শ্চিত্ত সে বহুমূল্য বটে কেননা কেবল প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টের এক মহাপ্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাবৎ লোকের পাপ মার্জ্জনা হয়।

প। তুমি প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা ও তাৎপর্য্য বিষয় যাহা বলিলা সে যথার্থেই বটে, কিন্তু বহুমূল্য প্রযুক্ত কেবল য়ীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাবৎ লোকের পাপ মার্জনা হয় ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, দেখ, এক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই যদি তাবৎ লোকের পাপ মার্জনা হইত তবে হিন্দু ইত্যাদির শাস্ত্রে নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্ত লিখিবার আবশ্যক কি, তবে তাহা বুঝিয়া বোধ হয় তোমাদের শাস্ত্রোক্ত যে প্রায়শ্চিত্ত সে কেবল বিলাতের তাবৎ মনুষ্যের পাপ মার্জনার জন্যেই হইয়াছে সর্ব্বদেশীয় লোকের জন্যে নহে।

পা। মহাশয় তোমাদের হিন্দু শাস্ত্রোক্ত যে সকল প্রায়শ্চিত্ত সে নির্মূল তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি পুনর্ব্বার আরও প্রমাণ বলি শুন। তোমাদের শাস্ত্রোক্ত যে প্রায়শ্চিত্ত সে যদি যথার্থ হইত, তবে সেই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই হিন্দু কি মুসলমান কি ইংরাজ সকলেই পাপে মুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু দেখ তোমাদের শাস্ত্রোক্ত যে কোন কর্ম্ম সে কেবল হিন্দুরাই করিতে পারে. ইংরাজ কি মুসলমান কেহ তাহাতে অধিকারী নহে, ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণও দেখা যাইতেছে কোন খ্রীষ্টিয়ান কি মুসলমান হিন্দু শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিয়াও হিন্দু হইতে পারে না, আর ঈশ্বর কেবল হিন্দুদের জন্যেই ধর্ম্ম পথ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নয়, কেননা হিন্দু কি মুসলমান কি ইংরাজ পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকই পাপী, তবে তাবৎ লোকের পাপ মোচনার্থে ঈশ্বর যে ধর্ম্ম পথ প্রস্তুত করিলেন সে কি কেবল হিন্দুদের নিমিত্তে হইতে পারে, আর ঈশ্বর কাহারো উপরোধ অনুরোধ মানেন না, অতএব আমাদের শাস্ত্রোক্ত যে প্রায়শ্চিত্ত সেই সত্য, কারণ ইহাতে যে ২ ধর্ম্ম প্রকাশিত আছে তাহাতে তাবৎ দেশীয় লোকের পাপ মোচন হইতে পারে, দেখ, সকল লোকই ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপী হইয়াছে, অতএব সকলের পাপ মোচনার্থে দয়ালু পরমেশ্বর যে দয়া প্রকাশ করিলেন তাহা সকলের প্রতি সমান কিছু মাত্র বিশেষ

নাই. কারণ তিনি কাহারো মুখাপেক্ষা করেন না, তবে তোমাদের শাস্ত্র কোন মনুষ্য কৃত কেবল ইহাই বোধ হয়, যেহেতুক সে শাস্ত্রে তোমাদেরি অহঙ্কার ও সুখজনক ভাবদ্বিষয়ই লিখিত আছে। আর এমন হইলে সে শাস্ত্র ঈশ্বর কৃত ইহা বলিতে পারা যায় না, পরমেশ্বর হিন্দু মুসলমান ইংরাজ সকলেরি হস্ত পাদাদি আকার এক সমান করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম ভিন্ন২ প্রকার করিলেন ইহা সর্ব্বথা যুক্তি সিদ্ধ নহে। দেখ, আমাদের শাস্ত্রের কথা এরূপ নয় তাহাতে ইংরাজ কি মুসলমান কি হিন্দু তাবতের পাপ মোচনার্থে এক প্রকার উপায় কহিয়াছেন, অতএব বলি সেই শাস্ত্রোক্ত যে মহাপ্রায়শ্চিত্ত যীশু খ্রীষ্ট করিলেন সে সর্ব্বদেশীয় লোকের জন্যেই ইহা নিশ্চয় জানা যায়, যেমন শাস্ত্রে লিখিত আছে যথা "কেবল আমাদের পাপের জন্যে তাহা নয় কিন্তু সমুদায় জগজ্জনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত য়ে তিনি আছেন"। আরও লিখিত আছে যথা "ইহা প্রেমের বিষয় বটে আমরা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করিলাম তাহা নয় কিন্তু তিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপন পুত্রকে পাঠাইলেন"। অন্যও লিখিত আছে যথা "অতএব এক জনের অপরাধে যেমন সকলে দণ্ড ভোগের পাত্র হইল, তাদৃক এক জনের পুণ্য দ্বারা পরমায়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে অনেকে পুণ্যবান হইল"। আরও লিখিত আছে যথা তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদিগকে তাবৎ পাপ হইতে পরিষ্কৃত করে। আরও এইরূপ লেখা আছে যথা "যাহারা তাঁহার দ্বারা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয় তিনি তাহাদের নিমিত্তে মধ্যস্থালী করিতে সতত জীবিত থাকেন এই জন্যে শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ত্রাণ করিতে সমর্থ হন"।

হে পণ্ডিত মহাশয়, এইরূপ শাস্ত্রীয় কথা অনেক স্থানেই লিখিত আছে এখন তাবৎ লিখিবার আবশ্যক নাই। কয়েক শাস্ত্রীয় কথা দ্বারা নিশ্চয় জানা যায় যীশু খ্রীষ্ট যে মহাপ্রায়শ্চিত্ত করিলেন সে বহুমূল্য, তাহাতে তাবৎ লোকেরি পাপ

মার্জনা হইতে পারে। এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পরম দয়ালু হইয়া জ্ঞানী কি মূর্খ ধনী কি দরিদ্র হিন্দু কি ইংরাজ সর্ব্বদেশীয় সকল প্রকার লোকের প্রতি অসীম কৃপা প্রকাশ করিবেন। দেখ সূর্য্য যেমন হিন্দু মুসলমান ইত্যাদি সাধারণ লোককে এক প্রকার দীপ্তি প্রদান করেন ভিন্ন২ প্রকার দেন না, তদ্রূপ জগতের দীপ্তিস্বরূপ যে যীশু খ্রীষ্ট তিনিও সকল লোকের নিমিত্তে একি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

প। মহাশয়, যে দয়ার কথা কহিলেন সে সত্যই বটে কিন্তু ভাল মন্দ উভয় লোকের প্রতি যদি এক সমান দয়া প্রকাশ হইল তবে মন্দ লোকে ভাল লোকে কি বিশেষ থাকিল, যেহেতুক মন্দ লোক ভাল লোক উভয়েরি পাপ মার্জনার কথা আপনি কহিলেন।

পা। মহাশয়, তুমি ভাল বুঝিতে পার নাই তাঁহার সমুদয় মনুষ্যের প্রতি সমান দয়া বটে, কিন্তু সমুদয় মনুষ্যের ব্যবহার তাঁহার প্রতি সমান নয়, কেননা কেহ২ মহাপ্রায়শ্চিত্তের কথা শুনিয়া গ্রাহ্য করিয়া তাহাতেই পরিত্রাণের ভরসা রাখে কেহ না শুনিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করিয়া অগ্রাহ্য করত সর্ব্বদাই পাপ কর্ম্মে রত থাকে, অতএব সৎলোক অসৎলোকে এই প্রভেদ আছে। সূর্য্যের কিরণ শস্যে লাগিলে শস্য অতি ফলবান হইয়া কৃষক লোকদিগকে সুখী করে বটে কিন্তু কৃষকেরা আলস্য প্রযুক্ত ক্ষেত্রে যদি বীজ বপন না করে তবে সূর্য্য কিরণে কিরূপে কৃষকদের সুখোদয় হইবে। তদ্রূপ যাহারা মনে২ মহাপ্রায়শ্চিত্তকে অগ্রাহ্য করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করে তাহারা ঈশ্বরীয় দয়াতে ও যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কখন সুখী হইতে পারে না।

প। ভাল মহাশয়, এ যে প্রায়শ্চিত্তকে বহুমূল্য বলিতেছেন ইহার আর কোন প্রমাণ দিতে পারেন কি না।

পা। হাঁ আরো প্রমাণ দিতে পারি শুন, যীশু খ্রীষ্টের কিরূপ স্বভাব ছিল তাহা বিবেচনা করিলেই তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের বহুমূল্যতা জানা যায়, যদ্যপিও তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বগুণ-

বান ও মহা দয়াবান স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন তথাপি তিনি নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া মনুষ্যদেহ ধরিয়া এই জগতে অবতীর্ণ হইলেন। শাস্ত্রে যেমন লেখে যথা “এবং সেই পুত্র ঈশ্বরের মহিমারূপ তেজ ও প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হইয়া আপন শক্তিরূপ বাক্যেতে বিশ্ব ধারণ করিয়া নিজ প্রাণ দ্বারা আমাদের পাপ মার্জনা করিলে পর উর্দ্ধস্থ মহামহিমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন। যদ্যপি তিনি সামান্য মনুষ্যদেহ ধারণ করিলেন তথাপি তিনি নিষ্পাপী ও ধার্ম্মিক ছিলেন তাঁহাতে কোন পাপের লেশ ছিল না, তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করত দেশে ২ ভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার রোগিদিগকে রোগ মুক্ত করিলেন, আর অধিক কি বলিব তিনি নিজ শক্তি দ্বারা মৃত মনুষ্যকেও সজীব করিলেন। ইহাতে জানা যায় তাঁহার দুই শক্তি ছিল, অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান ছিলেন এবং মনুষ্যদের মধ্যে নিষ্পাপী ও ধার্ম্মিকরূপে খ্যাত ছিলেন, এতাদৃশ গুণশালী হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাতে প্রায়শ্চিত্তের বহুমূল্যতা জানা যায়। আরও বলি শুন তিনি যে ২ কর্ম্ম করিতে এই জগতে অবতীর্ণ হইলেন সে সকলি সম্পন্ন করিলেন কিছু মাত্র অবশিষ্ট রাখিলেন না, যেহেতুক তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম করণ ও শাস্তিভোগ দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশিত হইল, কিন্তু পাপিদের কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ পায়। পাপ দ্বারা রোগ শোক ও দুঃখ মনস্তাপ মৃত্যু সকলেরি উৎপত্তি হইয়াছে কিন্তু প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টের কৃত সৎকর্ম্ম দ্বারা পাপ মোচন ও মনের শান্তি ও অনন্ত সুখের উৎপত্তি হইয়াছে। পাপ দ্বারা সমুদায় লোক মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছে কিন্তু য়ীশু খ্রীষ্টের কর্ম্ম দ্বারা তাবতেই সজীব হইয়া উঠিবে। যেমন শাস্ত্রে লেখে যথা “আমাদের দ্বারা যেমন সকলে মৃত্যুর অধীন হইয়াছে তেমনি খ্রীষ্ট দ্বারা সকলেই সজীব হইয়া উঠিবে”। আরও মহাশয়কে বলি, প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারেতে যে উপায় প্রকাশিত আছে সে সর্ব্বদেশীয় লোকের গ্রহণ যোগ্য, কারণ য়ীশু খ্রীষ্ট কৃত মহাপ্রায়শ্চিত্ত তাবল্লোকের পাপ নাশের নিমিত্তে উপযুক্ত

হইয়াছে। কিন্তু দেখ ঈশ্বর যে২ বস্তু সৃষ্টি করিলেন তাহার মধ্যে সূর্য্য জল ইত্যাদি কতক বস্তু পৃথিবীর প্রত্যেক লোকের উপকারী, কিন্তু ধনাদি বস্তু প্রত্যেকের নয়, কেননা সূর্য্য কিরণেতে সর্ব্বদেশেই শস্যাদি উৎপন্ন হয় এবং মনুষ্যেরা পথে গমনাগমন এবং আহার বিহারাদি করে, আর জল দ্বারাও এইরূপ মনুষ্যের নানা উপকার ও সুখাদি জন্মে কিন্তু মণি মুক্তা প্রবাল সোণা রূপা ইত্যাদি বস্তু তাবৎ লোকেরি নহে তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির উপকারও হয় না। ইহাতে জানা যায় যে বস্তুতে তাবতের উপকার ওসুখাদি জন্মে ঈশ্বর এমন বস্তুকে প্রত্যেক লোকের সুখের কারণ সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্রূপ যীশু খ্রীষ্টের কৃত যে প্রায়-শ্চিত্ত সে পৃথিবীর প্রত্যেক লোকের উপকারী ও সুখজনক এই প্রযুক্ত সত্য ও বহুমূল্য বটে ইহাতে কিছুই সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখ, হিন্দু শাস্ত্রে যে২ ধর্ম্ম পথ উক্ত আছে তাহাতে এরূপ প্রত্যেক লোকের উপকার জন্মিতে পারে না, কেবল হিন্দুরা গণতা করিয়া আপনাদের সুখের জন্যেই সে শাস্ত্র রচনা করিয়াছে, কেননা দেখ যাহাদের অনেক ধন থাকে তাহারাই দোল যাত্রা দুর্গোৎসবাদি করিয়া ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত হয়, আর যাহারা নির্ধন তাহাদের সৎকর্ম্ম করিবার ইচ্ছা হইলেও ধনাভাব প্রযুক্ত তাহা হইয়া উঠে না, এই জন্যে তাহারা ধনির তুল্য ধার্ম্মিক হইতে পারে না। আর দেখ যাহারা ব্রাহ্মণের বংশে জন্মে তাহারা শত ২ মন্দ কর্ম্ম করিলেও সকলেই তাহাদিগকে সদ্বংশ-জাত ধার্ম্মিক বলিয়া মান্য করে। আর শূদ্র-বংশজাত ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করিলেও ব্রাহ্মণ তুল্য ধার্ম্মিক ও পবিত্র হইতে পারে না, এ বড় আশ্চর্য্য বিষয় ইহার প্রমাণ তোমাদের শাস্ত্রেই আছে। যথা "অনাচারা দ্বিজাঃ পূজ্যা নচ শূদ্রা জিতেন্দ্রিয়াঃ। অভক্ষ্য ভক্ষকা গাবঃ কোলাঃ সুমতয়ো নচ"॥ ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অনাচারও করে সেও পূজ্য হয় আর শূদ্র ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইলেও পূজ্য হইতে পারে না, যেমন গাভী সকল অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলেও পূজ্য হয় আর শূকর সকল শুদ্ধসত্ত্ব হইলেও পূজ্য নয়।

আর পূর্ব্বে বলিয়াছি তোমাদের শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম পথ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে কেবল তোমাদেরি অধিকার সে অন্যজাতীয়দের উপকারক নহে ইহা তোমরাও স্বীকার করিয়া থাক। আর দেখ যদি কোন হিন্দু লোক বিলাতে যায় তবে সে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আর কখন হিন্দু হইতে পারে না, কেননা তাহার জাতি একবারে নষ্ট হইয়া যায় এ কি অদ্ভুত কথা। হে মহাশয় এই সকল ব্যবহার দেখিয়া তোমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষ্ফল নিগুণ তাহাই জানা যায়, কারণ সে কেবল এক দেশীয় লোকের জন্যেই হইয়াছে, কিন্তু য়ীশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারের যে ধর্ম্ম প্রকাশিত আছে সে বহুমূল্য কেননা তাবৎ দেশীয় লোকই তাহাতে অধিকারী হয়, অর্থাৎ ধনী কি কাঙ্গাল যে কেহ তৎকৃত প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে তাহারা সকলেই পরকালে সমান সুখের ভাগী হইতে পারে। আর সদ্বংশজাত কি অসদ্বংশজাত যে কেহ এই ধর্ম্মে বিশ্বাস করিবে সেই পুণ্যবান রূপে গণিত হইবে। এবং যে ব্যক্তি এই ধর্ম্ম স্বীকার করে সে হিন্দু কি মুসলমান কি অন্য কোন জাতীয়দের মধ্যে থাকুক এবং সমুদ্রে কি পৃথিবীতে হিন্দুস্থানে কি বিলাতে গ্রীষ্ম দেশে কি শীত দেশে থাকুক সে ব্যক্তি এই ধর্ম্মানুসারে অনায়াসে স্বর্গ পথে চলিতে পারে। তবে মহাশয় দেখ দেখি, এ কেমন উত্তম উপায় হইয়াছে তাহা দ্বারাই সকল প্রকার লোক সকল স্থানেই থাকিয়া মুক্ত হইতে পারে। এই মহাপ্রায়শ্চিত্তের গুণ ও তাৎপর্য্য তোমাকে অশেষ বিশেষে বুঝাইয়া বলিলাম, এবং তাহাতে তোমার যে২ সন্দেহ ছিল তাহাও ভঞ্জন করিলাম, এখন বিনয় পূর্ব্বক তোমাকে বলি আপনি এই ধর্ম্মে মনোযোগ করুন, যেহেতুক এই প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করিলে নিতান্তই পরিত্রাণ পাওয়া যায়, আর পাপ প্রযুক্ত খেদিত হইয়া শান্তি চেষ্টা করিলে তাহা পাইতে পারিবা, এবং নিত্য সুখভোগার্থে অনন্ত জীবন প্রাপণে যত্ন করিলে তাহাও পাইবা। কিন্তু প্রভু য়ীশু কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই সদুপায় কথা শুনিয়া বুঝিয়াও যদি গ্রাহ্য না কর, তবে তোমার অতি দুঃখ

উপস্থিত হইবে। শাস্ত্রে যেমন লিখিত আছে যথা “ লোকদের দণ্ড করিবার জন্যে ঈশ্বর আপন পুত্রকে না পাঠাইয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে প্রেরণ করিলেন।

প। মহাশয়, তোমাদের শাস্ত্রই যদি নিতান্ত সত্য তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাহা কেন পাইলেন না।

পা। ইহার অনেক প্রমাণ দিতে পারি কিন্তু বেলা অবসান হইল একটা কথা উত্তর দি শুন। পরমেশ্বর যিনি তিনি তাবৎ লোকের কর্ম্মানুসারে প্রতিফল দিবেন কাহারো মুখাপেক্ষা করিবেন না ইহা জান, তবে অন্যের জন্যে তোমারি ভাবা ভাবনার কিছু আবশ্যক নাই, তুমি নিজ পাপের নিষ্কৃতির জন্যে আমার কথিত বাক্যানুসারে ধর্ম্ম পথে চল তাহা না করিলে তুমি অবশ্যই কেবল দুঃখভোগ করিবে, এখন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তোমার নিকট সুসমাচার পাঠাইয়াছেন তাহা শুনিয়া বুঝিয়া তোমার মন যেন নির্ম্মল হইয়া তাহাতে নিবিষ্ট হয় তাহাতে তুমি অবশ্য অনন্তজীবন পাইতে পারিবা। তোমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার আজ্ঞানুসারে আমি ধর্ম্ম বিষয় সকল তোমাকে জানাইলাম, কেননা তিনি আমাদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন যথা “ তোমরা সমুদয় জগতে গিয়া প্রত্যেক জনের নিকটে সুসমাচার প্রচার কর, তাহাতে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া জলাপ্লুত হয় সে পরিত্রাণ পাইবে কিন্তু যে বিশ্বাস না করে সে দণ্ড্য হইবে ”। হে পণ্ডিত মহাশয়, তোমাকে পুনঃ ২ বলিতেছি আমার বাক্য হেয়জ্ঞান না করিয়া বাটীতে গিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া আত্ম বন্ধু বান্ধবের সহিত তাঁহার আশ্রয় লও, তাহাতে তোমাকে পরমেশ্বর অসীম আশীর্ব্বাদ করুন। ইতি।

PRINTED AT THE CHURCH MISSION PRESS, MISSION ROW, FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

[BENGA'LI.]

Miscellaneous Series.] [No. 4.

WHAT SCRIPTURES SHOULD BE REGARDED.

কোন্ শাস্ত্র মাননীয়।

অর্থাৎ

রামচন্দ্র নামে এক জন হিন্দু লোক ও মার্ক নামে এক জন খ্রীষ্টীয়ান এই উভয়ের শাস্ত্র বিষয়ে পরস্পরকথোপকথন।

রামচন্দ্র। হে মহাশয়, পরকাল ভাল হয় ইহাতে আমি চেষ্টিত আছি আর ঈশ্বরের প্রকৃত রূপে আরাধনা করিতেও অতিশয় ইচ্ছাবান্ আছি। তাহাতে এতদ্দেশীয় এক জন পণ্ডিত আমাকে ভাবিত দেখিয়া এ কথা বলিলেন, হিন্দুলোক স্বীয় শাস্ত্র ছাড়িয়া খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র মানিলে তাহারা নরকানলে দণ্ডনীয় হয়। কিন্তু মহাশয় মতান্তর করিয়া হিন্দু শাস্ত্র ছাড়িয়া খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র না মানিলে ঘোর নরকে গমন করিতে হয় ইহা কহিতেছেন। অতএব আমি বিবেচনা করিয়াও কোন কথা সত্য কোন্ বা মিথ্যা ইহা স্থির করিয়া

1839.] [10,000 Copies.

বলিতে পারিলাম না অতএব কোন্ মত অবলম্বন করিলে পরকালে ভাল হয় ইহাতে, বড় ভাবিত আছি।

মার্ক। ওহে রামচন্দ্র, আমার কথা শুন, কেবল খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র মাননীয় হয় ইহার যে২ মূল প্রমাণ আছে তাহা বলি দি তুমি বুঝিয়া মনে রাখ পরে পণ্ডিতের কাছে যাইয়া তিনি হিন্দু শাস্ত্রের সত্যতা সূচক যে ২ প্রমাণ দেন তাহাও শুনিয়া কোন্ শাস্ত্র যুক্তিসিদ্ধ কোন্ শাস্ত্র বা যুক্তিসিদ্ধ নয় ইহা ভালমতে বিবেচনা করিয়া বুঝিতে পারিবা শেষে যাহা গ্রাহ্য হয় তদবলম্বন করিয়া উচিত ব্যবহার করা এ তোমার কর্ত্তব্য।

রামচন্দ্র। যে আজ্ঞা মহাশয়, আপনি ভাল পরামর্শ দিয়াছেন বটে। অতএব এক্ষণে আপনকার মতানুসারে হিন্দু শাস্ত্র অপেক্ষা খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র মান ইহার কতক গুলিন প্রমাণ বলিতে আজ্ঞা হউক।

মার্ক। ইহার বিস্তর প্রমাণ আছে কিন্তু তোমার সহজ বোধার্থে কেবল কোন২ সুগম প্রমাণ মাত্র বলি, মন দিয়া শুন।

১. প্রথম প্রমাণ এই। ঈশ্বরোক্ত সত্য শাস্ত্র অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র যে সে সর্ব্বত্রই প্রচারিত হয় ইহাতে সে শাস্ত্রেরও কোন নিষেধ নাই বরঞ্চ সর্ব্বত্রই তাহার সমস্ত কথা প্রচার করিতেই অল্লিখিত অনেক শক্ত আদেশ আছে

এবং সকল লোক তাহার গুণ পরীক্ষা করে এতদ্বিষয়েও নানাবিধ পরামর্শ বাক্য আছে। আর সর্ব্বদেশীয় লোকেরা অনায়াসে তাহার পরীক্ষা করিতে পারে এতন্নিমিত্তে তাহা ইংরাজি, ফ্রাসিস, ওলন্দাজি, বাঙ্গালি, সংস্কৃত, পারসী, আরবী, চীনা ইত্যাদি ৬০ ষষ্টি ভাষার অধিক ভাষাতে বিবরণ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রের ৮০০০০০ আট লক্ষ অধিক পুস্তক খান আর প্রধান ২ ভাগের ১০০০০০০ দশ লক্ষ অধিক পুস্তক খান মুদ্রাঙ্কিত হইয়া দেশ বিদেশের লোক সমস্তদিগকে দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু হিন্দুদিগের মূল শাস্ত্র গোপনীয় থাকে এবং তাহার অখণ্ড এক খান পুস্তক মাত্রও আছে কি না কিম্বা সে কোথায় বা পাওয়া যায় ইহা প্রায় কেহই বলিতে পারে না। আর হিন্দু শাস্ত্রকে সত্যবোধ হইলেও সে সকলের কারণ হয় না তাহা পাঠ করণে কেবল পণ্ডিত গণের অধিকার আছে অন্যেরা সে শাস্ত্র পড়ে ইহাতে স্থির নিষেধ আছে। অতএব দেখ, যেমন বেণ্যের ঠাঁই গিয়া ভাল মুদ্রা পরীক্ষা লওনে কোন শঙ্কা নাই কিন্তু মেকি অর্থাৎ ভাঁজবিশিষ্ট টাকার পরীক্ষা হয় সে ভয়ের কারণ বটে, তেমনি বোধ হয় যে শাস্ত্র গুপ্ত নয় সেই ভাল এবং গুপ্ত শাস্ত্র অপেক্ষা ও সপ্রমাণ বটে।

২. দ্বিতীয় প্রমাণ এই। নানা দেশীয়েরা অনেক প্রকার

বিবেচনা পূর্ব্বক শাস্ত্র পরীক্ষা করিয়া খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। দেখ বর্ত্তমান কালে এতদ্দেশীয় ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এই উভয়ের যেরূপ পরস্পার বৈপরীত্য আছে পূর্ব্বকালে ইংগ্লণ্ড দেশে ব্যবহৃত ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম দুই ধর্ম্মের ও সেই রূপ প্রভেদ ছিল। কিন্তু কালক্রমে সত্য শাস্ত্র সর্ব্বত্র প্রকাশ হওয়াতে তদ্দেশীয়রা অল্পে২ বুদ্ধিবৃদ্ধিক্রমে আপনাদের গুরু পুরোহিতাদির আজ্ঞা আর না মানিয়া পৈতৃক ব্যবহার ত্যাগ করিয়া সত্য শাস্ত্র মাননীয় এইজ্ঞানে খ্রীষ্টীয় মত গ্রহণ করিল। সে রূপেতে রূষিয়া ও ফ্রান্স ও প্রুষিয়া ও স্পানিয়া ও হলণ্ড ও স্বীদেন ও দেন্মার্ক ও পোর্ত্তুগাল ও জর্ম্মনি ইত্যাদি প্রধান২ ইউরোপীয় দেশ সমুদয়ের লোক সকল ও বিবেচনা পূর্ব্বক আপন২ পূর্ব্বপুরুষ গণের ব্যবহৃত ধর্ম্ম কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় উচিত মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম গ্রাহ্যাগ্রাহ্য বিবেচনা করিলেই প্রায় বুদ্ধিমান লোক খ্রীষ্টীয়ান্ হয় এবং জগৎ সমুদায়ের আর২ লোকাপেক্ষা পরমজ্ঞানি যে সমস্ত জাতি তাহারাই কেবল খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রাহ্য জ্ঞান করিয়া থাকে।

৩. তৃতীয় প্রমাণ এই। এক ঈশ্বরোক্ত যে সত্য শাস্ত্র সে সর্ব্বদেশস্থ লোকের নিমিত্তে প্রকাশিত হইবে;

কিন্তু হিন্দুদিগের শাস্ত্র কেবল হিন্দুদেরি জন্য লেখা গেল ইহা নিশ্চয় সুতরাং অন্য জাতীয়েরা তাহাতে অনধিকারী হয় এবং তাহা দ্বারা পরিত্রাণ পাইতেও পারে না ইহাই কহে। অতএব যদ্দ্বারা সকলেরি পরিত্রাণ হয় সেই উত্তম; কিন্তু অল্প লোকের পরকাল ভাল হয় সে সর্ব্ব প্রতি সমদয়ালু এক ঈশ্বরের উপযুক্ত নয়। দেখ সত্য শাস্ত্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া জগতের তাবৎ মনুষ্যদের অজ্ঞান রূপ অন্ধকার নষ্ট করে কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র অতি ক্ষুদ্র একটি প্রদীপের তুল্য হইয়া কেবল এক স্থানের অত্যল্প লোককে দীপ্তি দেয়। অতএব প্রদীপতুল্য হিন্দু শাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূর্য্যবৎ উজ্জ্বল সত্য শাস্ত্র গ্রহণ করা ভাল।

৪. চতুর্থ প্রমাণ এই। সত্য শাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরের যে২ কৃত ক্রিয়া উক্ত আছে সে সকল ক্রিয়া অতি পবিত্র ও পাপবর্জ্জিত কিন্তু হিন্দুদিগের শাস্ত্রেতে দেবতাদের নানা প্রকার অতি কুৎসিত কর্ম্ম লিখিত আছে। যথা ব্রহ্মা কামাসক্ত হইয়া আপন কন্যাতে গমনেচ্ছুক হইলেন এবং কৃষ্ণ বস্ত্র হরণ দোষের কারণ রজককে হনন করিলেন এরূপ অনেকানেক অশুচি ক্রিয়া হিন্দু শাস্ত্রেতে লেখা আছে তাহাতে সে শাস্ত্র সত্য এবং নির্ম্মল নিষ্পাপ পরমেশ্বরের দত্ত ইহা সম্ভবে না বরঞ্চ

তিনি আপনি যেমন শুদ্ধসত্ত্ব তেমনি তাঁহার দত্ত শাস্ত্রও কেবল উত্তম বিষয় পরিপূর্ণ অবশ্য হইবে।

৫. পঞ্চম প্রমাণ এই। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র মতানুসারে ঈশ্বরের যেরূপ আরাধনা করা উচিত সেও সুপবিত্র এবং জ্ঞানি ও সাধু লোকের উপযুক্তই। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দেব দেবীর যে রূপ আরাধনা হয় সে উৎকৃষ্ট এবং বুদ্ধিমান লোকের অকার্য্য এবং ঘৃণার্হ বটে; যেহেতুক পূজা সময়ে হিন্দুরা কোন ২ অতি কুৎসিত গীত গান ও অঙ্গ ভঙ্গিমা ইত্যাদি অনর্থক এবং অশুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া থাকে ইহাতে সত্য ধর্ম্ম সাধন হয় না এই নিশ্চয় কেবল পূজাকারিদের আরো ভ্রম ও অজ্ঞানতা ও পাপশীলতা ও অসৎ ব্যবহার হইয়া উঠে তাহাতে অন্তঃকরণের মন্দ ভাব কোন ক্রমে বা ঘুচে না এবং পাপভয়ও হয় না। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম নিষ্কপটে গ্রহণ করিলেই মনের সদ্ভাব ও পাপঘৃণা ও ধর্ম্মচেষ্টা ইত্যাদি জন্মে ইহাতেই বোধ হয় সে ধর্ম্ম সত্য এবং সে ধর্ম্ম যে শাস্ত্রেতে লেখা আছে সেও সত্য এবং ঈশ্বরের দত্ত শাস্ত্র বটে।

৬. ষষ্ঠ প্রমাণ এই। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রেতে যে রূপ ব্যবহারের বিধি ব্যবস্থা আছে সে সকলি নিষ্কলঙ্ক; যথা সত্যপালন ও পাপত্যাগ ও পরপ্রেম ও পরদয়া

করা ও সকলের প্রতি ন্যায় করা ও ঈশ্বরের উচিত রূপে সেবা করা ইত্যাদি উত্তম ২ যে অসংখ্য বিধি-বাক্য আছে আর সে সকলি পাপনাশক এবং লোকের উৎকর্ষজনক বটে ; কিন্তু হিন্দুদিগের শাস্ত্রের কোন ২ স্থলে তদ্বিপরীত আদেশও আছে যথা কথনো ২ মিথ্যা কহাও ভাল এবং নীচজাতি লোক কোন আপদে পড়িলে উত্তম জাতি লোক তাহাকে হাত দিয়া স্পর্শ করিবে না এবং তাহার সঙ্গে আলাপও করিবে না; আর যাহাতে শত্রুনাশ হয় তাহাতে চেষ্টা পাওয়া উচিত; এবং পাপত্যাগ না করিয়াও ইষ্টদেবতার নাম মাত্র জপ করিলেই ত্রাণ হয় এবং শত শত্র পাপ কর্ম্ম করিয়াও গঙ্গার জলে স্নান করিলেই মুক্তি হয় ইত্যাদি অনেকানেক পাপবর্দ্ধক ও অনর্থক ব্যবহারের যে বিধি ব্যবস্থা আছে ইহাতে নিশ্চয় বোধ হয় যে শাস্ত্রের বিধিমতে ব্যবহার করিলেও পাপনাশ ও সদ্ভাবোৎপত্তি ও দয়াবৃদ্ধি ও পরের উপকার করণ শীলতা ও সত্য ঈশ্বরের অন্তঃকরণ সহিত উত্তমরূপে আরাধনাতে মনোযোগ ইত্যাদি হয় না সে শাস্ত্র মান-নীয় নয় কিন্তু যে শাস্ত্র মানিলে লোকে বাস্তবিক উত্তরোত্তর ভাল হয় সে শাস্ত্র মাননীয় বটে।

৭. সপ্তম প্রমাণ এই। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রেতে স্বর্গ বলিয়া

পরকালের যে সুখস্থান নির্ণয় করা গিয়াছে সে অতি পবিত্র স্থান তাহাতে পাপের লেশ ও নাই এবং পাপি লোক পাপনাশ না হইলে কোন ক্রমে সে স্থানেতে প্রবেশ করিতে পারিবে না ইহাও লেখে কিন্তু হিন্দু-দিগের শাস্ত্রে যে স্থানকে স্বর্গ বলিয়া কহিয়াছে সে স্থানেতেই কাম ক্রোধাদি মনুষ্যগণের ষড়্‌রিপু বিদ্যমান রহিয়াছে সেখানে অপ্সরাদি নামে স্বর্গের বেশ্যা থাকে এবং যুদ্ধাদির বিবিধ প্রসঙ্গও হয় এবং শারীরিক ইন্দ্রিয় সুখ মাত্র ভোগ হয় আর কালক্রমে স্বর্গগামিরা পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম লইয়া স্বর্গত্যাগ করিবে এ সমস্ত লেখা আছে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রানুসারে কেবল সাধু লোক মাত্র স্বর্গারোহণ করিয়া পারমার্থিক সুখ ভোগ করত নিত্যকাল থাকিবে আর তাহাদের পক্ষে স্বর্গ লোপ কখনো হবে না অতএব সেই স্থানকে স্বর্গ বোধ করা উচিত আর সে অশেষ অনন্ত পরমসুখের স্থান বটে।

৮. অষ্টম প্রমাণ এই। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রেতে পাপ বিমোচ-নার্থে যে রূপ প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয় করা গিয়াছে সে যুক্তি প্র-মাণেও অত্যুপযুক্ত কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করার বিধি আছে সে অনর্থক। দেখ সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্ব-রের আজ্ঞা লঙ্ঘন যে করা সেই তো পাপ আর প্রত্যেক মনুষ্যের কৃত যে পাপরাশি সে অসংখ্যক ঋণের তুল

হয় অতএব পাপ শোধনার্থে হিন্দু শাস্ত্রে যে২ উপায়ের কথা আছে সে কেবল এক কড়া কড়ি দিয়া অসংখ্যক ঋণের পরিশোধ করা তাহারি ন্যায়; কিন্তু খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে এরূপ লেখা আছে যথা জগতের লোক নষ্ট হয় ইহাতে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন না এ জন্য তিনি অনুগ্রহ করিয়া জগত্ত্রাণার্থে আপন প্রিয় পুত্রকে পাঠাইলেন তাহাতে মনুষ্যেরা পাপের উচিত শাস্তি ভোগ না করে এ নিমিত্তে আপনি পরমদয়ালু হইয়া তাহা একেবারে ভুঞ্জিলেন ফলতঃ তিনি মনুষ্য রূপ ধারণ পূর্ব্বক পাপিদের পরিবর্ত্তে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া দণ্ডকাষ্ঠে বদ্ধিরূপে বদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন অতএব তাঁহার কৃত এ যে প্রায়শ্চিত্ত সে পাপের নাশক বটে যেহেতুক তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের মহা দয়া ও ক্ষমাশীলতা ও পাপঘৃণা প্রকাশ পায় এবং মনুষ্যগণেরও পাপ বিমোচন হয় এবং অন্তঃকরণের সুপ্রবৃত্তিও জন্মে। কিন্তু হিন্দুরা স্বশাস্ত্র মত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মনের পাপেচ্ছা ও দুঃশীলতা যায় না অতএব সে প্রায়শ্চিত্তকে অনর্থক বোধ অবশ্য হয়।

৯. নবম প্রমাণ এই। সকল মনুষ্যেরা যদি খ্রীষ্টমতাবলম্বী হইত তবে ইহকালেও পরস্পর প্রেমাদি করিত

এবং দেবত্যাগাদি করিয়া যথেষ্ট সুখ লাভ প্রাপ্তই হইত আর পরকালেরও উত্তম আশাতে কাল-যাপন করিত। কিন্তু হিন্দুদিগের শাস্ত্র মতাবলম্বি দিগের ইহকালেও নানাবিধ শারীরিক দুঃখভোগ হই-তেছে এবং পরকালের বিষয়ে তাহাদের কোন উত্তম ভরসা হয় না বরঞ্চ মন অতি সন্দিগ্ধই থাকে। অতএব ইহকাল পরকাল উভয় কালের সুগতি যাহাতে হয় তাহাতে উত্তম এবং সত্য বোধ হয় এ কারণ খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র মাননীয় বটে।

১০.দশম প্রমাণ এই। খ্রীষ্টীয়শাস্ত্র পাঠ শ্রবণ করণে মনোযোগকরিলেই কোন২ পাপিদেরমহাবিচার ভয় ও দণ্ডভোগের শঙ্কা হইয়া উঠে; আর কাহারো পাপ প্রযুক্ত লজ্জা হয়, কেহ২ বা ঈশ্বরের দয়াতে আক-র্ষিতমন হইয়া ধর্ম্মেতে উদ্যত হয় এবং ত্রাণকর্ত্তা য়ীশু খ্রীষ্ট আপন প্রাণপণে ও তাহারদিগকে রক্ষিত করি-য়াছেন এ নিমিত্তে তাঁহারো প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং ভক্তি ভাবে তাঁহার শরণ লইয়া শাস্ত্রের বিধিমতে সুব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের কি এমন গুণ আছে? তাহা কোনমতে হয় না বরঞ্চ সে শাস্ত্র প্রমাণে কৃষ্ণ কাল্যাদি দেব দেবীর অসৎক্রিয়ানুসারে তত্তদ্ভ-ক্তেরাও অসৎ কর্ম্মেতে উদ্যোগী হয়। অতএব কোন্

শাস্ত্রমাননীয় ইহা স্পষ্ট বোধ হয় কেননা যে শাস্ত্র দ্বারা পাপক্ষয় ও ধর্ম্মোৎপত্তি ও সদ্গতি হয় সেই মাত্র মাননীয়।

১১. একাদশ প্রমাণ এই। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের একটি প্রধান আদেশ বাক্য এই যথা জগতের তাবৎ লোক হিংসাদি ত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি প্রেমাবিষ্ট হইয়া ঐক্য-ভাবে কালযাপন করিবে ইহার ভাব এই প্রতিজন আপন প্রতিবাসি সকলকে স্বপরিজন জ্ঞান করিয়া পরহিতার্থে সুচেষ্ট থাকিবে আর কোন ক্রমে পরের অপকারও করিবে না অতএব সকল লোকের এরূপ পর-স্পার সদ্ভাব হওয়াতে তাহারা তদনুযায়ি সুব্যবহার করিলেই কেহ কাহারো অনিষ্টাচরণ করিত না তাহাতে সকলেরি অতিশয় সুমঙ্গল দশা হইত। কিন্তু হিন্দুদিগের শাস্ত্রানুসারে বৈষ্ণব যেমন শাক্তাদির দ্বেষ ও অনাদর ও তাড়না করে সেই রূপ শাক্তেরাও বৈষ্ণবাদির হিংসাদি করে ইহাতে অহঙ্কার ও পরদুঃখ দেওয়া ইত্যাদি নানা অনুচিত কর্ম্ম উৎপন্ন হয় অতএব হিন্দু শাস্ত্র অপেক্ষা খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র অবশ্য মাননীয় ইহার কি সন্দেহ আছে?

১২. দ্বাদশ প্রমাণ এই। দেখ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে উত্তম পরকালাশয়ে মৃত পতির সঙ্গে স্ত্রীলোকের চিতারোহণে যে সহগমন এবং বৈরাগিদের ঊর্দ্ধবাহুভাবে ও ঊর্দ্ধপদে

তপস্যা করা ইত্যাদি নানা প্রকার নিষ্প্রয়োজনীয় যে শারীরিক দুঃখ ভোগ হয় সে কেমন অনুচিত। কিন্তু খ্রীষ্টীয় মতাবলম্বিরা ঐ রূপ নিজের যন্ত্রণা করা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র বিহিত সুখভোগ দ্বারা আপন২ শরীরকে সুদশায় রাখে অতএব খ্রীষ্টমতে ইহকাল পরকাল উভয় কালের কেবল উত্তম দশা ও সুখবৃদ্ধি হয়।

শেষে আমি যে দ্বাদশ প্রমাণ সংক্ষেপে লিখিলাম সেরূপ আরো অনেক শক্ত প্রমাণ আছে কিন্তু বুঝি আর প্রমাণে প্রয়োজন নাই।

রামচন্দ্র। যে আজ্ঞা মহাশয় আমি এক্ষণে বিদায় হইয়া পণ্ডিতের কাছে যাই তিনিও হিন্দু শাস্ত্র সংস্থাপক কোন প্রমাণ যদি দিতে পারেন তো তাহাই বুঝিয়া দুয়ের বিচার করিয়া যে শাস্ত্রের প্রমাণ প্রবল-তর হয় সে শাস্ত্রকে অবশ্য সত্য বোধ করিয়া মানিব এবং তদনুসারে ব্যবহার করত উত্তম পরকালের উদ্দেশে চেষ্টাবান্ হইয়া কালযাপন করিব। ইতি।

CALCUTTA:

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY, AT THE BAPTIST MISSION PRESS, CIRCULAR ROAD.

1839

MEMOIR OF PI'TA'MBAR SINGH,

A NATIVE CHRISTIAN.

পীতাম্বর সিংহের চরিত্র।

জাগুলি গ্রামে নিধিরাম সিংহ নামে এক বিশিষ্ট লোক ছিলেন, তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা; তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম পীতাম্বর সিংহ, তাঁহার বিবরণ লেখা যাইতেছে।

পীতাম্বর সিংহের ষোল বৎসরবয়সে বিবাহ হয়, পরে তাঁহার এক কন্যা জন্মে; তিনি কুড়ি বৎসর বয়সের সময়ে লেখা পড়া বিদ্যাতে উপযুক্ত হইয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং দারগা গিরী কর্ম্ম পর্য্যন্ত করিলেন। কিছু দিনের পরে এক গোস্বামির সন্নিকটে থাকিয়া রামায়ণ ও মহাভারত পড়িলেন, তাহাতে ঐপুরাণের তাৎপর্য্যদ্বারা দেবগণ যে বড় অহঙ্কারী ও হত্যাকারী ও দুষ্কর্ম্মকারী ও বিরোধী এবং আচার্য্যদের মধ্যে অনেকেই ধন লোভী ও দুশ্চরিত্র ও সর্ব্বদা বিরুদ্ধ পথগামী ইহা তাঁহার স্পষ্টবোধ হইল; অতএব এই পথ অতি মন্দ ও মিথ্যা ইহা ত্যাগ করা উচিত এমত বিবেচনা করিলেন।

2nd Ed.] 1837. [10,000 Copies.

অন্য ২ অনেকেও এই মত বুঝে তথাপি তাহারা দেবপূজকদের ভয়ে দেবপূজা করে কিন্তু এই পথে থাকিলে কখনো ত্রাণ পাইব না ইহা মনে ২ জ্ঞানে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়।

পীতাম্বর সিংহ ঐ রূপ নানা বিবেচনা করিয়া বিদ্যাতে জ্ঞানেতে অনেক লোকের স্থানে মান্য ও গণ্য হইলেন। পরে বিরুই গ্রামে গিয়া অনেক লোক-কে শিক্ষা দিতে ২ সম্ভ্রান্ত হইলেন, অনেকে তাঁ-হাকে মান্য করিত।

শন ১২০৫ শালে ইংরাজী ১৭৯৯ শালে শ্রীযুত ওয়ার্ড সাহেব বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত ধর্ম্ম পুস্তক সঙ্গে লইয়া স্থানে ২ ঈশ্বরের কথা প্রকাশ করিতে ২ নৌকাযোগে সুন্দরবন দিয়া ফিরিতে যাইতেছিলেন। তাঁহার স্থানে এক ব্যক্তি ধর্ম্ম পুস্তক পাইয়া পীতা-ম্বর সিংহকে দেখাইল, ও তাবৎ বৃত্তান্ত বলিল। তাহা শুনিয়া পীতাম্বর সিংহ তাহাকে অনুযোগ করিয়া কহিলেন, এই পুস্তক ফেলিয়া দেও, দেখ, ইংলণ্ডীয় লোকহইতে ধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। অনন্তর পীতাম্বর সিংহ রাত্রি কালে মনে২ বিবেচনা করিলেন, আহা পুস্তকের তাৎপর্য্য না জানিয়া আমি তাহাকে অনুযোগ করিলাম এ অনু-চিত, তাহা পড়িবার আবশ্যক আছে; এইরূপ চিন্তিয়া প্রভাত হইবা মাত্র সেই লোকের সমীপে লোক পাঠাইয়া পুস্তক আনাইলেন এবং তাহা পড়িয়া এ অতি উত্তম, এবং ইহাতে সত্য পরিত্রাণের

বিষয় আছে ইহা বিবেচনা করিল্লেন এবং এই পুস্তক-দাতা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আবশ্যকতা আছে, ইহা পীতাম্বর সিংহ স্থির করিলেন কিন্তু দেখা না পাইয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন।

পরে পুস্তক দেখিতে ২ পুস্তকের শেষে ইহা লেখা দেখিলেন, শ্রীরামপুরে ছাপা হইয়াছে। অতএব তিনি প্রথমতঃ শ্রীরামপুরে আসিয়া সেই পুস্তক হাতে করিয়া এই পুস্তক কোন সাহেব দিয়াছেন? ইহা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। পরে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে পুস্তকের বিষয় কহিয়া ঈশ্বরের প্রসঙ্গে নানা ধর্ম্ম বাক্য কহিলেন তাহা শুনিয়া পীতাম্বর সিংহ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং কিছু দিন থাকিয়া খ্রীষ্টীয়ানদের পথ অতি উত্তম ইহা দৃঢ় বুঝিয়া তিনি জাতি কূল ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ খ্রীষ্টীয়ান ভাইয়ের ঘরে ভোজন পানাদি করিলেন; এবং আমি যদি সকল বিষয় হারাই, তথাপি মঙ্গল সমাচার গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টের নাম স্বীকার করিব ইহা অতি সাহস পূর্ব্বক কহিলেন। পরে তিনি নিজ ঘরে গেলেন, এবং শ্রীরামপুরে যাহা ২ দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন সেই সকল কথা নিজ স্ত্রীকে ও বন্ধুদিগকে কহিলেন; অনন্তর শ্রীরামপুরে পুনশ্চ আসিয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সত্য ঈশ্বরের নামে অবগাহিত হইলেন।

কিছু কাল পরে পীতাম্বর সিংহ ধর্ম্ম শিক্ষাতে

নিপুণ হইয়া শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা পাঠশালাতে থাকিয়া শিক্ষা করাইতে লাগিলেন, এবং খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার প্রচারের জন্যে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। আর আপন শক্ত্যনুসারে খ্রীষ্ট বিষয়ক এক পুস্তক রচনা করিলেন।

পীতাম্বর সিংহ ধর্ম্ম পুস্তক বিবেচনা করিয়া ইহা বুঝিলেন, মৃত্যুর পর মহাবিচারের দিন হইবে, এবং দেবতাদের ও গুরুদের ও ব্রাহ্মণদের সেবা দ্বারা কিম্বা শ্রাদ্ধ ও তীর্থ যাত্রা ও গঙ্গাস্নান ইত্যাদি কর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ হইতে পারে না, কেননা এ সকল কর্ম্ম নিষ্ফল, এবং অজ্ঞানতা এ সকলের মূল তাহাতে ধর্ম্ম পুস্তকে খ্রীষ্টের বচন প্রমাণ যথা হে সমস্ত পাপি লোক, তোমরা আইস আমি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিব, ও পবিত্র আত্মা দিব, এবং আমি পাপিদের জন্যে প্রাণ দিলাম, তাহা তোমরা বিশ্বাস কর, তাহা করিলে পরিত্রাণ পাইবা, ও যিশু খ্রীষ্টই সত্যাশ্রয় ইহা দেখিবা।

অপর পীতাম্বর সিংহ জ্ঞানবান ও নিতান্ত সত্য খ্রীষ্টীয়ান বটেন, সকল খ্রীষ্টীয়ান ভাই লোক ইহা বিবেচনা করিলে তিনি সুখসাগরে গিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল সমাচার প্রচার করেন এমত তাঁহাদের বাঞ্ছা হইল তাহাতে পীতাম্বর সিংহ আহ্লাদী হইয়া সুখসাগরে গেলেন, এবং যেন সকল লোকখ্রীষ্টীয়ান হয়, ইহা বাঞ্ছা করিয়া তিনি লোকদিগকে কহিলেন। কিন্তু তাহারা কেহ মঙ্গল সমাচার গ্রহণ করিল না,

বরঞ্চ তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। পরে পীতাম্বর সিংহ সেখানে এক ঘর করিয়া থাকিলেন ও যে কোন লোক তাঁহার ঘরে আইসে তাহাকে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ শুনাইতে লাগিলেন। কিছু দিনের পর পীতাম্বর সিংহ সুখসাগর অঞ্চলে প্রসিদ্ধ লোক হইলেন, ও তাঁহার সুখ্যাতি প্রকাশ হইল; এবং যদি তিনি কোন দোকানে গিয়া দুই মোন চাউল দেও, এই কথা কহিতেন তবে দোকানিরা মূল্যের অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ দিত।

আর তিনি সেখানে থাকিয়া হিতোপদেশ ও আশ্রয় নির্ণয় নামে দুই পুস্তক করিলেন, সেই পুস্তকের মধ্যে এই প্রকার লেখা আছে, দেব পূজা করা মিথ্যা, তাহাতে পরিত্রাণ হইতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র যিশু খ্রীষ্ট পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ আছেন, এবং যে কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করে সে পবিত্র আত্মা পাইবেক। কিছু কাল পরে পীতাম্বর সিংহ কাসরোগেতে অত্যন্ত পীড়িত হইলেন, কিন্তু তখন তাঁহার নিকটে কোন খ্রীষ্টীয়ান লোক না থাকাতে তিনি শ্রীরামপুরে আসিতে বাসনা করিলেন।

শন ১২১৪ শালের মাঘ মাসে পীতাম্বর সিংহ শ্রীরামপুরে আসিয়া পুনশ্চ বাঙ্গালা পাঠশালা করিলেন, কিন্তু শরীরের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত বিস্তর শ্রম করিতে পারিতেন না; তথাপি ঈশ্বরের কথা সর্ব্বদা কহিতেন, এবং তাঁহার কথাতে ও প্রত্যয়েতে ও শঙ্কাতে অনেকেই শিক্ষিত হইল। এবং তাঁহার

পীড়া আঠার মাস পর্য্যন্ত ছিল, তাহাতেও তিনি মনোমধ্যে আহ্লাদিত ছিলেন; কেননা সাংসারিক সুখ দুঃখ মিথ্যা, কিন্তু মরণান্তে যে অনন্ত সুখ ও দুঃখ তাহাই সত্য ইহা তিনি ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলেন অতএব তিনি সত্যাশ্রয় যে য়িশু খ্রীষ্ট তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া সত্য পরিত্রাণের ভরসায় নিতান্ত ছিলেন।

শন ১২১৫ শালের ১৭ জ্যৈষ্ঠে ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার বিছানার নিকটে গিয়া তাঁহাকে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট অত্যন্ত পীড়িত দেখিলেন; তখন পীতাম্বর সিংহ তাঁহাকে কহিলেন, আমি আপনার বুদ্ধিতে ও আপনার জ্ঞানেতে খ্রীষ্টীয়ান হইতে পারি নাই, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সকল হয়, আমার এখন কেবল ঈশ্বর ভরসা, জীবন বিষয়ে ও মৃত্যু বিষয়ে কিছুতেই আমার খেদ নাই, কিন্তু পাপহইতে মুক্ত হই এই আমার ইচ্ছা; এবং কৃষ্ণ প্রসাদ আমার অতি প্রিয়পাত্র, কেননা সে সুন্দর রূপে মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করে, ও সে অতি নম্রশীল, এবং গোপনীয় স্থানে নিজ পরিবারের সহিত প্রার্থনা করে, এবং ঈশ্বরের তুষ্টিজনক ক্রিয়া করে তাহার এমন ইচ্ছা আছে।

জ্যৈষ্ঠ অবধি ভাদ্র পর্য্যন্ত তিনি অতি দুর্ব্বল ছিলেন, তাহাতে ভাই লোকেরা তাঁহার নিকটে থাকিতেন, ও তাঁহাকে অনেক প্রেম দেখাইতেন। এবং পীতাম্বর সিংহ যখন অত্যন্ত সংশয়াপন্ন তখনও তিনি প্রতিদিন ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতেন। এবং

তিনি ওয়ার্ড সাহেবকে কহিলেন, আমি পীড়ার জন্যে দুঃখিত নহি বরং আমার প্রাণ সর্ব্বদাই সুখী আছে। আরো কহিলেন, আমার যদি সরলতা থাকে, তবে তিনি আমার ঈশ্বর, আমিও তাঁহার পুত্র; তিনি আমাকে ত্যাগ করিবেন না। তিনি সদা বর্ত্তমান ওয়ার্ড সাহেব পীতাম্বর সিংহকে ধর্ম্ম পুস্তকের এই কথা স্মরণ করাইলেন, ঈশ্বর আমাদের পিতা ও প্রভু যিশু খ্রীষ্টের নিকটহইতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি হউক। তিনি বলিলেন, শান্তি শান্তি, আমার অন্তঃকরণে সেই শান্তি আছে। এবং মরণের কিছু কাল পূর্ব্বে তিনি অনুভব করিলেন, মরণ হইলেই ভাল, আর তিনি উৎকণ্ঠিতও হইলেন না। এবং তিনি স্বর্গ বিষয় ও স্বর্গস্থ লোকের বিষয় ভাল রূপে বুঝিতেন এই প্রযুক্ত আপনি সেই স্থানে যাইব ইহা বুঝিয়া আহ্লাদিত ছিলেন। দেখ, যদি কেহ বিদেশে যায়, ও কিছু দিনের পরে যখন তাহার নিজ ঘরে আসিবার সময় উপস্থিত হয়। তখন তাহার কত সুখ মনে জন্মে, সেই রূপ আমি আপন পিতার ও ভ্রাতাদের নিকটে অনন্ত পরমায়ুতে যাইতেছি ইহা তিনি জানিলেন। এবং তিনি সেই সময়ে নিজ পরিবার সকলকে ও আপন কন্যাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাহারা দূরে ছিল, এই জন্যে অন্য লোকেরা তাহাদিগকে আনিতে যাইবার উদ্যোগ করিলে তিনি কহিলেন, এখন তাহাদিগকে মিথ্যা আনিতে যাইবা, তাহারা আসিতে ২ আমার

বাক্য কহিবার শক্তি থাকিবে না। তৎপরে তিনি বাঙ্গালি ভ্রাতাদিগকে প্রার্থনা করিতে ও গীত গাইতে ডাকিয়া কহিলেন, আমার মরিবার সময় প্রায় উপস্থিত হইল।

তৎকালে পীতাম্বর সিংহের চক্ষুহইতে জল নির্গত হইল, কেননা ঈশ্বরের বিষয়েতে তাহার অতিশয় প্রেম ছিল; অতএব তাঁহার সেই সময়ে আনন্দাশ্রুপাত হইল। সেই আহ্লাদের সময়েতেই সজ্ঞানে আমাদের প্রিয় ভ্রাতা পীতাম্বর সিংহের প্রাণত্যাগ হইল, এবং তৎকালে তাঁহার হাস্য-বদন ছিল।

পীতাম্বর সিংহের যাটি বৎসর বয়ঃক্রমেতে মৃত্যু হয়। এবং যে২ ভ্রাতারা ও ভগিনীরা এই প্রকার মৃত্যু দেখিলেন, তাঁহারা সকলে আহ্লাদে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, যেন আমাদের মৃত্যু এই প্রকারে হয়।

তৎ পর দিনপ্রভাতে ভাই সকলে তাঁহার বাটীতে গিয়া তাঁহার মৃত শরীরের চতুর্দিগে দাঁড়াইয়া গান করিতে লাগিলেন, এবং খ্রীষ্টীয়ানদের গোরস্থানে যাইবার সময়ে এক ২ ইউরোপীয় ভাই ও এক ২ বাঙ্গালি ভাই ক্রমে চলিলেন, এবং তিন জন ইউরোপীয় ভাই আর তিন জন বাঙ্গালি ভাই এই ছয় জনেতে তাঁহার শরীর বহিয়া নিয়া গোরস্থানে গেলেন, এবং আর২ অনেক লোক ও তাঁহার সঙ্গে গেলেন; এবং সেখানে পৌছিয়া ইউরোপের

দুই জন ভ্রাতা সকল লোকের সাক্ষাতে ধর্ম্ম কথা কহিতে লাগিলেন, এবং বাঙ্গালি খ্রীষ্টীয়ান এক জনও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহার পরে গোলক খ্রীষ্টীয়ান ভাইয়ের গোরের পার্শ্বে তাঁহার গোর দেওয়া গেল। এই মতে পীতাম্বর সিংহের জন্ম ও মৃত্যু হইল।

হে বাঙ্গালি ভ্রাতারা শুন, অন্তঃকরণে বিবেচনা কর। যদি খ্রীষ্টের পথ ভাল না হয়, তবে কাহাদ্বারা আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও সত্য আহ্লাদ পাইতে পারিব? দেখ, আমরা সকলে পাপী ও ঈশ্বর পাপির প্রতি ক্রুদ্ধ আছেন। যদি তিনি আমাদিগকে দণ্ড করেন, তবে তো আমরা পলাইতেও পারিব না, এবং তাঁহাকে পরাভূত করিতেও পারিব না; অতএব ত্রাণ পাইবার নিমিত্তে পীতাম্বর সিংহ যে পথের আশ্রয় লইলেন তোমরাও তাহা লও, ধর্ম্ম পুস্তক পড়, প্রভু যিশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, আর তাঁহাতে নিত্য মন রাখ, তাহাতে অবশ্য অনন্ত পরমায়ু পাইবা। আমেন।

গীত।

(খ্রীষ্টের প্রতি প্রার্থনা)

১ দয়া কর আমার উপর
ও হে যিশু দয়াবান্
তুমি নরের নিস্তারকর্ত্তা
শুন আমার নিবেদন
শুন যীশু ২
শুন আমার নিবেদন।

২ আমি বড় অপরাধী
আমার পাপের বড় ভার
মর্ত্ত্যে কারো শক্তি নহে
আমার নিস্তার করিবার
যীশু ছাড়া কারো নহে
শক্তি নিস্তার করিবার।

৩ শুনিয়াছি মঙ্গলাখ্যান
শুনিয়াছি তোমার নাম
পাইয়া দুঃখ ও অপমান
করিয়াছ পরিত্রাণ
বিশ্বের রক্ষা করণার্থে
করিয়াছ পরিত্রাণ।

৪ এখন মঙ্গল সংবাদ চলে
সর্ব্ব সৃষ্টি ভর্সা পায়
আমি আইসি অন্য ডাকি
খ্রীষ্টের কৃপায় রক্ষা হয়
খ্রীষ্টের নামে ২
নিবেদিলে রক্ষা হয়।

৩৯

(খ্রীষ্টেতে মনের ধারণ)

যে জন আপন প্রাণ দিয়া পাপি উদ্ধারে
ও মন ভুল না তাঁরে।

১ না ভুলিও আর কর সেই সার
যীশু ব্রহ্ম নাম ত্রাণের তরে।

২ আর সব কার্য্য দূরে কর ত্যজ্য
খ্রীষ্ট প্রেমধন রাখ অন্তরে।

৩ সত্য দয়া ক্ষমা সকলি অসীমা
যীশু আপন রক্ত দিয়া পাপি নিস্তারে।

৪ সাধু বন্ধু তাঁরে বলি বারে ২
যীশু নামে পার করে আমারে।

৪০

(যীশুর প্রতি প্রার্থনা)

যীশু কর হে মোরে সান্ত্বনা
কিসে এড়াইব নরক যন্ত্রণা

১ কর হে ধর্ম্মাত্মা দান হউক আমার ধর্ম্মজ্ঞান
দূর কর আমার কুমন্ত্রণা।

২ আমি নিতান্ত পাপিষ্ঠ না করিলাম তব ইষ্ট
ক্ষম অপরাধ এই বাসনা।

৩ আমার ক্রিয়ার প্রতিফল অনন্ত নরকানল
তব মরণেতে পাপের মার্জ্জনা।

৫২

(খ্রীষ্ট পরিত্রাণ করিতে সাধ্যবান)

বিশ্বাস না কর কেন ওরে ভোলা মন
আমাদের সঙ্গে আছেন প্রভু সর্ব্বক্ষণ।

১ চলিলে ঈশ্বরের পথে রক্ষা পাবে পাপ হইতে
কি করিতে পারিবে শয়তান
অনায়াসে স্বর্গে যাবে পরীক্ষায় না ঠেকিবে
বিচারিবেন ঈশ্বর সন্তান।

২ পাপি নিস্তারিবার তরে আসি তিনি এ সংসারে
অতি ক্লেশে সহিলেন মরণ
শুন তাঁর বিবরণ তিনি স্বয়ং ভগবান
দয়াময় করুণা নিধান।

৩ শুন্যাছি শাস্ত্রেতে আমি তিনিই জগতের স্বামী
তার মৃত্যু নরের জীবন
ত্যজ ধনাদিতে আশ না হইও তার দাস
যীশুর করহ অন্বেষণ।

৪ তাঁহাতে প্রত্যয় যার পাপকে কি ভয় তার
তিনি প্রভু জগত্তারণ
জানিয়া শুনিয়া ইহা সকলেতে ছাড়ি মায়া
লইয়াছি তাঁহারি শরণ।

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

THE DURWAN AND MALEE.

এক সাহেবের দরওয়ান আর মালীতে কথোপকথন।

দরওয়ান কহিতেছে, আইস২ ভাই মালী, আমার নিকটে কিঞ্চিৎ কাল বইস, তোমাকে অতি শ্রান্ত ক্লান্ত পিপাসু দেখিতেছি; আজি সাহেবের বাগানে এত কি কর্ম্ম করিয়াছ, যে ঘামেতে স্নান করিয়াছ?

মালী উত্তর দিতেছে, সেলাম ভাই, আজি আমি বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি, সাহেবের বাগানে কতক গুলা জঙ্গল জন্মিয়াছে, প্রাতঃকালাবধি তাহা উপড়াইতে২ আমার প্রাণান্ত হইয়াছে; না পুতিলেও যে কেন এত মিথ্যা ঘাস জন্মে ইহার কারণ কিছু বলিতে পার?

দং। হাঁ বলিতে পারি, তুমি কি ইহার কারণ কিছুই জান না? তবে বলি শুন। আমাদের সকলেরি আদি পুরুষ আদমের পাপেতে এ সকল অনর্থ ঘটিল। তিনি প্রথমত এই পৃথিবীর এক প্রকার কর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা না মানিয়া পাপ করাতে ঈশ্বর পৃথিবীকে এই শাপ দিয়াছিলেন, যে অতি পরিশ্রম ব্যতিরেকে তোমাতে কোন শস্য জন্মিবে না; এবং জঙ্গলও

শেয়াল কাঁটার বৃক্ষও তোমাতে জন্মিবে, এ নিমিত্তে এ সকল জন্মে।

মালী। ভাই হে, ঈশ্বর দয়াময় হইয়াও যে কেন এমন দুরন্ত শাপ দিয়াছিলেন, ইহার ভাবতো আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, বুঝাইয়া বল দেখি।

দং। আমার মনে এই লয়, যে পাপের প্রতি যে ঈশ্বরের অতিশয় ঘৃণা আছে, ইহা মনুষ্যকে জানাইবার জন্যে, আর মনুষ্যেরা যেন জানিতে পারে যে তাহারা সকলেই পাপী, এবং পাপি লোকদের শাস্তি দিবার জন্যে এ প্রকার করিয়াছেন।

মালী। ভাই হে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ আদম কি পাপ করিয়াছিলেন? তাহা যদি তুমি জান তবে বিশেষ করিয়া বল, আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা।

দং। হায়২ তুমি কি এ বিষয়ের কিছুই জান না? তবে বলি শুন। ঈশ্বর আদমকে একটি নিয়ম পালন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার সেই নিয়ম ভঙ্গ করাতে তাঁহাতে পাপ প্রবেশ করিয়াছিল।

মালী। ভাই হে, আমি তো এ বিষয়ের পূর্ব্বাপর কিছুই জানি না, তাবৎ বৃত্তান্ত আমাকে বিস্তার করিয়া বল, তবে আমি বুঝিতে পারিব।

দং। বলি শুন। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়া আদমকে এই কহিয়াছিলেন, যে ওহে আদম, তুমি যদি আমার আজ্ঞা পালন কর তবে তোমার ও তোমার সন্তানদের পরম সুখ হইবে, নতুবা ইহকালে নানা দুঃখভোগ করিয়া পরকালে নরকে মগ্ন থাকিতে হইবে।

মালী। আমি বুঝি, যে ঈশ্বর আদমকে যে নিয়ম

পালন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন সে অতি শক্ত না হইবে।

দং। হাঁ হে ভাই, সে অতি সহজ, আদম পালন করিলে অনায়াসে পালন করিতে পারিতেন, কারণ তাহা পালন করিতে পারেন এমন শক্তি ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

মালী ঈশ্বর কি আজ্ঞা করিয়াছিলেন, বল দেখি শুনি।

দং। ঈশ্বর প্রথমত আদমকে সৃষ্টি করিয়া এদেন নামক এক বাগানে বসতি করাইয়া কহিলেন, যে এই বাগানের মধ্যে যত বৃক্ষ আছে তুমি সকলেরি ফল খাইও, কেবল মধ্যস্থিত সদসৎ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইও না; যে দিনে তাহা খাইবা সে দিনে অবশ্য মরিবা।

মালী। হায় ২ ঈশ্বরের এই আজ্ঞা পালন করাতো কিছুই কঠিন নহে, অতি সহজ কর্ম্ম, তবে আদম পালন করিলেন না কেন?

দং। ভাই হে, তৎকালীন তিনি মনেং স্থির করিয়াছিলেন, যে ঈশ্বরের এই আজ্ঞা আমি অবশ্য পালন করিব, কিন্তু শয়তান এমনি ধূর্ত্ত, যে আপন ধূর্ত্ততাতে তাঁহার স্ত্রীর মন ভুলাইল। পরে ঐ স্ত্রী আপন স্বামিকে ঐ ফল দিল, তিনিও তাহাতে লোভী হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া সেই ফল খাইলেন। তবে ইহার বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া কহি শুন। শয়তান এক দিবস সর্প রূপ ধারণ করিয়া আদমের স্ত্রীকে কহিল, যে ওগো, ঈশ্বর কি এই উদ্যানের প্রত্যেক বৃক্ষের ফল খাইতে তোমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন?

তাহাতে নারী কহিল, যে হাঁ, খাইতে বলিয়াছেন বটে; কিন্তু কহিয়াছেন, যে উদ্যানের মধ্যস্থানস্থ বৃক্ষের ফল খাইও না ও তাহা স্পর্শও করিও না, পাছে তাহাতে তোমরা মর। তাহার পর ঐ সর্প নারীকে বলিল, যে তাহা করিলে তোমরা কদাচ মরিবা না, বরং যে দিনে তাহা খাইবা সে দিনে তোমাদের চক্ষু খোলা গিয়া ঈশ্বরের ন্যায় ভাল মন্দ জানিতে পারিবা, ইহা জানিয়া তিনি তাহা খাইতে বারণ করিয়াছিলেন। তখন নারী তাহার কথা সত্য জ্ঞান করিল, এবং সেই বৃক্ষের ফল অতি সুদৃশ্য দেখিয়া মনে করিল, যে ইহা সুমিষ্ট ও জ্ঞানদায়কও হইতে পারে। পরে তাহা পাড়িয়া আপনি খাইল ও আপন স্বামিকে দিল, তাহাতে সেও খাইল।

মালী। ভাই হে, এ কথা আমার সত্য বোধ হইল, আমিও শুনিয়াছি যে শয়তান অতি খল ও দুষ্ট জাতি, এবং সে মনুষ্যের শত্রু তাহাহইতেই ইহা হইয়াছে।

দ°। হাঁ ভাই, শয়তান এমনি দুষ্ট যে সে এইক্ষণেও দুষ্কর্ম্মেতে মনুষ্যদের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া কোন প্রকারে তাহাদের নরকভোগ হয় এই তাহার চেষ্টা।

মালী। ঈশ্বর কি আপন আজ্ঞালঙ্ঘন জন্য দোষেতে আদমকে কিছু শাস্তি দিয়াছিলেন?

দ°। হাঁ দিয়াছিলেন বই কি, তুমি ভুল কেন? আমি তো পূর্ব্বে তোমাকে কহিয়াছিলাম, যে আমাদের আদি পুরুষ আদমের পাপের নিমিত্তে ঈশ্বর কর্ত্তৃক পৃথিবী শাপগ্রস্তা হইয়াছিল, তাহাতেই এত জঙ্গল জন্মে। আরও এক কথা বলি শুন, কেবল পৃথিবী শাপগ্রস্তা হইয়াছিল

এমত নহে, ঈশ্বর আদমের স্ত্রীকেও এই শাপ দিয়াছি-লেন, যে গর্ব্ভধারণদ্বারা আমি তোমার অতিশয় দুঃখ বাড়াইব, এবং অতি কষ্টেতে সন্তান প্রসব হইবা। তাহার সাক্ষী দেখ, প্রায় স্ত্রী লোক মাত্রেই অতিক্লেশে প্রসূতা হয়, এবং কাহাদের গর্ব্ভস্থ সন্তানও ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাদেরও কাহার২ মৃত্যু হয়, কেহ২ বা অত্যল্প কাল বাঁচিয়া থাকিয়া মরে। আর মনুষ্যদের মধ্যে যে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ জন্মিতেছে, এবং রোগ শোক পীড়া নানা প্রকার মনস্তাপ পাইয়া যে শেষে মরিতেছে, তাহার কারণও হইয়াছে আমাদের ঐ পাপ। ইহাতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে, যথা "এক জনের দ্বারা জগতে পাপ প্রবেশ করিল, এবং পাপের দ্বারা মৃত্যু; এবং তাহাতে সকলে পাপকারী হইলে মৃত্যু সকলের উপর আইল।" ফলত, আদম আমাদিগের এক প্রকার প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন, এ কারণ তাঁহার সন্তানদের প্রতিও সেই শাপ বর্ত্তিল।

মালী। আমি মনে করি, যে তুমি যে সকল বৃত্তান্ত কহিলা তাহা এ দেশের অল্প লোক জানে।

দং। হাঁ ভাই, এ কথা সত্য বটে; তাহার কারণ এই, যে এ দেশীয় লোকদিগকে কেহ এ সকল বৃত্তান্ত শুনাইলেও ইহারা মনোযোগ করিয়া শুনে না, তাহা-তেই তাহারা আপদগ্রস্ত হয়।

মালী। কি প্রকারে তাহারা আপদ্‌গ্রস্ত হয় তাহা আমাকে বুঝাইয়া বল।

দং। তবে বলি শুন। দেখ কাহার পীড়া হইলে সে লোকদ্বারা এক জন বৈদ্যকে আনিতে অবশ্য যত্ন করে,

পরে সেই বৈদ্য কিম্বা তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ-যোগ্য এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার রোগ নির্ণয় করিয়া বিহিত ঔষধ দিলে রোগী যদি আস্থাপূর্ব্বক তাহা সেবন করে তবে অবশ্য সুস্থ হয়; কিন্তু সে যদি আপন পীড়া বিবেচনা করিতে না পারে, কিম্বা তুমি পীড়িত আছ এ কথা বলিলেও না শুনে, এবং কোন বৈদ্যকে না চাহে, কিম্বা ঔষধ সেবন না করে, তবে সে রোগ-হইতে মক্ত না হইয়া বরং তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়।

মালী। তুমি তো দৃষ্টান্ত কথাতে কহিলা, ইহার ভাবার্থ আমাকে বুঝাইয়া বল?

দং। ইহার ভাবার্থ এই, যে এ স্থানে পীড়া পদে পাপকে বুঝায়, আর পীড়িত পদে পাপিকে বুঝায়, এবং চিকিৎসক খ্রীষ্ট, ও তাহার প্রতিনিধি পবিত্রআত্মা, এবং ঔষধ হইয়াছে খ্রীষ্টের রক্ত; অতএব পাপরূপ পীড়াতে পীড়িত ব্যক্তিরা যদি যীশু খ্রীষ্টকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাতে আস্থা করে তবে তাহারা পবিত্র আত্মা-দ্বারা পাপরূপ পীড়াহইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত কালাবধি পরম সুখে থাকিবে; কিন্তু যে আপন পাপ বিষয়ে চৈতন্য না পাইয়া খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস না করে, সে পাপের নিমিত্তে সদা কাল ঘোর নরকে যন্ত্রণাভোগ করিবে।

মালী। ভাই হে, কি অপূর্ব্ব কথা শুনাইলা? বল দেখি যীশু খ্রীষ্টের রক্ত কি প্রকারে পাপরোগের ঔষধ হইতে পারে, আমি তো বুঝিতে পারিলাম না।

দং। এ বড় নিগূঢ়ার্থ কথা, তোমাকে বুঝাইয়া কহি শুন। যীশু খ্রীষ্ট পাপি লোকদিগকে পাপহইতে মক্ত

করিবার জন্যে ক্রুশ নামে এক যন্ত্রের উপরে আপন রক্তপাত করিলেন, তাহাতে পবিত্র আত্মা লোকদের মনে ঐ প্রায়শ্চিত্ত রূপ রক্তেতে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেন, তাহাতে তাহারা পাপহইতে মুক্ত হয়; এ কারণ তাঁহাকে ঔষধ বলা যায়। যেমন আরং ঔষধদ্বারা জ্বরাদি পীড়া যায় তেমনি এই ঔষধদ্বারা পাপ রোগের বিমোচন হয়।

মালী। এমন আশ্চর্য্য কথা তো আমি কখন শুনি নাই, তবে বুঝি যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর হইবেন।

দং। তুমি যাহা বুঝিয়াছ সে সত্য, তিনি ঈশ্বরই বটেন; তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই, যথা। "প্রথমে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং বাক্য স্বয়ং ঈশ্বর।" এ স্থলে বাক্যপদে যীশু খ্রীষ্টের একটি নাম; ফলত বাক্য যীশু খ্রীষ্ট নামক মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া দুর্ব্বল মনুষ্যদের প্রতিনিধি রূপে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন; পরে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইলে পর তিন বৎসর যিহুদা দেশের লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার ও নানা অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশ করিলেন, এবং যে দিনে তিনি মনুষ্যদের বদলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে আপন প্রাণ দিলেন, তাহার পূর্ব্ব দিবস রাত্রিতে এক বাগানে পাপিদের ভোগ্য ঈশ্বরের ক্রোধ তাঁহার উপর পড়াতে বিস্তর দুঃখভোগ করিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহারি কোন এক কৃতঘ্ন শিষ্য শটতা করিয়া যিহুদীদের যাজকগণের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিল, পরে তাহারা ক্রুশ যন্ত্রেতে তাঁহাকে হত্যা করিল। এইং

রূপে তাঁহার মৃত্যু হইতে যুষফ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার মৃত দেহ লইয়া কোন বাগানের মধ্যে কবর দিয়াছিল। পরে তৃতীয় দিবসানন্তর তিনি সমাধিহইতে সজীব হইয়া গাত্রোত্থান করত আপন দ্বাদশ শিষ্যকে ও আরং অনেক লোককে দেখা দিয়াছিলেন, এবং তদবধি ৪০ দিন পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে থাকিয়া শিষ্যদের সাক্ষাতে স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিলেন, এই রূপে তিনি সেই স্থানে মনুষ্যদের রাজা ও ত্রাণকর্ত্তা হইয়া আছেন। যে জন তাঁহাতে বিশ্বাস করে তিনি তাহার পাপমোচন করেন।

মালী। এতো বড় আশ্চর্য্য, ভাই। যীশু খ্রীষ্টের উপাখ্যান আমি কখন শুনি নাই, তাঁহার আরং যে সকল বৃত্তান্ত আছে তাহাও আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়।

দ॰। তোমার এই কথাতে আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। যীশু খ্রীষ্টের তাবৎ বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে, সম্প্রতি বেলা বিস্তর হইয়াছে, সাহেব এই ক্ষণেই ঘরে আসিবেন, এবং আমারও যথেষ্ট কর্ম্ম আছে; তুমি আজি বিদায় হও, যদি তোমার এ বিষয়ের আর কিছু শুনিতে ইচ্ছা থাকে তবে কল্য আইস, তোমাকে বলিব।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

মালী। সেলাম ভাই দরওয়ান, বাগানের মিথ্যা ঘাসের উপলক্ষে আর কিছু অধিক শুনিবার বাঞ্ছাতে

আজি আরবার আইলাম; যদি তোমার অবকাশ থাকে তবে যাহা জান তাহা আমাকে বল।

দং। আইস২ ভাই বৈস, এইক্ষণে আমার অবকাশ আছে, যাহা জানি তাহা তোমাকে বলি। কিন্তু প্রথমত তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার অন্তঃকরণ যে ঠিক সাহেবের বাগানের মত তাহা কি তোমার কখন বোধ হয় নাই?

মালী। না আমার তো এমন ভাবনা কখন উপস্থিত হয় না, তাহা কিসে হইতে পারে?

দং। ভাই হে, কেবল তোমারি অন্তঃকরণ যে ঐ বাগানের মত তাহা নয়, মনুষ্য মাত্রেরই অন্তঃকরণ তেমনি জানিবা, সে কি প্রকারে হয় তাহা শুন। বাগানে জঙ্গলাদি যেমন আপনাহইতে জন্মে মনুষ্যের অন্তঃকরণে পাপের উৎপত্তি ও তেমনি জানিবা। দেখ, কুমন্ত্রণা, পরদার, ব্যভিচারক্রিয়া, বধ, চৌর্য্য, লোভ, দুষ্টতা, কপটতা, কামুকতা, মাৎসর্য্য, পাষণ্ডতা, অহঙ্কার, উন্মত্ততা, এই সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণহইতে আপনি উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে অপবিত্র করে। কিন্তু শয়তান মনুষ্যদের অন্তঃকরণে এই সকল পাপের বীজ বপন করিল; পরে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া শাখা প্রশাখা পল্লব বাহির করত তাহাদের অন্তঃকরণকে আচ্ছাদিত করিল।

মালী। আমারও এমনি বোধ হয় বটে, যে মনুষ্যের অন্তঃকরণ পূর্ব্বে ভাল ছিল; কিন্তু কখন ছিল তাহা যদি তুমি জান তবে আমাকে বিস্তার করিয়া বল, আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা।

দং। তবে বলি শুন। শাস্ত্রে লেখে যেমত বলা গিয়াছে, যে যখন ঈশ্বর প্রথমত মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন তখন তাহার নির্ম্মল স্বভাব ও যথার্থ জ্ঞান ছিল, এবং তাহার অন্তঃকরণে পাপের লেশও ছিল না; কিন্তু শয়তানের কুপরামর্শেতে নিষিদ্ধ ফলভোজন করাতে তাহার অন্তঃকরণে পাপ স্পর্শিল; অতএব সেই অবধি মনুষ্যের অন্তঃকরণ রূপ উদ্যানে জঙ্গলাদি স্বরূপ পাপ আপনাহইতেই জন্মিয়া আসিতেছে।

মালী। এ অসম্ভব কথা, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? আমার মনে হয় যে ঈশ্বর পাপের সৃজনকর্ত্তা, তিনিই কু প্রবৃত্তি জন্মাইয়া মনুষ্যকে পাপ করান।

দং। হায় ২ ভাই হে, অজ্ঞানের মত তোমার এই কথা শুনিয়া আমি বড় মনঃপীড়া পাইলাম, যে হেতুক, তুমি এ কথাতে ঈশ্বরের নিন্দা করিলা, তাহা করিলে বড় পাপ জন্মে; অতএব আমি তোমাকে এই মিনতি করি,যে এমন কথা কখন মনেও করিও না। দেখ দেখি, তোমার সাহেব কিছু বাগানে জঙ্গল পুতিতে চাকরদিগকে বলেন না, এবং তাঁহার ইচ্ছাও নয় যে বাগানে জঙ্গল জন্মে; তেমনি ঈশ্বরও মনুষ্যের অন্তঃকরণে পাপের বীজ বপন করেন না, এবং মনুষ্য যে পাপ করে এমত ইচ্ছাও তাঁহার নয়।

মালী। ভাই হে, অনেকেই বলিয়া থাকে যে ঈশ্বর পাপ করান, আমিও সেই মত বলিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে তোমার কথাতে বুঝিলাম, যে সে কথা কিছু নয়, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

দণ্ড। আমি কোন খদ্যোত, যে তোমার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি। কিন্তু তুমি এই কথা কহাতে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইয়াছ; অতএব তাঁহার স্থানে প্রার্থনা কর, যে তিনি যেন তোমার দোষ ক্ষমা করেন। দেখ, অনেক লোক অজ্ঞান ব্যক্তিদের কথা সত্য জ্ঞান করিয়া তদনুসারে ব্যবহার করত ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হয়, এ জন্যে আমি তোমাকে এই একটী পরামর্শ দেই, যে কোন ব্যক্তি কোন কথা কহিলে তাহা সত্য কি মিথ্যা ইহা বিবেচনা না করিয়া গ্রাহ্য করিবা না। আর আমি যে কথা বলিলাম তাহার আরও প্রমাণ দেই, তাহাতে মনোযোগ করিলেই জানিতে পারিবা, যে ঈশ্বর পাপ করান না। দেখ, আপন রাজ্য যাহাতে নষ্ট হয় এমত কর্ম্ম করিতে পরামর্শ কোন রাজাই কাহাকে দেন না, ও বিচারকর্ত্তা খুন করিতে কিম্বা চুরি করিতে ও কুকর্ম্ম করিতে কাহাকেও কখন আজ্ঞা দেন না, এবং উত্তম যে পিতা তিনি পুত্রকে কদাচ কুশিক্ষা দেন না। অতএব সকলের রাজাধিরাজ ও যথার্থ বিচারকর্ত্তা ও পিতা স্বরূপ যে ঈশ্বর, তিনি আমাদিগকে পাপ করিতে প্রবৃত্তি লওয়ান, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? আর দেখ, যিনি মনুষ্যদিগকে পাপহইতে উদ্ধার করিবার জন্যে আপন পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে তাহাদের বদলে পাপের শাস্তিভোগ করিতে পৃথিবীতে পাঠাইলেন, তিনি কি প্রকারে পাপের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন? কিম্বা মনুষ্যকে পাপ করিতে প্রবৃত্তি লওয়াইতে পারেন? অতএব তুমিই বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি ভাই, এমন কি কখন হইতে পারে?

মালী। ভাই হে, তোমার এ সকল কথা শুনিয়া মনেং বিবেচনা করিলাম, যে তুমি যাহাং কহিয়াছ সে সকলি সত্য বটে।

দং। ইহাতে আমার পরম সন্তোষ হইল, কিন্তু তোমাকে একটী কথা বলি, আমার এই কথা যদি সত্য বোধ করিয়াছ, তবে মনে রাখিয়া আত্মীয় বন্ধুলোককে জানাও, এবং তাহাদিগকে বল যে তাহারা যেন ঐ সকল মিথ্যা কথাতে আর বিশ্বাস না করে।

মালী। ভাল, তুমি যাহা বলিলা তাহাই করিব, কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার অন্তঃক-রণের যে কু অভিলাষ তাহাহইতে কি প্রকারে মুক্ত হইতে পারি, ইহার উপায় কিছু জান?

দং। সে কথা পশ্চাৎ বলিব, এইক্ষণে আমি তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দেও। যদি কোন মালী আপন মনিবের বাগান অপরিষ্কার করিয়া রাখে তবে মনিব তাহার প্রতি কি ব্যবহার করিবে?

মালী। আমি এই বুঝি যে তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া অন্য এক জন উপযুক্ত লোককে আপন বাগানে নিযুক্ত করিবেন।

দং। হাঁ, সত্যই বটে, তবে ঈশ্বরও এই রূপ করেন জানিবা। যখন মনুষ্যের অন্তঃকরণ পাপদ্বারা অপবিত্র হইয়া থাকে তখন তিনি তাহা পবিত্র করিবার জন্যে পবিত্র আত্মাকে নিযুক্ত করেন। অপর আরও একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই মালী যদি সেই নূতন লোককে বাগানে প্রবেশ করিতে না দেয়, তবে তাহার মনিব কি বলিবে কিম্বা কি করিবে?

মালী। আমি এই বুঝি, যে সেই স্বামী আপন লোকদ্বারা তোমাকে এই কথা বলিয়া ধমকাইয়া পাঠাইবেন, যে তুমি যদি এই নূতন মালিকে বাগানে প্রবেশ করিতে না দেও, তবে তোমাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া কারাগারে পাঠাইয়া দিব।

দং। হাঁ, তুমি স্থির বুঝিয়াছ বটে, তবে ঈশ্বরও সেই রূপ ব্যবহার করিবেন; কেননা ধর্ম্মগুরুদ্বারা তিনি সকলকে এই জ্ঞাত করাইতেছেন, যে যে ব্যক্তি এই শাস্ত্র না মানিবে, ও যীশু খ্রীষ্টেতে প্রত্যয় না করিবে, এবং আপন অন্তঃকরণে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ না করিবে, আমি তাহাকে নরক রূপ কারাগারে পাঠাইব। দেখ, ভাই মালী, তুমি জন্মাবধি ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া আসিতেছ, এবং কাল প্রায় গেল, মৃত্যু অতি নিকট-বর্ত্তী, ইহা তোমার কিছুই বোধ নাই; এ প্রযুক্ত অতি অজ্ঞানের ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া আছ। আর এই রূপ থাকিয়া তোমার মৃত্যু হইলে অবশ্য নরকে যাইতে হইবে; কিন্তু এই ক্ষণেও ইহার উপায় আছে, তুমি যদি মন দিয়া শুন তবে আমি বলি। কি জান, তুমি সাবধান পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকট অন্তঃকণের সহিত এই প্রার্থনা কর, যে তিনি যেন তোমার অন্তঃকরণ পবিত্র করিবার জন্যে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেন, তবেই তোমার উদ্ধার হইতে পারিবে; নতুবা অনন্তকাল নরকে থাকিতে হইবে।

মালী। ভাই, তোমার এ কথা শুনিয়া আমার অতি-শয় ভাবনা হইতেছে এ নরকযন্ত্রণা আমি কি প্রকারে

সহিব? আর তুমি আমাকে ঈশ্বরের নিকট পবিত্র আত্মা প্রার্থনা করিতে কহিলা বটে, কিন্তু তাহা কি প্রকারে কহিতে হয়, আমি কিছুই জানি না; অতএব তোমাকে এই মিনতি করি, যে অনুগ্রহ করিয়া তাহার প্রকার আমাকে বল।

দং। ভাল ভাই, তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে তাহা আমি তোমাকে কহি, শুন। তুমি নির্জন স্থানে গিয়া একান্ত ভাবেতে কায়মনোবাক্যে ক্ষেদ পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ প্রকারে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, তাহা করিলেই তিনি তোমার মানস পূর্ণ করিবেন; কেননা শাস্ত্রে বলে, "যে ব্যক্তি দৃঢ় অন্তঃকরণে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে, তিনি তাহার প্রতি অবশ্যই অনুকূল হন," অতএব এ প্রকারে প্রার্থনা কর; যে হে গুপ্তস্থানদর্শিন্ সর্ব্বজ্ঞ দয়াময় ঈশ্বর, আমি অতি নরাধম, পাপিষ্ঠ, উপায়হীন, কি প্রকারে প্রার্থনা করিতে হয় তাহা আমি জানিনা; অতএব দাসের নিবেদন এই, যে তুমি আমার প্রতি সদয় হইয়া প্রার্থনা করিবার শক্তি আমাকে দেও, এবং আমার অন্তঃকরণে পবিত্র আত্মাকে প্রদান কর, তিনি যেন আমার পারমার্থিক জ্ঞানোদয় করান। হে করুণাময় ঈশ্বর, আমি কুচিন্তা ও কুবাক্য ও কুকর্ম্মের দ্বারা যেং অপরাধ করিয়াছি, সে সকল তুমি আমাকে ক্ষমা কর, এবং সমস্ত পাপহইতে আমাকে উদ্ধার কর। হে ঈশ্বর, অনুকূল হইয়া আমার প্রতি এই সকল কৃপা প্রকাশ কর, যে তাহার যেন আমার পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া ধর্ম্মের প্রতি মতি হয়। হে দয়াময় ঈশ্বর, কুপথহইতে

আমাকে উদ্ধার করিয়া সু পথ গ্রহণ করাও, যীশুখ্রীষ্টের নামেতে আমি এই সকল অনুগ্রহ তোমার স্থানে যাচ্ঞা করি, আমেন।

মালী। ভাই দরওয়ান, তুমি আমার প্রতি বিস্তর অনুগ্রহ প্রকাশ করিলা, এবং আমিও তোমার এই সকল সু শিক্ষা মনের মধ্যে অবশ্য ধারণ করিব; কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যে দুষ্ট-মতি মনুষ্য যদি অন্তঃকরণের মধ্যে পবিত্র আত্মাকে প্রবেশ করিতে না দেয়, তবে তিনি কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইতে পারেন?

দং। ভাই হে, মনুষ্য এমনি পাষণ্ড বটে, কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সাহেবের যদি পূর্ব্বের মালিকে অতিশয় ভাল বাসাতে তাহাকে ছাড়া-ইতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহার নিকটে গিয়া বলেন, যে তুমি যদি এই নূতন মালিকে বাগানে প্রবিষ্ট হইতে দেও এবং তাহার বশে থাকিয়া যদি তাহার শিক্ষানু-সারে কর্ম্ম কর, তবে আমি তোমাকে কদাচ ছাড়াইব না, বরং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয় এমন চেষ্টা সর্ব্বদা পাইব; তবে সেই মালী সাহেবের এমত অনুগ্রহ বাক্য শুনিয়াও কি নূতন মালিকে বাগানে প্রবেশ করিতে দিবে না?

মালী। হাঁ ভাই, আমি বুঝি যে অবশ্য দিবে, কিন্তু সে যদি তথাপি সাহেবের বাক্যানুসারে কর্ম্ম না করে, তবে তাহার অবশ্য দণ্ড হইবে।

দং। ভাই হে, তুমিতো ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াছ, তবে ঈশ্বরও মনুষ্যের প্রতি এই রূপ ব্যবহার করেন জানি-

ধা। সে কি প্রকার, তাহা ভাঙ্গিয়া বলি শুন। মনুষ্যের প্রতি যে আমার অতিশয় প্রেম আছে, ও মনুষ্য যেন কোন ক্রমে নরকযন্ত্রণা না পায়, ঈশ্বর আপনার এই ইচ্ছা প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকে তাহাদিগকে জানাইয়াছেন; যথা " অতএব মন্দ হইয়াও তোমরা যদি আপনাদের বালকদিগকে ভাল সামগ্রী দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা আপন যাচকদিগকে কতোধিক পবিত্র আত্মা প্রদান করিবেন;" ফল, যে কেহ ইচ্ছা করে তাহার অন্তঃকরণে পবিত্র আত্মা প্রবিষ্ট হন, এবং খ্রীষ্টের অনুরোধে পরমেশ্বর এমন লোকের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া অনন্ত পরমায়ুঃ তাহাকে দিবেন, আর ঈশ্বরের এই বাক্য শুনিয়াও যে ইহাতে শুদ্ধা না করিবে, ঈশ্বরের নিকটে তাহার অতি বড় দণ্ড হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি ইহাতে বিশ্বাস করিবে তাহার অন্তঃকরণে ধর্ম্মাত্মা প্রবেশ করিবেন।

মালী। ভাল, ঈশ্বরের বাক্যেতে দৃঢ় বিশ্বাস করিলে পবিত্র আত্মা যে আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিবেন, তাহা কি আমি দেখিতে পাইব?

দং। না ভাই, তাহা তুমি দেখিতে পাইবা না, কিন্তু ফলদ্বারা জানিতে পারিবা; যেমন বায়ু যখন বাগানের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহার আকার কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তাহার কর্ম্ম সকলে দেখিতে পারে; যেহেতুক বৃক্ষের ঊর্দ্ধশিখা শাখা সকল নম্রতাকে পায়, তেমনি অহঙ্কৃত মনুষ্যের অন্তঃকরণে পবিত্র আত্মা প্রবেশ করিলে সেই লোক নম্র হয়। অপর মালী যদি প্রথমত বাগানের সমস্ত জঙ্গলাদি নিড়াইয়া পশ্চাৎ বীজ

স্থাপন করে, তবে অল্প দিনের মধ্যে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; তেমনি পবিত্র আত্মা মনুষ্যের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাহইতে নানা কুচিন্তা রূপ তৃণ উপড়াইয়া ধর্ম্মের বীজ রোপণ করেন, পরে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া যথার্থ ফল ফলে।

মালী। ভাই হে, জঙ্গলেতে পরিপূর্ণ বাগানকে যে পরিষ্কার করা সে অতি শ্রমের কর্ম্ম।

দং। হাঁ ভাই, সে কথা সত্য বটে, আর পবিত্র আত্মা-দ্বারা যে অন্তঃকরণকে পবিত্র করা সে ইহাহইতেও কঠিন কর্ম্ম। তোমাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্যের অন্তঃকরণ রূপ উদ্যানে জঙ্গল স্বরূপ যে সকল পাপ থাকে সে সকলের নাম তুমি জান?

মালী। না ভাই, তাহা কাণেও কখন শুনি নাই, কিন্তু শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়।

দং। সে সকল পাপের নাম ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে, যথা "সপ্রবৃত্তি শারীরিক ক্রিয়া প্রকাশিত আছে, অর্থাৎ পরদার, ব্যভিচার, অশুচিতা, কাম, দেবপূজা, ডাইনপনা, বিরোধ, দ্বেষ, উষ্ণতা, কলহ, ধীশপনা, বিধর্ম্মাচরণ, মাৎসর্য্য, হত্যা, মত্ততা, ব্যলীকতা, এইং কর্ম্ম করিলে স্বর্গাধিকার পাইবে না।"

মালী। ভাই হে, ও সকল পাপ তো প্রায় তাবৎ মনুষ্যেতেই আছে।

দং। হাঁ ভাই, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু মনুষ্যের অন্তঃ-করণে যে এই সকল পাপের মূল দৃঢ় রূপে বসিয়াছে এটা বড় দুঃখের বিষয়।

মালী। এটা অতিশয় দুঃখের বিষয়ই বটে, তবে তো আমার বোধ হয় যে পবিত্র আত্মা যে মনষ্যের অন্তঃ-

করণহইতে পাপের মূল উৎপাটন করিয়া তাহাকে পবিত্র করিবেন, সেটাও সহজ কর্ম্ম নহে।

সং। না, তাহা কদাচ নহে; কেননা মনুষ্যদের স্বভাবই অতি মন্দ, তাহাতে পাপের বৃদ্ধি বই আর হ্রাস হয় না; এবং তাহারা পাপকে অতি প্রিয় জ্ঞান করে। আর তাহাদের কখন এমন ইচ্ছা হয় না, যে অন্তঃকরণহইতে পাপ দূর হয়; কিন্তু যে পাপ ত্যাগ না করিবে তাহাকে চিরকাল পর্য্যন্ত নরকভোগ করিতে হইবে; ইহার প্রমাণ ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে; যথা “ভয়ার্ত্ত, ও অপ্রত্যয়ী, ও ঘৃণাকারী, ও বধকারী, ও লোচ্চা, ও মায়াবী, ও দেবপূজক, ও মিথ্যাবাদী সকল, ইহাদের অধিকার অগ্নি ও গন্ধকেতে প্রজ্বলিত সাগরে হইবে; সেই দ্বিতীয় মৃত্যু, অর্থাৎ নরকযন্ত্রণা।”

মালী। ভাই হে, নানা অস্ত্রদ্বারাতে বাগানকে পরিষ্কার করে, অতএব পবিত্র আত্মা কি ২ উপায়দ্বারা মনকে পবিত্র করেন, তাহা আমাকে বল দেখি।

। বলি শুন, একান্ত চিত্তেতে ধর্ম্ম পুস্তকের পাঠ, ও শ্রবণ, ও ঈশ্বরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ইত্যাদি কর্ম্ম হইয়াছে উপায়, ইহা করিলেই ক্রমে ২ অন্তঃকরণ পবিত্র হইতে পারে।

মালী। ভাল, তুমি যাহা বলিলা তাহাই আমি করিব; কিন্তু পাপের নাম ও তাহার ধ্বংস যাহাতে হয় তাহা তো শুনিলাম, সম্প্রতি পবিত্র আত্মা অন্তঃকরণের মধ্যে যে বীজ বপন করেন, তাহার নাম জানিতে আমার বড় ইচ্ছা।

সং। ধর্ম্ম পুস্তকে তাহার এই নাম লিখিত আছে, যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইয়াছে ধর্ম্মের বীজ, যেমন বাগানের

মধ্যে রোপিত বীজের অঙ্কুর হওন কালীন কেহ দে-খিতে পায় না, তেমনি ধর্ম্ম বীজের অঙ্কুরও অন্তঃক-রণের মধ্যে অদৃশ্য রূপে উৎপন্ন হয়। পরে কিছু কালের মধ্যে তাহা বৃদ্ধি পাইলে মনুষ্যের আচরণ-দ্বারা প্রকাশিত হইয়া তাহাতে নানা প্রকার যথার্থের ফল ফলে। সে সকল ফলের নাম ধর্ম্ম পুস্তকেই লিখিত আছে; যথা "আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, নির্ব্বিরোধিতা, দীর্ঘকাল ক্ষমা, মৃদুতা, ভদ্রতা, বিশ্বাস, নম্রতা, মিতা-চরিত্ব, ইহার বিরুদ্ধে কোন শাস্ত্র নাই। ফল, পবিত্র আত্মা প্রথমতঃ মনুষ্যের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে২ পাপের ধ্বংস করত তাহাকে পবিত্র করেন, পরে এই সকল যথার্থতার ফল ফলান।

মালী। কোন মনুষ্যের মন এই রূপে পবিত্র হয়, তাহা আমাকে বল দেখি?

দং। যে লোক যীশু খ্রীষ্টেতে প্রকৃত বিশ্বাস করিয়া তাঁহার মতাবলম্বী হয়, তাঁহারি অন্তঃকরণ এই রূপ পবিত্র হয়, এবং খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া তাহার একটা বিশেষ নাম হয়।

মালী। তোমার এ কথাটী আমার সত্য বোধ হয় না, যে হেতুক দেখিতেছি যে শত২ লোক আপনাকে খ্রীষ্টিয়ান করিয়া বলে, অথচ তাহারা কুকর্ম্ম বই আর কিছুই করে না।

দং। তুমি যাহা বলিতেছ সে যথার্থ বটে, কিন্তু তাহারা খ্রীষ্টিয়ান নামমাত্র ধরে, ফলতঃ প্রকৃত খ্রীষ্টি-য়ান নহে, তাহা হইলে কি পাপেতে রত থাকে? কিন্তু তুমি এই নিশ্চয় জানিও, যে তাহারা যদি এই সকল

কুকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপন ২ অন্তঃকরণে পাপবিষয়ে খেদ না করে, তবে অনন্ত নরক যন্ত্রণা সদা কাল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।

মালী। ভাল ভাই, আজি এই পর্য্যন্ত থাকুক, আমার অধিক অবকাশ নাই, যে তোমার সঙ্গে বিস্তর কথোপকথন করি; অতএব অদ্য তোমার নিকটহইতে বিদায় হইলাম।

দং। তবে তুমি যাও, কিন্তু আমার এই একটী কথা তুমি নিশ্চয় জ্ঞানে মনে রাখিও। যদি তুমি মনে২ এমত ভাব, যে যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা পাপমোচন হইবে না, এবং পবিত্র আত্মাদ্বারা অন্তঃকরণ পবিত্র হইবে না, নিত্য স্বর্গের অক্ষয় সুখ কোন মতে ভোগ করিতে পাইবা না।

মালী। ভাই দরওয়ান, তুমি আমার পরম বন্ধু, তোমার কথা অবশ্য মানিব। যে হেতুক তোমার অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আমার মঙ্গল চিন্তা আছে।

দং। ও ভাই, আমি কেবল তোমারি মঙ্গল চিন্তা করি এমত নহে, সকলেরি ভাল চেষ্টা করি, এবং স্নেহ প্রযুক্ত ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি, যে তাহার কৃপাতে সকলে যেন নরকহইতে উদ্ধার পায়।

মালী। ভাই হে, আমি বুঝিলাম যে তুমি এক জন প্রকৃত সাধু লোক বট, তোমার এ সকল কথা শুনিয়া আমার পরম লাভ হইল; এই ক্ষণে আমি নমস্কার করিয়া বিদায় হইলাম। ঈশ্বর করেন যেন তোমার কথানুসারে আমার মন হয়। পরে অবকাশ ক্রমে তোমার নিকটে আসিয়া আরও সৎকথা শুনিব।

THE WAY OF SALVATION.

ত্রাণোপায়।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুরাষ্ট্র নানা দেশ
দ্রবিড় মগধ সিন্ধু আন্ধ্রাদি অশেষ।
কর্ণাট বিরাট কুন্তী অবন্তী প্রভৃতি
আর২ দেশে যত করয়ে বসতি।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ভদ্রজন
জবন সুহ্ন ভল্ল কিরাত করণ।
শবর পুলিন্দ ম্লেচ্ছ পারসী সকল
অন্য২ দেশে আছে যে জাতি প্রবল।

সতত ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন
পাপরাশি বশীভূত হয় সর্ব্বজন।
পাপ হৈতে মুক্ত হব পাব পরিত্রাণ
দেশাচার ব্যবহার করি দৃঢ় জ্ঞান।

যপ যজ্ঞ হোম দান করে অনুষ্ঠান
অনাহার দেবপূজা প্রতিমা বিধান
জবন যেমন রীতি করে সেই মত
রোজা ফয়তা তস্‌বী জপ করে অবিরত।

আর অন্য২ জাতি জাতি অনুসারে
করে কর্ম্ম ধর্ম্ম জ্ঞানে না বুঝিতে পারে
গুরু দণ্ড গুরু অপরাধেতে যেমন
গুরু পাপ হেতু হয় নিষ্কৃতি তেমন।

পাপ অনুরূপ যদি নিষ্কৃতি না হয়
বিফল সকল কর্ম্ম ঘটে পাপ চয়।
যথার্থ ভাবার্থ নাহি বুঝে সর্ব্বজন
অনর্থকে স্বার্থ বুঝি করে পর্য্যটন।

এই রূপে মোহ কূপে নিমগ্ন হইয়া
না উঠিতে পারে জীব পথ হারাইয়া।
পাপ চয় উপচয় নরের দেখিয়া
নর রূপে অবতীর্ণ ভুবনে আসিয়া।

যীশু নাম ধরি কৃপা করি দয়াময়
আইলেন স্বর্গ হৈতে ঈশ্বর তনয়।
নিস্তারিতে অবনীতে যত পাপি গণ
নিজ দেশে অতি ক্লেশে করিয়া ভ্রমণ।

মান অপমান বুদ্ধি সমান করিয়া
অশেষ বিশেষ উপদেশ প্রকাশিয়া।
নানা গ্লানি মান হানি স্বীকার করিয়া
অবিশ্বাসি দুর্জ্জনের দৌরাত্ম্য সহিয়া।

ভাবিলেন প্রভু এই মনেতে তখন
সকল পাতকি জনের পাপ বিমোচন।
মরণান্তে প্রায়শ্চিত্ত এই সে উচিত
জগতে উৎকট পাপ হয়েছে সঞ্চিত।

দয়াময় দয়া প্রকাশিয়া সর্ব্ব জনে
করিলেন প্রায়শ্চিত্ত আপন মরণে।
সকলের উদ্দেশে ত্যজিলেন কলেবর
করুণা সাগর যীশু সর্ব্ব গুণাকর।

হেন দয়াময় প্রভু না দেখি না শুনি
জীব নিস্তারিতে প্রাণ ত্যজিলেন যিনি।

শুন ভাই হে আমি বলি আমার মনের ভাবনা
লোকে বলে কাল যে কলি তাতে কিছু চিন্ত না।
নানা মত ভুল ভ্রান্তি দেখি পাইলাম চেতনা
কিসে খণ্ডা যাবে শান্তি ভাবি ভোগি বেদনা।

এখন বড় ভাবিত আছি জানি না কি করিব
বড় চিন্তা করি পাছে ভ্রান্তি খাইয়া ভুলিব।
ভব মাঝে ডুবি আছি কি প্রকারে তরিব
যাব আমি কাহার কাছে আশ্রয় কোথা ধরিব।

গুরুসেবা অনেক কৈলাম তাতে কিছু হৈল না
অনেক তীর্থ স্নানে গেলাম কেবল সব বিড়ম্বনা।
তীর্থ যাত্রা পরিশ্রম এই কি লোকে বলে না
সকল কেবল মনের ভ্রম তাতে যেন ভুলি না।

ভজন পূজন তন্ত্র মন্ত্র অনেক আমি দেখিলাম
পাপে কিছু নাহি স্বতন্ত্র সর্ব্ব ভ্রান্তি বুঝিলাম।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আছে যত তাদের মর্ম্ম জানিলাম
বেদ শাস্ত্র যত কত সব অনর্থক বুঝিলাম॥

জাতি কুলের যে নিরূপণ আমার সে কি করিবে
বুঝি এ যে মিথ্যা স্থাপন আমার কিছু নারিবে।
কর্ম্ম জ্ঞানী ভক্তি রহিত লোকে ইহা ধরিবে
খেদযুক্ত লোকের সহিত এমত নাহি চলিবে।

ভাই বন্ধু জ্ঞাতি সকল তাদের মত করিলে
সেই ভ্রান্তি খাওয়া কেবল কিছু নাহি পারিলে।
আপন মনে বুঝি ভাল যাহা তাহা মানিলে
মানুষ হব পরকালে জাতি কি হবে পালিলে।

কিসে পাপির তারণ হবে ইহা চিন্তা করিয়া
আমার মন নাহি রহিবে ভুল ভ্রান্তি খাইয়া।
দেখি নাই তারণকর্ত্তা সর্ব্ব বিচার করিয়া
কেবলজ্ঞান প্রাণের হর্ত্তা জানা যাবে মরিয়া।

যদি মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত ভুলি রহিবে এখানে
তবে শাস্তি ঘোর অনন্ত হবে আমার সেখানে।
এখন আমি পাইব রক্ষা ধরি কাহার শরণে
সত্য চেষ্টা এই প্রত্যক্ষ প্রস্তুত হইবার মরণে।

ধনী কাঙ্গাল মরণ কালে সকল যায় এক রূপেতে.
সত্য ধর্ম্ম যেই পালে সেই যাবে স্বর্গেতে।
মোদের কথা সত্য ধর্ম্ম ডুবি গেলাম পাপেতে
করিবারে মিথ্যাকর্ম্ম জ্বলি গেলাম তাপেতে।

যীশু খ্রীষ্টের নামে শুনি মহামঙ্গল সমাচার
তাঁকে তারক আমি গণি কোথা নাহি দেখি আর।
তিঁহ আপন তনু প্রাণ দিলেন পাপি তরিবার
তাঁহা বিনা নাহি অন্য সকল মাত্র ভুলিবার।

যীশু মঙ্গল সমাচারে প্রাণ জীবন পাইয়াছে
অন্য কিছু নাহি সংসারে যাতে চিত্ত হইয়াছে।
তাঁহার দুঃখ প্রেম তত্ত্ব আমার মনে লাগিয়াছে
তাতে অনেক বৈপরীত্য ভোগি স্থির হইয়াছে

প্রভু ছাড়ি স্বর্গ সুখ পাপি লোকের কারণে
ভোগিলেন অগণ্য দুঃখ করিবার তারণে।
পালিবারে ঈশ্বর ধর্ম্ম আইলেন মর্ত্ত্য ভুবনে
বুঝিলাম এই সকল মর্ম্ম যীশুখ্রীষ্ট মরণে।

তিনি পাপির জামিন হইয়া তাদের দেনা শুধিলেন
আপনি বলীকৃত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।
যীশু মহাদয়াবন্ত মোদের শাস্তি ভোগিলেন
লোকের অনন্ত সুখ দিতে মোদের বদলে মরিলেন।

সত্য তিনি প্রেমের সিন্ধু মন হে কেন ডুব না
দীন হীন অনাথ বন্ধু কেন সর্ব্বে দেখ না।
আমার নাহি অন্য উপায় কৈলাম এই বিবেচনা
প্রভু দিও মোরে আশ্রয় অন্য আমার হইবে না।

জাতি জ্ঞাতি সর্ব্ব ছাড়ি এই কি ক্ষতি মানিব
মনে যদি প্রেম বাড়ে তবে তৃপ্ত রহিব।
ধন সম্ভ্রম সকল গেলে যীশু চরণ ধরিব
তাতে মনোবাঞ্ছা পাইলে তৃপ্ত হইয়া মরিব।

যে সে হউক ঐহিক কার্য্য তাহা কিছু ভাবি না
পিতা মাতা বালক ভার্য্যা গেলে ক্ষতি হবে না।
কিন্তু আমি ঘৃণা করি কোন কাকে ছাড়ি না
আইস সকল প্রেম করি কেন মিলন হবে না।

পিতার সঙ্গে যেন মিলে ত্যজ দেবের ভজনা
বিচার বিনা গরল গিলে এই কি অবিবেচনা।
অল্প দিনের সুখের জন্য নরকেতে যাইও না
যীশু নামে হইবা ধন্য ছাড়িয়া নরক যন্ত্রণা।

প্রভু যীশুর শরণ লইয়া প্রেমে সকল মিলিবে
পরিত্রাণের আশা পাইয়া নির্ভয় হইয়া চলিবে।
পিতা ঈশ্বর স্থানে যাইতে নিত্য ইচ্ছা করিবে
যখন মৃত্যু আইসে লইতে প্রেমানন্দে মরিবে।

এখন ছাড় দেব দেবী সকল ঘৃণিত জানিয়া
কর পিতা ঈশ্বর সেবা কেবল তাঁকে মানিয়া।
গান কর যীশুর স্তুতি পরম গীত রচিয়া
হবে তবে পরম গতি আপদ হৈতে বাঁচিয়া।

গাইও যীশু গুণ গান নিত্য ক্ষমা কর না
হৃষ্ট হইবা মনস্কামে ছাড়িয়া মিথ্যা ভাবনা।
মন হে এখন যীশুর নামে নিত্য পাল চেতনা
যীশু বিনা নাহি অন্য জান কভু হার না।

ধর্ম্ম পুস্তক উদয় হইলে নাশ হবে অন্ধকার
তাতে লোকে দীপ্তি পাইলে লইবে যাহা সারোদ্ধার।
এখন বিচার হবে চেতন ভ্রান্তি না থাইবে আর
সর্ব্ব লোকের অন্য মন হৈলে পাইবে প্রতিকার।

ধর্ম্ম পুস্তক মহাদীপ্তি মনে আলো করিলে
তবে হবে পরম তৃপ্তি এবে এবং মরিলে।
ভুলভ্রান্তি নাশ হবে মনে বুদ্ধি বাড়িলে
সত্য বাক্য গ্রাহ্য হবে মিথ্যা সর্ব্ব ছাড়িলে।

বেদ শাস্ত্র যত আছে কেবল ব্রাহ্মণ বাটীতে
পাঠ মানা করে পাছে বিচার হবে ছাড়িতে।
বিচার হইলে সত্য হইয়া জানা যাবে গুণেতে
বিচার হইলে মিথ্যা পাওয়া যাবে সেই ক্ষণেতে।

বেদের বিচার যেই করে তাকে বলে পাতকী
ব্রাহ্মণ এমন বিচার করে বলে তাকে নারকী।
মর্ম্ম সকল বুঝা গেল এখন তাদের হবে কি
বেদের উপর বিচার হইলে জানা যাবে কেমন কি।

বেদে নাহি আমার কার্য্য মাত্র উক্তি সকলে
জানিলে ইহার তাৎপর্য্য সন্ধান বিচার করিলে।
কিসে হইবে আমার তারণ সেই চিন্তা করিলে
বেদের উক্তি হইবে বারণ সত্য তত্ত্ব করিলে।

বেদ শাস্ত্র সব বিভিন্ন যেমন আমি শুনিলাম
কিছু হবে না নিষ্পন্ন তাতে মনে বুঝিলাম।
বেদ ধর্ম্ম শাস্ত্রের মর্ম্ম বিচার করি জানিলাম
সর্ব্ব কেবল ভণ্ডন কর্ম্ম তাতে সর্ব্ব ছাড়িলাম।

শ্রাদ্ধ পূজনাদি যত সকলি প্রবঞ্চনা
মানুষ ভুলা যাবে কত চক্ষে কেন দেখ না।
অন্ধকারের ঘোরে ঘুমি লোকে কিছু জানে না
নানা মতে ভুলে ভ্রমি পালিলে অচেতনা।

দিবস উদয় হইল এখন চেতন হও জাগিয়া
ছাড়ি সর্ব্ব মিথ্যা কল্পন সর্ব্ব পাপ ত্যজিয়া।
দেখ এখন কি কর্ত্তব্য ছাড় বিচার করিয়া
পথ সে কোথায় যে গন্তব্য জান মিথ্যা হারিয়া।

তনু প্রাণ সর্ব্ব নাশে ফেলিব কি কারণে
যীশু নামে হয় প্রকাশে কিসে হব বারণে।
স্বর্গের বিভব সুখ মোক্ষ পাইব খ্রীষ্টের তারণে
সত্য দয়া প্রেম প্রত্যক্ষ প্রভু যীশুর মরণে।

ভাই হে শুন আমার কথা কেন ভুলি মরিবা
তারণকর্ত্তা পাইয়া কোথা কি প্রকারে তরিবা।
কেবল যীশু খ্রীষ্টের মরণ পাপির তারণ জানিবা
লইবা শীঘ্র তাঁহার শরণ তাঁহার প্রেমে মজিবা।

যে সে হউক যীশু প্রভু ছাড়িও না আমাকে
দীন হীন অনাথ কভু ত্যজিব না তোমাকে।
প্রভু তোমার প্রেমের গুণে বাঁচাও মহাপাপিকে
আমি যেন সর্ব্ব ক্ষণে ছাড়া যাইব নরকে।

ধন্য২ প্রভু তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য ভুবনে
গীত গাইব নিত্য আমি ভক্তি করি চরণে।
আমি যেন প্রস্তুত হইয়া আশা পাইব মরণে
তোমার তুষ্টি লক্ষণ পাইয়া মলে যাব জীবনে।

ঈশ্বরের স্বরূপ কথন।

ঈশ্বরের বিক্রম কিছু নাহি পারমাণ
অসীম অনন্ত মহা অদ্ভুত প্রমাণ।
অকথ্য অভাব্য নরে কি কহিতে পারে
অসংখ্য অলক্ষ্য গুণ জানহ তাঁহারে।
উত্তম তাঁহার নাম সে অপূর্ব্ব তত্ত্ব
অগণ্য কৃপার্ণব অতি শুদ্ধ সত্ব।
অনাদি সচ্চিদানন্দ অনন্ত ঈশ্বর
গৌরব বর্ণিতে কেবা হইবে তৎপর।
কীটের সদৃশ আমি বর্ণিব কি আর
আমি পিপীলিকা তিনি প্রেম সিন্ধু সার।
চন্দ্রসূর্য্য তারাগণ তাঁহারি সুকর্ম্ম
পাপ পুণ্য নির্ণয় করিলেন সর্ব্ব ধর্ম্ম।
শূন্যের উপর স্থির রাখিলেন অবনী
স্বেচ্ছাতে উৎপত্তি লয় করেন আপনি।
লোক সমূহের ভয় বাড়ান অতিশয়
ভূকম্প করান তিনি চমৎকার ময়।
তিনি চন্দ্র সূর্য্যকে ঢাকেন সেই মত
পৌত্তলিক ইহা দেখি ত্রাস পায় কত।
কোলাহল চীৎকার করয়ে অজ্ঞান্
অশেষ রূপেতে ভুলি হইল ভয়বান্।

পরমেশ্বরের দশ আজ্ঞার সংক্ষেপ।

১ আমার গোচরে অন্য কোন ঈশ্বর না হউক
২ কোন প্রতিমার পূজা কোন কেহ না করুক।
৩ ভয় কর যে কালে লও ঈশ্বরের নাম
৪ সপ্তম দিবসে না ভুলিও কর বিশ্রাম।
৫ তোমার পিতা ও মাতাকে কর সম্মান
৬ অকারণ বধ কর না মনুষ্যের প্রাণ।
৭ না করিও কখন কোন অশুচি কার্য্য
৮ কাহার দ্রব্য না করিও কখন চৌর্য্য।
৯ কাহার বিষয়ে দিও না মিথ্যা প্রমাণ
১০ লোভ করিও না কাহার স্ত্রী কিম্বা ধন।

ঈশ্বরের এবং আমাদের প্রতিবাসির নিকটে আমাদের যে কর্ত্তব্য।

সর্ব্ব প্রমাণ ও সর্ব্ব শক্তি সর্ব্ব মন ও চিত্ত
তাতে ঈশ্বর প্রেম ভক্তি তুমি কর নিত্য।
যেমন চাহ আপন মঙ্গল তেমন অন্যের চাও
প্রেম কর মানুষ সকল ও সকরুণ হও।

তোমার সঙ্গে অন্যের যেমন ভালবাসা কর্ম্ম
তাহার সঙ্গে তুমি তেমন কর এই ধর্ম্ম।
অন্য লোকের যেই আচার তুমি স্বীকার কর না
সত্য রূপে কর বিচার তুমি এমন কর না।

অর্থাৎ।

চাহ যদি সত্য বাক্য অন্য লোকের মুখেতে
সত্য বাক্য হউক প্রত্যক্ষ নিত্য তবে তোমাতে।
চাহ তুমি যদি দয়া দশা যখন মন্দ হয়
অন্য কার দুঃখ হইলে তোমার মনে দয়া পায়।

লোকে তোমার হিংসা করে এই যদি চাও না
তুমি তবে কোন কারে কোন হিংসা কর না।
কাঙ্গাল ধনী আদি যত বুঝ এই ব্যবস্থা
তাঁহার আজ্ঞা যত তত যেন সর্ব্বের মনস্থা।

CALCUTTA :—PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS,
FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.
Cost Price 2 Rs. 4 As. per 100.

THE MINE OF SALVATION

নিস্তার রত্নাকর ।

শুন হে জগৎস্থ লোক শুন এক মনে ।
ঘোর পাপ নিস্তার হে পাইবা কেমনে ॥
তাহার উদ্দেশকারী নাহি কোন জন ।
করয়ে সতত শ্রম সংসার কারণ ॥
অলীক সংসার জান নাহি অধিকার ।
সব ফাকি আঁখি তো মুদিলে অন্ধকার ॥
অল্প দিন ভোগ হেতু তার প্রয়োজন ।
মরণান্তে সঙ্গে কারু নাহি যাবে ধন ॥
জন্মিলে মরণ আছে জান সর্ব্বজন ।
মরণান্তে স্বর্গে কিম্বা নরকে গমন ॥
সদাশ্রয় বিনা কেহ স্বর্গে নাহি যাবে ।
অধোমুখ হয়ে ঘোর নরকে পড়িবে ॥
নরক কেমন স্থান কেমন যন্ত্রণা ।
অবোধ কারণ কারু নাহি তাহা জানা ॥
সভয় নরক পূর্ণ জ্বলন্ত অনল ।
তাহাতে প্রচণ্ড অগ্নি জ্বলিছে অটল ॥
তাহাতে পড়িলে ভাই রক্ষা নাহি কার ।
কান্দিবে অনন্ত কাল করি হাহাকার ॥
ভয় কর সে নরকে নাহি পড় তায় ।
সাবধান নরকাগি সতত জ্বালায় ॥

3d Ed. 1838.] [5,000 *Copies.*

মনে কর নিরন্তর সর্ব্ব নরগণ।
আসিয়াছে এ জগতে সত্য মহাজন॥
নামে যীশু খ্রীষ্ট পাপী উদ্ধার কারক।
নররূপে অবতীর্ণ মুক্তি বিধায়ক॥
আশ্রয় কর হে খ্রীষ্ট কাল ব্যর্থ যায়।
খ্রীষ্টের শরণ বিনা নাহি অন্যোপায়॥
হিন্দুলোক মানে শুন নানা অবতার।
তাহার বৃত্তান্ত আমি কহিব বিস্তার॥
প্রথমত মীন রূপী হৈল নারায়ণ।
সত্য ব্রত রক্ষা জ্ঞান তাহার কারণ॥
দ্বিতীয়েতে কূর্ম্ম পৃষ্ঠে ধরণী করিলে।
তৃতীয়ে শূকর তাহা দশনে তুলিলে॥
চতুর্থে নৃসিংহ বধে হিরণ্য অসুর।
পঞ্চমে বামন বলির দর্প করে চূর॥
ষষ্ঠে পরশুরাম সূর্য্য বংশ নাশে।
সপ্তমেতে রামচন্দ্র রাক্ষস বিনাশে॥
অষ্টমেতে কৃষ্ণচন্দ্র কংশের অন্তক।
নবমেতে বুদ্ধদেব বেদবিদ্বেষক॥
এইরূপে হএছিল হত অবতার।
তাহা হৈতে নাহি পাবে মনের নিস্তার॥
যেহেতু তাহারা কোন ত্রাণ না সাধিল।
কেবল আপন কাম সদা পূরাইল॥
নানাস্থলে নানা মুনির অনেক বচন।
অসার জ্ঞানের কথা করে অনুমান॥

পূর্ব্বেতে অনেক এই মত শাস্ত্র ছিল ।
ত্রাণ শাস্ত্র পাওয়া গেল তাহা দূরে গেল
তাহার প্রসঙ্গ কিছু কর হে শ্রবণ ।
মনোযোগ করি শুন অমৃত বচন ॥
প্রথমেতে বিশ্বকর্ত্তা সৃষ্টি প্রকাশিলে ।
স্থাবর জঙ্গম যত আজ্ঞায় সৃজিলে ॥
তদনন্তরেতে কৈল নারী এক নর ।
করিলেন নিজরূপ নিষ্পাপ অন্তর ॥
যদ্যপি তাহারা কোন দোষ না করিত ।
রোগ দুঃখ মৃত্যু নাহি জগতে হইত ॥
পড়িয়া শয়তান ফাঁদে সেই নারী নরে ।
সুস্বভাব ত্যজি করে অধর্ম্ম আচারে ॥
সেই দুই জন হৈতে জন্ম সবাকার ।
পাপিষ্ঠ সন্তান গুলা হইল বিস্তার ॥
এই হেতু জগতের যত নরগণ ।
সর্ব্বত্রেতে সদা করে মন্দ আচরণ ॥
মিথ্যা বাক্য প্রবঞ্চনা পর ধন হরে ।
বধ পরদার হিংসা সর্ব্বজন করে ॥
ইহাতে ঈশ্বর ক্রোধ প্রজ্বলিত হৈল ।
আট জন বিনা জলে সবে ডুবাইল ॥
সেই নর বংশে পুন পূরিল ধরণী ।
পুনর্ব্বার পাপ করে সেই সব প্রাণী ॥
অপার প্রকার মিথ্যা করে আরাধন ।
ধর্ম্ম আজ্ঞা প্রভু প্রকাশিলে একারণ ॥

তাহার অটল বাক্য সর্ব্বজনে মান।
পাপ পুণ্য ভাল মন্দ অনন্ত বিধান॥

পরমেশ্বর উবাচ।

আমার গোচরে কোন দেব না জানিবে।
কোন রূপে প্রতিমাকে নাহিক পূজিবে॥

বৃথা নাহি করিও হে ঈশ্বরের নাম।
রবিবারে ধর্ম্ম জ্ঞানে করহ বিশ্রাম॥

জনক জননী তাহে কর সমাদর।
অকারণে কোন রূপে বধিও না নর॥

পরদার কদাচ করিও নাহি ভাই।
পর ধন হরণ করিতে কভু নাই॥

কারু জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অনুচিত
পর স্ত্রী পর ধনে লোভ অবিহিত॥

ইহার বিরুদ্ধে যত শাস্ত্র নিরূপিত।
জানিও অসত্য তাহা মিথ্যাতে কল্পিত॥

দশাজ্ঞা ঈশ্বর দেন এই তো জগতে।
তার অভিপ্রায় শুন কহি স্পষ্ট মতে॥

সর্ব্ব আত্মা দিয়া আর সর্ব্বান্তঃকরণ।
ঈশ্বরকে কর প্রেম লও হে শরণ॥

নিজ প্রতিবাসি প্রতি আত্ম প্রেম যত।
সর্ব্বদা করহ স্নেহ নহে অন্য মত॥

সত্যপথে তথ্যমতে থাক সব জন।
জগতের স্বামী কহেন স্বরূপ বচন॥

যদি কেহ নিন্দাত্মক কর্ম্ম আচরিবে।
স্বর্গ ভ্রষ্ট হবে যাবে অনন্ত রৌরবে ॥
আজ্ঞাতীত পাপ করে যদি কোন জন।
ঘোর নরকেতে দণ্ড দিবে সনাতন ॥
এইরূপ ধর্ম্ম আজ্ঞা ঈশ্বরের প্রচার।
পুনরপি লোক তবু করে কদাচার ॥
না মানে ঈশ্বর আজ্ঞা কদা এক জন।
এই জন্যে শাপগ্রস্ত হয় নরগণ ॥
মরণান্তে পড় এ নরকে ঘোরতর।
ঈশ্বরীয় ক্রোধ তাহে জ্বলে নিরন্তর ॥
পৃথিবীস্থ সব লোক এই মন্দ মত।
জানিয়া সকলে পাপ করে অবিরত ॥
এই হেতু পৃথিবীস্থ মানব সমস্ত।
ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র মহা শাপগ্রস্ত ॥
এ দশাতে মনুষ্য হইল বর্ত্তমান।
নিজপুণ্যদ্বারা তারা না পাইবে ত্রাণ ॥
যেহেতু তাহারা মন্দ স্বভাবে জড়িত।
তাহাদের ক্রিয়া শুদ্ধ নহে কদাচিৎ ॥
করিবারে পুণ্য চয় নারে কোন জন।
অবধান কর কহি তার বিবরণ ॥
সুক্রিয়ার মূল মন শাস্ত্রের বচন।
মনে শুদ্ধি বিনা ফল না হয় কখন ॥
মিথ্যাতে আশক্ত হয় যে জনের মন।
সত্য কার্য্য কেমনে করিবে সেই জন ॥

কামানলে প্রতপ্তমানস দুরাচার।
কি রূপে করিবে সেই ধর্ম্মের আচার॥

নির্ম্মল ঈশ্বর শুদ্ধ অতি সদাচার।
নিষ্কাম নিষ্পাপ নিত্য সত্য নিরাকার॥

আপনি নির্দ্দোষ তিনি সদোষের কর্ম্ম।
গ্রহণ না করিবেন এই তার মর্ম্ম॥

ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত হয় যেই নর।
কদাপি না হয় সেই তাঁর তুষ্টিকর॥

এই হেতু নরোপায় যতেক কল্পিত।
সকল পালিলে ত্রাণ নাহি কদাচিত॥

দেব দেবী সেবা মিথ্যা লৌকিক আশ্রয়।
দান ধ্যান মন্ত্র স্নান ব্যর্থ জানা যায়॥

করিলে এ সব কর্ম্ম না হয় নিস্তার।
কি বলিব বহু আর এই সারোদ্ধার॥

ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত যে সকলে হয়।
তাহার প্রমাণ শুন কহিব নিশ্চয়॥

সর্ব্বপ্রাণী ক্লান্তিযুক্ত বিবিধ রোগেতে।
আর মনোদুঃখী সদা অশেষ দুঃখেতে॥

প্রলয় কালীন জল ব্যাপিল যেমন।
পাপ মূল এই দুঃখ সর্ব্বত্র তেমন॥

সেই রূপ আছে যারা মৃত্যু অধিকারে।
মরণান্তে যাবে তারা যীশুর বিচারে॥

সেই বিচারানুসারে নরকেতে যায়।
মহা বিচারের দিনে থাকিবে তথায়॥

জগতের শেষ দিনে এক মহাদূত।
ভয়ঙ্কর তুরী সেই বাজাবে অদ্ভুত॥
সমস্ত মানব দেহ উঠি সেই ক্ষণে।
নিজাত্মাতে সংযুক্ত হবে প্রতি জনে॥
তাহে সেই ঝড় রূপ ক্রোধ মহাদিন।
আসিতেছে মহাবায়ু অত্যন্ত প্রবীণ॥
তেজোময় মেঘারূঢ় প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।
প্রজ্বলিত মহাসিংহাসনে উপবিষ্ট॥
চন্দ্র রক্তবর্ণ আর সূর্য্য অন্ধকার।
সর্ব্বজগৎ কাঁপিতেছে অতি চমৎকার॥
প্রচণ্ড অগ্নির কুণ্ড নরক বিষয়।
ভূমি সিন্ধু মেঘ তাপে তরলিত হয়॥
ছোট বড় যত জন নারী কিম্বা নর।
সিংহাসন অগ্র ভাগে পাইবে বিচার॥
তাহে প্রিয় বন্ধু সবে ভাব নিরন্তরে।
সেই মহাদিনে স্থির হবে কি প্রকারে॥
মিথ্যা কথা বিসংবাদ দম্ভ অহঙ্কার।
চুরি যুয়াচুরি হিংসা লোভ পরদার॥
কৃতপাপ যত গুপ্ত কিবা প্রকাশিত।
প্রভুর নিকটে নাহি কিছু অবিদিত।
ঈশ্বর জাতির কথা নাহিক শুনিবে।
ক্রিয়া কথা মন মাত্র সেই বিচারিবে॥
সমস্ত পাপের ফল উপযুক্ত মত।
মনুষ্যকে বিচারিয়া দিবে অবিরত

যার পাপ তার শাপ হইবেক ভাই।
ছোট বড় বিপ্র শূদ্রে কিছু ভেদ নাই ॥

বিচার কর হে মনে প্রিয় নর গণ।
মহাদিনে কিপ্রকারে পাবে হে জীবন ॥

পাপি মন হৈলে হয় মন্দ ব্যবহার।
কিপ্রকারে নরকেতে হইবে উদ্ধার ॥

ঈশ্বরের ঝড় রূপ ক্রোধের নিকটে।
তৃণতুল্য ছিন্ন ভিন্ন উঠিবে বিকটে ॥

এই হেতু ঈশ্বরের প্রকোপ হইতে।
পলাও পলাও ভাই পলাও তুরিতে ॥

এই কোপানল হৈতে কে করিবে ত্রাণ।
কোথায় পলাবে আর কে বাঁচাবে প্রাণ ॥

পরমেশ্বরের শাপ হৈতে কে মুক্ত করিবে।
অনন্ত প্রচণ্ড অগ্নি কেমনে সহিবে ॥

পাপিষ্ঠের পরিবর্ত্তে কে দণ্ড ভোগিবে।
উপযুক্ত রক্ষাকর্ত্তা কোথায় পাইবে ॥

কল্পিত দেবতা ঋষির মধ্যে কোন জন।
কিবা গুরু কিবা বিপ্র কিবা মহাজন ॥

পাপের খণ্ডনে শক্ত নহে পাপি গণে।
অন্য পাপিষ্ঠের পাপ ভোগিবে কেমনে ॥

কে জন্মিবে কে ভোগিবে কে লভিবে ভার।
আইল অনাথ নাথ যীশু অবতার ॥

ইহাদের মধ্যে নাহি পাপির আশ্রয়।
এনিমিত্ত প্রকাশিলেন্ ঈশ্বর উপায় ॥

দেখ প্রেম মহাশ্চর্য্য ঈশ্বর দয়াময়।
স্বর্গহৈতে পাঠাইলেন আপন তনয়॥

অবনীতে জন্ম নিল সেই মহাজন।
অভিষিক্ত ত্রাতা তিনি ঈশ্বর বচন॥

য়িহুদা দেশেতে রাজা দাউদ নগরে।
সদাত্মাজাত হৈল নারীর উদরে॥

যত দিন ত্রাণকর্ত্তা প্রকাশ পাইল।
স্থানে২ নানাদ্ভুত প্রকাশ করিল॥

পঙ্গুকে দিলেন পাদ অন্ধকে নয়ন।
নুলাকে দিলেন হাত মৃতকে জীবন॥

নানা রূপে সুসংবাদ কৈল উপদেশ।
নানাবিধ দয়া ধর্ম্ম জ্ঞান সবিশেষ॥

দোষিদের দণ্ডভোগি সেই মহাজন।
দুরাত্মার হস্তে তাঁর হইল নিধন॥

নানাবিধ মন্ত্রণাতে পরাণ ত্যজিল।
পুনরপি তিন দিনে সজীব উঠিল॥

পাপের যন্ত্রণা যত দেহেতে ধরিল।
এনিমিত্তে ত্রাণকর্ত্তা নামে খ্যাতি হৈল॥

দেখ হে সচ্চিদানন্দ মাহাত্ম্যবান্।
পরমেশ্বরের পুত্র য়ীশু ভগবান্॥

মনুষ্য তাঁহার স্থানে পিপীলিকা প্রায়।
সেকারণ ধরিলেন মানবের কায়॥

পাপিদের হেতু প্রাণ দিলেন আপনি।
এমত আশ্চর্য্য কৃপা না দেখি না শুনি॥

দেখ আপনার প্রিয় বালকের প্রায়।
মাতা দিল নিজ প্রাণ নাহি জানি তায়॥
আর কীট রূপ পাপি মনুষ্যের দায়।
এ অতি আশ্চর্য্য প্রভু সমর্পিল কায়॥
কি বড় অপূর্ব্ব কথা বিচারক যিনি।
দোষি মানবের দোষ ভোগিলেন তিনি॥
আজ্ঞাতীত প্রজা হেতু পৃথিবীর প্রভু।
নরমেধ প্রায়শ্চিত্ত হইলেন বিভু॥
আপন পুত্রের পরে জগতের সার।
চাপাইলেন সব পাপিপ্রজাদের ভার॥
তাহাতে শাসন কার্য্য হৈল প্রকাশিত।
ধর্ম্মদয়া পাপক্ষমা মিলন সহিত॥
দেখা গেল ধর্ম্মময় দয়ালু ঈশ্বর।
য়ীশু খ্রীষ্ট বিনা নাহি জগতের বর॥
অত্যন্ত অদ্ভুত প্রেম খ্রীষ্ট অবতারে।
মনুষ্য মাত্রেতে তাহা কহে কিপ্রকারে॥
না মরিলেন য়ীশু খ্রীষ্ট অন্যের সমান।
বহু দুঃখে মরিলেন নানা অপমান॥
যে সময়ে ভোগিলেন যন্ত্রণার ভার।
সেকালে তাঁহার দুঃখ হইল অপার॥
গিরির উপরে গিরি ভার হয় যত।
জগতের পাপচয় আছে সেই মত॥
মহাভার ভরে তাঁর রক্ত হৈল জল।
মানস ব্যগ্রতাযুক্ত শঙ্কিত সকল॥

তাঁর যন্ত্রণার ভোগ পাপির কারণ।
অকথ্য অভাব্য ক্লেশ নাহি নিবারণ ।।
ডাকি কহিলেন তিনি যন্ত্রণা বিস্ময়ে।
ও হে পিতা, কেন মোরে ছাড় এ সময়ে ॥
পাপির হস্তেতে তাঁকে ঈশ্বর ছাড়িল।
তাঁর মুখে দুষ্ট লোকে থুথু ফেলাইল ॥
অনেক ধিক্কার করি তাঁহাকে নিন্দিল।
কাঁটার মুকুট তাঁর মস্তকেতে দিল ।।
বৃক্ষোপরি হস্ত পাদে বান্ধি টাঙ্গাইল।
অপার যন্ত্রণা দিয়া তাঁহাকে হানিল ।।
পার্শ্বদেশে শূল হানি কৈল বিদারণ।
তাহে রক্ত জল সদা বহে অনুক্ষণ ।।
দক্ষিণ বামেতে বাঁধি চোর দুই জন।
এই রূপে বধ কৈল জগতের ধন ।।
স্তম্ভোপরি বদ্ধ হৈলেন প্রভু যেই ক্ষণে।
নিজ ঘাতকের ক্ষমা চাহেন্ একমনে ।।
ওহে পিতা ক্ষমা কর ঘাতকের প্রতি।
যাহা করে সেই নরে মূর্খতায় অতি ।।
এই রূপে জগত্রাতা প্রাণ দিল শেষে।
ঘাতকির ব্যথা অঙ্গে ভোগ করি ক্লেশে ।।
শুন ওহে ভাই গণ আপনার প্রতি।
এই গ্রন্থ পাঠাইলে ঈশ্বর সংপ্রতি ।।
খ্যাত তাহার নাম হইল সুসমাচার।
তার হেতু শুন ভাব কহিব বিস্তার ।।

শ্রাদ্ধ জপ তীর্থ ব্রত হোম নানা স্নান।
তপস্যা পূজন দান ধ্যান বলিদান॥
আর নানা কর্ম্ম ধর্ম্ম মনুষ্য কল্পিত।
পরিত্রাণ হেতু স্থানে স্থানেতে সংস্থিত॥
করিলে তাহাতে কর্ম্ম ফল নাহি হয়।
এই তো সুসমাচারে সেই ফল পায়॥
পাপক্ষমা শুদ্ধমন সত্য আচরণ।
সত্য পাবে পরা মুক্তি হইলে মরণ॥
তাহে প্রিয় বন্ধুগণ করি সত্য মন।
সুমঙ্গল সমাচার কর হে গ্রহণ॥
পাপে উদ্ধারিতে যদি থাকে তব মন।
আইস ২ যীশু খ্রীষ্টে লও হে শরণ॥
বলিদানে রক্ত রূপ নির্ঝর তাঁহার।
কলুষ সমস্ত ঘুচি হবে পরিষ্কার॥
পাপ ভোগিবারে তুমি ব্যস্ত কি কারণ।
যীশু খ্রীষ্ট পাপের করিবে নিবারণ॥
তিনি সত্য পাপির কারণ জামিন্দার।
পরঋণ শোধনার্থে প্রাণ গেল তাঁর॥
প্রায়শ্চিত্ত করিবারে কেন হে কাতর।
শীঘ্র করি যীশু খ্রীষ্ট পাদপদ্ম ধর॥
যদি আপনার পাপ পর্ব্বত সমান।
অথবা অগণ্য সিন্ধু বালির প্রমাণ॥
শ্রদ্ধা করি ধর যীশু খ্রীষ্ট প্রায়শ্চিত্ত।
তবে সব পাপ হৈতে হবে পরিষ্কৃত॥

যদি অন্বেষণ কর সাধু পুরোহিত।
শীঘ্র করি যীশু খ্রীষ্টের হও সন্নিহিত॥
পৌরোহিত্য প্রায়শ্চিত্ত নিয়ম তাঁহার।
তাহাতে ঈশ্বর তুষ্ট হইবে অপার॥
তাঁহাদ্বারা মনুষ্যের স্তুতি অনুনয়।
ঈশ্বরের স্থানে হবে গ্রাহ্য অতিশয়॥
তুমি কি নির্ম্মল চিত্ত কর অন্বেষণ।
আইস২ যীশু খ্রীষ্টে দেও তব মন॥
তাহাতে পাপের ইচ্ছা হবে সর্ব্বনাশ।
দয়া ক্ষমা শান্তি সব তাহে সুপ্রকাশ॥
মরণ ভয়েতে কি তোমার দুঃখী চিত।
আইস২ যীশু খ্রীষ্টে হও হে আশ্রিত॥
তবে থাক স্থিরমনে মৃত্যুকে কি ডর।
নিশ্চয় নরক ভয় হবে দূরতর॥
মনের সমস্ত পাপ হইলে মার্জ্জন।
তাহাতে পরম লাভ প্রাপ্ত হবে মন॥
প্রভুর দর্শন হৈলে পরিতৃপ্ত হই।
সদা স্বর্গে মহানন্দে চিরদিন রই॥
দেখ প্রিয় বন্ধুগণ যীশু অবতার।
স্বর্গ সুখ ছাড়ি কৈল দুঃখ অঙ্গীকার॥
তিনি আপনার প্রাণ অপ্রিয় জানিল।
পাপি নরগণ প্রতি পাপ প্রকাশিল॥
এতাদৃশ প্রেমকারী মহা দয়াবান।
লোকের কারণ সমর্পিল নিজ প্রাণ॥

তবে কি তাঁহার নামে শ্রদ্ধা না করিব।
ইথে কি তাঁহার প্রেমে প্রেম না কহিব॥

তবে কি তাঁহার শিষ্য হব কি না হব।
তাঁহার চরণপদ্ম ধরি কি ছাড়িব॥

ত্রাণকর্ত্তা জান সবে সেই মহাজন।
সদাত্মা দিয়া করে মনের শোধন॥

শিষ্যের অসংখ্য দুঃখ ধরে কলেবরে।
য়ীশু বিনা মুক্তিদাতা নাহি এ সংসারে॥

এই রূপে ত্রাণকর্ত্তা সর্ব্ব প্রয়োজন।
য়ীশু বিনা ঈশ্বর না দিবে বিমোচন॥

ছিলেন ঈশ্বরদ্বারা তিনি নিয়োজিত।
তেঁই তাঁর প্রায়শ্চিত্ত গ্রাহ্য বিনিশ্চিত॥

তাঁহার প্রহারে জান পাপির মোচন।
তাঁহার মরণে হয় মৃতের জীবন॥

স্বর্গতলে পৃথিবীস্থ যত নরগণ।
তাঁর নাম ধরি পাবে আত্ম বিমোচন॥

তাঁর নাম বিনা শুন নাহি অন্য নাম।
স্বগপথ ছাড়ি তাঁর যাবে কোন ধাম॥

আইস ওহে ভারাক্রান্ত পাপী দীন নর।
বিনা মূল্যে ত্রাণ রত্ন কিনহে সত্বর॥

মরণান্তে শুভ গতি পাইবে নিশ্চয়।
যে জীবে অনন্ত দুঃখ সদাসুখ হয়॥

তাহে প্রিয় বন্ধু জন সংসার মায়ায়।
কিবা জাতি ভ্রষ্ট কিম্বা লোকের নিন্দায়॥

মনেতে বিচার সদা নাহি কর ভয়।
অল্পহেতু বহু ছাড়া অনুচিত হয় ॥
জাতি নাহি পরকালে মিথ্যা সে বচন।
সকল জাতির সার খ্রীষ্টের মরণ ॥
সমস্তের সৃষ্টিকর্ত্তা এক ভগবান।
তাঁর আজ্ঞা যে মানে সে তাঁহার সন্তান ॥
যদি দুরাচার হএ করে মন্দ কায।
শয়তানী জাতি হবে পাবে সে সমাজ ॥
এবে যীশু খ্রীষ্ট ছাড়ি ঈশ্বর দক্ষিণে।
আপন ভক্তির জন্য নিত্য নিবেদনে ॥
তাঁর প্রিয় পাত্র যত মরিবে এখানে।
ধর্ম্মদূতে বহিবেক তাকে স্বর্গস্থানে ॥
শুন হে সুজন সব শুন হে বচন।
ইহার বিস্তার গ্রন্থ মঙ্গল রচন ॥
স্বর্গে তিনি যতক্ষণে কৈল আরোহণ।
শিষ্য সকলেরে দিয়া যত আজ্ঞা ধন ॥
জগতেতে গিয়া সবে শিখ নানা ভাষ।
সুমঙ্গল সমাচার কর হে প্রকাশ ॥
তাহাতে বিশ্বাসি গণ স্বর্গপুরে যাবে।
অবিশ্বাসি লোক ঘোর নরকে পড়িবে ॥
আদিগ্রন্থ এব্রীভাষা ছিল প্রকাশিত।
তাহা হৈতে ইংরাজীতে হইল রচিত ॥
তাহা হৈতে ভাষান্তর করে নানা লোক।
এরূপে নিস্তার গ্রন্থ হইল ব্যাপক ॥

রুশিয়া ফ্রান্সীস্ আর ওলন্দাজ গণ।
জর্ম্মণী দিন্মার্ক আরমাণী বহুজন ॥

আমেরিকা আফ্রিকা আশিয়া নানা স্থান।
আর যুত উপদ্বীপ আছয়ে প্রধান ॥

গেল ধর্ম্মশাস্ত্র সেই দেশ দেশান্তরে।
বহু বিজ্ঞ লোক তাহা করে ভাষান্তরে ॥

সংস্কৃত বাঙ্গলা আর উৎকল আসাম।
পঞ্জাব কাশ্মীর হিন্দী নেপালের ধাম ॥

মহারাষ্ট্র জয়পুর তৈলঙ্গ গুজরাট।
মাড়োআর বিকলের পোস্ত যে কর্ণাট ॥

কঙ্কণ উদয়পুর মগধ বিলোচ।
মালদ্বীপ তাতার চীন মলেওয়া ওচ ॥

এসকল ভাষায় তর্জ্জমা হইল তার।
ছাপা গেলে অনেকে পড়িয়া পাইল সার ॥

এখন বিচার কর যত নরগণ।
এই উপদেশ গ্রন্থ কিরূপ প্রমাণ ॥

অন্য অন্য মিথ্যা সব ছাড় হে তুরিত।
ধর্ম্ম সাস্ত্র সত্য মানা কেবল উচিত ॥

মরণ পর্য্যন্ত যীশু খ্রীষ্টে আশা কর।
মরণান্তে স্বর্গ সুখ হবে নিরন্তর ॥

CALCUTTA:
PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY,
AT THE CHURCH MISSION-ROW.

THE TRUE REFUGE.

২৭২.

সত্য আশ্রয়।

এক জন বৃদ্ধ মনুষ্য কোন এক যুবা পুরুষকে কহিতেছেন, ও হে বাপু, এক টুকি ধীরে ২ চল, তোমায় আমায় দুই জনে কথা কহিতে ২ একত্র গেলে কি ভাল হয় না? আর যদি মনোযোগ কর তবে গোটা দুই তিন কথাও কহিতে চাহি।

যুবা উত্তর করিতেছেন। যে আজ্ঞা মহাশয়, যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় তাহা আজ্ঞা করুন।

বৃদ্ধ। বাপু হে, প্রথমে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার পরিত্রাণের কি উপায় আছে?

যুবা। মহাশয় নিবেদন করি, আর ২ দশ জনের যে গতি আমারও সেই গতি হইবে।

বৃদ্ধ। ভাল বাপু, তাহাদের পরিত্রাণের ভরসা কি প্রকার, তাহা বল দেখি।

যুবা। মহাশয়, তাহার বিশেষ আমি তো কিছু বলিতে পারিলাম না, এবং তাহাতে আমার বড় চেষ্টাও নাই, কেননা আমি পণ্ডিত নহি; পণ্ডিতেরা যে পথে চলিতে বলেন, সেই পথে চলি।

বৃদ্ধ। ভাল, তাহাদেরি মত কি এবং পরিত্রাণের বিষয়ে তোমাকে কি বা উপদেশ দিয়াছেন?

যুবা। তাঁহাদের এক জনও এক প্রকার বলেন না,

মহাশয়; সকলেরি ভিন্ন২ মত দেখিতে পাই। কেহ বলেন, গঙ্গাস্নান কর, তাহাতেই মন পরিষ্কার হয় এবং অশেষ পাপ হইতে মুক্তিও হয়।

বৃদ্ধ। ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? কারণ পাপেতে মন মলিন হয়, আর মন যে সে শরীরের ভিতরে থাকে, অতএব গঙ্গার জল মনকে স্পর্শ করিতে পারে না; তবে কেমন করিয়া গঙ্গাস্নানেতে মন পরিষ্কার হইতে পারে?

যুবা। শুনিয়াছি শাস্ত্রেতেই লেখে, গঙ্গাস্নান করিলে পরকালে মুক্তি হয়।

বৃদ্ধ। হাঁ লোকে তাহা বলে বটে, আর হিন্দু শাস্ত্রেও লেখে গঙ্গাস্নান কিম্বা গঙ্গাদর্শন করিলে মুক্তি হয়, কিন্তু এ কথা সপ্রমাণ নয় সে কেবল ভ্রমজনক কথা মাত্র। আর শূলপাণিও ইহা লিখিয়াছেন, যথা।

কুর্য্যাৎ পুনঃ২ পাপং নচ গঙ্গা পুনাতি তং।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বার২ পাপ করে গঙ্গাজল তাহাকে পবিত্র করেন না।

পণ্ডিত মহাশয়দের স্থানে আরও শুনা আছে শুদ্ধিতত্ত্বে যেমন লেখেন যথা।

গঙ্গাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃদ্ভারৈশ্চ নগোপমৈঃ।
আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি॥

যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ অপবিত্র হয় সে যদি পর্ব্বত সমান মৃত্তিকা দিয়া গাত্র মার্জ্জন করে এবং সমুদায় গঙ্গাজল দিয়া মরণ কাল পর্য্যন্তই স্নান করে তথাপি সে শুদ্ধ হয় না, সুতরাং পাপ হইতেই মুক্ত হয় না। আর প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে এরূপ প্রমাণও আছে, যথা।

আরোগ্যং বিত্ত সম্পত্তি গঙ্গাস্মরণজং ফলং।

গঙ্গাকে স্মরণ করিলে কি রোগ যায় এবং ধন হয়? ফলতঃ

ইহকালের ফল যেমন হয় না তেমনি পরকালেরও সেই রূপ ভরসা করা মিথ্যা জানিবা। আরও দেখ, বিবেচনাতে কি আইসে না পাপ দমনে কিছু মাত্র উপায় নাই এমন যে ধর্ম্ম সে পরকালের শুভদায়ক কদাচ হইতে পারে না। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি গঙ্গাস্নান করাতে দুষ্ট লোকদের পাপেচ্ছাতে নিবৃত্তি হয় না।

যুবা। মহাশয়, এই কথাটা বড়ই আশ্চর্য্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এ কথার কি উত্তর দেন? শাস্ত্রেতে এমত ২ বচন আছে তাঁহারাও কি ইহা জানেন না?

বৃদ্ধ। জানিবেন না কেন অবশ্য জানেন, কিন্তু ইহাতে কহেন ঐ প্রকার বচন কেবল অজ্ঞানকৃত পাপের প্রতি উক্ত হইয়াছে। ফল কোন ব্যক্তি যদি জানিয়া শুনিয়া পাপ করে সেই ব্যক্তি যদ্যপিও গঙ্গাস্নান করিয়া বলে আমার পাপ ক্ষয় হইল, তথাপি সে কৃত পাপহইতে কদাচ মুক্ত হইতে পারে না এ মাত্র।

যুবা। ভাল মহাশয়, বুঝি সেই কথাটার ঐ অর্থই হইবে বটে; কিন্তু আপনি ইহার কি উত্তর দেন?

বৃদ্ধ। বাপু আমি ঐ অর্থ শুনিয়াই হঠাৎ প্রায় স্বীকার করিয়াছিলাম; কিন্তু কিছু বিবেচনা করিয়া ঠাহরাইলাম এই, ফল যদ্যপি জ্ঞানকৃত পাপ ও অজ্ঞান কৃত পাপ সমান নয় বটে, তথাপি দুইকেই পাপ বলিতে হয়, আর যে কোন প্রকার পাপ করিলেই লোকে দোষী হয়, কিন্তু মোচনের কথা পশ্চাতে বলিব।

যুবা। তবে মহাশয়, আমাদের গঙ্গার উপরে যে ধারা বাহিক ভরসা আছে, সে যদি বিফল হইল, তবে দুর্গোৎসব ও শ্যামা পূজা ইত্যাদি করিলেই কি পরিত্রাণ হয় না।

বৃদ্ধ। না বাপু, দুর্গা কালী প্রভৃতি যদ্যপিও সত্য হইতেন, তথাপি এঁহারা কেবল অসুর বধ করিয়া অসুরগণের রক্ত পান

করিতে আইলেন। তাঁহারা মনুষ্য জাতির পরিত্রাণের জন্যে আইলেন না এবং তৎকরণে কোনই চেষ্টাও করেন নাই, তবে তাঁহাদেরি পূজা করিলে মানুষদের পরিত্রাণ কেমন করিয়া হইতে পারে?

যুবা। হাঁ মহাশয়, এ কথা সত্য বটে। ভাল; তবে বুঝি কৃষ্ণের আরাধনা করিয়াই আমি পাপ সিন্ধু পার হইব।

বৃদ্ধ। না বাপু তাহাও নয় সে কেমন করিয়া হইবে? কৃষ্ণ যিনি তিনি কংস রাজাকে নষ্ট করিতে আর আপনি তাহার রাজসিংহাসনে বসিতেই আসিয়াছিলেন, কিন্তু মনুষ্যদের উদ্ধারের উপায় কিছুই মাত্র করেন নাই; তবে তাঁহাহইতে পরিত্রাণ কি মতে হইতে পারে? দেখ তাঁহার রাজা যুধিষ্ঠির হইতে অতি আত্মীয় এবং নিত্য সেবক অন্য কেহ ছিল না, তথাপি তিনি কেবল একটি মিথ্যা কথার পাপে নরকদর্শন করিলেন। অতএব কৃষ্ণ যদি কাহারো পরিত্রাণ করিতে পারিতেন তবে অবশ্যই যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করিতে দিতেন না।

যুবা। ভাল মহাশয়, কৃষ্ণ যদি উদ্ধার করিতে না পারেন, তবে জগন্নাথকে দেখিলে পরকালে মুক্তি হয় লোকে এমন কথা কেন বলে?

বৃদ্ধ। শুন বাপু, ও কথার আর এক অর্থ আছে, জগন্নাথ শব্দে জগতের নাথ বুঝায়। লোক সকল দৌড়াদৌড়ি করিয়া যাহাকে দেখিতে যায় সে তো তিনি নহেন, সে কাঠের এক পুতুলা মাত্র, তাহা দেখিলেই কি ফল? আর লোকে গিয়া যে রথ দেখে, তাহাতে অনেক২ কদাকার ছবিও আছে, সে সব দেখিলেই বা কি পুণ্য হইতে পারে? না, বরঞ্চ তাহা দেখিলে কেবল মনের বিকার ও কামাভিলাষ হওয়াতে আরো পাপ বৃদ্ধি হয় এবং নরক হয়, কিন্তু ইহার সঙ্গে পরিত্রাণের সম্বন্ধ কিছু মাত্র নাই।

যুবা। ভাল মহাশয়, এবার এক কথা বলি, ইহার উত্তর দিউন দেখি; যাঁহার মৎস্যাদি নয় অবতার হইয়াছে অর্থাৎ যিনি নয় বার অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারি আরাধনা করিয়া আমি কি উদ্ধার পাইব না।

বৃদ্ধ। শুন বাপু, হিন্দুরা এ কথা বলে বটে কিন্তু তোমাকে একটি জিজ্ঞাসা মাত্র করি, তুমি বুঝিয়া তাহার উত্তর দেও। বল দেখি, ঐ সকল অবতারক্রমে বিষ্ণু যে২ কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে যাহাতে পাপহইতে পরিত্রাণ হয় এমন বিশেষ কর্ম্ম কি২ করিলেন? এমন কোনহ কর্ম্ম করেন নাই তবে তাঁহাহইতে পরিত্রাণ হয় সে কি রূপে সম্ভবে?

যুবা। এ কথা আপনি বলিতে পারেন বটে, আমিও ধর্ম্ম অবতার নামে এক পুস্তক পাঠ করিয়া ইহা দৃঢ় রূপে জ্ঞাত হইয়াছি। ভাল মহাশয়, বল দেখি, যদি বিষ্ণুহইতে হইল না তবে আর কোন দেবতার উপাসনা করিলে কি নিস্তার হয় না?

বৃদ্ধ। ওহে বন্ধু, তাহাই কেবল পণ্ডশ্রম জানিবা যেমন ভগবদ্গীতাতে লিখিয়াছেন, যথা।

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

যে মূঢ় লোকেরা সর্ব্বভূতব্যাপি পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া প্রতিমাপূজা করে, সে কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালে তাহার ন্যায়।

যুবা। কিন্তু মহাশয়, আপনি যে প্রমাণ দিলেন সে কেবল দেবপ্রতিমার প্রতি উক্ত আছে। কিন্তু কাষ্ঠ পাষাণাদি নির্ম্মিত ঐ প্রতিমা সকল যাঁহাদেরি প্রতিমূর্ত্তি হয় তাঁহারা তো শক্তিমান বটেন, তাঁহারাই কি উদ্ধার করিবেন না।

বৃদ্ধ। না বাপু, তাহা কেমন করিয়া হইবে? কারণ হিন্দু-শাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায়, দুর্গা শিব যে দুইজনে এঁহারা অতিশয় কামাতুর, এবং কালী অতিকঠিনা; আর ব্রহ্মা

আপনার কন্যাতে কামভাবে আসক্ত হইয়াছিলেন; আর ইন্দ্র যিনি তিনি গুরুপত্নী হরণ করিয়া লইলেন; আর কৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদের সহিতে কাম ক্রীড়া করিতেন, আর আপনার সুমিত্র যুধিষ্ঠির রাজাকেও মিথ্যা কথা কহিতে অনুমতি দিলেন। অতএব তাঁহারা নিজে পাপী হইয়া অন্য পাপিকে কি রূপে উদ্ধার করিতে পারেন? দেখ দুর্গাদাসের ব্যাকরণ টীকা গ্রন্থে এই এক প্রমাণও আছে, যথা।

স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি।

যে আপনি অসিদ্ধ সে কি কখনো পরকে সিদ্ধ করিতে পারে? আর বিবেচনা করিয়া দেখ, এই যে সকল কথা কহিলাম আমিই তাহা কল্পনা করিয়া উহাদিগকে দুর্ব্বাক্য বলিতেছি তাহা নয়, বরঞ্চ সে সকল বৃত্তান্ত আপনাদেরই হিন্দুশাস্ত্রেই লেখা আছে।

যুবা। হাঁ মহাশয়, আপনি যে সকল কথা কহিলেন সে আমাদেরি শাস্ত্রের কথা, তাহা সত্য বটে।

বৃদ্ধ। ভাল বাপু, এ কথা যদি সত্যই জান, তবে পরিত্রাণাশয়ে দেবতাদের উপর ভরসা রাখ কেন? দেখ দেখি, হিন্দু শাস্ত্র প্রমাণে দেবতা থাকে এমত যদি হয়, তবু সে দেবতা এবং মনুষ্য উভয়েই সমপাপী; আর মহাবিচার দিনে তাহারা ও আপনাদের নিজ গুণে নির্ভয় হইয়া যাথার্থিক পরমেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না, এবং দোষাপবাদের সদুত্তর দিতেও পারিবে না। অতএব যদি সে সময় আপনাদেরি রক্ষা না হয় তবে যাহারা তাহাদের স্থানে উদ্ধারের আশয়ে বদ্ধ হইয়া থাকে উহাদেরি রক্ষা কেমন করিয়া করিবে? কদাচ করিতে পারিবে না। আরও দেখ, পাপের দোষ এই, পাপ থাকিলে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারে দাঁড়াইতে পারিবে না, কারণ ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন; যথার্থ রূপে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিলেই অবশ্য মন পবিত্র হয় এবং ধর্ম্ম-

মতিও হয়; কিন্তু দেখ, এত কালপর্য্যন্ত তুমি দেবতাদের আরাধনা করিয়া আসিতেছ, তথাপি অদ্যাপিও তোমার মন পরিষ্কার হইল না। বুঝিয়া দেখ, দেবপূজা করা কেবল তামাসার নিমিত্তে, অর্থাৎ মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্যে, তাহাতে তোমার যৎকিঞ্চিৎ পাপেতে অরুচি হইল না বরঞ্চ আরও অধিক পাপবিশিষ্টই হইয়াছ।

যুবা। মহাশয় সে সত্য বটে, এখন সকলি বুঝিলাম, আপনকার এক কথাও অযথার্থ নয়। ইহাতে বোধ হয় আমরা যে ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছি সে সকলি মিথ্যা, ইহাতেই পরিত্রাণ হয় না ; অতএব বুঝি পরমেশ্বরের নামাশ্রয় লইয়া মুক্তির চেষ্টা করা আমাদের উচিত হইয়াছে।

বৃদ্ধ। ভাল বাপু তোমার এ উত্তম বোধ হইয়াছে, ঈশ্বরের নামাশ্রয় লইলেই নিস্তার হয় বটে, কিন্তু বাপু এ কথা কেবল মুখে বলিলেই ফল হয় না। ইহার প্রমাণার্থে তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাম কি?

যুবা। আমার নাম ঠাকুর দাস।

বৃদ্ধ। তোমার সন্তান আছে কি না?

যুবা। হাঁ আছে, কেন জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয়?

বৃদ্ধ। বল দেখি, তোমার কোথাহইতে বাটী আসিবার সময়ে সন্তান যদি ঘর থেকিয়া তোমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া পুনঃ২ ডাকে, হে ঠাকুরদাস পিতা, ঠাকুরদাস পিতা, ঠাকুরদাস পিতা ইত্যাদি, তবে তো তোমার সেই সন্তানকে কেমন বোধ হয়?

যুবা। সুতরাং তাহাকে কেবল পাগল জ্ঞান করিতে হয় আর কি?

বৃদ্ধ। তবে যে লোক ঈশ্বরকে সেই রূপ মাত্র বার২ ডাকে, তাহাকে তিনিও সেই প্রকার নির্ব্বোধ জ্ঞান করিবেন না কেন?

যুবা। বটে মহাশয়, পূর্ব্বে আমার এমত বিবেচনা ছিল না,

মতিও হয়; কিন্তু দেখ, এত কালপর্য্যন্ত তুমি দেবতাদের আরাধনা করিয়া আসিতেছ, তথাপি অদ্যাপিও তোমার মন পরিষ্কার হইল না। বুঝিয়া দেখ, দেবপূজা করা কেবল তামাসার নিমিত্তে, অর্থাৎ মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্যে, তাহাতে তোমার যৎকিঞ্চিৎ পাপেতে অরুচি হইল না বরঞ্চ আরও অধিক পাপবিশিষ্টই হইয়াছ।

যুবা। মহাশয় সে সত্য বটে, এখন সকলি বুঝিলাম, আপনকার এক কথাও অযথার্থ নয়। ইহাতে বোধ হয় আমরা যে ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছি সে সকলি মিথ্যা, ইহাতেই পরিত্রাণ হয় না ; অতএব বুঝি পরমেশ্বরের নামাশ্রয় লইয়া মুক্তির চেষ্টা করা আমাদের উচিত হইয়াছে।

বৃদ্ধ। ভাল বাপু তোমার এ উত্তম বোধ হইয়াছে, ঈশ্বরের নামাশ্রয় লইলেই নিস্তার হয় বটে, কিন্তু বাপু এ কথা কেবল মুখে বলিলেই ফল হয় না। ইহার প্রমাণার্থে তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাম কি?

যুবা। আমার নাম ঠাকুর দাস।

বৃদ্ধ। তোমার সন্তান আছে কি না?

যুবা। হাঁ আছে, কেন জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয়?

বৃদ্ধ। বল দেখি, তোমার কোথাহইতে বাটী আসিবার সময়ে সন্তান যদি ঘর থেকিয়া তোমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া পুনঃ২ ডাকে, হে ঠাকুরদাস পিতা, ঠাকুরদাস পিতা, ঠাকুরদাস পিতা ইত্যাদি, তবে তো তোমার সেই সন্তানকে কেমন বোধ হয়?

যুবা। সুতরাং তাহাকে কেবল পাগল জ্ঞান করিতে হয় আর কি?

বৃদ্ধ। তবে যে লোক ঈশ্বরকে সেই রূপ মাত্র বার২ ডাকে, তাহাকে তিনিও সেই প্রকার নির্ব্বোধ জ্ঞান করিবেন না কেন?

যুবা। বটে মহাশয়, পূর্ব্বে আমার এমত বিবেচনা ছিল না,

বৃদ্ধ। তবে অশুদ্ধ মন থাকিতেই লোকে যে২ কর্ম্ম করে সে সকলি কি বিফল হয় না। ইহার প্রমাণ ভাগবতেই লেখেন, যথা।

যদি হৃদয়মশুদ্ধং তস্য সর্ব্বং বিরুদ্ধং।

যাহার অন্তঃকরণ অশুদ্ধ হয় তাহার তাবৎ কর্ম্মই বিফল হয়। আর দেখ, ক্রিয়া করণ পূর্ব্বে মন যেমন অশুদ্ধ থাকে, সে ক্রিয়া করিলে পরও সেই রূপ অশুদ্ধ থাকে, কিছু মাত্র বিশেষ নয়; অতএব দেখ বাপু, ক্রিয়ার উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকা তোমার অনুচিত এবং মিথ্যা। যদি আপনাদেরি শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকে, তবে ঐ বচনেতে বুঝিলা না কেন? মানুষের নিজকৃত প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা পাপনাশ কোন ক্রমে হইতে পারে না। ইহাতে আর এক কথা বলি শুন, সাত্বিক কর্ম্মেতে সাত্বিক মন চাহে, এবং শুদ্ধ ধন চাহে, এবং আর২ সামগ্রী সকল শুদ্ধ হয়এও চাহে; কিন্তু শুদ্ধ মন কাহার আছে, শুদ্ধ সকল কে দিতে পারে?

যুবা। মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমার যে২ ভরসা ছিল তাহা সকলি প্রায় উড়িয়া গেল। এখন কি করিব তাহাই ভাবিতেছি, পাছে পাপের ভারে নরকে ডুবি। ভাল, মহাশয় গুরু যাহা বলিয়া থাকেন, তাহাই মানিলে কি কৃতার্থ হইতে পারিব না?

বৃদ্ধ। না বাপু, তুমি এখনি যাহা বলিলা তাহা কি আরবার ভুলিলা? দেখ, সকলে পাপী হইল কেবল গুরু কি পাপী হইলেন না? আর দেখ, পাপেতে মজিলে মন অন্ধকারময় হয়, তবে এক জন অন্ধ লোক কি আর এক অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইতে পারে? আর তোমাদের তন্ত্রসারে যাহা লিখিয়াছে তাহা শুন, যথা।

গুরবো বহবঃসন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্গুরুং দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

শিষ্যের ধন হরণ করে যে গুরু এমত অনেকে আছে, কিন্তু শিষ্যকে দুঃখসাগরে উদ্ধার করে এমত গুরু পাওয়া ভার।

যুবা। তবে মহাশয়, এ সকল যদি বিফল হইল বুঝি বনে গিয়া তপস্যা করাই ভাল।

বৃদ্ধ। আ বাপু, তপস্যা করিয়াই কি পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা কর? কিন্তু শুন পরমেশ্বর মনুষ্যদের ইহ্‌কাল পরকাল দুই কাল দিয়াছেন, তাহাতে ইহকালের উচিত কর্ম্ম না করিয়া যদি বনে যাও, তবে তো ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করা হইল তাহাতে তিনি কি অসন্তুষ্ট হইবেন না যেমন গৃহকর্ত্তা আপন ভৃত্যকে কিছু কালের সুখভোগার্থে কতকগুলি টাকা দিয়া কহেন, তুমি ইহা ব্যয় করিয়া সুখভোগ কর, তাহাতে ভৃত্য প্রভুবাক্য না মানিয়া যদি সেই টাকা ব্যবহার না করিয়া কেবল অমনি জলে ফেলিয়া দেয়, তবে কর্ত্তা কি তাহাতে তুষ্ট হয়েন কি রুষ্ট হয়েন? আর দেখ, পৃথিবীর তাবৎ লোক পাপী দুরাচারী হইয়াছে, তবে বুঝি সকলেরি বনে যাওয়া কর্ত্তব্য এক জনের কেন বল? তাহাতে সকলেই যদি বনে যায়, তবে আর বন নয় গ্রাম নগর হয়। আর দেখ, লোক সকল যথাশক্তি পরস্পর উপকার করিবে, ঈশ্বরের এরূপ স্পষ্ট আজ্ঞা হইয়াছে; অতএব তাহা না করিয়া কেবল বনে যাওয়াতে ঈশ্বরাজ্ঞায় অবহেলা করা হইলে অবশ্য মহাদোষ হয় তাহাতে পাপনাশ হয় সে দূরে থাকুক, বরঞ্চ পাপ আরো বাড়িতে লাগিল।

যুবা। হায় ২ সকল শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ বাক্য দেখিতেছি বটে, এক স্থলে বিধি দেন, আরবার অন্য স্থলে নিষেধ করেন; তবে মহাশয় ইহার কোনই শাস্ত্র কি কোন অংশে সত্য নয়?

বৃদ্ধ। শুন বাপু, কোন ব্যক্তি যদি কাশী যাইব ইহা মনে করিয়া রাজপথে গিয়া জিজ্ঞাসে আমি কোন্ পথ দিয়া কাশী যাইব? তাহাতে এক জন কহে, দক্ষিণ মুখে যাও; পরে

পথিক সেই কথায় কতক দূর দক্ষিণ মুখে গিয়া আর এক জনকে সুধায়, হে ভাই আমি কাশী যাইব কোন্ মুখে? তাহাতে সে বলে পূর্ব্ব মুখে গেলে শীঘ্র যাইবা; তাহার কথাতে কিছু কাল পূর্ব্ব মুখে গিয়া, অন্য এক জনকে জিজ্ঞাসা করে, শুন ভাই, অনেকে অনেক পথ বলিতেছে, তোমাকে সুধাই, আমি কাশী যাইব কোন্ পথে? সে বলে, উত্তর মুখে যাও; তাহার কথাতে উত্তর মুখে যাইয়া ক্ষণেক পরে আর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসে ওহে, আমি কাশী যাইব কোন্ দিকে? সে কহে, ভাই তুমি পশ্চিম মুখে গেলে কাশীতে উত্তরিবা; সেই কথাতে পশ্চিম মুখে গেলে কি কাশীতে গিয়া পৌঁছিবে? নতুবা নিঃসন্দেহে তাহার কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র হইল, এ দৃষ্টান্ত তুমি মনেতে তোলা পাড়া কর দেখি।

যুবা। মহাশয়, আমি অত্যন্ত অজ্ঞান বটি, আমি কি বলিতে পারি? তবু মনে বিবেচনা করিয়া বুঝিলাম, সকলেরি ভিন্ন২ কথা কোন মতে সত্য হইতে পারে না, যেহেতুক কোন কথার সঙ্গে কোন কথাই মিলে না। সকলি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াছে।

বৃদ্ধ। ভাল বুঝিয়াছ বাপু, অতএব দেখ তোমাদের সকল শাস্ত্রের ভিন্ন২ কথাও তেমনি জানিবা; যেহেতুক প্রতি শাস্ত্রে সেই শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ করিয়া জানাইতেছে. কিন্তু আরো বলি শুন যদ্যপিও সে শাস্ত্র সকল সত্যই হইত, তথাপি তাহা দ্বারা কোন মতে উদ্ধারের সম্ভাবনা হইত না।

যুবা। এ কি মহাশয়, সত্য হইলেও তাহাতে উদ্ধার হয় না কেন? পাপনাশ হইলে কি উদ্ধার হয় না?

বৃদ্ধ। কারণ এই শুন পাপিদের সে সকল পাপনাশ হইলে যদ্যপিও তাহাদের কিছু কাল পর্য্যন্ত স্বর্গভোগ হয়, তথাপি সেই স্বর্গভোগের পর আরবার জন্ম লইয়া মর্ত্ত্য লোকে আসিতে হয়, তবে দেখ শাস্ত্র মতে কিরূপে উদ্ধার

হইল? যেমন কোন ব্যক্তি অতি বড় নদীর মধ্যে পড়িয়া নানা পরিশ্রমে একবার প্রায় কূলের নিকটে আসিয়া ক্ষণেক মাত্র তিষ্ঠিয়া কহে আমি বাঁচিলাম; কিন্তু সেই সময়েই বড় একটা ঢেউ আসিয়া গায়ে লাগিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার মধ্যে লইয়া যায়, হায়২ সে কত কষ্টে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পুনর্ব্বার কূলের নিকটে আইসে। তাহাতে আরবারও আর একটা ঢেউ লাগিয়া তাহাকে স্রোতের মধ্যে লইয়া যায়, এই মতে বার বার হতাশ হওয়াতে সে কখনো কূল পাইতে পারে না হিন্দুদের স্বর্গ সেই রূপ মাত্র; কেবল পালাজ্বরের মত, এক দিন হয়, এক দিন যায়; তবে কি রূপে তাহাকে উদ্ধার বলা যাইতে পারে?

যুবা। মহাশয়, এ কথা শুনিয়া আমি বড় ভরসাহীন হই-লাম। মনে ছিল আমি কোন রূপে স্বর্গভোগ করিব, কিন্তু আ-পনি এ সকল কথাতেই আমার সেই আশা কাটিয়া দিলেন।

বৃদ্ধ। হে বাপু, যদি তোমার ঐ স্বর্গের কথা কাটা গেল বটে তবে তাহাতে সুখী হইবার ভরসা করাই বিফল, আর যদ্যপিও সেখানে গিয়া থাক তথাপি জগতে ফিরিয়া আসি-বার ভয়ে তোমার সুখ না হইয়া কেবল দুঃখই হইত।

যুবা। আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখিলাম সে প্রকৃত কথা বটে।

বৃদ্ধ। আর নির্ব্বাণ মুক্তির আশা করিয়া যাহারা কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যানাদি মাত্র করে, তাহাদের সেই নির্ব্বাণ মুক্তি হইলেও তাহাদের কেবল এক প্রকার সর্ব্বনাশ হয়; যেমন চিনি না খাইয়া চিনি হওয়া, কিম্বা জলে মিশাইয়া লীন হইয়া যাওয়া, তেমনি।

যুবা। মহাশয়, এ সকল উপায়েতে পাপ গেলেও যদি স্বর্গভোগ না হয় তবে বুঝি পাপভোগ না করিলে আর কোন প্রকারে ত্রাণ পাওয়া যায় না?

বৃদ্ধ। হে বাপু এত ক্ষণের পর তুমি যথার্থ পথ ধরিয়াছ বটে. শাস্ত্রের কোন স্থানে বলেন গঙ্গাস্নান করিলে পাপ যায়; কোথাও বা কহিয়াছেন দর্শন স্পর্শনেই পাপ নষ্ট হয়; আর অন্য স্থানে কহিয়াছেন ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিলেই পাপবিমোচন হয়; আরও বলেন কেবল প্রায়শ্চিত্ত হোমাদি করিলে পাপক্ষয় হয়, কিম্বা প্রতিমা পূজা করিলে পরকাল ভাল হয়। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য এই, কোনহ স্থানেও লেখেন পাপভোগ না করিলে কোন প্রকারে নিস্তার হয় না, স্মৃতি শাস্ত্রে যেমন লিখিয়াছেন যথা।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।
মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটি শতৈরপি॥

লোকেরা যে সকল পাপ পুণ্য করে তাহা অবশ্য ভোগ করিবে; যেহেত্তুক সেই২ কর্ম্মভোগ না করিলে অনেক কোটি কল্পেও তাহার ক্ষয় হইতে পারে না। যেমন সামান্য কথায়ও বলে, অতিশয় দোষি ব্যক্তির সমুচিত দণ্ড না হইলে সে কারাগার হইতে মুক্ত হয় না. তাহাতে রাজা যদি অন্যায় করিয়া তাহাকে অমনি চাড়িয়া দেন, তবে তাঁহার রাজধর্ম্ম আর থাকে না; কারণ দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এ হইয়াছে রাজার ধর্ম্ম; সুতরাং দুষ্ট লোককে দমন না করিয়া মুক্ত করিলেই দুষ্টেরা অবশ্য নির্ভয় ভরসান্বিত হইয়া আরও দুষ্টামি করিত, এবং ধনি লোকেরাও সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত কিন্তু এ ভাল নয়।

যুবা। মহাশয়, আমার এক্ষণে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা আছে।

বৃদ্ধ। সে কি কথা বল শুনি।

যুবা। আপনকার ঐ সকল কথাতে বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত মত সকলের ঐক্য নয় বটে ইহার কারণ এই হবে, সুতরাং যে২ শাস্ত্রের পরস্পর.বিরোধ হয় সেই২ শাস্ত্র অবশ্য মানুষেরি

কল্পিত শাস্ত্র; যেহেতুক যদি ঈশ্বরের কল্পিত সত্য শাস্ত্র হইত, তবে তল্লিখিত উপায়ের পরস্পর বিরোধ থাকিত না, কারণ সর্ব্বজ্ঞের ভ্রম ভ্রান্তি নাই; অতএব আমার এই বোধ হয়, কিন্তু আপনি কি বলেন?

বৃদ্ধ। তুমি যাহা কহিয়াছ সে সারাৎসার বটে; আর বাপু, ইহাতে বুঝা গেল তুমিও আজি পর্য্যন্ত ত্রাণের প্রকৃত পথ পাও নাই।

যুবা। হায় ২ মহাশয়, কেহই ত্রাণের পথ পায় নাই, এ তো বড় খেদের কথা। সকল লোক ইহকালেতে দুঃখী হইয়া পরকালেও দুঃখী হইবে এ কি দুর্গতি! ঈশ্বর কি মনুষ্য-গণকে কেবল দুঃখ ভোগের নিমিত্তেই সৃষ্টি করিয়াছেন, পরি-ত্রাণের উপায় বা কোন শাস্ত্রেতে দেখান নাই?

বৃদ্ধ। এ কথা বলিতে পার বটে, কিন্তু জগতের মধ্যে নানা দেশে নানা লোক আছে; তাহা তুমি জানিয়া থাকিবে আর যদি এ দেশেতে সত্য শাস্ত্র পাওয়া যায় না তবে বুঝি অন্য ২ দেশেতে তত্ত্ব করিলে তাহার কিছু টের পাওয়া যাইবে; যেমন পূর্ব্বকালে এ দেশস্থ লোকের ঘড়ী ছাপাকল দূরবিণ প্রভৃতি উত্তম ২ কলের সৃষ্টি করণ বিদ্যা ছিল না, কিন্তু এক্ষণে ইউরোপীয় লোকদের আগমনেতে এ দেশীয় অনেক লোকে সে সকল বিদ্যা শিক্ষিয়াছে; সেই রূপেতে সৎ শাস্ত্রের বিষয়ও অনুসন্ধান করিলেই তাহারা সম্পূর্ণ রূপে পরমার্থ জ্ঞানে সুসিদ্ধ হইতে পারে।

যুবা। ও মহাশয়, আমি অতি অজ্ঞান ও অভাজন, আমি কোথায় গিয়া তত্ত্ব করিব, কেবা আমাকে দয়া করিয়া শিক্ষা দিবে, আর প্রকৃত শাস্ত্র পাইলেই বা তাহা কি রূপে চিনিব? কিন্তু উদ্ধারের পথ জানিতে আমার বড় ইচ্ছা কেননা আমি অসঙ্খ্য যে ২ পাপ কর্ম্ম করিয়াছি তাহা সকল মনে পড়াতে আমার বড় ভয় হইয়াছে।

বৃদ্ধ। পাপের শাস্তি ভোগ পরে হইবে ইহা ভাবিয়া ভয় করা ভাল, কেননা ভয় না হইলে পাপ শাস্তি এড়াইবার চেষ্টাও হয় না; যেমন উপস্থিত পীড়াতে তুচ্ছ বোধ করিলে ঔষধ খাইবার চেষ্টা হয় না। পূর্ব্বে আমিও পাপের বিষয়ে তোমার মত ভাবনাযুক্ত ছিলাম, তাহাতে অনেক তত্ত্ব করিয়া কালক্রমে আমি প্রকৃত শাস্ত্র পাইয়াছি।

যুবা। সে শাস্ত্রের নাম কি, তাহাতেই বা মুক্তির কি পথ লেখা আছে, আর সেই শাস্ত্র ঈশ্বরের কৃত ইহা কি রূপেই বা জানিয়াছ?

বৃদ্ধ। শুন বাপু, প্রকৃত শাস্ত্রের এই ২ বিশেষ লক্ষণ; ফলতঃ যাহার সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে বাক্যমেল, এবং যাহা ঐশ্বরিক জ্ঞানদায়ক, ও যাহাতে ঈশ্বরের প্রতি মনাকর্ষণ হয়, আর যাহা ভাবিলেই তাহাতে আপনা আপনি সত্য বোধ হয়, এবং যাহাতে ঈশ্বরের সত্য গুণ ও মহিমা প্রকাশ পায়, এবং মনুষ্যের পরিত্রাণার্থে যাহা ২ আবশ্যক তাহা ২ জানা যায়; সুতরাং এ সকল লক্ষণ যাহাতে থাকে, সে ঈশ্বরের দত্ত এবং প্রকৃত শাস্ত্র করিয়া জানিবা। কিন্তু এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত কেবল খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্মপুস্তকমাত্র আছে। তাহাতে মুক্তির যে পথ লেখা আছে, ইহার স্থূল কথা ক্রমে ২ বলি, মন দিয়া শুন।

যুবা। ভাল মহাশয়, আপনি আজ্ঞা করুন, অবশ্য আমি মন দিয়া শুনিব।

বৃদ্ধ। তবে শুন, প্রায় ছয় সহস্র বৎসর হইল ঈশ্বরের আজ্ঞাতেই পৃথিবী ও চন্দ্র ও সূর্য্য ও তারা ও স্থাবর জঙ্গমাদি সকলের সৃষ্টি হইলে পর আমাদের আদম হাওয়া নামে আদি পিতা মাতাকে সৃজিয়া ঈশ্বর উঁহাদের গুণ পরীক্ষার্থে এক বিশেষ আজ্ঞা দিয়াছিলেন। যাবৎ তাঁহারা সেই আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করিল তাবৎ তাহারা নিষ্পাপ এবং অরোগী ও ছিলেন, কিন্তু শেষে সেই আজ্ঞা না মানাতে

তাহাদের মন পাপগ্রস্ত হইলে উভয়েই কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার ইত্যাদি দোষেতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আর তদবধি তাহাদের সন্তানেরাও পরম্পরাতে সেই রূপ পাপস্বভাব হওয়াতে সকলেই পুরুষানুক্রমে পাপিষ্ঠ হইতেছে, তাহা সমুদয় সেই ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে, যথা "আমি দোষ ভাবেতে জন্ম লইলাম, এবং মাতাই আমাকে পাপযোগে গর্ব্ভে ধারণ করিলেন"। অতএব আমরা সকলেও পাপস্বভাবেতেই উৎপন্ন হইয়াছি, তবে বল দেখি আমরা কেমন করিয়া নিজগুণে পুণ্য করিতে পারিব? আর ঈশ্বর যে কর্ম্মেতে সন্তুষ্ট হন এমন কর্ম্মই বা কি মতে করিতে পারিব? যেহেতুক আমাদের মূল স্বভাবই মন্দ; অতএব নিজে যে মন্দ তাহা হইতে ভাল জন্মিবে কিসে? যেমন যে গাছ মন্দ তাহার ফল কখনো ভাল হইতে পারে না তেমনি।

যুবা। হাঁ মহাশয় আপনি যে সকল প্রমাণ দিলেন সে যথার্থই বটে, অনুগ্রহ করিয়া যদি আরও কিছু বলেন তো বলুন শুনি, শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।

বৃদ্ধ। আরও এই একটি প্রমাণ আছে, বিবেচনা করিয়া দেখ, আমরা সেই মূল দোষ ভিন্ন কার্য্যাদি দ্বারা কি না কায়মনোবাক্যেতেও ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছি। বিশেষতঃ ঈশ্বর সকল লোকের পালনীয় যে ২ আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই যে প্রেম করা এবং আর ২ সকল লোককে আপনার তুল্য উত্তমরূপে যে প্রেম করা দুই সার আজ্ঞা এই জানিবা। অতএব ইহা বিবেচনা করিলেই তিনি যে সকল আজ্ঞা দিয়াছেন সে সকল উত্তম এবং সত্য বটে ইহা তুমি অবশ্য স্বীকার করিবা।

যুবা। হাঁ মহাশয়, সে সকল আজ্ঞা যথার্থ এবং পরম পাল্য বটে ইহা আমি স্বীকার করিলাম।

বৃদ্ধ। আর অন্য লোককে কেমন প্রেম করিতে হয় ইহার বিশেষ গুন ফল যেমন সহোদর ভ্রাতাকে ভাল বাসিতে হয় এবং তাহার সর্ব্বদা মঙ্গল চেষ্টাও করিতে হয় তেমন। কারণ দেখ, আমরা সকলেই পরমেশ্বরের সন্তান, তিনি আম সকলেরি জন্মদাতা; অতএব পরস্পর মঙ্গল চেষ্টা করা ও প্রেম করা সকলেরি অতি আবশ্যক কর্ম্ম এই হইয়াছে।

যুবা। হাঁ, মহাশয় ইহা ও সপ্রমাণ বটে, এবং আপনি যে সকল কথা কহিয়াছেন সে সকলি অঠেল অতএব অবশ্য ইহা মানিতে হয়।

বৃদ্ধ। আর দেখ, আমরা সকলে কায়মনোবাক্যেতেই ঈশ্বরের আজ্ঞা সমস্ত লঙ্ঘন করিয়াছি। সেই আজ্ঞার দুই ভাগ হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রথম ভাগ ঈশ্বরবিষয়ক; তদ্বিষয়ে আমরা বড়ই পাপিষ্ঠ। দেখ, যেমন আমরা যদি কোনো বস্তুর কিম্বা কোনো ব্যক্তির দোষ গুণ কখন বিবেচনা না করিতো অবশ্য বোধ হয় আমরা সেই বস্তুকে এবং সেই ব্যক্তিকে ভাল বাসি না অর্থাৎ তুচ্ছ করি, তেমনি যদি আমরা ঈশ্বরের বিষয় সর্ব্বতোভাবে ভুলিয়া থাকি, তবে তাঁহাকেও নিতান্তই প্রেম করি না এ নিশ্চয়। তুমি বুঝিয়া দেখ, দিবারাত্রিতে ঈশ্বর বিষয়ে কিছু মাত্র বিবেচনা করিতেছ কি না? কিন্তু ধন সঞ্চয় ও অন্ন বস্ত্র আর নিবাসস্থান এবং অন্য লোকদের ঠাঁই সম্ভ্রম প্রাপ্তি ইত্যাদি ঐহিক বিষয় ক্ষণ মাত্রও ভুল নাই, অর্থাৎ অসার সংসারের বিষয় চিন্তাতে সর্ব্বদা ডুবিয়া আছ অপর যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাবদ্বিষয় অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক প্রেম না কর, তাবৎ পর্য্যন্ত তাঁহার আজ্ঞাপালন হয় না, কেননা "কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ রূপে আমাকে প্রেম কর," তাঁহার প্রথম আজ্ঞা এই। আর ধর্ম্ম ব্যবস্থা নাম পুস্তক পড়িলে তাহা সুন্দর রূপে জ্ঞাত হইতে পারিবা।

যুবা। হা মহাশয়, তবে ঈশ্বরাজ্ঞার প্রথম ভাগ আমরা

লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছি বটে ইহা আমি স্বীকার করিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগেতে যাহা লেখা আছে, কি না আপনার তুল্য পরকে প্রেম করিতে হয়, তদনুসারে আপনার আমি পরীক্ষা লইয়া আপনাকে নিষ্পাপ জ্ঞান করিলাম।

বৃদ্ধ। ভাল, তুমি তো আপনাকে নিষ্পাপ নির্দোষ করিয়া জানাইতেছ, তাহা বলিতে পার বটে কিন্তু সূক্ষ্ম পরীক্ষা করিলেই ইহার নিশ্চয় জানা যাইবে; আমার বোধ হয়, তুমি কায়মনোবাক্যে দ্বিতীয় আজ্ঞাও লঙ্ঘন করিয়াছ; যেহেতুক কোন সময় কোনো প্রতিবাসির কোনো বস্তুর উপরে তোমার অবশ্য লোভ হইয়া থাকিবে, এবং ফাকি দিয়া পরদ্রব্য লইবার জন্যে কখন২ও অনেক প্রবঞ্চনা করিয়া থাকিবা, আর মিথ্যা কথাও কহিয়া থাকিবা, আর যদি তোমার রাজভয় এবং লোকতঃ অমর্য্যাদা ও লজ্জা ভয় না থাকিত, তবে বোধ হয় তুমি পরের ঘরে চুরি পর্য্যন্ত করিতে পারিতা। আরো কিছু বলি শুন, আত্মীয়ের সহিত দেখা হইলে বুঝি অন্তঃকরণে পুলকিত মত হইয়া তাহাকে শিষ্টাচার করিয়া ভাই তুমি পরম ধার্ম্মিক, দয়ালু, দাতা, পরোপকারী, এবং সত্যবাদী, এই রূপ নানা প্রকার স্তব বাক্য ও বিনয় কথা অবশ্য বলিয়া থাকিবা; কিন্তু সেই ভাইর অসাক্ষাতে বিশেষতঃ কেহ যদি সেই ব্যক্তির প্রশংসা করে, তবে তুমিও কি তাহার বিরুদ্ধে কখন কোন দুর্বাক্য কহ নাই? যথা সে মানুষ অতি অধার্ম্মিক, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, লোভী, পরদ্রোহী, ইত্যাদি; এবং যে২ দোষ তাহাতে নাই তাহাও আরোপ করিয়া বুঝি তাহাকে অধিক দোষী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকিবা।

যুবা। মহাশয়, এ কথা সপ্রমাণ বটে। এখন বুঝিলাম, কি ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের বিষয় হউক, কি পরের প্রতি প্রেমের বিষয় বা হউক, সকল বিষয়েতে আমরা দোষী অর্থাৎ ঈশ্বরের সকল আজ্ঞা আমরা লঙ্ঘন করিয়াছি;

অতএব আমিও মহাপাপী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বৃদ্ধ। কেবল তুমি কেন, আমরা সকলেই পাপিষ্ঠ বটি। আর দেখ, লোভ, অহঙ্কার, দ্বেষ, কাম, ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার যে মানসিক পাপ সে সকলি আর ২ মনুষ্যের কাছে লুকাইতে পারা যায় বটে, কেননা কোন লোক কাহারো মনের ভাব জানিতে পারে না; এবং চুরি, প্রাণমারা, পরদার, ইত্যাদি যে কায়িক পাপ কখন ২ অন্য লোক ইহারো বড় টের পায় না বটে, কেননা মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ নহে; কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্যাদি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি আপনার সৃষ্ট সকলি দেখিতে পান, যেহেতুক তিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বান্তর্যামী অতএব পর মনুষ্যের গোচরে কিম্বা অগোচরে যে যাহা করে, তিনি তাহার সে সকলি দেখিতে পান।

যুবা। তাহা বটে, পরমেশ্বর সকলি দেখিতে পান, এ কথা সত্য। কিন্তু তিনি বুঝি পাপের বিষয়ে বড় মনোযোগ করেন না।

বৃদ্ধ। ওহে, তুমি অত্যন্ত অজ্ঞান অবুঝের মত কহ কেন? তিনি ঐ সকল পাপ কেবল অবলোকন করেন এমত নয়, বরং তিনি শেষ কালে তাহার যথার্থ বিচার করিবার নিমিত্তে সকলি ভাল মতেই ভাবেন, এবং মনে ও রাখেন, কদাচ ভুলেন না। আর ইহকালে যে যত পাপ করে, পরকালে তাহাকে সে সকলের উচিত দণ্ড ভোগ করিতে হয়। আর পরমেশ্বর অতি দয়ালু বটেন, কিন্তু তিনি দয়া প্রযুক্ত যাথার্থ্যের ব্যাঘাত করিবেন তাহা নয়। যেমন কোন বিচার কর্ত্তা ব্যবস্থার উল্লঙ্ঘনকারি ব্যক্তিকে ধরিয়া দয়া প্রযুক্ত শাস্তিকরণ বিনা তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না; যদি বিনা দণ্ড দেওনে ত্যাগ করেন তো লোকের ঠাঁই তাঁহার বড় অখ্যাতি হয়; তেমনি পরমেশ্বরও আপন আজ্ঞা লঙ্ঘনকারি দিগকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ না করাইয়া কখনো তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।

যুবা। ঈশ্বরহইতে পাপি লোকের শাস্তিভোগ কেমন

ধারা, তাহা আমি তো ঠিক জানি না, মহাশয়; অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইতে আজ্ঞা হউক।

বৃদ্ধ। সে কেমন ধারা তাহা বলি শুন। যে সকল লোক জন্মাবধি নানা বিধ পাপ করিয়া তাহার উচিত প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মরে, মরিবামাত্র তাহাদের প্রাণপুরুষ অত্যন্ত দুঃখভোগের স্থানে গিয়া সেখানে মহাবিচারের দিন পর্য্যন্তই থাকিবে; পরে সেই দিনেতে ঈশ্বরের পরাক্রমেতে মরা মনুষ্য সকল নিজ শরীরের সহিত পুনরুত্থিত হইবে, তাহাতে মহাবিচারকর্ত্তা প্রভু যিশু খ্রীষ্টের সম্মুখে ভাল মন্দ সকল লোককে দাঁড়াইতে হইবে। মহাবিচারের পর পাপিরা অনন্ত শাস্তিভোগ করিবে; বিশেষতঃ যেখানে ঘোর অন্ধকার ও রোদনধ্বনি আর দন্তের কিড়িমিড়ি শব্দমাত্র হইবে অর্থাৎ যে স্থানে শয়তান ও তাহার দূতদের দণ্ড জন্যে ঈশ্বর জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করিয়াছেন, সে স্থানেতে গিয়া উহারা ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হওত অনন্তকাল পর্য্যন্ত বাস করিবে। আর সেখানহইতে পলাইয়া বাঁচিবার কোনহ উপায় নাই। যেমন কোন নগরের চারিদিকে বেড়া আগুন লাগিলে ঘর দ্বার সকলি জ্বলিয়া উঠে, তাহাতে মধ্যে ২ কোন লোক নিদ্রা-হইতে উঠিয়া কোনদিগে পলাইতে না পারিয়া, কেবল মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত অস্থির হওত যাতনায় দৌড়াদৌড়ি করে, আর অত্যন্ত কাতর হওত ক্রন্দন পূর্ব্বক ছট্‌ফট্‌ করে, এবং শেষে সেই অগ্নিতে বেষ্টিত হইয়া দগ্ধই হয়; সেই মত ঈশ্বরের ক্রোধাগ্নিতে যে বেষ্টিত হয় সে তাহাহইতেও শত গুণ যাতনাযুক্ত হইবে। কেননা প্রজ্বলিত সামান্য অগ্নিতে দগ্ধ ব্যক্তির যে বেদনা, সে কেবল অত্যল্প কাল থাকে, প্রাণ ত্যাগ হইলে পর তাহার আর কোন বেদনা হয় না; কিন্তু নরকানলেতে দগ্ধ হওনে যে বেদনা সে চিরকাল থাকে, অর্থাৎ তাহার শেষ কখন হয় না।

যুবা। হে মহাশয়, ঈশ্বরের ক্রোধাগ্নি আমাদের পাপের যথার্থ ফল বটে ইহা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু তাঁহার সে ক্রোধানল কি কোন রূপে এড়াইতে পারা যায় না? যদি ইহার কোন উপায় থাকে, তো অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক।

বৃদ্ধ। ও হে, এ বিষয়ে আমি তোমাকে একটা সুপরামর্শ বলি, তাহা মন দিয়া শুন। ঈশ্বর বড় দয়া করিয়া তাঁহার ক্রোধানল এড়াইবার বিশেষ এক উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, ইহার বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে, যথা "জগতের প্রতি পরমেশ্বর কত দয়া করিলেন, তিনি আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে এই অভিপ্রায়েতে প্রদান করিলেন, কি না তাঁহার প্রত্যেক বিশ্বাসকারী যেন নষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু পায়,"। আর যিনি স্বর্গ হইতে আইলেন, তিনি ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র য়িশু খ্রীষ্ট; তিনি তেত্রিশ বৎসর কাল এই পৃথিবীতে থাকিতে মনুষ্যদের অনেক উপকার করিলেন, অর্থাৎ অন্ধকে চক্ষু দিলেন ও বধিরকে কর্ণ দিলেন এবং অনেক২ রোগিকে সুস্থ করিলেন, ও মৃত লোকদিগের প্রাণ দান করিলেন ইত্যাদি। তিনি আপনার সুখার্থে কিছুই চেষ্টা করেন নাই; কেবল দিবারাত্রি আপন পিতা পরমেশ্বরের কর্ম্ম করিতেন; তজ্জন্যে মনুষ্যেরা তাঁহাকে অনেক তাড়না করিল, তথাপি ও তিনি দয়ার্দ্রচিত্ত প্রযুক্ত তাবৎ মনুষ্যের পরিত্রাণের নিমিত্তে আপনার প্রাণ পর্য্যন্তই দিলেন।

যুবা। মহাশয়, এ বড় আশ্চর্য্য কথা; তিনি মরিলে পর কি মৃতদশাতেই থাকিলেন?

বৃদ্ধ। না, তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়া তৃতীয় দিবসে মৃত্যু দশাহইতে জীবৎ হইয়া উঠিলেন। তাহার পরে তিনি শিষ্য সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আর চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত অনেক২ সদুপদেশ দিলে পরে আপন পরাক্রমে স্বর্গগমন করিয়া

তথায় ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া বিরাজমান আছেন, এবং আজি পর্য্যন্ত জগৎ সকলের উপর কর্ত্তৃত্বও করিতেছেন; কিন্তু জগৎ শেষে তিনি তাবৎ মনুষ্যের বিচার করিতে ঐশ্বরিক পরাক্রমে আরবার আসিবেন, তখন সমস্ত লোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।

যুবা। তবে যিশু খ্রীষ্টের বিনা সাহায্যে কি পাপের মোচন হইতে পারে না?

বৃদ্ধ। না বাপু, কেবল তাঁহাইদ্বারা পাপমার্জ্জনা হইতে পারে, আর কাহাহইতে হয় না। কেননা কেবল তিনিই নিজে নিষ্পাপ এবং তিনি মাত্র আমাদের উচিত পাপের ফলভোগ আপনি করিলেন অতএব শাস্ত্রেতে কহে ঈশ্বর তাঁহার কৃত সেই মহাপ্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া সত্য বিশ্বাসি লোকদের তাবৎ পাপ ক্ষমা করিবেন।

যুবা। এ বড় আশ্চয্য এবং সুসমাচার বটে; কিন্তু সর্ব্বদেশীয় লোকদের কারণ কি সেই মহাপ্রায়শ্চিত্ত করা গিয়াছিল? এবং তাহা দ্বারা কি আমিও মুক্ত হইতে পারিব?

বৃদ্ধ। হাঁ বাপু, খ্রীষ্টের কৃত যে প্রায়শ্চিত্ত সে কেবল এক দেশীয় লোকদের নিমিত্তে নহে, কিন্তু সে সর্ব্ব দেশীয় মনুষ্যের পরিত্রাণের কারণ হইয়াছে বটে। আর শাস্ত্রে এরূপ লেখে, যথা "পরিত্রাণ করিতে অন্য কাহারও সাধ্য নাই, কেননা স্বর্গের নীচে অর্থাৎ পৃথিবীমধ্যে যিশু খ্রীষ্টের নাম ব্যতিরেকে মনুষ্যদের পরিত্রাণ যাহাতে হয় এমত আর কোন নাম মনুষ্যদিগকে জানান গেল না"। আর যে২ লোক তাঁহার আশ্রয় লয়, সে সকল লোককে তিনি কখন ত্যাগ করিবেন না।

যুবা। এ বড় মঙ্গল কথা বটে, কিন্তু তিনি পাপমোচনার্থে কি২ বিশেষ কর্ম্ম করিলেন?

বৃদ্ধ। দেখ, মনুষ্যের পাপমোচনার্থে ঈশ্বর তাঁহাকেই ত্রাণকর্ত্তৃ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; অতএব তিনি মনুষ্য-

দের পরিত্রাণার্থে তাহাদের পাপের উচিত দণ্ড যন্ত্রণাদি নিজে ভুঞ্জিয়া শেষে নিজ প্রাণও বলি রূপে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

যুবা। যিশু খ্রীষ্টের আপন যে প্রাণ দেওয়া ইহার মনুষ্যদের পরিত্রাণের সঙ্গে কি সম্বন্ধ আছে?

বৃদ্ধ। তাহাতে এই সম্বন্ধ আছে কি না তিনি মনুষ্যদের পরিবর্ত্তী হইয়া যে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন ঈশ্বর তাহা পরমগ্রাহ্য করিয়া মানিলেন, এবং এই প্রতিজ্ঞাও করিলেন, যথা যে জন পাপ হইতে মন ফিরাইয়া ঐ প্রায়শ্চিত্ত মানিয়া প্রভু যিশু খ্রীষ্টে সত্য বিশ্বাস রাখে, সে নষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পাইবে।

যুবা। তবে মহাশয়, আমি কি২ করিয়া যিশু খ্রীষ্টের শরণাগত হইতে পারিব?

বৃদ্ধ। ও হে বাপু, যদি সত্য রূপে অর্থাৎ নিষ্কপটে প্রভু যিশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লইতে চাহ, তবে আপন নিজ কৃত পাপের জন্যে খেদ করা, ও ঈশ্বরের স্থানে পাপস্বীকার করা এবং পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করা, ও যিশু খ্রীষ্টে ত্রাণকর্ত্ত রূপে স্থির প্রত্যয় করা, এবং তাঁহাকে প্রভু করিয়া মানা, এই সকল তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে, যথা "যে কেহ আপন পাপ স্বীকার করিয়া তাহাহইতে বিমুখ হয় সে ঈশ্বরের দয়া পাইবে"।

যুবা। মহাশয়, পাপ বিষয়ে খেদ করা কি রূপ?

বৃদ্ধ। শুন বাপু, ঈশ্বরের অতি বিরক্তিজনক যে পাপ তজ্জন্যে অন্তঃকরণেতে দুঃখিত হওয়া, এবং তাঁহার বিতুষ্টি জনক কর্ম্ম কিনা দুষ্কর্ম্ম সকলকে ঘৃণা করা, এবং তাঁহার আর অসন্তোষ করণেতে সাবধান হওয়া, এই সকলেতে পাপ বিষয়ে খেদ প্রকাশ হয়।

যুবা। যিশু খ্রীষ্টে ত্রাণকর্ত্তৃত্ব রূপে বিশ্বাস করা কি রূপ?

বৃদ্ধ। যিশু খ্রীষ্ট পাপিষ্ঠ লোকের ত্রাণকর্ত্তা বটেন, ইহা

প্রত্যয় করিয়া তাঁহাতে নিজ আত্মা সমর্পণ করিয়া তাঁহার আশ্রয় লওয়া, এবং তিনি আপন রীত্যনুসারে অবশ্য আমাদের ত্রাণ করিবেন ইহা নিঃসন্দেহে বোধ করা এই সে বিশ্বাস।

যুবা। কিন্তু হে মহাশয়, মনুষ্যদের অন্তঃকরণ পাপাভিলাষে পরিপূর্ণ হইয়াছে, অতএব তাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা কি প্রকারে পালন করিতে পারে?

বৃদ্ধ। উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ বাপু, ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করাই কোনহ মনুষ্যের নিজ সাধ্য নয় বটে; কিন্তু ঈশ্বরের এরূপ প্রতিজ্ঞা হইয়াছে, কোন মনষ্য সদাত্মা দান প্রার্থনা করিলে তিনি ঐ সদাত্মা দিয়া সেই মনুষ্যের অন্তঃকরণকে নূতনীভূত ও পুণ্যময় করিয়া দিবেন, এবং ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করণেতে আপনি ও সহায়ী হইবেন।

যুবা। কিন্তু হে মহাশয়, আমার কৃত পাপ কর্ম্ম নানা প্রকার এবং অতি বড়; তাহাতে যদি আমি য়িশু খ্রীষ্টে কেবল দৃঢ় বিশ্বাস করি তবে কি আমি ঈশ্বরের স্থানে আর দোষী থাকিব না?

বৃদ্ধ। শুন বাপু, য়িশু খ্রীষ্টের দুঃখভুঞ্জন ও মরণাত্মক যে প্রায়শ্চিত্ত তাহাতে বিশ্বাস পূর্ব্বক ইহার পর যথার্থাচরণ করিলেই তুমি ঈশ্বরের স্থানে আর দোষী হইবা না, বরঞ্চ পরমেশ্বর পাপের ক্ষমা করিয়া উচিত শাস্তিভোগ হইতে ও তোমাকে মুক্ত করিবেন, এবং খ্রীষ্টের গুণে তোমাকে যাথার্থিক জানিয়া তোমার প্রতি নিত্য২ অত্যন্ত দয়া মাত্র প্রকাশ করিবেন।

যুবা। ঈশ্বরের স্থানে যাথার্থিক হইয়া আমি ইহলোকে কি কোন ঐশ্বরিক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইব।

বৃদ্ধ। হাঁ বাপু, তাহাতে তুমি নানারূপ ঐশ্বরিক মঙ্গল প্রাপ্ত হইবা, বিশেষতঃ তোমার মনের সান্ত্বনা ও ঈশ্বরের সহিত মিলন ও তাঁহার পোষ্যপুত্র হওন ও সদাত্মা প্রাপ্তি ও

য়িশু খ্রীষ্টের সহিত বন্ধুতা, এবং সদাকাল পরমাহ্লাদ, আর দুঃখেতে প্রবোধ, এবং সৎক্রিয়া করণে সুক্ষমতা, এবং অনন্ত জীবদ্দশার দৃঢ় আশা ইত্যাদি অতি মঙ্গলের হেতু ঘটিবে; কিন্তু প্রার্থনা না করিলে তুমি ঐ সকল আশীর্ব্বাদের পাত্র হইতে পারিবা না।

যুবা। হে মহাশয়, কি রূপে প্রার্থনা করিতে হয় ইহা জানিতে আমার বড়ই ইচ্ছা আছে, তাহাতে কি ন্যাসের ও জপাদির আবশ্যকতা রাখে?

বৃদ্ধ। না বাপু, কি রূপে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা জানাই শুন। মুখবাদ্যে কক্ষবাদ্যে অঙ্গুলিধ্বনিতে এবং ভুমিতে পদাঘাতে ও করতালিতে ও বৃথা পুনরুক্তিতে পরমেশ্বরের আরাধনা এবং ধর্ম্ম সাধন হয় না, অতএব তিনি ঐ সকলকে চাহেন না; কেবল শুদ্ধ মনেতে ও সদ্ভাবেতে ও আত্মা-সহিতে তাঁহার আরাধনা করিতে হয়, মনুষ্যের কায়িক শ্রমে তাঁহার কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যদি তুমি সত্যরূপে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক হও তবে নির্জ্জনে গিয়া ঈশ্বরের স্থানে একা মধ্যস্থ য়িশু খ্রীষ্টের নাম করিয়া এইরূপ প্রার্থনা কর; "হে পরমেশ্বর আমি বড় পাপী, জন্মাবধি আজি পর্য্যন্ত আমি পাপ বিনা আর কিছুই করি নাই, আমার পুণ্যের লেশও নাই; এবং পাপের দণ্ডাজ্ঞা যদি হয় তো আমি সত্য করিয়া স্বীকার করিলাম, সে উচিত বটে; অতএব নিজ পুণ্যদ্বারা আমার মুক্তি হবে কিসে, কেবল য়িশু খ্রীষ্টের কৃত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমার পাপমোচন হইতে পারে; তাঁহারি আশ্রয় লইলাম, অতএব তাঁহার অনুরোধে আপনি ক্ষমা করুন" এমত প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর তোমার সে বিনয় বাক্য অবশ্য শুনিবেন, এবং তোমার অন্তঃকরণের মধ্যে আপন সদাত্মাকে প্রবেশ করাইয়া তৎ পাপস্বভাব নষ্ট করিয়া সৎস্ব-ভাব জন্মাইবেন এবং তোমার যে রূপ আনন্দ ও মনের শান্তি কখন হয় নাই তাহাও ঘটাইবেন। কিন্তু বিলম্ব করিও না,

মৃত্যু ক্ষতি নিকটস্থ হইল; কোনো ব্যক্তি যদি তাবৎ জগৎ প্রাপ্ত হইয়াও আপন প্রাণ হারায়, তবে সে লাভের ফল কি?

যুবা। তাহা বটে মহাশয়, এখন আমি বুঝিলাম, যিশু খ্রীষ্ট বিনা আর কাহারো দ্বারা কোনহ রূপে লোকদের নিস্তার হয় না; অতএব তাঁহার নামেই ঈশ্বরের স্থানে পাপমোচনের নিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৃদ্ধ। ভাল বুঝিয়াছ বাপু; এখন আমি আপন ঘরে আইলাম, অতএব তুমি বিদায় হও; আর যেখানে২ পাদরি লোক ঈশ্বরের কথা প্রচার করিয়া থাকেন সেখানে২ গিয়া মন দিয়া মঙ্গল সমাচার শ্রবণ করিও, এবং বিরলেও নিত্য২ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিও, তাহাতে তুমি ত্রাণের পথ নিশ্চয় রূপে জানিতে পারিবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি।

বিজ্ঞাপন।

যে মহাশয়েরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া তল্লিখিত বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখেন, কিম্বা ইহার সকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই, ইহাঁরা পশ্চাল্লিখিত কিয়ৎ স্থান নিবাসি পাদরি সাহেবদের নিকটে নিবেদন করিলে পাদরি সাহেবানেরা অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক এহাঁদের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন, ও কথার ভাব কহিয়া দিবেন, এবং ঈশ্বরের শাস্ত্রোক্ত ত্রাণের পথ দেখাইবেন।

কলিকাতা	শ্রীরামপুর	কাটোয়া
খিদিরপুর	চুঁচুঁড়া	বরমপুর
টালিগঞ্জ	কৃষ্ণনগর	ঢাকা
শালিকা	কালনা	যশোহর
হাওড়া	বর্দ্ধমান	এঁণ্টালি
চিতপুর	বীরভূ	ইত্যাদি।

PRINTED AT THE CHURCH MISSION PRESS, MISSION ROW, FOR THE CALCUTTA TRACT AND CHRISTIAN BOOK SOCIETY.

[BENGA'LI'.]

School Book Series.] No. 1.

THE

FIRST CATECHISM.

ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা।

১ জিজ্ঞাসা. কে তোমাকে সৃষ্ট করিয়াছে?

উত্তর. ঈশ্বর আমাকে সৃষ্ট করিয়াছেন।

২. তোমাকে আজন্মকাল খাওয়া পরা দিয়া কে প্রতিপালন করিতেছে?

উ. ঈশ্বর আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন।

৩. কোন্ পুস্তক পড়িলে ঈশ্বরকে জানা যায়?

উ. তাঁহার যে শাস্ত্র তাহা পড়িলেই তাঁহাকে জানা যায়।

৪. সে শাস্ত্রের নাম কি?

উ. তাহার নাম ধর্ম্ম পুস্তক।

৫. ধর্ম্ম পুস্তক যে ঈশ্বরের দত্ত, ইহার প্রমাণ কি?

উ. তাহার প্রমাণ এই, যে তাহার মধ্যে যে সকল কথা আছে, সে ঈশ্বরের ন্যায় নির্ম্মল, ও তাহাতে মানুষের মন নির্ম্মল হয়, এমত্ত আর২ অনেক প্রমাণও আছে।

৬. ঈশ্বরের কোন আকার আছে কি না?

উ. তাঁহার আকার নাই, তিনি নিরাকার।

5th Ed.] [15,000 *Copies.*

৭. তবে কি কেহ কখন তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই ?

উ. **না, কেননা তিনি আত্মাস্বরূপ, অতএব তাঁহাকে দেখা যায় না।**

৮. পরমেশ্বরের কি শক্তি আছে ?

উ. **তিনি সর্ব্বশক্তিমান, অর্থাৎ যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন।**

৯. তুমি যাহা২ ভাব কিম্বা কর, তাহার কিছু কি তাঁহাকে ছাপাইয়া রাখিতে পার ?

উ. **না, কোন মতেই পারা যায় না, কেননা তিনি সকল দেখিতে পান, আর সকলের মন জানেন।**

১০. তঁহার হাত ছাড়াইয়া কি পলাইতে পার ?

উ. **না, কেননা তিনি সর্ব্বব্যাপী, অর্থাৎ সকল স্থানেই আছেন।**

১১. তাঁহার আদি অন্ত কি কেহ বলিতে পারে ?

উ. **তিনি সর্ব্বদাই আছেন, তাঁহার আদি অন্ত নাই।**

১২. আমাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই কি তিনি চাহেন?

উ. **তিনি সকলের মঙ্গল চাহেন, কেননা তিনি প্রেমস্বরূপ।**

১৩. তিনি সুক্রিয়া ও কুক্রিয়া দুই করেন কি না ?

উ. **কেবল সুক্রিয়াই করেন, কুক্রিয়া করেন না।**

১৪. কুক্রিয়া কেন করেন না ?

উ. **কেননা তিনি নির্ম্মল, নিষ্পাপ ; কুক্রিয়া যে সে পাপির কর্ম্ম।**

১৫. পাপ কাহাকে বলে?

উ. **ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করা যে, সেই পাপ, অর্থাৎ মিথ্যা কথা, পরদার, ও চুরি, ইত্যাদি।**

১৬. তবে কি মানুষকে তিনি পাপ করান না?

উ. **কদাচিৎও তিনি পাপ করান না, কারণ তিনি পাপকে ঘৃণা করেন, ও পাপের শাসন করেন।**

১৭. শরীরের মধ্যে যে আত্মা এক বস্তু আছে, তাহা কি তুমি জান?

উ. **হাঁ তাহা আমি জানি।**

১৮. মরিলে পর তোমার শরীরের কি গতি হইবে?

উ. **ধুলার শরীর ধুলায় মিশাইয়া যাইবে।**

১৯. তাহার পর কি হইবে?

উ. **জগতের শেষ দিনে সেই শরীরকে উঠাইয়া জীবাত্মাতে যোগ করিয়া পরমেশ্বর আমার বিচার করিবেন।**

২০. লোক সকল মরিয়া গিয়া কি আরবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে পারিবে?

উ. **না, আর আসিতে পারিবে না, স্বর্গে কিম্বা নরকে এক ঠাঁই সর্ব্বদা থাকিবে।**

২১. মানুষের আত্মা যে, সে কি ঈশ্বরের অংশ?

উ. **না, তাহা নয়।**

২২. তবে বল দেখি ঈশ্বরেতে আর মনুষ্যের আত্মাতে বিশেষ কি?

উ. **বিশেষ এই, যে মানুষের আত্মাকে ঈশ্বর সৃষ্ট**

করিয়াছেন, ঈশ্বরের আদি অন্ত নাই, তিনি সর্ব্বদা সমান ভাবে আছেন।

২৩. আর কোন বিশেষ আছে কি না?

উ. হাঁ আছে, মানুষের আত্মা পাপেতে পরিপূর্ণ, ঈশ্বরেতে পাপের লেশও নাই।

২৪. আর কি বিশেষ?

উ. মানুষের আত্মার দুঃখবোধ আছে, ঈশ্বরের দুঃখবোধ নাই।

২৫. পশুতে ও মানুষেতে কি বিশেষ?

উ. বিশেষ এই, যে পশুর ভাল মন্দ বোধ নাই, আর শরীরের সঙ্গে জীবও নষ্ট হয়।

২৬. সকলের আদি পুরুষকে যখন ঈশ্বর সৃষ্ট করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কি রূপ স্বভাব ছিল?

উ. সকলের আদি পুরুষ যে আদম, আগে তাঁহার নির্ম্মল ও নিষ্পাপ স্বভাব ছিল।

২৭. এখনকার মানুষদের তেমতি স্বভাব আছে কি না?

উ. না, এখনকার সকল মানুষ পাপাত্মা হইয়াছে।

২৮. সকল মানুষ যে পাপাত্মা ইহার প্রমাণ কি?

উ. ফল দেখিলে যেমন গাছের ভাল মন্দ জানা যায়, তেমনি পাপ কর্ম্ম দেখিয়া সকলেই যে পাপী ইহা জানা যায়।

২৯. মানুষের এমন কুস্বভাব হইল কেন?

উ. আমাদের আদি পুরুষকে ঈশ্বর যে আজ্ঞা

পালন করিতে দিয়াছিলেন, তাহা লঙ্ঘন করাতে মানুষের কুস্বভাব জন্মিয়াছে।

৩০. তবে মানুষ কি কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারে না?

উ. না, কারণ যেমন মন্দ গাছ কখন ভাল ফল ফলে না, তেমন মনষ্যেরা কুস্বভাব প্রযুক্ত আপনা আপনি সৎকর্ম্ম করিতে পারে না।

৩১. মানুষদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি?

উ. ঈশ্বরের ভজনা করা এই সকলের কর্ত্তব্য, কেননা তিনি আমাদের সৃষ্টি ও পালন ও শাসনকর্ত্তা।

৩২. তাঁহার ভজনা কেমন করিয়া করিতে হয়?

উ. তাঁহার কাছে প্রার্থনা করা, ও তাঁহার সকল আজ্ঞা পালন করা, এই তাঁহার ভজনা জানিবা।

৩৩. ঈশ্বর মানুষকে কি২ আজ্ঞা দিয়াছেন!

উ. আমা ছাড়া ঈশ্বর বলিয়া আর কাহাকে মানিও না, ইত্যাদি যে দশ প্রধান আজ্ঞা ঈশ্বর দিয়াছেন, তাহা ধর্ম্ম পুস্তকে লেখা আছে।

৩৪. সে দশ আজ্ঞা কি মত? তাহা সংক্ষেপে বল।

উ. তাহার প্রথম আজ্ঞা এই, যে আমা বিনা আর কাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিও না।

৩৫. দ্বিতীয়াজ্ঞা কি?

উ. দ্বিতীয়াজ্ঞা এই, যে প্রতিমা পূজা করিও না।

৩৬. তৃতীয়াজ্ঞা কি?

উ. তৃতীয়াজ্ঞা এই, যে তুমি ঈশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না।

৩৭. চতুর্থাজ্ঞা কি ?

উ. চতুর্থাজ্ঞা এই, যে তুমি বিশ্রামবারকে পুণ্য রূপে পালন করিও।

৩৮. পঞ্চমাজ্ঞা কি ?

উ. পঞ্চমাজ্ঞা এই, যে তোমার পিতা মাতাকে সমাদর করিও।

৩৯. ষষ্ঠাজ্ঞা কি ?

উ. ষষ্ঠাজ্ঞা এই, যে তুমি নরহত্যা করিও না।

৪০. সপ্তমাজ্ঞা কি ?

উ. সপ্তমাজ্ঞা এই, যে তুমি পরদার করিও না।

৪১. অষ্টমাজ্ঞা কি ?

উ. অষ্টমাজ্ঞা এই, যে তুমি চুরি করিও না।

৪২. নবমাজ্ঞা কি ?

উ. নবমাজ্ঞা এই, যে তোমার প্রতিবাসির প্রতি মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

৪৩. দশমাজ্ঞা কি ?

উ. দশমাজ্ঞা এই, যে তোমার প্রতিবাসির বিষয়ে লোভ করিও না।

৪৪. এই দশ আজ্ঞার সার কি ?

উ. ইহার সার এই, যে একান্ত মনে ঈশ্বরকে প্রেম ভক্তি কর, ও পরকে আপনার তুল্য প্রেম কর।

৪৫. তুমি কোন পাপ করিয়াছ কি না ?

উ. হাঁ অবশ্য নানা সময়েতে নানা মতে পাপ করিয়াছি

৪৬. পাপ করাতে তোমার কি অমঙ্গল ঘটিয়াছে?

উ. তাহাতে আমার উপর ঈশ্বরের ক্রোধ জন্মিয়াছে।

৪৭. তবে এই ক্ষণে তোমার কি চেষ্টা করা উচিত?

উ. যাহাতে পাপ ক্ষমা হয়, তাহাই চেষ্টা করা উচিত।

৪৮. পাপের ক্ষমা কিসে হইতে পারে?

উ. পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইলে ক্ষমা হইতে পারে।

৪৯. তুমি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি আপনি করিতে পার?

উ. না, কেননা পাপমোচন করিতে অতুল্য প্রায়শ্চিত্ত চাহি, তাহা আমাহইতে হয় না।

৫০. তবে কি অন্য কোন মনুষ্যহইতে তুমি মুক্ত হইতে পারিবা?

উ. না, তাহাও নয়, মনুষ্যমাত্রেই দোষী; অতএব এক দোষিহইতে অন্য দোষির দোষ কেমনে দূর হইতে পারে।

৫১. তবে তোমার ত্রাণের উপায় কিসে হইবে?

উ. ইহার উপায় ধর্ম্ম পুস্তকে লেখা আছে।

৫২. সে কেমন উপায়, বল দেখি?

উ. তাহাতে লেখে যে যে জন যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লয় সেই পরিত্রাণ পায়।

৫৩. যীশু খ্রীষ্ট কে?

উ. তিনি ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র, জগতের ত্রাণকর্ত্তা।

৫৪. তিনি কত দিন হইল এ জগতে আসিয়াছেন?

উ. **প্রায় দুই হাজার বৎসর হইল তিনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।**

৫৫. অবতীর্ণ হইয়া তিনি কি করিলেন?

উ. **ঈশ্বরের সকল আজ্ঞা আমরা লঙ্ঘন করিয়াছি, অতএব সেই সকল আজ্ঞা তিনি সম্পূর্ণ রূপে পালন করিয়া সম্পূর্ণ পুণ্য সঞ্চয় করিলেন।**

৫৬. ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া কাহার জন্যে পুণ্য সঞ্চয় করিলেন?

উ. **আমাদিগের জন্যে।**

৫৭. তিনি আর কি ২ কর্ম্ম করিলেন?

উ. **নানা প্রকার দুঃখ সহিয়া তিনি আমাদের পাপের প্রতিফল ভোগিলেন।**

৫৮. পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে তিনি কি দিলেন?

উ. **আপন প্রাণ দিলেন, অর্থাৎ তিনি মরিলেন।**

৫৯. তিনি কি প্রকারে মরিলেন?

উ. **পাপি লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া ক্রুশেতে বধ করিল, কিন্তু আপন ইচ্ছায় তিনি ধরা দিলেন।**

৬০. মরিলে পর তাঁহার কি হইল?

উ. **তিন দিবসানন্তর সজীব হইয়া উঠিলেন এবং চল্লিশ দিন পরে সশরীরেতে স্বর্গে গেলেন।**

৬১. স্বর্গেতে তিনি কি করিতেছেন?

উ. **মধ্যস্থ হইয়া পরমেশ্বরের নিকট আপন লোকদের নিমিত্তে নিত্য নিবেদন করিতেছেন।**

৬২. তাঁহার এ সকল ক্রিয়াতে কি ফল জন্মে?

উ. তাহাতে এই ফল জন্মে, যে জন তাঁহার উপরে বিশ্বাস রাখে, সে স্বর্গে যাইবে।

৬৩. কি রূপে তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিতে হয়, কি অন্তঃকরণের সহিত, না বুদ্ধির সহিত?

উ. অন্তঃকরণ ও বুদ্ধি দুয়ের সহিত।

৬৪. মানুষের মনে সে বিশ্বাস কিসে জন্মে?

উ. ঈশ্বর মানুষের অন্তঃকরণে পবিত্র আত্মাদ্বারা বিশ্বাস জন্মান।

৬৫. এই রূপে আসল বিশ্বাস জন্মাইলে লোকেরা কেমন হয়?

উ. তাহাতে পাপ ত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

৬৬. এমন নূতন অন্তঃকরণ কি না ধর্ম্ম স্বভাব, কি সকলের প্রয়োজন আছে?

উ. আছে, কেননা এই মতে নূতন অন্তঃকরণ না হইলে, কোন মতে ঈশ্বরের কাছে আমরা যাইতে পারিব না।

৬৭. কেন?

উ. কেননা পরমেশ্বর শুচি ও নির্ম্মল, অতএব যত কাল আমাদিগের অন্তঃকরণ শুচি না হইবে তত কাল ঈশ্বরের সঙ্গে কোন রূপে মিলন হইতে পারিবে না।

৬৮. তুমি যে ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্ট আর পবিত্র আত্মা এই তিন নাম করিলা, ইহাঁরা কি পৃথক ২?

উ. না, তাঁহারা তিনেই এক, ও একেই তিন।

প্রাতঃকালের প্রার্থনা।

ওহে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা, তোমার দয়ার সীমা নাই। পিতা আপন সন্তানকে যেমন স্নেহ করেন সেই রূপ আমাদিগকে স্নেহ করিয়া নিত্য মঙ্গল করিতেছ। গত রাত্রিতে আমাদিগকে আপদ বিপদহইতে রক্ষা করিয়াছ এই নিমিত্তে তোমার স্তব করিতেছি। ওহে ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা দিয়া আমাদের মন পরিষ্কার কর, ও সুমতি দেও। আজি তোমার আজ্ঞা সকল পালন করিতে আমাদিগকে প্রবৃত্তি ও শক্তি দেও। কোন প্রকারে কুদিগে যেন না যাই এবং কোন পাপ যেন না করি এই মিনতি করি। ওহে ঈশ্বর, তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রেম ভক্তি যেন করি, এবং কোন কাহারও মন্দ না করিয়া সকলের উপকার যেন করি এই যে আমাদের প্রার্থনা তাহা শুন। এবং কোন্ দিনে কিম্বা কোন্ দণ্ডে আমাদের মরিতে হইবে তাহা আমরা জানি না, এই নিমিত্তে মিনতি করি যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তোমার সেবাতে যেন সতত রত থাকি, ইহাতে তুমি যখন ডাকিবা তখন যেন যাইতে প্রস্তুত হই, এমত অনুগ্রহ আমাদের প্রতি কর।

ওহে সর্ব্বশক্তিমান্ দয়ালু পরমেশ্বর, প্রাণ রক্ষার্থে আমাদের যাহা আবশ্যক আছে তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে দেও। ধনের নিমিত্তে আমরা প্রার্থনা করি না, কেবল দিনপাতের জন্যে তোমাকে ধরি। রোগ শোক ক্লেশহইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আর যদি কোন দুঃখেতে পড়ি তাহাতে বিরক্ত না হইয়া যেন সহ্য করিতে পারি এমত অনুগ্রহ আমাদের প্রতি কর; কেননা ওহে ঈশ্বর, তুমি আমাদের পিতা, এই কারণ আমরা জানি যে ইহকালে যখন দুঃখে থাকিতে দেও সে কেবল আমাদের পারমার্থিক মঙ্গলের নিমিত্তে।

ওহে ঈশ্বর, পৃথিবীতে তোমার রাজ্য সর্ব্বত্র স্থাপন কর, সকলের মন ফিরাও, এবং খ্রীষ্টের আশ্রয় সকলে লইয়া পরিত্রাণ যেন পায় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম লইয়া এই সকল বর যাচ্ঞা করি। আমেন।

সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা।

ওহে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে আজি খাওয়া পরা দিয়া প্রতিপালন করিয়াছ, এবং তোমার অনুগ্রহেতে কোনো দায়েতে না পড়িয়া এখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছি; কিন্তু ওহে পরমেশ্বর, আমরা তোমার অনুগ্রহের যোগ্যপাত্র নহি, কেননা তোমার সাক্ষাতে আমরা বড় অপরাধী, তোমার আজ্ঞা জানিয়াও অনেক প্রকারে লঙ্ঘন করিয়াছি; তোমার প্রতি মন না দিয়া এবং তোমার যাহাতে সন্তোষ হয় এমত কর্ম্ম না করিয়া, ঐহিক বস্তুতে মন দিয়াছি, এবং নিজ সন্তোষক কর্ম্ম করিয়াছি। আপনাদের এই সকল অপরাধের জন্যে আমরা বড় কাতর আছি। অনুগ্রহ করিযা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুরোধে আমাদের পাপ ক্ষমা কর, এবং তাবৎ অধর্ম্মহইতে আমাদিগকে মুক্ত কর।

ওহে ঈশ্বর, ঐহিক বস্তুতে আমাদের মন যেন না লাগিয়া থাকে, এবং সেই বস্তু সকল যে অসার ও ইহাদের ভোগেতে যে প্রকৃত সুখ নাই এমন জ্ঞান আমাদিগকে দেও। তোমার দিগে এবং পরকালের সুখের দিগে আমাদের মন আকর্ষণ কর। ওহে দয়ালু ঈশ্বর, সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব সময়ে সদাচরণ করিতে পারি এমন শক্তি আমাদিগকে দেও। আমাদের প্রিয় সন্তানসন্ততির প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহাদিগকে সুপথে লওয়াও এবং তাহাদের জ্ঞান ও তোমার প্রতি প্রেম ভক্তি দিনে২ বাড়াও। এই রাত্রিতে আমাদিগকে আপদ বিপদহইতে রক্ষা কর এবং যখন ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে যাইব তখন আমরা

সকলে তোমার নিকটে স্থান পাইয়া অশেষ সুখ যেন প্রাপ্ত হই, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম লইয়া এই প্রার্থনা করি। আমেন।

প্রভুর প্রার্থনা।

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ; তোমার নাম পবিত্ররূপে মানা যাউক; তোমার রাজ্য আসুক; তোমার ইচ্ছা যেমত স্বর্গতে সেই মত পৃথিবীতে পালিতা হউক। আমাদের দিবসিক আহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা আপনাদের অপরাধিদিগকে ক্ষমা করিতেছি, সেই মত আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করহ। এবং আমাদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করহ: কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষণ, আমেন।

CALCUTTA:—PRINTED AT THE CHURCH MISSION PRESS, FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

3 1837.

ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

THE BENGALEE

SECOND CATECHISM,

FOR

THE USE OF SCHOOLS

Calcutta:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, CIRCULAR ROAD,
For the Bengal Tract and Christian Book Society.

1828.

ধর্ম্মের

বিষয় জিজ্ঞাসা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১ জিজ্ঞাসা। জগতের মধ্যে শাস্ত্র এক না কি অনেক আছে?

উত্তর। না, অনেক ২ শাস্ত্র আছে।

২। সে সকল শাস্ত্রের মত কি এক প্রকার?

উ°। না, এক প্রকার নহে, সে সকলের মত ভিন্ন ২।

৩। তবে সে সকল শাস্ত্র যে ঈশ্বরদত্ত, এমন কি হইতে পারে?

উ°। না, কদাচ এমন হইতে পারে না, কারণ ঈশ্বর যেমন এক, তেমনি তাঁহার মতও এক বই দুই নয়।

৪। তবে কোন শাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত আর কোন শাস্ত্র বা ঈশ্বরদত্ত নয়, ইহা আমাদের পরীক্ষা করা উচিত কি না?

উ। হাঁ, যেমন লোকে ক্ষতির ভয়ে টাকা পরখ করিয়া লয়, তেমনি শাস্ত্রও পরীক্ষা করিয়া গ্রাহ্য করা অবশ্য উচিত।

৫। ভাল, বাইবেল শাস্ত্র কিনা ধর্ম্মপুস্তক, ইহা যে ঈশ্বরদত্ত তাহার কিং প্রমাণ আছে?

উ°। তাহার অনেকং প্রমাণ আছে, তাহার মধ্যে একটি প্রমাণ এই, যে ঐ শাস্ত্রের মধ্যে যেং ভবিষ্যদ্বাক্য লেখা গিয়াছে তাহা পূর্ণ হওয়া।

৬। ধর্ম্ম পুস্তকের ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া যে তচ্ছাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত ইহাতে প্রমাণ স্বরূপ ইহার কারণ কি?

উ। ইহার কারণ এই, যে পরে যাহা হইবে তাহা কেবল ঈশ্বর বলিতে পারেন।

৭। ধর্ম্ম পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাক্যের মধ্যে কোন বাক্য পূর্ণ হইয়াছে, ইহা তুমি বলিতে পার?

উ°। হা বলিতে পারি, সে কি না মোশহ্ নামক এক ভবিষ্যদ্বক্তা য়িহুদীদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন, যে তোমরা যদি ঈশ্বরের বিধি ব্যবস্থানুসারে না চল, তবে ঈশ্বর তোমাদিগকে স্বদেশ ভ্রষ্ট করিয়া নানা দেশে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন। *

৮। এই ভবিষ্যদ্বাক্য কত দিন কহা গিয়াছে?

উ°। তিন হাজার বৎসর হইল কহা গিয়াছে।

৯। ঐ বাক্য কোন সময়ে পূর্ণ হইল?

উ°। য়িশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর রূমীলোক য়িরূশালেম নগর আক্রমণ করিয়া যখন য়িহুদীদিগকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিল, তখনি ঐ কথা পূর্ণ হইল, আর এখন পর্য্যন্তও পূর্ণ হইতেছে।

---

* দ্বিতীয় বাক্য, ২৮ পর্ব্ব।

১০। এখন পর্য্যন্তও তাহা কি রূপে পূর্ণ হইতেছে
উ°। এই রূপে পূর্ণ হইতেছে, যে য়িহুদী লোকেরা স্বদেশ চ্যুত হইয়া এই দেশে ও অন্য২ নানা দেশে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বেড়াইতেছে, তথাপি তাহারা কোন দেশীয় লোকের সঙ্গে না মিশিয়া এক প্রকার ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে; অতএব বাইবেল শাস্ত্র কি না ধর্ম্ম পুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত ইহার এই একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

১১। ধর্ম্ম পুস্তকে খ্রীষ্টের বিষয় কোন ভবিষ্যদ্বাক্য আছে কি না?
উ°। হাঁ, তাঁহার জন্ম ও আচরণ এবং মরণ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক২ ভবিষ্যদ্বাক্য আছে।

১২। তাঁহার জন্মবিষয়ে কি২ কথা লেখা গিয়াছে?
উ°। তিনি এক কুমারীর গর্ব্ভে জন্মিবেন, ও তাঁহার জন্মস্থান য়িহুদী দেশের বেথলহম নগর, এই প্রকার লেখা গিয়াছে। *

১৩। তাঁহার আচরণের বিষয় কি২ লেখা গিয়াছে?
উ°। তিনি লোকদিগকে সদুপদেশ দিয়া পরিত্রাণের পথ প্রকাশ করিবেন, এবং খোঁড়াকে চলিবার শক্তি, ও অন্ধকে চক্ষুঃ, ও বধিরকে কর্ণ, ও বোবাকে কহিবার শক্তি, এই সকল দিবেন। †

১৪। তাঁহার মরণের বিষয় কি২ লেখা গিয়াছে?

---

* য়িশয়িহা, ৭ পর্ব্ব, ১৪ পদ। মীকা, ৫ পর্ব্ব, ২ পদ।

† দ্বিতীয় বাক্য, ১৮ পর্ব্ব, ১৫ পদ। য়িশয়িহা, ৩৫ পর্ব্ব, ৫ পদ।

উ°। তিনি নানা প্রকার দুঃখভোগ করিয়া শেষে আমাদের পাপ খণ্ডনের নিমিত্তে হত হইবেন।

১৫। এই সকল ভবিষ্যদ্বাক্য কি পূর্ণ হইয়াছে?

উ। হাঁ, কেবল এই সকল বাক্যই যে পূর্ণ হইয়াছে এমন নয়, আরও অনেক২ ভবিষ্যদ্বাক্য পূর্ণ হইয়াছে; সে সমস্ত তাঁহার উপাখ্যান পুস্তক পড়িলেই জানা যায়।

১৬। ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরের দত্ত ইহারতো এক প্রমাণ কহিলা, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ কি বল?

উ°। ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই, যে ঐ শাস্ত্র রচকদের বাক্যের মেল। ফলতঃ, ধর্ম্মপুস্তক এক জনে রচনা করে নাই, কিন্তু অনেকে করিয়াছে এবং স্বতন্ত্র২ স্থানে ও ভিন্ন ২ সময়ে রচিয়াছে, তথাচ কোন বিষয়েতেই বৈলক্ষণ্য হয় নাই; ইহাতেই বোধ হয় যে ঈশ্বর তাহাদিগকে যেমন লওয়াইয়াছেন তাহারা তেমনি লিখিয়াছে।

১৭। ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত তাহার তৃতীয় প্রমাণ কি?

উ°। তাহার তৃতীয় প্রমাণ এই, যে ঐ শাস্ত্রেতে যে সকল উপদেশ লেখা গিয়াছে, তাহা মনুষ্যের অত্যন্ত হিতকারক; অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাহা গ্রাহ্য করে সে তাবৎ কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরের সেবাতে প্রবৃত্ত হয়।

১৮। ধর্ম্মপুস্তকে যে সকল কথা লিখিয়াছে তাহাতে কি২ জানা যায়?

---

* য়িশাইয়া, ৫৩ পর্ব্ব, ৮ পদ।

উ°। মনুষ্যের যে পতন হইয়াছে তাহার মূল ঐ কথাতে জানা যায়, এবং পরিত্রাণ পাইবার উপযুক্ত যে উপায় তাহাও ঐ শাস্ত্রেতে আছে।

১৯। ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত ইহা শেষের লিখিত কথাতে কি প্রকারে সপ্রমাণ হয়?

উ°। যে ব্যক্তি রোগের প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করিয়া রোগিকে সুস্থ করেন, সে ব্যক্তিকে যেমন প্রকৃত কবিরাজ কহা যায়, তেমনি পূর্ব্বোক্ত প্রমাণেতে ধর্ম্ম পুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত ইহা নিশ্চয় হয়।

২০। ঈশ্বর যে এক জন আছেন, ইহা কি রূপে জানা যায়?

উ°। যেমন কুম্ভকার না থাকিলে কোন প্রকারে ঘট হয় না, তেমনি সৃষ্ট বস্তু সকল দেখিয়া অনুমানে আইসে যে অবশ্য এই সকলের এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন।

২১। ইহার শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ আছে?

উ°। হাঁ আছে, যথা "যিনি সকল বস্তু নির্ম্মাণ করিলেন তিনিই ঈশ্বর।"

২২। তবে কি কেবল এক ঈশ্বর আছেন, না অনেক?

উ°। না, ঈশ্বর এক বই আর নাই, যেমন কোন বস্তুর এক মূল বই দুই হইতে পারে না।

২৩। শাস্ত্রেতে ইহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়?

---

* এব্রীয়েদের প্রতি, ৩ পর্ব্ব, ৪ পদ।

উ০। হাঁ, পাওয়া যায়, যথা "আমিই পরমেশ্বর, আমা-ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নাই।"*

২৪। এক জন ঈশ্বর যে আছেন তিনি কি প্রকার?

উ০। তিনি আত্মা স্বরূপ।

২৫। আত্মা স্বরূপ যে ঈশ্বর তিনি কোনং গুণযুক্ত?

উ০। না, তিনি হইয়াছেন অনাদি, অনন্ত, অটল, আর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, এবং ধর্ম্মময়, প্রেম-ময়, ও সত্য স্বরূপ।

২৬। সত্য যে এক পরমেশ্বর তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রে কি রূপে প্রকাশ পাইতেছেন?

উ০। পিতা ও পুত্র এবং ধর্ম্মাত্মা, এই রূপে প্রকাশিত হইতেছেন।

২৭। ইহার মধ্যে যিনি পিতা তিনি কে?

উ০। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা।

২৮। আর পুত্র যিনি তিনি কে?

উ০। তিনি হইয়াছেন পরিত্রাণকর্ত্তা।

২৯। আর ধর্ম্মাত্মা যিনি তিনি কি করেন?

উ০। মানুষের জ্ঞান জন্মাইয়া তাহার মনঃশুদ্ধ করেন।

৩০। তবে এই তিন কি পৃথকং?

উ০। না, ইহারা তিনেই এক ও একেই তিন।

৩১। ঈশ্বর কয় দিনে জগৎ সৃষ্টি করিলেন?

উ০। ক্রমেং ছয় দিনের মধ্যে সকলের সৃষ্টি সাঙ্গ করি-লেন।

---

* যিশাইয়া, ৪৫. ২২।

৩২। তিনি যে সকলের সৃষ্টি করিলেন, তাহার মধ্যে কি কিছু মন্দ ছিল ?

উ°। না, কিছুই মন্দ ছিল না, যেমন শাস্ত্রেতে লিখিয়াছে, যথা "ঈশ্বর আপন তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যে সে সকল উত্তম হইয়াছে।"*

৩৩। ঈশ্বর কি প্রকারে সকলের সৃষ্টি করিলেন ?

উ°। কেবল আপন আজ্ঞাতে, ফলতঃ তিনি হউক বলিলেন, তাহাতেই হইল।

৩৪। ঈশ্বর কোন দ্রব্যেতে মানুষের সৃষ্টি করিলেন ?

উ°। মৃত্তিকাতে, যেমন শাস্ত্রে লেখে, যথা "ঈশ্বর পৃথিবীর ধূলিতে মনুষ্যকে নির্ম্মাণ করিলেন।"

৩৫। ঈশ্বর প্রথমে কয় জন মানুষকে সৃষ্টি করিলেন ?

উ°। এক পুরুষ আর এক স্ত্রী এই দুই জনকে সৃষ্টি করিলেন।

৩৬। পৃথিবীর তাবৎ প্রাণী অপেক্ষা মানুষ যে শ্রেষ্ঠ ইহার কারণ কি ?

উ°। ইহার কারণ এই, যে মানুষের ভাল মন্দ বোধ আছে, ও তাহার শরীরে যে জীবাত্মা আছে সে নিত্য, অর্থাৎ কখনো তাহার ক্ষয় হয় না।

৩৭। ঈশ্বরকে প্রেম করিতে হয় কি জন্যে ?

উ°। তিনি হইয়াছেন সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, ও উত্তম দ্রব্য সকলি কেবল তিনিই দেন, এই জন্যে।

---

* আদিপুস্তক, ১ পর্ব্ব, ৩১ পদ।

৩৮। ঈশ্বরকে ভয় করিতে হয় কেন ?

উং। আমরা পাপ কর্ম্ম করিলে তিনি আমাদের জীবাত্মা ও শরীর এই উভয়কেই নরকে ফেলিতে পারেন, এই জন্যে।

৩৯। ঈশ্বর যখন আমাদের আদি পিতা মাতাকে সৃষ্টি করিলেন, তখন তাহাদের কেমন স্বভাব ছিল ?

উং। সে সময়ে তাহাদের নির্ম্মল স্বভাব ছিল।

৪০। তুমি বলিলা, যে ঈশ্বর যখন মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন তখন তাহার নির্ম্মল স্বভাব ছিল, কিন্তু এখন সেই রূপ আছে কি না ?

উং। না, এখন দেখিতেছি, যে সকলেরি কু স্বভাব হইয়াছে।

৪১। সকল মনুষ্যই যে পাপী, ইহা কি রূপে প্রত্যক্ষ হইতেছে ?

উং। যেমন ফল দেখিলেই গাছ ভাল কি মন্দ ইহা জানা যায়, তেমনি মনুষ্যের কর্ম্ম দেখিলেই বোধ হয় যে তাহাদের পাপস্বভাব।

৪২। ইহার কিছু শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে ?

উং। হাঁ আছে, যথা " সৎ কর্ম্ম যে করে এমন কেহই নাই, সকলেই পাপ করিয়াছে, ও ঈশ্বরের সম্ভ্রমের ত্রুটি করিয়াছে। " *

---

* রোমাণের প্রতি পত্র, ৩ পর্ব্ব, ২৩ পদ।

৪৩। মনুষ্য সকল কি প্রকারে এমন পতিত হইল?
উ°। সে হইল আদি পুরুষের পাপেতে।

৪৪। সেই পাপ কি রূপে হইল?
উ°। সে কি রূপে, না পরমেশ্বর আমাদের আদি পিতা মাতাকে সৃষ্টি করিয়া এদেন নামক বাগানে বাসস্থান দিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, যে এ বাগানের সকল গাছের ফল খাইও, কিন্তু ইহার মধ্যস্থানে যে গাছ আছে তাহার ফল কদাচ খাইও না, কেননা যে দিনে তাহা খাইবা সেই দিনে মরিবা; তাহাতে তাহারা ঐ আজ্ঞা না মানিয়া সেই ফল খাইল।

৪৫। কাহার পরামর্শেতে তাহারা এই কু কর্ম্ম করিল?
উ°। এক জন পাপাত্মা কি না শয়তানের কু পরামর্শেতে।

৪৬। শয়তান কে?
উ°। পূর্ব্বে সে স্বর্গের এক জন দূত ছিল, কিন্তু পাপ করাতে ঈশ্বর তাহাকে স্বর্গহইতে দূর করিয়া দিয়াছেন।

৪৭। তবে শয়তান আমাদের আদি পিতা মাতাকে কি রূপে বঞ্চনা করিল?
উ°। সর্পের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কহিল, যে ঈশ্বর তোমাদিগকে যে ফল খাইতে মানা করিয়াছেন তাহা যদি খাও তবে তাঁহারি মত জ্ঞান পাইবা।

৪৮। শয়তানের ঐ কথা শুনিয়া সেই মত কর্ম্ম করিলে পর তাহাদের কি দশা হইল?

উ০। তাহাদের এই দশা হইয়া উঠিল, যে পূর্ব্বে যে প্রকৃত জ্ঞান ও সুখবোধ ছিল, তাহাতে বঞ্চিত হইয়া পাপ ও দুঃখ সাগরে মগ্ন হইল।

৪৯। তাহাদের সেই পাপ করাতে মানুষ সকলের কি তেমনি দুর্দ্দশা হইয়া উঠিয়াছে?

উ০। হাঁ, উঠিয়াছে, যেমন বুনিয়াদ ভাঙ্গিয়া পড়িলে ঘরও পড়িয়া যায়, কিম্বা কোন গাছের গোড়ায় কীট ধরিলে তাহার সমুদায় ডালপালা জীর্ণ হইয়া নষ্ট হয়, তেমনি আদি পুরুষের সেই পাপেতে তাহার বংশ অর্থাৎ তাবৎ মনুষ্যই পতিত হইয়াছে।

৫০। ইহার কি শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে?

উ০। হাঁ আছে, যথা "এক মনুষ্যদ্বারা পাপ, ও পাপদ্বারা মৃত্যু, জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; তাহাতে সকলেই পাপী হইলে তাবতের উপর মৃত্যু আক্রমণ করিল।

৫১। ঈশ্বর আমাদের আদি পুরুষকে বলিয়াছিলেন যে এই ফল যে দিনে খাইবা সেই দিনে মরিবা, এ মরণ কি রূপ?

উ০। না, ইহকালে নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ পূর্ব্বক মরিয়া পরলোকেতে গিয়া চিরকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

৫২। ঈশ্বরের ঐ অভিশাপ যে আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে ইহার প্রত্যক্ষ কি?

---

* রোমানের প্রতি পত্র, ৫ পর্ব্ব, ১২ পদ।

উ°। ইহার প্রত্যক্ষ এই রূপে হইতেছে, যে সকলেই রোগ শোক প্রভৃতি নানা দুঃখভোগ করিয়া শেষে মরিতেছে।

৫৩। বলা গিয়াছে, যে পাপেতে সকল মনুষ্যই পতিত হইয়াছে, তবে ঐ পাপ ও নরকযন্ত্রণাহইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় ঈশ্বর দিয়াছেন কি না?

উ°। হাঁ দিয়াছেন, সে কি প্রকার উপায় তাহা শাস্ত্রেতে লিখিয়াছে, যথা "ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন স্নেহ করিলেন যে তিনি আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে কি না খ্রীষ্টকে পাঠাইলেন; তাহাতে যে কেহ তাঁহার উপর বিশ্বাস করে সে নষ্ট হয় না, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।"

৫৪। কত দিন হইল খ্রীষ্ট এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন?

উ°। প্রায় দুই হাজার বৎসর হইল, তিনি য়িহুদী দেশেতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

৫৫। কি প্রকারে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল?

উ°। সামান্য মানুষের মত জাত না হইয়া ধর্ম্মাত্মার প্রভাবেতে মারিয়া নামে এক কুমারীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন।

৫৬। য়িহুদী লোকেরা কি রূপে তাঁহার জন্ম জানিতে পারিয়াছিল?

উ°। তাঁহার জন্মকালে ঈশ্বরের এক দূত কতক গুলিন মেষপালকদিগকে দেখা দিয়া এই কথা কহিয়াছিলেন, যে ওহে তোমাদিগকে আমি আনন্দ জনক মঙ্গল সমাচার দেই, আজি বেথলহম নগরে এক জন ত্রাণকর্ত্তা অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্ম লইয়াছেন।

৫৭। য়িহুদী লোক ভিন্ন অন্য দেশের মনুষ্য কি প্রকারে তাঁহার জন্ম জ্ঞাত হইয়াছিল?

উ°। সেই সময়ে পূর্ব্ব দিকের কএক জন জ্যোতির্ব্বেত্তা য়িহুদী দেশের য়িরূশালেম নগরে আসিয়া কহিল, যে "য়িহুদী লোকের যে রাজা জন্মিয়াছেন তিনি কোথায়? কেননা আমরা তাঁহার নক্ষত্র দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি।"

৫৮। য়িশু খ্রীষ্ট এই নামের অর্থ কি?

উ°। য়িশু এই শব্দের অর্থ তারক ঈশ্বর, আর খ্রীষ্ট ইহার অর্থ অভিষিক্ত। ফলতঃ তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা ও যাজক এবং রাজা এই তিনের পদে নিযুক্ত আছেন, এ জন্যে তাঁহার নাম এই।

৫৯। তিনি ভবিষ্যদ্বক্তার কি ২ কর্ম্ম করিতেছেন?

উ°। ঈশ্বরের ইষ্ট যে সকল তাহা মনুষ্যদিগকে জানাইতেছেন, এবং তাহাদিগকে ধর্ম্ম পথে লওয়াইবার জন্যে ধর্ম্মাত্মা পাঠাইতেছেন।

৬০। যাজকের কর্ম্ম তিনি কি করিতেছেন?

উ°। ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যদের মেল করাইবার জন্যে নিজ শরীর বলি রূপে উৎসর্গ করিলেন। আর

উকীল স্বরূপ হইয়া এই ক্ষণে স্বর্গেতে ঈশ্বরের কাছে আপন আশ্রিত লোকদের জন্যে নিত্য২ নিবেদন করিতেছেন।

৬১। তিনি রাজার কর্ম্ম কি২ করিতেছেন?

উ°। স্বর্গ ও পৃথিবীর কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়া মনুষ্যদিগকে শয়তানের বশহইতে মুক্ত করিয়া ঈশ্বরের বশতাপন্ন করিতেছেন।

৬২। তিনি যে ঈশ্বরহইতে প্রেরিত হইয়া ত্রাণকর্ত্তা হইয়াছেন, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি২ পাওয়া যায়?

উ°। তাঁহার তাবৎ ক্রিয়া ও কথা এবং আচরণ এই সকল হইয়াছে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৬৩। তিনি কি২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন?

উ°। তিনি দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ঈশ্বরের প্রসঙ্গ শিক্ষাইতে২ অন্ধকে চক্ষুঃ, ও বধিরকে কর্ণ, এবং খোড়াকে চলিবার শক্তি, আর অসুস্থকে স্বাস্থ্য, ও মরাকে জীবন প্রদান করিয়াছেন।

৬৪। তিনি মনুষ্যের পরিত্রাণের জন্যে বিশেষ কি২ কর্ম্ম করিয়াছেন?

উ°। বিস্তর২ দুঃখ সহিয়া শেষে আপনার প্রাণ দিলেন।

৬৫। খ্রীষ্ট কি প্রকার দুঃখ সকল পাইয়াছিলেন?

উ°। যিহুদী লোকেরা তাহাকে নিন্দা ও তাড়না করিয়া শেষে দেশাধিপতি পীলাতের নিকটে অপবাদ

দিয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছিল, এইং উৎকট দুঃখ পাইয়াছিলেন।

৬৬। লোকেরা খ্রিষ্টের প্রতি এত ঈর্ষা কেন করিয়াছিল, তিনি কি কোন মন্দ কর্ম্ম করিয়াছিলেন ?

উং। না, তিনি উত্তম কর্ম্ম বৈ মন্দ কর্ম্ম কখনো করেন নাই, তবে কি না মনুষ্যদের ক্রিয়া যে মন্দ তাহার প্রমাণ দিয়াছিলেন।

৬৭। তিনি যখন পীলাতের সম্মুখে বিচারিত হইলেন, তখন পীলাত তাহার বিষয় কি বলিয়াছিল ?

উং। সে এই কথা কহয়াছিল, যে "আমি এই মনুষ্যের কোন দোষ দেখি নাই।"

৬৮। সেই সময়েতে লোকের দ্বারা অপমানিত হইয়া খ্রিষ্ট কিছু বলিয়াছিলেন কি না ?

উং। না, মেষের বাচ্চাকে মারিতে লইয়া গেলে সে যেমন গুঙ্গা হইয়া থাকে, তেমনি তিনিও রহিলেন, অর্থাৎ কোন কথাই কহিলেন না।

৬৯। তিনি কোন উত্তর না দিয়া কি জন্যে এই রূপে নীরব হইয়া রহিলেন ?

উং। তিনি আপনি নির্দোষী হইয়াও মনুষ্যদের অপরাধ লইয়া, না কি অপরাধির মধ্যে গণিত হইয়াছিলেন, তাহাতে অপরাধি ব্যক্তির উত্তর দেওয়া অনুচিত, এই জন্যে।

৭০। পরে লোকেরা তাঁহাকে আর কি প্রকার ক্লেশ দিয়াছিল ?

উ। তখন তাহারা তাঁহাকে রাজবস্ত্র পরাইল, এবং কাঁটার এক মুকুট তাঁহার মাথায় দিয়া কেহ২ হে য়িহুদীয়দের রাজন্ নমস্কার২, এই কথা কহিয়া বিদ্রূপ করিল। আর কেহ বা তাঁহার মাথাতে বেত মারিল, এবং কেহ বা তাঁহার গায়ে থুথু দিল, এই সমস্ত দুঃখ তাহারা তাঁহাকে দিয়াছিল।

৭১। খ্রীষ্ট যে এত অসংখ্য দুঃখ ও অপমান ভোগ করিলেন, ইহার কারণ কি?

উ। ইহার কারণ এই, যে তিনি পাপি লোকদের প্রতিনিধি ছিলেন, তাহাতে পাপের প্রতিফল হইয়াছে যে দুঃখ ও লজ্জা, তাহা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল।

৭২। যে দিনে তিনি হত হইলেন, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে তাঁহার কি প্রকার দুঃখভোগ হইয়াছিল?

উ। সে সময়ে তিনি আপন শিষ্যদিগকে সঙ্গে করিয়া গেৎসেমনি নামে বাগানে গেলেন, আর বলিলেন, যে আমার প্রাণ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া মৃতপ্রায় হইল। পরে তিনি অতিশয় বেদনাকুল হইয়া প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে তাঁহার ঘাম রক্তের বড়২ ফোঁটার ন্যায় টস্২ করিয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল।

৭৩। তিনি যে এমন উৎকট বেদনা পাইয়াছিলেন, ইহার কারণ কি?

উ°। ইহার কারণ এই, যে পাপি লোকদের প্রতি যে ঈশ্বরের ক্রোধানল প্রজ্বলিত ছিল, তাহা তাঁহার উপর পড়িল।

৭৪। খ্রীষ্ট যে মনুষ্যের হাতে হত হইয়াছিলেন, সে কি প্রকার?

উ°। লোকে তাঁহাকে লইয়া ক্রূশ নামক কাষ্ঠ যন্ত্রেতে তাঁহার হাতে পায়ে প্রেক মারিয়া টাঙ্গাইয়া দিল, তাহাতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইয়া শেষে প্রাণত্যাগ করিলেন।

৭৫। তাঁহার সেই মরণেতে আমাদের কি ফল জন্মে?

উ°। আমাদিগের পাপের সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত কবিবার নিমিত্তে খ্রীষ্ট এ প্রকারে মরিয়াছিলেন। অতএব শাস্ত্রেতে লেখে, যে যে ব্যক্তি পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করে, তাঁহার সেই মরণেতে সে ব্যক্তির পাপমোচন হয়।

৭৬। মনুষ্যের ত্রাণের জন্যে খ্রীষ্ট কি আর কোন বিশেষ কর্ম্ম করিয়াছিলেন?

উ°। হাঁ করিয়াছিলেন, সে কি না পরমেশ্বরের যে সকল আজ্ঞা আমরা লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছি, তাহা তিনি নিশ্ছিদ্র রূপে পালন করিয়া সম্পূর্ণ পূণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন।

৭৭। তাঁহার ঐ কর্ম্ম করাতে আমাদের কি২ লাভ জন্মে?

উ°। তাহাতে এই লাভ জন্মে, যে যে ব্যক্তি খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার পুণ্যেতে পুণ্যবান্ হইয়া স্বর্গেতে যাইতে পারে।

৭৮। খ্রীষ্টের সেই পুণ্য আমরা কি প্রকারে পাইতে পারি ?

উ°। সে কেবল বিশ্বাসদ্বারা।

৭৯। য়িশু খ্রীষ্টের উপর যে বিশ্বাস করা সে কি প্রকার ?

উ°। অন্য সকল আশ্রয় ত্যাগ করিয়া একান্ত মনে কেবল তাহাকে শ্রদ্ধা করা।

৮০। মনুষ্য আত্মসাধ্যে সেই রূপে বিশ্বাস করিতে পারে কি না ?

উ°। না, কদাচ পারে না ; তবে ধর্ম্মাত্মা যদি মানুষের অন্তঃকরণে সেই বিশ্বাস জন্মান তবেই হইতে পারে।

৮১। প্রকৃত যে বিশ্বাস তাহার গুণ কি ?

উ°। তাহার গুণ এই, যে সাংসারিক মায়াহইতে মুক্ত করাইয়া ঈশ্বরেতে ভক্তি জন্মায়।

৮২। ধর্ম্মাত্মাদ্বারা মানুষের মন যে নূতন হয়, শাস্ত্রেতে তাহাকে কি বলে ?

উ°। তাহাকে পুনর্জ্জন্ম বলে।

৮৩। মানুষের এমন পুনর্জ্জন্ম না হইলে কি কোন রূপে তাহার পরিত্রাণ হইতে পারে না ?

উ°। না, কেননা শাস্ত্রেতে লিখিয়াছে, যে " মনুষ্যের পুনর্জ্জন্ম না হইলে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।"

৮৪। মন পবিত্র না হইলে যে কেহই ঈশ্বরের কাছে যাইতে পারে না ইহার কারণ কি?

উ°। ইহার কারণ এই, যে ঈশ্বর হইয়াছেন শুদ্ধ, এই জন্যে মনঃশুদ্ধির আবশ্যকতা রাখে; এই মত শাস্ত্রেও লিপি আছে, যথা " ঈশ্বর বলিয়াছেন, যে আমি তোমাদের ঈশ্বর পবিত্র, অতএব তোমরাও পবিত্র হও।"

৮৫। ধর্ম্মাত্মার নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে যদি আমরা প্রার্থনা করি, তবে ঈশ্বর কি সে প্রার্থনা শুনিবেন?

উ°। হাঁ, অবশ্য শুনিবেন, কেননা তিনি আপনি বলিয়াছেন, যে " তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপনাদের সন্তানদিগকে ভাল সামগ্রী দিতে স্বীকার কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে যাহারা যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে তিনি কত অধিক করিয়া ধর্ম্মাত্মা প্রদান করিবেন।

৮৬। খ্রীষ্ট প্রাণত্যাগ করিলে পর তাঁহার মৃত দেহ কি হইল?

উ°। য়ুসফ নামে এক জন ধনি লোক য়িশুর শরীর ক্রূশহইতে নামাইয়া আপনার জন্যে যে পাথরের কবর প্রস্তুত করাইয়াছিল, তাহাতে রাখিল,

এবং এক খান বৃহৎ প্রস্তর দিয়া ঐ কবরের দ্বার রুদ্ধ করিল।

৮৭। তাহার পর কি হইল?
উং। তিন দিনের পর সেই কবরহইতে খ্রীষ্ট সজীব হইয়া উঠিলেন।

৮৮। খ্রীষ্ট যে কবরের মধ্যে না থাকিয়া মৃত্যুহই-তে উঠিয়াছিলেন, তাহাতে কি জানা গেল?
উং। না কোন মহাজনের ঋণ পরিশোধ হইলে সে যেমন জামিনদারকে ছাড়িয়া দেয়, তেমনি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানেতে এই জানা গেল, যে মনুষ্যদের পাপের নিমিত্তে যে প্রায়শ্চিত্ত তিনি করিয়া-ছিলেন, তাহা ঈশ্বরের গ্রাহ্য বটে।

৮৯। কবরহইতে উঠিয়া তিনি কি২ করিলেন?
উং। আপনার বারো জন প্রেরিতদিগকে ও আর২ অনেক লোককে বার২ দর্শন দিয়া চল্লিশ দিনের পর তাহাদের সাক্ষাতে স্বর্গারোহণ করিলেন।

৯০। তিনি স্বর্গারোহণের কালে আপন শিষ্যদিগকে কিছু বিশেষ আজ্ঞা দিয়া গেলেন কি না?
উং। হাঁ, এই আজ্ঞা দিয়া গেলেন, যে তোমরা সকল দেশের লোকদের কাছে গিয়া মঙ্গল সমাচার, কি না আমাহইতে যে ত্রাণের কথা সকল, তাহা ঘোষণা কর; তাহাতে যে জন প্রত্যয় করিবে সে পরিত্রাণ পাইবে, ও যে না করিবে সে নরকে যাইবে।

৯১। তবে সকল লোকের প্রথমে কোন কর্ম্ম করা উচিত?
উ°। না, তাবৎ কুকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করা উচিত।

৯২। খ্রীষ্টদ্বারা পরিত্রাণের কথা প্রথমে কখন কহা গিয়াছিল?
উ°। প্রথমে আমাদের আদি পিতা মাতাকে ঈশ্বর এই কথা কহিয়াছিলেন, যে নারীর বংশ সর্পের মাথা চেপ্টা করিবে, অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মিয়া শয়তানের পরাক্রম চূর্ণ করিবেন।

৯৩। তাহার পর ঈশ্বর আর কাহারো কাছে এই রূপ কোন কথা কহিয়াছিলেন কি না?
উ°। হাঁ, তিনি আব্রাহামের কাছে এবং তাহার বংশ পরম্পরা যে য়িহুদী লোক তাহাদের কাছেও আগামি ত্রাণকর্ত্তার কথা বারং বলিয়াছিলেন।

৯৪। তবে কি পূর্ব্বাপর পরিত্রাণের পথ এক?
উ°। হাঁ, একি বটে; তাহাতে এইমাত্র বিশেষ, যে পূর্ব্বের লোকেরা আগামি ত্রাণকর্ত্তার উপর বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছে, কিন্তু এইক্ষণে আমরা ঐগত ত্রাণকর্ত্তার উপর বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ পাইতেছি।

৯৫। ভাল, তবে পূর্ব্বকালে পরমেশ্বর য়িহুদীদিগকে উপবাস, ও স্নান, এবং নৈবেদ্য, হোম, বলিদান, ইত্যাদিদ্বারা আরাধনা করিতে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহার অভিপ্রায় কি?

উ°। তাহার অভিপ্রায় এই, যে খ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইলে যে সকল কর্ম্ম করা যাইবে, তাহার নিদর্শন ঐ সমস্ত ক্রিয়া।

১৬। কোনং কর্ম্মের নিদর্শন কোনং ক্রিয়া?

উ°। না, পাপের বিষয়ে যে খেদ তাহার নিদর্শন হইয়াছে উপবাস, ও ধর্ম্মাত্মদ্বারা যে অন্তঃকরণ নির্ম্মল হওয়া তাহার নিদর্শন স্নান, এবং পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে যে যিশু খ্রীষ্টের মৃত্যু তাহার নিদর্শন হইয়াছে নৈবেদ্য, হোম, বলিদান ইত্যাদি।

১৭। তবে কি এই সকল ক্রিয়া এইক্ষণে আমাদিগকে করিতে হয়?

উ°। না, এইক্ষণে ইহা করিতে হয় না, কেননা শাস্ত্রে লেখে, যে কোন পশুর রক্তেতে কখনো পাপমোচন হইতে পারে না। ফলতঃ, ঐ সকল ক্রিয়া কেবল এক প্রকার প্রতিবিম্ব স্বরূপ, কিন্তু তাহার আসল হইয়াছেন খ্রীষ্ট।

১৮। ঈশ্বর আমাদের প্রতি শাস্ত্রেতে কিং আজ্ঞা দিয়াছেন?

উ°। অনেক আজ্ঞা দিয়াছেন, বিশেষতঃ তাহার মধ্যে দশ প্রধান আজ্ঞা আছে।

১৯। সেই যে দশ আজ্ঞা, তাহার মধ্যে কয় প্রকরণ?

উ°। তাহার মধ্যে দুই প্রকরণ আছে, সে কি না ঈশ্বরের প্রতি যাহাং করিতে হয়, এবং মানুষের প্রতিও যাহাং করা উচিত।

১০০। তবে যে ঐ দশ আজ্ঞা, তাহার প্রথমাজ্ঞা কি?

উ°। প্রথমাজ্ঞা এই, যে আমা বিনা অর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মানিও না।

১০১। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। ইহাতে এই বোধ হয়, যে অনাদি অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী, ও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা যে এক সত্য পরমেশ্বর আছেন, তাঁহা বৈ আর কাহারো উপাসনা করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়।

১০২। দ্বিতীয়াজ্ঞা কি?

উ°। দ্বিতীয়াজ্ঞা এই, যে আপনার কারণ কোন প্রতি-মা অর্থাৎ উপরিস্থ স্বর্গেতে কিম্বা নীচস্থ পৃথিবীতে বা পৃথিবীর নীচস্থ জলেতে যে কোন বস্তু থাকে, তাহাদের কাহারো কোন মূর্ত্তি করিও না। তুমি তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, ও তাহাদের সেবা করিও না, কেননা আমিই যে তোমার ঈশ্বর আমি কেমন জাজ্বল্যমান, তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তা-নদের উপরে আমার প্রতি ঘৃণাকারি পিতাদের অযাথার্থ্যের প্রতিফলদাতা, এবং যাহারা আমাকে ভক্তি করে, ও আমার আজ্ঞা পালন করে, এমন যে সহস্রং লোকদের প্রতি দয়াকারী।

১০৩। এই আজ্ঞাতে কি বুঝায়?

উ। ইহাতে এই বুঝা যায়, যে কোন প্রতিমা গড়া ও তাহার পূজা করা নিষেধ। ফলতঃ, নিরাকার ও নিরঞ্জন অথচ শুদ্ধসত্ত্ব এবং আত্মাস্বরূপ যে পরমেশ্বর, তাঁহারি উপাসনা আত্মাতে কি না মন দিয়া আমাদিগের করা উচিত।

১০৪। তৃতীয়াজ্ঞা কি?

উ। তৃতীয়াজ্ঞা এই, যে তোমার প্রভু ঈশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না; কেননা যে তাঁহার নাম নিরর্থক লয়, প্রভু তাহাকে নিরপরাধী করিয়া গণ্য করিবেন না।

১০৫। এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য কি?

উ। ইহার তাৎপর্য্য এই, যে কোন মিথ্যা সাক্ষ্য স্থির করিতে কিম্বা কোন সামান্য বিষয়ে ঈশ্বরের নামে দিব্য করা বারণ, এবং যথোচিত সমাদর না করিয়া ঈশ্বরের নাম লওয়াও নিষেধ।

১০৬। চতুর্থাজ্ঞা কি?

উ। চতুর্থাজ্ঞা এই, যে বিশ্রাম বারকে পবিত্র করিয়া মানিতে স্মরণ কর; ছয় দিবস তুমি ব্যবসায় কর, ও তোমার সমস্ত কার্য্য কর, কিন্তু সপ্তম দিন তোমার প্রভু ঈশ্বরের বিশ্রাম দিন, তাহাতে কোন কর্ম্ম করিও না; অর্থাৎ তুমি, কিম্বা তোমার পুত্র, কিম্বা তোমার কন্যা, কিম্বা তোমার দাস, কিম্বা তোমার দাসী, কিম্বা তোমার পশু, কিম্বা তোমার দ্বারবর্ত্তী বিদেশী। কেননা ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী ও সমুদ্র এবং তাহাতে যে সকল আছে, তাহা ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিলেন,

এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন, তাহাতে প্রভু বিশ্রাম বারকে বর দিলেন, ও তাহা পবিত্র করিলেন।

১০৭। এই আজ্ঞার ভাব কি ?

উ°। ইহার ভাব এই, যে ছয় দিনে বাণিজ্য প্রভৃতি সকলি করিতে হয়, কিন্তু রবিবারে সে সমস্তহইতে ক্ষান্ত হইয়া ঈশ্বরের আরাধনাতে নিবিষ্ট থাকিতে হয়।

১০৮। পঞ্চমাজ্ঞা কি ?

উ°। পঞ্চমাজ্ঞা এই, যে আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর, তাহাতে তোমার প্রভু ঈশ্বর তোমাকে যে দেশ দেন সে দেশে তোমার দীর্ঘকাল বাস হয়।

১০৯। এই আজ্ঞার ভাব কি ?

উ°। ইহার ভাব এই, যে বালকেরা আপন পিতা মাতার কথানুসারে চলিবে, ও তাঁহারা বৃদ্ধ হইলে সর্ব্ব প্রকারে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

১১০। পিতা মাতা যাহা২ বলিবেন, তদনুসারেই কি চলিবে, তাহার মধ্যে ভাল মন্দ বিবেচনা করিবে না ? না, ইহাতে আর কিছু বিশেষ আছে ?

উ°। হাঁ, ইহাতে বিশেষ এই আছে, যে ঈশ্বর যেং কর্ম্ম করিতে বারণ করিয়াছেন, তাহা করিতে বলিলে ও করিবে না।

১১১। ষষ্ঠাজ্ঞা কি ?

উ°। ষষ্ঠাজ্ঞা এই, যে বধ করিও না।

১১২। এই আজ্ঞার অভিপ্রায় কি ?
উ৹ ইহার অভিপ্রায় এই, যে মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট করা, ও কাহার কোন হিংসা কিম্বা দ্বেষ করা, নিষিদ্ধ ; বরং সকলের প্রাণ যাহাতে রক্ষা হয় এমন চেষ্টা করিবে।

১১৩। সপ্তমাজ্ঞা কি ?
উ৹। সপ্তমাজ্ঞা এই, যে পরদার করিও না।

১১৪। এই আজ্ঞার অভিপ্রায় কি ?
উ৹। ইহার অভিপ্রায় এই, যে পরস্ত্রীর প্রতি গমন করিলে অত্যন্ত পাপ হয়। আর এই আজ্ঞা যে কেবল শরীরের কুক্রিয়াতে বর্ত্তে এমন নয়, তবে কি না মনের বিষয়েতেও খাটে ; যেমন শাস্ত্রেতে লিখিয়াছে, যথা "কোন মনুষ্য কাম ভাব যদি পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে তখনি সে পরদার করে।" আরও কুবাক্য কহা ও কদর্য্য গীত গাওয়া ইহাও নিষেধ জানিবা।

১১৫। অষ্টমাজ্ঞা কি ?
উ৹। অষ্টমাজ্ঞা এই, যে চুরি করিও না।

১১৬। এই আজ্ঞার ভাব কি ?
উ৹। ইহার ভাব এই, যে পরধন হরণ করাই যে কেবল নিষিদ্ধ কর্ম্ম, তাহা নয়, তবে কি না কোন রূপে প্রবঞ্চনা করিয়া অন্যের ক্ষতি করা, আর অনুমতি বিনা পরের কোন দ্রব্য লওয়া, এ সকো-লই নিষেধ।

১১৭। নবমাজ্ঞা কি?
উ°। নবমাজ্ঞা এই, যে পরের প্রতি মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

১১৮। এই আজ্ঞাতে কি বোধ হয়?
উ°। ইহাতে এই বোধ হয়, যে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, ও কোন রূপে মিথ্যা কহা, এবং অন্যের গ্লানি করা, এ সকলি পাপ কর্ম্ম।

১১৯। দশমাজ্ঞা কি?
উ°। দশমাজ্ঞা এই, যে আপন প্রতিবাসির ঘরে লোভ করিও না, ও আপন প্রতিবাসির ভার্য্যাতে কিম্বা তাহার দাসেতে কিম্বা তাহার দাসীতে কিম্বা তাহার গোরুতে কিম্বা তাহার গাধাতে, কিম্বা আপন প্রতিবাসির কোন বস্তুতে, লোভ করিও না।

১২০। এই আজ্ঞার অভিপ্রায় কি?
উ°। ইহার অভিপ্রায় এই, যে পরের কোন দ্রব্য হরণ না করিয়াও তাহাতে মনে২ লোভ করা নিষেধ।

১২১। ঈশ্বরের এই সকল বিধি ব্যবস্থাদ্বারা মনুষ্যের ত্রাণ হইতে পারে কি না?
উ°। না, ব্যবস্থাদ্বারা কোন প্রকারেই পরিত্রাণ হয় না, যে হেতুক তাহাতে আমরা দোষী হইয়া পড়ি।

১২২। তবে কি মনুষ্য আপনা আপনি পুণ্য কর্ম্ম করিতে পারে না?

উ°। না, কেননা গাছ মন্দ হইলে যেমন তাহার ফল মন্দ হয়, তেমনি মানুষের কু স্বভাব প্রযুক্ত তাহার তাবৎ ক্রিয়াতেই পাপ স্পর্শে।

১২৩। তবে খ্রীষ্টের উপর যে বিশ্বাস তদ্ব্যতিরেকে আমাদের কি পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই?

উ°। না, আর কোন উপায় নাই, যেমন লিপি আছে, যথা "আর কাহারোদ্বারা পরিত্রাণ হইতে পারে না, কেননা মনুষ্যদের মধ্যে যাহাতে আমাদের ত্রাণ হয়, খ্রীষ্ট নাম ছাড়া এমন আর কোন নাম দেওয়া যায় নাই।"

১২৪। যাহারা খ্রীষ্ট মতাবলম্বী হয়, তাহাদিগকে কি বলা যায়?

উ°। তাহাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান বলা যায়।

১২৫। তাহারা কি সকলেই এক প্রকার?

উ°। না, তাহাদের মধ্যে দুই প্রকার আছে, সে কি না কতক গুলি সত্য আর কতক২ যাহাদের নাম মাত্র খ্রীষ্টীয়ান।

১২৬। তবে সত্য খ্রীষ্টীয়ানের আচরণ কেমন?

উ°। যে সত্য খ্রীষ্টীয়ান হয়, সে তাবৎ পাপকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর যে সকল আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে চেষ্টা করে।

১২৭। তাবৎ লোকের সঙ্গে সে ব্যক্তি কি প্রকার ব্যবহার করে?

উ°। সকল মনুষ্যের প্রতি তাহার সাধারণ এই একটি নিয়ম আছে, যে সে পরের নিকট যে প্রকার ব্যবহার চাহে, আপনিও পরের প্রতি সেই রূপ করে।

১২৮। সে যদি চাকর হয়, তবে কি রূপ ব্যবহার করে?

উ°। না, মনীব সাক্ষাতে থাকুক, কিম্বা না থাকুক, কেবল ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনার যে২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা করে।

১২৯। আর মনীব যদি হয়, তবে কেমন ব্যবহার করে?

উ°। স্বর্গেতে যে এক জন কর্ত্তা আছেন, ইহা জানিয়া কাহারো প্রতি কোন অন্যায় করে না।

১৩০। সে ব্যক্তি পিতা মাতার প্রতি কি রূপ আচরণ করে?

উ°। তাঁহাদিগকে সমাদর করিয়া সর্ব্ব প্রকারে যাহাতে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ হয়, তাহা করে।

১৩১। তাহার যদি পরিবার থাকে, তবে তাহাদের সঙ্গে কি মত ব্যবহার করে?

উ°। তাহাদিগকে সুনীতি দেখাইয়া যাহাতে তাহাদের ঐহিক পারত্রিকে মঙ্গল হয়, তাহাতে সর্ব্ব প্রকারে যত্ন করে।

১৩২। খ্রীষ্টীয়ান লোক যদি ঈশ্বরের তাবৎ আজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কালযাপন করে, তবে কি

তাহারা ঐ সকল ক্রিয়াতে পরিত্রাণের ভরসা করিবে?

উ°। না, এমন করিবে না, বরং আপনাদিগকে নিষ্ফল চাকর জ্ঞান করিয়া কেবল খ্রীষ্টের কর্ম্মের উপর নির্ভর দিয়া স্বর্গ ভোগের আশায় থাকিবে।

১৩৩। যে ব্যক্তি খ্রীষ্টকে আশ্রয় করে, তাহার ইহ-কালে কিছু লাভ হয় কি না?

উ°। হাঁ, ইহকালেও তাহার নানা প্রকার লাভ হয়, সে কি ২ না, ঈশ্বরের সঙ্গে মেল, ও ধর্ম্মাত্মার আবেশেতে ঈশ্বরীয় স্বভাব প্রাপ্তি। তাহাকে পর-মেশ্বর সর্ব্ব প্রকারে রক্ষা করেন, আর সু দশা কিম্বা দুর্দ্দশাতে থাকুক, কিন্তু সর্ব্বদা তাহার মনের মধ্যে আনন্দ থাকে। অপর মৃত্যুতে ভয় থাকে না, কেননা সে জানে, যে মরিলে পর সকল দুঃখ এড়াইয়া চিরকাল ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্ত সুখভোগ করিব।

১৩৪। খ্রীষ্টের মণ্ডলী কাহাকে বলে?

উ°। যাহারা শরলান্তঃকরণে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে খ্রীষ্টের মণ্ডলী বলে।

১৩৫। ঐ মণ্ডলীর কর্ত্তা কে?

উ°। উহার কর্ত্তা হইয়াছেন খ্রীষ্ট, তাহাতে কেবল তাঁহার আজ্ঞাই চলে।

১৩৬। ঐ মণ্ডলীর সুশিক্ষাদি কাহাদের দ্বারা হয়?
উ°। যাহারা খ্রীষ্টের সেবক হইয়া তাঁহারি প্রসঙ্গ ঘোষণা করে, তাহাদের দ্বারা।

১৩৭। ঐ মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে যে ক্রিয়া করা যায় তাহার নাম কি?
উ°। তাহার নাম বাপটিজম।

১৩৮। ভাল, জলেতে বাপটাইজ করাতে কি বুঝায়?
উ°। তাহাতে এই বুঝায়, যে ধর্ম্মাত্মাতে মন নির্ম্মল করা।

১৩৯। ইহা ছাড়া আর কোন নিয়ম কি খ্রীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন?
উ°। হাঁ করিয়াছেন, তাহার নাম প্রভুর ভোজন।

১৪০। সেই ভোজন হইয়াছে কি প্রকার?
উ°। ঈশ্বরের আরাধনা সময়ে খ্রীষ্টীয়ান লোক একত্র হইয়া কিঞ্চিৎ২ রুটী খায়, ও কিঞ্চিৎ২ দ্রাক্ষারস পান করে।

১৪১। ঐ ভোজনের যে খণ্ডরুটী এবং দ্রাক্ষারস তাহাতে কি বুঝায়?
উ°। ঐ খণ্ড রুটীতে খ্রীষ্টের ক্ষত শরীর এবং দ্রাক্ষারসেতে তাঁহার রক্তকে বুঝায়। ফলতঃ, রুটী খাইলে ও দ্রাক্ষারস পান করিলে যেমন শরীর রক্ষা পায়, তেমনি খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিলে জীবাত্মা বাচে।

১৪২। এই ক্রিয়া করাতে পারমার্থিক কি ফল জন্মে?
উ°। তাহা করাতে পাপি লোকদের জন্যে যে খ্রীষ্টের মরণ তাহা স্মরণ হইয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মে।

১৪৩। খ্রীষ্ট কি এ জগতে আরবার আসিবেন?
উ°। হাঁ, যে দিনে জগতের নাশ হইবে সেই দিনে তিনি আসিবেন।

১৪৪। তিনি কি নিমিত্তে আসিবেন?
উ°। তাবৎ লোকের বিচার করিবার জন্যে, যেমত লিপি আছে, যথা "তিনি আপন তেজোময় সিংহাসনে বসিবেন, এবং তাঁহার সাক্ষাতে সর্ব্ব দেশীয় লোক একত্র করা যাইবে।"

১৪৫। জগতের সকল লোক মরিয়া কি পুনর্ব্বার সজীব হইয়া উঠিবে?
উ°। হাঁ, উঠিবে, এমন শাস্ত্রে লেখা আছে, যে শেস দিনে স্বর্গীয় দূতগণ মহা শব্দে তূরী বাজাইবে, তাহা শুনিবামাত্র জগতের পত্তন অবধি যত লোক মরিয়াছে, ও মরিবে, সেই সকলেই স্ব ২ শরীরে সজীব হইয়া উঠিবে, ও খ্রীষ্টের সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইবে।

১৪৬। সকলের বিচার হইলে পর তিনি কি করিবেন?
উ°। যাদৃশ মেষপালক আপনার মেষ সকল ছাগলের পালহইতে পৃথক্ করিয়া রাখে, তাদৃশ

তিনি সকলকে দুই দল করিয়া যাহারা দোষী তাহাদিগকে বাম পার্শ্বে, এবং যাহারা নির্দোষী তাহাদিগকে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিবেন।

১৪৭। তাহার পর তিনি আপন দক্ষিণাংশের লোক সকলকে কি বলিবেন?

উং। তাহাদিগকে এই কথা কহিবেন, যে "ওহে আমার পিতার অনুগ্রহপাত্রেরা, তোমাদের জন্যে যে রাজ্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহা আসিয়া ভোগ করহ।"

১৪৮। আর বামদিগের লোকদিগকেই বা কি কহিবেন?

উং। উহাদিগকে এই কথা বলিবেন, যে "ওরে শাপগ্রস্তেরা, শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্যে যে নরক প্রস্তুত হইয়াছে, তোরা তাহাতে পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ কর।"

১৪৯। নরক কেমন স্থান?

উং। সে হইয়াছে অসংখ্য দুঃখের স্থান, শাস্ত্রেতে প্রজ্বলিত অগ্নির সঙ্গে তাহার তুলনা দেওয়া গিয়াছে।

১৫০। যাহারা নরকে যায়, তাহাদের দুঃখের শেষ কি কখনো হইবে না?

উং। না, কখনো না; যেমন শাস্ত্রেতে লেখে, যে "তাহাদের কীট মরে না, ও অগ্নি নিবিয়া যায় না।"

১৫১। আর স্বর্গ কেমন স্থান?
উং। সেখানে নিত্য সুখ, কোন দুষ্কর্ম্মের কিম্বা দুঃখের লেশও নাই।

১৫২। স্বর্গনিবাসি লোকেরা কি কর্ম্ম করে?
উং। তাহারা ঈশ্বরের নিকটে চিরকাল থাকিয়া পরমাহ্লাদে তাঁহার ধন্যবাদ ও স্তব করে।

প্রাতঃকালের প্রার্থনা।

হে দয়াময় পরমেশ্বর, তোমার কৃপায় গত রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা গিয়াছি, এবং নানা আপদহইতে রক্ষা পাইয়া আজিকার দীপ্তি দর্শন করিতেছি, এ জন্যে তোমার স্তব স্তুতি করি। হে ঈশ্বর, জগৎ সংসারে আলো দিতে এবং ভূম্যাদিকে ফলবান্ করিতে গগণ মণ্ডলেতে তুমি যেমন সূর্য্যের উদয় দিয়াছ, তেমনি আমাদের অন্তঃকরণে সান্ত্বনা ও প্রেমাদি জন্মাইতে খ্রীষ্ট রূপ সূর্য্যের প্রকাশ করাও; কেননা সূর্য্যোদয় হওয়াতে যাদৃশ রাত্রির অন্ধকারাদি নষ্ট হয়, তাদৃশ আমাদের মনেতে খ্রীষ্ট প্রকাশিত হইলেই পাপ ও ভ্রমাদি রূপ তিমির দূর হইবে।

আমাদের একে বুদ্ধি হইয়াছে স্থূল, তাহাতে আর বার অন্তঃকরণ দুষ্ট ও কপটী এবং অনেক শত্রু, অতএব এই দুর্গম জগতের মধ্যে চলাতে পদে২ কত বিপদ ঘটিতে পারে। হে ঈশ্বর, দেখ, ব্যাধস্বরূপ হইয়াছে যে শয়তান, সে আমাদিগকে বদ্ধ করিবার

জন্যে মায়াজালেতে পথ ঘেরিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে যে আমরা এই প্রবল শত্রুর হাতহইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি এমত শক্তি আমাদের নাই, অতএব তুমি আপনার বাহু প্রসারণ করিয়া এই বিপক্ষহইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আর ধর্ম্মাত্মাদ্বারা আমাদিগের মনঃশুদ্ধি কর, ও তোমার অনুগ্রহেতে আমরা যেন ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল করিয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠি।

ওহে স্বর্গস্থ পিতঃ, আমরা সকলে হারাণ মেষের ন্যায় তোমার ধর্ম্ম পথ ছাড়িয়াছি, কিন্তু ধন্য তুমি যে এমন দীনহীন পাপিষ্ঠ লোকদিগকে উদ্ধার করিতে আপনার প্রিয়তম পুত্রকে স্বর্গহইতে এই কু জগতে পাঠাইয়া দিয়াছ, তাহাতে তিনি মনুষ্যের পাপ ক্ষয় করিবার জন্যে সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেন; অতএব তাঁহার আশ্রয় লইতে আমাদের মন যেন আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহার প্রতি আকর্ষিত হয়, এই প্রার্থনা করি। এবং আমাদের এমত অত্যন্ত উপকারের জন্যে যে তাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তন্নিমিত্তে নিরন্তর তোমার ধন্যবাদ করি। হে ঈশ্বর, তাবৎ অধর্ম্মের মূল উৎপাটন করিয়া খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার সর্ব্বত্র প্রকাশিত হউক, এই রূপে তোমার পথ সর্ব্ব দেশীয় লোকদিগকে জ্ঞাত করাও, এবং যাদৃশ স্বর্গেতে তাদৃশ পৃথিবীতে তোমার ইষ্ট ক্রিয়া যেন সকলে করে।

ওহে ঈশ্বর, আমাদের আজিকার যে সকল আবশ্যক সামগ্রী তাহা আমাদিগকে দেও, এবং সকল আপদহইতে রক্ষা কর, আর সকল স্থানে সর্ব্বদা আমা-

দের প্রতি যে তোমার অবলোকন আছে, তাহা যেন আমরা না ভুলি, ও মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমাকে যেন শ্রদ্ধা করি। হে করুণাময় ঈশ্বর, আমাদের পাপ সমূহ তোমার প্রিয় পুত্রের মরণেতে ক্ষমা কর, আর আমরা অন্তিমকাল পর্য্যন্ত যেন কায়মনোবাক্যে তোমার আরাধনা করিয়া শেষে স্বর্গীয় সুখভোগ করিতে যেন পাই, এই সমস্ত বর জগতের ত্রাণকর্ত্তা যে প্রভু যিশু খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা করি।

সায়ংকালের প্রার্থনা।

হে দয়ালু পরমেশ্বর, চন্দ্র সূর্য্য ও আকাশ মণ্ডল এবং দিবা রাত্রি ইত্যাদিতে তোমার অসীম শক্তি এবং বিস্তর অনুগ্রহ প্রকাশ হইতেছে, আর তুমিই হইয়াছ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, এই জন্যে তাবৎ প্রাণী তোমার অপেক্ষায় এক দৃষ্টিতে আছে। আর তুমি সকলকে উপযুক্ত সময়ে ভক্ষ্য দ্রব্য দিতেছ।

হে অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, তুমি হইয়াছ স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজা, তোমার ইচ্ছাতে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে; কিন্তু আমরা হইয়াছি অধম, কেননা তোমার সমস্ত বিধি ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছি। আর আমাদের মত অনেক২ পাপী নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সেই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত আমাদিগকে না করিয়া বরং আজি পর্য্যন্ত অন্ন বস্ত্রাদি দিয়া জীবন্ত রাখিয়াছ, এই যে তোমার অসীম দয়া ইহা আমরা যেন কখনো বিস্মৃত না হই।

হে পরমেশ্বর, তুমি প্রতিদিন আমাদিগকে আহার দিয়া মঙ্গলে রাখিয়াছ, ও আমাদের জ্ঞান জন্মাইবার জন্যে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠাইয়া দিয়াছ। তাহাতে আরবার আমাদের পরিত্রাণার্থে প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মানব জন্ম-গ্রহণ ও অসংখ্য দুঃখভোগ করা এই সকলেতে আমাদের উপর তোমার অতিশয় স্নেহ দেখিতেছি। ওহে দয়াময় পিতঃ, আমাদিগকে ধর্ম্মাত্মা বিতরণ কর, যেন তাহাতে তোমার এই সকল অনুগ্রহ মানিয়া খ্রীষ্টের আশ্রয় লই।

আর সাংসারিক সুখ ও সম্ভ্রমাদি সকলি যে বৃথা ইহা আমরা জ্ঞাত হইয়া এই সমস্ত অসার বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারাৎসার যে তুমি তোমাতে আমাদের মন যাহাতে স্থির হয় এমন কর। ওহে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের শরীর ক্ষণধ্বংসী, ইহাতে তোমার নিকটে গিয়া যে ধর্ম্মাধর্ম্মের নিকাশ শীঘ্র দিতে হইবে তাহা যেন আমাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগে। আর যাদৃশ তৃষ্ণার্ত্ত হরিণ জলের জন্যে ব্যাকুল হয় তাদৃশ আমাদের প্রাণ তোমার অনুগ্রহের জন্যে হউক। অপর ইহ-কালে খ্রীষ্টের সেবা করিয়া পরকালে তাবৎ স্বর্গবাসিদের সঙ্গে তোমার আরাধনায় যেন নিযুক্ত হইয়া থাকি, এই সকল বর প্রভু যিশু খ্রীষ্টের নামেতে আমাদিগকে দেউন।

রবিবারের প্রাতঃকালের প্রার্থনা।

হে করুণাময় ঈশ্বর, সাংসারিক সকল বিষয় কর্ম্ম করিবার জন্যে তুমি সোমবার অবধি ছয় দিন নিরু-

পাণ করিয়া পরকালের কর্ম্ম যে তোমার আরাধনা, কেবল তাহাই করিতে রবিবার স্থির করিয়াছ; অতএব ঐ দিনে ঐহিকের কোন কার্য্য না করিয়া শরলান্তঃকরণে তোমার স্তব স্তুতি,ও ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ,এবং তাহা শ্রবণ, ইত্যাদি যেন করি। আর অনেক২ রবিবারে তোমার বিধি ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিয়াছি, ইহাতে আমাদের বিস্তর পাপ জন্মিয়াছে, এই হেতুক তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি, যে ঐ সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া আগামি সকল রবিবারে বিধ্যনুসারে চলিতে আমাদিগকে শক্তি দেও।

হে স্বর্গস্থ পিতঃ, তুমি ধন্য, কেননা আমাদিগকে বাঁচাইবার জন্যে আপনার প্রিয় পুত্র যে খ্রীষ্ট, তাঁহাকে স্বর্গহইতে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছ, তাহাতে তিনি মানবদেহ ধারণ করিয়া তোমার সঙ্গে আমাদিগকে মিলাইবার মধ্যস্থ হইলেন, এবং তদর্থে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিয়া শেষে মরণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন; অতএব তিনিও ধন্য। আর যে ধর্ম্ম পুস্তক অর্থাৎ খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার পড়িয়া আমাদের জ্ঞান জন্মে, তাহা তুমি এতদ্দেশে পাঠাইয়াছ, এই সকলেতে আমাদের উপর তোমার যে কত অনুগ্রহ প্রকাশ তাহা কহিতে পারা যায় না। ওহে পরমেশ্বর, মিথ্যা সকল আশ্রয়হইতে আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আপনার আশ্রয়েতে রাখ, এবং সকল লোককে আশীর্ব্বাদ দেও। হে ঈশ্বর, প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মরণ ও তাঁহার নিবেদনেতে আমাদিগের এই প্রার্থনা শুনিয়া গ্রাহ্য কর।

রবিবারের সায়ম্প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, আমরা কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া তোমার বিধি ব্যবস্থা সকল লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছি, আমরা এমন অত্যন্ত পাপী হইয়াও এখন যে তোমার ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ ও তাহা শ্রবণ করিতে পাই, এবং ধার্ম্মিক লোকদের সঙ্গে তোমার স্তবস্তোত্র ও প্রার্থনা করিয়া তোমার সেবকদের সহিত গণিত হই, ইহাতে আমাদের প্রতি যে তোমার কি পর্য্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ, তাহা এক মুখে আমরা কহিয়া উঠিতে পারি নাই।

হে করুণাময় ঈশ্বর, আমাদিগের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর, এবং আমাদের চিত্ত নির্ম্মল করিতে অন্তঃকরণে ধর্ম্মাত্মার আবির্ভাব করাও। হে পরমেশ্বর, আজি তোমার শাস্ত্রীয় যে সকল কথা আমরা শুনিলাম, তাহা যেন আমাদের মনে থাকে, এবং যে পর্য্যন্ত আমরা স্বর্গেতে বসতি করিবার যোগ্য হই, সে পর্য্যন্ত আমাদের অন্তঃকরণ রূপ ভূমিতে ধর্ম্মবাক্য স্বরূপ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া তোমার কৃপাতে যেন উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠি।

হে প্রভো, যে সকল লোকেরা অজ্ঞান তিমিরান্ধ হইয়া দেবপূজা করে, তাহাদিগকে জ্ঞানদীপ্তি প্রদান করিয়া কেবল তোমার সেবাতে নিয়োগ কর, এবং বিপদগ্রস্ত লোকদিগকে মুক্ত করিয়া ধর্ম্মাত্মাদ্বারা তাহাদের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল কর। আর রাজা ও বিচারকর্ত্তাদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান কর, যেন তাহাতে তাঁহারা কুব্যবহার সমস্ত ঘুচাইয়া সু ব্যবহার ও যথার্থ বিচার করেন, এই সকল বর প্রভু যিশু খ্রীষ্টের নামে তোমার নিকটে যাচ্ঞা করি।

[BANGALI.]

Miscellaneous Series. [*No.* 13.

ESSENCE OF THE BIBLE.

ধর্ম্মপুস্তকের সার।

(ত্রিপদী)

বিশ্ব সৃষ্টিকর্ত্তা পালক সংহর্ত্তা আছেন এক ঈশ্বর।
ইহা সর্ব্বজনে সত্যরূপে জানে সাধু হয় তৎপর॥
ধর্ম্মগ্রন্থেও লেখে যে পড়ে সে দেখে মনে করিয়া বিচার।
ইহা যে না মানে ক্ষিপ্ত নিজ জ্ঞানে ইহা লেখা আছে আর॥

(পয়ার)

জিজ্ঞাসে অনেক লোক কহে এইরূপ।
ঈশ্বর কি কহ আর তিনি বা কিরূপ॥

নির্গুণ হয়েন কিম্বা হন গুণবান্।
কোথায় থাকেন তিনি করহ ব্যাখ্যান॥

কেমন স্বভাব তার কেমন আকার।
তাহা বিবরিয়া কহ বাসনা আমার॥

যে জন এমন কহে, জিজ্ঞাসিবে তারে।
তব কিরূপ জীবাত্মা কহ আগে মোরে॥

Jan. 1836. [10,000 *Copies.*

সে কি কহ গুণহীন কিম্বা গুণবন্ত।
কিম্মাকার কহ তার তদাদি তদন্ত॥

যদি নিজ জীবাত্মার তত্ত্ব না সম্ভবে।
তবে অনন্তের তত্ত্ব কেমনে পাইবে॥

কিন্তু সত্য ধর্ম্মগ্রন্থে লেখা আছে যাহা।
কহি মন দিয়া শুন বুঝাইব তাহা॥

(ত্রিপদী)

ঈশ্বরের তত্ত্ব স্বভাব যথার্থ্য বর্ণন করিব শুন।
চিত্ত স্থির কর শাস্ত্রপথ ধর বুঝিবা তাহার গুণ॥

(পয়ার)

পরংব্রহ্মের এখন করিব বর্ণনা।
শ্রদ্ধায় শুনহ হৃদে করহ ধারণা॥

জানহ পঞ্চতত্ত্বের রূপ রেখা হয়।
পঞ্চতত্ত্ব বহির্ভূত ঈশ্বর নিশ্চয়॥

ঈশ্বর চৈতন্যময় রূপ নাই তাঁর।
মহাচেতনের চিহ্ন এই সামাংসার॥

জানিতে উচিত যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে কহে।
ঈশ্বর আত্মস্বরূপ জান নিঃসন্দেহে॥

নিজাত্মার সত্যতায় স্থির করি মন।
আপন হিতার্থে কর ঈশ্বর ভজন॥

অসীম সর্ব্বজ্ঞ তিনি নিত্য ভগবন্ত।
সর্ব্বব্যাপী বিশ্বকর্ত্তা অনাদি অনন্ত॥

দেখহ সচল এই সর্ব্ব লোক হয়।
অচল ঈশ্বর হন জানিবা নিশ্চয়॥

সুখ দুঃখভোগ করে সৃষ্ট বস্তু যত।
তেঁহ মাত্র নিত্যানন্দ দুঃখাদি রহিত॥

তাঁহার অধীন সর্ব্ব, নিরধীন তিনি।
সর্ব্বদর্শী অনশ্বর সদানন্তজ্ঞানী॥

যদ্যপি সামর্থ্য আছে দেখি সবাকার।
তথাপি অনন্ত বল কেবল তাঁহার॥

তিনি যথা শুদ্ধ সত্ত্ব তথা জ্যোতির্ম্মান।
তেমনি তেজস্বী সত্য বিশ্বাসি প্রধান॥

তাঁহার অনীতি নাই পূর্ণ নীতি তাঁর।
অটলবচন প্রভু সংসারের পার॥

যেখানে যেখানে দেখ দয়া উত্তম জ্ঞান।
প্রভুহৈতে হইল তাহা প্রভুর সে দান॥

ক্ষমার সাগর তিনি প্রচণ্ডোগ্রশীল।
তিনি তো অজন্য, জন্য সংসার অখিল॥

চরাচর তাঁর কার্য্য, তিনি তো কারণ।
অলক্ষ্য, অদ্বৈত, কারো গম্য নাহি হন॥

তিনি সত্য, নিত্যস্থায়ী সকলান্তর্যামী।
যিহুহা নামেতে খ্যাত জগতের স্বামী॥

যদ্যপি ঈশ্বরতত্ত্ব এক বর্ত্তিতেছে।
তথাপি ঈশ্বর তিনি ঈশ্বরত্বে আছে॥

ধর্ম্মগ্রন্থ যার নাম তার যে লিখিত।
বিবরিয়া কহি শুন সর্ব্ব মনোনীত॥

একের বিখ্যাত নাম পিতা কহা যায়।
দ্বিতীয়ের নাম পুত্র কিম্বা বাক্য হয়॥

তৃতীয়ের নাম শুন ধর্ম্মাত্মা বিখ্যাত।
এই তিনে এক জান শাস্ত্রের কথিত॥

(ত্রিপদী)

ঈশ্বরের গুণ মন দিয়া শুন আর স্বভাব তাঁহার।
আর কিছু ক্রিয়া কহি বিবরিয়া যে হয় শাস্ত্রানুসার॥

(পয়ার)

বেদ আদি নানা শাস্ত্রে অনেক পুরাণে।
নানাগ্রন্থে বহুজ্ঞান বিস্তার বাখানে॥

নিজ বুদ্ধি অনুসারে করি অনুমান।
নানা মত প্রচারিল যার যথা জ্ঞান॥

কেহ কেহ জগতের সৃষ্টি নাহি মানে।
সৃষ্টিকে অসৃষ্টি কহে অনাদিত্বজ্ঞানে॥

চারি বেদ নাহি কভু একই প্রকার।
যাহাতে বর্ণিত আছে সৃষ্টির বিস্তার॥

বহুবিধ কহিয়াছে সৃষ্টির রচণ।
অকল সন্দেহ যুক্ত তাদের বচন॥

বিচার করিলে হয় এই প্রকাশিত।
ঈশ্বরের যোগ্য তাতে না আছে রচিত॥

আছে ধর্ম্মপুস্তকের যে বিধি বচন।
তাহা বিবরিয়া কহি শুনহ এখন॥

প্রথমে সৃজিলেন ব্রহ্ম স্বর্গ আর ক্ষিতি।
তৎপরে সৃজিলেন তিনি মহাজ্যোতিঃ॥

জ্যোতিহৈতে তমো ভিন্ন হইল তখনি।
জ্যোতিকে কহিলা দিন, তমকে রজনী॥

সন্ধ্যা আর প্রাতঃকাল হইল তাহাতে।
প্রথম দিবস দেখ হৈল এই মতে॥

দ্বিতীয় দিনেতে ব্রহ্ম আকাশ সৃজিয়া।
উর্দ্ধে অধে রাখিলেন দুভাগ করিয়া॥

তৃতীয় দিনেতে দেখ তাঁহার আজ্ঞাতে।
একত্র হইল জল সিন্ধু হইল তাতে॥

তাহাতে হইল দেখ শুষ্ক ভূমি স্থল।
তাহাতে জন্মিল বৃক্ষ তৃণাদি সকল॥

চতুর্থ দিনেতে প্রভু আপন আজ্ঞাতে।
চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি করি রাখিলা শূন্যেতে ॥

দিননাথ সূর্য্য হৈল চন্দ্র নিশাপতি।
তাতে হৈল দিন মাস বৎসর প্রভৃতি ॥

পঞ্চম দিনেতে দেখ প্রভুর আজ্ঞায়।
জলচর খেচরাদি জন্তু জন্ম পায় ॥

ষষ্ঠ দিনে ক্ষিতিতলে তাঁর আজ্ঞা বশে।
তাবৎ ভূচর জন্তু জন্মিল বিশেষে ॥

তৎপরে জগদীশ্বর মনুষ্য করিতে।
পুত্তলী করিলা এক ক্ষিতির ধূলাতে ॥

তার নাকে ফুঁক দিয়া করিলা জীয়ন্ত।
আদম নামেতে খ্যাত মহাবলবন্ত ॥

সর্ব্ব জন্তুর উপর প্রভুত্ব পাইল।
শাসন করিতে ভার তাহাতে বর্ত্তিল ॥

তাহার পঞ্জর নিয়া গড়িলেন নারী।
হইল সে তার পত্নী হাওয়া সুন্দরী ॥

এইরূপে পতি পত্নী সম্বন্ধ ঘটিল।
মাতাপিতাহৈতে নরে পৃথক করিল ॥

সেই দুজনের সদা একত্র বসতি।
একভাব একচর্য্যা এক প্রীতি রীতি ॥

বিবরিয়া কহিলাম   সংসার রচন।
ধর্ম্মপুস্তকের আছে   যেমন বচন॥

হইল সকল সৃষ্টি   যথা মনস্কাম।
সপ্তম দিনেতে প্রভু   করিলা বিশ্রাম॥

এই জন্যে সর্ব্বদেশে   এই ব্যবহার।
দেখা যায় সপ্ত দিনে   সপ্ত মাত্র বার॥

(ত্রিপদী)

মনে বিচারিয়া   ঈশ্বরের ক্রিয়া   কহিলাম শাস্ত্র মতে।
কিরূপেতে পাপ   মনুষ্যে সন্তাপ   দিতেছে কহি পরেতে॥

(পয়ার।)

পাপের বিষয়ে আছে   নানামত জ্ঞান।
জগতের লোক কহে   করিয়া প্রমাণ॥

বহু হিন্দু লোক কহে   বুদ্ধি করি স্থির।
পাপপুণ্যের মিলনে   হইল শরীর॥

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত তারা   কিছু নাহি জানে।
আরো নানা প্রকারেতে   এই মত মানে॥

ঈশ্বরের লীলা সব   কহে বিচারিয়া।
আরো মায়াকৃত কহে   মনেতে ভাবিয়া॥

কৃষ্ণ কহিলেন যাহা   অর্জ্জুনের প্রতি।
ভগবদ্গীতাতে দেখ   সেই ধর্ম্মনীতি॥

সংসারেতে পাপ পুণ্য কিছু না মানিবা।
যে কিছু দেখহ পার্থ আমাতে জানিবা॥

মোর কৃত এ জগৎ মোতে আছে ভাই।
নট পুত্তলার ন্যায় সমস্ত নাচাই॥

গৌরীকে কহিলা শিব দেখ রামায়ণে।
হে পার্ব্বতি, শুন কাষ্ঠপুত্তলী সমানে॥

নাচাইতেছেন রাম সংসার তাবৎ।
বেদ কহে সেইরূপ নট কপিবৎ॥

নাচাইতেছেন রাম আর কৃষ্ণ প্রভু।
ঈশ্বরের যোগ্য বাক্য ইহা নহে কভু॥

যার মনে যে উঠিল সে তাহা রচিল।
কেহ নাহি প্রকৃতার্থ কহিতে পারিল॥

যদ্যপি মুসলমান কিছু কিছু জানে।
শয়তানে পাপমূল সংসারেতে মানে॥

কিন্তু নর পাপশীল হইল কেমনে।
কোথাহৈতে হৈল তাহা কিছু নাহি জানে॥

এই জন্যে দেখ তারা সবে ইহা বলে।
পাপহীন জন্ম পায় শিশু জন্মকালে॥

ইহা যদি সত্য হৈত এ ভবসংসারে।
কোন শিশু না মরিত তবে কেন মরে॥

চতুর হইয়া কভু পাপ না করিত।
পাপে মরে দুঃখ পায় ইহা তো বিখ্যাত॥

উত্তম বৃক্ষেতে মন্দ ফল নাহি ধরে।
মন্দ বৃক্ষে ভাল ফল না হয় সংসারে॥

যদ্যপি বালকে কিছু পাপ না থাকিত।
তবে তারা পাপ কর্ম্ম কভু না করিত॥

এইমত বিচারিলে জানা যায় মনে।
প্রকৃত সন্ধান তারা কিছুই না জানে॥

(ত্রিপদী।)

জ্ঞান যার যথা কহে সেই তথা দেখা যায় এ জগতে।
কহিব এখনি ধর্ম্মগ্রন্থবাণী প্রমাণ করিব তাতে॥

(পয়ার।)

শুন মন দিয়া ভাই সত্য ধর্ম্ম জ্ঞান।
ধর্ম্ম গ্রন্থ বাক্য সম কহিব প্রমাণ॥

পূর্ব্বে যখন ঈশ্বর সৃজিলেন নর।
করিলেন নিজ সম পবিত্র অন্তর॥

নানা জীবজন্তু তার বশেতে রাখিয়া।
শ্রেষ্ঠ করিলেন তাকে নিষ্পাপ করিয়া॥

তৎপরে এক বাগান করিয়া সুন্দর।
এদেন নামেতে খ্যাত অতি মনোহর॥

আদি-পুরুষকে তায় দিলেন বসতি।
সেথা তারা স্ত্রীপুরুষে করিল সংস্থিতি॥

তাহাদিগে এই আজ্ঞা দিলেন ঈশ্বর।
সকল বৃক্ষের ফল খাবে নিরন্তর॥

কিন্তু এ বৃক্ষের ফল কভু না খাইবে।
যদি খাও না মানিয়া নিশ্চয় মরিবে॥

অনন্তর শয়তান সর্পরূপ ধরি।
আইল বাগানে ধূর্ত্ত নানা ছল করি॥

কপট ভাষাতে কহে কত মায়া করি।
শুন কহি হিত কথা হাওয়া সুন্দরি॥

এই যে বৃক্ষের ফল যে জন খাইবে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহি কভু না মরিবে॥

বরঞ্চ ভাল মন্দের জ্ঞান লাভ হবে।
খুলা যাবে জ্ঞানচক্ষু সকলি বুঝিবে॥

মোর কথা শুন, হবে ঈশ্বর সমান।
এই জন্যে নিবারিল জানিবা প্রমাণ॥

শয়তানের কথাতে সে নারী ভুলিল।
ঈশ্বরের কথা মিথ্যা তাহাতে মানিল॥

শয়তান সত্য কহে মনেতে জানিল।
আপনি খাইল ফল পতিকেও দিল॥

ঈশ্বরাজ্ঞা না মানাতে উপাজিল পাপ।
প্রবেশিল সংসারেতে জগৎসন্তাপ ॥

ঐ শত্রুর বশীভূত হইল দুজন।
জগৎ মজিল তাতে কে করে রক্ষণ ॥

ঈশ্বরতুল্য মহিমা আর জিহ্বা সুখ।
পাইতে মজিল পাপে, উপজিল দুখ ॥

সেই বংশ সর্ব্বনর ভ্রষ্ট সেই পাপে।
জন্মপাপ নাহি ছাড়ে বাড়ায় সন্তাপে ॥

পাপে মৃত হৈল সবে তাহাদের দোষে।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু জন্মিলেই গ্রাস ॥

নর নারী বৃদ্ধকালে কি বাল্য যৌবনে।
নরকাধিকারী হৈল পাপিষ্ঠ জননে ॥

(ত্রিপদী।)

দেখহ পাপেতে ভ্রষ্ট মনুষ্য হইল নষ্ট
ইবে কহি শুন ত্রাণোপায়।
মোহ শোক তাপোদয় দুরন্ত নরক ভয়
দূরে যাবে স্বর্গ লাভ তায় ॥

(পয়ার।)

মুক্তির বিষয়ে জ্ঞান আর নানা গতি।
কহিয়াছে নানা মত যার যথা মতি ॥

সত্য বাক্য তাহাদের নহে কদাচিৎ।
ঈশ্বরের যোগ্য নহে তাদের কল্পিত ॥

সংসারে রচিল তারা   বাক্য দুই মত।
কোন মন্দমতি কহে   কর্ম্ম মুক্তিপথ ॥

এই হেতু তীর্থযাত্রা   পূজা ব্রত দান।
নরক নিস্তারোপায়   জপ তপ ধ্যান ॥

আর কেহ কহে দেখ,   নাই ধর্ম্মাধর্ম্ম।
ঈশ্বর আপনি সব   নিরাকার ব্রহ্ম ॥

এই দুই জ্ঞান মিথ্যা   কল্পনে রচিল।
কেহ সত্যতত্ত্বজ্ঞান   কহিতে নারিল ॥

সবে জানে সৎকর্ম্ম   করি নিজে মোরা।
তথাপি নিন্দিত কর্ম্মে   বেষ্টিত তাহারা ॥

জপ তপ তীর্থ যোগ   সমাধি পূজন।
পাপ বুদ্ধি ঘুচাইতে   সমর্থ না হন ॥

অনেক সুক্রিয়া করে   খণ্ডিতে দুষ্কৃত।
কিন্তু ক্রমে বাড়ে পাপ   আরো বিপরীত ॥

আর ঈশ্বরের বাণী   কহে এইরূপে।
ঈশ্বরাজ্ঞা না মানিলে   পড়ে তাঁর শাপে ॥

কর্ম্মেতে লাগায় মন   স্বর্গের লালসে।
নরকের যোগ্য হয়   আপনি বিশেষে ॥

আমি পাপ নাহি মানি   যদি কেহ কহে।
তাহাতে কি পাপ ছাড়ে   কিম্বা তাকে সহে ॥

দেখ জরা মৃত্যু যাহা ঘুচাবার নয়।
না মানিলে সে না ঘটে, পাপে কি বা ভয়॥

না মরিলে নাহি ভয়, মরিলে তো বাড়ে।
মৃত্যু যার পাপ তার ছাড়িলে না ছাড়ে॥

অতএব শুন কহি ধর্ম্মগ্রন্থ বাণী।
মুক্তিতত্ত্ব প্রকাশিনী পাপ নিস্তারিণী॥

ঈশ্বরহইতে হয় মুক্তি নামে পদ।
তিনি তাহা নাহি দিলে ঘটিবে বিপদ॥

মানুষ হইল ভ্রষ্ট পূর্ব্বেতে যখন।
দীন দয়াল প্রকট হইলা তখন॥

তিনি নিজে মুক্তি পথ কহিলেন জান।
এই বাক্য ঈশ্বরের ভক্তি ভাবে মান॥

অবতরি কুমারীতে সংসারতারক।
শয়তানে শাসিলেন, না হয়, নরক॥

এই বচনের তত্ত্ব জানহ অদ্ভুত।
দেখ প্রভু পাঠাইলা আপনার সুত॥

নারীর গর্ব্ভহইতে অনাদি অনন্ত।
আবির্ভূত নররূপী তিনি ভগবন্ত॥

শয়তানের স্থানেতে ছাড়াইয়া নিয়া।
নরে মুক্তি দেন পাপ মার্জনা করিয়া॥

(ত্রিপদী)

তাঁর জন্ম শিক্ষা কর্ম্ম এই তিনের যেবা মর্ম্ম
মৃত্যু আর পুনশ্চ উত্থান।
নিজ রাজ্যে শুভ যাত্রা ক্রমে এই সব বার্ত্তা
বিবরিয়া করিব ব্যাখ্যান॥

(পয়ার)

তাঁর জন্ম কাল হৈল নিকট যখন।
পাঠাইলা নিজ সুতে ঈশ্বর তখন॥
নামে যীশু খ্রীষ্ট তিনি তরান্ পাপিরে।
নরক ভাগিয়া তরে অপার সংসারে॥
কুমারীর গর্ব্ভে জন্ম হইল তাঁহার।
পাপহীন আবির্ভূত প্রভু নরাকার॥
বাল্যকালে তাঁরে নানা বিরোধ ঘটিল।
শুন প্রভু যৌবনেতে যে কর্ম্ম করিল॥
নানা গ্রামে নগরেতে রাস্তায় রাস্তায়।
ঘরে মাঠে সিন্ধুতটে পর্ব্বতে নৌকায়॥
মঙ্গলসমাচারের উপদেশ দিয়া।
ভ্রমিলেন বহু ক্লেশে হিতৈষী হইয়া॥
নরের নূতন জন্ম যাবৎ না হয়।
তাবৎ স্বর্গরাজ্যের অযোগ্য সে রয়॥
এই বাক্য জানাইয়া দিলেন ঈশ্বর।
সকলের মুক্তিহেতু বুঝ পরাৎপর॥

যেন কোন পাপি নর নরকে না যায়।
বিশ্বাস করিয়া তাঁতে স্বর্গ রাজ্য পায়॥

যত দিন ত্রাণকর্ত্তা ছিলেন জগতে।
করিলেন সৎকর্ম্ম আশ্চর্য্য শক্তিতে॥

পঙ্গুকে দিলেন পদ, অন্ধকে নয়ন।
নুলাকে দিলেন হস্ত, মৃতকে জীবন॥

ভূতগ্রস্ত পক্ষাঘাতী কুষ্ঠী নানা রোগী।
অরোগী হইল যারা তাঁতে অনুরাগী॥

বিবিধ বাঞ্ছিত ফল দিলেন যাচকে।
তবু তারা না চিনিল সংসার তারকে॥

গোটা পাঁচ সাত রুটী হাতেতে লইয়া।
অনেক সহস্র লোকে দিলেন বাঁটিয়া॥

খাইয়া হইল তৃপ্ত যতো ভোক্তাগণ।
সেরূপ অদ্ভুত তাঁর সমুদ্রে গমন॥

ঝড় তরঙ্গের শান্তি আরো চমৎকার।
নাহি শুনি হেন কর্ম্ম যেমন তাঁহার॥

এমন অনেক ক্রিয়া আছয়ে তাঁহার।
কে কহিতে পারে সব যার নাহি পার॥

(ত্রিপদী)

যীশুর চরিত্র অত্যন্ত পবিত্র গুণশীল মনোহর।
শুন মন দিয়া তৃপ্ত হবে হিয়া জ্ঞান হইবে সুন্দর॥

(পয়ার)

চিরকাল ধনহীন রহিলেন প্রভু।
নিবাসের ঘর দ্বার না করিলা কভু॥
কহিয়াছিলেন নিজে প্রকাশিয়া যীশু।
খালে কন্দরেতে থাকে যত বন্য পশু॥
পক্ষিদেরো বাসা আছে বাস করিবার।
মাথা পাতিবার স্থান না আছে আমার॥
আর তাঁকে দুষ্ট লোকে নানা পীড়া দিল।
দুর্ব্বাক্য কহিল তবু সে প্রভু সহিল॥
শেষকালে এত দুঃখ দিল দুষ্ট লোকে।
নরাঘাতি চৌর তুল্য ধরিলেক তাঁকে॥
টাঙ্গাইল কাষ্ঠোপরি করি অবিচার।
তৎকালে দিনমণি হৈল অন্ধকার॥
প্রহর দুয়ের পর ত্যজিলেন প্রাণ।
তখন ভূ ভূধরাদি শোকে কম্পবান॥
উঠিল সমাধিহৈতে বহু সাধু জন।
করিল অনেক লোক অদ্ভুত দর্শন॥
তৃতীয় দিনেতে প্রভু উঠিলেন পুনঃ।
শিষ্যেরা পাইল দেখা চমৎকার শুন॥
চল্লিশ দিবস শিক্ষা দিলা শিষ্যগণে।
আরো করিলেন আজ্ঞা শিষ্যদের স্থানে॥

সকল জগতে যাও সর্ব্ব নরে কহ।
মঙ্গল সমাচারের প্রচার করহ॥

ইহাতে জন্মিবে যার বিশ্বাস নিশ্চয়।
অনন্ত জীবন পাবে নাহি তার ক্ষয়॥

যাহার বিশ্বাস ইতে কখনো না হবে।
অনন্ত নরকানল তাহাকে দহিবে॥

আরো কহিলেন যীশু নিজ ভক্তগণে।
দয়াময় দীনবন্ধু গম্ভীর বচনে॥

এই জগতের অন্ত যাবৎ না হয়।
থাকিব তোদের সাতে জানহ নিশ্চয়॥

আর নানা আশীর্ব্বাদ শিষ্যদেরে দিয়া।
স্বর্গে গেলা স্বর্গনাথ মঙ্গল কহিয়া॥

স্বর্গ রাজধানী মধ্যে জ্যোতিঃ সিংহাসনে।
উপনীত হইলেন ব্রহ্ম বিদ্যমানে॥

এই সব বিবরণে এই ব্যক্ত হয়।
ঈশ্বরের পুত্র যীশু নাহিকো সংশয়॥

আর তিনি মুক্তিদাতা জগতের পতি।
নরার্থে দিলেন প্রাণ অগতির গতি॥

মনুষ্যের পাপ দেখ পর্ব্বতসমান।
যার প্রায়শ্চিত্তে প্রভু দিলা নিজ প্রাণ॥

মনুষ্যের সাধ্য নহে যে কর্ম্ম করিতে।
হেন কর্ম্ম সাধিলেন নরে মুক্তি দিতে॥

এই জন্যে ধর্ম্মগ্রন্থে কহিল উচিত।
আমাদের প্রতি হয় *যে বিধি বিহিত॥

আমরা পাতিত্য দোষে হইয়া লজ্জিত।
শোক অনুতাপ করি এই সে উচিত॥

পাপেতে করিব খেদ ছাড়ি মিথ্যা আশা।
যীশু প্রভু মুক্তিদাতা তাঁতেই ভরসা॥

করিব বিশ্বাস শীঘ্র ছাড়ি পাপমতি।
বিশ্বাসে পাইব ত্রাণ ত্রাণেই সদ্গতি॥

তাহাতে পাপের ক্ষমা হইবেক ভাই।
এড়াইব সর্ব্ব দুঃখ আর ক্লেশ নাই॥

ঈশ্বর নিকটে মোরা পাপহীন হব।
স্বর্গিদের সঙ্গে নিত্য আনন্দে থাকিব॥

করযোড়ে কহি আমি বিনয় করিয়া।
সবে মান মোর সত্য বচন শুনিয়া॥

শুন সব বন্ধু জন করিয়া প্রত্যয়।
যীশুকে ভজিলে মুক্তি পাইবা নিশ্চয়॥

সকল নরক ভয় আর না থাকিবে।
স্বর্গে সদা মহানন্দে বসতি করিবে॥

CALCUTTA:
PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

THE
TWO GREAT COMMANDMENTS.

২৭৬

দুই মহা আজ্ঞা।

তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণে ও সমস্ত প্রাণেতে এবং সমস্ত চিত্তে আপনার প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর, আর আপনার প্রতিবাসিকে আত্ম তুল্য প্রেম কর।

[মথীলিখিত সুসমাচার, ২২ পর্ব্ব, ৩৭ পদ।]

কোন এক সময় এক জন অধ্যাপক খ্রীষ্টের পরীক্ষা লইতে তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিলেক, বলুন দেখি, ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ আজ্ঞা বড়? তাহাতে খ্রীষ্ট উত্তর দিলেন, তুমি আপনার প্রভু ঈশ্বরকে তোমার সম্পূর্ণ চিত্তে ও সমস্ত প্রাণেতে এবং সম্পূর্ণ অন্তঃকরণে প্রেম কর, এই হইয়াছে প্রথম মহাজ্ঞা; এবং তুমি আপনার প্রতিবাসিকে আত্ম তুল্য প্রেম করিবা, এই যে দ্বিতীয়াজ্ঞা ইহাও প্রথমাজ্ঞার সদৃশী। অতএব ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি যত আজ্ঞা পালন

Jan. 1836. 10,000 *Copies.*

করিতে দিয়াছেন সে সকলের সার হইয়াছে এই দুই আজ্ঞা, ফলতঃ ঐহিক ও পারত্রিকের বিষয়ে ঈশ্বর এবং মানুষের প্রতি আমাদের কি২ করা কর্ত্তব্য তাহা এই দুয়েতেই জানা যাইতেছে; এক্ষণে এই দুয়ের অন্তঃপাতী যে কতক গুলি আজ্ঞা ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা লিখি।

প্রথমে ঈশ্বরের উদ্দেশে যাহা২ কর্ত্তব্য তত্তদ্বিষয়ে যে২ আজ্ঞা সকল তাহা লেখা যাইতেছে।

তাহার প্রথমাজ্ঞা এই, "আমা বিনা আর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মানিও না।" ইহাতে এই বোধ হয়, যে অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, ও সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারী যে এক সত্য পরমেশ্বর আছেন, তাঁহা ছাড়া আর কাহারও উপাসনা করা কোন প্রকারে আমাদের কর্ত্তব্য নহে, ফলতঃ কোন দেবতার আরাধনা করা উচিত নহে। অপর ঈশ্বরের ন্যায় আর কোন বস্তুর বা কোন ব্যক্তির প্রতি স্নেহ করাতেও এ আজ্ঞা লঙ্ঘন জানিবা।

দ্বিতীয়াজ্ঞা শুন। "তুমি আপনার কারণ কোন প্রতিমা, অর্থাৎ উপরিস্থ আকাশে কিম্বা নীচস্থ পৃথিবীস্থ কিম্বা পৃথিবীর নীচস্থ জলেতে যে কোন বস্তু

থাকে তাহাদের কাহারও কোন মূর্ত্তি করিও না;
তুমি তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, ও তাহাদের
সেবা করিও না; কেননা আমিই যে তোমার ঈশ্বর,
আমি জাজ্বল্যমান, তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত
সন্তানদের উপরে আমার প্রতি ঘৃণাকারি পিতাদের
অপরাধের প্রতিফল দাতা, এবং যাহারা আমাকে
প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা পালন করে, সে
সহস্র২ লোকদের প্রতি দয়াকারী।" এই আজ্ঞাতে
বোধগম্য হয়, যে কোন প্রতিমা গঠন ও তাহার
পূজা করণের নিষেধ হয়; কারণ প্রতিমা পূজাতে
ঈশ্বরের অপমান, এবং মনুষ্যের সর্ব্ব প্রকারে হানি
হইতে পারে। ঈশ্বরের অপমান হয় কি রূপে, না
যেমন সর্ব্ব গুণান্বিত কোন এক রাজার প্রজাগণ তাঁ-
হার নিজের সেবা কিছু না করিয়া যদি কাষ্ঠ কিম্বা
মৃত্তিকাদ্বারা কোন পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করে, ও নানা
উপচারেতে তাহার পূজা করিয়া ইনিই আমাদের
প্রভু, কহে, তবে ঐ রাজার মান ভঙ্গ হয়; তেমনি
সকল গুণের আকর অথচ রাজ রাজেশ্বর যিনি তাঁ-
হাকে ছাড়িয়া প্রতিমার্চ্চন করিলে তাঁহার মানের ত্রুটি
করা হয়, ফলতঃ নিরাকার ও নিরঞ্জন, অথচ নির্ম্মল

শুদ্ধ সত্ত্ব এবং আত্মা স্বরূপ যে পরমেশ্বর, তাঁহার উপাসনা মন দিয়া আমাদিগের করা উচিত। অপর লোকদের কি প্রকার ক্ষতি হয়, না ঐ প্রতিমা দর্শন ও পূজন এবং পূজাঙ্গ ক্রিয়া সকলেতে চিত্ত নির্ম্মল হওয়া ওদিকে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর আরও মলিন হইয়া উঠে।

তৃতীয়াজ্ঞা এই, "তোমার প্রভু ঈশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না; কেননা যে তাঁহার নাম নিরর্থক লয়, পরমেশ্বর তাহাকে নিরপরাধী করিয়া গণ্য করিবেন না।" এই আজ্ঞানুসারে কোন মিথ্যা কিম্বা কোন সামান্য বিষয়ে ঈশ্বরের নামে দিব্য করা বারণ বুঝাইতেছে, আর যথোচিত সমাদর না করিয়া ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করাতে এই আজ্ঞা লঙ্ঘন হইতেছে।

চতুর্থাজ্ঞা এই, "বিশ্রাম বারকে পবিত্র রূপে রাখিতে স্মরণ কর; ছয় দিবস তুমি ব্যবসায় কর ও তোমার সমস্ত কার্য্য কর, কিন্তু সপ্তম দিন তোমার প্রভু ঈশ্বর পরমেশ্বরের বিশ্রাম দিন, তাহাতে কোন কর্ম্ম করিও না, অর্থাৎ তুমি কিম্বা তোমার পুত্র কিম্বা তোমার কন্যা কিম্বা তোমার দাস কিম্বা তোমার দাসী কিম্বা তোমার পশু কিম্বা তোমার নগরবাসি বিদেশী, তোমরা

সেই দিবসে কোন কৰ্ম্ম করিও না; কেননা ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র এবং তাহাতে যে সকল আছে তাহা ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিলেন, এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন; তাহাতে প্রভু বিশ্রামবারকে বর দিলেন, ও তাহা পবিত্র করিলেন।" এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই, যে ছয় দিবসে বাণিজ্য ও রাজকার্য্য প্রভৃতি যত বিষয় কৰ্ম্ম, সকলি করিতে পারা যায়, কিন্তু রবিবারে সে সমস্তহইতে ক্ষান্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরের আরাধনাতে নিবিষ্ট থাকিতে হয়।

এখন মনুষ্যের বিষয়ে যাহা২ কৰ্ত্তব্য তাহা লেখা যাইতেছে।

পঞ্চমাজ্ঞা এই, "আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর, তাহাতে তোমার প্রভু ঈশ্বর তোমাকে যে দেশ দেন, সে দেশে তোমার দীর্ঘকাল বাস হয়।" এই আজ্ঞাতে জানা যাইতেছে, যে বালকেরা পিতা মাতার কথানুসারে চলিবে, ও তাঁহাদের বার্দ্ধক্য দশাতে সর্ব্ব প্রকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; ইহাতে বিশেষ এই, যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ কোন কৰ্ম্ম করিতে বলিলে তাহা করিবে না। যাহারা এই আজ্ঞা রক্ষা করে তাহাদিগকে ঈশ্বর রক্ষা করিবেন।

ষষ্ঠাজ্ঞা, "নরহত্যা করিও না।" এই আজ্ঞার ফল এই, যে মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট করা মহা পাপ, এবং কাহার কোন হিংসা কিম্বা দ্বেষ করা ইহাতে নিষিদ্ধ জানিবা। তবে কর্ত্তব্য কি, না সকলের প্রাণরক্ষা যাহাতে হয় তাহা চেষ্টা করিবে, অতএব এই আজ্ঞানুসারে বোধ হয়, যাহারা সহগমন করে, কিম্বা তাহার ব্যবস্থা দেয়, তাহারা ঈশ্বরের নিকটে বধি মধ্যে গণ্য যায়।

সপ্তমাজ্ঞা এই, "পরদার করিও না।" দেখ, ঈশ্বর যৎকালে মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন তৎকালে এক পুরুষ আর এক স্ত্রী এই উভয়ের সৃজন করিয়া এই রূপ বিবাহের নিয়ম স্থির করিলেন, অতএব পর নারীর প্রতি গমন করিলে অত্যন্ত পাপ জন্মে। ইহার মধ্যে আরও একটি কথা আছে, এই আজ্ঞা কেবল শারীরিক কুক্রিয়ার উপরেই বর্ত্তে এমন নয়, কিন্তু মানসিক ক্রিয়া বিষয়েতেও বর্ত্তে; যেমন শাস্ত্রে লিখিয়াছে, যথা "কোন মনুষ্য কামভাবে যদি পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে তখনি সে পরদার করে;" আরও কুবাক্য কহা, কদর্য্য গীত গান করা, ইহাও নিষেধ জানিবা।

অষ্টমাজ্ঞা এই, "চুরি করিও না।" এই আজ্ঞানুসারে পরধন হরণ করাই যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম তাহা কেবল নয়, তবে কি না কোন রূপে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক অন্যের ক্ষতি করা, আর অনুমতি ব্যতিরেকে পরের কোন বস্তু লওয়া, এ সকলি নিষেধ হইতেছে।

নবমাজ্ঞা, "পরের প্রতি মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।" এই আজ্ঞাতে বোধ হইতেছে, যে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া মহা পাপ, আর কোন রূপে মিথ্যা কথা ও অন্যের গ্লানি করা, এ সকলি পাপকর্ম্ম জানিবা; তবে কর্ত্তব্য কি, না পরের উচিত প্রশংসা করা ও সতত সত্য কহা কর্ত্তব্য।

দশমাজ্ঞা এই, "আপন প্রতিবাসির ঘরে লোভ করিও না, ও আপন প্রতিবাসির ভার্য্যাতে কিম্বা তাহার দাসেতে কিম্বা তাহার দাসীতে কিম্বা তাহার গরুতে কিম্বা তাহার গাধাতে কিম্বা আপন নিকটবর্ত্তির কোন বস্তুতে লোভ করিও না।" দেখ, এই আজ্ঞাতে মনুষ্যের বিধিতে ও ঈশ্বরের বিধিতে যে প্রকার প্রভেদ তাহা বুঝা যাইতেছে। ফলতঃ মানুষের যে বিধি সে কেবল শারীরিক ক্রিয়ার উপরে খাটে, কিন্তু ঈশ্বরের বিধি কায়িক ও মানসিক এই

দুই কর্ম্মেতেই বর্ত্তে; অতএব পরের কোন দ্রব্য হরণ না করিয়াও যদ্যপি তাহাতে মনে২ লোভ করে, তথাচ পরমেশ্বরের নিকটে দোষগ্রস্ত হইবে।

পূর্ব্ব লিখিত আজ্ঞা সকলেতে আমরা এক্ষণে এই২ প্রবোধ পাইতেছি।

প্রথমেতেই এই প্রবোধের উদয় হইতেছে, যে ঈশ্বরের ঐ ব্যবস্থাতে আমাদের কোন রূপে ত্রাণের সঙ্গতি নাই, বরং তাঁহার সাক্ষাতে যে নিতান্ত দণ্ড্য হইব ইহা নিশ্চয় রূপে বোধ হইতেছে। যেমন শাস্ত্রে লিপি আছে, যথা “ ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়াতে কোন প্রাণী ধার্ম্মিক হইবে না, কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপ জ্ঞান হয়;” ফল আমরা যে ধার্ম্মিক ও পুণ্যবান এমন বোধ না হইয়া পদে২ আমাদের রাশীকৃত দোষ প্রকাশ হইতেছে; সে কেমন, না যেমন কোন ব্যক্তির মুখ যদি অতি কুৎসিত আকার হয়, তাহাতে সে আপন বদন দেখিতে না পাইয়া আমার মুখ অতি সুন্দর, এমন মনে করিতে পারে, কিন্তু পশ্চাৎ দর্পণেতে দেখিলেই যে রূপ কুৎসিত তাহা বোধ হয়; তেমনি দেখ মনুষ্য সকল মনে২ করে, আমি পুণ্যবান এবং সৎকর্ম্মকারী, কিন্তু ব্যবস্থা দেখিবামাত্র জ্ঞাত হইতে

পারে, যে পুণ্য লেশও করি নাই, বরং রাশি ২ পাপ করিয়া আসিতেছি; যেমন লিপি আছে, "যাথার্থিক কেহ নাই, পৃথিবীর মধ্যে এক জনও নাই, সকলেই বিপথগামী হইয়া পাপ ও ঈশ্বরের মহিমা করণেতে প্রকাশের ত্রুটি করিয়াছে।"

অপর দোষস্পর্শ হইলেই সুতরাং তদুপযুক্ত দণ্ড পাইতে হয়, ফলতঃ যে কেহ পরমেশ্বরের তাবৎ আজ্ঞা নিশ্ছিদ্র রূপে পালন না করে সেই ব্যক্তি ঈশ্বর কর্তৃক অভিশপ্ত হয়; যেমন লিপি আছে, যথা "ব্যবস্থার পুস্তকে যে সকল আজ্ঞা লেখা আছে তাহা করিতে যাহারা নিত্য প্রবৃত্ত না হয় তাহারাই শাপগ্রস্ত।" আর যাহারা ঈশ্বরের অভিশাপে পড়ে পরলোকে তাহাদের কেমন প্রচণ্ড দণ্ড হইবে ইহা কে বলিতে পারে? দেখ, যে দিবসে পরমেশ্বর শীনাই পর্বতে থাকিয়া যিহুদী লোকদের প্রতি পূর্ব্ব লিখিত দশ আজ্ঞা প্রথমতঃ প্রকাশ করিলেন, সেই দিন প্রাতঃকালে মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ আর ঐ পর্বতের উপরি ভাগে অতিশয় নিবিড় মেঘ এবং উৎকট তুরীর শব্দ হইল, তাহা শ্রবণ মাত্রই লোক সকল কম্পিত এবং অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইয়া দূরে দণ্ডায়মান

হইল। ইহাতে বিবেচনা করিয়া দেখদেখি, সেই দি-
নেই যদি স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না, তবে
যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপন বলবান দূতদিগকে
সঙ্গে করিয়া প্রজ্বলিতাগ্নির দীপ্তিতে স্বর্গ মধ্যে প্রকা-
শিত হইবেন, এই মত যে বিচার দিবস, তাহাতে
তাহারা কোন সাহসে দাঁড়াইবে? তদ্দিনে সূত্রধর
যাদৃশ গাঁথনের উপর সূত্রপাত করিয়া তাহার বক্রতা
বাহির করে, তাদৃশ পূর্ব্ব লিখিত আজ্ঞা দ্বারা তিনি
আমাদের তাবৎ ক্রিয়া ও কথা এবং চিন্তা এই
সকলের দোষ বাহির করিবেন।

কিন্তু ধন্য২ পরমেশ্বর, যিনি আমাদের প্রতি
অসীম দয়া প্রকাশ করিয়া যেখানে পলায়ন করিয়া
আমরা আপনাদের প্রাণ রক্ষা করিতে পারি, এমন
একটি আশ্রয় স্থান আমাদিগকে দিয়াছেন; আর
যাহারা ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া ত্রাণের আশয়ে
থাকে তাহাদের কোন রূপে ত্রাণ হইবে না, কেবল
ঈশ্বরের কোপানলে পড়িবে। দেখ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনকারী
যে ব্যক্তি তাহাকে পদাতিকে ধরিলে সে যদি ঐ পদা-
তিকের স্থানে পুরস্কার বাঞ্ছা করে তবে পদাতিক কি
তাহাকে পুরস্কার দিবে, কি বিচারকর্ত্তার নিকটে

পৌঁছিয়া দিবে? তেমনি পদাতিক স্বরূপ হইয়াছেন যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা তিনি মানুষকে কোন রূপে রক্ষা না করিয়া পরমেশ্বরের বিচারাসনের নিকটে সোঁ-পিয়া দেন। তবে কি না যাহারা আপনি যে নিতান্ত দোষী ইহা স্বীকার করিয়া খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে তাহারাই রক্ষা পাইবে, যে হেতুক খ্রীষ্ট আমাদের পরিবর্ত্তে পরমেশ্বরের তাবদ্বিধির নিশ্ছিদ্র রূপে পালন করিয়া সম্পূর্ণ পুণ্য সঞ্চয় সকলের জন্যে করিয়াছেন; এতাদৃশ বিশ্বাস করিয়া যাহারা সেই পুণ্য প্রাপ্ত হয় তাহারাই স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। আর তাহাদের উপর ব্যবস্থার লঙ্ঘন বিষয়ও পরমেশ্বরের আর কোন দাওয়া থাকে না, খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগেতে তাহার পরিশোধ হইয়াছে, যেমত লিপি আছে, যথা "খ্রীষ্ট আমাদের প্রতিনিধি হইয়া পাপের শাস্তিভোগে নিযুক্ত হইয়া ব্যবস্থার অভিশাপহইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন।" এখন ঈশ্বর আপন পবিত্র আত্মা প্রদান করিয়া এমন অনুগ্রহ করুণ, যে খ্রীষ্টের আশ্রয় লইয়া আমরা আপন প্রাণ বাঁচাই।

গীত।

(পাপ প্রযুক্ত খেদ।)

আমার পাপের কে করিবে মার্জ্জনা
দয়াল যীশু বিনা নরক দায়ে তরায় কোন জনা।

১ আমি করয়াছি অশেষ পাপ বেড়্যাছে যন্ত্রণা
বুঝি মনের ফেরে যাইতে হইল বিষম নরক খানা
হায় শুন রে পাপিষ্ঠ মন তোরে করি রে সাধনা
এখন সকল ছাড়্যা যীশুর চরণ কর রে ভজনা।

২ ওমন যীশুতে বিশ্বাস কর পাইবে সান্ত্বনা
নহিলে নিজ কর্ম্মের ফল ভুগিবে অনন্ত যন্ত্রণা
যত সব দেব দেবী তারা সব পাপেতে মগনা
ও মন তোমার পাপের জামীন এমন নাহিক কোন জনা।

৩ হে মন মরণ তারণ বলে তোমার নাহিক কিছু ভাবনা
দেখ তোমার কারণ দারুণ মরণ করিছে আনাগোনা
অধীন কাঙ্গাল দীনহীন বলে তুমি আর ভুলে রও না
এই যে যীশুর গুণ ত্রাণধন খেদ বিনা পাবে না।

ইস্তাহার।

যে মহাশয়রা এই পুস্তক পাঠ করিয়া তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করিয়াছেন, কিম্বা সকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই, ইহাঁরা পশ্চাৎ লিখিত সহর নিবাসি পাদরি সাহেবদের নিকটে গমন করিলে পাদরি সাহেবান অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন, ও কথার ভাব কহিয়া দিবেন, এবং ঈশ্বরের শাস্ত্রোক্ত ত্রাণের পথও দেখাইবেন।

কলিকাতা	শ্রীরামপুর	কাটোঁয়া
খিদিরপুর	চুঁচুঁড়া	বরমপুর
টালিগঞ্জ	কৃষ্ণনগর	ঢাকা
শালিকা	কালনা	যশোহর
হাওড়া	বর্দ্ধমান	ইত্যাদি।
চিৎপুর	বীরভুমি	

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

THE LAST JUDGMENT

মহাবিচার।

নিয়োজিত এক পুরুষের দ্বারা যে দিনে ঈশ্বর পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকের বিচার করিবেন এমন এক দিন তিনি নিরূপণ করিয়াছেন।

[প্রেরিতদের ক্রিয়া, ১৭ পর্ব্ব, ৩০ পদ।]

শুন, রাজাদের রাজনীতি এই যে আপনার আজ্ঞা সকল প্রচার করিয়া তদনুসারে প্রজাগণের বিচার করেন; এখন দেখ, ঈশ্বর আছেন রাজাদের উপর রাজা, মনুষ্য সকল হইয়াছে তাঁহার প্রজা, আর তিনি নিজে একটি দিন স্থির করিয়াছেন, যাহাতে তাবৎ মনুষ্যের বিচার করিবেন।

আর সে কোন দিন, না যে দিনে মহা প্রলয় হইবে সেই দিনে মহাশব্দেতে স্বর্গাদির লোপ হইয়া যাইবে, ও মৃত্তিকাদি মহাধাতু সকল দগ্ধ হইয়া গলিয়া যাইবে; কি না: পৃথিবী ও তাহার মধ্যে যত বস্তু আছে সে সমুদয় অগ্নিতে গলিয়া যাইবে, ও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সকল একেবারে লোপ হইয়া যাইবে। আর হইবে কি, না মৃত যে মনুষ্য সকল তাহারা স্ব২ শরীরেতে পুনর্ব্বার জীবিত

হইয়া উঠিবে; যেমন শাস্ত্রে লেখে, যে "সে সময়েতে তুরী বাজিবে, ও মৃত মনুষ্য সকল জীবিত হইয়া উঠিবে;" অর্থাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞাতে স্বর্গের দূতগণ মহাশব্দ করিয়া তুরী বাজাইবে, সেই তুরীর ধ্বনি পৃথিবীর ইতস্ততঃ সর্ব্ব ঠাঁইতে শুনা যাইবে। আর জগতের পত্তন অবধি যত লোক মরিয়াছে, সেই সকল লোক ঐ শব্দ শ্রবণ মাত্র মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবিত হইয়া উঠিয়া জগতের বিচারকর্ত্তার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইবে।

আর জগৎস্থ তাবতের বিচার করিতে ঈশ্বর কাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন? না খ্রীষ্টকে। ইহাতে তিনি ইহার এই একটি দৃঢ় প্রমাণ দিয়াছেন, যে তিনি তাঁহাকে মৃত্যুহইতে উঠাইয়াছেন; অতএব সেই দিনে অতুল্য ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্যেতে পরিবৃত হইয়া, এবং সহস্র২ স্বর্গীয় দূতকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া, ও আপনার তেজোময় সিংহাসনে বসিয়া, খ্রীষ্ট সকলের বিচার করিবেন। আর তিনি এ জগৎ সংসারের বিচার করিবার উপযুক্ত পাত্রও বটেন, যেহেতুক তাঁহাতে ঈশ্বরীয় তাবৎ গুণ বর্ত্তিতেছে, এবং ঈশ্বর সকল ভার তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন।

আর কি রূপে বিচার করিবেন? না যথার্থ রূপে, অর্থাৎ তিনি কাহারো পক্ষপাত করিবেন না। দেখ, এই পৃথিবীতে যাঁহারা বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি অসৎ তিনি লোভ প্রযুক্ত ঘুষ খান অথবা ভয় প্রযুক্ত কোন২ বড় মানুষের মুখাপেক্ষা করেন, তাহাতে লোকের হক্ নাহক্ হয়, আর নাহক্ও হক্ হয়। কিন্তু সে দিনে কিছু ঈশ্বরের কাছে তেমন হইবে না; যে হেতুক

তিনি ঘুষ খান না, এবং কাহারো মুখাপেক্ষা না করিয়া সকলকে সমান ভাবে দেখেন, আর সকলের উপর সমান বিচার করেন। ফলতঃ, তোমরা কোন জাতীয় বা কোন দেশীয়, কি বড় কি ছোট লোক, এ কথার কিছু জিজ্ঞাসা তিনি করিবেন না; কেবল এই মাত্র জিজ্ঞাসা করিবেন, যে আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ কি না?

আর কিং বিচার করিবেন? না, প্রথমে আমরা আজন্ম কাল যে২ কর্ম্ম করিয়াছি সে মনুষ্যের গোচর কি অগোচর হউক, সেই সকল ক্রিয়া ধরিয়া বিচার করিবেন। দ্বিতীয়, আমাদের সকল কথার উপরে বিচার করিবেন, যেমন শাস্ত্রেও লেখে। "মনুষ্যেরা যত অকারণ কথা কহে, বিচারের দিনে তাহাদিগকে তাহার হেতু কহিতে হইবে।" আর মনের চিন্তা ধরিয়াও তিনি বিচার করিবেন; যেমন লিপি আছে, যথা "তিনি আমাদের অন্তঃকরণের যুক্তি প্রকাশ করিয়া দিবেন;" অর্থাৎ মনে২ যত মন্ত্রণা করা গিয়াছে, সে দিনে তাবতই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এই প্রকার ঈশ্বর আমাদের ক্রমে২ যাবৎ ক্রিয়া ও কথা ও চিন্তা ধরিয়া যখন বিচার করিবেন তখন এ সকল বিষয়ে কে সাক্ষ্য দিবে? না মনুষ্যের মধ্যে ভাল মন্দবোধক যে জ্ঞান আছে, সেই সাক্ষি হইবে। আর দেখ, পরমেশ্বরও সাক্ষী হইবেন, যে হেতুক তিনি সর্ব্বব্যাপী ও অন্তর্যামী এবং তাঁহার নিকট এক খানি হিসাবের বহি আছে, যাহাতে এই সকলের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে লেখা গিয়াছে। অতএব ঠাহরাইয়া দেখ, সূর্য্যের আলোকেতে যেমন বস্তু মাত্রের প্রকাশ হয়, তেমনি ঈশ্বরের সেই লেখাতে অন-

ক্তের মনের অতি গুপ্ত ক্রিয়া সকল একেবারে প্রকাশ পাইবে; তাহা দেখিয়া সকলে জানিতে পারিবে, যে হাঁ, ঈশ্বরের বিচার যথার্থ বটে।

এক্ষণে বিচার করিয়া তিনি কি প্রকারে আজ্ঞা দিবেন তাহা লিখি। সেই বিষয়েতে শাস্ত্রোক্ত এই, "যে বিচার হইলে পর খ্রীষ্ট তাবৎকে পৃথক্ করিয়া দুই দল করিবেন; কোন মেষপালের মধ্যে ছাগল সাঁধাইলে রাখাল যেমন বাছিয়া ভিন্ন২ করিয়া রাখে, খ্রীষ্টও তেমনি মেষ ও ছাগল, অর্থাৎ ভাল মন্দ সকলকে বাছিয়া বিভিন্ন করিয়া নির্দ্দোষদিগকে আপনার দক্ষিণে আর দোষিদিগকে বামে রাখিবেন। পরে দক্ষিণের লোকদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিবেন, "হে আমার পিতার অনুগ্রহ পাত্রেরা, তোমরা গিয়া অনন্ত সুখভোগ কর;" এই কথাতে তাহাদের স্বর্গভোগ হইবে। পরে বাম ভাগের লোকদের প্রতি ক্রোধ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "হে শাপগ্রস্তেরা, যেস্থান শয়তানের ও তাহার দূতদের জন্যে প্রস্তুত হইয়াছে, তোমরা সেই স্থানে গিয়া অনন্তানলে তোমাদের পাপের প্রতিফল ভোগ কর; এই কথাতে তাহারা গিয়া নরকভোগ করিবে, তথায় ত্রাহি২ শব্দ ও দন্তের কিড়িমিড়ি উঠিবে।"

অতএব ঈশ্বর যে রূপে জগতের বিচার করিবেন তাহা লেখা গেল, এক্ষণে আমাদের এই কথা মনে রাখা উচিত, যে প্রস্তুত কিম্বা অপ্রস্তুত থাকি, সকলকেই পরমেশ্বরের সেই বিচারাসনের সম্মুখে অবশ্য২ দাঁড়াইতে হইবে; তাহার আর কাল বিলম্ব নাই, কেননা আদালতের

তলপ চিটী আইলে পর যেমন মেয়াদ মাফিক হাজির হইতে হয়, তেমনি বিবেচনা কর, উপরের লিখিত যে শাস্ত্রীয় বচন, সেই হইয়াছে আমাদের তলপ চিটী; তাহার মেয়াদ হইয়াছে জানিবা মরণ দিন, সে দিন উপস্থিত হইলে আর কেহ রাখিতে পারিবে না, তৎক্ষণাৎ যাইতে হইবে। আর এত যে ভীড় হইবে তথাপি কেহ যে কোন খানে লুকাইয়া থাকিতে পারিবে তাহা কোন মতে হইবে না; কারণ যে যেখানে ইচ্ছা পলাউক না কেন, কিন্তু ঐ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সেই খানহইতে ধরিয়া আনিবেন।

তবে কি ঐ রাজদরবারে যাইতে আমাদের ভয় হয়, না। হাঁ, অবশ্য ভয় করিতে হয়; যে হেতুক যে ব্যক্তি দোষী হয় তাহাকে আদালতে লইয়া যাইতে হইলে সে আপনি ভয়েতে থর২ করিয়া কাঁপিতে থাকে। এক্ষণে দেখ, আমরা সকলেই দোষী বটি। লোকে বলে, যে আমাদের মধ্যে অনেক প্রকার জাতি আছে, কিন্তু এই কথা ঈশ্বরের বিধিতে পাওয়া যায় না, সে কেবল মনুষ্যের বিধিমাত্র; ফলতঃ ঈশ্বর এক রক্তেতে তাবতের সৃষ্টি করিয়াছেন, ও তাঁহার গোচরে কেবল একটি জাতি, সে কি না সকলেই পাপী। আরো এক খানি দেখ, মনুষ্যের বিচারেতে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, অর্থাৎ শরীরহইতে জীবাত্মার বিচ্ছেদ হয়, এমন দণ্ড মনুষ্যে করিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর শরীর এবং জীবাত্মা উভয়কে একেবারে নরকে ফেলিয়া দিতে পারেন। আর সেই স্থানহইতে খালাস পাইবার উপায় নাই, অনন্ত কাল সেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

অতএব এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? না সে দিনেতে যে প্রকারে রক্ষা পাই এমন চেষ্টা করা সকলের উচিত। দেখ, যাহার নামে নালিশ হইয়াছে এমন কোন দেনাদার আসামীর যদি কিছু দিবার যোত্র না থাকে, তবে সে বিচার স্থানে না গিয়া কোন রূপে সেই দায় নিকাশ করিবার চেষ্টা করে; আমরা এমন পাপী এই প্রযুক্ত ঈশ্বরের কাছে অশেষ প্রকারে দেনাদার হইয়াছি। আর যাহাতে ঐ পাপ দেনা শোধ পড়ে আমাদের এমন কোন সাধ্য নাই, এ জন্য যাহাতে রক্ষা পাওয়া যায় এমন উপায় চেষ্টা করা উচিত; যেমন লিপিও আছে, যে "আপন বিবাদি লোকের সহিত শীঘ্র মিলন কর, যাবৎ তুমি তাহার সঙ্গে পথের মধ্যে আছ; নতুবা কি জানি বিবাদি লোক তোমার বিচারকর্ত্তার নিকটে সমর্পণ করে, ও বিচারকর্ত্তা তোমাকে প্রহরির স্থানে সমর্পণ করেন, ও তুমি কারাগারে বদ্ধ হও।"

আর ঈশ্বরের সহিত যাহাতে মিলন হয় সেই উপায় কি প্রকার? এ কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তর এই, যে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করা; যেমন যাহার নামে নালিশ হয়, এমন দেনাদার ব্যক্তি যদি কোন লোককে জামিন দিয়া থাকে, আর সেই জামিনদার যদি নিজ আদায়ে ঐ দেনা শোধ দেয়, তবে ঐ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইতে পারে। তেমনি খ্রীষ্ট হইয়াছেন পাপিদের জামিনদার, অর্থাৎ খ্রীষ্ট আমাদের ত্রাণ করিবার জন্যেই এই জগতে মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু সামান্য মনুষ্যের ন্যায় তাঁহার জন্ম না হইয়া

ধর্ম্মাত্মার প্রভাবে মারিয়া নামে এ[illegible] [illegible]মারির গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে আপন [illegible]পাপ শরীরে আমাদের পাপ লইয়া সেই পাপের প্রতিফল আপনি ভোগ করিয়াছেন; অতএব ঈশ্বর তাবদ্দেশের সকল লোককে এই আজ্ঞা দিয়াছেন, যে তোমরা মন ফিরাও এবং পরিত্রাণের জন্যে খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস কর। হায়ং দেখ দেখি, এমন দয়া আর কুত্রাপি দেখা যায় না। শুন, বিচারকর্ত্তা যিনি তিনি যে দোষী ব্যক্তির শাস্তিভোগ করেন, আর যিনি জগতের রাজা তিনি যে নরমেধরূপে প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে হন, এমন কথা কে কোথায় শুনি[illegible]াছে?

আর পূর্ব্বে কহ[illegible] গিয়াছে যে এ জগতের ত্রাণকর্ত্তা যে খ্রীষ্ট, তিনি এক্ষণে উকীলস্বরূপ হইয়া আমাদের নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে নি[illegible] নিবেদন করিতেছেন; অতএব আইস, পাপক্ষয় এবং শুদ্ধ মন পাইবার নিমিত্তে তাঁহার নাম লইয়া নিরন্তর যেন প্রার্থনা করি; কেননা বিবেচনা করিয়া দেখ, যাহাদের যেমন মন তাহারা তদুপযুক্ত স্থান পায়, ফলতঃ ধর্ম্মাত্মার আবেশেতে যাহারা সু স্বভাব পাইয়াছে তাহারা ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারিবে, কিন্তু যাহাদের কু স্বভাব থাকে তাহারা গিয়া ঘোর নরকে শয়তানের সঙ্গে মিলিবে। কিন্তু তথাহইতে এ পৃথিবীতে পুনর্ব্বার আর কখন ফিরিয়া আসিতে পারিবে না; যেমন গাছ কাটিলে যে দিকে পড়ে সেই দিকে থাকে, তদনুরূপ মরণকালে মনুষ্যদিগের হয়তো স্বর্গে নয়তো নরকে যে স্থানে যাইবে সেই স্থানেই সর্ব্বদা থাকিতেহ ইবে।

এইক্ষণে পাঠক বর্গের প্রতি নিবেদন এই, যে সকল

উপদেশ লেখা গিয়াছে সে মনুষ্যের কৃত উপদেশ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের। ফলতঃ সত্যস্বরূপ যে এক পরমেশ্বর তাঁহার শাস্ত্রের অটল বচনের প্রমাণে এ সকল লেখা গিয়াছে, অতএব যাহারা খ্রীষ্টবিষয়ক এ সকল কথা গ্রাহ্য করিয়া তাঁহার উপরে বিশ্বাস করে, তাহারাই পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যাহারা ইহা না করে তাহারা অনন্ত নরকে দণ্ডিত হইবে। যেমত লিপিও আছে, যথা "যে জন খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে তাহার অনন্ত জীবন হইবে; কিন্তু যে জন বিশ্বাস না করে, সে জীবনের দর্শনও পাইবে না কিন্তু তাহার উপরে ঈশ্বরের ক্রোধানল থাকে।"

আইস আইস সর্ব্ব পাপী
যীশু খ্রীষ্টকে কর সার।
তিনি চাহেন ওরে তাপী
তোদের ভক্তি জন্মাইবার।
যীশু বিনা
পাপের রক্ষা নাহি আর।

যীশু দিলেন আপন রক্ত
পাইলেন কত শত দুঃখ।
তাতে মানুষ হইয়া মুক্ত
স্বর্গে পাইবে নিত্য সুখ।
যীশু খ্রীষ্ট
পাপি লোককে তরাইবেন।

PRINTED AT THE CHURCH MISSION PRESS, MISSION ROW, FOR THE CALCUTTA TRACT AND CHRISTIAN BOOK SOCIETY.

BENGALI.

Miscellaneous Series.] [No. 16

THE TEN COMMANDMENTS

WITH COMMENTARY

ধৰ্ম্ম ব্যবস্থা।

অর্থাৎ

ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে প্রতিপালন করিতে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছেন তাহার বিবরণ।

মনীব আপন কৰ্ম্ম করাইতে কোন ভৃত্যকে নিযুক্ত করিলে প্রথমতঃ সেই দাসের এই জানা কর্ত্তব্য, যে কি কৰ্ম্ম করিলে মনীব সন্তুষ্ট হন; তাহা অবগত হইয়া আপন সাধ্যানুসারে উত্তমরূপে সেই কৰ্ম্ম করিলে সে প্রভুর প্রশংসনীয় ভৃত্য হয়। সেই রূপে জগদীশ্বরের প্রতি তাবৎ মনুষ্যের কর্ত্তব্য, কেননা তিনি সকলের সৃষ্টি স্থিতি প্রতিপালনাদিকর্ত্তা, এ প্রযুক্ত সকল মনুষ্যই তাঁহার দাসস্বরূপ; অতএব সকলের পরম হিতকারি স্বামী যে প্রভু ঈশ্বর তিনি যে২ কৰ্ম্ম ভাল বাসেন, সে সকল অবগত হইয়া অতি যত্ন পূৰ্ব্বক করিতে হয়। ইহাতে যদি জিজ্ঞাসা কর, যে কি২ কৰ্ম্ম করিলে ঈশ্বরের সন্তোষ হয়? তাহা কহি। মনুষ্যদের প্রতি ঈশ্বর যে সকল আজ্ঞা দিয়াছেন, সেই সকল আজ্ঞা বিধিবোধিত রূপে প্রতিপালন করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন। শুন, ঈশ্বর মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিয়া প্রথমে তাহাদের অন্তঃকরণে আপন ব্যবস্থা সকল লিখিলেন, অর্থাৎ যাহাতে ভাল

November 1838.] [5,000 *Copies.*

মন্দ জানা যায় এমন বিশেষ জ্ঞানের স্থাপন করিলেন; কিন্তু জগতে পাপ প্রবেশ হইবা মাত্রই সেই দোষাদোষবিষয়ক জ্ঞান মলিন হওয়াতে মনুষ্য তদ্দ্বারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা আর প্রকৃতরূপে জানিতে পারে না; তাহার সাক্ষী এই, যে ঈশ্বর যে২ কর্ম্মকে ঘৃণা করেন তাহার মধ্যে অনেক কর্ম্ম মনুষ্যদিগের ভাল লাগে, এবং মনুষ্যেরা ঈশ্বরের সন্তোষক কোন২ কর্ম্মকে ঈশ্বরের অসন্তোষক ও মন্দ বোধ করে: অতএব তাদৃশ ভ্রান্তি ঘুচাইতে ঈশ্বর স্পষ্টরূপে আপন সেবকদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকে আপন ব্যবস্থা সকল প্রকাশ করিলেন। সেই নানা ব্যবস্থার মধ্যে দশ আজ্ঞা প্রধান, তাহাই স্পষ্টরূপে একত্র করিয়া লেখা যাইতেছে।

প্রথম আজ্ঞা।

আমা বিনা আর কাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিও না।

এক ঈশ্বর মাত্র যে মানা কর্ত্তব্য এই আজ্ঞাদ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে, আর ঈশ্বরের যাদৃশ গুণ এবং তাঁহার সহিত আমাদের যে রূপ জন্যজনকাদি সম্বন্ধ আছে তদনুসারে যে তাঁহার প্রতি আচরণ করা উচিত ইহাও এই আজ্ঞাদ্বারা জানা যায়।

দেখ, ঈশ্বর অদ্বিতীয়, এবং সর্ব্ব জীবহইতে অতি শ্রেষ্ঠ ও অতি জ্ঞানবান্ ও অতি শক্তিমান্; অতএব আমাদের এই কর্ত্তব্য, যে কোন আপত্তি না করিয়াই তাঁহার উপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখি, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ভয় ও প্রেমাদি করি। আরো দেখ, তিনি আমাদের সৃষ্টি ও প্রতিপালন ও শাসনকর্ত্তা, এই নিমিত্তে যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে তাঁহার বশে থাকিয়া যথার্থরূপে তাঁহারি সেবা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইহাতে স্থির বোধ হয়, যে সত্য স্বয়ং জীবি নিত্য ঈশ্বরের সেবা পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা দেবতাদের উপর প্রত্যয় ও ভরসা রাখিয়া ঈশ্বর বুদ্ধিতে তাহাদের আরাধনা করে,

তাহারা ব্যবস্থার প্রথমাজ্ঞার লঙ্ঘনকারী, যেহেতুক দেবতাই নাই; যদি কাহারো এমত বোধ হয়, যে দেবতা অবশ্য আছে, তথাপি ঈশ্বর বলিয়া যে তাহাদের সেবা করা সে অতি অকর্ত্তব্য, কেননা হিন্দু শাস্ত্রেও তাহাদিগকে কাম ক্রোধ লোভাদি ছয় রিপুর বশতাপন্নরূপে বর্ণনা করাতে তাহারাই তাহাদিগকে অতি শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বরীয় গুণযুক্ত করিয়া বলে নাই, বরং তাহাদের নানা প্রকার কুকর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছে। ওহে প্রিয় লোক সকল, তোমরা আপনারাও বিবেচনা কর, যে অনাদি অনন্ত শুদ্ধসত্ত্ব পাপের ঘৃণাকারি পরমেশ্বরের সেবা পরিত্যাগ করিয়া, এই অপবিত্র কর্ম্মকারিদিগকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে সেবা করা কি অকর্ত্তব্য নহে? অবশ্য অতি অকর্ত্তব্য।

আর মনোযোগ কর, যাহারা রাজাকে কিম্বা গুরুকে কিম্বা অন্য কোন ক্ষমতাপন্ন লোককে ধনাদির লোভেতে কিম্বা অন্য কোন কারণে ঈশ্বরহইতে অধিক ভয় ও মান্য করে, তাহারাও প্রথমাজ্ঞার লঙ্ঘনকারী আছে। এবং যে২ ব্যক্তি ঈশ্বরের উপর ভরসা না রাখিয়া আপনার ধনের ও বুদ্ধির ও মর্য্যাদার ও পরাক্রমের উপর কিম্বা অন্য মনুষ্যের ক্ষমতার ও প্রীতির উপর অধিক ভরসা রাখে, তাহারাও প্রথম আজ্ঞার লঙ্ঘক। আর যাহারা ঈশ্বরের প্রতি মন না দিয়া ও তাঁহার সন্তোষক কর্ম্ম না করিয়া ধন ও ইন্দ্রিয়সুখ ও মান ও মর্য্যাদা ইত্যাদি সাংসারিক বিষয়ের উপর মন রাখিয়া আত্মসন্তোষক কর্ম্ম করে, তাহারাও এই প্রথমাজ্ঞার লঙ্ঘনকারী, যেহেতুক এই সকল লোক ঈশ্বরকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠরূপে জ্ঞান না করিয়া এবং তাঁহার প্রতি মন না দিয়া ঐ সকল অতি তুচ্ছ বস্তুকে প্রধানরূপে মান্য করে, এবং মনও তাহাদের উপরেই রাখে।

২ দ্বিতীয় আজ্ঞা।

তুমি আপনার কারণ কোন গঠিত প্রতিমা অর্থাৎ ঊপরিস্থ স্বর্গে কিম্বা নীচস্থ পৃথিবীতে কিম্বা পৃথিবীর নীচস্থ জলে যে কোন বস্তু থাকে, তাহাদের কাহারো কোন মূর্ত্তি করিও না; তুমি তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, ও তাহাদের সেবা করিও না, কেননা আমিই তোমার ঈশ্বর জ্বলন্ত ঈশ্বর, তৃতীয় চতুর্থ-পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তানদের উপরে আমাকে ঘৃণাকারি পিতাদের অযথার্থের প্রতিফলদাতা, এবং যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা পালন করে, সে সহস্র ২ লোকের প্রতি দয়াকারী।

ঈশ্বরের উপাসনা কি প্রকারে কর্ত্তব্য, তাহা এই দ্বিতীয় আজ্ঞাতে নির্ণীত আছে। দেখ, সকল মনুষ্যই পারমার্থিক বিষয়ে অজ্ঞান, অতএব আপনাদের বুদ্ধিতে ও বিবেচনাতে যাহা উচিত বোধ হয়, সেই প্রকারে ঈশ্বরের ভজনা করা অকর্ত্তব্য; কিন্তু ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তকে আপনার উপাসনাবিষয়ে যে২ নিয়ম করিয়াছেন, তদনুসারেই তাঁহার উপাসনা করা উচিত, সেই নিয়ম এই২ যথা। "ঈশ্বর আছেন আত্মা এবং তাঁহার ভক্তদিগের মনেতে এবং সত্যেতে তাঁহার ভজনা করিতে আবশ্যক আছে;" অর্থাৎ ঈশ্বরের আকার প্রকার কিছুই নাই, অতএব তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে নিরাকার জ্ঞানে অবশ্য মানিবে, এবং কেবল নির্ম্মলান্তঃকরণে একান্তভাবে তাঁহার আরাধনা করিবে। এই শাস্ত্রোক্ত কথাদ্বারা নিশ্চয় জানা যায়, যে ঈশ্বরের কোন মূর্ত্তি করিয়া নানা প্রকার বাহ্য ক্রিয়াদ্বারা এবং

মৌখিক কাপট্য প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করা অতি অকর্ত্তব্য।

আরো বিবেচনা কর, যে নিবুদ্ধি লোক সকল প্রতিমাকে অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের কিম্বা অন্য কোন সামান্য বস্তুর মূর্ত্তি করিয়া ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে, তাহারা তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অতিশয় অপমান করে; যেহেতুক ঈশ্বর নিরাকার নিরঞ্জন ও তাবৎ উত্তম গুণযুক্ত এমন জ্ঞান না করিয়া কল্পিত অশুদ্ধ নানা মূর্ত্তির সদৃশ করিয়া তাঁহাকে জ্ঞান করে। আরও আলোচনা করিয়া দেখ, ঐ স্বর্ণ রূপ্য কাষ্ঠ মৃত্তিকা তাম্রাদিময় প্রতিমা যেমন প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে নির্জীব এবং শুনিবার ও দেখিবার ও কহিবার ও ঘ্রাণ লইবার ও স্পর্শ করিবার ও গমন করিবার শক্তি রহিত, প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরেও সেই রূপ নির্জীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত গুঁড়ি কাষ্ঠের ন্যায় আছে। এমত প্রতিমাকে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ দয়াময় শুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বর কহা কি অতি মূর্খের কর্ম্ম নয়? আরও উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করিয়া দেখ, যে কুম্ভকার ও স্বর্ণকার ও সূত্রধর ইত্যাদি মনুষ্যদ্বারা নির্ম্মিত যে প্রতিমা যাহাকে হস্ত কিম্বা বেত্র কিম্বা অন্য কোন অস্ত্র শস্ত্রদ্বারা অনায়াসে ভগ্ন করা যায়, এমন অচেতন পুত্তলিকার উপর যে ধন ধান্য পুত্রাদির ও পরিত্রাণের ভরসা রাখা, ও নম্রতা পূর্ব্বক অনুগ্রহের প্রার্থনা করা, সে কি গণ্ডমূর্খের কর্ম্ম নহে?

এ সকল কথার স্থূল এই, যে হস্তনির্ম্মিত পাষাণাদি পুত্তলিকাতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া যে পূজা করা, সে ঈশ্বরের অপমান করা, এবং যে২ লোক এ কর্ম্ম করে, তাহারা মূর্খ ও অতি পাপী; আর তাহারা ঈশ্বরের নিগ্রহপাত্র হইয়া বহুবিধ দুঃখভোগ করিবে; কিন্তু যাহারা প্রকৃত শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরকে আত্মাস্বরূপ বোধ করিয়া মনেতে ও সত্যেতে তাঁহার সেবাদি করে, তাহারা সবংশেতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাত্র হইয়া তাঁহার নিকটে নানা প্রকার সুখভোগ করিবে।

৩ তৃতীয় আজ্ঞা ।

তোমার প্রভু ঈশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না; কেননা যে তাঁহার নাম নিরর্থক লয়, প্রভু তাহাকে নিরপরাধী করিয়া গণ্য করিবেন না।

এই শাস্ত্রোক্তির ফল এই, যে বৃথা রূপে কিম্বা তুচ্ছরূপে অথবা মন্দ বিষয়ে ঈশ্বরের নাম লইতে নিষেধ আছে; অতএব যদি কোন ব্যক্তি দেবতাকে কিম্বা পুত্তলিকাকে কিম্বা যুদ্ধাদিতে বিশেষ গুণযুক্ত কোন২ মনুষ্যকে ও পশুকে ও পক্ষ্যাদিকে ঈশ্বর বলিয়া কহে, তবে বৃথারূপে তাঁহার নাম লওয়া হয়, কেননা যাহারা ঈশ্বর নহে তাহাদিগকে ঈশ্বর করিয়া কহে; এবং যদি কেহ ঈশ্বরের আরাধনার ও প্রার্থনার সময়ে তাঁহার উপর একান্তভাবে মন না রাখিয়া সাংসারিক বস্তুর উপর মনোযোগ করিয়া সেই উপাসনাদি করে, কিম্বা অতি সামান্য কথোপকথনে ও ক্ষুদ্র বিষয়ে ঈশ্বরের নাম করে, তখন নিরর্থক ও তুচ্ছরূপে তাহা লওয়া হইল।

আর যখন কেহ ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে শপথ করে, তখন তাঁহার নামোচ্চারণ মন্দের জন্যেই হইল, যেহেতু দিব্য করিবার অভিপ্রায় এই, আমি যে কথা কহিতেছি, তাহা অবশ্য সত্য ইহাতে সাক্ষী ঈশ্বর। এবং যখন ঈশ্বরের ও তাঁহার গুণের ও বিধির ও ক্রিয়ার বিষয়ে অপমানক বাক্য কহা যায়, সে স্থানেও অতি মন্দের জন্যে তন্নাম কথন হইল। যেমত কোন২ অজ্ঞান লোকেরা বলে, যে ঈশ্বর পাপবিষয়ে মনুষ্যদের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া পাপ করান; এ কথা কহাতে ঈশ্বরকে পাপী বলা হইল; ইহাতে বিবেচনা করিয়া দেখ, নির্ম্মল ধর্ম্মময় ঈশ্বরকে পাপী বলা হইতে তাঁহার নিন্দার বিষয় আর কি আছে?

যাহারা ঐ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম করে, তাহারাই তৃতীয় আজ্ঞার লঙ্ঘনজন্য দোষভাগী হয়; যদ্যপি তাহারা মনুষ্যহইতে শাস্তি না পায়, তথাপি ঈশ্বর তাহাদিগকে অবশ্য অপরাধী জানিয়া উপযুক্তরূপে শাস্তি দিবেন।

৪ চতুর্থ আজ্ঞা।

বিশ্রামবারকে পবিত্র রাখিতে স্মরণ কর; ছয় দিবস তুমি ব্যবসায় কর, ও তোমার সমস্ত কার্য্য কর। কিন্তু সপ্তম দিন তোমার প্রভু ঈশ্বরের বিশ্রাম দিন, তাহাতে কোন কর্ম্ম করিও না, অর্থাৎ তুমি, কিম্বা তোমার পুত্র, কিম্বা তোমার কন্যা, কিম্বা তোমার দাস, কিম্বা তোমার দাসী, কিম্বা তোমার পশু, কিম্বা তোমার দ্বারবর্ত্তি বিদেশী; কেননা ঈশ্বর গগণমণ্ডলকে ও পৃথিবীকে ও সমুদ্রকে এবং তাহাতে যে সকল আছে, তাহা ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিলেন, এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন, তাহাতে প্রভু বিশ্রামবারকে আশীর্ব্বাদ দিয়া পবিত্র করিলেন।

এই আজ্ঞার ব্যাখ্যা এই।

ঈশ্বর আমাদিগকে যাবজ্জীবন প্রতি দিবসে অনুক্ষণ তাঁহাকে স্মরণ করিতে ও তাঁহার সেবা করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন বটে, কিন্তু মনুষ্যদের সাংসারিক বস্তুতে ও শারীরিক সুখেতে একান্ত আসক্তি ও তৎসুখ প্রাপণার্থে একান্ত চেষ্টা হওয়াতে, তাহারা যেন সেই সকল বস্তুতে মগ্ন না থাকে, এ জন্যে ঈশ্বর সাত দিনের মধ্যে এক দিবসকে অর্থাৎ রবিবারকে কেবল আপন সেবার্থে পৃথক্ করিয়া স্থাপন করিলেন।

যদি জিজ্ঞাসা কর, যে বিশ্রামবারকে কিরূপে মানিতে হয়? তাহা বলি শুন। ছয় দিন ঈশ্বরকে না ভুলিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য ও কৃষ্যাদি কর্ম্ম ও স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণার্থে চেষ্টাদি করিয়া বিশ্রামবারে ঐ তাবৎ কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া সপরিবারে কেবল ঈশ্বরের সেবাতেই নিযুক্ত থাকিতে হয়; সে কি না, তাঁহার ধ্যান ও তাঁহার গুণানুবাদ ও তদ্দত্ত ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ ও শ্রবণ ও তদ্বিষয়ক কথোপকথন ও তাঁহার স্থানে প্রার্থনা, এবং আত্ম পরিত্রাণার্থক ভাব্য ভাবনা করিতে হয়; অপর বিশেষরূপে দরিদ্রদিগকে শক্ত্যনুসারে দান ও নানা ক্লেশযুক্ত লোকদিগকে সান্ত্বনা এবং পীড়িতদের হিত সাধন ইত্যাদি দয়ার কর্ম্মও করিতে হয়; এই সকল কর্ম্ম করিলেই বিশ্রামবারকে পবিত্ররূপে ও ঈশ্বরেচ্ছানুসারে মান্য করা হয়।

৫ পঞ্চম আজ্ঞা।

আপন মাতা পিতাকে সম্ভ্রম কর, তাহাতে তোমার প্রভু ঈশ্বর তোমাকে যে দেশ দেন, সে দেশে যেন তোমার দীর্ঘকাল বাস হয়।

মাতা পিতার প্রতি সন্তানদের যে২ ব্যবহার কর্ত্তব্য এবং সন্তানের প্রতিও মাতা পিতার যাহা২ কর্ত্তব্য, এই সকল পঞ্চম আজ্ঞার তাৎপর্য্যাদিদ্বারা জানা যায়, তাহার বিস্তার শুন।

সন্তানেরা আপন মাতা পিতাকে অবশ্য সম্ভ্রম মর্য্যাদা করিবে, এবং মাতা পিতা ঈশ্বরের আজ্ঞার অবিরুদ্ধে যে২ আজ্ঞা করিবেন, সে সকল শিরোধার্য্য করিয়া যত্ন পূর্ব্বক অত্যাহ্লাদে প্রতিপালন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেম করিবে, এবং ধনদ্বারা কি শ্রমদ্বারা কি বাক্যদ্বারা যাহাতে তাঁহাদের সুখ ও সন্তোষ হয়, সাধ্যানুসারে এমন চেষ্টায় অবশ্য থাকিবে। আর বৃদ্ধা-

বস্থাপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন প্রকারে মাতা পিতার স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হওয়াতে যদি কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যতিক্রম হয়, সে সকলও সহ্য করিবে; বিশেষ যখন পীড়িত হইবেন, তখন অতিশয় প্রীতিজনক ব্যবহার করিবে। এবং উপায় ক্ষমতা না থাকাতে আত্ম প্রতিপালনে অসমর্থ হইলে সন্তানেরা নিতান্তই প্রতি-পালন করিবে, অর্থাৎ তাঁহাদের খাদ্য বস্তুর ও পরিধেয় বস্ত্রাদির অভাব যেন কোন ক্রমে না হয়, আপন শক্ত্যনুসারে তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে।

আর সকলেই বিবেচনা করিয়া দেখ, মাতা পিতার প্রতি সন্তানদের যে এই রূপ ব্যবহার করা, সে অতি ন্যায্য ও উচিত, যেহেতুক মাতা পিতা আপনার সন্তানকে কত স্নেহ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা অকথনীয়; আর সন্তানের নিমিত্তে মাতা পিতা কত ক্লেশ ও ধনব্যয় করিয়াছেন, এবং পীড়াদি হইলে কত মনোদুঃখ পাইয়াছেন, তাহা বাক্যেতে কহা অসাধ্য; অতএব যে২ সন্তানেরা মাতা পিতার প্রতি পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহার না করে, তাহারা অবশ্যই মূর্খ ও কৃতঘ্ন এবং অতি পাপী, কিন্তু যাহারা যত্ন পূর্ব্বক তাহা করে, ঈশ্বর তাহাদিগকে ইহকালে সুখে রাখিবেন, এমন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মাতা পিতার প্রতি যেমন সন্তানের এই সকল কর্ম্মের আব-শ্যকতা, তেমনি সন্তানের প্রতিও মাতা পিতার কতক গুলি কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা আছে, তাহা এই। আপন সন্তানদিগকে বাল্যকালাবধি ঈশ্বরকে ভয় ও সম্ভ্রম ও প্রেম ও তাঁহার আজ্ঞা যত্ন পূর্ব্বক পালন করিতে উপদেশ দিবেন; এবং নিজ উত্তমা-চরণ দর্শাইয়া সন্তানদের ইহকালে পরকালে যাহাতে ভাল হয় এতদ্রূপ যত্ন করিবেন; বিশেষতঃ সন্তানেরা যদি আপন কুবুদ্ধিতে বিপথগামী হয়, তবে তাহাদিগকে এমত শাসনাদি করিবেন যেন কুপথ ছাড়িয়া কোনক্রমে সুপথে চলে; কিন্তু এই

যে শাসনাদি, সে কেবল তাহাদের উপকারভাবে করিবেন, আন্ত-রিক ক্রোধভাবে নয়।

মাতা পিতাতে ও সন্তানেতে যেমন সম্পর্ক, এই রূপ সম্পর্ক পরস্পর রাজাতে প্রজাতেও প্রায় আছে; অতএব ঈশ্বরের বিধ্যনুসারে পরস্পরের কি২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তাহাও প্রসঙ্গক্রমে বিবরিয়া কহি।

প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে ঈশ্বরাজ্ঞা এই. যে রাজা প্রজার পিতৃতুল্য হইবেন। পিতা যেমন পুত্রাদির প্রতি ব্যবহার করেন, রাজাও প্রজার প্রতি সেইরূপ করিবেন, এবং কাহারো মুখাপেক্ষা না করিয়া ও ঘুষ না লইয়া সাধ্যানুসারে এমত বিচার ও সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক রাজত্ব করিবেন, যেন কোন-ক্রমে প্রজাদের উপর বিপত্তি না ঘটে; এবং আপন প্রজা সকলের যাহাতে ইহকালে ও পরকালে ভাল হয়, সর্ব্বতোভাবে এমত চেষ্টিতও হইবেন।

রাজার প্রতি প্রজাদের এই কর্ত্তব্য, যে ভূস্বামিকে সমাদর ও আন্তরিক প্রেম করিবে, আর ঈশ্বরের ব্যবস্থার অবিরুদ্ধে তাঁহার যে আজ্ঞা তাহা পালন করিবে; কোনমতে তাঁহার নিন্দা ও অপমান করিবে না, এবং রাজার বিশ্বাসপাত্র হইয়া তাঁহাকে আহ্লাদ পূর্ব্বক যথার্থ কর দিবে, যেন তাহাদ্বারা দেশাধ্যক্ষেরা সবল হইয়া সেই প্রজাদের পালন ও স্বদেশি বিদেশি শত্রুহইতে রক্ষা করিতে শক্তিধারণ করেন।

৬ ষষ্ঠ আজ্ঞা।

নরহত্যা করিও না।

ঈশ্বর তাবৎ মনুষ্যকেই সৃষ্টি করিয়াছেন, এ কারণ মনুষ্য মাত্রই তাঁহার বস্তু; অতএব কেহ যদি কোন মনুষ্যকে হত্যা করে, অর্থাৎ তাহার শরীরহইতে প্রাণ বিয়োগ করায়, সে বধী

হয়। আর দেখ প্রাণ নষ্ট করাহইতে আর পরের কি মন্দ করা আছে? এ কারণ ঈশ্বর এই ষষ্ঠ আজ্ঞা দিয়াছেন। কেবল পরের প্রাণ নষ্ট করিতে তিনি বারণ করিয়াছেন এমত নয়, কিন্তু কোন প্রকারে অন্যের প্রাণ যাহাতে রক্ষা পায়, যথা-সাধ্যে এমত কর্ম্ম করিতেও ভার দিয়াছেন, ইহা ষষ্ঠ আজ্ঞার তাৎপর্য্যদ্বারা জানা যায়; অতএব অতি দুঃখি লোকের যদি ক্ষুধাতে বা তৃষ্ণাতে কিম্বা শীতাদি প্রযুক্ত কিম্বা পীড়িত ব্যক্তির ঔষধ বিনা প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও যে ব্যক্তি সাধ্য থাকিতে অন্ন জল বস্ত্র ঔষধাদি দিয়া তাহাকে না বাঁচায়, সেও বধী হইবে; যেহেতুক এমন লোকের রক্ষার্থে যত্ন ও চেষ্টা করিলে কি জানি সে বাঁচিতে পারিত।

আরও শুন, নরহত্যা করা, আর সাধ্য থাকিতে যে পরের প্রাণ না বাঁচান, কেবল এই দুয়েতেই বধী হয় এমন নহে, আরও আছে। দেখ, যে ব্যক্তি পরের প্রতি দ্বেষ ও হিংসা ও আন্তরিক ক্রোধাদি করে, আর দুষ্ট ইচ্ছাতে পরের মরণ বাঞ্ছা ও পরের মৃত্যু শুনিয়া আহ্লাদ করে, এমন লোককেও ঈশ্বর বধিস্বরূপে গণ্য করিয়া বিচার করিবেন; যেহেতুক তিনি কেবল বাহ্যের কুক্রিয়াকে অতি দুষ্টরূপে গণনা করেন না, মানস কুচিন্তাকেও করেন; এই নিমিত্তে যাহারা ঐ সকল মন্দ চিন্তাকে মনের মধ্যে স্থান দেয়, তাহাদিগকেও বধির তুল্য দণ্ড অবশ্য করিবেন। অতএব আমাদের এই কর্ত্তব্য, যে কাহারো মন্দ চেষ্টা ও দ্বেষ না করিয়া, সকলের প্রতি আন্তরিক প্রেম ও সকলের মঙ্গল চেষ্টা করি, এবং যদি কেহ আমাদের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করিয়া অপরাধ করে, তথাপি আমরা ঈশ্বরের বিধানুসারে তাহাদের সে সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া মন্দের পরিবর্ত্তে তাহাদের যেন ভাল করি। যথা "আমি তোমা-দিগকে কহি, যে তোমরা আপনাদের সত্রুদের সহিতও সদ্ভাব

কর; তোমাদিগকে যাহারা শাপ দেয়, তাহাদিগকে তোমরা আশীর্ব্বাদ কর; যাহারা তোমাদিগকে মন্দ বাসে, তাহাদের ভাল কর; এবং যাহারা তোমাদিগকে অপমান ও তাড়না করে, তাহাদের কারণ প্রার্থনা কর; ইহাতে তোমরা আপনাদের স্বর্গীয় পিতার সন্তান হইবা; কেননা তিনি মন্দ ও ভাল লোকের উপর আপন সূর্য্যের উদয় করান, এবং সৎ ও অসৎ লোকদের উপর বৃষ্টি বর্ষান"।

আর দেখ, "নরহত্যা করিও না," এই বিধিতে কোন্ নর-হত্যা এমন বিশেষ নাই, অতএব সামান্য রূপে পরের ও আপনার এই উভয়ের বুঝাইতেছে, তবে ফলতঃ আত্মঘাত পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইল, কেননা আপনিও নর ও ঈশ্বরের বস্তু, অতএব স্বেচ্ছাতে যে কোন ব্যক্তি অস্ত্র শস্ত্রাদিদ্বারা আপন প্রাণকে নষ্ট করে, কিম্বা মদ্যাদি পানদ্বারা অথবা অন্য কোন কুব্যবহারেতে আপন আয়ুঃক্ষয় করে, ঈশ্বর এমন লোককেও বধিতুল্য জ্ঞান করিবেন; ইহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, যে২ স্ত্রী সহগামিনী হয়, তাহারা অতি অনুচিত কর্ম্ম করে, যেহেতুক সেই স্ত্রী আয়ুঃসত্ত্বেও আপনার সন্তানদের প্রতিপালন, কিম্বা ঈশ্বরের ভজনা, কিম্বা অন্য২ অবশ্য প্রয়োজনার্হ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষণীয় যে আপনার প্রাণ তাহা নষ্ট করে। অতএব তাহারা যে মনে করে স্বামির সঙ্গে স্বর্গভোগ করিবে, তাহা না করিয়া আত্মঘাতির দণ্ড যে নরকযন্ত্রণা, তাহাই পাইবে।

অপর সেই সহগামিনী স্ত্রী মাত্র যে সাজা পাইবে এমন নহে; যাহারা সেই স্ত্রীকে তৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মায়, এবং সেই স্ত্রী পতিমরণজন্যে দুঃখেতে উন্মাদিনী হইয়া যখন স্থির করে যে স্বামির সহিত পুড়িয়া মরিব, তৎকালে বারণ না করিয়া যাহারা সহমরণ ক্রিয়ার সাহায্য করে, এবং চিতারোপিত তৎশরীরেতে

কাষ্ঠ ও অগ্ন্যাদি দেয়, এবং বংশদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া তাহার প্রাণ বাহির করে, তাহারাও বধিরূপে গণিত হইয়া উপযুক্ত দণ্ড অবশ্য পাইবে, অর্থাৎ পরলোকে নরকানলে অশেষ দুঃখ-ভোগ করিবে।

৭ সপ্তম আজ্ঞা।

পরদার করিও না।

স্ত্রীতে আর পুরুষেতে বিবাহদ্বারা জন্মায় যে একটা বিশেষ সম্পর্ক তাহা দৃঢ় করিবার জন্যে ঈশ্বর এই সপ্তমাজ্ঞা দিলেন। এতদ্বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে এই লিপি আছে, যে ঈশ্বর প্রথমতঃ এক পুরুষ ও এক স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়া বিবাহরূপ ধর্ম্মদ্বারা উভয়েতে একাঙ্গ করিয়া পুরুষকে পতি ও স্ত্রীকে ভার্য্যা নাম দিয়া স্থাপন করিলেন; ইহার কারণ এই, যে ঐ উভয়ের পরস্পর সর্ব্বদা আন্তরিক প্রেম থাকিবে, এবং উভয়ে পরস্পর সহায়তাও করিবে, আর তাহারা দুয়েতে ঐক্য হইয়া আত্মসন্তান সন্ততিদের প্রতি স্নেহ ও যত্ন পূর্ব্বক তাহাদের প্রতিপালন করত উত্তম ২ শিক্ষা-দ্বারা যাহাতে তাহাদের মনুষ্যত্ব হয়, এমন চেষ্টাও করিবে।

ঈশ্বর এই সকল উত্তম অভিপ্রায়েই এক স্ত্রীতে এক পুরুষেতে বিবাহরূপ সম্বন্ধ নিয়মিত করিলেন; অতএব যে ব্যক্তি সেই ঈশ্বরস্থাপিত নিয়মের বিরুদ্ধাচারী হয়, সে সপ্তম আজ্ঞার লঙ্ঘনকারক। দেখ, যে পুরুষ এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করে, অথবা যে পরস্ত্রী কিম্বা বেশ্যাগামী হয় কিম্বা ভোগ্যা স্ত্রী রাখে; এইরূপ কোন স্ত্রীও যদি পরপুরুষগামিনী হয়, তবে সেই নর ও সেই নারী ঈশ্বরস্থাপিত বিবাহজাত সম্পর্কের অভি-প্রায়াতিক্রম করাতে এবং গার্হস্থ ধর্ম্মের নানা সুখ নষ্ট করাতে অবশ্যই সপ্তম আজ্ঞার লঙ্ঘনকারী হইল।

অধিকন্তু "পরদার করিও না," এই বাক্যের বিশেষ রূপে

এই ফলিতার্থ বোধ হয়, যে পুরুষের পরস্ত্রীবিষয়ে ও নারীর পরপুরুষবিষয়ে যে কুচিন্তা ও পরস্পর কামালাপ, কিম্বা চিত্তের বিকারজনক কুৎসিত গান করা কিম্বা তাহা শুনা, অথবা কামবর্দ্ধক কথোপকথন এই সকলও নিষিদ্ধ; যেহেতুক ধর্ম্মপুস্তকে এই ২ রূপ কুকর্ম্মকারিদিগকেও পারদারিক বলিয়া গণিত করিয়াছেন, যথা "আমি তোমাদিগকে কহি, যে কেহ কামভাবেতে পরস্ত্রীর উপর অবলোকন করে, সে আপন মনেতে তখনি তাহার সঙ্গে পরদার করিয়াছে"।

ঐ সপ্তম আজ্ঞার সংক্ষেপে ফলিতার্থ এই, যে কোন প্রকারে কামাভিলষিত শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুচি ক্রিয়া কিম্বা কুচিন্তা কিম্বা কুকথাবার্ত্তা ইত্যাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নির্ম্মলান্তঃকরণে পবিত্রাচরণ করিতে হয়।

৮ অষ্টম আজ্ঞা।

চুরি করিও না।

এই নিষেধ বিধির ফল এই, যে বিনা অনুমতিতে বলেতে, বা ছলেতে পরের কোন বস্তু হরণ করিবা না; অতএব যাহারা তাহা করে, তাহারা সকলেই অষ্টম আজ্ঞার লঙ্ঘনকারী; তাহারা কে ২ তাহা বিস্তারিত করিয়া বলি শুন। যাহারা সিঁদ দিয়া ও ডাকাইতি করিয়া পরের ধনাপহরণ করে, এবং যে ব্যবসায়ি লোকেরা প্রকৃত মূল্য লইয়া ক্রেতাকে অল্প পরিমিত দেয়, কিম্বা উত্তম সামগ্রী দেখাইয়া ও তদনুরূপ মূল্য লইয়া মন্দ বস্তু দেয়, এবং মনিব চাকরকে বিশ্বাসে কোন বস্তু রক্ষা করিতে দিলে, সে চাকর যদি তাহা সাবধানে না রাখিয়া ক্ষতি করে, অথবা অল্প মূল্যে কোন সামগ্রী ক্রয় করিয়া মনিবের স্থানে অধিক মূল্য লয়, এবং অল্প কাল সাধ্য কর্ম্মেতে বহুকাল ক্ষেপণ করে, এমত যে দাস, এবং যাহারা মিথ্যা লিপি ও মিথ্যা সাক্ষিদ্বারা

পরধনাপহরণ করে, এবং যাহারা লইয়া দিব না ভাবিয়া ঋণ গ্রহণ করে, এবং রাজ কর্ম্মেতে নিযুক্ত বেতন প্রাপ্তিরা যদি ঘুষ লয়, আর যে জমিদারেরা বলদ্বারা যথার্থ করের অতিরিক্ত কর গ্রহণ করে, এবং প্রজারাও যদি ভূম্যাদির উপযুক্ত কর আর বস্ত্রাদির রাজনির্ণীত যে মাসুল তাহা না দিয়া গুপ্তরূপে ভোগ করে, ইত্যাদি কুকর্ম্মকারিরা মনুষ্যের গোচর দুষ্কর্ম্মকারক রূপে জ্ঞাত হউক বা না হউক, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগকে চোররূপে গণিত করিয়া উপযুক্ত শাস্তি দিবেন, কেননা তাহারা অষ্টম আজ্ঞার লঙ্ঘনকারী।

৯ নবম আজ্ঞা।

পরের প্রতি মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

এই নবম আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই, যে পরের মানহানি কোন প্রকারে করিও না; অতএব রাজার কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির সাক্ষাতে যাহাতে পরের মর্য্যাদ কিম্বা অন্য কোন ক্ষতি হয়, এমত যে কাল্পনিক বাক্য কহা, সে বড় পাপজনক; অপরঞ্চ কেহ প্রকৃত দোষী হইলেও নিষ্প্রয়োজনে তাহার দোষ সূচন করা অর্থাৎ লোককে জানান; এবং কোন কর্ম্মের কারণ না জানিয়া কিম্বা কোন বিষয় সত্য কি মিথ্যা ইহা নিশ্চয় না জ্ঞাত হইয়া কর্ম্মকারিকে হঠাৎ যে নিন্দা করা, সেও পাপ; কেননা মনুষ্যের কলঙ্ক হইলে কত ক্ষতি হয়, তাহা বলা যায় না; তাহার কারণ এই যে সুখ্যাতি একবার গেলে অন্য ধনাদির মত পুনর্ব্বার পাওয়া ভার, সে পাষাণের রেখাস্বরূপ হয়।

এই আজ্ঞার সারার্থ এই, যে মিথ্যাবিষয়ে সত্য জ্ঞান কিম্বা সত্যবিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান যাহাতে জন্মে এমত কথা কদাচ কহিও না; অতএব হাস্যপরিহাসদ্বারা, কিম্বা গোব্রাহ্মণাদির জন্যে, অথবা সুখ্যাতির নিমিত্তে, কিম্বা ছলেতে ও ভয়েতে, কিম্বা সত্য

মিশ্রিত করিয়া, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে মিথ্যা কহা এই সকল কর্ম্মেরও অতি নিষেধ।

১০ দশম আজ্ঞা।

আপন প্রতিবাসির ঘরে লোভ করিও না, আপন প্রতিবাসির ভার্য্যাতে কিম্বা তাহার দাসেতে কিম্বা তাহার দাসীতে কিম্বা তাহার গরুতে কিম্বা তাহার গাধাতে কিম্বা আপন নিকটবর্ত্তির কোন বস্তুতে লোভ করিও না।

পূর্ব্বোক্ত যে নয় আজ্ঞা, সে প্রায় মনুষ্যের শারীরিক বাহ্য ক্রিয়ার উপরেই খাটে, কিন্তু দশম আজ্ঞা কেবল মানস ক্রিয়া-বিশেষের নিষেধক; অতএব এই বোধ হয়, যে ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা সে মনুষ্যের কেবল কায়িক ও বাচনিক কর্ম্মমাত্রের প্রাবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক নহে, কিন্তু মানস চিন্তাদিরও; অতএব ক্রিয়া ও কথা যেমন ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে কর্ত্তব্য, তেমনি মনের বাসনা অভিলাষাদিও তদনুসারে কর্ত্তব্য।

দশম আজ্ঞার বিশেষ তাৎপর্য্য এই, যে পরকীয় ধন ও স্ত্রী ও ভূম্যাদি স্বেচ্ছাতে ভোগ করিতে আমাদের অনধিকার; অতএব তদ্বিষয়ে যে ভোগেচ্ছা তাহা নিষিদ্ধা, এবং বিধিবিরুদ্ধে যে ধন ও ইন্দ্রিয় সুখ ও সম্মান ইত্যাদির বর্দ্ধনেচ্ছা করা, তাহাও এই বিধিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অপরঞ্চ ঈশ্বর আমাদিগকে যখন যাহা দেন, কিম্বা যখন যে দশাতে রাখেন, তখন তাহাতেই কৃতজ্ঞ হইয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

ঈশ্বরোক্ত এই সকল ব্যবস্থার সার এই, “ যে তুমি আপনার প্রভু ঈশ্বরকে আপন সমস্ত চিত্তে ও সমস্ত

প্রাণে ও সমস্ত অন্তঃকরণে প্রেম করিবা; এবং আপনার পড়সিকে আপনার তুল্য প্রেম করিবা"।

এই সকল ব্যবস্থা এমত উত্তম ও যথার্থ যে তাহার উপর কোন দোষ দেওয়া যায় না। ঈশ্বর তাবদ্দেশীয় মনুষ্যকেই তাহা পালন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, এবং সেই সকল আজ্ঞা প্রতি-পালকদিগকে অনন্ত জীবন দিবেন, অর্থাৎ স্বর্গভোগ করাইবেন, এমত স্বীকার করিয়াছেন। যথা "তোমরা আমার বিধি ও আমার বিচার পালন কর; তাহা যদি কোন মনুষ্য করে, তবে সে তাহাতে বাঁচিবে, আমিই ঈশ্বর"। কিন্তু যাহারা সেই সকল আজ্ঞার মধ্যে এক আজ্ঞাকেও লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকে ঈশ্বর বিচার পূর্ব্বক শাপ দিয়া নরকযন্ত্রণাভোগ করাইবেন। যথা "লেখা আছে, যে জন ব্যবস্থা পুস্তকের লিখিত সকল বিষয় পালন করিতে প্রবৃত্ত না থাকে, সেই শাপগ্রস্ত"।

ওহে ভাই সকল, এইক্ষণে তোমরা আপন২ মনে উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল সম্পূর্ণরূপে পালন করিতেছ, কি তদ্বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতেছ? যদি প্রকৃতরূপে তাহা আলোচনা কর, তবে স্থির জানিতে পারিবা, যে তোমাদের মনের বিকার হওয়াতে ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল, ক্রিয়াতে ও কথাতে ও চিন্তাতে কত শতবার লঙ্ঘন করিয়াছ, কেননা তোমা-দের সৃষ্টি প্রতিপালনকর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তাঁহাকে প্রধানরূপে না মানিয়া ও সেবা না করিয়া, ছয় রিপুযুক্ত অশুদ্ধ অনেক দেবতাকে তাঁহাহইতে অধিক মান্য করিতেছ, এবং তাহাদের নানা মূর্ত্তি করিয়া সেবা করিতেছ। আর ঈশ্বরের প্রতি মনো-যোগ না করিয়া ও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রেম না করিয়া ধন ইত্যাদি সাংসারিক তুচ্ছ বস্তুতে মন রাখিতেছ; এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ইহাহইতে আর মন্দ কর্ম্ম কি আছে? অপর

পরকে আত্মতুল্য প্রেম না করিয়া ও তাহার সর্ব্বদা যাহাতে মঙ্গল হয়, এমন চেষ্টা না করিয়া কত শতবার তাহার প্রতি রাগ দ্বেষ হিংসা করিতেছ, এবং মাতা পিতার অবশ হইয়া তাঁহাদিগকে দুঃখ দিতেছ, ও কত শতবার কামুক হইয়া মন্দ ক্রিয়া করিতেছ, ও অনেক২ বার ছলাদি নানা প্রকারে পরের ধনহানি করিতেছ, এবং কত শতবার মিথ্যা কহিতেছ, সদা পরের বস্তুতে লোভ করিতেছ, এবং মনের মধ্যে নানা মন্দ চিন্তাকে স্থান দিতেছ।

অতএব যখন মহা বিচারের দিনে ঈশ্বর তোমাদের বিষয়ে বিচার করিবেন, তখনি তোমাদের নরকরূপ দণ্ড অবশ্য হইবে। সে যে কেমন ঘোরতর দুর্দশা, তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে ধর্ম্মময় প্রেমকারি অনন্ত সুখদাতা যে ঈশ্বর, তাঁহার সহিত বাস করিতে কখনো পারিবা না, বরং ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত ও তাঁহার নিগ্রহপাত্র হইয়া পাপাত্মা ঘৃণার্হ দুঃখদায়ক শয়তানের ও কু মনুষ্যাদির সঙ্গে অনন্তকাল দুঃখভোগ করিবা, কেননা তখন ঈশ্বর পাপিদিগকে কহিবেন, যে "রে শাপগ্রস্ত সকল, শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্যে যে অনন্তানল প্রস্তুত হইয়াছে, তোমরা আমার নিকটহইতে তাহাতে চলিয়া যাও তথায় রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হইবে"।

হে প্রিয় লোক সকল, তোমরা যে ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘনেতে ঘোর বিপদে পড়িয়াছ, ইহাতে কি তোমাদের কিছুই ভাবনা ও ভয় নাই? দেখ, ইহলোকে কিঞ্চিৎ দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাই তোমাদের অসহ্য হয়, তবে অসীম অকথ্য যে নরকযন্ত্রণা তাহা কিরূপে সহিবা।

তোমরা ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘনদ্বারা নিতান্তই এতদ্রূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছ, এমত স্থির বোধ করিয়া যদি জিজ্ঞাসা কর, যে আমাদের এই দুর্দশ হইতে উত্তীর্ণ হইবার কি কোন উপায় নাই?

ইহার প্রকৃত উত্তর এই, যে ঈশ্বর যথার্থ বিচারকারী; অতএব তিনি পাপের শাস্তি অবশ্যই দিয়া থাকেন সে তো অনন্তকাল নরকযন্ত্রণা; তাহা যদি তোমাদিগকে ভোগ করিতে হয়, তবে কদাচ আর ত্রাণ পাইতে পারিবা না; কেননা তোমাদের সে দুঃখের শেষ কখনো হইবে না। আরো শুন, ঈশ্বরের বিচার যথার্থ; এ প্রযুক্ত সম্পূর্ণ পুণ্য না থাকিলে অর্থাৎ মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আজ্ঞা সকল প্রতিপালন না করিলে তিনি কাহাকেও স্বর্গভোগ করান না; অতএব স্বর্গীয় সুখপ্রাপ্তি তোমাদের অসাধ্য, যেহেতুক তোমরা বালককালাবধি নিশ্ছিদ্ররূপে কখনো ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন কর নাই, বরঞ্চ লঙ্ঘন করিয়া পুণ্য রহিত হইয়াছ। ইহাতে এই নিশ্চয়, যে যাহাতে তোমাদের নরকযন্ত্রণা না হইয়া স্বর্গভোগ হয়, এমত উপায় তোমাদের নিজহইতে কদাচ হয় না।

তবে কিসেতে পরিত্রাণ পাইব? যদি এমন জিজ্ঞাসা কর, তাহার উত্তর দি, মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। এক জন অপ্রাকৃত কোন মনুষ্য যদি তোমাদের প্রতিনিধি হইয়া ঈশ্বরাজ্ঞা সকল নিশ্ছিদ্ররূপে প্রতিপালন করিয়া সম্পূর্ণ পুণ্য সঞ্চয় করে, এবং তোমাদের বদলে পাপভোগ স্বীকার করে, তবে তোমাদের পরিত্রাণ হইতে পারে, শাস্ত্রে কহেন; নতুবা আর কোন উপায় নাই, এই মাত্র উপযুক্ত পথ আছে।

কিন্তু মনোযোগ কর, এতদ্রূপ প্রতিনিধি ব্যক্তিতে এই বিশেষ গুণের অপেক্ষা করে, যে তাঁহার মহত্ত্ব যেন অসাধারণ ও অসীম হয়। ইহার কারণ এই, যে সেই প্রতিনিধির যে দুঃখভোগ তাহা তাবৎ মনুষ্যের পাপভোগের তুল্য হইলে, ঈশ্বর সেই দুঃখভোগকে তাবৎ মনুষ্যের পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তরূপে গ্রাহ্য করিয়া তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন।

কিন্তু এমত গুণযুক্ত প্রতিনিধি কোথায় পাওয়া যায়?

মনুষ্যদের মধ্যে কদাচ নহে, কেননা কোন মনুষ্যের তাদৃশ মহত্ত্ব নাই; এবং নিষ্পাপ শুদ্ধ সত্ত্ব এমত এক মনুষ্যও নাই; অতএব যে আপনি অশুদ্ধ সে অন্যের উপকারার্থে প্রতিনিধি হইয়া কি প্রকারে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে? এবং যে নিজের অপরাধে অনন্তকালীন মহাদণ্ডের যোগ্য, সে কি প্রকারে অন্যের পরিবর্ত্তে শাস্তিভোগ করিবে! ইহাতে স্থির জানা যায়, যে ঈশ্বর মহা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া মনুষ্যের পাপ খণ্ডনার্থে যদি প্রতিনিধি ও ত্রাণকর্ত্তা হইবার জন্যে আবশ্যক গুণযুক্ত এক ব্যক্তিকে না পাঠাইতেন, তবে উপায়হীন থাকাতে তাবৎ মনুষ্যের সর্ব্বনাশ হইত।

এই মঙ্গলবার্ত্তা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিস্তারিতরূপে লেখা আছে, তাহা পাঠ করিলেই সকল জানিতে পারিবা। যথা "জগতের প্রতি ঈশ্বর এমত স্নেহ করিলেন, যে তিনি আপন অদ্বিতীয় পুত্রকেই প্রদান করিলেন, তাহাতে যে কেহ তাঁহার উপর বিশ্বাস করে, সে নষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়"। এই শাস্ত্রীয় কথার সারার্থ এই যে উক্ত দুর্দশাহইতে মনুষ্য সকল আপনাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ ইহা দেখিয়া, ঈশ্বর আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টকে এই জগতে পাঠাইলেন। সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যদের ত্রাণবিষয়ে অতি আকাঙ্ক্ষিত হইয়া অতুল্য স্বর্গীয় মহিমাকে ও ঐশ্বর্য্যকে ও পরম সুখকে স্বেচ্ছাতে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন, এবং তেত্রিশ বৎসর পৃথিবীতে বাস করিয়া মনুষ্যদের ঐহিক ও পারলৌকিক উপকারক কর্ম্মেতে রত থাকিয়া যাবজ্জীবন শুদ্ধ সত্ত্ব নির্ম্মল স্বভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল প্রতিপালন করিয়া সম্পূর্ণ পুণ্য সঞ্চয় করিলেন; এবং আপনি যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহাও নানা আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন, অর্থাৎ এক কথাতেই অন্ধকে চক্ষু, ও খঞ্জকে গতিশক্তি, বধিরদিগকে শ্রবণশক্তি

দিলেন এবং নানা প্রকার ব্যাধিতদিগকে সুস্থতা, ও মৃতব্যক্তিকে জীবন দান, ইত্যাদি অসাধ্য কর্ম্ম করিয়া আপনার ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করিলেন। আর যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত বহুতর দুঃখভোগ স্বীকার করিয়া তিনি যে সকল পাপি লোকদের মধ্যে ছিলেন, তাহাদের কর্তৃক তাড়িত ও অপমানিত হইলেন, শেষে তাহারা দ্বেষভাবেতে অতি নির্দ্দয় ব্যবহার পূর্ব্বক ক্রুশ নামক বৃহৎ কাষ্ঠ যন্ত্রের উপর তাঁহাকে চড়াইয়া তাঁহার হস্তে ও পদে প্রেক মারিয়া বদ্ধ করিল, ও তিনি সেই স্থানে স্বেচ্ছাতে অকথ্য শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

তৎপরে তাঁহার মৃত দেহের কবর দেওয়া গেল। তৃতীয় দিবসে সজীব হইয়া সেই কবরহইতে উঠিয়া চল্লিশ দিন পৃথিবীতে থাকিলেন, এবং আপন শিষ্যদিগকে অনেকবার দেখা দিয়া এই আজ্ঞা করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন, যে "তোমরা সমুদয় জগতে যাইয়া প্রত্যেক জীবের স্থানে মঙ্গল সমাচার প্রচার কর; যে জন প্রত্যয় করিয়া বাপ্তাইজিত হয় সে পরিত্রাণ পাইবে, কিন্তু যে জন প্রত্যয় না করে, সে দণ্ডের যোগ্য হইবে"।

এইক্ষণে তিনি তাবৎ সৃষ্ট বিষয়ের প্রভু ও প্রতিপালন ও শাসনকর্ত্তা হইয়া স্বর্গে আছেন; কিন্তু শেষ দিবসে সে স্থানহইতে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আসিয়া তাবৎ মনুষ্যের শরীর উত্থাপন করত স্ব২ আত্মার সহিত যোগ করাইয়া যাহার যেমন কর্ম্ম, বিচারানুসারে তাহাকে তেমনি ফল দিবেন।

এই সকল উক্ত কথাদ্বারা স্থির জানা যায়, যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট উপযুক্ত প্রতিনিধি হইয়া পাপিদের ত্রাণকর্ত্তা বটেন, কেননা আমাদের ত্রাণের জন্যে যে কর্ম্মের আবশ্যক ছিল, তাহা তিনি সাধিলেন। দেখ, শুদ্ধ সত্ত্বরূপে ঈশ্বরীয় তাবৎ আজ্ঞা প্রতিপালন করণদ্বারা সম্পূর্ণ পুণ্য সঞ্চয় করিলেন, এবং নিষ্পাপ হইয়াও অকথ্য দুঃখভোগ ও মৃত্যু স্বীকার করিয়া পাপিদের

বদলে শাস্তি ভোগ করিলেন; আর তিনি ঈশ্বরের পুত্র, এ প্রযুক্ত তাঁহার মহত্ত্ব অসীম হওয়াতে তাঁহার যে দুঃখভোগ সে তাবৎ মনুষ্যের পাপভোগের তুল্য হইল; অতএব তাঁহার দুঃখভোগ করণদ্বারা পাপের শাস্তি যে নরকযন্ত্রণা, তাহা হইতে ঈশ্বর মনুষ্য সকলকে মুক্ত করিতে পারেন, এবং তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন যে সম্পূর্ণ পুণ্য, তদ্দ্বারা ঈশ্বর তুষ্ট হইয়া মনুষ্যদিগকে স্বর্গভোগও করাইতে পারেন।

কিন্তু মনোযোগ কর, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে এমন প্রকারে সকলের পরিত্রাণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তৎফলপ্রাপ্তির নিমিত্তে এই ২ বিষয়ের আবশ্যকতা আছে। সেই কি না? মন ফিরাণ আর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করা; এই দুই কর্ম্ম যদি না কর, তবে তাঁহার দ্বারা কোন মতেই ত্রাণ পাইতে পার না। প্রথম, মন ফিরাণ কি? তাহার কিঞ্চিৎ বিস্তাররূপে তাৎপর্য্য লিখি, সে এই। তোমরা এত কাল পর্য্যন্ত যে অত্যাহ্লাদ পূর্ব্বক সুখবোধেতে পাপ করিয়াছ, এই ক্ষণে আর তাহা না করিয়া স্বকৃত পাপবিষয়ে অতিশয় খেদান্বিত ও দুঃখিত হইয়া পাপের প্রতি ঘৃণা কর, এবং আজন্ম যে ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘনদ্বারা পাপ করিয়াছ, সম্প্রতি তাহা ত্যাগ করিয়া যথাসাধ্য তাঁহার আজ্ঞা সকল প্রতিপালন কর। কিন্তু এই যে মন ফিরাণ সে অতি শক্ত কর্ম্ম, তাহা মনুষ্যের আত্মসাধ্যেতে হইয়া উঠে না; অতএব তোমরা ঈশ্বরের নিকটে তৎকর্ম্ম সাধিতে অনবরত সহায়তা প্রার্থনা কর, তাহাতে অবশ্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক সহকারী হইয়া তিনিই সেই অসাধ্য কর্ম্মকে তোমাদের সুসাধ্য করিবেন।

দেখ, স্বকৃত পাপবিষয়ে যে খেদ ও দুঃখ করা, সে তোমাদের উচিত কর্ম্ম, যেহেতুক তোমাদের সৃষ্টি ও প্রতিপালন ও অশেষরূপে অনুগ্রহ ও দয়া করিয়াছেন যে ঈশ্বর, তাঁহার স্থানে সেই পাপ করাতে অপরাধী হইয়াছ এবং তাঁহার অসন্তোষ জন্মা-

ইয়াছ; আর সেই পাপপ্রযুক্ত তোমাদের কত ক্ষতি হইয়াছে এবং হইতেছে! দেখ, ইহকালের যত ক্লেশ ও পরকালে ভুগিতে হইবে যে অনন্ত দুঃখ তাহার কারণ কেবল পাপ; অতএব এতাদৃশ মন্দ ফলদায়ক পাপবিষয়ে খেদান্বিত ও দুঃখিত হইয়া নিতান্ত সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা ত্যাগ করিতে হয়, কেননা যদি পাপেতে রত থাক, তবে ঈশ্বর তোমাদিগকে বিপক্ষ জ্ঞান করিয়া আপন ক্রোধের পাত্র মানিয়া কখনো স্বর্গভোগ করাইবেন না; যেহেতুক সে স্থান অতি নির্ম্মল ও পাপ রহিত। এপ্রযুক্ত ধর্ম্মপুস্তকে লেখে, "যে কুক্কুর তুল্যেরা ও মায়াবিরা ও বেশ্যাগামিরা ও ঘাতকেরা এবং যে কেহ মিথ্যাপ্রিয় হইয়া মিথ্যাচরণ করে, তাহারা স্বর্গের বাহিরে থাকে"।

কিন্তু শুন, কেবল মন ফিরাইলেই পরিত্রাণ হয় না, কেননা মনুষ্য সর্ব্ব প্রকার পাপ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও যদি কেবল সৎকর্ম্মেতে রত হইতে পারিত, তথাপি সেই সৎকর্ম্মদ্বারা তাহার পূর্ব্বকৃত পাপের বিনাশ হইতে পারিত না, বরং তাহার হিসাবে সেই পাপ থাকাতে তাহার প্রতিফল অবশ্য ভোগ করিতে হইত। যেমন কোন ব্যক্তি যদি এক বণিকের দোকানে এক বৎসর উঠনা খাইয়া দেনাদার হয়, পরে সে ঋণ পরিশোধ না করিয়া আরবার তাহার স্থানে নগদ দিয়া প্রতিদিন ক্রয় করে, তাহাকে কি ঐ বণিক পূর্ব্ব দেনা ছাড়িয়া দিয়া মুক্ত করিবে? তাহা কদাচ করিবে না; তেমনি শেষের সৎকর্ম্মপ্রযুক্ত ঈশ্বর পূর্ব্বকৃত পাপের মার্জ্জনা কোন মতে করেন না; অতএব যাহাতে পাপ ক্ষয় হয় এই নিমিত্তে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লইয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস করা অতি আবশ্যক।

যদি বল যে যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস সে কেমন, আর সে বিশ্বাস কি প্রকারে করিতে হয়? তাহা কহি শুন। প্রথমতঃ আপনাকে পাপী ও নরকযোগ্য ও আত্মরক্ষণে অসমর্থ জ্ঞান

করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র মনুষ্যদের ত্রাণার্থে ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত আছেন, এবং তোমাদের মুক্তিদানবিষয়ে তিনি শক্তিমন্ত ও ইচ্ছুকও আছেন, এই সকল মনের মধ্যে নিতান্তই স্থির করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ তাঁহাকে উপযুক্ত ত্রাণকর্ত্তা জ্ঞান করিয়া পরিত্রাণার্থে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক প্রার্থনাদ্বারা তাঁহার আশ্রয় লইতে হইবে; এই তিন কর্ম্মই প্রকৃত বিশ্বাস জানিবা। আরও স্পষ্টরূপে সেই বিশ্বাস যে কেমন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্তে এক দৃষ্টান্ত বলি শুন। কোন লোক সমুদ্রে পড়িয়া সাঁতার দিতে২ দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ডুবিতেছে, ইতোমধ্যে যদি দৈবাৎ নৌকার সহিত এক মাজি তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া হস্ত বিস্তার করিয়া কহে, যে আমার হস্ত ধারণ কর, আমি তোমাকে রক্ষা করিব, সেই লোক আপনাকে অতি বিপদ্গ্রস্ত ও অনুপায় ও শক্তিহীন জানিয়া, রক্ষা করিতে শক্তিমন্ত ও ইচ্ছুক সেই নাবিকের হস্তকে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক ধারণ করিয়া বাঁচে; এখন দেখ, সেই সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি যেমন মাজির উপর বিশ্বাস করিয়া প্রাণ রক্ষা করে, ঠিক এই মত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করিলে তাঁহার দ্বারা ত্রাণ পাওয়া যায়। ওহে ভাই, শুন, পাপরূপ সমুদ্রেতে সকলেই পড়িয়াছ, তাহাতে মগ্ন হইয়া অবশ্য নষ্ট হইবা, অর্থাৎ নরক ভুঞ্জিবা; অতএব তোমরা আপনাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ বুঝিয়া যদি তোমাদের রক্ষার্থে ইচ্ছুক ও শক্তিমন্ত যে যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহার আশ্রয় লইয়া প্রার্থনা কর, আর বল, যে হে প্রভো, আমি দীন হীন পাপী, অগণ্য পাপ প্রযুক্ত নরকযোগ্য বটি, কিন্তু তুমি আমাকে নিজ গুণে রক্ষা করিতে পার, তোমা বিনা আমার আর উপায় নাই; অতএব হে প্রভো, দয়া প্রকাশিয়া আমাকে রক্ষা কর; সর্ব্বান্তঃকরণে এই২ মত বিনতি করিলে তবে তিনি অবশ্য প্রার্থনা শুনিয়া তোমাদিগকে ত্রাণ

করিবেন। কেননা তিনি স্বমুখেই কহিয়াছেন, যে "ও হে ভারাক্রান্ত লোকেরা, তোমরা আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব; যে কেহ আমার স্থানে আইসে, তাহাকে আমি কোনক্রমে ত্যাগ করিব না"।

যীশু খ্রীষ্টেতে একান্ত বিশ্বাসদ্বারাই যে পরিত্রাণ হয়, তাহা অতি উত্তম পথ বটে, কেননা তৎপথগামী হইলে ঈশ্বর তোমাদের পাপক্ষমা করিয়া মৃত্যু ও নরকদণ্ডহইতে তোমাদের যে ভয় ও ভাবনা আছে, তাহা ঘুচাইয়া অন্তঃকরণেতে অচিন্ত্য শান্তি ও সুখ জন্মাইবেন, এবং আপন শুদ্ধাত্মাদ্বারা তোমাদের মনকে শুদ্ধ সত্ত্ব করিয়া দিব্যজ্ঞান দিবেন; আর কামাদি ছয় রিপুকে দমন করিতে ও তাঁহার আজ্ঞা সকল প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্তি ও শক্তি যোগাইবেন, এবং মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত তোমাদের পিতাস্বরূপ হইয়া অতি প্রেম পূর্ব্বক প্রতিপালন ও রক্ষা করিবেন. ও তোমাদের সম্বন্ধে যাহা২ ঘটিবে সে সকল বিষয়ই মঙ্গলের নিমিত্তে সিদ্ধ করিবেন, এবং তোমাদের আসন্নকাল উপস্থিত হইলে ভয় ও ভাবনা ঘুচাইয়া মৃত্যুর পরে স্বর্গে লইয়া যাইবেন; সেই স্থানে যে কত সুখ তাহা কহা যায় না, কিন্তু সে পারমার্থিক সুখ মাত্র। অপর সেখানে ঈশ্বরের নিকটে বাস করত তাঁহার যে নির্ম্মল ও শুদ্ধসত্ত্ব দূতগণ ও ধার্ম্মিক উত্তম মনুষ্য সকল, তাহাদের সহিত তাঁহার স্তবে ও মহিমাপ্রকাশক কর্ম্মে রত থাকিবা, এবং পাপ ও সর্ব্ব প্রকার রোগ ও শোক ও দুঃখ ক্লেশহইতে মুক্ত হইয়া পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক চিরকাল পরম সুখেতে সুখী হইবা।

হে প্রিয় লোক সকল, তোমাদের প্রতি আমার এই শেষ কথা, যে তোমরা অসংখ্য বার ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে তাঁহার ক্রোধাধীন হইয়া অনন্ত নরকানলে অবশ্য মগ্ন হইবা; অতএব এমত দুর্দশাহইতে রক্ষা পাইবার জন্যে দেব দেবীর ও প্রতি-

মার পূজা ও তীর্থগমন ও গঙ্গাস্নানাদি মনুষ্য কল্পিত যে সকল পথ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপুস্তকে দয়াময় ঈশ্বরকর্তৃক প্রকাশিত যে ত্রাণের পথ, তাহাই গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে চল, **অর্থাৎ মন ফিরাও, ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস কর।**

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা সংক্ষেপ।

১ আমার গোচরে অন্য কোন ঈশ্বর না হউক।
২ কোন প্রতিমা পূজা কেহ না করুক ॥
৩ ভয় কর যে কালে লও ঈশ্বরের নাম।
৪ সপ্তম দিবস না ভুলিও কর বিশ্রাম ॥
৫ তোমার পিতা ও মাতাকে কর সম্মান।
৬ অকারণ বধ কর না মনুষ্যের প্রাণ ॥
৭ না করিও কখন কোন অশুচি কার্য্য।
৮ কাহার দ্রব্য না করিও কখন চৌর্য্য ॥
৯ কাহার বিষয়ে দিও না মিথ্যা প্রমাণ।
১০ লোভ করিও না কাহার স্ত্রী কিম্বা ধন ॥

[BENGA'LI'.]

Miscellaneous Series.] [*No.* 17.

MIRACLES
OF
THE LORD JESUS CHRIST.

খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য ক্রিয়া।

খ্রীষ্ট এক অন্ধকে চক্ষুর্দান করেন।

[মার্ক লিখিত সুসমাচার, দশম অধ্যায়, ৪৬—৫২ পদ।]

পরে তাহারা যিরীহো নগরে উপস্থিত হইলে পর তথাহইতে যখন শিষ্যগণের ও লোকসমূহের সহিত যীশু গমন করেন, এমন সময়ে টীমায়ের পুত্র বিটীমায় নামে এক জন অন্ধ ঐ পথের পাশে ভিক্ষা করিবার জন্যে বসিয়াছিল। সে নাসরিতীয় যীশুর আগমন সংবাদ পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হে যীশু দাউদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন্। তাহাতে অনেক লোক চুপ২ কহিয়া তাহাকে ধমকাইয়া উঠিল; কিন্তু তাহা না মানিয়া

6th ED. 5000.] 1837. [*Total printed,* 26,000.

সে আরও উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে দাঊদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন্। তখন যীশু দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন; তাহাতে লোকেরা ঐ অন্ধকে ডাকিয়া বলিল, ওহে, স্থির হও, উঠ, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন। তখন সে উঠিয়া উত্তরীয় বস্ত্র ফেলিয়া যীশুর নিকটে গেল। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, তোমার প্রার্থনা কি? তোমার নিমিত্তে আমি কি করিব? তখন সে অন্ধ তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, আমি যেন দৃষ্টি পাই। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল; এবং সে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইয়া পথ দিয়া যীশুর পশ্চাৎ২ চলিল।

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর॥

জিজ্ঞাসা। খ্রীষ্ট আপন কথার দ্বারা ঐ অন্ধকে যে চক্ষুর্দান দিলেন ইহাতে কি বোধ হয়?

উত্তর। ইহাতে এই বোধ হয় যে তিনি ঈশ্বর যেহেতু অন্ধ মনুষ্যকে যে চক্ষুর্দান করা সে ঈশ্বরবিনা অন্য কোন মনুষ্যের সাধ্য নয়।

প্র। ভাল তবে তাঁহার শিষ্যরাও কিন্তু সেই প্রকার আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিল তবে তাঁহাকেই এমন বোধ হইবেক কেন?

উ। তাহারা কখন২ সেই রূপ করিয়াছিল বটে তাহা সত্য কিন্তু আপনাদের নিজ শক্তি দ্বারা নয়।

প্র। আর কি বোধ হয়?

উ। প্রার্থনা করিলে তিনি আমাদিগকে জ্ঞান চক্ষু দিবেন এই বোধ হয়।

প্র। এই অন্ধ ব্যক্তির সহিত আমাদিগের তুলনা আছে কি না?

উ। হাঁ তুলনা আছে দেখ ঐ মনুষ্য যেমন চর্ম্ম চক্ষু হীন আমরাও তেমনি জ্ঞান চক্ষু হীন।

প্র। আর কি তুলনা আছে?

উ। এই তুলনা আছে দেখ ঐ ব্যক্তি কিছু দেখিতে না পাইয়া যেমন বিস্তর দুঃখ ভোগ করিতে ছিল এবং কোন কর্ম্ম করিতে পারিলনা তেমনি আমরাও পাপ স্বরূপ ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া ইহলোকে অনেক দুঃখ সহিতেছি এবং যাহাতে পরকালে পাপের সাজা না হয় এমন কর্ম্ম করিতে পারি নাই।

প্র। খ্রীষ্টের সম্বাদ পাইয়া তাঁহার নিকটে যে প্রার্থনা করিল তাহাতে আর কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

উ। এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে যীশু খ্রীষ্ট আমাদের সকলের মুক্তিকরিতে আসিয়াছেন ইহা শুনিয়া তাঁহার প্রতি মন দিতে হয়।

প্রু। প্রার্থনা করিবার কালে লোকেরা তাঁহাকে বারণ করিয়াছিল ইহাতে কি জ্ঞান হয়?

উ। এই জ্ঞান হয় যে লোকেরা দয়াহীন হইয়া যেমন তাঁহাকে বারণ করিয়াছিল তেমন যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিতে অনেকে আমাদিগকেও বারণ করিবেক।

প্রু। এই লোক যে অন্য মনুষ্যের কথা না শুনিয়া আরো উচ্চৈঃস্বরে কহিল হে যীশু আমার প্রুতি দয়া করুণ ইহাতে কি শিক্ষা পাইতে পারি?

উ। আমরা এই শিক্ষা পাইতে পারি যে লোকেরা ধর্ম্ম পথে যাইতে নিষেধ করিলেও তাহাও মানিবে না।

প্রু। খ্রীষ্ট যে তাঁহাকে ডাকিতে বলিয়াছিলেন ইহাতে কি জ্ঞান হয়?

উ। এই জ্ঞান হয় আমাদের নিবেদন গ্রাহ্য করিতে তিনি প্রুস্তুত আছেন।

প্র। ঐ ব্যক্তি যে শীঘ্র করিয়া তাঁহার কাছে দৌড়িল তাহাতে আমরা কি উপদেশ পাই?

উ। এই উপদেশ পাই যে পাছে মৃত্যু হঠাৎ উপস্থিত হইলে আমরা নরকে যাই এইকারণ বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র ধর্ম্মের প্রুতি মনোযোগ করিতে হয়।

প্রু। ঐ ব্যক্তি যে ধন না চাহিয়া চক্ষু চাহিয়াছিল ইহাতে কি শিক্ষা হয়?

উ। এই শিক্ষা হয় যে সকলের আগে জ্ঞান ও পাপের ক্ষমা পাইবার নিমিত্তে প্রুার্থনা করা ভাল।

প্র। চক্ষু পাইয়া যে যে খ্রীষ্টের সঙ্গে২ গেল ইহাতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

উ। এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে আমরা খ্রীষ্ট হইতে পারমার্থিক জ্ঞান পাইয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গামি হই অর্থাৎ সাধ্যানুসারে তাঁহারি মত সৎ আচরণে চলি।

যীশু এক বিধবার মৃত পুত্রের প্রাণ দেন।

[লুক লিখিত সুসমাচার, ৭ অধ্যায়, ১১—১৭ পদ।]

পরদিবসে তিনি নায়িন নামক নগরে গমন করিলেন, এবং তাঁহার অনেক শিষ্য ও অন্য২ অনেকেই তাঁহার সঙ্গে গেল। অপর সেই নগর-দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলে, কতক লোক এক মৃত মনুষ্যকে বহিয়া নগরের বাহিরে যাইতেছিল; সে তাহার মাতার এক পুত্র মাত্র, এবং তাহার মাতাও বিধবা, আর তাহার সঙ্গে তন্নগরীয় অনেক২ লোক ছিল। প্রভু তাহাকে দেখিয়া সদয় হইয়া কহিলেন, কান্দিও না। এবং তিনি নিকটে গিয়া খাট স্পর্শ করিলেন; তাহাতে বাহকেরা স্থগিত হইয়া দাঁড়াইলে তিনি কহিলেন, হে যুব মানুষ, উঠ, আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি। তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কথা

কহিতে লাগিল। পরে যীশু তাহার মাতার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। তাহাতে লোক সকলে শঙ্কিত হইল; আর আমাদের মধ্যে এক জন মহা ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় হইল, এবং ঈশ্বর আপন লোকদের নিকটে অনুগ্রহ করিলেন, এ কথা কহিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল। পরে সমুদয় যিহুদা দেশে এবং তাহার চতুর্দ্দিক্ অঞ্চলে তাঁহার এই সুখ্যাতি ব্যাপিল।

ইহার জিজ্ঞাসা বাদ।

প্র। যীশুখ্রীষ্ট যে এক যুবা মনুষ্যকে বাঁচাইলেন ইহাতে কি বোধ হয়?

উ। এই বোধ হয় যে তিনি সর্ব্বশক্তিমান অর্থাৎ তাঁহার অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই।

প্র। তিনি যে এই বিধবার প্রতি এমন অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন তাহাতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

উ। এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে পরের দুঃখেতে দুঃখী হইয়া তাঁহার মত করি দেখ শাস্ত্রেতে ও লেখা আছে যথা পিতৃহীন ও মাতৃহীন ও বিধবাগণের তত্ত্বাবধারণ করা ও সংসারহইতে আপনাকে নিষ্কলঙ্ক রূপে রক্ষা করা ইহাই আমাদের পিতা ঈশ্বরের সাক্ষাতে পবিত্র ও নির্ম্মল ধর্ম্ম হয়।

প্র। এই কর্ম্ম করাতে আমাদের মধ্যে মহা এক জন ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় হইয়াছে এমন কথা লোকেরা বলিল কেন?

উ। কারণ এই ঈশ্বর সহায়তা না করিলে এমন কর্ম্ম কেহ করিতে পারে না দেখ নিকদীয়ন নামে যিহুদিদের অধ্যক্ষ যীশুর আশ্চর্য্য কর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে বলিল আপনি যে ঈশ্বরহইতে এক জন উপদেশক ইহা আমরা জানি কেননা আপনি যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতেছেন, পরমেশ্বর সাহায্য ব্যতিরেক কেহ এমন কর্ম্ম করিতে পারে না।

প্র। ঈশ্বর আপন লোকের নিকটে দর্শন দিয়াছেন এ কথা কহিয়া যে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল তাহার কারণ কি?

উ। কারণ এই দেখ লোকের মুক্তি করিতে যে এমন ব্যক্তি পাঠান যাইবেক তাহা উহাদের ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত ছিল অতএব তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া ত্রাণ কর্ত্তা আসিয়াছেন তাহা বুঝিয়া তাহারা তাঁহার স্তব ও স্তুতি করিল।

প্র। যে লোকেরা তাঁহার সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যক্ত করিল ইহাতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

উ। এই শিক্ষা পাওয়া যায় ত্রাণ কর্ত্তা আসিয়াছেন এমন মঙ্গল সমাচার শুনিলে তাবৎ লোককে তাহা শুনাইতে হয়।

প্র। ভাল ঐ যুবা পুরুষের মৃত্যু হওয়াতে আমরা কি উপদেশ পাই?

উ। এই উপদেশ পাই যে বাল্যকালেতেও পরকালের চিন্তা করা উচিত কেননা কোন সময়ে মৃত্যু হইবে তাহার তো কিছুই ঠিকানা নাই।

যীশু ইলীসির নামে এক মৃত মানুষকে বাঁচান।

[যোহন লিখিত সুসমাচার, ১১ পর্ব্ব ১—৪৬ পদ।]

পরন্তু মরিয়ম্ ও তাহার ভগিনী মার্থা যে বৈথনীয়া গ্রামে বাস করে ঐ গ্রামে ইলীসির নামে এক জন পীড়িত ছিল। যে মরিয়ম প্রভুকে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া আপন কেশ দিয়া তাঁহার চরণ মোছাইয়া দিল, [১২ অধ্যায়ের ৩ পদে] তাহার ভ্রাতা ঐ ইলীসির। অতএব হে প্রভো, আপনি যাহাকে স্নেহ করেন সেই জন পীড়িত আছে, তাহার ভগিনীরা প্রভুর স্থানে এই কথা কহিয়া পাঠাইল। তখন যীশু এ সমাচার শুনিয়া কহিলেন, এ পীড়া জীবননাশের নিমিত্তে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে হইয়াছে; তাহাতে যেন ঈশ্বরের পুত্রের মহিমা প্রকাশ পায়।

যীশু যদ্যপি মার্থা ও তাহার ভগিনী এবং ইলীসিরকে স্নেহ করিতেন, তত্রাপি ইলীসিরের ব্যামোহ শুনিয়া তিনি যে স্থানে ছিলেন ঐ স্থানেই আর দুই দিবস রহিলেন।

পরে তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, আইস, আমরা পুনর্ব্বার যিহুদা দেশে যাই। তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, হে গুরো, অল্প দিন হইল যিহুদীয়েরা তোমাকে প্রস্তরাঘাত করিতে উদ্যত হইল, তথাচ কি আরবার সে স্থানে যাইবেন? তিনি উত্তর করিলেন, বারো ঘড়িতে কি এক দিন হয় না? অতএব দিবসে গমন করিলে কেহ উছোট খায় না, কেননা সে এই জগতের দীপ্তি পায়; কিন্তু রাত্রিতে গমন করিলে উছোট খায়, যেহেতু তাহাতে দীপ্তি মাত্র নাই। এই কথা কহিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আমাদের বন্ধু ইলীসির নিদ্রিত হইয়াছে; এখন তাহাকে নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ করিতে যাই। যীশু মৃত্যুর বিষয়ে এই কথা কহিলেন, কিন্তু বিশ্রামার্থে নিদ্রার বিষয়ে কহিলেন, ইহা বোধ করিয়া শিষ্যেরা কহিল, হে গুরো, সে যদি নিদ্রাগত হইয়া থাকে তবে ভালই।

তখন যীশু স্পষ্ট করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ইলীসির মরিয়াছে; কিন্তু তোমরা যেন প্রত্যয় কর এই জন্যে আমি সেখানে না থাকাতে তোমাদের বিষয়ে আহ্লাদিত হইলাম; অতএব আইস, তাহার নিকটে যাই। তখন থোমা যাহাকে দিদিম বলে সে সঙ্গি শিষ্যদিগকে কহিল, চল, আমরাও যাইয়া তাহার সঙ্গে মরি।

তদনন্তর যীশু তথায় উপস্থিত হইলে পর, ইলীসির চারি দিবস হইল কবরে রাখা গিয়াছে এই সম্বাদ শুনিলেন। আর যিরূশালম হইতে বৈথনীয়া কেবল ক্রোশ থানেক অন্তর প্রযুক্ত অনেক যিহূদীয়েরা মার্থাকে এবং মরিয়মকে ভ্রাতৃশোক সান্ত্বনা করিতে তাহাদের নিকটে আইল। মার্থা যীশুর আগমন সম্বাদ পাইবামাত্র গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, কিন্তু মরিয়ম্ গৃহেতে বসিয়া রহিল। তখন মার্থা যীশুকে কহিল, হে প্রভো, আপনি যদি এখানে থাকিতেন তবে আমার ভ্রাতা মরিত না, কিন্তু এখনও ঈশ্বরের কাছে যাহা প্রার্থনা করেন ঈশ্বর তাহা দিবেন, ইহা জানি। যীশু কহিলেন, তোমার ভ্রাতা উঠিবে। মার্থা কহিল, সে

শেষ দিবসে উত্থান সময়ে উঠিবে, তাহা জ্ঞাত আছি। তখন যীশু কহিলেন, আমিই উত্থান ও জীবনের কর্ত্তা; যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে সে মৃত হইয়াও বাঁচিবে, এবং যে কেহ জীবিত হইয়া আমাকে বিশ্বাস করে সে কখনো মরিবে না; এই কথাতে কি বিশ্বাস কর? সে কহিল, হাঁ প্রভো, যাঁহার অবতার হওনের অপেক্ষা ছিল আপনি ঈশ্বরের সেই অভিষিক্ত পুত্র, এমন বিশ্বাস করিতেছি। এই কথা বলিয়া সে যাইয়া আপন ভগিনী মরিয়মকে গোপনে ডাকিয়া কহিল, গুরু উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তোমাকে ডাকিতেছেন; এ কথা শুনিয়া সে ত্বরায় উঠিয়া তাঁহার নিকটে গেল। যীশু গ্রামের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া যেখানে মার্থার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল সে স্থানে ছিলেন। আর যে যিহুদীয়েরা মরিয়মের সহিত গৃহে থাকিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছিল তাহারা তাহাকে শীঘ্র উঠিয়া যাইতে দেখিয়া কহিল, ও কবরস্থানে রোদন করিতে যাইতেছে; ইহা বলিয়া তাহারা তাহার পশ্চাৎ ২ গেল। পরে মরিয়ম্ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যীশুকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিল,

হে প্রভো, আপনি যদি এখানে থাকিতেন তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। যীশু তাহাকে এবং তাহার সঙ্গি যিহুদীয়দিগকে রোদন করিতে দেখিয়া আপনিও শোকার্ত্ত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, তাহাকে কোথায় কবর দিয়াছ? তখন তাহারা কহিল, হে প্রভো, আসিয়া দেখুন। তাহাতে যীশু রোদন করিলেন। অতএব যিহুদীয়েরা কহিল, দেখ, ইনি তাহাকে কেমন স্নেহ করিতেন। এবং তাহাদের কেহ২ বলিল, যিনি অন্ধকে চক্ষু দিয়াছেন তিনি কি এই ব্যক্তির মৃত্যু নিবারণ করিতে পারিতেন না? তাহাতে যীশু পুনর্ব্বার অন্তরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কবরের নিকটে আইলেন; সেই কবর একটা গহ্বর, তাহার মুখেতে একখান প্রস্তর চাপান ছিল। তখন যীশু কহিলেন, এই প্রস্তর সরাইয়া দেও। তাহাতে মৃত ব্যক্তির ভগিনী মার্থা কহিল, হে প্রভো, এখন উহাতে দুর্গন্ধ হইয়া থাকিবে, কেননা অদ্য চারি দিন হইল কবরে আছে। তখন তিনি কহিলেন, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ দেখিতে পাইবা, এ কথা কি তোমাকে কহি নাই? তখন মৃত ব্যক্তির

কবরহইতে প্রস্তর সরাইলে পরে যীশু ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ, আমার নিবেদন শুনিয়াছ, এই জন্যে তোমার ধন্যবাদ করি। আর সতত শুনিয়া থাক তাহাও আমি জানি; কিন্তু তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহা যেন এইখানে উপস্থিত লোকেরা বিশ্বাস করে তন্নিমিত্তে এই এই কথা কহিতেছি। এই কথা কহিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, হে ইলীসির, বাহিরে আইস। তাহাতে সে মৃত লোক কবরবস্ত্রে হস্তপাদবদ্ধ এবং গামছাতে মুখবদ্ধ হইয়া বাহিরে আইল। তখন যীশু কহিলেন, বন্ধন সকল মুক্ত করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দেও। তখন মরিয়মের নিকটে আসিয়াছিল যে যিহুদীয় লোকেরা, তাহারা যীশুর এই কর্ম্ম দেখিয়া অনেকে বিশ্বাস করিল; কিন্তু অন্য কেহ২ ফিরূশীদের নিকটে গিয়া যীশুর এই কর্ম্মের সম্বাদ দিল।

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর।

প্রশ্ন। খ্রীষ্ট যে ইলীসিরকে ও মার্ত্তাকে এবং মরিয়মকে এত ভাল বাসিতেন কিসের নিমিত্তে?

উত্তর। তাহারা ঈশ্বরের পরম ভক্ত ছিল এই জন্যে।

প্র। ভাল তিনি যে তাহাদিগকে বড়ভাল বাসিতেন তাহা কেমন করিয়া জানা গেল?

উ। ইহাতে জানা যায় যে মরণের সম্ভাবনা থাকিতেও তিনি ইলীসিরকে বাঁচাইতে তাহার কাছে গেলেন।

প্র। তবে তাহার পীড়ার সম্বাদ পাইয়া তিনি যাইতে গৌণ করিলেন কেন?

উ। কারণ এই যে গৌণ করাতে তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে সেই ব্যক্তি মরিলেন তাহাতে উহাকে উত্থান করিলে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হইল।

প্র। আর কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

উ। এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে প্রার্থনা করিলে তিনি শুনেন আর উচিত সময় বুঝিয়া সেই প্রার্থনার ফল দেন।

প্র। যীশু যে লোকের দুঃখ দেখিয়া রোদন করিলেন তাহাতে আমরা কি উপদেশ পাই?

উ। এই উপদেশ পাই যে তিনি দয়াতে পরিপূর্ণ।

প্র। ভাল মার্ত্তা ও মরিয়ম ইহারা যদি ঈশ্বরকে প্রেম করিত তবে তাহাদের এমৎ আপদ ঘটিল কেন?

উ। কারণ এই ধার্ম্মিক লোক ইহকালে অন্য মনুষ্যের মত দুঃখ পায় কিন্তু সে দুঃখহইতে ঈশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করেন।

প্র। তাহারা খ্রীষ্টের কাছে যে ইলীসিরের ব্যামোহ জানাইলেন ইহার কারণ কি?

উ। কারণ এই তিনি যে তাহাকে ভাল করিতে পারেন তাহা উহারা জানিল আমরাও তাহাতে এই

জ্ঞান পাই যে দুঃখ হইলে তাহার কাছে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

প্র। শিষ্যেরা যে প্রাণ পণে খ্রীষ্টের সঙ্গে গিয়াছিল ইহাতে কি জ্ঞান হয়?

উ। এই জ্ঞান হয় যে পরের উপকারের জন্যে আপনার প্রাণপণ করিতে হয়।

প্র। দেখ যীশু কহিলেন যে আমিই উত্থান ও জীবন এই কথার ভাব কি?

উ। ভাব এই যেমন ইলীসিরকে উত্থান করাইয়া বাঁচাইলেন তেমনিই তিনি সকল মনুষ্যকে মহা বিচার দিনে উঠাইয়া বাঁচাইবেন আর এই ভাবও আছে দেখ যেমন ইলীসির মৃত্যুর বশ হইলেও তিনি তাহাকে বাঁচাইতে পারেন তেমনি আমরা পাপের বশ হইলেও আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন অর্থাৎ আমরা যে পাপ প্রযুক্ত নরকের যোগ্য হইয়াছি এবং ধর্ম্ম পথে চলিতে অপারগ হইয়াছি সে দুর্দশাহইতে তিনি আমাদের রক্ষা করিতে পারেণ এবং যাহাতে আমরা সেই পথে চলিতে পারি এমন শক্তি দিতে পারেণ।

প্র। তিনিও কহিলেন যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে সে মৃত্ত হইয়াও বাঁচিবে এবং যে কেহ জীবিত হইয়া আমাকে বিশ্বাস করে সে কখন মরিবে না এই কথার তাৎপর্য্য কি?

উ। তাৎপর্য্য এই যে লোকেরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া মরিয়াছে তাহারা সকলেই পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া নিত্যং পরলোকে বাঁচিবে, আর যাহারা এক্ষণে তাঁহাতে বিশ্বাস করে তাহারা পাপের সাজা কখনও পাইবে না।

ভূত ছাড়াইয়া খ্রীষ্ট এক বিশ্বাসি ব্যক্তির পুত্রকে ভাল করেন।

[মার্কলিখিত সুসমাচার, ৯ অধ্যায়। ১৪—২৯ পদ।]

অনন্তর তিনি শিষ্যগণের নিকটে আসিয়া তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে সমূহ লোককে এবং অধ্যাপকদিগকে তাহাদের সহিত বাদানুবাদ করিতে দেখিলেন; কিন্তু লোক সকল তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বিস্মিত হইয়া তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। তখন যীশু অধ্যাপকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ইহাদের সঙ্গে কিসের বাদানুবাদ করিতেছ? তাহাতে লোকদের কোন এক জন উত্তর করিল, হে গুরো, আমার একটি গুঙ্গা ভূতগ্রস্ত পুত্রকে আপনকার নিকটে আনিলাম। ঐ ভূত তাহার যে২ স্থান আক্রমণ করে সে২ স্থান মুচড়াইয়া ফেলে; আর তাহার মুখে ফেণা উঠে, এবং সে দন্ত কড়মড় করে ও ক্ষীণ হইয়া যায়; অতএব সেই ভূত ছাড়াইবার জন্যে আপনকার শিষ্যদের নিকটে নিবেদন করিলাম, কিন্তু তাহারা পারিল না। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আরে অবিশ্বাসি বংশ, আর কত কাল

তোমাদের সঙ্গে থাকিব; আর কত কাল তোমা-
দের আচরণ সহিষ্ণুতা করিব? তাহাকে আমার
নিকটে লইয়া আইস। তাহাতে তাঁহার নিকটে
তাহাকে আনিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিবা মাত্র
সেই ভূত বালককে এমনি মুচড়াইয়া ধরিল, যে
সে ভূমিতে পড়িয়া মুখ দিয়া ফেনা ভাঙ্গিয়া ছটফট
করিতে লাগিল। তখন তিনি তাহার পিতাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার এমত ভাব কত দিন
হইয়াছে? তাহাতে সে কহিল, বালক কালাবধি।
ইহাকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে ঐ ভূত অনেক বার
অগ্নিতে ও জলেতে ফেলিয়াছে, কিন্তু আপনি যদি
কিছু করিতে পারেন তবে আমাদের প্রতি সদয়
হইয়া উপকার করুন। তখন যীশু তাহাকে কহি-
লেন, যদি প্রত্যয় করিতে পার তবে প্রত্যয়ি
জনের কাছে সকলি সাধ্য। তাহাতে তৎক্ষণাৎ
ঐ বালকের পিতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে২ কহিল,
হে প্রভো, প্রত্যয় করি, আমার অপ্রত্যয়ের
প্রতিকার কর। পরে যীশু লোকসমূহকে দৌড়িয়া
আসিতে দেখিয়া ঐ অপবিত্র ভূতকে ধমকাইয়া
কহিলেন, হে বধির গুঙ্গা ভূত, ইহাহইতে ছাড়িয়া

যাও, ও আর কখনো ইহাতে আশ্রয় করিও না, তোমাকে আমি এই আজ্ঞা দিলাম। তখন সে ভূত চীৎকার শব্দ করিয়া তাহাকে মুচড়াইয়া বহির্গত হইল; কিন্তু বালক এমনি মৃতবৎ হইয়া পড়িল, যে মরিয়াছে এমত অনেকে কহিল। কিন্তু যীশু হস্ত ধরিয়া তাহাকে উঠাইলে সে উঠিল। পরে যীশু ঘরে প্রবেশ করিলে পর শিষ্যেরা গোপনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা সেই ভূতকে ছাড়াইতে পারিলাম না কেন? তখন তিনি কহিলেন, প্রার্থনা ও উপবাস না করিলে এই প্রকার ভূত আর কিছুতেই ছাড়ান যায় না।

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর।।

প্রশ্ন। এই বালককে যে ভূতে পাইয়াছিল ইহাতে কি বোধ হয়?

উত্তর। এই বোধ হয় যে মনুষ্যের শরীর ও প্রাণ এই দুইকেই যন্ত্রণা দিতে শয়তানের চেষ্টা।

প্র। খ্রীষ্ট যে ঐ ভূত ছাড়াইয়াছিলেন ইহাতে কি জ্ঞান হয়?

উ। জ্ঞান হয় এই যে শয়তান ও ভূত সকল তাঁহার বশে আছে।

প্র। এখনও কি মনুষ্যকে তেমনি করিয়া ভূতে পায়?

উ। তেমনি করিয়া ভূতে পাউক আর না পাউক কিন্তু ইহা জানিও যে সকলেরি মনেতে শয়তান বিরাজমান আছে আর যাহাতে প্রাণ যায় এমন নানা পাপ কর্ম্ম করিতে লওয়ায়।

প্র। যীশু যে বালককে হঠাৎ ভাল না করিয়া বলিলেন যদি প্রত্যয় করিতে পার তবে প্রত্যয়ী জনের কাছে সকলই সাধ্য ইহাতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

উ। এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে তিনি আমাদের রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করিলেও তবু বিশ্বাস না করিলে তিনি আমাদের মুক্তি কখনও করিবেন না।

প্র। সেই ভূত যে বালককে মুচড়াইয়া বহির্গত হইল ইহাতে আমাদের কি বোধ হয়?

উ। বোধ হয় এই যে যখন আমরা তাহার হাতহইতে রক্ষা পাই তখন তিনি আপন ঈর্ষা বিশেষ রূপে প্রকাশ করেন।

প্র। শিষ্যেরা ভূত ছাড়াইতে পারে নাই ইহাতে কি বোধ হয়?

উ। বোধ হয় এই যে যীশু সেই সময়ে আপন শিষ্যদিগকে অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে শক্তি দিলেন বটে তবু ধর্ম্মের প্রতি অতিশয় যত্ন না করিলে এমন ভূতকে দমন করিতে শক্তি দিলেন না আমরাও এই শিক্ষা পাই যে আমাদের কুস্বভাব যে বলবান ভূতের মত শক্তিমন্ত আছে সে ঈশ্বরের

কাছে একান্তমনে প্রার্থনা না করিলে দূর করা যায় না।

যীশু বিশ্রাম বারে এক নুলা মানুষকে সুস্থ করেন।

[লূক লিখিত সুসমাচার, ৬ অধ্যায়, ৬—১১ পদ।]

অনন্তর আর এক বিশ্রামবারে তিনি ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া উপদেশ দিতেছিলেন; সে সময়ে ঐ স্থানে দক্ষিণহস্ত শুষ্ক এক মনুষ্য উপস্থিত হইল। তাহাতে দোষ আরোপ করিবার নিমিত্তে অধ্যাপকেরা এবং ফিরূশীবর্গ এই অনুসন্ধান করিতে লাগিল, তিনি পীড়িতদিগকে বিশ্রামবারে সুস্থ করেন কি না। তখন যীশু তাহাদের মনের কল্পনা বুঝিয়া ঐ শুষ্কহস্ত ব্যক্তিকে কহিলেন, উঠিয়া মধ্য স্থানে দাঁড়াও। তাহাতে সে উঠিয়া দাঁড়াইলে পর যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, বিশ্রামবারে লোকের ভাল করা কিম্বা মন্দ করা, এবং প্রাণরক্ষা অথবা প্রাণনাশ করা ইহার কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য? পরে চারিদিগে সকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঐ মনু-

ষ্যকে বলিলেন আপন হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে সে হস্ত বিস্তার করিবা মাত্র অন্য হস্তের ন্যায় তাহার হস্ত সুস্থ হইল। তাহাতে তাহারা প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হইয়া যীশুকে কি করিবে, ইহার মন্ত্রণা পরস্পর করিতে লাগিল।

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর।

প্রশ্ন। খ্রীষ্ট যে বিশ্রামবারে নুলা মানুষকে ভাল করিয়াছিলেন ইহাতে কি জ্ঞান হইতে পারে?

উত্তর। জ্ঞান হয় এই যে বিশ্রামবারে দয়ার কর্ম্ম করিতে বারণ নাই।

প্র। ফিরুসীরা যে তাঁহার দোষ আরোপ করিতে চেষ্টা করিল তাহাতে কি শিক্ষা হয়?

উ। এই শিক্ষা হয় যে প্রধান লোকের মধ্যেও অনেকে সত্যধর্ম্ম জানিতে চেষ্টা না করিয়া কেবল দোষ দিবার নিমিত্তে বাঞ্ছা করে।

প্র। অনেকে তাঁহাকে হেয়জ্ঞান করিলেও তথাপি তিনি যে ঈশ্বরের কর্ম্মে ক্ষান্ত হইলেন না ইহাতে আমরা কি উপদেশ পাইতে পারি?

উ। এই উপদেশ মিলে যে লোক ভাল বাসুক আর নাইবা বাসুক কিম্বা ভাল করুক আর নাইবা করুক কিন্তু তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা সর্ব্বদা আমাদের করা উচিত।

প্র। এমন অলৌকিক ক্রিয়া দেখিয়াও যে লোক তাঁহার প্রতি আরও দ্বেষ করিয়াছিল ইহাতে কি বোধ হয়?

উ। বোধ হয় এই যে যাহাদের ঈশ্বরেতে প্রীতি নাই আশ্চর্য্যক্রিয়া দেখিলেও তাহাদের প্রত্যয় জন্মে না।

খ্রীষ্ট মহাঝড় ও সমুদ্রকে সুস্থির করেন।

[মার্কলিখিত সুসমাচার, ৪ অধ্যায়। ৩৫—৪১ পদ]

পরে সেই দিনের সন্ধ্যাকালে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আইস, আমরা ওপারে যাই। তখন তাহারা লোক সমূহকে বিদায় করিয়া তাঁহাকে লইয়া নৌকাতে প্রস্থান করিল; এবং আর২ নৌকাও তাঁহার সঙ্গে ছিল। তাহার পর এক প্রবল ঝড় উপস্থিত হওয়াতে নৌকা টলটলায়মান হইলে ঢেউতে এক নৌকা জল হইল। কিন্তু তিনি নৌকার পশ্চাদ্ভাগে বালিশে মস্তক দিয়া নিদ্রিত আছেন; অতএব তাহারা তাঁহাকে জাগ্রৎ করিয়া কহিল, হে প্রভো, আমাদের প্রাণ যায়, এ কি আপনকার চিন্তার বিষয় নয়? তাহাতে তিনি উঠিয়া বায়ুকে ধমক্ দিয়া সমুদ্রকে কহিলেন,

সুস্থির হও, ক্ষান্ত হও; তাহাতে তখনি বায়ু নিবৃত্তি হইলে সমুদ্র অতিশয় নিথর হইল। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এত শঙ্কাকুল হও কেন? তোমাদের কি বিশ্বাস নাই? তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, ইনি কেমন মানুষ, যে বায়ু এবং সমুদ্র ইহাঁর আজ্ঞাবহ হইল।

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর।

প্রশ্ন। এই যে কথা পড়াগেল ইহাতে খ্রীষ্টের ঈশ্বরীয় শক্তি কিমতে প্রকাশ হয়?

উত্তর। এই মতে প্রকাশ পায় যে তিনি এক কথা মাত্রে ঝড় ও সমুদ্রকে স্তব্ধ করিলেন।

প্র। তাঁহার শিষ্যগণ নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রমধ্যে গেলে যে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল ইহাতে কি কোন উপদেশ পাওয়া যায়?

উ। এই উপদেশ মেলে যে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে ব্যবহার করিলেও বিপদ কখনং ঘটে।

প্র। খ্রীষ্ট এমন বিপদ ঘটিতে দেনকেন?

উ। কারণ এই যে বিপদ হইলে আমাদের বিশ্বাস প্রকাশিত হয় এবং আমাদিগকে রক্ষা করিলে পর তাঁহার অতুল্য দয়া ও শক্তি জানা যায়।

যীশু দশ জন কুষ্ঠীকে সুস্থ করেন।

[লূক লিখিত সুসমাচার, ১৭ অধ্যায়। ১১—১৯ পদ।]

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর।

অপর তিনি যিরূসালমে যাত্রা করিয়া শমরোণ ও গালীল প্রদেশের মধ্যস্থান দিয়া গমন করিতেছেন, ইতোমধ্যে কোন গ্রামে প্রবেশ করিবামাত্র দশ জন কুষ্ঠী তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হে প্রভো যীশু, আমাদের প্রতি দয়া করুন। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন, তোমরা যাজকগণের নিকটে গিয়া আপনাদিগকে দেখাও; তাহাতে তাহারা যাইতে২ রোগ হইতে পরিষ্কৃত হইল। তখন তাহাদের মধ্যে এক জন শমরোণী আপনাকে সুস্থ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতে২ ফিরিয়া আইল, এবং যীশুর স্তব করিতে২ তাঁহার চরণ তলে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িল। তখন যীশু কহিলেন, কি দশ জন পরিষ্কৃত হইল না? তবে আর নয় জন কোথায়? ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে এই বিদেশি ব্যক্তি ব্যতিরেক আর কাহাকেই পাওয়া গেল না। ইহা

বলিয়া তিনি তাহাকে কহিলেন, উঠিয়া চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল।

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর॥

প্রশ্ন। খ্রীষ্ট যে এক কথাতে দশ জন কুষ্ঠীকে ভাল করিলেন ইহাতে কি বোধ হয়?

উত্তর। বোধ হয় এই যে তিনিই ঈশ্বর।

প্র। ভাল তাহারা ডাকিবা মাত্র তিনি যে শুনিলেন তাহাতে আমরা কি জ্ঞান পাই?

উ। প্রার্থনা করিলে যে তিনি শুনিতে প্রস্তুত আছেন এই জ্ঞান পাই।

প্র। নীরোগ হইয়া দশ জনের মধ্যে যে কেবল এক জন আপনাকে কৃতকার্য্য মানিয়াছিল ইহার ভাব কি?

উ। ভাব এই যে সকলেই প্রতিদিন ঈশ্বর হইতে উপকৃত হইতেছে কিন্তু অল্প লোক সে উপকার মানে।

প্র। ঐ কুষ্ঠী জনের সঙ্গে আমাদের কি তুলনা আছে?

উ। এই তুলনা আছে দেখ ঐ ব্যক্তির রোগেতে যেমন উহার শরীরের তাবৎ ধাতু বিগড়িয়া গিয়াছিল তেমনি পাপপ্রযুক্ত আমাদের মন বিগড়িয়া গিয়াছে।

প্র। আর কি তুলনা আছে?

উ। দেখ মানুষে যেমন কুষ্ঠরোগ ভাল করিতে পারে না তেমনি পাপদ্বারাতে নষ্ট হইয়াছে যে আমাদের মন তাহা মানুষেরা ভাল করিতে পারে না কেবল খ্রীষ্ট পারেন।

প্র। ঐ ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল ইহাতে কি উপদেশ পাই?

উ। এই উপদেশ পাই মানুষ যে উপায় দ্বারা পাপ হইতে নিস্তার পায় তাহা সকলকে জানান উচিত।

স্ত্রীলোক ও বালক ছাড়া পাঁচ হাজার মানুষকে খ্রীষ্ট পাঁচটা রুটীতে ভোজন করান।

[মথীলিখিত সুসমাচার, ১৪ অধ্যায়। ১৩—২১ পদ]

অনন্তর যীশু ইহা শুনিয়া নৌকাযোগে একাকী নির্জন স্থানে গমন করিলেন। পরে লোকেরা তাহা শুনিয়া নগর২ হইতে আসিয়া পদব্রজে তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিল। তখন যীশু বাহিরে আসিয়া মহালোকারণ্য দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, ও তাহাদের পীড়িত লোক সমস্তকেই সুস্থ করিলেন। পরে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, একে নির্গম স্থান, তাহাতে বেলাও অবসান; অতএব লোক সকলকে বিদায় করুন, তাহারা গ্রামে২ গিয়া আপনাদের নিমিত্তে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করুক। কিন্তু যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, উহাদের যাওয়া আবশ্যক নয়, তোমরাই

উহাদিগকে ভোজন করাও। তাহাতে তাহারা কহিল, আমাদের এখানে কেবল পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য আছে। তখন তিনি কহিলেন, তাহাই আমার নিকটে আন। পরে তিনি লোকদিগকে ঘাসের উপরে বসিতে আজ্ঞা করিলেন; এবং ঐ পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি-পাত পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিলেন; তাহাতে শিষ্যেরা লোকদিগকে পরিবেষণ করাতে স্ত্রী ও বালক ছাড়া ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র পুরুষ ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল। অবশেষে উদ্বৃত্ত গুঁড়া গাঁড়াতে পূর্ণ বার ডালী উঠাইয়া লইল।

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর।

প্রশ্ন। লোকেরা কি নিমিত্তে যীশুর কাছে গিয়াছিল?

উত্তর। তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিয়া আর উত্তম উপদেশ শুনিয়া অনেকে তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তা করিয়া মানিত এই কারণ।

প্র। যীশুখ্রীষ্ট রোগী সকলকে যে সুস্থ করিলেন ইহাতে কি বোধ হয়?

উ। এই বোধ হয় যে তাঁহার কাছে মিনতি করিলে পাপস্বরূপ রোগহইতে তিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।

প্র। লোককে বিদায় না করিয়া যে তিনি উহাদিগকে খাওয়াইলেন ইহাতে আমাদের কি ভরসা হইতে পারে?

উ। এই ভরসা হইতে পারে যে ধর্ম্মের প্রতি মনোযোগ করিলে যদি কোন দুঃখ জন্মে তবে যাহাতে আমরা সেই দুঃখ স্বচ্ছন্দে সহিতে পারি এমন শক্তি তিনি আমাদিগকে দিবেন।

প্র। এই আশ্চর্য্য কর্ম্ম করাতে আমরা আর কি শিক্ষা পাইতে পারি?

উ। এই শিক্ষা মিলে দেখ পাচটা রুটী আর দুইটা মাছেতে সে কি না অতি অল্প খাদ্য বস্তুতে যেমন হাজার২ লোককে খাওয়াইতে পারিতেন তেমনি আপনার কথা যে লোকেরা ছোট করিয়া মানে তাহার দ্বারাতে হাজার২ লোকের মনকে রক্ষা করিতে পারেন, অর্থাৎ পাপও জগতের মায়া এবং শয়তানের ফাঁদহইতে আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন।

প্র। ভাল পরিবেষণের পূর্ব্বে খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরকে স্তব করিলেন ইহাতে আমরা কি উপদেশ পাইতে পারি?

উ। এই উপদেশ পাই খাইবার সময়ে পরমেশ্বর যিনি আমাদিগকে খাইতে দেন, তাঁহার স্তব করা আমাদের কর্ত্তব্য।

প্র। ভাল খাওয়া হইলে পর খ্রীষ্ট যে সকল গুঁড়া গাঁড়া কুড়াইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন ইহাতেই বা কি উপদেশ পাওয়া যায়?

উ। এই উপদেশ মিলে যে ঈশ্বর আমাদিগকে যে২ সামগ্রী দিয়াছেন, তাহার কিছুই কোনমতে আমাদের অপব্যয় করা কর্ত্তব্য নয়।

যীশু এক ভূতগ্রস্ত লোককে ভাল করেন।

[মার্কলিখিত সুসমাচার, ৫ অধ্যায়। ১—২০ পদ।]

পরে তাহারা সমুদ্রের পারে গিয়া গদরী দেশে উপস্থিত হইল। তখন নৌকাহইতে নামিবামাত্র অপবিত্র ভূতগ্রস্ত এক জন কবরস্থানহইতে নির্গত হইয়া তাঁহার নিকটে আইল। সে ব্যক্তি কবর মধ্যে বাস করিত, কেহ তাহাকে শৃঙ্খলেতেও বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না। তাহাকে বার২ বেড়ী ও শৃঙ্খল দিয়া বন্ধন করিলেও সে শৃঙ্খল টানিয়া খুলিয়া ফেলিত; এবং বেড়ী ভাঙ্গিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিত; কেহ তাহাকে বশীভূত করিতে পারিত না। আর দিবারাত্রি পর্ব্বতে ও কবরে ভ্রমণ করিয়া চীৎকার শব্দ করিত, এবং প্রস্তর দিয়া আপনাকে আপনি কাটিত। কিন্তু যীশুকে দূরে দেখিবামাত্র দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এবং উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া কহিল, হে সর্ব্বপ্রধান ঈশ্বরের পুত্র যীশু, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক

কি? আমি তোমাকে ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, আমাকে যন্ত্রণা দিও না। কেননা যীশু তাহাকে কহিয়াছিলেন, রে অপবিত্র ভূত, এই মনুষ্যহইতে বাহির হও। পরে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? তাহাতে সে উত্তর করিল, আমরা অনেকে আছি, এই জন্যে আমার নাম বাহিনী। পরে তিনি যেন দেশহইতে তাহাদিগকে পাঠাইয়া না দেন তাঁহার কাছে এই প্রার্থনা করিল। ঐ সময়ে পর্ব্বতের নিকট বড় একটি শূকরের পাল চরিতেছিল; ভূতেরা বিনতি করিয়া কহিল, ঐ শূকর পালের আশ্রয় লইতে আমাদিগকে প্রেরণ কর। তাহাতে যীশু অনুমতি দিলে পর সেই অপবিত্র ভূতেরা মনুষ্যকে ছাড়িয়া শূকরের পালমধ্যে প্রবিষ্ট হইল; তাহাতে তাবৎ শূকর (অর্থাৎ ন্যূনাধিক প্রায় দুই সহস্র) দৌড়িয়া এক উচ্চস্থান দিয়া গড়াইতে২ সমুদ্রেতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। অতএব শূকর পালকেরা পলাইয়া নগরে ও গ্রামে২ গিয়া ঐ বৃত্তান্ত কহিল। তখন লোকেরা সেই ঘটনা দেখিতে বাহিরে গেল, এবং যীশুর নিকটে আসিয়া সেই ভূতগ্রস্ত, অর্থাৎ

বাহিনী ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে বস্ত্রান্বিত ও সচেতন ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা ভীত হইল। আর দর্শনকারি লোকদের প্রমুখাৎ ঐ ভূতগ্রস্ত মানুষের ও শূকরপালের ঘটনার বিষয় শুনিয়া আপনাদের অঞ্চলহইতে যাইতে যীশুকে বিনতি করিতে লাগিল। পরে তাঁহার নৌকারোহণ সময়ে ঐ ভূতহইতে মুক্ত ব্যক্তি যীশুর সঙ্গে থাকিতে প্রার্থনা করিল; কিন্তু তিনি তাহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, তুমি আপন অন্তরঙ্গের নিকটে যাও, এবং প্রভু তোমার প্রতি দয়া করিয়া যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করাও। অতএব সে প্রস্থান করিয়া দিকাপলি দেশেতে যীশুর কৃত ঐ সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল; তাহাতে সকল লোকেরি চমৎকার জ্ঞান হইল।

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর।

প্রশ্ন। খ্রীষ্ট সমুদ্র পার হইয়া গদরী দেশে গেলেন ইহাতে কি উপদেশ পাওয়া যায়?

উত্তর। এই উপদেশ মিলে যে তিনি জল পথে ও স্থল পথে গিয়া নিকটস্থ ও দূরস্থ তাবৎ দেশীয় লোকদিগের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া ফিরিতেন।

প্র। ভাল নৌকাহইতে নামিবা মাত্র এক অপবিত্র ভূতগ্রস্ত লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ। এই শিক্ষা পাই পাপাত্মা শয়তান কেবল মনুষ্য-দিগকে দুঃখ দিয়া ফিরিতেছে।

প্র। সে দূর হইতে যীশুকে দেখিবা মাত্র দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার উপাসনা ও স্তব স্তুতি করিল সে কি প্রেম হেতুক এমনি বোধ হয়?

উ। না প্রেমেতে নয় সে কেবল ভয় হেতুক করিল ইহা জ্ঞান হয়।

প্র। তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিও না সে এমন প্রার্থনা করিয়াছিল কেন?

উ। কারণ এই ভূতদিগকে ধমকাইতে খ্রীষ্টের শক্তি আছে ইহা সে জানিত।

প্র। ভাল খ্রীষ্ট তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল আমার নাম বাহিনী ইহার ভাব কি?

উ। ভাব এই বাহিনী শব্দে সমূহ বুঝায় অতএব তা-হাকে অনেক ভূতে পাইয়াছিল তাহাই বুঝাইল।

প্র। ভূতগ্রস্ত হওয়াতে এক পাল শূকর দৌড়িয়া সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিয়া মরিল আর খ্রীষ্ট ভূতদিগকে শূকরের আশ্রয় করিতেদিয়া লোকদিগের এতক্ষতি করিলেন ইহাতে কি অন্যায় বুঝায় না?

উ। না, তাঁহার অন্যায় কিছু মাত্রনাই কারণ ঐ দেশের লোকেরা অতি পাপি বিশেষতঃ শূকর পালন

করা যিহুদি লোকের নিষেধ ছিল অতএব তিনি যে ক্ষতি করিলেন সে তাহাদের উপযুক্ত দণ্ড হইল।

প্র। ঐ ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি ভাল হইয়াছিল এবং শূকরের পাল ডুবিয়া মরিয়াছিল তাহা জানিয়া লোকেরা যে ভীত হইয়া যীশুকে মিনতি পূর্ব্বক বলিল আপনি এ অঞ্চলহইতে প্রস্থান করুন, ইহাতে কি বোধ হয়?

উ। বোধ হয় এই যে পাপিষ্ঠ লোকেরা সংসারকে সার বিষয় করিয়া মানে এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তির উপদেশ শুনিতে চায় না।

প্র। যীশু যে ঐ ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে না দিয়া উহাকে বলিলেন তুমি আপন অন্তরঙ্গের নিকটে যাও এবং প্রভু তোমার প্রতি দয়া করিয়া যে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করাও আমরা তাহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ। এই শিক্ষা পাই যে আমরা আপনার বিষয়ে কেবল ভাবনা করি তাহা নয় কিন্তু যাহাতে অন্য লোকের মঙ্গল হইতে পারে তাহাও করিতে আমরা চেষ্টা করিব।

খ্রীষ্ট এক জন সেনাপতির চাকরকে সুস্থ করেন।

[লুক লিখিত সুসমাচার, ৭ অধ্যায়। ১—১০ পদ।]

পরে লোকদের কর্ণগোচরে উপদেশ সমাপ্ত করিয়া তিনি যখন কফরনাহূম নগরে প্রবেশ করেন সেই সময়ে শত সেনাপতির এক জন প্রিয় দাস মৃতবৎ পীড়িত ছিল। অতএব সেনাপতি

যীশুর বিষয় শুনিয়া দাসকে সুস্থ করিবার নিমিত্তে তাঁহার আগমনার্থে বিনয় করিতে যিহুদীয়দের কএক জন প্রাচীনকে পাঠাইয়া দিল। তাহারা যীশুর নিকটে গিয়া একান্তরূপে বিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, ঐ সেনাপতি আপনকার অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র বটে, কেননা সে আমাদের এই দেশীয় লোককে ভাল বাসে, এবং আমাদের জন্যে এক ভজনালয় নির্ম্মাণ করিল। তাহাতে যীশু তাহাদের সঙ্গে গমন করিয়া বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলে ঐ শত সেনাপতি বন্ধু লোকদ্বারা তাঁহার নিকটে কহিয়া পাঠাইল, হে প্রভো, আপনাকে ব্যামোহ দিও না; আপনি যে আমার গৃহমধ্যে পদার্পণ করেন আমি এমত যোগ্য পাত্র নহি, বরঞ্চ আমি আপনকার নিকটে যাইতেও আপনাকে অযোগ্য বুঝিলাম। অতএব আপনি কথায় মাত্র বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে। যেহেতুক আমি পরাধীন হইলেও আমার অধীন যে সেনাগণ আছে তাহাদের এক জনকে যাও বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে আইস বলিলে সে আইসে, তদ্ভিন্ন নিজ

দাসকে ইহা কর কহিলে সে তাহাই করে। যীশু এ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তি লোককে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে কহি, ইশ্রায়েলের মধ্যেও এমন বিশ্বাস পাইলাম নাই। পরে ঐ প্রেরিত লোকেরা গৃহে গিয়া পূর্ব্ব পীড়িত সেই দাসকে সুস্থ দেখিল।

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর।

প্রশ্ন। ঐ সেনাপতি খ্রীষ্টের সম্বাদ পাইয়া লোক দ্বারা তাঁহার কাছে এই প্রার্থনা করিল তিনি আসিয়া আমার চাকরকে অরোগী করুন এই কথাতে কি শিক্ষা হয়?

উত্তর। এই শিক্ষা পাই যে চাকরের প্রতি দয়া করা উচিত।

প্র। ভাল ঐ ব্যক্তি এতবড় সম্ভ্রান্তলোক হইয়াও আপনাকে অযোগ্য ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া নিবেদন জানাইবার জন্যে খ্রীষ্টের কাছে এক জন যিহূদীর প্রাচীন লোককে পাঠাইল ইহাতে কি উপদেশ মিলে?

উ। এই জানা যায় যাহারা ঈশ্বরকে ভক্তি করে তাহারা অন্যহইতে আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া খ্রীষ্টকে সমাদর করে।

প্র। ভাল সেই প্রেরিত যিহূদীয় লোক ঐ সেনা-পতিকে ভক্ত জানিয়া তাহার জন্যে খ্রীষ্টের কাছে

একান্তরূপে বিনতি করিতে লাগিল এ কথাতে কি বোধ হয়?

উ। এই বোধ হয় যে সকলেরি উপকার করা উচিত কিন্তু ঈশ্বর পরায়ণ লোকের উপকারের জন্যে কিছুবিশেষরূপে চেষ্টা করা উচিত।

প্র। ঐ ব্যক্তি যে যিহুদী লোকের নিমিত্তে ভজনালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ইহাতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

উ। দুই শিক্ষা মিলে প্রথমতঃ পরের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ তাহা ক্রিয়া দ্বারা জানা যায় দ্বিতীয়তঃ এই সকল উপকারের মধ্যে পরকালের মঙ্গল বিষয়ে যে উপকার সে সকলহইতে শ্রেষ্ঠ।

প্র। ঐ সেনাপতির নম্রতা ও বিশ্বাস দেখিয়া খ্রীষ্ট আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন কেন?

উ। কারণ এই ঈশ্বরেতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে পৃথিবীর মধ্যে এমন লোক পাওয়া দুর্লভ।

প্র। তাহার বড় বিশ্বাস দেখিয়া খ্রীষ্ট তৎক্ষণাৎ তাহার প্রার্থনা সিদ্ধ করিলেন ইহাতে কি জানা যায়?

উ। এই জানা যায় যে দৃঢ় বিশ্বাস করিলে ঈশ্বর অবশ্য আমাদের নিবেদন গ্রাহ্য করিবেন।

প্র। ভাল খ্রীষ্ট আজ্ঞা দ্বারা সেই চাকরকে সুস্থ করিলেন, ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ। এই শিক্ষা মিলে যে খ্রীষ্ট অসীম ক্ষমতাপন্ন হইয়া ছোট বড় সকল লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।

CALCUTTA:
PRINED FOR THE CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY OF THE BAPTIST MISSION PRESS.

[BENGA'LI'.]

Miscellaneous Series.] [No 18.

CHRIST'S SERMON ON THE MOUNT.

খ্রীষ্টের উপদেশ কথা।

জগতের ত্রাণকর্ত্তা যে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র যীশু খ্রীষ্ট প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইল মনুষ্যের নিস্তারের জন্যে যিহুদী দেশেতে নরাকারে অবতীর্ণ হইয়া পাপরহিত ও অতি শুদ্ধ সত্ত্বরূপে ৩৩ তেত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কাল যাপন করিলেন। আর ঈশ্বর তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যে পরম দয়া প্রকাশ করিয়া নানা অলৌকিক কর্ম্ম করিলেন; অর্থাৎ এক কথা মাত্রেতে জন্মান্ধকে দর্শনের ও বোবাকে কহিবার ও বধিরকে শুনিবার ও খঞ্জকে গমনের শক্তি দিলেন। অধিক কি বলিব, কখন২ মৃত মনুষ্যকেও বাঁচাইলেন; মনুষ্যাদির অসাধ্য এই রূপ অনেক ক্রিয়া তিনি করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল কর্ম্মের সার এই যে অসংখ্যক ঘোরতর দুঃখ ও ক্লেশ ও অপমান সহ্য করিয়া মৃত্যু পর্যান্ত স্বীকার করাতে মনুষ্যদের বদলে স্বদেহে পাপের শাস্তিভোগ করিলেন; অর্থাৎ মহাপ্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেক অখণ্ডনীয় যে মনুষ্যদের পাপ, তাহা খণ্ডাইবার জন্যে আপন প্রাণ ও রক্ত বলিরূপে দিয়া মহাপ্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তৎকৃত প্রায়শ্চিত্তের এমন মহাগুণ, যে যে লোক তাঁহাতে বিশ্বাস করে তাহারা পরিত্রাণ পাইবে। যথা 'ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন দয়া করিলেন, যে তিনি আপন অদ্বিতীয়

April, 1839.] [5000 *Copies.*

পুত্রকেই প্রদান করিলেন, তাহাতে যে কেহ তাঁহার উপর বিশ্বাস করে সেই নষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়।”

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে আর এক আশ্চর্য্য কথা কহি শুন। মরণানন্তর কবরস্থ হইলে তিনি তিন দিনের পর সজীব হইয়া উঠিলেন, এবং চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে থাকিয়া অনেকের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া পুনঃ স্বধাম যে স্বর্গ তাহাতে আরোহণ করিলেন। এইক্ষণে তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর উপর তাঁহার কর্তৃত্ব আছে, এবং অতি প্রেমপূর্ব্বক আপন আশ্রিত লোকদিগকে প্রতিপালন ও রক্ষা করত তাহাদের উপর যে বিষয় ঘটে, সে সকল মঙ্গলের জন্যে সিদ্ধ করেন। পরন্তু অগ্নিপ্রলয়কালে তিনি স্বর্গহইতে মেঘারোহণে আসিয়া তাবৎ মৃত মনুষ্যকে পুনর্ব্বার জীবন দান করিয়া উঠাইবেন, এবং যথার্থ বিচার করিয়া স্ব২ কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে প্রতিফল দিবেন; অর্থাৎ যাহারা ইহ লোকে মন ফিরাইয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মাচরণ করে তাহাদিগকে অসীম স্বর্গীয় সুখ দিবেন। আর যাহারা তাঁহার উপর অবিশ্বাস করিয়া পাপ কর্ম্মে রত হয় তাহাদিগকে নরকানলে নিক্ষিপ্ত করিবেন।

এই যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কথা সংক্ষেপে কহিলাম, ইহার বৃত্তান্ত ধর্ম্মপুস্তকে বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। সেই ধর্ম্মপুস্তক মনুষ্য কল্পিত নহে, ঈশ্বরাজ্ঞাতে কোন২ মহাত্ম-কর্তৃক রচিত; অতএব হে বন্ধু সকল, তোমরা একান্ত মনে ও দৃঢ় বিশ্বাসে তাহা পাঠ কর; যে হেতুক সেইশাস্ত্র ব্যতিরেক অন্য কোন গ্রন্থেতে অনন্ত জীবনের অর্থাৎ পরিত্রাণের কথা পাওয়া যায় না। প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সেই ধর্ম্মপুস্তকে যে সকল উপদেশ বাক্য লিখিত আছে, তাহার মধ্যে কতক গুলি কহি, তোমরা মনঃসংযোগ পূর্ব্বক পাঠ

করিয়া তদর্থ বোধ করিলে প্রফুল্লান্তঃকরণে অবশ্য বলিবা, এ শাস্ত্র নিতান্তই ঈশ্বরকৃত, কদাচ মনুষ্যকল্পিত নহে; সেই সকল উপদেশ কথা এই ২, যথা।

খ্রীষ্টের উপদেশ কথা।

অভিমান-শূন্য লোকেরা ধন্য, কেননা স্বর্গরাজ্যে তাহাদের অধিকার। খিদ্যমান লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। নম্রশীল লোকেরা ধন্য, কেননা তাহারা পৃথিবীতে অধিকার পাইবে। ধর্ম্মবিষয়ে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণান্বিত লোকেরা ধন্য, যে হেতুক তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। দয়ালু লোকেরা ধন্য, কেননা তাহারা দয়া পাইবে। নির্ম্মলান্তঃকরণ লোকেরা ধন্য, যেহেতুক তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। মিলনকারকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বিখ্যাত হইবে। ধর্ম্ম প্রযুক্ত তাড়িত লোকেরা ধন্য, কেননা স্বর্গরাজ্যে তাহাদের অধিকার। যখন মনুষ্যেরা আমার নাম প্রযুক্ত তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, এবং মিথ্যা করিয়া নানা মন্দ কথা বলে; তখন তোমরা ধন্য। সেই সময়ে তোমরা আনন্দ কর, এবং অতিশয় আহ্লাদিত হও, কেননা স্বর্গেতে প্রচুর ফল পাইবা; তাহারা তোমাদের পূর্ব্বকালীয় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকেও এই মত তাড়না করিয়াছিল।

তোমরা পৃথিবীর লবণ স্বরূপ, কিন্তু লবণের যদি লবণত্ব যায় তবে সে কি প্রকারে আস্বাদযুক্ত হইবে? সে কোন কার্য্যের যোগ্য না হওয়াতে কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও মনুষ্যের পদতলে দলিত হইবার যোগ্য হয়। তোমরা জগতের দীপ্তি স্বরূপ; পর্ব্বতোপরিস্থ নগর গুপ্ত হইতে পারে না। আর মনুষ্যেরা প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে; তাহাতে সে দীপ গৃহ-

স্থিত সকল লোককেই দীপ্তি প্রদান করে। যাহাতে মনুষ্যেরা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ধন্যবাদ করে, তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তি এমত সপ্রকাশ হউক।

আমি ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাক্যের লোপ করিতে আইলাম এমন অনুভব করিও না; তাহার লোপ করিতে আইলাম না, কিন্তু সফলতা করিতে আইলাম। আর আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবীর ধ্বংস না হইবে তাবৎ সমস্ত সফল না হইলে ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুর লোপ হইবে না। অতএব যে কেহ এই সকল আজ্ঞার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র এক আজ্ঞাও লঙ্ঘন করে, আর লোকদিগকে সেই রূপ শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গীয় রাজ্যের মধ্যে সকলহইতে ক্ষুদ্র বিখ্যাত হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা পালন করে এবং তদ্রূপ শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গীয় রাজ্যের মধ্যে প্রধান বিখ্যাত হইবে। আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অধ্যাপক ও ফিরূশী লোকদের অপেক্ষা তোমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান উত্তম না হইলে, তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবা না।

আর 'তুমি নরহত্যা করিও না,' কেননা যে নরহত্যা করে সে বিচারস্থানে দণ্ডযোগ্য হইবে; পূর্ব্বকালের লোকদিগকে ইহা উক্ত ছিল, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ অকারণে আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে সে বিচারস্থানে দণ্ডযোগ্য হইবে, এবং যে কেহ আপনার ভ্রাতাকে নির্ব্বোধ বলে সে মহাসভাতে দণ্ডার্হহইবে; আর তুই মূঢ়, এ কথা যদি কেহ আপনার ভ্রাতাকে বলে, তবে সে নরকাগ্নিতে দণ্ডোপযুক্ত হইবে। অতএব বেদির নিকটে আপন নৈবেদ্য আনিলেও আপন

ভ্রাতার নিকটে কোন কারণে দোষী আছ, সে সময়ে যদি তোমার এমন মনে পড়ে, তবে সেই বেদির সংমুখে আপন নৈবেদ্য রাখিয়া তখনি গিয়া অগ্রে তাহার সহিত মিলন কর, পশ্চাৎ আসিয়া আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও। আর যে পর্য্যন্ত বিবাদির সঙ্গে পথে আছ তাবৎ তাহার সহিত মিলন কর; নতুবা বিবাদী বিচারকর্ত্তার নিকটে তোমাকে সমর্পণ করিবে, এবং বিচারকর্ত্তা প্রহরির স্থানে সমপণ করিলে তুমি কারাগারে বদ্ধ হও; তবে আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ না করিলে সেস্থানহইতে কখনও বাহিরে আসিতে পাইবা না।

আর 'তুমি ব্যভিচার করিও না,' এই যে কথা পূর্ব্বকালের লোকদিগকে উক্ত ছিল তাহা তোমরা শুনিয়াছ; কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, কেহ যদি কোন স্ত্রীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, তবে সে মনেং তখনি ব্যভিচার করিল। অতএব তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি বাধা জন্মায় তবে ঐ চক্ষু উৎপাটন করিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; কেননা তোমার সমস্ত শরীরকে নরকে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা বরঞ্চ তোমার এক অঙ্গের নাশ হওয়া লাভ। কিম্বা তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি বাধা জন্মায়, তবে ঐ হস্ত ছেদন করিয়া দূরে ফেল; যেহেতুক সকল শরীরকে নরকে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা এক অঙ্গের নাশ হওয়া লাভ।

উক্ত আছে, 'কেহ যদি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে চাহে তবে সে তাহাকে ত্যাগপত্র দিউক;' কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ না পাইয়া কেহ যদি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তবে সে তাহাকে ব্যভিচার করায়, এবং যে ব্যক্তি সেই ত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করে সেও ব্যভিচার করে।

পুনশ্চ, 'তুমি কোন মিথ্যা দিব্য না করিয়া ঈশ্বরের প্রতি আপন দিব্য পালন করিও,' পুর্ব্বকালের লোকদিগকে এই যে কথা কহা গিয়াছিল তাহাও তোমরা শুনিয়াছ; কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, কোন দিব্যই করিও না, অর্থাৎ স্বর্গ লইয়া না, কেননা সে ঈশ্বরের সিংহাসন; এবং পৃথিবী লইয়া না, কেননা সে তাঁহার পাদপীঠ; আর যিরূশালম লইয়া না, কেননা সে মহারাজের পুরী; এবং আপনার মস্তক লইয়াও না, যেহেতুক তাহার এক কেশ শুক্ল কি কৃষ্ণ বর্ণ করিতে তোমার সাধ্য নাই। আর তোমরা আপন কথোপকথনে কেবল হাঁ ও কেবল না বল, কেননা ইহার অধিক যাহা, তাহা মন্দহইতে জন্মে।

আর 'চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত,' পুর্ব্বোক্ত এই কথাও তোমরা শুনিয়াছ; কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা হিংসক জনের ব্যাঘাত করিও না; বরঞ্চ কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারিলে তাহার প্রতি বাম গাল ফিরাইয়া দেও। এবং কেহ তোমার সহিত বিবাদ করিয়া তোমার উত্তরীয় বস্ত্র লইতে চাহিলে তাহাকে পরিধেয়ও লইতে দেও। এবং কেহ এক ক্রোশ লইয়া যাইবার জন্যে তোমাকে অন্যায়ে ধরিলে তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও; আর যে ব্যক্তি তোমার কাছে যাচ্ঞা করে তাহাকে দেও, এবং কেহ তোমার নিকটে ধার লইতে চাহিলে তাহার প্রতি পরাঙ্মুখ হইও না।

'আপন প্রতিবাসির প্রতি প্রেম কর,' কিন্তু শত্রুর প্রতি দ্বেষ কর, এই যে পুর্ব্বোক্ত কথা ইহাও তোমরা শুনিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা শত্রুদিগের প্রতিও প্রেম কর, এবং যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, ও যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা

করে তাহাদের মঙ্গল কর এবং যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর। তাহাতে যিনি সৎ অসৎ লোকদের উপরে সূর্য্যোদয় করাণ, এবং ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকগণের উপরে বৃষ্টিবর্ষাণ, এমন যে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমরা তাঁহারি সন্তান হইবা। যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, তোমরা যদি কেবল তাহাদিগকে প্রেম কর, তবে তাহাতে তোমাদের কি ফল হইবে? চণ্ডালেরাও কি এই মত করে না? আর তোমরা যদি কেবল আপনাদের ভ্রাতৃগণকে নমস্কার কর,তবে সেকোন বড় কর্ম্ম করিলা? দেবপুজকেরাও কি সে রূপ করে না? অতএব তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ হন তোমরাও তেমনি হও।

সাবধান, মনুষ্যদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে তাহাদের গোচরে ধর্ম্মকর্ম্ম করিও না, কেননা তাহা করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাহইতে কোন ফল পাইবা না।

তুমি যখন দান কর তখন কপটি লোকেরা যেমন মনুষ্যদিগহইতে প্রশংসিত হইবার জন্যে ভজনালয়ে ও রাজপথে তূরী বাজায় তেমন করিও না; আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, তাহারা আপনাদের ফল পাইল। কিন্তু তুমি যখন দান কর তখন আপনার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে তাহা বাম হস্তকে জানাইও না। তাহাতে তোমার দান গোপনে হইবে ও তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন তিনি প্রকাশ রূপে তোমাকে ফল দিবেন।

আর যখন প্রার্থনা কর তখন কপটিদের ন্যায় করিও না; কারণ তাহারা ভজনালয়ে ও রাজপথের কোণে দাঁড়াইয়া লোক দেখান প্রার্থনা করিতে ভাল বাসে; আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তাহারা আপনাদের ফল পাইল। অতএব প্রার্থনা কালে অন্তরাগারে প্রবিষ্ট হইয়া

দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার গুপ্তস্থানস্থ পিতার নিকটে প্রার্থনা কর; তাহাতে তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন তিনি তোমাকে প্রকাশরূপে ফল দিবেন। অপর প্রার্থনা কালে দেবপূজকদের ন্যায় বৃথা পুনরুক্তি করিও না; কেননা তাহারা বোধ করে, অনেকবার কথা কহিলে আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে। তোমরা তাহাদের ন্যায় কহিও না, যেহেতুক তোমাদের কিং প্রয়োজন তাহা যাচ্ঞা করণের পূর্ব্বে তোমাদের পিতা জানেন। অতএব এই মত প্রার্থনা কর; হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পূজ্য হউক। তোমার রাজত্ব হউক; আর তোমার ইচ্ছা স্বর্গেতে যেমন তেমনি পৃথিবীতেও সফল হউক। আমাদের আবশ্যক আহার অদ্য দেও। আর আমরা যেমন আপন অপরাধি-দিগকে ক্ষমা করিতেছি তেমনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। এবং আমাদিগকে পরীক্ষায় আনিও না, কিন্তু মন্দ-হইতে রক্ষা কর; (রাজত্ব ও গৌরব ও পরাক্রম এ সকলি সদাকালে তোমার, আমেন্।) তোমরা যদি অন্যদের অপরাধ ক্ষমা কর তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমা-দিগকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি অন্যদের অপরাধ ক্ষমা না কর তবে তোমাদের পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

আর উপবাসের সময়ে কপটি লোকেরা মনুষ্যদিগকে উপবাস জানাইবার নিমিত্তে যেমন আপনাদের মুখ ম্লান করে, তোমরা তেমন করিও না; আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তাহারা আপনাদের ফল পাইল। তুমি যখন উপবাস কর, তখন যেন লোকদের কাছে তোমাকে উপবা-সির মত না দেখায়, কিন্তু অগোচর যে তোমার পিতা তাঁহারি কাছে দেখায়, এই জন্যে আপন মস্তকে তৈল মাখ,

এবং মুখ প্রক্ষালন কর; তাহাতে তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন, তিনি প্রকাশরূপে তোমাকে ফল দিবেন।

আর যেস্থানে কীট ও মর্চ্চ্যা ক্ষয় করে, এবং চোরেরা সিঁধ কাটিয়া চুরি করিতে পারে, এমন পৃথিবীতে আপনাদের জন্যে ধন সঞ্চয় করিও না। কিন্তু যেস্থানে কীট ও মর্চ্চ্যা ক্ষয় করে না, এবং চোরেরাও সিঁধ কাটিয়া চুরি করিতে পারে না, এমন স্বর্গেতে ধন সঞ্চয় কর। কেননা যেস্থানে তোমাদের ধন সেইস্থানে তোমাদের মন। চক্ষু শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমাদের চক্ষু যদি প্রসন্ন হয় তবে তোমাদের সমুদয় শরীরই দীপ্তিময় হইবে; কিন্তু চক্ষু অপ্রসন্ন হইলে তোমাদের সমস্ত শরীরই অন্ধকারময় হইবে। অতএব যে দীপ্তি তোমাতে আছে তাহা যদি অন্ধকার হয় তবে সেই অন্ধকার কত বড়। কোন মনুষ্য দুই কর্ত্তার সেবা করিতে পারে না; যেহেতুক এক জনকে ভাল বাসিয়া অন্য জনকে মন্দ বাসে, কিম্বা একের প্রতি মনোযোগী হইয়া অন্যকে অবহেলা করে; তেমনি তোমরাও ঈশ্বর এবং ধন এ উভয়ের সেবা করিতে পার না।

আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, প্রাণধারণের নিমিত্তে কি ভোজন করিব ও কি পান করিব, এবং শরীর রক্ষার নিমিত্তে কি পরিধান করিব, এ বিষয়ে ভাবিও না; খাদ্যহইতে প্রাণ, ও বস্ত্রহইতে শরীর কি শ্রেষ্ঠ নয়? আকাশের পক্ষি সকলকে দেখ; তাহারা বুনে না, ও কাটে না, এবং ভাণ্ডারে সঞ্চয় ও করে না; তথাপি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাহাদিগকে আহার দিতেছেন। তোমরা কি তাহাদেরহইতে শ্রেষ্ঠ নহ? তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ভাবিত হইয়া আপন আয়ুর ক্ষণমাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে? আর বস্ত্রের নিমিত্তে কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রেতে কানুড় পুষ্প

কেমন বাড়িতেছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখ; সে সকলে সূতা কাটে না, কোন কর্ম্মই করে না; তথাপি আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, সুলেমান্ এত ঐশ্বর্য্যবন্ত হইলেও এই পুষ্পের ন্যায় বিভূষিত ছিল না। অতএব অদ্য বর্ত্তমান ও কল্য চুলাতে ফেলা যাইবে এমত যে ক্ষেত্রের পুষ্প তাহাকে যদি ঈশ্বর এই প্রকারে বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পপ্রত্যয়িরা, তোমাদিগকে কি পরাইবেন না? অতএব আমরা কি ভোজন করিব, ও কি পান করিব, এবং কি পরিধান করিব, এ বিষয়ে ভাবিত হইও না। কেননা দেবপূজকেরা এ সকল বিষয়ে সচেষ্ট থাকে; এবং এই সকল দ্রব্য তোমাদের আবশ্যক হয়, তাহা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন। অতএব প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও ধর্ম্মের বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহাতে এই সকল দ্রব্য তোমাদিগকে দত্ত হইবে। কল্যকার নিমিত্তে ভাবিত হইও না, কল্য আপনার বিষয়ে আপনি ভাবিত হইবে; অদ্যকার যে ভাবনা সে অদ্যকার জন্যে প্রচুর।

তোমরা যেন দোষীকৃত না হও, এ জন্যে অন্যকে দোষী করিও না। কেননা যে রূপ দোষেতে তোমরা পরকে দোষী কর, তদ্রূপ দোষেতে তোমরাও দোষীকৃত হইবা; এবং যে পরিমাণেতে তোমরা পরিমাণ কর, সেই পরিমাণেতেই তোমাদের নিমিত্তে পরিমিত হইবে। আর আপনার চক্ষুতে যে আড়কাটা আছে তাহা আলোচনা না করিয়া তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে যে কুটা আছে তাহাই কেন দেখিতেছ? তোমার নিজ চক্ষুতে আড়কাটা থাকিতে, হে ভ্রাতঃ, তোমার চক্ষুহইতে কুটা বাহির করিতে দেও, এমন কথা আপনার ভ্রাতাকে কি প্রকারে কহিতে পার? হে কপটি, অগ্রে আপন চক্ষুহইতে আড়কাটা বাহির করিয়া ফেল, তাহাতে দৃষ্টি প্রসন্ন

হইলে তোমার ভ্রাতার চক্ষুহইতে কুটা বাহির করিতে পারিবা। আর কুক্কুরদিগকে পবিত্র বস্তু দিও না এবং শূকরের অগ্রে মুক্তা ফেলিও না, বোধ হয় তাহারা সে সকল পদদ্বারা দলাইবে, ও ফিরিয়া তোমাদিগকে বিদীর্ণ করিবে।

যাচ্ঞা কর, তবে তোমাদিগকে দত্ত হইবে; অন্বেষণ কর তবে উদ্দেশ পাইবা; দ্বারে আঘাত কর, তবে তোমাদের জন্যে দ্বার মুক্ত হইবে। কেননা যে যাচ্ঞা করে সে পায়, এবং যে অন্বেষণ করে সে উদ্দেশ পায়, আর যে দ্বারে আঘাত করে তাহার জন্যে দ্বার মুক্ত হয়। পিতার নিকটে সন্তান রুটী চাহিলে তাহাকে প্রস্তর দেয়, ও মৎস্য চাহিলে তাহাকে সর্প দেয়, তোমাদের মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন বালকগণকে উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা আপন যাচকদিগকে কি উত্তম দ্রব্য দিবেন না? অন্যদেরহইতে যে রূপ ব্যবহারের অপেক্ষা কর, তোমরাও তাহাদের প্রতি তেমনি ব্যবহার কর; যেহেতুক ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের বাক্যের সার এই।

সঙ্কীর্ণ দ্বারে দিয়া প্রবেশ কর, কেননা নরকগমনের যে দ্বার সে প্রশস্ত ও যে পথ সে পরিসর, ও অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে। আর স্বর্গগমনের যে দ্বার সে কেমন সঙ্কীর্ণ, ও যে পথ সে কেমন দুর্গম, এবং তাহার উদ্দেশকারিরা কত অল্প।

আর যাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরেতে দুরন্ত কেন্দুয়া ব্যাঘ্র, এমন মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ হইতে সাবধান; তোমরা ফল দ্বারা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবা। মনুষ্যেরা কি কণ্টক বৃক্ষহইতে দ্রাক্ষা ফল, এবং শিয়াল কাঁটাহইতে ডুম্বুর পাড়িয়া থাকে? সেই

প্রকারে উত্তম বৃক্ষেই উত্তম ফল ধরে, এবং মন্দ বৃক্ষেই মন্দ ফল ধরে; কিন্তু ভাল বৃক্ষ কখনও মন্দ ফল ধরিতে পারে না, এবং মন্দ বৃক্ষও কখন ভাল ফল ধরিতে পারে না। আর যে২ বৃক্ষ মন্দ ফল ধরে সে কাটা গিয়া অগ্নিতে ফেলা যায়। অতএব তোমরা ফলদ্বারাই তাহাদের পরিচয় পাইবা।

যাহারা আমাকে প্রভু২ করিয়া বলে তাহারা সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইষ্ট ক্রিয়া করে সেই পাইবে। সেই দিনে অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভো২, তোমার নামে আমরা কি ভবিষ্যদ্বাক্য বলি নাই, ও তোমার নামে কি ভূতদিগকে ছাড়াই নাই, এবং তোমার নামে কি নানা প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়া করি নাই? তখন আমি কহিব, হে দুষ্কর্ম্মকারিরা, আমি তোমাদিগকে কখনও জানি না; তোমরা আমার নিকটহইতে দূর হও।

যে কেহ আমার এই সকল কথা শুনিয়া পালন করে পাষাণের উপরে গৃহ নির্ম্মাণকারি জ্ঞানবানের সহিত তাহার তুলনা দি। কেননা বৃষ্টি বর্ষিয়া বন্যা আসিয়া বায়ু বহিয়া সেই গৃহে লাগিলেও পাষাণের উপরে তাহার ভিত হওন প্রযুক্ত সে পড়ে না। কিন্তু যে কেহ আমার এই সকল কথা শুনিয়া পালন না করে, বালুকার উপরে গৃহ নির্ম্মাণকারি অজ্ঞানের সহিত তাহার উপমা দি। কেননা বৃষ্টি বর্ষিয়া বন্যা আসিয়া বায়ু বহিয়া সেই গৃহে লাগিলে, সে পড়িয়া যায় ও তাহার ঘোরতর পতন হয়।

যীশু এই সকল বাক্য সাঙ্গ করিলে, লোকেরা তাঁহার উপদেশে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। যেহেতুক তিনি অধ্যাপকগণের ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন না কিন্তু ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় দিলেন।

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, CIRCULAR ROAD, FOR THE CALCUTTA TRACT AND CHRISTIAN BOOK SOCIETY.

AN EPITOME OF THE TRUE RELIGION.

সদ্ধর্ম্ম প্রকাশ।

আভাষ।

শুন শুন বন্ধুজন কর মনোযোগ।
সত্যধর্ম্মে মতি হৈলে খণ্ডে পাপভোগ॥

দিনে দিনে বহুলোকে জন্মে মরে তথা।
সহস্রেক বর্ষ মধ্যে না হয় অন্যথা॥

অদ্য কিম্বা কল্য কিম্বা যে কোন বাসরে।
মরিতে হইবে সবে জানহ অন্তরে॥

ইহলোকে অল্পকাল থাকে সর্ব্ব জন।
পরলোকে সর্ব্বকাল স্থিতি নিবন্ধন॥

নাহি পুনঃ পুনঃ জন্ম নাহিক মরণ।
নিত্য স্বর্গ ভুঞ্জে কিম্বা নরকে গমন॥

দেখ ঘোর পাপভোগ নাহি পার যার।
তাহায় মজ্জিলে পুন না হয় নিস্তার॥

নরকেতে নাহি কেহ বন্ধু আপনার।
পোড়ায় পাপের অগ্নি উঠে ধূমাকার॥

অতএব দেখ সবে বুঝিয়া মনেতে।
কিসে পাবে পরিত্রাণ সেথা বিচারেতে॥
পাপপূর্ণ এ সংসারসমুদ্রে মজ্জিয়া।
আছয়ে সকল জীব অস্থির হইয়া॥
কে বা সৃজে কে বা পালে কেই বা সংহারে
না ভাবিয়া দেখে জীব বঞ্চে আপনারে॥
নিজ নিজ উদ্ধারার্থে এইত কর্ত্তব্য।
প্রভু জগত্তারকের আশ্রয় ধর্ত্তব্য॥
তাঁরে ভজ শুদ্ধ মনে ভক্তি কর সার।
তবে তো নিতান্ত পাবে পাপেতে নিস্তার॥

শরীরাত্মার বিষয়।

এই হেতু শুন মোর বাক্য পুনঃ মনে কর বিবেচন।
কি বস্তু আপনি শরীর তেমনি দেখ আশ্চর্য্য কেমন॥
কিরূপ নির্ম্মিত কি বা সুশোভিত যাহা বুদ্ধিগম্য নয়।
আত্মা আছে তায় আরো শোভা পায় চমৎকার অতিশয়॥
যাহাতে শরীর জীবিত সুস্থির আছে অজর সমান।
যাহা গেলে কহে মড়া সেই দেহে, তাহে কেন অভিমান॥

এ বিষয়ে ধর্ম্ম শাস্ত্রে লেখে এই শুন।
আত্মা অক্ষয় অজর নিত্যস্থায়ী পুন॥
নির্ম্মল স্বভাবে তারে সৃজিলা ঈশ্বর।
জ্ঞানগম্য যাহা হয় সর্ব্বদা অমর॥
এই হেতু শুদ্ধ আত্মা ছিল আদমের।
আদিপুরুষ যে ছিল সকল নরের॥

সেই ব্যক্তি প্রেমভক্তি ঈশ্বরে করিত।
সর্ব্বান্তঃকরণে জ্ঞানে তাঁহাকে ভজিত॥

এখন নিজ আত্মার কর বিবেচনা।
তাদৃশ নির্দোষ নহে পাপের ঘটনা॥

অজ্ঞানেতে কুচিন্তায় কাম অভিলাষে।
মজিয়াছে তাহে পাপকুম্ভীরেতে গ্রাসে॥

এই জন্যে মনুষ্যেরা মনের বিকারে।
পাষণ্ড হইল কিছু বুঝিতে না পারে॥

মনুষ্যজন্মের ফল ঈশ্বর ভজন।
তাহাও গিয়াছে দূরে না করে স্মরণ॥

পরকালের চেষ্টাদি কিছুই না ভাবে।
নাহি চিন্তে আপনাকে শেষে কি ঘটিবে॥

ঘোরতর নরকের ভয় মনে নাই।
হায় হায় কি হইল ভাব্যা দেখ ভাই॥

আছ কোথা, যাবে কোথা, কে তথা রাখিবে।
পাপভোগ যাতনাতে নিতান্ত মরিবে॥

ঈশ্বরের আরাধনা ভক্তি করিবারে।
দেহ আত্মা সৃষ্ট হৈল না ভজিলা তাঁরে॥

মনে এই বিবেচনা কর্ত্তব্য সবার।
শেষদিনে সর্ব্বলোকে ঘটিবে বিচার॥

কায়মনোবাক্যে কর্ম্ম যে বা যত করে।
দিতে হবে তার সূক্ষ্ম নিকাশ ঈশ্বরে॥

তাহাতে যাহার পাপ হইবে প্রকাশ।
মন্দভূতমতালম্বী যে বা তার দাস॥

সেই লোকে ঘটিবেক অনন্ত নরক।
যথা কর্ম্ম তথা ফল যাতনাদায়ক॥
আর যে বা সুকর্ম্মেতে মানস লাগায়।
তারা স্বর্গসুখ পাবে ঈশ্বরকৃপায়॥

ঈশ্বরের বিষয়।

ঈশ্বরবিষয় শুন মহাশয় বিবেচনা কর মনে।
যাঁহার চরিত্র যথার্থ পবিত্র শাস্ত্রে এই রূপ ভণে॥

স্থাবর জঙ্গম প্রভু সর্ব্বক্ষম স্থজিলেন এ সংসার।
কত বড তায় শক্তি দেখা যায় তাদৃশ গুণ তাঁহার॥

অনাদি অনন্ত মহাপরাক্রান্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।
তিনি আত্মময় শাস্ত্রে ইহা কয় ঈশ্বরের নাহি রূপ॥

আর নানাগুণে প্রতাপ বিজ্ঞানে মহিমাতে পূর্ণ হন।
তেজ এত তাঁর নেত্রে দেখা ভার ইহা জানে স্বর্গিগণ॥

খগোলাদি সৃষ্ট বস্তু দৃষ্টাদৃষ্ট যত।
ঈশ্বর আজ্ঞাতে হৈল জানহ নিশ্চিত॥
ঊর্দ্ধেতে রাখিলা তেঁহ আকাশ সৃজিয়া।
তাহা নিরালম্বে আছে ধরণী ঘেরিয়া॥
ইথে দেখ ঈশ্বরের বিজ্ঞতা কেমন।
কেমন আশ্চর্য্য শক্তি হয় প্রকাশন॥
কেমন বিস্তৃত দেখ গগণমণ্ডল।
তন্মধ্যে রাখিয়াছেন ভাস্কর উজ্জ্বল॥
রাত্রিকালে নিশাপতি নক্ষত্রবেষ্টিত।
চন্দ্রিকার আলো তাতে কত সুশোভিত॥

আর দেখ ঈশ্বরের দয়াগুণ কত।
বিষয় বুঝিয়া দেন যার যে উচিত॥

দিয়াছেন যার যথা উপযুক্ত বাস।
গৃহ বন জল বৃক্ষ গিরি গুহাকাশ॥

দিয়াছেন শাক শস্য তৃণ ফল জল।
ভোগ করে মনুষ্যাদি জন্তুরা সকল॥

সর্ব্বস্থানে জল দিতে সৃজিলেন মেঘ।
কালক্রমে বৃষ্টিদ্বারা ঘুচায় উদ্বেগ॥

অতএব নতি স্তুতি কর ধন্যবাদ।
তাঁর আজ্ঞা পালনেতে পরম আহ্লাদ॥

তাঁহারি প্রশংসা কর তিনি দয়াময়।
নিতান্ত কর্ত্তব্য ইহা জানহ নিশ্চয়॥

তাঁর প্রেম দেখ পুন জগতের প্রতি।
করেন বাৎসল্যভাবে জগত সদ্গতি॥

পাপে রত আছে নর দেখ অনুক্ষণ।
তবু তেঁহ স্নেহ দয়া করিলা এমন॥

দেখ পরিত্রাণ দিতে পাপিষ্ঠগণেরে।
এক প্রিয়পুত্র আছে পাঠাইলা তাঁরে॥

তেঁহ আইলা সংসারে য়ীশু নাম ধরি।
ত্রাণকর্ত্তা পাপিদের প্রতি দয়া করি॥

আপনি দয়াল প্রভু তথা তাঁর সুত।
না দেখি না শুনি কভু এমন অদ্ভুত॥

তাঁহাকে বিশ্বাস করে যত পাপি জন।
তারা স্বর্গসুখ ভুঞ্জে এই তাঁর পণ॥

ভাবিয়া দেখহ ইথে অনুগ্রহ কত।
কে পারে করিতে স্তব তাঁহার উচিত॥

তথাপি সাধ্যানুসারে যাবত জীবন।
আরাধনা কর তাঁর আজ্ঞার পালন॥

শ্রদ্ধাভক্তি ধন্যবাদে সদা চেষ্টা কর।
হিতবাক্য শুন ভাই স্বর্গপথ ধর॥

তুমি কি কখন চিন্তা না করিলা তাঁর।
তবে কিসে ত্রাণ পাবে বৃথা এ সংসার॥

ঈশ্বরে ত্যজিলে তাঁর অপমান হয়।
তাতে রক্ষা নাহি কভু জানহ নিশ্চয়॥

তাঁকে ছাড়ি তবে কেন পূজ দেবতাকে।
কেন কর লজ্জাকর্ম্ম নতি প্রতিমাকে॥

জান না কি মহাপাপ দেবতা পূজিলে।
হায় হায় একি কর্ম্ম ঈশ্বরে ছাড়িলে॥

এত বড় ভ্রান্তি তব হায় কি দুর্দ্দশা।
স্পর্শমণি পরিবর্ত্তে গ্রাহ্য যেন সীসা॥

ভাল চাহ হেন কার্য্য ছাড় শীঘ্রগতি।
ঈশ্বরের ক্রোধানল জ্বলিতেছে অতি॥

দেব পূজা যারা করে তারা পড়ে তায়।
ছাড় ছাড় সে সকল এই তো উপায়॥

আমার সুপরামর্শে ভজ সত্যেশ্বরে।
তাঁরি আরাধনা কর না পূজ ভূতেরে॥

তবে দেখ ভালগতি হইবে তোমার।
মনুষ্যের কর্ম্ম কর কহিলাম সার॥

ঐশ্বরিক ব্যবস্থার বিষয়।

ঈশ্বরের ব্যবস্থার শুনহ বিষয় সার
মনোযোগ করহ বিশেষ।
ছাড় সর্ব্ব অভিমান শুনিলে জন্মিবে জ্ঞান
মন্দবুদ্ধি ঘুচিবে অশেষ॥

ঈশ্বর কি মনুষ্যকে জ্ঞানশক্তি দিয়া।
না সৃজিলা, ব্যবস্থা না দিলা জানাইয়া॥
যাহা পায়্যা তাঁকে ভজে স্তবাদি পূর্ব্বক।
অবশ্যই দিলা তেঁহ সদ্ধর্ম্ম পুস্তক॥
তাতে আছে পাপিদের ত্রাণ উপাখ্যান।
নানা উপদেশ আছে দেখ বিদ্যমান॥
বিধি নিষেধাদি আছে তাহাতে বিস্তার।
কখন কি বিবেচনা না করিলা তার॥
ঈশ্বরের কিরূপে কর্ত্তব্য আরাধন।
কিরূপে করিতে হয় ধর্ম্ম আচরণ॥
এই সবে দশাজ্ঞাতে তেঁহ প্রকাশিলা।
ক্রমে কহি শুন যাহা ঈশ্বর কহিলা॥
আমা বিনা না মানিও ঈশ্বর বলিয়া।
না পূজিবে দেবতাকে প্রতিমা করিয়া॥
নিরর্থক ঈশ্বরের নাম না লইবা।
পুণ্যজ্ঞানে রবিবারে অবশ্য মানিবা॥
জননী জনকে সদা প্রেমাদি করিবে।
ষষ্ঠ আজ্ঞা কহি শুন কভু না বধিবে॥

না করিবা পরদার, চুরি না করিও।
পড়সির প্রতি মিথ্যাসাক্ষ্য নাহি দিও॥

পড়সির কোন দ্রব্যে লোভ না করিবা।
এই দশ আজ্ঞা মান্য নিতান্ত জানিবা॥

এই সকলের মধ্যে এককে লঙ্ঘিলে।
নিত্য নরক ভুঞ্জিতে হবে পরকালে॥

হইয়াছে এই ধারা স্থির তাঁর কাছে।
আরো নানা ভাল শিক্ষা ধর্ম্মগ্রন্থে আছে॥

পরার্থে কুচিন্তা কৈলে তাতে পাপ হয়।
এই জন্যে বুঝ নিজ মনের বিষয়॥

ধর্ম্ম আজ্ঞা প্রতিপাল্য মান্য সবাকার।
তাহাকে লঙ্ঘিলে পাপ না হয় কাহার॥

দু দিকে ধারাল তীক্ষ্ন খড়্গের সমান।
ঈশ্বরের বাণী হয়, ইথে নাহি আন॥

কুমানস কুচেষ্টাদি মন যথা যার।
সে সব বুঝিয়া বাণী করেন বিচার॥

যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য যে বা হয় নিষেধিত।
কোন অংশে যেই করে তার বিপরীত॥

অবশ্য সে পাপী হবে মানিতেই হয়।
রোগকে জানিলে কে মহৌষধ না লয়॥

পাপজ্ঞান হবা মাত্র তাতে ত্রাণোপায়।
অবশ্য বুঝিতে হয় তবে ত্রাণ পায়॥

যদি তুমি আপনাতে মান সেই পাপ।
ত্রাণোপায় চেষ্টা কর ঘুচিবে সন্তাপ॥

দোষাদোষ জ্ঞান বিষয়।

বিবেক নামেতে জ্ঞান অন্তরে যাহার স্থান
দোষাদোষ যাতে জানা যায়।
আছে তাহা সবাকার বিবেচনা কর তার
সারভাগ যাতে বুঝা যায়॥

যাহার বিবেক নাই সেই পশুতুল্য ভাই
ভাল মন্দ নারে বুঝিবাবে।
সুবিবেকে পায় সুখ তাহা ছাড়া হয় দুখ
পরলোকে নিতান্ত সে মরে॥

সেই জ্ঞান যাহা যাহা তোমারে জানায়।
শুনিলে মানিলে শুভ পাইবে তাহায়॥

যদি নাহি মান তবু হবে হেন কাল।
অবশ্য মানিতে হবে ঘটিবে জঞ্জাল॥

ধর্ম্মাধর্ম্মে যদি তব না আছে বিবেক।
তবু সে তোমার দোষ ব্যক্ত করিবেক॥

যদি কেহ তব দোষ না জানিতে পারে।
তবু নিজে জেনো কেন না ডর লজ্জারে॥

স্বকর্ম্মাদি গুণ দোষ জানিয়া মনেতে।
ঈশ্বরে না ভজ কেন বিবেক থাকিতে॥

হায় হায় দেখ দেখি কত বিড়ম্বনা।
ঈশ্বর বিষয়ে কিছু না কর সাধনা॥

তাঁর আজ্ঞালঙ্ঘনেতে কভু নাহি সুখ।
কেবল নরকে পড়্যা বহুতর দুঃখ॥

মিথ্যাদিব্য পরদার বেশ্যাতে গমন।
ঠকামি দুষ্টতা ক্রোধ চুরি প্রবঞ্চন॥

ইত্যাদি দুষ্কর্ম্ম কর‍্যা কে বা নাহি ডরে।
বুঝি তুমি নিজ মন বাঁধ্যাছ প্রস্তরে॥
দেখ সকলেরি আছে নিজ প্রতি দয়া।
তোমার নাহিক কেন কি কঠোর হিয়া॥
আপনাকে প্রবঞ্চিলা স্বর্গীয় বিষয়ে।
হায় হায় কি হইবে মরি মহাভয়ে॥
জান না কি পাপদোষ সেই দিব্যজ্ঞানে।
তোমার কি জ্ঞান নাই বুঝ মনে মনে॥
তাহা হৈলে পশুহৈতে তুমি বুদ্ধিক্ষীণ।
পশু নিজ ভাল চাহে, তুমি তাতে হীন॥
যদি বল আছে জ্ঞান তবে কি তোমায়।
ঈশ্বর আছেন শাস্ত্রা ইহা না জানায়॥
তিনি পাপে ঘৃণাকারী বিরক্ত ভাবেতে।
আবশ্যক আছে ধর্ম্ম তাঁহারে মিলিতে॥
সেই দিব্যজ্ঞানেতে কি না পাও চেতন।
দেহে আত্মা আছে পক্ষী পিঞ্জরে যেমন॥
সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম ফল ঘটিবেক তাহে।
করিলে ভুঞ্জিতে হয় এড়াবার নহে॥
দেখ মৃত্যু আসিতেছে ঘনাইয়া কাছে।
কে জন্মিয়া নাহি মরে কে অমর আছে॥
ইহকালে কি করিলা কি তব উপায়।
কে তোমার পরকালে হইবে সহায়॥
বহ্যা যাইতেছে কাল দেখ প্রতিক্ষণ।
কাল গেলে ত্রাণোপায় সাধিবে কখন॥

শীঘ্রগতি শুন কথা কর ত্রাণোপায়।
নরকেতে নিজপাপ যেন না ডুবায়॥

সুবিবেকে এই কথা বুঝহ সত্বরে।
ছাড়হ দুষ্কর্ম্ম সব ভজহ ঈশ্বরে॥

কোন ভরসাতে স্থির আছে তব মন।
খেদিত হইয়া লও খ্রীষ্টের শরণ॥

তেঁহ বিনা এ সংসারে নাহি পরিত্রাণ।
দেখ আর কেহ নাই করুণানিধান॥

জগতের বিষয়।

এইত সংসার দেখহ অপার মনে করিয়া ভাবনা।
ভাগ্য সে কি মন্দ ভাঙ্গ এই দ্বন্দ নৈলে ঘটিবে যাতনা॥

দেখ, ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘে সর্ব্বজন।
পাপে পূর্ণ এ জগত হৈল সর্ব্বক্ষণ॥

পাপকর্ম্ম ভাল বাসে পাপে সবে রত।
দিবা রাত্রি পাপ করে অদ্ভুত অশ্রুত॥

ধর্ম্ম প্রতি নাহি মন, না ডরে ঈশ্বরে।
সত্যধর্ম্ম নাহি রুচে বরং পাপে মরে॥

অধর্ম্ম বিরাজ করে পাপি মনোদেশে।
যাতনা মরণ ক্লেশ ভুগিছে মানুষে॥

কেহ বা দরিদ্র কেহ পীড়াতে ব্যাকুল।
কেহ বা অন্যায়গ্রস্ত খেদে শোকাকুল॥

অপমানে কেহ মগ্ন ভয়ে বা কম্পিত।
এইরূপে প্রায় সবে অত্যন্তদুঃখিত॥

মরণাগ্নি দহিতেছে অশেষ বিশেষে।
অনল পোড়ায় তৃণ যেন নির্ব্বিশেষে ॥

এইহেতু বুঝ ভাই অনিত্য সংসারে।
অন্ধ ন্যায় অতিপ্রেম নাহি কর তারে ॥

দেখ্যা শুন্যা কেন হেন পাপপথে চল।
পাপে কে বা কোথা সুখী আছে তুমি বল ॥

ছাড় ছাড় পাপকর্ম্ম ধর সত্য পথ।
ঈশ্বর ভজিলে পূর্ণ হবে মনোরথ ॥

অনন্ত সুখ কারণ স্বর্গের মিলন।
চেষ্টা কর শীঘ্র ভাই না কর হেলন ॥

অনিত্যসুখের তরে অমর আত্মারে।
শয়তানহাতে কেন বেচিবে সংসারে ॥

সে আত্মাকে নিয়া যাবে পাপি সহবাসে।
তোমারে মজাবে নিজে মজিবেক শেষে ॥

সুখলেশ নাহি তাহে দুঃখের সাগর।
সে সর্ব্বনাশের মূল দুরাত্মা পামর ॥

যেই তার মতে চলে সে নরকে যায়।
উঠিতে না পায় কাল, না পায় উপায় ॥

এই জন্যে বুঝাইয়া আপন মনেরে।
ছাড়িও নিন্দিত পথ, রাখ আপনারে ॥

স্বর্গে নিত্যসুখভোগে থাকিবার তরে।
সত্য ভক্তি আরাধনা করহ ঈশ্বরে ॥

ধৰ্ম্মপুস্তকের বিষয়।

অতঃপর আমাদের সত্য ধৰ্ম্ম পুস্তকের
করহ বিষয় বিবেচনা।
যাহাতে সদ্ধৰ্ম্ম আর স্বর্গ সুখ পাইবার
আছে উপায় সত্য রচনা ॥

ধৰ্ম্মাদি জানাতে নরে প্রভু দয়াময়।
যেই গ্রন্থ দিলা তাকে ধৰ্ম্মশাস্ত্র কয় ॥

ত্রাণার্থে ঈশ্বরকৃত ব্যবস্থা যাহায়।
আছে ত্রাতার মঙ্গল সংবাদ তাহায় ॥

ব্যবস্থার সার এই কহি গো তোমারে।
সবাহৈতে বাড়া প্রেম করিবে ঈশ্বরে ॥

আত্মতুল্য পড়সিকে প্রেমাদি করিবে।
এই দুয়ে সর্ব্ব আজ্ঞা পালিত জানিবে ॥

আরো যাতে পাপিগণ পাপহৈতে মুক্ত।
সর্ব্ব বিশেষে মঙ্গল সমাচারে উক্ত ॥

যে কৰ্ম্ম করিলা প্রভু পাপি তরাবারে।
তাও লেখা আছে তাতে আমা বুঝাবারে ॥

সেই শাস্ত্রে জানা গেল জগতের তরে।
ঈশ্বর করিলা কত প্রেমের বিস্তারে ॥

পাপিদিগকে স্বর্গসুখে সুখী করিবারে।
নিজ পুত্র পাঠাইলা কেন বা সংসারে ॥

এবং তাঁর পুত্র যিনি পাপিষ্ঠ তারিতে।
যে কৰ্ম্ম করিলা তিনি পূর্ব্বেতে জগতে ॥

আরো জানা যায় তাতে যত সাধুগণ ।
ঈশ্বরে পাইলা মেল আচার কেমন ।।

কিমতে পাইল তারা আশীর্ব্বাদ তাঁর ।
ইত্যাদি লিখিত আছে যত জ্ঞান সার ।।

পড়িয়া তাঁহার ক্রোধে দুষ্টেরা সকল ।
পাইল কিরূপ তায় উগ্র প্রতিফল ।।

আরো লেখে পাপহৈতে ফিরাইয়া মন ।
ঈশ্বরে করিতে হয় বিশ্বাস কেমন ।।

তুচ্ছ এই ক্ষণধ্বংসি সংসার সভয় ।
তাহাকে করিলে জয় কত সুখ হয় ।।

সন্দেহ না কর এই সদ্ধর্ম্ম পুস্তকে ।
ঈশ্বরকৃত সে না করিল নরলোকে ।।

এই হেতু তাহা মান্য সত্য উপদেশ ।
সকলেরি প্রতিপাল্য জানহ বিশেষ ।।

ভবিষ্যদ্বিষয় কথা লেখা আছে যাহা ।
অদ্যাবধি ফলিতেছে দেখা যায় তাহা ।।

পূর্ব্বেতেও হইয়াছে খ্রীষ্ট অবতার ।
মৃত্যু হৈল বলিরূপ দুঃখভোগে যাঁর ।।

য়িহুদিরা বাস করে দেখ নানাদেশে ।
ভুঞ্জিতেছে নানাশাস্তি অশেষ বিশেষে ।।

মঙ্গল সমাচারের হইল প্রচার ।
সমস্ত দেশেতে তার লিখনানুসার ।।

খ্রীষ্টিয়ান নাহি ছিল পূর্ব্বে এত দেশে ।
তাহার প্রচারে বৃদ্ধি পাইল বিশেষে ।।

এখন হৈয়াছে তারা প্রায় বিশ কোটি ।
সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়াছে নাহি পায় ত্রুটি ।।

সে বিষয়ে লেখা ছিল যত দেশে রাজা ।
ভজিবেক যীশু খ্রীষ্টে আর যত প্রজা ।।

ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা যত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ।
নানাকালে নানাস্থলে জন্মিলা বিশেষে ।।

প্রায় ত্রিশ জন ছিল তারা ধর্ম্মশীল ।
তাদের বাক্যের দেখি এক ধারা মিল ।।

আরাধনা, পাপদণ্ড, আজ্ঞা, উপদেশ ।
ত্রাণোপায় আদি লেখে না আছে বিশেষ ।।

না সম্ভবে হেন গ্রন্থ নরের রচনা ।
অবশ্য থাকিত দোষ মনের কল্পনা ।।

নিতান্ত ঈশ্বর ইহা করিলা প্রকাশ ।
তাঁর বাক্য না মানিলে ঘটে সর্ব্বনাশ ।।

নরের রচিত হৈলে না ফলিত কালে ।
হেনমতে সে প্রমাণ বুঝহ সকলে ।।

আর ঈশ্বরের প্রতি উপদেশে তাঁর ।
আকর্ষিত হয় মন প্রমাণ তাহার ।।

খ্রীষ্টিয়ানদের পূর্ব্বপুরুষেরা যত ।
প্রতিমা করিয়া সবে দেবতা পূজিত ।।

নানামন্দ ব্যবহার তাহাদের ছিল ।
শুনিয়া খ্রীষ্টের নাম সকলি তেজিল ।।

যীশুর শরণাপন্ন হৈল তারা শেষে ।
ঈশ্বরে ভজিল সবে ধর্ম্ম উপদেশে ।।

আরো মনে বুঝি দেখ একই ঈশ্বর।
তাঁর নানাগুণ আছে অতিমনোহর॥

মনুষ্যের সৃষ্টি স্থিতি আর পরিত্রাণ।
করেন সকলি তিনি ইথে নাহি আন॥

অন্যশাস্ত্রে নানামন্দ বিষয় কীর্ত্তন।
প্রভুর বিষয়ে আছে বিরুদ্ধ লিখন॥

এইহেতু সেই শাস্ত্র মনুষ্যকল্পিত।
না হৈল ঈশ্বরকৃত জানিবা নিশ্চিত॥

খ্রীষ্টিয়ানদের গ্রন্থ অতিসুনির্ম্মল।
যাতে তাঁর পুণ্য গুণ মাহাত্ম্য কেবল॥

সকলি লিখিত আছে উপযুক্তমতে।
মনুষ্যের আবশ্যক যে সব জানিতে॥

সকল লোকের জন্যে হৈল প্রকাশিত।
সেই গ্রন্থ শুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বররচিত॥

সবার জনক তেঁহ দেখ তেকারণ।
এক রূপ ব্যবস্থাদি করিলা স্থাপন॥

একই প্রকার ধর্ম্ম আর পরিত্রাণ।
এই সব ধর্ম্মগ্রন্থে সুস্পষ্ট প্রমাণ॥

এইহেতু সেই শাস্ত্র সর্ব্বদা বিহিত।
মান্য প্রতিপাল্য করা সবার উচিত॥

ইহা যেবা নাহি মানে কোন ভ্রান্তিবশে।
মণিহারা ফণিতুল্য মরে অবশেষে॥

নাহি তার পরিত্রাণ নাহি অন্যগতি।
অন্যশাস্ত্রে ভ্রান্ত হয় বুঝহ সুমতি॥

এই পরামর্শে চল না কর হেলন।
ত্রাণোপায় চেষ্টা কর, ছাড় পাপমন ॥
তাঁহে হেলা করি তাঁর বাক্য না মানিলে।
তবু তাঁর সহ্য দেখ অদ্যাপি বাঁচিলে ॥
হারাইলে জীবাত্মারে আর নাহি পাবে।
নিজ প্রতি দয়া কর নতুবা মজিবে ॥
কি জানি তাঁহার ক্রোধ উঠিলে ত্বরায়।
সর্ব্বনাশ হবে শীঘ্র করহ উপায় ॥
ধর্ম্মগ্রন্থ দেখ তাঁর লও উপদেশ।
খ্রীষ্টের সেবক হও ত্রাণ পাবে শেষ ॥

যীশু খ্রীষ্টের বিষয়।

ছাড় ছাড় দুষ্টপনা কর মনে বিবেচনা
শুন যীশু খ্রীষ্টের বিষয়।
যাঁহাতে করিয়া ভক্তি পাপিগণ পায় মুক্তি
যাঁহার করুণা অতিশয় ॥
তিনি সদা সুখী হৈয়া তাঁর এত দয়া।
হারা জীবে ত্রাণ দিলা নিজপ্রাণ দিয়া ॥
ঈশ্বর সোঁপিয়া পূর্ব্বে খ্রীষ্টে পাপিগণ।
ভার দিলা পাপিদের করিতে তারণ ॥
পাপিদের প্রতি কত স্নেহ প্রকাশিলা।
অদ্বিতীয় এক পুত্র এথা পাঠাইলা ॥
সেই যীশু খ্রীষ্টে করে বিশ্বাস যে জন।
নয় সেই নষ্ট পায় অনন্ত জীবন ॥

দেখ তুমি অপরাধী ব্যবস্থালঙ্ঘনে।
ইহা তো জানায় তব অন্তরস্থ জ্ঞানে ।।
ইথে ভার বোধে বুঝি হইলা কাতর।
খ্রীষ্টের শরণ লও জুড়াবে অন্তর ।।
তোমাকে বিশ্রাম দিতে নিজ সন্নিকটে
ডাকিছেন দয়াময় আস অকপটে ।।
তাঁহাকে বিশ্বাস কর তাঁতে ত্রাণ পাবে।
নৈলে অপমান ভরে নরকে মজিবে ।।
করিয়াছ মহাপাপ আজ্ঞালঙ্ঘনেতে।
ঈশ্বরের অপমান হইল তাহাতে ।।
খ্রীষ্টেরি তো অনুগ্রহে নির্দোষ হইবা।
নাহি আর অনাগতি তাঁরি কর সেবা ।।
তাঁর বলিদানরূপ প্রায়শ্চিত্তে আশা।
আছে যার সেই পায় ত্রাণের ভরসা ।।
তাঁতে যে বিশ্বাসী হয় তারে মুক্তি দিতে।
ঈশ্বর ভারিলা দেখ যীশুকে পূর্ব্বেতে ।।
যথা ঈশ্বরের আজ্ঞা মনুষ্য লঙ্ঘিল।
তাতে এ সংসারে নানা পাপ প্রবেশিল ।।
দেহেতে আত্মাতে মৃত্যু তেঁই তো ঘটিল।
বলিষ্ঠ হইয়া মৃত্যু সকলে গ্রাসিল ।।
তথা প্রভু যীশুর আশ্রয় লওনেতে।
পাপিয়া নির্দোষ হবে বিশ্বাসফলেতে ।।
আদি পিতার পাপেতে পাপী সর্ব্বনর।
জন্মে যত মরে তত না হয় অমর ।।

তেমনি করিলে ভক্তি ঈশ্বরের সুতে ।
পাপে মুক্ত নিত্য জীবী হবে বিশ্বাসেতে ॥

নিষ্পাপ করিতে তেঁহ আমাসভাকারে ।
পাপিরূপে গণ্য হৈলা নিষ্পাপশরীরে ॥

হায় হায় দেখ তাঁর কত দয়া চিতে ।
প্রস্তুত আছেন সদা পাপিগণে নিতে ॥

দেখ অঙ্গীকার করি কহিলেন লোকে ।
যে আসে আমার কাছে না ত্যজিব তাকে ॥

যাইতে তাঁহার কাছে না করিও ভয় ।
তাঁর যাতে প্রেম তার সদা শুভ হয় ॥

শীঘ্র তাঁর সেবা কর না ভুলিও কভু ।
সত্যভক্তিপ্রিয় তিনি বিশ্বাসির প্রভু ॥

ওহে ভাই শুন শুন মঙ্গল সংবাদ ।
খ্রীষ্টের শরণ লও পূর্ণ কর সাদ ॥

অনন্ত জীবন তাঁতে অমনি পাইবা ।
ভক্তি করয়া সুখার্ণবে সুখেতে ভাসিবা ॥

দুরন্ত পাপের জ্বালা যাবে এক কালে ।
যেন বিষ উড়্যা যায় মহৌষধ নিলে ॥

অনুগ্রহ করি তেঁহ ভক্তে ত্রাণ দেন ।
হইলে শরণাগত কোলে করি লেন ॥

আর কোন প্রায়শ্চিত্তে কিম্বা ধনদানে ।
পরিত্রাণ নাহি পাবে ক্রিয়া বা করণে ॥

কল্পিত আশ্রয় সব ত্যজ দূরান্তরে ।
খ্রীষ্ট হস্তে মুক্তি লও বিশ্বাসী অন্তরে ॥

সত্য ধর্ম্ম শাস্ত্র শুন তাহাতে প্রমাণ।
একচিত্তে ধর তাহা তবে পাবে জ্ঞান ॥

" সে তো ঈশ্বরের দান কারো সাধ্য নহে।
আপন গৌরব কেহ করে পাছে তাহে ॥

অনুগ্রহ হৈতে হয় বিশ্বাসে মুকতি।
আমাদের কিছু নাই তাহাতে শকতি" ॥

যেঁহ ভাবি ক্রোধে তব রক্ষা করিবারে।
মরিলেন রক্তপাতে করিয়া স্বীকারে ॥

পাপির যাতনা নিজে করিলেন ভোগ।
এমন দয়াল খ্রীষ্টে কর মনোযোগ ॥

তাঁহার আশ্রয় ধর কর পাপে ঘৃণা।
তবে তো পাইবে শান্তি ঘুচিবে যাতনা ॥

তিনি মনুষ্যভাবেতে ঈশ্বরাবতার।
না করিও নরজ্ঞান তবে তো নিস্তার ॥

মনুষ্য কি মনুষ্যেরে তরাইতে পারে।
শিলা তরাইতে নারে দেখ শিলান্তরে ॥

যে কাতর পাপে যার না আছে ভরসা।
সে কি পরে দিতে পারে পরিত্রাণ আশা ॥

দৃষ্টি দুর্ব্বো যার হয় ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে।
অন্ধ সেই অন্ধে পথ দেখাবে কেমনে ॥

তেঁহ না হইত যদি ঈশ্বরতনয়।
পাপির ত্রাণার্থে প্রাণ না দিত নিশ্চয় ॥

তাতে দয়াকর তেঁহ নিতান্ত বুঝায়।
কে মরে পরের তরে না শুনি কোথায় ॥

আরো দেখ ধর্ম্মশাস্ত্রে লোকব্যবহারে।
ত্রাণকর্ত্তা নাম করি বলয়ে তাঁহারে॥

ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা লেখে আছে ভূতিমান।
ক্রমেতে কহিব শুন সে সব প্রমাণ॥

ঈশ্বরের তুল্য লেখে গুন ক্রিয়া জ্ঞান।
সর্ব্বজ্ঞানী সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান॥

অনাদি অনন্ত প্রভু নিত্য প্রেমময়।
ইত্যাদি শাস্ত্রেতে লেখে তাঁহার বিষয়॥

আরো তাঁকে শক্তিমন্ত পরম বলিয়া।
তেজস্বি ঈশ্বর লেখে ঈশ্বর জানিয়া॥

রাজাদের রাজা লেখে সত্যেশ্বর বিভু।
ত্রাণকর্ত্তা বলি লেখে প্রভুদের প্রভু॥

ঈশ্বর কহিলা পূর্ব্বে আকাশবাণীতে।
"যীশু প্রিয়পুত্র মোর সন্তোষ তাঁহাতে"॥

নিজের কথায় খ্রীষ্ট আরো প্রকাশিলা।
নিজে তিনি আপনাকে ঈশ্বর বলিলা॥

"আমি তোমাদিকে বলি ইত্যাদি বলিয়া।
আজ্ঞা ধর্ম্ম শিক্ষা দিলা তেঁহ বিচারিয়া॥

আর তাঁর উপদেশ নির্ম্মল এমনে।
উত্তমজ্ঞানেতে পূর্ণ জুড়ায় শ্রবণে॥

শত্রুরাও উপদেশ শুনিয়া বলিল।
কভু নর ইহা সম শিক্ষা নাহি দিল॥

তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া অতি বিলক্ষণ।
মনুষ্যের হিত হৈল যাহাতে তখন॥

সমুদ্রজলেতে প্রভু চলি গেলা পায়।
ঝঞ্ঝা বায়ু স্থির হৈল তাঁহার আজ্ঞায়॥

পাঁচরুটী নিয়া তেঁহ দিলেন খাইতে।
পঞ্চসহস্রপুরুষ তৃপ্ত হৈল তাতে॥

নানারোগী সুস্থ হৈল তাঁহার কথায়।
জন্মান্ধ পাইল নেত্র পঙ্গু পদ পায়॥

বোবারা কহিল কথা বধির শুনিল।
চারি দিবসের মড়া বাঁচিয়া উঠিল॥

হেন কর্ম্ম পূর্ব্বাপরে কেহ নাহি করে।
নিজ নামে কে বা পাপ খণ্ডিবারে পারে॥

শুন শুন বন্ধুগণ খ্রীষ্ট উপাখ্যান।
এ সব ক্রিয়াতে নিজে দিলেন প্রমাণ॥

"পিতা পাঠাইল মোরে আছে সাক্ষ্য স্থান।
মোর কৃত ক্রিয়া সব ইহাতে প্রমাণ"॥

ত্রাতার বিষয়ে গ্রন্থ যত লেখা ছিল।
সে সব প্রত্যক্ষরূপে যীশুতে ফলিল॥

তাঁর জন্মিবার কুল জননী জনন।
শিক্ষা ক্রিয়া দুঃখভোগ ক্রুশেতে মরণ॥

পুনরুত্থানাদি তাঁর যত লেখা ছিল।
সে সব বিষয় তাঁতে সম্পূর্ণ ঘটিল॥

মঙ্গল সংবাদে তাহা লেখে অবিকল।
এই জন্যে পূর্ব্বে খ্রীষ্ট কহিলা সকল॥

"ধর্ম্ম গ্রন্থ আলোচনে করহ বিচার।
প্রমাণ দিতেছে সেই বিষয়ে আমার"॥

পূর্ব্বে কহিলেন যীশু যে ভবিষ্যদ্বাণী।
সে সব কহিব শুন প্রাচীন কাহিনী॥

সর্ব্বজগতে মঙ্গল সমাচার কথা।
প্রকাশ হইবে ইহা জানিবা সর্ব্বথা॥

বিচারদিনের কথা বিস্তারে কহিলা।
জগতের অন্ত কথা প্রভু প্রচারিলা॥

স্বর্গ নরকের কথা করিলা বিস্তার।
পরম বিবেচনীয় বিষয় তাহার॥

তাবন্ত অবশ্য পূর্ণ হইবেক তাব।
ইহাতে কহিলা প্রভু করিয়া বিচার॥

তোমাসবে বলিতেছি এ সকল কথা।
ঘটিলে জানিবা সত্য আমি ত্রাণদাতা॥

আর দেখ তাঁর প্রেম দয়া ধর্ম্মাচারে।
অবশ্য প্রমাণ হয় ঈশ্বরাবতারে॥

শুদ্ধ তিনি আমাদের হৈয়া প্রতিনিধি।
পালিলেন দয়া করি ঈশ্বরাজ্ঞা বিধি॥

হৈলা নিজ উপদেশে প্রমাণ তাহাতে।
শিষ্যের দৃষ্টান্ত হৈলা ধর্ম্ম আচরিতে॥

শাস্ত্রে লেখে ঐশ্বরিক স্বভাব তাঁহার।
দেখ তেঁহ না করিলা হিংসাদি ব্যাপার॥

তিরস্কৃত হইয়াও গালি নাহি দিলা।
শত্রুদেরো জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলা॥
দুঃখিদের উপকার করিলা বিশেষে।
পাপিদের ত্রাণ দিতে প্রাণ দিলা শেষে॥

কহিল সুস্পষ্টে তথা তাঁর শত্রু যত।
"অবশ্য ধার্ম্মিক তিনি ঈশ্বরের সুত" ॥

অতএব বুঝ তুমি এ সব প্রমাণে।
তারিতে আইলা প্রভু পাপি নরগণে ॥

হইলা খ্রীষ্টাবতার পাপিরে তারিতে।
ঈশ্বরের অনুগ্রহ দয়া কত তাতে ॥

তাঁহা বিনা নরে ত্রাণ দিতে কে বা পারে।
সকলে আপন মনে পরলোকে ডরে ॥

একই ঈশ্বর বুঝ পাপ একরূপ।
সমান ভুগায় পাপ অল্প কিম্বা স্তূপ ॥

তাহাতে তো ত্রাণদাতা এক আবশ্যক।
তারক হইলে যীশু না ঘটে নরক ॥

সেই ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট আর কেহ নহে।
সকল লোকের ত্রাতা তাঁহাকেই কহে ॥

যদি কাহাকেও কেহ ত্রাণকর্ত্তা কয়।
মনেতে বুঝহ সে তো সকলের নয় ॥

জন প্রতি ত্রাতা যদি এক এক হয়।
কেমনে ঈশ্বর তারা যুক্তিসিদ্ধ নয় ॥

মন ফিরাওণের বিষয়।

এবে কর অবগতি মানস ফিরাণরীতি
কহি বিবেচনা কর তার।
আর পুনর্জ্জন্ম শুন যাতে হয় সত্বগুণ
আর হয় ধর্ম্মে অধিকার ॥

শুনিয়াছ শব্দমাত্র এই যে দুয়ের।
অর্থ কহি শুন আগে মনফিরাণের ॥
জানিয়া আপনপাপ মনের তাপেতে।
বিমুখ হইয়া তায় বাঙ্মনকায়েতে ॥
ঈশ্বরের ভজনেতে প্রবৃত্ত হওন।
এই তো মনফিরাণ নরকখণ্ডন ॥
আর সদাত্মার দ্বারা মনুষ্যের মন।
হৈল ঈশ্বরকর্ত্তৃক নির্ম্মল তখন ॥
সত্যধর্ম্ম গ্রহণেতে ছাড়্যা পাপস্পৃহা।
হয় নবশীলপ্রাপ্তি পুনর্জ্জন্ম ইহা ॥
জন্মাবধি থাকে নর পাপিষ্ঠ স্বভাব।
তাহা গেলে হয় তার সত্যধর্ম্মভাব ॥
অতএব ওহে ভাই জিজ্ঞাসি তোমারে।
এখন তোমার মন আছে কি সংসারে ॥
তবে তো সে ভ্রষ্ট মন না হৈলে নূতন।
নারিবে লইতে কভু য়ীশুর শরণ ॥
ঈশ্বরের আরাধনা নারিবে করিতে।
এমন কি তব বোধ না হয় চিন্তাতে ॥

ইহাতে বুঝিয়া দেখ মন্দ অভিলাষে।
দুষ্টকর্ম্মে মত্ত সদা ত্রাণ পাবে কিসে॥

উত্তম মনুষ্য যদি চাহ হইবারে।
খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস দৃঢ় করহ অন্তরে॥

তবে তো সদাত্মা তব মন পরিষ্কার।
করিলে চলিতে পার আজ্ঞায় তাঁহার॥

ঈশ্বর কহিলা পূর্ব্বে আমি পুণ্যময়।
এইহেতু পুণ্য হও তোমরা নিশ্চয়॥

অতিপুণ্যা স্বর্গপুরী ঈশ্বরের স্থান।
তথায় বসতি করে যত পুণ্যবান্॥

পুণ্যাত্মা না হও যদি তবে তো স্বর্গেতে।
কখন নারিবে তুমি প্রবেশ করিতে॥

নরকের মধ্যে তব হইবে বসতি।
ধর্ম্মগ্রন্থে তাহা লিখে কর অবগতি॥

হিংসুক বঞ্চক আর বিগ্রহপূজক।
মিথ্যাপ্রিয় বেশ্যাগামী মায়াবী ঘাতক॥

ইহারা সকলে থাকে স্বর্গের বাহিরে।
এই জন্যে ওহে ভাই কর পুণ্যাচারে॥

হও সৎস্বভাব কর বুদ্ধিগুণে দয়া।
শীঘ্র ছাড় প্রবঞ্চনা চৌর্য্যাদি কুক্রিয়া॥

মিথ্যাকথা কহা ছাড় পরস্ত্রীহরণ।
আর মিথ্যাশ্রয় ছাড় দেবতাপূজন॥

জপ যজ্ঞ তীর্থযাত্রা তপ বলিদান।
সহমরণাদিকর্ম্ম শ্রাদ্ধ গঙ্গাস্নান॥

আর না করিতে হয় জানহ অন্তরে।
ছাড় হিংসা রাগ লোভ দ্বেষ ঈর্ষা পরে॥

ছাড়িও মাৎসর্য্য গর্ব্ব সবে কর প্রীতি।
সর্ব্বকর্ম্মে সুশীলতা কর ধৈর্য্য নীতি॥

পরে দয়া ক্ষান্তি কর সহিষ্ণু হইয়া।
সত্যধর্ম্মপথ ধর মন ফিরাইয়া॥

আর দেখ তুমি কিম্বা কোন অন্য জন।
ছাড়িয়া কুপথ করে সৎপথে গমন॥

পাপে মনস্তাপ করে একান্ত মানসে।
খ্রীষ্টের শরণ নিতে তাঁর কাছে আসে॥

মন পরিবর্ত্ত আর পুনর্জন্ম তবে।
সিদ্ধ হৈলে স্বর্গ পায় সে জন জানিবে॥

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়।

এবে শুন সারমর্ম্ম খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্ম
বিবেচনা করহ তাহার।
যেই ধর্ম্ম ক্ষিতি মাঝে স্থাপিলা ঈশ্বর নিজে
তেঁহ রক্ষা করিলা যাহার॥

তিনি সত্যধর্ম্মে তুষ্ট জানিবা নিশ্চয়।
সদা রুষ্ট মিথ্যাধর্ম্মে যাতে পাপ হয়॥

তিনি যথা পুণ্যময় নির্দ্দোষ নির্ম্মল।
খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্ম তাদৃশ উজ্জ্বল॥

আগে সত্যধর্ম্ম মিলে পরিত্রাণ শেষে।
মঙ্গলসংবাদে তাহা লিখিলা বিশেষে ॥

তুমি কি ধর্ম্মের শিক্ষা পাইয়া তাহার।
আচরণ শুদ্ধ কৈলা দেখ আপনার ॥

কেন বা এখন মিথ্যাধর্ম্ম চেষ্টা কর।
তাহাতে ঘটিবে দুঃখ শেষে নিরন্তর ॥

সত্যধর্ম্মে জান নাকি কদর্য্যাভিলাষ।
পাপাদি ছাড়িতে হয় নৈলে সর্ব্বনাশ ॥

তোমার উচিত কর্ম্ম কহি শুন এবে।
ধৈর্য্যাবলম্বন করি সৎ কথা শুনিবে ॥

খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্ম করহ গ্রহণ।
তাহারে মান্যতা কর আর সুশিক্ষণ ॥

তাহা ছাড়া উদ্ধারের আর পথ নাই।
ঈশ্বরে আকৃষ্টমন তাতে হবে ভাই ॥

ইহকালে বহুতর মঙ্গল হইবে।
মৃত্যুকালে তরিবার ভরসা থাকিবে ॥

খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্ম অত্যন্ত নির্ম্মল।
পরলোকে সুখোদয় অক্ষয় উজ্জ্বল ॥

এই ধর্ম্ম আচরিতে সুগম সাধন।
ধনব্যয়ে উপবাসে নাহি প্রয়োজন ॥

লৌকিক কর্ম্মেতে তুষ্ট না হন ঈশ্বর।
তাহা তাঁর গ্রাহ্য নহে তাহা তো নশ্বর ॥

খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম এই শুন দিয়া মন।
ঈশ্বরে করিতে হয় চিত্তসমর্পণ ॥

দুষ্টক্রিয়াত্যাগে দেখ পুণ্যবুদ্ধি হয়।
ধর্ম্মগ্রন্থে লেখে শুন এ সব বিষয়॥

খ্রীষ্টভক্ত হয় যারা তারা লোভ দ্বেষ।
কাম ক্রোধ ঈর্ষা আদি ত্যজিবে বিশেষ॥

এতাদৃশ নাহি হৈলে খ্রীষ্টিয়ান নহে।
চলিলে খ্রীষ্টের পথে খ্রীষ্টিয়ান কহে॥

বিশেষ কর্ত্তব্য যাহা তাহাদের আছে।
ক্রমে কহি শুন ভাই শাস্ত্রে লিখিয়াছে॥

পিতা সুত সদাত্মার নাম সম্বলিত।
বিশেষ স্নানেতে যারা হয় জলসংস্কৃত॥

ঐশ্বরিক নিয়মেতে তারা গ্রাহ্য হয়।
সদা ভাল চেষ্টা করে ত্রাণের বিষয়॥

বালক হইলে তারা পাঠশালায় গিয়া।
সত্যত্রাণ পথ পায় সুশাস্ত্র পড়িয়া॥

জীবিকাতে চেষ্টা করে তারা ছয় দিন।
রবিবারে গৃহকর্ম্মে হয় উদাসীন॥

পুণ্যঘরে ঈশ্বরের করে স্তব গান।
প্রার্থনা করিয়া চাহে সত্যধর্ম্ম জ্ঞান॥

ধর্ম্মগ্রন্থ শুনে পুন অন্যকার্য্য নাই।
তাদের বিবাহ বার্ত্তা শুন এবে ভাই।

তাদের বিবাহে নাই কন্যা বেচা কেনা।
না বেড়ায় পথে পথে না বাজে বাজনা॥

ধর্ম্মের নিয়মে প্রেমে কন্যার সহিত।
ধর্ম্মশিক্ষকের দ্বারা হয় বিবাহিত॥

ঐশ্বরিক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা হইলে।
বিবাহ সম্পূর্ণ হয় শুনহ সকলে ॥
আর খ্রীষ্টিয়ান সব নিজ ব্যবসায়।
শিষ্টাচারে শাস্ত্রালাপে এ কাল কাটায় ॥
নাহি যায় কোন তীর্থে তারা মৃত্যুকালে।
খ্রীষ্টে ভরসাই রাখে বিশ্বাসের বলে ॥
জগৎ ছাড়িতে হইলে মনে নাহি ভয়।
অনন্তজীবনাশায় আহ্লাদি হৃদয় ॥
আর তাঁহাদের দেহ পোড়া নাহি যায়।
কবরস্থ হয় পুনরুত্থান আশায় ॥
মরিলে না আছে শ্রাদ্ধ কুটুম্বার্থে ব্যয়।
মৃতের লৌকিক ক্রিয়া উপকারী নয় ॥
ধন দিলে পাপে মুক্তি যদ্যপি মিলিত।
তবে নিজে মৃত্যু কালে সকলে কিনিত ॥
ঈশ্বরের প্রতি মন সুনিষ্ঠ করিলে।
য়ীশুতে রাখিলে ভক্তি মুক্তি তবে মিলে ॥
কোনমতে আত্মসাধ্যে নাহি মিলে ত্রাণ।
য়ীশু খ্রীষ্ট দিলে পায় ঈশ্বরের দান ॥
যারা নিজ পরিত্রাণ সাধিবারে নারে।
তাহারা কি অন্য লোকে ত্রাণ দিতে পারে ॥
খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্ম বুঝহ কেমন।
যুক্তিসিদ্ধ বটে কি না করহ চিন্তন ॥
ঐ ধর্ম্মের সার কহি অতঃপর শুন।
শাস্ত্রে কহিয়াছে যাহা বিচারিয়া পুন ॥

"ঈশ্বরের স্তুতি হউক্ শান্তি পৃথিবীতে।
তাঁর অনুগ্রহ হউক্ প্রতিমনুষ্যেতে" ॥
আরো দেখ অন্যধর্ম্মে অপমান তাঁর।
বিবাদাদি সর্ব্বনাশ ঘটে সভাকার ॥
নিজ বুদ্ধি আচরণে না কর ভরসা।
মিথ্যাভক্তি কাপট্যেতে মিথ্যা হবে আশা ॥
আপনাকে না বঞ্চিয়া হও নম্রচিত্ত।
ঈশ্বরের সেবা কর হও তদাশ্রিত ॥
তবে তো সদাত্মা পায়্যা সুশিক্ষিত হবে।
মনোভ্রান্তি দুঃখ শোক শীঘ্র দূরে যাবে ॥
খ্রীষ্টিয়ান হৈলে জাতি যাবে না বলিবে।
জাতি সে তো কথা মাত্র পরমার্থভাবে ॥
তোমাদের জাতি কিছু না আছে বিশেষে।
পৃথিবীতে দুই জাতি আছে সর্ব্বদেশে ॥
ঈশ্বরের জাতি যারা তাঁরি পক্ষে রয়।
শয়তান পক্ষপাতী তার জাতি হয় ॥
খ্রীষ্টাশ্রিত সত্যভক্ত ঈশ্বরের জাতি।
তাদের রক্ষক য়ীশু ত্রাণদাতা গতি ॥
দুরাচার পাপিষ্ঠেরা শয়তানে ভজে।
তার জাতি তার সঙ্গে নরকেতে মজে ॥
দুরন্ত নরক ভুঞ্জে নাহি তাতে ত্রাণ।
অনন্ত নরকানলে কত অপমান ॥
ঈশ্বরের জাতি হৈলে স্বর্গীয় সম্মানে।
নিতান্ত শোভিত হয় পায় পরিত্রাণে ॥

এত জ্ঞানী কে বা আছে ধরে খ্রীষ্টাশ্রয় ।
ঈশ্বরের জাতি হৈতে আকাঙ্ক্ষিত হয় ॥
এখনো সময় আছে আস ত্বরা করি ।
নিজ প্রাণে দয়া কর না কর চাতুরী ॥
ইহকালে না ভজিলে খ্রীষ্টের চরণ ।
শেষে তো ঘটিবে তব নরকে মরণ ॥

মৃত্যুর বিষয় ।

জন্মিলেই মৃত্যু আছে মৃত্যু থাকে পাছে পাছে
নহে চিরজীবী কোন নর ।
সবার সমান বটে সময় বিশেষে ঘটে
তার চিন্তা কর অতঃপর ॥
আত্মার শরীরহৈতে বিয়োগ হওন ।
সকল পণ্ডিত কহে এই তো মরণ ॥
কাল যায় মৃত্যু আসে অতি ঘনাইয়া ।
এই দেহ মাটী হবে দেখহ বুঝিয়া ॥
পচে কিম্বা ভস্ম হয় কিম্বা কৃমিময় ।
এমন দুর্দশা তার দেহ নিত্য নয় ॥
কাষ্ঠতুল্য অস্থি নাড়ীদড়ীর বন্ধন ।
মাটীতুল্য মাংস তাহে চর্ম্মই লেপন ॥
নবদ্বার বালা বাড়ী জীবের আশ্রয় ।
পাঁচেতে নির্ম্মিত শেষে পাচে লীন হয় ॥

আর দেখ শরীরের না আছে চেতন।
আত্মাতে জীবিত যথা করহ শ্রবণ ॥

দেহ রথ আত্মা রথী ইচ্ছাই সারথী।
চালালেই চলে বলে ইচ্ছাধীন গতি ॥

সুখ দুঃখ দুই চক্র ঘুরে অনিবার।
চিন্তা ঘোড়া আশা কোড়া না আছে নিস্তার ॥

কৌমার যৌবন বৃদ্ধ তিন রঙ্গ তায়।
কালবশে আসে এক অন্য ছাড়্যা যায় ॥

রোগে দেহ জীর্ণ শীর্ণ হৈলে নানামতে।
কিসে কার মৃত্যু হয় না জানে পূর্ব্বেতে ॥

হেন দেহের গৌরব না করিবে ভাই।
প্রাণ গেলে ছাড়ে সব এ কি দেখ নাই ॥

সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম ইথে দুই হৈতে পারে।
যাতে তর তাহা কর বুঝাও মনেরে ॥

হেথা থাকে অল্পকাল চির পরলোকে।
মরিলে স্বর্গেতে যায় অথবা নরকে ॥

অত্যল্প কালের জন্যে ভ্রান্ত এ সংসারে।
কিঞ্চিত সুখার্থে কেন বৃথা পাপ করে ॥

অনন্ত স্বর্গীয় সুখ তাহাতে হারায়।
ততোধিক মুর্খতা কি শেষে হায় হায় ॥

মরিলে কি দশা হবে কেহ নাই ভাবে।
কোথা যাবে কি বা খাবে কে তথা রাখিবে ॥

নিত্য ধর্ম্মাধর্ম্মফল ভুগাবে ঈশ্বর।
জানিয়াও তাঁর আজ্ঞা নাহি মানে নর ॥

ওহে ভাই হিত কহি পাপে কর ভয়।
সর্ব্ব ভ্রান্তি ছাড় কর সত্যধর্ম্মাশ্রয় ॥
পাপরোগে পথ্য হৈলে পাইবে জীবন।
নতুবা মজিবে পাপে কে করে রক্ষণ ॥
পথহারা অন্ধ যেন পড়ে খাল্ল ডোবে।
জ্ঞানহারা ভ্রান্ত হৈলে নরকে পড়িবে ॥
যাতে উঠিবারে নাই কোনহ উপায়।
উদ্ধারের যোত্র নাই না আছে সহায় ॥
সত্য ধর্ম্ম সাধনার্থে প্রভু ইহকালে।
তোমারে জীবন দিলা তাহা না সাধিলে ॥
মরণ ঘটিলে দেখ ভ্রান্তদের মুখে।
রসিকতা পরিহাস আর নাহি থাকে ॥
সৌন্দর্য্য মর্য্যাদা বল ঐশ্বর্য্য মত্ততা।
কোথা থাকে লম্পটতা আর দাম্ভিকতা ॥
সে সব দুষ্কর্ম্ম তারে নরকে মজায়।
দেখ ধন কড়ি কারো সঙ্গে নাহি যায় ॥
আসিল উলঙ্গ যেন যাইবে উলঙ্গ।
আসিতে যাইতে কেহ নাহি ধরে সঙ্গ ॥
অন্য কি কহিব দেখ দেহ আপনার।
কোথায় ফেলিয়া যাও না করি বিচার ॥
ইথে পথ হারাইয়া ভ্রান্ত নাহি হও।
পাপ ছাড় খ্রীষ্টে ভজ ধর্ম্ম সঙ্গে লও ॥
মৃত্যু কালে চিন্তা হবে বাঁচিলে এ বার।
ঈশ্বরে ভজিব পাপ না করিব আর ॥

এ ভাবনা বৃথা হবে না পাবে সময়।
এই কাল বৃথা যায় বুঝহ নিশ্চয় ॥

বন্ধ্য বৃক্ষ কাটাইয়া অগ্নিতে ফেলায়।
ধর্ম্ম না অর্জ্জিলে তথা নরকে পোড়ায় ॥

কেমন কঠোর ক্লেশ যাতনা তখন।
তোমার উঠিবে মনে বুঝহ এখন ॥

তখন উপায় আর কিছু না পাইবে।
ছাড় পাপ মান তাঁরে নিত্য সুখে রবে ॥

প্রভুর আজ্ঞায় চল আইস সৎপথে।
ত্রাণোপায় কর ভাই সময় থাকিতে ॥

বিচারদিনের বিষয়।

জগতের শেষে বিচার বিশেষে হবে দেখ এক দিন।
ধর্ম্মাধর্ম্মফল ফলিবে সকল যীশুখ্রীষ্টের অধীন ॥

তুমি কি জান না ভাই বিচারের দিনে।
যাইতে হইবে সবে বিচারের স্থানে ॥

ধনী কি বা ধনহীন যে বা কেহ হয়।
সবার বিচার হবে এড়াবার নয় ॥

বিশ্বাসে পাইবে স্বর্গ ভক্তেরা তখন।
পাপিদের হইবেক নরকে গমন ॥

পাপিদের সেই দিন ভয়ঙ্কর যত।
অকথ্য আহ্লাদ হবে ভক্তদের তত ॥

য়ীশুকে বিদ্রূপ করে যারা ইহলোকে।
তাঁর আজ্ঞা নাহি মানে তুচ্ছ করে তাঁকে ॥

কিন্তু যবে পরাক্রমে মেঘারূঢ় তাঁরে।
আসিতে দেখিবে তারা গগণ উপরে ॥

তবে কত মহা ভয় উঠিবে অন্তরে।
নিতান্ত মরিবে বুঝি তাঁহার বিচারে ॥

তেঁহ সুবিচারকর্ত্তা কর্ম্মোচিত ফল।
সবারে দিবেন ন্যায়ে হইয়া প্রবল ॥

সেই দিনে কি দুর্দ্দশা হবে উপস্থিত।
সময় থাকিতে কর তাহার বিহিত ॥

তাঁর হাতে এড়াবার না আছে উপায়।
সকলে যাইতে হবে তাঁহার সভায় ॥

তবে তাঁর দূতগণ তূরী বাজাইলে।
কবরে পর্ব্বতে কিম্বা নানা জলে স্থলে ॥

যার যথা মৃত দেহ যেরূপে থাকিবে।
সেই দেহধারী হৈয়া মনুষ্য উঠিবে ॥

তখনি পেঁৗছিবে সবে প্রভুর সভায়।
পাপী কিম্বা পুণ্যবন্ত আছে যে যথায় ॥

তোমারে জিজ্ঞাসা করি তুমি তাঁর কাছে।
দাঁড়ালে সভার মধ্যে কি ভরসা আছে ॥

কি উত্তর দিবে তুমি কোন গতি পাবে।
কি আশাতে স্থির আছ কিরূপে তরিবে ॥

প্রকাশে বা গুপ্তরূপে যে কর্ম্ম করিবে।
সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম সব লেখা দিতে হবে ॥

দোষাদোষ ব্যক্ত হবে বিচারে তখন ।
তার প্রতিফল ভোগ হবে সর্ব্বক্ষণ ॥

এখন বুঝিয়া চল ছাড় মন্দ আশা ।
খ্রীষ্টের নিকটে কর ত্রাণের ভরসা ॥

তাঁর আজ্ঞা মান্য কর করিয়া বিশ্বাস ।
শাস্তি লজ্জা নাহি পাবে না থাকিবে ত্রাস ॥

নরকের বিষয় ।

পাপেতে নরকে যায় অনন্ত যাতনা তায়
সেই দুঃখে মজে সর্ব্বকাল ।
পাপে নাহি পারাপার বিবেচনা কর তার
পাপকর্ম্ম নরকের জ্বাল ॥
করিতেছ এত পাপ শেষে হবে মনস্তাপ
বুঝ না কি যাতনা ঘটিবে ।
কুকর্ম্ম হইতে মন নাহি ফিরায় যে জন
ঈশ্বরের কোপে সে পড়িবে ॥
নাহি মানে অনুরোধ প্রচণ্ড তাঁহার ক্রোধ
নরক যাতনা ঘটে যায় ।
নরক যাতনাস্থান বহু তাতে অপমান
ঘোর অন্ধকার আছে তায় ॥
বুঝ তুমি মনে মনে তেমন দারুণ স্থানে
সে যাতনা কেমনে ভুজিবে ।
তীক্ষ্নমুখ কৃমিগণ কামড়াবে অনুক্ষণ
দুঃখধূম সর্ব্বদা উঠিবে ॥
প্রচণ্ড জ্বলন্তানল তাহে গন্ধক প্রবল
না নিবায় নাহি অবসান ।

ক্রন্দন কল্লোল যথা দন্ত কড়মড়ি তথা
হায় হায় কি দারুণ স্থান ॥
পড়িলে তো একবার ন বিশ্রাম ন নিস্তার
ন সান্ত্বনা ন বন্ধু তাহায় ।
না আছে ভোজন পান ন মর্য্যাদা ন বা দান
কেবল যাতনাভোগ পায় ॥
ইহ কৈলে মহাপাপ ঘটে ঈশ্বরের শাপ
তাহে ঘটে নরকযন্ত্রণা ।
যথা কর্ম্ম তথা ফল দুরন্ত জ্বলন্তানল
সদা দহে কুকর্ম্ম ঘটনা ॥
মায়াবী কদর্য্যাচারী অবিশ্বাসী মিথ্যাকারী
পারদারিক দেবের পূজক ।
ইহারা পাপের দণ্ডে জ্বলন্ত নরক কুণ্ডে
পড়িবেক আর যে ঘাতক ॥
তুমি যদি পাপী তবে সেই নরকেতে যাবে
মনে মনে দেখহ বুঝিয়া ।
এখন সময় আছে আস য়িশু খ্রীষ্ট কাছে
পাপকর্ম্ম এখনি ছাড়িয়া ॥
মোর উপদেশ ধর য়িশুতে আশ্রয় কর
তাঁহাতে না হও অবিশ্বাসী ।
যথা নাই কোন দুঃখ কেবল অনন্ত সুখ
ঈশ্বরের হবে সহবাসী ॥

স্বর্গের বিষয় ।

স্বর্গের বিষয় শুন মহাশয়
বিবেচনা কর চিতে ।

স্বর্গ স্থান পুণ্য যে পায় সে ধন্য
স্বর্গিগণ থাকে তাতে ।।

স্বর্গ অতি তেজোময় সুপবিত্র স্থান ।
ঈশ্বরের পুত্ররূপে ভুঞ্জে পুণ্যবান ।।
কেবল সুখের ভোগ সেখানে সদাই ।
স্ববাঞ্ছিত ফল পায় দুঃখমাত্র নাই ।।
বাদ বিসম্বাদ শোক পীড়া তাপ যত ।
না আছে তথায় কোন দুঃখ মনোগত ।।
অমঙ্গল কিছু নাই মঙ্গলের ঘর ।
সেথাকার সদা রাজা পরম ঈশ্বর ।।
ধার্ম্মিকেরা তাঁর প্রজা আহ্লাদ অন্তরে ।
সকলেরি হিতচেষ্টা দূতগণ করে ।।
স্বর্গ প্রবেশের নাম হৈল পরিত্রাণ ।
য়িশু খ্রীষ্ট দ্বার তাহে ঢুকে পুণ্যবান ।।
কহিলাম প্রিয় ভাই তোমাকে উচিত ।
ইহাতে বুঝিয়া দেখ যে কর্ম্ম বিহিত ।।
খ্রীষ্টের শরণ লও তবে স্বর্গে যাবে ।
নতুবা জ্বলন্তানলে নরকে পুড়িবে ।।
তিনি তো স্বর্গের দ্বার তিনি দ্বারী তার ।
তালাকাঠী তাঁর হাতে পথ নাই আর ।।
তাঁর ভক্তগণ প্রতি খুলা আছে দ্বার ।
তাঁর আজ্ঞাবশে চল তবে হবে পার ।।
তাঁর আরাধনা কর কর ধন্যবাদ ।
ধর্ম্মপথে সদা থাক পূরিবেক সাদ ।।
তাঁহার বিচারে তবে উত্তীর্ণ হইবে ।
পরমেশ্বরের কাছে বসতি পাইবে ।।

পরম আহ্লাদে তথা য়িশুর সহিত।
থাকিবে স্বর্গের মাঝে হবে মনোনীত॥

আর তুমি তার কাছে এই ভিক্ষা চাও।
খ্রীষ্টের গৌরব গুণ যেন সদা পাও॥

অন্তেতে তোমাকে তেঁহ যেন কোলে নেন।
তব শিরে গৌরবের রাজমুকুট দেন॥

ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে এই উপদেশ।
দিলাম বুঝিলে তাহা ফলিবে বিশেষ॥

তব হিতচিন্তা করি কহিলাম এত।
ভাবিয়া বুঝিলে তব হবে মনোগত॥

সবার করিবে হিত ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়।
লোকের করিলে হিত আপনারি হয়॥

সেই হিত আপনারি জানিবা নিশ্চয়।
কভু না ভুলিবে ভাই ত্রাণের বিষয়॥

অনেকে শ্রবণ করে ধর্ম্ম উপদেশ।
ধন্য যেই গ্রাহ্য করে বুঝিয়া বিশেষ॥

প্রেমভাবে কহি পুন বিনয় বচন।
হেলায় হারাও কেন হেন মুক্তি ধন॥

পুনশ্চ তোমার সঙ্গে যবে দেখা হয়।
তখন জানিব তব কেমন হৃদয়॥

ওহে ভাই আরো করি তোমারে বিনয়।
যেন হেন মম যত্ন বৃথা নাহি হয়॥

ধর্ম্মবাণী তব মনে ফলুক বিস্তর।
এখন বিদায় লও যাও নিজ ঘর॥

ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বদাই জ্ঞানশিক্ষা দেন।
ঈশ্বরের সর্ব্বরাজ্য হউক আমেন॥

ইতি।

ধর্ম্ম বিষয়ক

পত্রকৌমুদী।

অর্থাৎ

বাইবেলোক্ত ও হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের
সত্যতাবোধক প্রমাণ বিবেচনা করিয়া

কোন্ শাস্ত্র বা

ঈশ্বরের দত্ত কোন্‌টা বা নহে

ইহা

এই পত্রকৌমুদীতে লেখা গিয়াছে।

কলিকাতায়

চর্চ্চ মিশন ছাপাখানাতে মুদ্রিত হইল।

ইংরেজী ১৮২৮ শাল ।।   বাঙ্গালা [illegible] শাল ।।

বিজ্ঞাপন।

কেহ যদি এই পুস্তককে মনোরম্য বোধ করিয়া ইহাতে লিখিত বৃত্তান্তের বিষয় অধিক জানিতে ইচ্ছা করে, তবে সে কলিকাতাতে পিয়র্স সাহেবের ছাপাখানাতে কিম্বা চুঁচুড়াতে পাদরি মুণ্ডি সাহেবের নিকটে গেলে, যাহার মধ্যে এই সকল বিবরণ অতি বিশেষরূপে লেখা গিয়াছে, এমন একটী বড় পুস্তক অতিঅল্প মূল্যেতে পাইতে পারিবে।

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT SOCIETY.
2,000 copies.

প্রথম পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় খুড়া মহাশয়েষু।

আজ্ঞাকারি শ্রী হরিনারায়ণ ঘোষালস্য

বিনয় পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের কৃপাবলোকনেতে এক্ষণে এ পরিজনের ঐহিক মঙ্গল পরং বিশেষঃ ২৫ বৈশাখে শ্রী রামধন ঘোষজদ্বারা যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পাইয়া সমস্ত সমাচার অবগত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন, যে পরলোকে নিস্তার পাইবার জন্যে এইক্ষণে নানা নূতন ২ শাস্ত্র পাইতেছি, এবং পিতৃপিতামহাদিরা যে শাস্ত্রের বিধ্যনুসারে ধর্ম্ম যাজন করিয়াছেন, এবং আমরাও করিতেছি, এই উভয়ের মধ্যে কোনটা সত্য কোনটা বা মিথ্যা, এতদ্বিষয়ে আমি মহাসন্দিগ্ধ হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না; অতএব আমার বিবেচনাতে যাহা সত্যরূপে স্থির হয়, তাহা তোমাকে অবগত করাইবার জন্যে লিখিতেছি। শুন কোন শাস্ত্র যে সত্য আর কোন শাস্ত্র বা মিথ্যা ইহা তাহার উপদেশ দ্বারাই বুদ্ধিমন্তলোকেরা বুঝিতে পারে, কি না যে যেমন তাহার শিক্ষাও তেমনি হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল এই, যে পাপ হইয়াছে মহারোগের স্বরূপ, আর ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রের উপদেশ তন্নাশক মহৌষধি স্বরূপ, কিন্তু মিথ্যা শাস্ত্রের যে উপদেশ সে মিষ্টান্ন স্বরূপ। দেখ উত্তম ঔষধ মুখ

রোচক না হইলেও খাইলে তো শেষে রোগ দমন করে, তেমনি ঈশ্বরীয় শাস্ত্রের উপদেশ পাপিলোকদের শুনিতে ভাল লাগে না বটে, কিন্তু কর্ণপুটে পান করিলে তদ্দারা পাপরূপ রোগের শান্তি অবশ্য হয়। আর দেখ, মিষ্টান্ন যেমন খাইতে মুখে ভাল লাগে, তেমনি মিথ্যা শাস্ত্রের কথাও লোকদের কর্ণেতে শুনিতে ভাল লাগে; কিন্তু সেই মিষ্টান্ন যেমন রোগিলোকের পীড়ার নাশক না হইয়া বৃদ্ধিকে করায়, তেমন মিথ্যা শাস্ত্রের উপদেশেতে পাপের হ্রাসতা না হইয়া বরং আরো বাড়িয়া উঠে। এখন এই দৃষ্টান্তের সহিত পিতৃপিতামহাদি মানিত শাস্ত্রের তুলনা দিলে তুমি অনায়াসে জানিতে পারিবা, যে তাহা ঈশ্বর দত্ত কি প্রতারকলোককর্তৃক রচিত মাত্র। দেখ, সেই শাস্ত্রেতে লিখিত ধর্ম্ম সম্বলিত যে সকল নাচ-কাচ গান বাদ্য ইত্যাদি আছে তাহা মিষ্টান্ন স্বরূপ, কি প্রকৃত ঔষধ স্বরূপ, ইহা বিবেচনা করিলে তদ্বিষয় বোধগম্য করা তোমার বড় একটা কঠিন কর্ম্ম হইবে না, ফলত তুমি সরলমনা হইয়া যদি এই সমুদায়ের প্রতি অবলোকন কর তবে নিশ্চয় তোমার বোধ হইবে যে সকলই মিষ্টান্ন স্বরূপ মাত্র, যেহেতুক ঐ নাচকাচাদি দেখিতে ও শুনিতে লোকদের বড় ভাল লাগে, কিন্তু তদ্দারা পাপের দমন হওয়া দূরে থাকুক, কেবল ইন্দ্রিয়ের বিকার জন্মাইয়া তাহাদের দুষ্কর্ম্মের প্রতি আরও অধিক প্রবৃত্তি হয়। অতএব এই সকল কর্ম্ম যে২ শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের মধ্যে আছে সেই শাস্ত্র পাপেতে ঘৃণাকারী সুপবিত্র পরব্রহ্মের দত্ত কদাচ হইতে পারে না, বরং কোন পাপ প্রিয় দুর্বুদ্ধি

দুরাচার লোক আপনাদের লাভার্থে রচিয়াছে, এমন বোধ হয়। তবে তুমি খ্রীষ্ট বিষয়ক যে নূতন শাস্ত্রের কথা শুনিতে পাইয়াছ, তাহা হিন্দু লোকদের শাস্ত্রহইতে যে কেমন বিভিন্ন ও কত ২ প্রমাণদ্বারা তাহার সত্যতা স্থিরীকৃত হয়, ইহা তোমাকে পুনর্ব্বার যখন পত্র লিখিব তখন তাহাতেই বিশেষরূপে জানাইয়া দিব। ইতি তাং ২৫ জ্যৈষ্ঠ।

দ্বিতীয় পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় খুড়া মহাশয়েষু।

আজ্ঞাকারি শ্রী হরিনারায়ণ ঘোষালস্য বিনয় পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের অভ্যুদয় শ্রীশ্রী করিতেছেন, তাহাতেই এপরিজনের ঐহিক মঙ্গল পরং বিশেষ আপনি কোন শাস্ত্র যে সত্য ইহা জ্ঞাত হইবার জন্যে পূর্ব্বে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তর আমি বিশেষরূপে না লিখিয়া কেবল মহৌষধি বিষয়ক একটা দৃষ্টান্তদ্বারা সত্য শাস্ত্র যে কি পর্য্যন্ত মনের শুদ্ধতা জন্মায়, ইহা সামান্যরূপে তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম, আর কহিয়াছিলাম যে ইহার পরে যখন আপনকাকে

পত্র লিখিব তখন বিশেষরূপে জানাইয়া দিব, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র ঘোষজ প্রমুখাৎ শুনিলাম যে আমার কথাকে আপনি প্রামাণ্য করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; অতএব আমি মহাহ্লাদিত হইয়া পুনর্ব্বার মহাশয়ের নিকটে আর এক পত্র পাঠাইতেছি, তাহাতে মনোযোগ করিবেন। দেখ, আপনার মানিত শাস্ত্র বিষয়ে কাহারো সন্দেহ উপস্থিত হইলে যুক্তি হইয়াছে এক প্রকার তাহার পরীক্ষক কষ্টি পাতরস্বরূপ, যেহেতুক ঈশ্বরের অদৃশ্য বিষয় যে তাঁহার অনন্ত শক্তি ও ঈশ্বরত্ব ইহা সৃষ্টবস্তুদ্বারা মাত্র জগতের সৃষ্টিকালাবধি সুব্যক্তরূপে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ যেমন ঘট দর্শনদ্বারা আমরা জানিতে পারি যে ইহার কারক কুম্ভকার একজন অবশ্য আছে, নতুবা কোথাহইতে হইল? তেমনি জগতের সৃষ্টিকালাবধি সৃষ্টবস্তু দর্শনদ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে ইহার কর্ত্তা একজন ঈশ্বর আছেন। পরন্তু তিনি যে এই জগৎকে কিরূপে পালনাদি করিতেছেন, আমরা যদি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক তাহা অবলোকন করি তবে তিনি যে সর্ব্বশক্তি জ্ঞান দয়া ধর্ম্ম ইত্যাদি তাবৎ সদগুণ বিশিষ্ট এবিষয়ে আর আমাদের কিছুই সন্দেহ থাকিতে পারে না; অধিকন্তু তিনি যে সকল মনুষ্যকে দোষাদোষ জ্ঞাপন একটা বিশেষ জ্ঞান দিয়াছেন, তাহাতে এই বোধ হয় যে তিনি আমাদিগকে স্ব২ কর্ম্মানুসারে প্রতিফলও দিবেন, নতুবা মন্দ কর্ম্ম করিবামাত্র মনুষ্যদের মনেতে কেন এমন ভয় উপস্থিত হয় যে অবশ্য ইহার শাস্তি পাইব? তবে মহাশয় বিবেচনা করিলে নিশ্চয় এই জ্ঞাত হইতে পারিবেন যে ঈশ্বর যদি কাহাকেও

কোন শাস্ত্র লেখান, তবে সে শাস্ত্র অবশ্য তাঁহাকে ও তাঁহার গুণাদি বিষয়ে পুকৃতরূপে নির্ণয় করিয়া তাঁহার মহত্ত্বতানুসারে তাঁহাকে মানিতে ও ভয় করিতে সকলকে আজ্ঞা দিবেন, যেহেতুক তিনি সত্যবাদী এই পুযুক্ত সত্য বই মিথ্যা কদাচ কাহাকেও লেখান না: অতএব কোন শাস্ত্রের এতদ্বিষয়ক বাক্য সকল যদি যুক্তিদ্বারা মিথ্যা-রূপে নির্ণীত হয় তবে নিতান্ত এই বোধ হইবে যে সে শাস্ত্রের মূলাবধি মিথ্যামাত্র কদাচ ঈশ্বর দত্ত নয়; কিন্তু যে শাস্ত্রে এতদ্বিষয়ক বাক্য সত্যরূপে লিখিত আছে, তদ্বিষয়ে আমাদের এই অনুভব হইবে যে পাপের প্রায়-শ্চিত্তাদি ও অন্য২ সকল বিষয়ও তাহাতে যাহা লিখি-য়াছে তাহাও অবশ্য সত্যরূপে লিখিয়া থাকিবে: ফলতঃ সেই শাস্ত্র যে ঈশ্বর দত্ত নয় এমন কথা আমরা কদাচ বলিতে পারি না; এক্ষণে মহাশয় বাইবেল দেখিলে জ্ঞাতহইতে পারিবেন যে তাহার তাবদ্বাক্য এই পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসিদ্ধ, যেহেতুক তাহাতে এই লিখিত আছে যে ঈশ্বর একই আছেন দ্বিতীয় ন্যাই ও তিনি জ্ঞানময় দয়া-ময় ধর্ম্মময় ও পাপের ঘৃণাকারী এবং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও যে ঈশ্বর বুদ্ধিতে সেবা করা সে অতি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম, যথা এক ঈশ্বর আছেন এবং তিনি ব্যতিরেক আর কেহ নাই। তিনি আপন পরাক্রমেতে পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আপন জ্ঞানেতে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন; তিনি মনুষ্য ও পশুগণ তাবৎকে পালন করিতেছেন; তিনি পৃথিবীর সীমাপর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি এক দিন নিরূপণ করিয়াছেন যাহাতে

তিনি যাথার্থিকরূপে জগতের বিচার করিবেন। পরন্তু সেই শাস্ত্র লোককে কহেন, যে তোমরা কোন খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না এবং ঈশ্বরের অতিশয় ঘৃণিত বিষয় যে দেবোপাসনাদি তাহাও করিও না। অপর তাহাতে আর এই কথিত আছে, যে ঈশ্বর আছেন যাথার্থিক এবং আপন তাবৎ কর্ম্মেতে ধর্ম্মময়। অধিকন্তু তিনি এমন নির্ম্মল চক্ষু বিশিষ্ট যে তিনি পাপ প্রতি দৃষ্টিমাত্র করিতে পারেন না। অতএব তাহার উপাসনা করিতে গেলে আত্মাতে ও সত্যেতে তাহা করিতে হইবে, ফলতঃ ঈশ্বরের গুণাদি বিষয়ে ও মনুষ্যদের কর্ত্তব্যাদি বিষয়ে এতদ্রূপে সহস্র ২ বাক্য বাইবেলের মধ্যে লিখিত আছে, কিন্তু বিস্তার ভয়ে সে সকল লিখিলাম না এবং লিখিবার আবশ্যকতাও নাই, কেননা মহাশয় আছেন জ্ঞানবান; অতএব এই সকল কথা যে কেমন উত্তম ও যুক্তিসিদ্ধ ও হিন্দুলোকদের শাস্ত্রীয় কথাহইতে কত বিভিন্ন, বিবেচনা করিলে ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক আপনকার মন যদি বাল্যকালাবধি জনিত কুসংস্কারেতে নির্লিপ্ত হয় তবে আপনি অবশ্য স্বীকার করিবেন যে বাইবেলের সত্যতা এই সকল অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তিসিদ্ধ কথাদ্বারা অতি শক্তরূপে প্রতিপন্ন হয়, কি না এই সকল কথার সত্যতা দৃঢ়তররূপে স্থিরীকৃত হওয়াতে তৎশাস্ত্র যে মূলাবধি সত্য ও ঈশ্বরের দত্ত বটে এই বিষয়ে অন্যায় বিচার না করিলে আর কোনক্রমে আপনকার সন্দেহ থাকিতে পারিবে না। পরন্তু আপনি যে খিত্রাদি ব্যবহার্য্য শাস্ত্রের সত্যতা বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া আমাকে

পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে আমার পরম সন্তোষ হই-য়াছে, যেহেতুক কোন শাস্ত্র যে নিশ্চয় ঈশ্বর দত্ত এতদ্বিষয়ের নির্ণয় করা আপনকার অবশ্য কর্ত্তব্য, কেননা তাহা না করিলে আশয়ের অস্থিরতাপ্রযুক্ত তোমার কোনমতে ত্রাণ হইতে পারে না। এক্ষণে আপনি যদি এই কর্ম্মকে গুরুতর করিয়া মানেন, আর বাইবেলোক্ত আমার লিখিত এই বাক্যেতে যদি শ্রদ্ধা করেন তবে পুনরায় এ বিষয়ে আমাকে পত্র লিখিলে তাহার প্রত্যুত্তর আমি অবকাশক্রমে পাঠাইয়া দিব। কিমধিকং বিজ্ঞত মেবিতি তাং ৪ আষাঢ়।

তৃতীয় পত্র।

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ ঘোষাল বাবাজী চিরজীবেষু।

শুভানুধ্যায়ি শ্রী রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়স্য পরম সন্তোষং বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী৺ স্থানে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতেই এখানকার সমস্ত মঙ্গল পরং বিশেষঃ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ও ৪ আষাঢ়ে বাই বেলের সত্যতা বিষয়ের দুই পত্র পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম, এবং তোমার পরামর্শানুসারে আমি বাই

য়েন্ন ও হিন্দুলোকদের শাস্ত্রের বিবেচনা করিয়া তদু-ভয়েতে যে কি বিভিন্নতা আছে ইহা আত্মবুদ্ধ্যনুসারে তোমাকে জ্ঞাত করাইতেছি, ফলতঃ ঈশ্বরের গুণাদি বিষয়ে ও মনুষ্যদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বাইবেল-হইতে উদ্ধৃত করিয়া যে সকল বাক্য তুমি আমাকে লিখিয়াছ সে নির্দ্দোষ ও উত্তম বটে, এবং আমি হিন্দু-লোকদের শাস্ত্রেও উদ্দেশ করিয়া তাহার স্থানে২ ইহার তুল্য অনেক বচন পাইলাম, কিন্তু সে সকল আরবার এমত নানা অশ্রাব্য অবাচ্য মন্দ কথার সহিত সম্বলিত আছে যে বোধ হয় তচ্ছাস্ত্র কদাচ ঈশ্বরহইতে হয় নাই, যেহেতুক সেই শাস্ত্র কেবল তাঁহার উপাসনা করিতে বিধি না দিয়া নানা মন্দ কর্ম্মকারি দেবতার ও প্রতিমাদির পূজা করিতেও বিধি দেয়। আর তুমি প্রথম পত্রে লিখিয়া-ছিলা যে লোকদের মনের মলিনতাজনক ও পাপেতে, প্রবর্ত্তক নানা বিধ নাচ কাচ অশ্রাব্য গানাদি তাহাদের পূজার অঙ্গ আছে, দেখিলাম তাহাও সত্য বটে, কিন্তু আপনাকে মানসমান না করিয়া যে প্রজালোকেরা অন্যকে রাজ তুল্য করিয়া মানিবে কোন রাজাই এমন এস্তাহার কদাচ দেন না, আর এতদ্রূপ এস্তাহার তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইলে সকলে অবশ্য বুঝিতে পারিবে যে ইহা কোন ধূর্ত্ত প্রতারক নষ্টামী করিয়া লিখিয়াছে; অতএব হিন্দুলোকদের শাস্ত্র এতাদৃশ এস্তাহার স্বরূপ হওয়াতে কদাচ ঈশ্বর দত্ত হইতে পারে না, যেহেতুক সকলের রাজাধিরাজ যে ঈশ্বর, তাঁহার শাস্ত্র কেবল তাঁহাকেই মান্য করিতে আজ্ঞা দিয়া অন্যকে তদনুরূপে মানিতে

অবশ্য নিষেধ করিবে। অপর কোন ভৃত্য যদি একমাস মনিবের কিছুই কর্ম্ম না করিয়া মৃত্তিকাদিদ্বারা তাহার প্রতিমা নির্ম্মাণ করত তাহাতেই আপন স্বামির সেবা করে তবে সে ভৃত্য কি মাসান্তে তাহার নিকটে আপনার উপযুক্ত বেতন পাইবে তাহা কদাচ নয়, তেমনি যাহার প্রকৃত মনিব যে ঈশ্বর, তাঁহারি সেবা না করিয়া কল্পিত নানা দেবাদির পূজা করে, তাহাদের মাহিয়ানা স্বরূপ যে প্রকৃত স্বর্গভোগ তাহা কদাচ হইতে পারিবে না: ফলতঃ আমি এই বুঝি, যে শাস্ত্র সত্য ঈশ্বরের সেবা করিতে আজ্ঞা না দিয়া দেবদেবীর পূজা করিতে বিধি দেয়, লোকেরা কেবল আপনাদের পাপাসক্ততা প্রযুক্ত তচ্ছাস্ত্রকে ঈশ্বরদত্ত জ্ঞানে ব্যবহার করে; দেখ ঈশ্বরাদি বিষয়ে বাইবেল হিন্দুলোকদের শাস্ত্রহইতে কেমন বিভিন্ন লেখেন, কি না তাহাতে লিখিত আছে যে তিনিই হইয়াছেন অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর, নিত্যজীবী ঈশ্বর, ও অনন্তকাল স্থায়ী রাজা, ও তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি তো ন্যায়কারী ও ত্রাণকারী প্রভু ও তাঁহা ছাড়া আর কেহ নাই; বাস্তবিক হিন্দুলোকদের শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর বিষয়ক ও তাঁহার গুণাদি বিষয়ক যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত বাইবেল কথিত এই তদ্বিষয়ক বর্ণনার কোনক্রমে তুলনা করা যায় না; অপর বিবেচনা করিয়া ইহাও জ্ঞাত হইলাম যে হিন্দুলোকদের শাস্ত্র বাইবেলের মত কোনক্রমে ঈশ্বরের গুণানুরূপ নহে: দেখ দেখি, ডাকদ্বারা আমি কোন পত্র পাইলে তাহার লেখককে বিশেষরূপে না জানিলেও সেই লেখনদ্বারা

তাহার গুণ অবগত হইতে পারি, যেহেতুক কোন ব্যক্তি কাহাকেও পত্র লিখিতে গেলে সে কদাচ তাহাতে আপনাকে চোর লোভী পরদারিক বলিয়া লিখিবে না, বরং সে ব্যক্তি যদি গুণবান ও সাধু হয় তবে এমন উত্তমরূপে তাহা লিখিবে যে তদ্দারাই তাহার গুণ কেমন ইহা সকলে জানিতে পারিবে; তেমনি যে শাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত হয়, সেই শাস্ত্র তাঁহাকে লম্পট কামুক ইত্যাদি মন্দক্রিয়াকারী বলিয়া বর্ণনা না করিয়া বরং তাঁহার গুণানুরূপে গ্রথিত হইবে, কিন্তু হিন্দুলোকদের শাস্ত্রে তাঁহার গুণাদি বিষয় যথার্থরূপে লিখিত হয় নাই বরং অতিবিরুদ্ধ ও অযথার্থরূপে সেই সকল বর্ণনা করিয়া তাঁহার উপর অনেক কুৎসিত দোষ আরোপ করিয়াছে: অতএব আমার নিশ্চয় এই বোধ হয় যে যাহারা তাহা লিখিল ঈশ্বর তাহাদিগকে তত্রস্থ কোন কথা লেখাইলেন না, পরন্তু শিবের লিঙ্গাচ্ছেদন ও কৃষ্ণ কালী প্রভৃতি বিষয়ক যে সকল কথা তাহাতে আছে সে সকল লোকদিগকে অতিশয় পাপেতে প্রাবর্ত্তকমাত্র; অধিকন্তু সে শাস্ত্র স্থান বিশেষে লোককে মিথ্যা কহিতেও অনুমতি দেয় এবং তাহার কোন ২ বাক্যের পরস্পর বিরোধ আছে, কিন্তু যে বাক্য ঈশ্বরের হয় তাহাতে কোন বিরোধ কিম্বা কোন দোষ কোনমতে থাকিতে পারে না, যেহেতুক মিথ্যা কহিতে অনুমতি কিম্বা পাপেতে প্রবৃত্তিজনক কথা তাঁহার মুখহইতে কদাচ নির্গত হয় না, অতএব মনুষ্যদের জ্ঞানচক্ষু যদি প্রকাশ হয় তবে এই শাস্ত্রের বিষয়ে কাহারও আর ভ্রান্তি থাকে না, ফলতঃ বাইবেল ঈশ্বরকে

সর্ব্বগুণাধার ও সকলের শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বর্ণনা করত তাঁহার প্রকৃত সম্ভ্রম বাড়াইতেছে, কিন্তু হিন্দুলোকদের শাস্ত্র তাঁহার স্বরূপাদি বিষয়ে যথার্থরূপে না বলিয়া বরং এমনি বিপরীতরূপে কহে যে তাহা তাঁহার গৌরবের বিষয় না হইয়া কেবল অপমানের বিষয় হয়। আরো দেখ, কোন রাজা আপন রাজ্যের প্রত্যেক পরগণাস্থ লোকদের শাসনাদির নিমিত্তে ভিন্ন২ ও বিরোধী আইন না করিয়া এক২ রাজ্যে চালাইবার জন্যে একটী২ আইন মাত্র স্থির করেন, তেমনি ঈশ্বর জগতিস্থ তাবৎ লোকদের হিতার্থে এক শাস্ত্রমাত্র দিয়াছেন; আর মনুষ্যেরা যদি স্ব২ বুদ্ধিদ্বারা তদ্বিষয়ে শুক্ষ্মানুধাবন করে তবে অনায়াসে জানিতে পারে যে ভিন্ন২ মত ও বিরুদ্ধ বাক্য বিষিষ্ট যে সকল শাস্ত্রকে তাহারা ঈশ্বরীয় শাস্ত্র বলিয়া মানিতেছে সেই সমুদায় কদাচ তাঁহার দত্ত হইতে পারে না, যেহেতুক সত্যবাদী একমনা যে ঈশ্বর, তাঁহার বাক্য একবই পাঁচ প্রকার হয় না, বাস্তবিক দুষ্টলোকেরা যেমন আপন২ লাভার্থে রাজ মুদ্রাঙ্কিত প্রকৃত টাকার ন্যায় তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া চালায় তেমনি প্রতারকেরাও ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রের নাম শুনিয়া স্ব২ বুদ্ধিদ্বারা নানা পুস্তক রচনা করিয়া লোকদের বুদ্ধি মোহ করত তাহাকেই ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র বলিয়া চালাইতেছে: অতএব তুমি যে এই সকল বিষয় আমাকে পত্রদ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছ, তাহাতে আমি পরম উপকৃত হইলাম, যেহেতুক তুমি যদি আমাকে সে সকল জানাইয়া না দিতা, তবে আমি বেদ পুরাণাদির মতেতে চলাতে ঘোর অন্ধকার সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিতাম,

এই নিমিত্তে অবকাশক্রমে পুনর্ব্বার পত্রদ্বারা যাহাতে আমার ক্রমে২ এতদ্বিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এমত করিয়া লিখিবেন। ইতি তারিখ ১৫ আষাঢ়স্য।

চতুর্থ পত্র।

মহামহিম সদসদ্বিবেচক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় খুড়া মহাশয়েষু।

অবশ্য প্রতিপাল্য শ্রী হরিনারায়ণ ঘোষালস্য প্রণামাহ্লাদ পূর্ব্বক আবেদনঞ্চাদৌ শ্রীশ্রী ভবদীয় ভাবুক বিষয়ে অনুকুল হওয়াতেই অস্মদীয় পরমাপ্যায়নং বিশেষঃ আপনকার ১৫ আষাঢ়ের এক পত্র পাইয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম, যেহেতুক তদ্বারা মহাশয়কে সদ্বিবেচকরূপে বোধ হইয়াছে; অতএব আপনকার আজ্ঞানুসারে বাইবেলের সত্যতা স্থিরীকারক প্রমাণ বিষয়ে আরো দুই চারি কথা লিখিতেছি, মহাশয় বিবেচনা পূর্ব্বক সেই শাস্ত্র পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, যে তদুক্ত কর্ত্তব্যতা বিষয়ক আজ্ঞা সকল এমন সুপবিত্র যে তদ্বারা তাহার সত্যতা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হয়, যেহেতুক তাহাতে এই২ লিখিত আছে যে সকলদিগকে মর্য্যাদা কর, ভ্রাতৃ বর্গকে প্রেম কর, ঈশ্বরকে ভয় কর,

রাজাকে সম্মান দেও, কেননা ঈশ্বরের এই ইচ্ছা আছে যে তোমরা যেন সুকর্ম্মেরদ্বারাতে অজ্ঞানলোকদের অজ্ঞতা দূর কর; পরন্তু যাহা পালন করিলে মনুষ্যদের আচরণ সর্ব্ব বিষয়ে অতি সুন্দর হইত, এতদ্রূপ সুপবিত্র ও সদাচারজনক সহস্২ আজ্ঞা তাহার মধ্যে আছে, কেবল বিস্তার ভয়ে তাবৎ লিখিতে পারিলাম না; আর তাহারি সেই আজ্ঞা সমুদয় এমন শ্রেষ্ঠতম যে ঈশ্বর ব্যতিরেক অন্য কাহাহইতেও যে তচ্ছাস্ত্র হইয়াছে, এমত বোধ কদাচ হইতে পারে না, কিন্তু মনুষ্যেরা বাহ্যেতে তদুক্ত তাবদ্বিধির পালন করিলে কিছু তাহার ফল সিদ্ধি হয় এমত নয়, সেই পালনের সহিত অন্তঃকরণের শুদ্ধতা ও ঈশ্বরীয় প্রেম ভক্তিও চাই, নতুবা সেই বিধির পালন করা কেবল ভস্মেতে হোম করণ স্বরূপ হয়: ফলতঃ তাহাতে এই লিখিত আছে যে কেহ কামভাবেতে পরস্ত্রীর প্রতি অবলোকন করিলে সেই ঈশ্বরের নিকটে পারদারিকরূপে গণিত হয়, অতএব তাহার মতানুসারে মনের শুদ্ধতা যে কি পর্য্যন্ত চাই তাহা এই কথাদ্বারাই মহাশয় বুঝিতে পারিবেন। আর দেখ, কেহ দান ও প্রার্থনা ও উপবাসাদি করিতে গেলে তচ্ছাস্ত্র তাহাকে মনুষ্যদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে করিতে নিষেধ করিয়া গোপনে করিতে বিধি দেয়, এবং এতদ্রূপ সাত্ত্বিক ভাবেতে ক্রিয়া না করিয়া কেহ যদি কেবল প্রতিষ্ঠাদি পাইবার জন্যে রাজসভাবেতে লোকদের সাক্ষাতে করে তাহার তৎক্রিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলেও সেই মন্দভাবে করণ পুযুক্ত ঈশ্বরকর্তৃক মন্দরূপে গণিত হইবে; দেখ মনুষ্যদের

কর্ত্তৃক প্রশংসিত ও মান্য হইবার জন্যে হিন্দুলোকদের মধ্যে বহু২ লোক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী ও উর্দ্ধবাহু ইত্যাদি হইয়া শরীরকে অতিশয় ক্লেশ দেয়, কিন্তু বাই-বেলের এইমত যে কেহ এমত মনস্থেতে কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে তাহার ক্রিয়া ঈশ্বরকর্ত্তৃক কদাচ গ্রাহ্য হইবে না, যেহেতুক খ্রীষ্ট যখন পৃথীবীতেছিলেন তৎকালেও য়িহুদী-লোকদের মধ্যে এই২ রূপ ভণ্ডতপস্বিদিগকে তিনি কপটী বলিয়া ধিক্কার দিয়া কহিলেন, যে ওরে সর্প সকল তোমরা সর্পের ছানা নরকের দণ্ড কেমন করিয়া এড়াইবা? অত-এব বোধ হয় যে বাইবেল ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র বটে, তাহা না হইলে এতদ্রূপ শুদ্ধসত্ব আজ্ঞা বিশিষ্ট না হইয়া বরং মিথ্যা শাস্ত্রের মত লোকদিগকে নানা মন্দ কর্ম্মতে প্রাবর্ত্তক হইত; অপর মনুষ্যকর্ত্তৃক রচিত কোন পুস্তকের মধ্যে যাহা কুত্রাপি পাওয়া যায় না এমত দুটী বিশেষ উপদেশ বাইবেলের মধ্যে লিখিত আছে, অর্থাৎ মনুষ্য হইতে প্রাপ্ত হয় যে মিথ্যা সম্ভ্রম ও মান ও বীরত্বাদি তচ্ছাস্ত্র তাহা পাইতে লোককে চেষ্টা করিতে আজ্ঞা না দিয়া বরং তদন্বেষণ বিষয়ে তাহাদিগকে বারণ করেন, এবং কেহ কাহার মন্দ করিলে প্রতিদান স্বরূপ তাহার মন্দ করিতে নিষেধ করিয়া শত্রুদের হিতার্থে প্রার্থনা করিতে লোককে আজ্ঞা দেন। দেখ দেখি এই দুটী আজ্ঞা মনুষ্য-দের স্বাভাবিক দুষ্ট মনোরথের অতিশয় বিপরীত, ইহাতে এই বোধ হয় যে তদাজ্ঞাদায়ক শাস্ত্র কোনক্রমে মনুষ্য কল্পিত না হইয়া অবশ্য ঈশ্বরের প্রকৃত দত্ত আছে; ফলতঃ কেহই যদি এই দুটী আজ্ঞানুসারে না চলিত তবে এই

পৃথিবী গোলমাল ও দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইত, কিন্তু এই বিধ্যনুসারে যদি সকল লোক আচারী হইত তবে মন্দ কর্ম্ম সকল লুপ্ত হইয়া যাইত, ও মনুষ্যেরা পরস্পর ভ্রাতৃ বন্ধুর স্বরূপ জ্ঞান করিত এবং দয়া ধর্ম্মাদি সৎক্রিয়া সকল তাবৎ পৃথিবীতে ব্যাপিয়া উঠিত; অতএব যে সকল আজ্ঞা মনুষ্যদের আচরণেতে এতাদৃশ সুফল ফলায় সেই আজ্ঞাদায়ক ঈশ্বর ব্যতিরেক মনুষ্য কদাচ হইতে পারে না; বাস্তবিক আপনি যদি প্রশস্তান্তঃকরণেতে বাই-বেলকে পরীক্ষা করেন, তবে জানিতে পারিবেন যে সমু-দয় প্রমাণদ্বারা তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়, সেই সকল প্রমাণের মধ্যে এই সমুদয় সুআজ্ঞা হইয়াছে এমত বলবত্তর যে তাহার সত্যতা বিষয়ে আপনকার আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারিবে না; দেখ দেখি, মনুষ্য সকল যত২ কর্ম্ম করে তাহার মধ্যে নিশ্ছিদ্র একটীও নাই, কিন্তু বাইবেল তদ্রূপ সর্ব্বদোষেতে নির্লিপ্ত হইয়া কেবল গুণময়রূপে সিদ্ধ আছেন তবে কি তাহা মনুষ্য কর্ত্তৃককৃতহইতে পারে? না কদাচ নয়, যেহেতুক আমরা যদি ইহা কহি তবে এই পাষণ্ডীয় বাক্য বলিতে হইবে যে মনুষ্য সর্ব্ব বিষয়ে ঈশ্বর হইতে অত্যন্তাধম ও তাহাদের সকল কর্ম্ম অসংখ্যক দোষাশ্রিত হইলেও তাহারা শাস্ত্র করণ বিষয়ে তাঁহার সমান গুণ প্রকাশ করিয়াছে, কেননা আমরা নিঃসন্দেহরূপে প্রায় এই কহিতে পারি যে বাই-বেল প্রচুররূপে এমন ঐ সকল গুণ বিশিষ্ট যে ঈশ্বর আপনিও ইহাহইতে অধিক গুণান্বিত কোন শাস্ত্র করিতে পারেন না। কিন্তু এই পত্রেতে আমি বহু কথা লিখিয়াছি

বটে তথাপি মহাশয়কে জানাইবার আবশ্যকীয় এতদ্বি-ষয়ক আরো দুই চারিটা কথা আছে, অতএব এই পত্রের জবাব আপনি দুই চারি দিবসের মধ্যে না লিখিয়া পুনর্ব্বার আমার আর এক পত্র পাইলে এককালীন উভ-য়ের উত্তর লিখিবেন। কিমধিকং বিজ্ঞতমেষ্বিতি তারিখ ২৫ আষাঢ়স্য।

পঞ্চম পত্র।

নানা গুণালঙ্কৃত বন্দনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় পিতৃব্য মহাশয়েষু।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষি শ্রী হরিনারায়ণ ঘোষালস্য মর্য্যাদা পুরঃসরপূর্ব্বক নিবেদনঞ্চাদৌ ভবদীয়ানুকম্পয়া এ পরিজনের সাময়িক মঙ্গল পরং বিশেষঃ আমি ২৫ আষাঢ়ীয় পত্রেতে বাইবেলের কর্ত্তব্যতা বোধক আজ্ঞা বিষয়ে আপনাকে কিছু২ জানাইয়াছিলাম, আর তাহাতে কহিলাম যে দুই চারি দিবসের মধ্যে এতাদৃশ অন্য২ কথা পত্রান্তরদ্বারা আমি জানাইলে আপনি এককালীন উত্তর লিখিবেন; অতএব এক্ষণে পূর্ব্ব লিখিতাতিরিক্ত সেই শাস্ত্র যে মনুষ্যদের চরিত্রাদি কি পর্য্যন্ত শুদ্ধসত্ব করাইতে অভিপ্রায়ান্বিত আছে, এ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ মহাশয়কে লিখি: ফলতঃ বাইবেলের এইমত যে লোক

যেন সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হয় এপ্রযুক্ত কর্ত্তব্য সকল আচ- রণাদি বিষয়ে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দেয় এবং যাহার আচরণাদির অনুযায়ী হওয়া সকলের উচিত এমত সিদ্ধ এক ব্যক্তিকে আদর্শরূপে দেখান; সেই সিদ্ধ ব্যক্তি প্রভু যিশু খ্রীষ্ট, যেহেতুক তাঁহার বিষয়ে এই লিখিত আছে যে তিনি শুদ্ধসত্ব নির্ম্মল অহিংসক, পাপিলোক হইতে বিভিন্ন, আর তিনি যখন পৃথিবীতেছিলেন তখন ঈশ্বরের তাবদ্ব্যবস্থা পূর্ণরূপে পালন করিয়া তাহার গৌরবান্ত করিলেন, এবং হিত কর্ম্ম করিতে২ ও শয়তা- নের মর্দ্দিত সকলদিগকে স্বাস্থ্য দিতে ভ্রমণ করিলেন; অধিকন্তু তিনি এমত উত্তমরূপে শিক্ষা দিলেন যে তাঁহার শত্রুরা তাঁহার কথা শুনিয়া কহিলেন, যে এই মনুষ্য যেমত কথা কহেন, এমত কথা কোন মনুষ্য কখন কহে নাই; অপর মহাশয় বাইবেল পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন, যে তদুক্তাজ্ঞানুসারে চলাতে ও সেই আদর্শীভূত সিদ্ধ ব্যক্তির আচরণাদির নকল নবিসী হওয়াতে অনেক২ লোক সাধু হইয়া উঠিয়াছে, দেখ গ্রীক দেশীয় কোন২ লোকেরা খ্রীষ্টাশ্রিত হওনের পূর্ব্বে বেশ্যাগামী প্রতিমা পূজক পরদারী লম্পট চোর লোভী মাতাল দুর্ম্মুখা লুটেরা ছিল, কিন্তু তাহারাই আরবার তদ্ধর্ম্মগ্রহণ করিবা মাত্র রাগ রোষ দ্বেষ কুৎসাবাক্য কদর্য্যালাপ এই সকল আপনাদের মুখহইতে পরিত্যাগ করিয়া প্রেম আনন্দ শান্তি চিরক্ষমা কোমলতা ঔদার্য্য প্রত্যয় ইত্যাদি সদ্- গুণেতে বিভূষিত হইয়া অতি উত্তম মনুষ্য হইয়া উঠিল; অপর স্তিফানস নামক এক ব্যক্তি বাইবেলীয় ধর্ম্মের

গুণেতে এমনি সুস্বভাব পাইয়াছিল যে শক্রদের কর্ত্তৃক প্রাণ নাশক প্রস্তরাঘাতেতে আঘাতিত হইয়াও অন্তিমকালে তাহাদের হিতার্থে ও তৎপাপনাশার্থে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন; এবং পাওল স্ববিষয়ে এই লিখিয়াছেন যে তিনি তদ্ধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে নিন্দক ও উপদ্রবী ও হিংসক ইত্যাদি দুষ্টাচারী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিবা মাত্র সেই সকল কুআচার ত্যাগ করিয়া অতি নম্র ও ধার্ম্মিক ও দুঃখ সহনশীল ও ঈশ্বর মানক ও মনুষ্যদের উপকারক ইত্যাদি বিষয়ে এমন সদাচারী হইয়াছিলেন যে বোধ হয় তাঁহার তুল্য লোক আর পৃথিবীর মধ্যে কুত্রাপি ছিল না ও এক্ষণেও নাই; বাস্তবিক সেই ধর্ম্ম গ্রহণদ্বারা যে অসংখ্যক দুষ্ট দুরাচারি লোকেরা আপনাদের কুস্বভাব ত্যাগ করিয়া নূতন মনুষ্যের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে ইহা আপনাকে এতাদৃশ সহস্র২ দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহা দেখাইবার আবশ্যকতা নাই, যেহেতুক এই সকল উক্ত বিষয় বিবেচনা করিলেই মহাশয় অবশ্য স্বীকার করিবেন যে লোককে শুদ্ধসত্ত্ব করাইতে বাইবেলের যে অভিপ্রায় ও যে গুণদ্বারা তাহার ঐ অভিপ্রেত ফল সিদ্ধ হয়, সেই গুণাদিদ্বারা তাহার সত্যতা অতি শক্তরূপে প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ তাহা যদি ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র না হইত তবে গ্রাহকদের এতদ্রূপ উত্তম ফল কদাচ ফলাইতে পারিত না, দেখ দেখি কথার কথা বলিয়া থাকে যে কার্য্য দ্বারা কারণের গুণ জানা যায়, অতএব ইহা বাইবেলের উপর বর্ত্তাইলে আপনি জ্ঞাত হইতে পারিবেন যে তাহার

রচকেরা স্বসংকল্পানুসারে তাহাতে কিছুই না লিখিয়া বরং তাহারা ঈশ্বরের ধার্ম্মিক পুরুষ হইয়া ধর্ম্মাত্মা যেমত২ তাহাদিগকে লেখাইলেন তাহাই লিখিলেন; ফলতঃ ঈশ্বর আমাদিগকে এই শাস্ত্র লেখাইলেন তাহারা যে এ কথা বলিয়াছে ইহা যদি সত্য না হয় তবে তাহারা ধার্ম্মিক পুরুষ না হইয়া বরং কাল্পনিক ও প্রতারক ও দুষ্টা গ্রগণ্য মাত্র, কিন্তু বাইবেল তো এতাদৃশ মন্দ লোক কর্ত্তৃক কৃতের ন্যায় নয়, যেহেতুক এমন দুর্জ্জন লোকেরা কোন শাস্ত্র কল্পনা করিতে গেলে তাহারা পাপনাশক ও পবিত্রতাজনক বাক্য বিশেষতঃ যে বাক্যদ্বারা আপনাদের নিজ ব্যবহার নারকীয় ব্যবহার বোধ হয়, এমন বাক্যদ্বারা কদাচ তাহা করিবে না; অধিকন্তু যাহারা বাইবেলীয় বাক্য সকল লিখিলেন, তাহারা তো বিশেষ রূপে শিক্ষিত কিম্বা অসাধারণ গুণবন্ত ছিলেন এমত নয়, তথাপি তচ্ছাস্ত্র দোষ ও ব্যতিক্রম বাক্যেতে সর্ব্ব প্রকারে নির্লিপ্ত এবং এমনি অসাধারণ অসংখ্যক গুণ বিসিষ্ট যে তাহার সহিত পৃথিবীস্থ কোন পুস্তকের তুলনা দেওয়া যায় না: অতএব ইহাতেই জানা যায় যে তাহারা স্ব২ বুদ্ধিদ্বারা তাহা করে নাই, বরং ঈশ্বর প্রাপ্ত শক্তিদ্বারা তাঁহারা যে তাহা করিলেন ইহাতে কিছুই সন্দেহ হইতে পারে না; ফলতঃ মহাশয় যদি নম্রান্তঃকরণ ও প্রার্থনা পূর্ব্বক বাইবেলকে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করেন তবে আর কদাচ বহুকাল অন্ধকারে গমন করিতে হইবে না, বরং তাহাতে লিখিত ঈশ্বরীয় প্রতিজ্ঞানুসারে আপন অন্তরে সাক্ষী পাইয়া নিশ্চয় জানিতে পারিবেন যে

তচ্ছাস্ত্র য়িশু খ্রীষ্টেতে প্রত্যয়দ্বারা তাবৎ লোককে পরিত্রাণ ফলক জ্ঞানবান করিতে পারেন; অতএব আপনি যেন বাইবেলের সত্যতা বিষয়ে স্থিরানুভব পাইয়া তৎপ্রকাশিত পরিত্রাণকর্ত্তা যে য়িশু খ্রীষ্ট অবিলম্বে তাঁহার আশ্রিত হন আমার একান্ত এই ইচ্ছা। কিমধিকং বিজ্ঞতমেষ্বিতি। তারিখ ২৮ আষাঢ়স্য।

ষষ্ঠ পত্র।

পরম কল্যানীয় শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ ঘোষাল বাবাজী সুভাজন বরেষু।

শুভানুধ্যায়ি অবশ্য প্রতিপাল্য শ্রী রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়স্য পরমাপ্যায়ন পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী স্থানে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতেই অত্রানন্দ পরং বিশেষঃ তোমার ২৫ ও ২৮ আষাঢ়ের বাইবেলের কর্ত্তব্যতা বোধক আজ্ঞা ও লোকদের চরিত্রাদি শুদ্ধ সত্ত্ব কারাইতে তাহার যে অভিপ্রায় এতদুভয় বিষয়ক দুই পত্র পাইলাম, আর আমি তৎপত্র যথার্থানুধাবন করিয়া দেখিলাম যে বাইবেলেতে যেমন লোকদের শুদ্ধতাজনক নানা অসাধারণ গুণ আছে, হিন্দুলোকদের শাস্ত্রে তাদৃশ গুণাভাব বটে, এবং বাইবেলীয় ধর্ম্মযাজনদ্বারা যেমন অনেক লোক অন্ধকার হইতে

দীপ্তির প্রতি ও শয়তানের বশ হইতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরান গিয়াছে হিন্দুলোকদের শাস্ত্রোক্ত বিধির পালন দ্বারা তেমনি উত্তম ফল কাহার কখন জন্মে নাই; দেখ কোন নাস্তিক যদি আপনার নাস্তিকতা ত্যাগ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করে তবে সে কি তাহাতে সাধু হইয়া উঠিবে না? কদাচ তাহা নয়; ফলতঃ তাহাকে জপ তপ হোম যজ্ঞ ইত্যাদি নানা কর্ম্ম করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে অন্তঃকরণের শুদ্ধতা কিম্বা সুআচরণাদি বিষয়ে তাহার পূর্ব্ব হইতে কিছুই বিশেষ হইবে না, যেহেতুক লোকেরা তচ্ছাস্ত্রোক্ত জপ যজ্ঞাদি করিয়া কুকর্ম্মান্বিত হইলেও সেই শাস্ত্র তাহাদের তদ্দোষ বড় একটা ধর্ত্তব্য করে না ইহাতে এই বোধ হয় যে তদ্রাহিত্যেতে তাহারা যেমন দুষ্টাচারী থাকিত তৎসাহিত্যেতেও তাহার কিছুই নূতন হয় না: অতএব তৎকথিত ধর্ম্ম গ্রহণ দ্বারা তাহারা কিপ্রকারে সাধু হইয়া উঠিবে? ফলতঃ আমার এই বোধ হয় যে হিন্দু শাস্ত্ররূপ বৃক্ষ ঈশ্বর রোপিত নয়, যেহেতুক ফলদ্বারা গাছ জানা যায়, ঈশ্বর যদি তাহার সংস্থাপক হইতেন তবে তাহাতে এতাদৃশ গুণাভাব না থাকিয়া লোকদের আচরণাদির শুদ্ধতারূপ ফল অবশ্য জন্মাইত; অপর অনেকেই সন্ন্যাসী বনবাসী ইত্যাদি লোককে সংসারের পরজয়কারী ও জিতেন্দ্রিয় রূপে মানিয়া অতি সাধু করিয়া বলে কিন্তু একথা হাস্যাস্পদমাত্র, তাহার কারণ বলি শুন: হিন্দুলোকদের শাস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মচার্য্যাদি চারি আশ্রম আছে, তাহার মধ্যে বানপ্রস্থাশ্রম হইয়াছে সর্ব্বোত্তম, তবে এই তাবৎ আশ্রম

যে ঈশ্বর সংস্থাপিত এমত কদাচ বলা যায় না, যেহেতুক তৎপ্রতিষ্ঠিত মতের মধ্যে কাহার উত্তমতা কাহার বা অধমতা এমত বিশেষ হইতে পারে না; আর বনে গিয়া তপস্যা করা যদি উত্তম ধর্ম্ম হয় তবে সকলেরি তাহা করা উচিৎ, কেননা ধর্ম্ম বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম হইতে তাবতেরি চেষ্টা কর্ত্তব্য; আর সকলে বনে গেলে বনই আরবার সহর হয়, ফলতঃ মনুষ্যমাত্র যদি তাহা করিত তবে কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্ম না চলাতে আহারাভাবে সকলের প্রতি সর্ব্বনাশ ঘটিত: অতএব এই অপালনার্হ সর্ব্বনাশক মত বিষয়ক যে লোকদের বাক্য সে কি হাস্যাস্পদ নহে? এবং মনুষ্যমাত্র যদি এতদ্রূপ বৈরাগ্যাদি ধর্ম্ম আশ্রয় করিত তবে তাহাদের সন্তানাদ্যভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টি লোপ হইয়া যাইত, দেখ ঈশ্বর সৃষ্টিকালে এক পুরুষ আর এক স্ত্রীমাত্র করিয়াছিলেন, তিনি যদি তৎকালে তাহা-দিগকে উদাসীন হইতে বিধি দিতেন তবে তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি লোপ হইয়া যাইত; অধিকন্তু তিনি মনুষ্যকে পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধুর স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সর্ব্ব সাধ্যেতে উপকার করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু যাহারা উদাসীন হয় তাহারা যাবজ্জীবন এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, কেননা এমন লোকদের পিতা মাতা কি ভ্রাত্রাদি মরণোপযোগী বিপদ-গ্রস্ত হইলেও তাহারা বনে থাকিয়া তাহাদের কিছুই উপকার করিতে পারে না; অতএব আমার বুদ্ধিতে এমত মনুষ্যেরা অন্য২ লোক হইতে ধার্ম্মিক না হইয়া বরং অধিক পাতকী হয়, আর উহারা ছয় রিপুকে দমন করি-য়াছে লোকেরা যে ইহা ভাবে সেও কিছু নয়, যেহেতুক

তাহাদের মধ্যে যদ্যপিও কোন ২ লোক উদাসীনের ধর্ম্ম প্রকৃতরূপে রাখে, তথাপি সে অতি অল্প; প্রায় সকলেই কাল্পনিক বৈরাগী হইয়া গোপনে দুই একটা ব্যভিচারিণী স্ত্রী রাখে; পরন্তু আমি বাইবেল পাঠ করিতে ২ জানিতে পারিয়াছি যে তিনিও লোককে আপন ২ ষড়িন্দ্রিয় বশে রাখিতে ও সংসারেতে অনাশক্ত থাকিতে বিধি দেন, যথা তোমরা তো বেশ্যাগমন ও মলক্রিয়া ও আপনাদের শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকল দমন করিয়া রাখ, এবং জগৎকে কিম্বা জগতীস্থ বস্তুকে ভাল বাসিও না, কেননা যদি কেহ জগৎকে প্রীতি করে তবে পিতার কি না ঈশ্বরের প্রেম তাহার অন্তরে নাই, ফলতঃ তাহার মধ্যে এতদ্রূপ অনেক সুপবিত্র আজ্ঞা আছে কিন্তু তদাজ্ঞা পালনার্থে যে সংসারকে পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে, কেবল এই চাই, যে লোকেরা তাহাতে অত্যন্তাশক্ত না হইয়া তৎপরাজয়ার্থে খ্রীষ্টের আজ্ঞানুসারে সচেতন থাকিয়া যেন প্রার্থনা করে, আর ইহার সহিত উহারা যদি বাইবেলোক্ত পারমার্থিক তাবদ্বিধি পালন করে, তবে সাংসারিক বিষয় কর্ম্ম সকল অবিকলরূপে রাখিলেও তাহারা কালানুক্রমে ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা তচ্ছাস্ত্রের অভিপ্রায় সিদ্ধির পাত্র হইয়া উঠিবে; অতএব আমার মনে এই লয় যে শুদ্ধতা পাওনার্থে বনে গিয়া তপস্যা করা ইত্যাদি যে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত মত, আর তৎপ্রাপ্ত্যর্থ বাইবেলোক্ত যে কথিত এই মত এতদুভয়েতে কোন প্রকারে তুলনা দেওয়া যায় না; বাস্তবিক এই উভয় শাস্ত্রের যত ২ বিষয়ের পরীক্ষা করি সকল বিষয়েতেই বাইবেলের যে শ্রেষ্ঠতা আছে ইহা

দেখিতে পাইতেছি, অতএব মনুষ্য কল্পিতরূপে তাহাতে আমার যে সন্দেহ ছিল সে সকলি উড়িয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহাকে ঈশ্বরদত্তরূপে মানিয়া শিরোধার্য্য করিলাম। নিবেদন মিতি তারিখ ২ শ্রাবণস্য।

সপ্তম পত্র।

অশেষ গুণাধার শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় পিতৃব্য মহাশয়েষু।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষি অবশ্য পোষ্য শ্রী হরিনারায়ণ ঘোষালস্য বিনয় পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শুভ দৃষ্টিতে এপরিজনের সাময়িক মঙ্গল পরং বিশেষঃ আপনকার ২ শ্রাবণের পত্র পাইয়া অবগত হইলাম যে মহাশয় বাইবেলের সত্যতা বিষয়ে স্থির বোধ করত তচ্ছাস্ত্রকে শিরোধার্য্য করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমি পরমাহ্লাদিত হইয়া সেই শাস্ত্রেতে যেন আপনকার আরো দৃঢ় বিশ্বাস হয় এজন্যে তৎপ্রতিপাদ্য আলৌকিক ক্রিয়া ও ভবিষ্যদ্বাক্যাদিদ্বারা তাহার সত্যতা যে কি পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন হয় তাহাও লিখিতেছি; দেখ মনুষ্যদের অসাধ্য ও ঈশ্বরীয় সৃষ্টির চলিত ধারার অতিরিক্ত যে ক্রিয়া তাহার নাম অলৌকিক ক্রিয়া, আর তত্তৎ কর্ম্ম মনুষ্যের শক্তিতে করণাসাধ্য হইলেও উপযুক্ত

সময়ে ঈশ্বর আপন সেবকদিগকে সেই কর্ম্মের নিষ্পাদক শক্তি দিতে পারেন, কিন্তু যে২ কর্ম্ম ঈশ্বরদত্ত শক্তিদ্বারা কৃত হয় তত্তৎ কর্ম্ম অবশ্য তাহার গুণানুরূপ হইয়া দয়া ধর্ম্মাদি ফলক হইবে, যেহেতুক কোন মহৎ কারণ না থাকিলে তিনি কাহাকেও এমত শক্তি কদাচ প্রদান করিবেন না; এক্ষণে মহাশয় বাইবেল পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে যিশুখ্রীষ্ট যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন তখন তাহার কর্ত্তৃক ও তদ্দত্ত শক্তি প্রাপ্ত তাঁহার প্রেরিতদের কর্ত্তৃক এই২ রূপ ঈশ্বরীয় গুণ যোগ্য ও দয়া ধর্ম্মাদি ফলক ও মনুষ্যদের উপকারক ন্যূনাধিক পঞ্চাশত অলৌকিক ক্রিয়া কৃত হইয়াছিল; আর সেই সকল ক্রিয়া এক বিষয়ে কি এক প্রকারে কৃত না হইয়া বরং বহু বিষয়ে নানাবিধরূপে করা গেল, কি না তাহারা কথা ও স্পর্শাদি মাত্রেতে অন্ধ বধির জড় মূকাদি ব্যক্তিকে অবিকলাঙ্গ করিয়া সুস্থ করিলেন, এবং ভূত ছাড়ান ও মৃত ব্যক্তির জীবন দান এবং সমুদ্র ও বায়ুকে ধমকদ্বারা স্থগিত করণ এতদ্রূপ নানা আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা স্থাবর জঙ্গমাদির প্রতি আপন২ অলৌকিক ক্রিয়া করণার্হ শক্তি প্রকাশ করিলেন; অপর এই সকল অলৌকিক ক্রিয়ার নিশ্চয়ত্ব বিষয়ে কাহার সন্দেহ হইতে পারে না, যেহেতুক খ্রীষ্ট আপন শত্রুদের প্রতি তত্তৎ ক্রিয়োদ্দেশে এই কহিলেন যে আমার কৃত কার্য্য আমার প্রতি প্রমাণ দেয় যে পিতা কি না পরমেশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আর খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর তাঁহার প্রেরিতেরা অলৌকিক কর্ম্ম করাতে য়িহুদীলোকদের সভাতে আনীত হইলে

তৎসভাস্থেরা বিবেচনা করিতে লাগিল যে এই মনুষ্য-দিগকে আমরা কি করিব? কেননা তাহাদেরদ্বারা যে একটা অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য কর্ম্ম কৃত হইয়াছে তাহা যিরোশালেমের সকল নিবাসিদের স্থানে সুব্যক্ত হইয়াছে, এবং তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না: অতএব এই কথাদ্বারা নিশ্চয় জানা যায় যে সেই সকল ক্রিয়া কি শত্রু কি মিত্র তাবতের সাক্ষাতে ব্যক্ত হইয়াছিল, ও এমত নিশ্চয়রূপে প্রতিপন্ন হইল যে কেহ তাহা অস্বীকার করিতে পারিল না; ফলতঃ খ্রীষ্টের শত্রুরা হিংসাপ্রযুক্ত এই মাত্র কহিল যে তিনি ভূতপতিদ্বারা তত্তৎ কর্ম্ম সাধিতেছেন, কিন্তু কর্ম্ম যে কৃত হয় নাই এমত অস্বীকার কথন করে নাই। অধি-কন্তু য়িহুদা ও জুলিয়ন ও অন্য কোন২ লোক তদ্ধর্ম্ম গ্রহণানন্তর তাহা ত্যাগ করিয়াও তত্তৎ ক্রিয়ার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্যে কথন চেষ্টাও করেন নাই; আর তাহারা সেই ধর্ম্মের ভিতর প্রবিষ্ট হওয়াতে ঐ অলৌ-কিক ক্রিয়া সত্য কি মিথ্যা ইহা জানিতে পারিয়াছিল: অতএব মিথ্যা কিম্বা ভেলকীমাত্র যদি বুঝিত তবে তদ্দোষাবলম্বন করিয়া ত্যাগের কারণ সকলকে অবশ্য কহিত, বাস্তবিক মহাশয় যদি এই তাবৎ ক্রিয়ার নিশ্চয়ত্ব ও বহুত্ব ও প্রকারতাদি বিষয়ে বিবেচনা করেন তবে সে সমুদয় যে কেমন বাইবেলের সত্যতা প্রতিপন্নকারক প্রমাণ স্বরূপ ইহা জ্ঞাত হইবেন, যেহেতুক তত্তৎ ক্রিয়া কেবল ঈশ্বরের গুণানুরূপ ও দয়া ধর্ম্মাদি ফলক মাত্র তাহা নয়: বাইবেল যে নিতান্ত ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র ইহাও প্রতি-পন্ন করণার্থে কৃত হইয়াছিল: অতএব তৎ শাস্ত্র অবশ্য

সত্য কদাচ মিথ্যা হইতে পারে না। ইহার সাক্ষী দেখ দশজন দুষ্টলোকেরা যদি এক পরামর্শে নানা মিথ্যা আইন ও ভয় প্রদর্শক বাক্য সম্বলিত এস্তাহার পত্র প্রস্তুত করিয়া রাজ সংস্থাপিত কহত প্রচার করে তবে কি রাজা তাহার বিষয় শুনিয়া তাহাতে মুদ্রাঙ্কিত করিবেন না তাহা নয় বরং সেই দুরাত্মাদিগকে শাস্তি দিবেন; এক্ষণে এই দৃষ্টান্তস্থ পত্র পদে বাইবেল আর রাজ মুদ্রা হইয়াছে অলৌকিক ক্রিয়া, অতএব তচ্ছাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত না হইলে তিনি তাহার রচকদিগকে তৎকর্ম্ম করণার্হ শক্তি প্রদান না করিয়া বরং তাহাদের চেষ্টা বিফল করত দুষ্টতার সমুচিত প্রতিফল দিতেন; অপর সেই সকল অলৌকিক ক্রিয়া অদ্যাপিও কেন না চলে? কেহ২ যে একথা কহে সে কিছু নহে, দেখ একটী ক্ষুদ্র বালককে যখন চলিতে শিক্ষা করায় তখন লোক তাহার হস্ত ধরিয়া চলি২ পা পা বলিয়া শিক্ষায়, কিন্তু তাহার আপনা আপনি চলিবার শক্তি হইলে আর তাহা করে না ফল, ঐ সময়ে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ছিল ক্ষুদ্রবালক স্বরূপ, অতএব তাহা চালাইবার জন্যে অলৌকিক ক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু এক্ষণে বহুলোক কর্তৃক গৃহীত ও তাহার সত্যতা স্থিরীকৃত হইলে তত্তৎ কর্ম্মের আর আবশ্যকতা না থাকাতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অপর বহুকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় না হইয়া হঠাৎ যদি এক দিন উদয় হইত তবে লোকেরা কখন না দেখাতে আশ্চর্য্য বোধ করিত, কিন্তু প্রতিদিন উদিত দেখাতে তাহা আর কিছু করে না তেমনি প্রতিদিন যদি অলৌকিক ক্রিয়াদ্বারা লোকদের জ্বরাদির শান্তি হইত

তবে আর তাহাকে অলৌকিক জ্ঞান না করিয়া সামান্য বোধ করিত, বাস্তবিক য়িহুদীলোকদের ব্যবহারদ্বারাই আমরা জানিতে পারি যে চিরকাল অলৌকিক কর্ম্ম চলিলে তদ্দ্বারা কিছুই সুফল হইত না, যেহেতুক তাহারা তো খ্রীষ্ট ও তাহার শিষ্যদের কর্তৃক কৃত অনেক২ অলৌকিক ক্রিয়া দেখিয়াছিল, এবং তত্তৎ ক্রিয়ার সত্যতাও স্বীকার করিল, তথাপি সেই ধর্ম্ম তাহারা সাংসারিক লাভের হানির বিষয় বুঝিয়া ও এতদ্ভিন্ন অন্য২ নানা কারণ প্রযুক্ত অতি পাষণ্ডতা পূর্ব্বক তাহা অগ্রাহ্য করিল; অতএব ইহাতে বোধ হয় যে যাহারা এক্ষণে তদ্ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করে তাহারা সহস্র২ অলৌকিক ক্রিয়া দেখিলেও তাহার প্রতি তাহাদের বিশ্বাস জনিত হইত না। সম্প্রতি আমি মহাশয়কে এই নিবেদন করি যে এই পত্রার্থাবলোকন পূর্ব্বক বাইবেলোক্ত অলৌকিক ক্রিয়ার সহিত হিন্দু শাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ক্রিয়ার তুলনা করিবেন, এবং এই উভয়ের যে কত বিভিন্নতা আছে ইহা অনুধাবন করিয়া আমার এই পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিবেন ইতি। তারিখ ১০ শ্রাবণস্য।

অষ্টম পত্র।

বহুগুণভাজন ঈশ্বর পরায়ণ শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ ঘোষাল বাবাজী চিরঞ্জীবেষু।

নিয়ত ভবন্মঙ্গলার্থিঃ শ্রী রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়স্য পরম ধন্যবাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী৺ স্থানে অনুক্ষণ প্রার্থনা করণেই অত্রানন্দ পরং বিশেষঃ তোমার ১০ শ্রাবণের পত্রোক্তানুসারে বাইবেলের লিখিত অলৌকিক ক্রিয়া হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ক্রিয়ার সহিত তুলনা করিয়া এতদুভয়েতে যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা আপন বুদ্ধ্যনুসারে লিখিতেছি; তুমি বাইবেলীয় অলৌকিক ক্রিয়ার দয়া ধর্ম্ম জ্ঞানাদি ফলকতা বিষয়ে যাহা২ লিখিয়াছ দেখিলাম যে সে সকলি সত্য বটে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত যে তত্তৎ ক্রিয়া তাহা এমন বিপরীতরূপে বর্ণিত আছে যে বোধ হয় সেই সমুদয় ক্রিয়া ঈশ্বরদত্ত শক্তিদ্বারা কদাচ কৃত হয় নাই, যেহেতুক ঐ ক্রিয়া কারক মুনাদিরা লোকদের উপকারার্থে স্ব২ শক্তি প্রকাশ না করিয়া বরং তাহাদিগকে প্রতারণা করিবার জন্যে ভেলকীর ন্যায় গরু বাছুর কুক্কুরাদি রূপ ধারণ করিল; অতএব এমত ঈশ্বরের করুণাযোগ্য কর্ম্ম কি প্রকারে তাঁহার দত্ত শক্তিদ্বারা কৃত হইতে পারে? দেখ দেখি সেই শাস্ত্রেতে লেখে যে কোন দেবতা লাঙ্গল দিয়া হস্তিনা নগর

কিম্বা ডিল্লীকে গঙ্গায় ফেলিতে উদ্যত ছিলেন, এবং দেবতারা অমৃত পাইবার জন্যে মন্দর পর্ব্বতকে মন্থান দণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন করিলেন, আর কোন এক রাজপুত্রেরা সপ্ত সমুদ্র খনন করিলেন, আর কোন মুনি গঙ্গার তাবৎ জল গণ্ডূষ মাত্রেতে পান করিলেন, কোথাও লেখে যে কৃষ্ণ ব্রহ্মার অজ্ঞানতা নষ্ট করিবার জন্যে শত২ ব্রজবালক ও গোবৎসাদিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন তবে লোকেরা বিবেচনা করিলে অনায়াসে জানিতে পারিবে যে তচ্ছাস্ত্রোক্ত এসকল ক্রিয়া বাইবেলের অলৌকিক ক্রিয়ার মত ঘটিত না হইয়া বরং এমনি বিজাতীয় ও বিরুদ্ধ যে বোধ হয়, বাস্তবিক কখন ঘটিত হয় নাই। ফলতঃ সেই সকল ক্রিয়ার সত্যতা বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে. যেহেতুক ঐ ঋষি মুন্যাদিকে লোককে প্রতারণা করিবার জন্যে অনেক উপায় আসিত; অতএব অলৌকিক ক্রিয়া কৃত না হইলেও তাহারা তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে এমত ভুলাইতে পারিত যে উহারা ঠিক বুঝিত যে এই সকল ক্রিয়া প্রকৃত অলৌকিক বটে, আর সে সময়ের লোক এমনি উদার ও অজ্ঞান ছিল যে সেই মুন্যাদিরা যখন যাহা বলিত তাহা সত্য কি মিথ্যা ইহা কিছুই বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ বিশ্বাশ করিত? এপ্রযুক্ত ঐ ঋষ্যাদিরা পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির কৌশলদ্বারা আপন২ লাভ ও মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্যে ঐ সকল পন্থা অবলম্বন করিত, যেহেতুক তাহারা লোকসকলকে আজ্ঞাধীন করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই স্বীকার করাইতে পারিত। দেখ দেখি লোকদের চক্ষু কর্ণাদি থাকিতেও তাহাকে স্ব২

গ্রাহ্য বিষয়ে কর্ম্ম না করাণেতে যে তাহাদের কি পর্য্যন্ত ভূল ভ্রান্তি হইতেছে, ইহা আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি, কিনা তাহারা স্বর্ণ রূপ্য মৃত্তিকাদিদ্বারা নির্ম্মিত জড় পিণ্ড স্বরূপ প্রতিমাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর সজীব সচেতন জ্ঞান করে এবং প্রতারকদের কথাতে প্রতারিত হইয়া কখন বুঝে যে সেই প্রতিমা হাসিতেছেন, কখন বা ম্লান হইতেছেন, কখন বা মস্তক লাড়িতেছেন, ইত্যাদি নানা বিষয়ে আপনাদিগকে চক্ষুতে ঠুলি দেওয়া কলুর বলদের ন্যায় করিতেছে: অতএব তাহাদের এই অসম্ভব ভ্রম দেখিয়া আমার বোধ হয় যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ শাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ক্রিয়া বিষয়ে মুন্যাদিদ্বারা এতদ্রূপ প্রতারিত হইয়াছিল। পরন্তু যদ্যপিও ঐ সকল ক্রিয়া বাস্তবিক ঘটিয়া থাকে, তথাপি তদ্বারা সেই শাস্ত্রের সত্যতা কিছু প্রামাণ্য হইতে পারে তাহা নয়, যেহেতুক তাহার সত্যতা প্রামাণ্যার্থে তত্তৎ ক্রিয়া করা গেল না অধিকন্তু ঈশ্বর সেই সকল কর্ম্মের মূল না হওয়াতে যে শাস্ত্রের মধ্যে ঐ সমুদয় বর্ণিত আছে তাহা কদাচ তাঁহারি দত্ত হইতে পারে না। দেখ খ্রীষ্ট যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন তিনি আপন বিষয়ে কহিলেন যে যাহা হারাণ গিয়াছে তাহা উদ্ধার করিতে মনুষ্যের পুত্র আসিয়াছেন; আর এক সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা অলৌকিক কর্ম্মদ্বারা কোন২ দুষ্ট লোকদের প্রাণ নষ্ট করিতে তাঁহাকে বিনতি করিলে তিনি তাহাদিগকে ধমকাইয়া কহিলেন যে তোমাদের কি প্রকার আত্মা তাহা তোমরা বুঝহ না কেননা মনুষ্যদের প্রাণ নষ্ট করিতে আমি আসি নাই কিন্তু রক্ষা

করিতে আসিয়াছি: অতএব ইহাতে আমি দেখিতেছি যে বাইবেলোক্ত অলৌকিক ক্রিয়াতে আর হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ক্রিয়াতে বিস্তর ভেদ আছে, ফলতঃ খ্রীষ্টের ধর্ম্ম স্থাপনের পূর্ব্বে বিশেষতঃ যৎকালে সকলে তাহার প্রতিরোধেচ্ছুক হইল তৎকালে বাইবেলোক্ত অলৌকিক কর্ম্ম কৃত হইয়াছিল; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ক্রিয়া তদুক্ত ধর্ম্ম স্থাপনানন্তর, ও যখন সকলে তাহাতে শ্রদ্ধা করিল তখনি করা গিয়াছিল; অধিকন্তু প্রথমোক্ত ক্রিয়া যশোর্থে কিম্বা লাভার্থে কৃত না হইয়া কেবল দয়া ও ধর্ম্মাদি ফলকত্ব, এবং সর্ব্বপ্রকারে ঈশ্বরের গুণানুরূপ ছিল, কিন্তু পশ্চাদুক্ত কর্ম্ম খ্রীষ্টের কৃতের ন্যায় দয়া ধর্ম্মাদি প্রকাশক না হইয়া তৎকারকদের হিংসাদি প্রকাশার্থে ও যশোর্থে এবং লাভাদির নিমিত্তে কৃত হওয়াতে কি ফলেতে কি মুলেতে কোন প্রকারে তদ্রূপ উত্তম নয়, বরং কখন বা লোকদের অপকার কখন বা প্রাণনাশ ইত্যাদি নানা কারণেতে কৃত হইয়া অতিমন্দ হয়। অপর হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কোন২ অলৌকিক ক্রিয়া কেবল ছেলিয়া খেলার ন্যায় মাত্র এবং এমন কুকর্ম্ম সম্বলিত আছে যে কদাচ মুখে আনা যায় না; অতএব সেই ক্রিয়া রাহিত্যেতে তচ্ছাস্ত্রের যেমন্ প্রমাণ্যাভাব হইত তৎসাহিত্যেতেও তেমনি প্রামাণ্যাভাব আছে কিন্তু খ্রীষ্ট ও তাঁহার প্রেরিতদের কৃত অলৌকিক ক্রিয়া সকল অকাট্য প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হওয়াতে বাইবেলোক্ত ধর্ম্মের চতুর্দ্দিকস্থ অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের স্বরূপ হইয়াছে কি না ইহারদ্বারা তাহার সত্যতা এমত দৃঢ়ীভূত হয় যে যত২ লোক হিংসা প্রযুক্ত

বাদানুবাদ ও কৌশলদ্বারা তাহার সত্যতার অপ্রামাণ্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছে তাহাদের সেই চেষ্টা কিছুই সফল হইল না বরং তাহাদের বিচারাদিদ্বারা তচ্ছাস্ত্রের সত্যতা ও গুণাদি সকল বাহুল্যরূপে প্রকাশ পাইয়া তদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনের আরো দৃঢ়তর কারণ হইয়াছে ইহা আমি দেখিতে পাইতেছি জ্ঞাপন মিতি। তারিখ ১৫ শ্রাবণস্য।

নবম পত্র।

বহুগুণালঙ্কৃত বন্দনীয় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় খুড়া মহাশয় সজ্জন বরেষু।

আজ্ঞাকারি অবশ্য পোষ্য শ্রী হরিনারায়ণ ঘোষালস্য গৌরব পর্ব্বক নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের প্রার্থনাতে এ পল্লি-জনের ঐহিক বিষয়ক মঙ্গল পরং বিশেষঃ আপনকার ১৫ শ্রাবণের পত্র পাইয়া অবগত হইলাম যে তোমার বাইবেলের সত্যতা বিষয়ক জ্ঞান ক্রমে ২ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে পরমাপ্যায়িত হইয়া তচ্ছাস্ত্রের প্রতি যেন আপনকার আরো দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে এ নিমিত্তে তদন্তঃপাতি ভবিষ্যদ্বাক্যদ্বারা তাহার সত্যতা যে কি পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় ইহা এক্ষণে লিখিতেছি! দেখ ঘটনার পূর্ব্বে যাহা মনুষ্যের বুদ্ধির অগোচর তদ্বিষয় প্রকাশক যে বাক্য

তাহার নাম ভবিষ্যদ্বাক্য, সেই সকল ভাবিবিষয়ের ঈশ্বরাধীনত্ব প্রযুক্ত যাবৎ তিনি তাহা কাহাকেও জানাইয়া প্রকাশ করিতে আজ্ঞা না দেন তাবৎ সকলের অজ্ঞাৎসারে অবশ্য থাকে অতএব কেহ২ যদি এতদ্রূপবাক্য সম্বলিত নানা পুস্তক রচনা করিয়া বলে যে ঈশ্বর আমাদিগকে ইহা লেখাইলেন এবং কালানুক্রমে তাহার ফল সিদ্ধিও হয় তবে তাহারদ্বারা নিশ্চয় জানা যায় যে তাহাদের কথা সত্য অর্থাৎ ঈশ্বর যে তাহাদিগকে লেখাইলেন বটে, ইহা ঐ দৃষ্ট ফলদ্বারা স্পষ্ট প্রামাণ্য হয়; ফলতঃ এই উক্তার্থ বাইবেলের প্রতিবর্ত্তে, যেহেতুক খ্রীষ্ট কি প্রকারে অবতীর্ণ হইবেন ও কতই বা দুঃখ ভোগ করিবেন ইত্যাদি নানা বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য কোনটা বা ৫০০ শত কোনটা বা ৮০০ শত কোনটা বা ১০০০ বৎসর তত্তৎ ফল সিদ্ধি হওনের পূর্ব্বে তাহাতে লিখিত ছিল; আর সেই সমুদয় বাক্য অতিশূক্ষ্মরূপে পূর্ণ হইয়াছে, তাহার কিছুই ত্রুটি হয় নাই; অতএব ইহাতে নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হয় যে যাহারা বাইবেল লিখিলেন ঈশ্বর তাহাদিগকে তত্রস্থ তাবৎ কথা লেখাইলেন, এবং তাহা তাঁহারি দত্ত শাস্ত্র বটে, ইহার নিদর্শন দেখ খ্রীষ্টের নর দেহ ধারণের পূর্ব্বে তাহার বিষয়ে এই কথিত ছিল যে তিনি য়িহুদাদেশে বেথলহম নামক নগরে এক কুমারীর গর্ব্ভে জন্ম লইবেন, ও শিশুকালে হেরোদরাজার তাড়নার ভয়ে পলায়ন করিবেন, ও জয়ী স্বরূপে য়িরোশালেম নগরে প্রবিষ্ট হইবেন ও শত্রুদের কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া নীরব থাকিবেন; অধিকন্তু আরো লেখেন যে তাহার একজন শিষ্য তাঁহার প্রতি বিশ্বাস

নাস্তিকতা ও দুষ্টলোকেরা তাঁহাকে উপহাস করিবে এবং তিনি দুর্জ্জনের সহিত গণিত হইবেন, বিশেষত তাঁহার মৃত্যু ও পুনরুত্থান ও তাঁহাতে ঘটিতব্য অন্যং নানা বিষয় তত্তৎঘটনার বহুশত বৎসর পূর্ব্বে অতিসূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বাইবেলের মধ্যে নির্ণীত হইল, এবং সেই সমুদয় বিষয়ের ঠিক তল্লেখনানুসারে ফল সিদ্ধি হইল; অপর এতদ্ভিন্ন কোনং দেশের কি প্রকার বৃদ্ধি ও হ্রাস ও রাজশাসনাদির বিপর্য্যয় হইবে ও অন্যং বহুবিধ ভাবি বিষয়ক কথা তাহাতে আছে; পরন্তু ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন দোষেতে য়িহূদীলোকদের রাজধানী ও তন্মধ্যস্থিত মন্দির কিরূপে বিনষ্ট হইবে ও তাহারা কেমনে ছিন্ন ভিন্ন হইবে ও কতই বা দুঃখ পাইবে ইত্যাদি নানা ঘটিতব্য বিষয়ক বৃত্তান্ত তাহাতে গ্রথিত আছে, এবং তত্রস্থ বাক্যের মধ্যে ভূতকালের প্রতি যতং লিখিত ছিল সেই সমুদয় আজিপর্য্যন্ত তল্লিখনানুসারে ক্রমেং পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। অধিকন্তু দেবোপাসনাদির লোপ ও খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ব্যাপনাদি বিষয়ক যে বাইবেলোক্ত দুটী ভবিষ্যদ্বাণী তাহা আমাদের প্রত্যক্ষে ফল ধরিতেছে; সেই উভয় বিষয়ক বাক্য এইং যথা, স্বর্গের ও পৃথিবীর সৃষ্টি না করিয়াছে যে দেবেরা তাহারা এই পৃথিবীহইতে এবং এ স্বর্গের অধহইতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। তিনি অর্থাৎ খ্রীষ্ট একসমুদ্র অবধি অপরসমুদ্র পর্য্যন্ত ও নদী অবধি পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত রাজ্য করিবেন ও যাবৎ পর্য্যন্ত সূর্য্য থাকিবে তাবৎ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম খ্যাত হইবে ও সর্ব্বদেশীয়েরা তাঁহাকে ধন্যং করিবে। এক্ষণে মহাশয়

বিবেচনা করিলে জানিতে পারিবেন যে এই উভয় বাক্য গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অসম্ভবরূপে পূর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে, যেহেতুক এতদ্দেশেতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অল্প ফল ধরিলেও তথাপি ঐ গণিতকালের মধ্যে অতাহীত দ্বীপস্থও তাহার নিকটবর্ত্তি অন্য বিংশতি দ্বীপস্থলোকেরা আপনাদের পূজনীয় দেবতাসকল ত্যাগ করিয়া তদ্ধর্ম্মাশ্রিত হইয়াছে, এবং সম্প্রতি সেই ২ দেশে দেবপ্রতিমাদির নামও আর শুনা যায় না। অপর বাইবেলোক্ত এই ভবিষ্যদ্বাক্য ন্যূনাধিক দুই হাজার পাঁচ শত বৎসর লেখাগিয়াছে ও তৎকালে য়িহুদীলোক ছাড়া জগতীস্থ তাবল্লোক দেবপূজক ছিল ও তাহাদের ধর্ম্মের পরীবর্ত্তনের কিছুই চিহ্ন ছিল না: অতএব ঈশ্বর সেই ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে না লেখাইলে ঘটিতব্য বিষয় দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহারা এমন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে কিপ্রকারে নির্ণয় করিতে পারিত? যেহেতুক তাহারা কিছু সর্ব্বজ্ঞ ছিল না। অধিকন্তু যাহাদের মুখহইতে সেই সমুদয় বাক্য নির্গত হইল তাহারা সকলেই বিভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ২ নগরস্থ ও পৃথক ২ শিক্ষিত ছিল, এপ্রযুক্ত কাহার সহিত কাহার প্রায় আলাপ পরিচয়াদি কিছুই ছিল না তথাপি তাহাদের ভবিতব্য বিষয়ের বাক্য সকলের ঐক্য আছে, একজন যাহা কহিয়াছে অন্যেরা ঠিক তাহাই বলিয়াছে; অতএব আপনকার ইহাতে অবশ্য দৃঢ় বোধ হইবে যে বাইবেল সত্য শাস্ত্র বটে, যেহেতুক একমনা যে ঈশ্বর তিনি যদি ঐ সকল লিখনের মূল না হইতেন তবে তত্রস্থ তাবৎ বাক্যের কি এমনি ঐক্য হইত? বিশেঃ

মত তদুক্ত সব্ব বিষয় কি এমনি অবিকলরূপে পূর্ণ হইতে পারিত, না কদাচ নয়, বরং উন্মত্ত পুলাপের ন্যায় কেবল হাস্যাস্পদের বিষয় হইত; কিন্তু এক্ষণে আমার এই পত্রের কিছু বাহুল্য হইয়াছে, অতএব ইহাতে আর অধিক লিখিব না, দুইচারি দিনের পরে মহাশয়কে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বিষয়ক আর এক পত্র পাঠাইব, তাহা পাইলে উভয়ের উত্তর এককালীন লিখিবেন, কিমধিক বিজ্ঞবরেষ্বিতি। তারিখ ২১ শ্রাবণস্য।

দশম পত্র।

মহামহিম ঈশ্বর পরায়ণ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় খুড়া মহাশয় মহাশয়েষু

আজ্ঞাকারি অবশ্য পোষ্য শ্রী হরিনারায়ণ ঘোষালস্য বহু সম্মান পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের অনুগ্রহেতে এ প্রতিপাল্যের ঐহিক নিস্তার পরং বিশেষঃ আমি ২১ শ্রাবণীয় পত্রেতে আপনকাকে জানাইয়াছিলাম যে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বিবরণীয় আর এক পত্র লিখিব তাহাতে এক্ষণে লিখিতেছি: দেখ খ্রীষ্ট যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন তাঁহার শত্রুরা তাঁহার নিকটে চিহ্ন চাহিলে তিনি তাহাদিগকে তাহা না দেখাইয়া সঙ্কেতে কহিলেন যে আমি ঈশ্বরহইতে বাহির হইয়াছি এতদ্বিষয়ে আমার

ভাবি পুনরুত্থান তোমাদের প্রতি চিহ্ন হইবে; অতএব আমাদের এই বিবেচনা কর্ত্তব্য যে এ কথার ফলসিদ্ধি হইল কি না; যেহেতুক তাঁহার পুনরুত্থান যদি নিতান্ত ঘটিয়া থাকে তবে তৎসংস্থাপিত ধর্ম্ম যে সত্য ও তৎ-প্রকাশক বাইবেল যে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র ইহা কেহ আর কদাচ অস্বীকার করিতে পারে না: দেখ মঙ্গলসমাচারাদি পুস্তকে লিখিত আছে যে খ্রীষ্টের শরীরকে ভিত্তিরূপ পাষাণ ভূমিতে ক্ষোদিত গহ্বরে কবর দেওয়া গেল এবং যাহা রাজাজ্ঞাব্যতিরেক কেহ ভাঙ্গিলে তদ্দেশের ব্যবস্থানুসারে মরণ যোগ্য দোষী হয় তাহারা এমত একটা মুদ্রাঙ্কিত বৃহৎ প্রস্তর দিয়া কবরের দ্বার রুদ্ধ করত সসজ্জ একশত রূমী সৈন্য কবরের চৌকি দিতে নিযুক্ত করিল, আর উহারা এমন শক্তরূপে তাঁহার মৃত দেহ রক্ষা করিল যে সেই পুনরুত্থানের বিষয়ে কোন ফাকী জুকী কদাচ হইতে পারিল না; কিন্তু এই সকল বাধা সত্ত্বেও তিনি আপনার মরণের তৃতীয় দিবসে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া উঠিলেন। অপর সেই পুনরুত্থানের বিষয়ে ঐ সকল সৈন্য পর্য্যন্ত সাক্ষী দিয়াছিল, ফলতঃ চৌকি দেওনের ত্রুটী প্রযুক্ত খ্রীষ্টের শিষ্যেরা যদি তাঁহার দেহ চুরী করিত তবে চৌকিদারেরা সে দোষেতে অবশ্য মারা যাইত, এবং মুদ্রাঙ্কিত প্রস্তরকে স্থানান্তরে নিঃক্ষেপ করণাপরাধেতেও শবহারকদের প্রাণদণ্ড হইত, কিন্তু কাহার প্রতি কোন শাসন না হওয়াতে নিশ্চয় জানা যায় যে কেহ দেহ চুরি করে নাই, পুনরুত্থান বাস্তবিক বটে। পরন্তু খ্রীষ্ট পুনরুত্থানানন্তর এক সময়ে পাঁচ শত লোকের প্রত্যক্ষ

হইলেন ও শিষ্যদিগকে নানা স্থানে নানা সময়ে নয়ং-বার দেখা দিলেন, ফলত উহারা যাবৎপর্য্যন্ত তাঁহাকে সচক্ষে না দেখিল তাবৎ কাহার কথাতে তাঁহার পুনরুত্থানের বিষয়ে প্রত্যয় করিল না; আর তাহারা তাঁহাকে এমন বিশেষরূপে চিনিল যে কেহ তদ্রূপ বেশ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে ভুলাইতে পারে না, বিশেষত উহারা তাঁহার হস্তে ও পদে প্রেকের চিহ্ন ও কক্ষদেশে শূলের চিহ্ন ইত্যাদি নানা লক্ষণদ্বারা তাঁহাকে চিনিল; অধিকন্তু তাঁহার সহিত কথোপকথন ও ভোজন পানাদি এবং তদাজ্ঞানুসারে পারমার্থিক ক্রিয়া সকল নিষ্পন্ন করিল, এবং তিনি তাহাদের সমক্ষে স্বর্গারোহণ করিলে পর তাহারা তদ্দত্ত শক্তিদ্বারা নানা অলৌকিক ক্রিয়াও করিল। আর দেখ য়িহুদীলোকেরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সত্যতা খণ্ডাইতে অতিশয় চেষ্টা পাইলেও তাহা ক্রমে২ এমনি সপ্রমাণ হইল যে কোনক্রমে তাহা করিতে পারিল না, যেহেতুক পিতর নামে খ্রীষ্টের একজন শিষ্য অতিস্পষ্ট রূপে সকলের সাক্ষাতে বলিল যে তোমরা তাঁহাকে ধরিয়া ক্রুশেতে টাঙ্গাইয়া পাপিলোকদের হস্তে বধ করিলা বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে মৃত্যুর বন্ধন ঘুচাইয়া উঠাইয়া দিয়াছেন, এবং এ কথা শুনিয়া তাহারা নিরব হইয়া রহিল, বাস্তবিক উহারা নিশ্চয় জানিল যে আমরা ঐ পুনরুত্থান আর কাটিতে চেষ্টা পাইলে সে কথা প্রমাণ না হইয়া বরং আমাদের লজ্জার বিষয় হইবে। অপর খ্রীষ্ট মরণের পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে ধর্ম্মাত্মা প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন যে আমি যদি না যাই

তবে প্রবোধকর্ত্তা তোমাদের স্থানে আসিবেন না, কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁহাকে তোমাদের স্থানে পাঠাইব; আর প্রেরিতদের ক্রিয়ার দ্বিতীয়াধ্যায়দ্বারা জানা যায় যে তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণ হইয়াছিল। অধিকন্তু তাহা এক্ষণেও আমাদের সাক্ষাতে স্থানে২ পূর্ণ হইতেছে, যেহেতুক ধর্ম্মাত্মা অদ্যাপিও দুষ্ট দুরাচারিদের মনের পরীবর্ত্ত করিয়া খ্রীষ্টের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইতেছেন; অতএব খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও তদনন্তর স্বর্গারোহণ এই উভয় তাঁহার ধর্ম্মাত্মা প্রদানদ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হয়। এক্ষণে তাঁহার পুনরুত্থানের সত্যতাতে আর বাইবেলোক্ত ধর্ম্মের সত্যতাতে কি সম্বন্ধ আছে ইহা দৃষ্টান্তদ্বারা মহাশয়কে বুঝাইয়া দি, দেখ কোন মালজামিন ঋণির কর্জ্জ পরিশোধনার্থে কারাগারে বদ্ধ থাকিলে দেনা না দিলে কদাচ বাহির হইতে পারে না মুক্তি পাইলে জানা যায় যে পরিশোধ করিয়াছে বটে, ফলত খ্রীষ্ট পাপিলোকদের পাপরূপ ঋণ পরিশোধনার্থে মৃত্যুরূপ কারাগারেতে বদ্ধ হইলেন, কিন্তু তাঁহার সেই স্থান হইতে বহির্গত হওয়াতে নিশ্চয় জানা যায় যে তিনি সেই ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন অর্থাৎ পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাহা না হইলে তিনি সামান্য মনুষ্যের ন্যায় চিরকাল মৃত্যুর বশে থাকিতেন: অতএব এই নিদর্শনের প্রতি মনোযোগ করিলে তাঁহার ত্রাণকর্ত্তৃত্ব পদের বিষয়ে কিম্বা বাইবেলের সত্যতা বিষয়ে আর কি সন্দেহ হইতে পারে? বাস্তবিক সেই শাস্ত্রের প্রতি আপনি যেমন মনোযোগ করিয়াছেন

সকলে যদি এইরূপ করিত তবে তাহারা অবশ্যই তচ্ছাস্ত্র গ্রহণ করিত, কিন্তু তাহার প্রমাণের অতিগৌরব ও বহুবিধত্ব থাকিলেও লোকেরা যৎপর্য্যন্ত তাহার প্রতি মন না দিবে তাবৎ অবিশ্বাসরূপ অন্ধকারে অবশ্য মগ্ন হইয়া থাকিবে, ফলত বাইবেলীয় প্রমাণের প্রতি তাহারা যে অমনোযোগ করে এটা আমাদের বড়ই খেদের বিষয়; অতএব ইহা দূর করণার্থে ঈশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, যেহেতুক আমরা মন্দ হইয়া যদি আপন ছাওয়ালদিগকে উত্তম সামগ্রী দিতে ভালবাসি তবে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা যে ঈশ্বর তিনি আপন যাচকদিগকে কতো অধিক উত্তম সামগ্রী দিবেন তাহা বলা যায় না। ইতি তারিখ ২৬ শ্রাবণস্য।

একাদশ পত্র।

অশেষ গুণভাজন শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ ঘোষাল বাবাজী প্রতিষ্ঠিত বরেষু।

নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি শ্রী রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়স্য পরম সন্তোষ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার পরমাভ্যুদয় শ্রীশ্রী৺ স্থানে নিয়ত বাঞ্ছা করণেই অস্মাকং মঙ্গল.পরং বিশেষঃ তোমার ২১ ও ২৬ শ্রাবণের বাইবেলের ভবিষ্য-দ্বাক্য ও খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বিষয়ের দুই পত্র পাইয়া তজ্জন্য

তাবৎ কথা হিন্দুলোকদের শাস্ত্রোক্ত কথার সহিত ঐক্য করত এই জানিতে পারিয়াছি যে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানদ্বারা বাইবেলের সত্যতা যেমন শক্তরূপে প্রতিপন্ন হয় হিন্দু-লোকদের শাস্ত্রের সত্যতা এতদ্রূপ তত্রস্থ কোন প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে না, যেহেতুক ঐ বৃত্তান্তের সহিত যে ঠিক মিলে এমন কোন বর্ণনা সেই শাস্ত্রেতে নাই; কিন্তু হিন্দুলোকেরা যাহাকে ভবিষ্যদ্বাক্য করিয়া বলে এমন এই একটা কথা তাহাতে আছে যে কলিতে ক্রমে২ ধর্ম্ম লোপ হইয়া যাইবে ও ভারতবর্ষস্থ তাবল্লোক এক বর্ণ হইবে; অপর তদ্ধর্ম্মের নাশক উপস্থিত নানা চিহ্ন ও লোকদের সাংসারিক সুখেতে একান্ত মনোনিবেশ ও অন্য২ নানা দোষ দেখিয়া আমি ভাবিলাম যে এ কথার এতদ্রূপ ফল ধরাতে অবশ্য ইহাকেও সত্য ভবিষ্যদ্বাণী বলিতে হইবে: অতএব বাইবেলোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাদ্বারা যদি তাহার সত্যতা স্থিরীকৃত হয় তবে হিন্দু-লোকের শাস্ত্রের সত্যতাও তো তাহার এই উক্ত বাক্যের ফল সিদ্ধিদ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে, আমার বিবেচনাতে এই স্থিরতা উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি যে ঐ স্থিরতা অতি অযথার্থ, যেহেতুক এতদ্বিষয় ভাবিতে২ আমি এই অনুভব পাইয়াছি যে হিন্দু শাস্ত্রে কথিত এই বাক্য বাইবেলোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হইতে এমন বিভিন্ন যে এই উভয়েতে কোন প্রকারে তুলনা করা যায় না: দেখ কেহ যদি বালুকাময় স্থানেতে যাহার বনিয়াদ অশক্ত এমন একটা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া বলে যে এক শত বৎসরের মধ্যে এই ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িবে, পরে তাহার

সেই কথানুসারে যদ্যপি ঘটে সেটা কিছু অসম্ভবের বিষয় নয়, ফলতঃ অজ্ঞান লোকেরা সে কথার ফল সিদ্ধি দেখিয়া তাহাকে ভবিষ্যদ্বক্তা করিয়া মানিলেও জ্ঞানবান বিবেচক মনুষ্যেরা কিছু তাহাকে তদ্রূপ করিয়া মানিবে না; বাস্তবিক এই দৃষ্টান্ত হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের উপর বর্ত্তে, যেহেতুক সত্যতারূপ বনিয়াদ তাহার নাই বরং বালুকাময় স্থান স্বরূপ মিথ্যাত্বের উপর স্থাপিত হইয়াছে: অতএব তাহার স্থাপক যে মুনি ঋষিরা তাহারা তাহার মূল অবগত হইয়াই ইহার পরে এই ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া যাইবে তদ্বিষয়ে যে এ কথা বলিয়াছে সে কিছু অসম্ভব নয়, এবং ইহা যে সত্য ভবিষ্যদ্বাণীরূপে গণিত হইতে পারে তাহাও নয়, যেহেতুক যে ধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত নহে বিবেচক লোকেরা আপন বুদ্ধিদ্বারাই অনায়াসে জানিতে পারে যে সে ধর্ম্ম অবশ্য লুপ্ত হইয়া যাইবে, কদাচ চিরকাল থাকিবে না; কিন্তু কোন ব্যক্তি একটা ঘর নির্ম্মাণ করিলে সহস্র২ লোক তাহা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলেও তাহার নির্ম্মাণকর্ত্তা যদি বলে যে ইহাদের এ সকল চেষ্টা মিথ্যা এই ঘর চিরকাল থাকিবে, পরে তাহার কথানুসারে যদি ফল সিদ্ধি হয় তবে নিশ্চয় জানা যায় যে এই সত্য ভবিষ্যদ্বাণী বটে। আর আমি এই দৃষ্টান্ত বাইবেলোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উপর বর্ত্তাইয়া তাহা যে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ঐ উপস্থিত বাক্য হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন ইহা সুন্দররূপে অবগত হইয়াছি, ফলতঃ বাইবেলের অন্তঃপাতি বহু২ বাক্যদ্বারা বোধ হয় যে তদুক্ত ধর্ম্ম চিরকাল পর্য্যন্ত থাকিবে বিশেষতঃ খ্রীষ্ট তদ্বিষয়ে

এই কহিয়াছিলেন যে এই রাজ্যের মঙ্গলসমাচার সকল দেশের প্রতি সাক্ষী হইবার কারণ জগতের সীমা পর্য্যন্ত প্রচারিত হইবে, আর তাঁহার মুখ হইতে যখন এই কথা বাহির হইল তখন তাঁহার ধর্ম্ম প্রায় কাহার কর্ত্তৃক গৃহীত হইল না, বরং কি রাজা কি প্রজা কি ছোটো কি বড়ো সকলেই তাহার প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করিয়া নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টার ফল সিদ্ধি কিছুই হইল না, যেহেতুক তৎকালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহা হ্রাস না পাইয়া ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে: অতএব তাঁহার উক্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বিষয়ে কিছুই সন্দেহ হইতে পারে না। অপর হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্যদ্বারা তৎশাস্ত্রের সত্যতা বোধ না হইয়া বরং মিথ্যাত্ব অনুভব হয়, যেহেতুক তাহার ঐ কথাদ্বারা আমরা জানিতে পারি যে তাহার রচকেরা পূর্ব্বেই জানিতে পারিল যে ইহার মূলাবধি মিথ্যা ও প্রতারণা মাত্র ঈশ্বরীয় শাস্ত্র নহে, তাহা না হইলে তৎপ্রকাশিত ধর্ম্ম চিরকাল থাকিবে না তাহারা এমন কথা কদাচ লিখিত না, কেননা যে ধর্ম্ম ঈশ্বর সংস্থাপিত হয় তাহা লুপ্ত না হইয়া চিরকাল পর্য্যন্ত অবশ্য থাকে, বাস্তবিক যে কোন বিষয়ে এতদুভয় শাস্ত্রীয় বাক্যের তুলনা দি সর্ব্ব বিষয়েতেই বাইবেলীয় বাক্যের উত্তমতা দেখিতেছি বিশেষতঃ অগ্রে কথিত খ্রীষ্টের বাক্য সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হওয়াতে সেই শাস্ত্রের সত্যতাতে ও তাঁহার ত্রাণকর্ত্তৃত্ব পদেতে দৃঢ় প্রতীতি হয়, এবং যোহন রচিত মঙ্গলসমাচারের মধ্যে গ্রথিত আছে যে তদুক্ত

বাক্য তাহারি সত্যতা ও সেই ফলনিদ্ধিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যথা, আমি আপনাহইতে কহি না কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা তিনি আমাকে কিং বলিতে এবং কিং শিক্ষাইতে হয় তাহা আমাকে আজ্ঞাদিলেন, এবং আমি জানি যে তাঁহার আজ্ঞা অনন্তজীবন, অতএব আমি যে কিছু কহি তাহা আমি পিতার আজ্ঞানুক্রমেই কহি। বিজ্ঞাপন মিতি। তারিখ ১ ভাদ্রস্য।

দ্বাদশ পত্র।

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় পিতৃব্য মহাশয়েষু।

আজ্ঞাকারি অবশ্য প্রতিপাল্য শ্রী হরিনারায়ণ ঘোষালস্য বিনয় পুর্ব্বক নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের অনুকম্পাতে এতদ্ভদ্রীয় নিখিল ভাবুক পরং বিশেষঃ আপনকার ১ ভাদ্রীয় পত্রার্থাবলোকন করিয়া বুঝিলাম যে আপনি বাইবেলে ও হিন্দুলোকদের শাস্ত্রেতে যে কি বিশেষ আছে ইহা সুক্ষ্মানুধাবন করিয়াছেন, তাহাতে আমি পরমাহ্লাদিত হইয়া খ্রীষ্টের প্রেরিতাদির দুঃখ ভোগাদিদ্বারা তদ্ধর্ম্মের সত্যতা যে কি পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন হয় তাহাও আরবার মহাশয়কে লিখিতেছি, আপনি প্রেরিতদের ক্রিয়া নামক পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে

পারিবেন যে খ্রীষ্টের ঐ সত্য সেবকেরা তাঁহার ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে য়িহূদীলোকদের অধ্যক্ষা- দিরা তাহাদের কোন ২ জনকে ভয় প্রদর্শন কাহাকেও বা মারিপীট কোন ২ জনকে কয়েদ কাহার বা প্রাণনাশ ইত্যাদি বহুবিধ প্রকারে তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিল। অধি- কন্তু তৎকালীন উপাখ্যান পুস্তক রচকেরা লিখিয়াছে যে দুষ্ট লোকেরা মার্ক নামক খ্রীষ্টের একজন সেবকের উভয় পদে রজ্জু দিয়া যাবৎপর্য্যন্ত তাহার প্রাণ বিয়োগ না হইল তাবৎ রাজমার্গে আকর্ষণ করিল, এবং তলওয়ারের দ্বারা য়াকোবকে সংহার, ও ক্রুশেতে পিতরকে হত্যা, পাওলের শিরশ্ছেদন করিল; বাস্তবিক তদ্ধর্ম্মাশ্রিতেরা সেই কালীন যে দুঃখ সহিল তেমন দুঃখ কেহ কখন সহে নাই, যেহেতুক ঐ নিষ্ঠুর শত্রুরা তাহাদের কোন ২ জনের বেত্রাঘাতদ্বারা কাহার বা হিংসুক পশ্বাদিদ্বারা কাহাকেও সূক্ষ্মাগ্রস্থূল লোহশলাকাযুক্ততক্তাতে শয়ন করাইয়া অন্যকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া কাহার বা শরীর আলকাতরা মিশ্রিত পট্ট সংযোগে দীপক করিয়া প্রাণ বিয়োগ করাইল, এই ২ রূপ নানা নির্দ্দয় ব্যবহারেতে তাহাদের অনেককে সংহার করিল, অধিক্ কি বলিব? তাহাদের দুঃখ বিষয়ে পাওল এই লিখিয়াছেন যে কেবল ইহকালের নিমিত্তে যদি খ্রীষ্টের উপর তাহাদের ভরসা থাকিত তবে সর্ব্বলোক হইতে তাহারা অতি দুর্ভাগ্য ও দুরবস্থ ছিল; অপর কেবল খ্রীষ্টের প্রেরিতেরা মাত্র এই দুঃখেতে পড়িল তাহা নয় তৎকালে তদ্ধর্ম্মাশ্রিতেরা সকলেই এমত নির্দ্দয় ব্যবহারের সম্ভাবনাতে থাকিল, এবং সেই সকল উপদ্রব যে অল্প-

কাল ছিল তাহাও নয় যত দিন পর্য্যন্ত খ্রীষ্টের ধর্ম্ম জরি স্বরূপে বহু দেশে ব্যাপিয়া না উঠিল ততদিন প্রায় তাবদ্দেশেতে তাহাদিগকে এ সকল সহিতে হইল বাস্ত- বিক তাহাদের সেই দুঃখ এতবহুতর ছিল যে২ গ্রন্থ- কর্ত্তারা তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়াছে তাহারা যদি তদ্ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হইত তবে তাহাদের কথাতে আমরা প্রায় বিশ্বাস করিতে পারিতাম না কিন্তু তাহার প্রতি তাহাদের অনেকের কেবল দ্বেষভাব মাত্র ছিল এবং উহারা তাহার সত্যতা প্রতিপন্নার্থে কিছুই লেখে নাই এপ্রযুক্ত তাহাদের কথা কোন প্রকারে অগ্রাহ্য নহে। অতএব সেই ধর্ম্ম গ্রাহকদের এমন তাড়নার ও প্রাণনাশের সম্ভাবনাতে পড়িয়াও তাহা গ্রহণ করাতে বোধ হয় যে তাহার প্রতি তাহাদের অতি বলবত্তর প্রত্যয় ছিল নতুবা তাহা কদাচ গ্রহণ করিত না ফলত উহারা অবিবে- চনাতে কিম্বা কোন মন্দ প্রবৃত্তিতে তদ্ধর্ম্মকে আশ্রয় করিল তাহা নয় যেহেতুক তাহার গুণেতে উহারা অতি সাধু ও নূতন মনুষ্যের মত হইয়া উঠিল অতএব ইহাতে তাহাদের কাল্পনিকতা কিম্বা প্রতারকতা কিপ্রকারে হইতে পারে। অপর ঐ ধর্ম্মের প্রথম গ্রাহকদিগকে কেহ যে ভুলা- ইয়া তাহাতে প্রবেশ করাইল এমত নয় কেননা তাহারা যাহা২ আপন কর্ণেতে শ্রবণ করিয়াছিল ও স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিল ও যাহাতে স্থির দৃষ্টি করিয়াছিল ও যাহা আপন হস্তে স্পর্শ করিয়াছিল সেই সকল মাত্র অবলম্বন করিয়া তাহাতে প্রত্যয় করিল, অধিকন্তু উহারা মান মর্য্যাদা লাভাদি পাইবার জন্যে খ্রীষ্টাশ্রিত হয় নাই

যেহেতুক তাহাতে মানাদি না পাইয়া বরং সকল মনুষ্যের এমনি তুচ্ছতার ও বিদ্রূপাদির আস্পদ ছিল, যে পাওল তদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন যে উহারা জগতের কল্ক এবং সকলের নিছুনি স্বরূপে গণিত ছিল। আর দেখ খ্রীষ্ট তাহাদিগকে কহিলেন যে কেহ যদি আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে চাহে তবে সে আপন অভিলাষ ত্যাগ করুক ও আপন ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাদ্‌গামী হউক অতএব এ কথা শুনিয়াও যে উহারা ধনাদির অভিলাষেতে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল এমত কদাচ হইতে পারে না ফলত উহারা কেবল সাত্ত্বিকভাবেতেই তদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিল কেননা অগ্নি ও তলওয়ার ও হিংস্রুক পশু ইত্যাদি দ্বারা জনিত যে মৃত্যু সে তো খেলিবার সামগ্রী নয় যে তাহারা তামসভাবেতে আপনাদিগকে সে সকলেতে ফেলিল পরন্তু সেই ধর্ম্মের বিষয়ে অন্য২ লোকের ভ্রম থাকিলেও তাহাদের কদাচ কোন কিছু ভ্রান্তি ছিল না যেহেতুক তাহার প্রকাশের আরম্ভাবধি তাহারা খ্রীষ্টের সহিত থাকিয়া তাহার আদ্যোপান্ত যথার্থ ভাবাদি সকলি জ্ঞাত হইল অতএব এমত অভ্রান্ত লোকেরা যাহাকে সত্যজ্ঞান করিয়া স্বীকার করে সে অবশ্য সত্য হইতে পারে আর ঐ প্রেরিতাদিরা যে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম বিষয়ে এতদ্রূপ জ্ঞান করিয়া সাত্ত্বিকভাবে তাহা প্রকাশ করিল ইহাতে কিছুই সন্দেহ হইতে পারে না তাহা না হইলে তাহারা লোককে তাহা গ্রহণ করাইতে কদাচ এত দুঃখ স্বীকার করিত না তবে আমি মহাশয়কে এই কথা কহি যে তাহাদের ঐ সাত্ত্বিক ভাবদ্বারা তদ্ধর্ম্ম ও তাহার প্রকা-

শক শাস্ত্র যে বাইবেল উভয়ের সত্যতা এমম শক্তরূপে প্রতিপন্ন হয় যে কেহ তাহা কোনক্রমে খণ্ডাইতে পারে না দেখ খ্রীষ্ট বলিয়াছেন যে যাহারা মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশ্বাসী হয় তিনি তাহাদিগকে একটী জীবনের মুকুট অর্থাৎ স্বর্গীয় অনন্ত সুখ দিবেন অতএব সেই মুকুট পাই-বার জন্যে ও অন্য২ লোককে তাহা প্রাপণার্থে তাহার প্রেরিতাদিরা পিতৃ পিতামহাদির যাজিত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এমন সজ্জন ও সহিষ্ণু হইল যে তাহাদের তুল্য লোক আর পৃথিবীতে ছিল না এবং এক্ষণেও নাই বাস্তবিক যাবজ্জীবন তাহাদের উপর এতদ্রূপ বহুবিধ যন্ত্রণা ঘটি-লেও তথাপি তাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম হইতে বিমুখ না হইয়া অতিশীতলতা পূর্ব্বক সকলি সহিল এবং এক কুটিল ও বিপথগামী বংশের মধ্যে জীবনদায়ক বাণী প্রকাশ করিয়া সকলের প্রতি সুআচরণ বিষয়ে আদর্শ স্বরূপ হইল কিমধিকং বিজ্ঞতমেষু ইতি। তাং ৬ ভাদ্রস্য।

ত্রয়োদশ পত্র।

বহুগুণালঙ্কৃত ঈশ্বর পরায়ণ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাগো-বিন্দ চট্টোপাধ্যায় খুড়া মহাশয় সজ্জন বরেষু।

আজ্ঞাকারি অবশ্য পোষ্য শ্রী হরিনারায়ণ ঘোষালস্য বিনয় পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের কৃপাবলোকনেতে এখানকার সমস্ত মঙ্গল পরং বিশেষঃ আমি কল্য মহা-

শয়কে খ্রীষ্টের প্রেরিতদের দুঃখাদি বিষয়ক এক পত্র পাঠাইলাম আর এক্ষণে আমার মনে উপস্থিত হয় যে তাঁহার ধর্ম্ম ব্যাপন বিষয়ের কিঞ্চিৎ লিখিলে ভাল হয় যেহেতুক তাহা করিলে আপনি উভয় পত্রের উত্তর এককালীন দিতে পারিবেন, দেখ যাহাকে২ অবলম্বন করিয়া তদ্ধর্ম্ম প্রচারের ফল সিদ্ধি হইতে পারে এমন যে ধন ও লোকবল কিম্বা কর্ত্তৃত্ব পদাদি খ্রীষ্টের কিম্বা তাহার শিষ্যদের কিছুই ছিল না ফলত সে সকল আশ্রয় তাহাদের বশে থাকা ও দিকে থাকুক বরং তৎকালের লোক সমুদয় তাহাদের কোন কিছু আনুকূল্য না করিয়া কেবল তুচ্ছবোধ করিত এবং তাহাদের তত্তৎ কর্ম্ম করণের চেষ্টার ফল সিদ্ধি যেন কোনক্রমে না হয় এই নিমিত্তে ক্রোধেতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় হইয়া উঠিয়া সর্ব্বসাধ্যেতে বাধা লাগাইত অধিকন্তু সামান্য লোক মাত্র তাহাদের এমত বিরুদ্ধাচারী হইল তাহা নয় উহাদের দেশের কর্ত্তা ও পণ্ডিত ও যাজকাদি সকল তাহাদের এতদ্রূপ বিরুদ্ধাচারী হইয়া স্ব২ শক্তিদ্বারা হিংসা ও দ্বেষ ও ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া সেই ধর্ম্ম দূরীকরণার্থে সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টান্বিত হইল বাস্তবিক খ্রীষ্টের ধর্ম্ম এমন সুপবিত্র ও তৎকালে চলিত মতের এমন বিপরীত যে তাহার কথা শুনিবা মাত্র শ্রোতাদের গাত্রে যেন ফোস্কা পড়িত অতএব তাঁহার প্রেরিতাদিরা যখন তদ্ধর্ম্মের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল তখন জগতীস্থ প্রায় তাবল্লোক সসজ্জ হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল অর্থাৎ কেহ বা যাজিত ধর্ম্মের প্রতি উত্তম রূপে দৃঢ় সংস্কারেতে

কেহ বা স্বকীয় কর্ত্তৃত্ব নাশের ভয়েতে কেহ বা লাভ হানির শঙ্কাতে কেহ বা পাপকে প্রিয়তম করাতে ইত্যাদি নানা কারণদ্বারা উদ্ধ্মায়িত হইয়া সকলে তাহার প্রতি এমত বিপরীতাচারী হইয়া ছিল যে তাহা একেবারে পৃথিবী হইতে দূরীকৃত হইবে এমন সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এই সকল বাধা অতিদারুণ ও বহুদিন স্থায়ী হইলেও তদ্দারা সেই ধর্ম্মের মূল খনন করিয়া ফেলা দূরে থাকুক উপরিস্থ এক প্রস্তরও চালিত হইল না বরং খ্রীষ্টের প্রেরিতাদিকর্ত্তৃক ঐ রাগ দ্বেষ হিংসাদি বিশিষ্ট শত্রুরা কালানুক্রমে পরাজিত হওয়াতে আপনাদের অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎহটিয়া গেল এবং তাহার বিপক্ষে উঠিয়া ছিল যে সকল বাহু তাহারা তদ্ধর্ম্মের সত্যতারূপ অসিদ্বারা ছিন্নশিরা হইয়া ভূমিশায়িত হইল এবং সেই ধর্ম্ম সর্ব্ব বিষয়ে জয়ী হইয়া আপন সেবকদিগকে তজ্জনিত ফল যে সুশীলতা ও পবিত্রতা ও শান্তি ও দয়া ইত্যাদি সদ্গুণরূপ ভূষণদ্বারা ভূষিত করাইল বাস্তবিক ঐ ধর্ম্মের কথা ঘোষণা দেওনারম্ভাবধি ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অনেক ২ দেশস্থ লোক কর্ত্তৃক গৃহীত হইল ও কম বেশ তিনশত পচিশ বৎসরের মধ্যে তত্তদ্দেশস্থ তাবল্লোক পূর্ব্বাশ্রিত পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাহাই গ্রহণ করিল দেখ একটা শুষ্ক কাষ্ঠ পুতিলে সে যদি শাখা পল্লব বহির্গত করিয়া পুষ্পিত ও ফলিত হয় তবে জানা যায় যে ইহাতে অবশ্য কোন একটা বিশেষ কারণ থাকিবে তেমনি ঐ ধর্ম্মের প্রতি যে সকল বাধা উপস্থিত হইল এবং তাহা যে কেমনে তত্তদ্বাধাকে পরাজয় করিয়া সংস্থাপিত হইল ইহার প্রতি অবলোকন করিলে

মহাশয় জানিতে পারিবেন যে কেবল প্রেরিতদের পরিশ্রম দ্বারা তাহার ঘোষণা দেওনের এতাদৃশ ফল সিদ্ধি কদাচ হইল না ইহাতে কোন নিগূঢ় অসাধারণ কারণ নিতান্ত ছিল দেখ বাইবেলে লিখিত আছে যে ঈশ্বর তাহাদের সহকারী এবং তদনুবর্ত্তি চিহ্নেতে বাণীকে প্রমাণ করিলে তাহারা প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র কথা প্রচার করিল অতএব এই মত অসম্ভবরূপে ঐ ধর্ম্মের স্থাপনদ্বারা নিশ্চয় বোধ হয় যে এ কথা সত্য বটে যেহেতুক প্রভু যদি তাহাদের সহায়তা না করিতেন তবে তদ্ধর্ম্ম কদাচ এমত চলিত হইতে পারিত না বাস্তবিক ক্ষুদ্র বালক স্বহস্তদ্বারা সূর্য্য ধরিতে ইচ্ছা করিলে তাহার সেই চেষ্টা যেমন বিফল হয় তেমনি ঈশ্বর যদি বিশেষরূপে তাহাদের সহকারী না হইতেন তবে তাহাদের ঐ ধর্ম্ম স্থাপনের চেষ্টা অবশ্য বিফল হইত এবং প্রায় জগতের সৃষ্টিকালাবধি চলিত দেবপূজাদি ধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় স্থায়ী হইয়া থাকিয়া আজি পর্য্যন্ত অন্ধকার পৃথিবীকে ও ঘোর অন্ধকার তত্রস্থ তাবৎ লোককে আবৃত করিয়া রাখিত পরন্তু আপনি দেখিতেছেন যে নানা পাদরী লোকেরা এক্ষণে তদ্ধর্ম্ম চালাইবার জন্যে এদেশে বহু পরিশ্রম করিতেছে কিন্তু তাহারা সামান্যরূপে মাত্র ফল পাইতেছে যেহেতুক ঈশ্বর কেবল সামান্যরূপে তাহাদের সহায়তা করিতেছেন কিন্তু তিনি ঐ প্রেরিতদের বিশেষরূপে সহায়তা করিলেন এবং তাহাদিগকে অসাধারণরূপে ধর্ম্মাত্মা প্রদান করিলেন এপ্রযুক্ত তাহাদের ফল বাহুল্য হইল এবং তাহাদের কর্ত্তৃক ঐ ধর্ম্ম অগ্রে কথিত আশ্চর্য্যরূপে সংস্থাপিত হইল। অতএব

ঈশ্বর যে তাহাদের এতাদৃশ অসম্ভবরূপে সহায়তা করিয়া ছিলেন ইহা যদি স্থিরীকৃত হয় তবে আমাদের অবশ্য এই স্বীকার করিতে হইবে যে তদ্ধর্ম্ম ও তাহার প্রকাশক শাস্ত্র যে বাইবেল ইহা অবশ্য তাঁহারি কৃত বটে যেহেতুক তাহা যদি মনুষ্য কল্পিত হইত তবে তিনি তৎপ্রকাশকদের প্রতি এমনি অনুগ্রহ না করিয়া বরং শাস্তি দিতেন, ফলত বাইবেলীয় ধর্ম্মের সত্যতা সহস্র২ প্রমাণদ্বারা এমন শক্তরূপে প্রতিপন্ন আছে যে কেহ তাহা কাটিতে পারে না; অতএব যাহারা তাহা গ্রহণ করে তাহারা তো ধন্য, কিন্তু যাহারা ঈশ্বরকে জানে না ও মঙ্গলসমাচারকে অর্থাৎ সেই ধর্ম্মের কথাকে মানে না, প্রভু যিশু খ্রীষ্ট তাহাদিগকে সময়ানুক্রমে সমুচিত ফল দেওনার্থে আপন পরাক্রান্ত দূতগণকে সঙ্গে করিয়া স্বর্গ হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রকাশিত হইলে তাহারা নিতান্ত অনন্ত নাশের দণ্ডে পতিত হইবে বিজ্ঞাপন মিতি। তারিখ ৭ ভাদ্রস্য।

চতুর্দ্দশ পত্র।

গুণগ্রামার্ণব কল্যাণভাজন শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ ঘোষাল বাবাজী চিরঞ্জীবেষু।

ভবদভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষি প্রফুল্লহৃদয় শ্রী রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়স্য পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ বাবা-

জীর মঙ্গল শ্রীশ্রী৺ স্থানে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অস্মদীয় শিবং বিশেষঃ তুমি ৬ ও ৭ ভাদ্রীয় পত্রেতে লিখিয়াছ যে খ্রীষ্টের প্রেরিতদের দুঃখভোগ ও তাহার ধর্ম্ম ব্যাপনদ্বারা বাইবেলের সত্যতা নিশ্চয়রূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহাতে আমি এই ভাবিলাম যে এমন যদি হইল তবে তো যাহারা হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বৈরাগী ও সন্ন্যাসী ও সহগামিনী ইত্যাদি হইয়া বহুক্লেশ স্বীকার করে তাহাদের ঐ দুঃখভোগদ্বারা তচ্ছাস্ত্রের সত্যতাও অবশ্য স্থির হইতে পারে কিন্তু এই বিষয় আলোচনা করিতে২ মনের মধ্যে উদয় হইল যে ঐ বৈরাগ্যাদি আসলে যে কিছু নয় ইহা ষষ্ঠ পত্রেতে নানা বিচারদ্বারা নির্ণয় হইয়াছে। আর সেই সহগামিনী স্ত্রীলোকেরা আপনাহইতে বহুবিধ যন্ত্রণা স্বীকার করে বটে তথাপি তাহাদের তত্তদ্দুঃখ খ্রীষ্টের প্রেরিতাদির দুঃখের সহিত কোন প্রকারে তুলনা করা যায় না যেহেতুক ঐ সহগামিনীরা কেবল দেশ ব্যবহারানুসারে ও সাংসারিক দুঃখের ভয়েতে ও প্রশংসা পাইবার জন্যে ইত্যাদি অযথার্থ কারণেতে আপনাদের প্রাণ নষ্ট করে। অপর তাহারা লেখা পড়া কিছু না জানাতে অজ্ঞতা প্রযুক্ত সেই কর্ম্ম ভাল কি মন্দ ঈশ্বরের সন্তোষক কি অসন্তোষক তাহা কিছুই জানে না কেবল বাল্যকালাবধি শুনে যে এ কর্ম্ম করিলে পরকালে ভাল হয় তাহাতে উহাদের মধ্যে কেহ বা সেই সংস্কারদ্বারা কেহ বা পরের কথাতে কেহ বা এতদ্রূপ অন্য২ নানা প্রবৃত্তিতে তাহা করে, অধিকন্তু কোন২ স্ত্রীলোক স্বামী মরণ জন্য মনোদুঃখেতে

ও তাহার প্রতি বিজাতীয় রাগেতে অস্থিরা হইয়া অবি-
বেচনা পূর্ব্বক হঠাৎ আপনাকে সেই সর্ব্বনাশে ফেলে।
অতএব তাহাদের যন্ত্রণাতে আর খ্রীষ্টের সেবকদের
যন্ত্রণাতে বিস্তর ভেদ আছে যেহেতুক তাঁহার সেবকেরা
সাংসারিক দুঃখাদির ভয়েতে কিম্বা অন্য কোন মন্দ
কারণেতে ক্লেশ অনাটন মৃত্যু আদি স্বীকার করিল না
কেননা তাহারা তদ্ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে তাহাদের প্রতি
ঘটিয়াছিল যে সকল বিড়ম্বনা, তাহা অনায়াসে এড়াইতে
পারিত। অপর তাহারা দেশব্যবহারেতে বা পরের কথাতে
কিম্বা আপনাদের অজ্ঞানতাতে অথবা অস্থিরান্তঃকরণেতে
হঠাৎ অবিবেচনাতে তত্তদ্দুঃখ স্বীকার করিল তাহাও
নহে যেহেতুক তাহাদের মধ্যে সহস্র২ লোক পণ্ডিত
ও সদ্বিবেচক ছিল এপ্রযুক্ত তত্তদ্দুঃখ সহনের মূলকারণ
ও আবশ্যকাদি সকল বিষয় তাহারা জ্ঞাত ছিল ও
খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সময়ে তাহারা জানিতে
পারিল যে ইহাতে আমরা আপনাদিগকে ইহকালে
সহস্র২ দুঃখের সম্ভাবনাতে ফেলিতেছি, অতএব আমার
বুদ্ধিতে এই আসে যে ঐ সহগামিনীরা আপনাদের
দুঃখাদি বিষয়ে অসংখ্যক ভ্রান্তিতে পড়িলেও খ্রীষ্টের
প্রেরিতাদিরা এতাদৃশ ভ্রান্তিতে কদাচ পড়ে নাই ফলতঃ
খ্রীষ্টের ধর্ম্ম যে নিশ্চয় সত্য তাহারা এই অনুভব পাইল
এপ্রযুক্ত তাঁহার অজ্ঞানুসারে আপনাদের মনের অভি-
লাষ ত্যাগ করত তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল, যেহেতুক
তাহারা নিশ্চয় জানিল যে ইহকালে লঘু ও ক্ষণ মাত্র
স্থায়ি যে তাহাদের দুঃখ সে পরকালে তাহাদের কারণ

অত্যন্ত অতিরিক্ত ও অনন্ত ঐশ্বর্য্যরূপ গুরুফলক হইবে, অপর খ্রীষ্টের ধর্ম্মের ব্যাপনদ্বারা বাইবেলের সত্যতা প্রতিপন্ন হইলে মহোম্মদের ধর্ম্মও সত্য হইতে পারে ইহা আমি মনে করিলাম কেননা তাহা অনেকলোক-কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয় ভাবিতে২ এই ঠাহরাইলাম যে এতদুভয় ধর্ম্মের প্রকারতা ও ব্যাপন ইত্যাদি অনেক২ বিষয়ে বিস্তর বিভিন্ন আছে, যেহে-তুক কোরাণের মধ্যে নানা প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ ও ঐশ্বর্য্য বিষয়ক কথা লিখিয়াছে, কিন্তু বাইবেলের মধ্যে মনুষ্য-দের দুষ্ট মনোনুরূপ এতাদৃশ কোন বাক্য নাই, বরং তাহাতে স্পষ্টই লেখে যে যে ব্যক্তি পাপ করিবে নিতান্ত তাহার মৃত্যু, কি না তাহার নরকরূপ মৃত্যু হইবে। অপর মহোম্মদ যে দেশে আপন কল্পিত ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে লাগিল সে দেশে তাহার বিরোধী কোন ধর্ম্ম না থাকাতে কেহ তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিল না, কিন্তু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম এতদ্রূপ সহস্র২ বাধাকর্ত্তৃক বাধিত হইয়াও প্রচণ্ডবাতাভিমুখ চলিত নৌকা স্বরূপ ছিল। আর মহোম্মদ ধনিলোকের পুত্র এপ্রযুক্ত যাহাদ্বারা আপন মনস্কামনা অনায়াসে সিদ্ধি করিতে পারে এমন ধন মান লোকবল ইত্যাদিও তাহার ছিল, কিন্তু খ্রীষ্টের কিম্বা তাহার প্রেরিতদের এতদ্রূপ কোন অবলম্বন ছিল না বিশেষত মহোম্মদের ধর্ম্ম কেবল তলওয়ারের দ্বারা বহু২ দেশে চলিত হইল কিন্তু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম কেবল ঘোষণা করণ দ্বারা ও লোকদিগকে শিক্ষা দেওনদ্বারা সংস্থাপিত হইল বাস্তবিক প্রায় কেহই ইচ্ছা পূর্ব্বক কোরাণ গ্রহণ করে

নাই কেবল প্রাণ ভয়েতেই তাহা করিল; কিন্তু যাহারা খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল তাহারা সকলেই স্বেচ্ছাতে তাহা করিল এবং সেই ধর্ম্ম গ্রহণ প্রযুক্ত তাহাদের মধ্যে সহস্র২ লোক কেহ বা প্রাণ কেহ বা মান কেহ বা ধন হারাইয়া বহুবিধ সাংসারিক ক্লেশে পতিত হইয়াছিল, অতএব এতদুভয় ধর্ম্মের চলনেতে কোন প্রকারেতে তুলনা দেওয়া যায় না, ফলত বাইবেলীয় ধর্ম্ম যে ঈশ্বর সংস্থাপিত ও তাহার মূলাবধি যে সত্য এ বিষয়ে আমার কিছুই সন্দেহ নাই কেননা তাহা সকল বাধা পরাজয় করিয়াছে এবং এক্ষনেও ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইতেছে, আর কালানুক্রমে অবশ্য জগতীস্থ তাবদ্দেশেতে ব্যাপক হইয়া উঠিবে কিন্তু মহোম্মদের ধর্ম্মের ও হিন্দুলোকদের ধর্ম্মের এতদ্রূপ মূল না থাকাতে ক্রমে২ বর্দ্ধিষ্ণু না হইয়া যে প্রতিদিন তাহার হ্রাস হইতেছে ইহা দেখিতেছি, অধিকন্তু আমার এই নিশ্চয় বোধ হয় যে এই উভয় ধর্ম্ম এবং অন্য২ যে সকল অনীশ্বরীয় ধর্ম্ম তাহারা কালানুক্রমে গৃহহইতে তুচ্ছ বস্তুর ন্যায় পৃথিবীহইতে নিশ্চয় ঝাটিয়া ফেলা যাইবে, পরন্তু বাইবেলীয় ধর্ম্মের প্রতি লোক যে সকলদোষ দেয় তুমি সম্প্রতি সেই দোষ খণ্ডক আর একখান পত্র লিখিলে আমার উপকার হয় কিমধিক মিতি। তারিখ ২১ ভাদ্র্য।

পঞ্চদশ পত্র।

বন্দনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়
খুড়া মহাশয় গুণাধারেষু ।

আজ্ঞাকারি অবশ্য পোষ্য শ্রী হরিনারায়ণ ঘোষালস্য বহু সম্মান পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের অনুগ্রহেতে এবাটীর সমস্ত মঙ্গল পরং বিশেষঃ তোমার ১২ ভাদ্রের আজ্ঞাপত্র পাইয়া বিদূষকলোকেরা বাইবেলীয় ধর্ম্মের প্রতি যে সকল দোষ দেয় তাহার প্রত্যুত্তর লিখিতেছি, দেখ কেহ বলে যে তদ্ধর্ম্মাবলম্বি কোন২ লোকেরা অতি দুষ্ট দুরাচারী আছে সে কথা সত্য বটে কিন্তু ইহাতে বাইবেলের উপর কোন দোষ বর্ত্তিতে পারে না যেহেতুক তচ্ছাস্ত্র যত২ লোক মুখেতে মাত্র খ্রীষ্টের নাম লয় তাহাদের প্রত্যেক জনকে দরিতেতে নির্লিপ্ত থাকিতে আজ্ঞা দেন, দেখ কোন রাজা যদি আপন দেশে উত্তম আইন স্থাপন করেন তবে তাহার সহস্র২ প্রজালোক তাহা না মানিলে যে দোষ তাহাদেরি মাত্র রাজার তাহাতে কিছুই সম্পর্ক নাই, পরন্তু কেহ২ বলে যে বাই-বেল যদি ঈশ্বরের শাস্ত্র এমত হয় তবে তিনি বিশেষ নিদর্শনদ্বারা তাহার সত্যতা সকলের সাক্ষাতে প্রতিপন্ন করান না কেন? ইহার উত্তর এই যে এ বিষয় আমাদের বিচারাধীন নহে তাহা যদি হয় তবে আমরা তো ইহাও

জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে ঈশ্বর পাঁচ প্রকার মনুষ্য দুই সূর্য্য তিন চন্দ্র কেন না করিলেন, কিন্তু এতদ্রূপ যে কথা কহা সে সকলি নির্মূল, যেহেতুক আমরা বা কোন খদ্যোত যে তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বিবেচনা করিতে পারি; ফলতঃ তিনি যে কোন প্রমাণদ্বারা বাইবেলের সত্যতা স্থিরীকৃত করিলে তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সেই শাস্ত্র আমাদের গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য; আর সেই শাস্ত্রের সত্যতা তিনি তো আমাদের বোধগম্য অসংখ্যক প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অতএব যাহারা সেই প্রমাণের প্রচুরতা না মানে ও তাহা গ্রহণ না করে তাহাদিগকে আর কোন প্রমাণ দেওয়া যাইবে না বরং তাহারা দুষ্টলোকদের ও ঈশ্বরকে বিস্মৃত সর্ব্বদেশীয় লোকদের সহিত গণিত হইয়া নরকে নিঃক্ষিপ্ত হইবে। অপর কোন লোক বলে বাইবেল ব্যতিরেক যদি আর কোন শাস্ত্র সত্য নহে তবে ঈশ্বর বহু২ দেশীয় লোককে অদ্যাপিও তদভাব বিশিষ্ট করিয়া কেন রাখিয়াছেন? ইহার উত্তর এই যে তিনি ইহকালের সুখার্হ বস্তু সকলকেই সমানরূপে দেন না এবং সর্ব্বত্র সমান বৃষ্টিদ্বারা শস্যোৎপত্তি করান না বরং কোন২ স্থানে অনাবৃষ্টিতে কোন২ স্থানে অতি বৃষ্টিতে শস্যাদি সকল নষ্ট করেন: কিন্তু আমরা যেমন ইহার কারণ বুঝিতে পারি না তেমনি তিনি যে সকল স্থানে বাইবেল কেন না দিলেন ইহার কারণ ও নিশ্চয় বুঝা যায় না বাস্তবিক আমাদের এই বোধ হয় যে লোকেরা কেবল আপনাদের দোষেতেই তচ্ছাস্ত্র পায় নাই যেহেতুক তাহার মত উহাদের মনো-

নীত নহে, এপ্রযুক্ত তাহা গ্রহণ করিতে না চাহিয়া কেবল হেয়জ্ঞান করে নতুবা ঈশ্বর অনেককাল পূর্ব্বে অবশ্য তাহা তাহাদিগকে দিতেন। আর হিন্দুলোকেরা যে ইহাকে নূতন ধর্ম্মজ্ঞান করে সেটা তাহাদের বড় ভ্রান্তি, যেহেতুক সপ্তদশ শত বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টের প্রেরিতেরা এদেশেতেও আসিয়া তাহার ঘোষণা করিলেন, কিন্তু লোকেরা তাহাদিগকে তাড়না করিয়া দূর করিয়া দিল এবং এই অনুমান হয় যে তাহারা সেই পাপ প্রযুক্ত ঈশ্বরের অনেক বিড়ম্বনাতেও পড়িয়াছে কেননা তিনি বাইবেলের মধ্যে স্পষ্টই কহিয়াছেন যে যাহারা আমাকে সম্মান করে আমি তাহাদের সম্মান করাইব ও যাহারা আমার তুচ্ছকারী হয় আমি তাহাদিগকে হত মর্য্যাদা করিব; পরন্তু কেহ বা কহে যে বাইবেলের অনেক বাক্য বোধাগম্য কিন্তু এ কথা কিছু নহে যেহেতুক ঈশ্বরের এই সৃষ্টির মধ্যে আমাদের বোধাগম্য বিষয় অনেক আছে দেখ মূর্খ লোকেরা যে বুঝিতে না পারে এমত পুস্তক পণ্ডিতেরা অনায়াসে করিতে পারেন, অতএব পাপান্ধ মনুষ্যেরা যে বুঝিতে না পারে ঈশ্বর এমন দুই এক কথা আপন শাস্ত্রের মধ্যে দিয়াছেন এটা কিছু আশ্চর্য্য নয় ফলতঃ পরিত্রাণার্থে যাহা জানিবার আবশ্যকতা আছে সে সকল বাক্য এমত স্পষ্টার্থ যে দ্রুতগামি ব্যক্তিও পড়িতে পারে ও পথগামি লোক জ্ঞান রহিত হইলেও তাহাতে ভ্রান্ত হইবে না অধিকন্তু ঈশ্বর তিনেই এক ও একেই তিন ও খ্রীষ্ট প্রতিনিধি হইয়া পাপিলোকদের পাপভোগ করিলেন বাইবেলের এই কথা অনেক লোকের অন্যায় জ্ঞান

হয় কিন্তু তাহারা ইহার যথার্থ ভাব বুঝে না ফলতঃ যে মনুষ্য আপন আত্মার ও শরীরের অনেক ২ বিষয় বোধগম্য করিতে পারে না সে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক বাইবেলীয় বাক্যের বোধাগম্যত্ব প্রযুক্ত তাহার প্রতি দোষ দেয় ইহাহইতে অধিক অন্যায় আর কোন প্রকারে হইতে পারে না, আর এই জগতের মধ্যে একজনের পাপেতে অন্যজন কখন ২ বড় ক্লেশ পায়, তবে খ্রীষ্ট যে পরের পাপভোগ করিলেন ঈশ্বরাধীন অন্য ২ নানা ঘটনার সহিত ইহার বিরোধ না হইয়া বরং মেলন আছে বিশেষতঃ তিনি স্বেচ্ছাতে সেই সকল দুঃখ স্বীকার করিলেন ও তৎকর্ম্ম করণ প্রযুক্ত ঈশ্বর তাঁহাকে স্বর্গেতে অতি উচ্চপদ দিয়া সর্ব্বোত্তম করিলেন অতএব ইহাতে ঈশ্বরের অন্যায় কেমন করিয়া হইতে পারে। অপর খ্রীষ্টীয়ানেরা অখাদ্য ভোজন করে ও জাতিবিশেষ মানে না ইহা বলিয়া কেহ ২ তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি বড় দোষ দেয় কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মের সহিত সে সকলের কোন সম্পর্ক নাই সেটা কেবল শারীরিক ও সাংসারিক কর্ম্মমাত্র বাস্তবিক ইউরোপেতে তদ্দেশস্থ লোকদের পালন যোগ্য শস্য জন্মে না এপ্রযুক্ত ঈশ্বর যখন যাহা দেন তাহাই তাহারা খায় কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান হইয়াও যদি কাহার এ সকলেতে রুচি না থাকে তবে খাইবার আবশ্যকতা নাই আর জাতি বিশেষ মনুষ্য কল্পিত মাত্র বোধ হয় যেহেতুক ঈশ্বর তো কাহার শরীরে জাতি বিষয়ে কোন বিশেষ চিহ্ন দেন নাই যে যাহাদ্বারা আমরা জানিতে পারি যে তিনি তাহা করিয়াছেন, অতএব নির্ব্বুদ্ধি লোকেরা

জাতি বিষয়ে অনুরাগী হইলেও হইতে পারে কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান বিবেচক হয় তাহারা কদাচ জাতিরূপ শৃঙ্খল স্ব২ পদে লাগাইয়া চোরের ন্যায় বদ্ধ থাকিবে না কিমধিকং বিবেচক বরেষু। ইতি তারিখ ১৭ ভাদ্রস্য।

ষোড়শ পত্র।

মহামহিম ঈশ্বর পরায়ণ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় পিতৃব্য মহাশয়েষু।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষি শ্রী হরিনারায়ণ ঘোষালস্য বিনয় পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের অনুকম্পাতে এপরিজনের সাময়িক মঙ্গল পরং বিশেষঃ অজ্ঞলোকেরা বাইবেলীয় ধর্ম্মের প্রতি যে সকল দোষ দেয় তাহার প্রত্যুত্তর আমি ১৭ ভাদ্রের পত্রেতে সংক্ষেপে লিখিয়াছি এক্ষণে তৎশাস্ত্রের সত্যতা বোধক আরো দুই চারিটা প্রমাণ আপনকাকে লিখিয়া এই পত্র পূরণের বিষয় সাঙ্গ করি, দেখ কেহ২ জিজ্ঞাসা করে যে বাইবেলীয় ধর্ম্ম গ্রহণেতে আমাদের কি ফল হইবে; ইহার উত্তর পাওলের কথা দ্বারা দেওয়া যায় যথা ধর্ম্মাচরণ ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান উভয় কালেতে ঈশ্বরীয় অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে সুফলদায়ক হয় বাস্তবিক ঈশ্বর আছেন সেই ধর্ম্মের

মূল এপ্রযুক্ত তাহা সুফল ব্যতিরেক কোন প্রকারে কাহার মন্দ ফল ফলাইতে পারে না। অপর জগতীস্থ তাবৎ পুস্তক যেমত দোষেতে পূর্ণ বাইবেল তদ্রূপ দোষাভাব বিশিষ্ট হইয়া কেবল গুণালঙ্কৃত হয়েন, অতএব তাহা মনুষ্যকৃত কেমন করিয়া হইতে পারে অধিকন্তু সেই শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে পারমার্থিক ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষা দেন এবং মনুষ্য যেন তদুক্ত আজ্ঞা পালন করে এ নিমিত্তে তাহাদের প্রবৃত্তিজনক নানা ফল ও কারণাদি দর্শাইয়া দিতেছেন; অতএব হিন্দুলোকদের শাস্ত্রহইতে তাহার বিস্তর বিভিন্নতা আছে যেহেতুক তচ্ছাস্ত্রদ্বারা লোক পারমার্থিক ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের কিছুই স্থির বুঝিতে পারে না আর যদিস্যাৎ বুঝিতে পারিত তথাপি তাহার লিখনানুসারে উহারা যে আচারী হইবে এমত প্রবৃত্তিজনক কোন উত্তম কারণাদি তাহাদিগকে দর্শায় না, দেখ চিনি হওয়া হইতে চিনি খাওয়া ভাল কিন্তু ঐ শাস্ত্রেতে লিখিত যে ব্রহ্মজ্ঞানিদের ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্তি তাহা হইলেও সে তো চিনি হওয়া স্বরূপ মাত্র, আর কর্ম্মজ্ঞানিদের যদ্যপিও আপন২ ভরসানুসারে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় তথাপি কিঞ্চিৎ কালেরপর পুনর্ব্বার জঠর যন্ত্রণা ভোগ করাতে তাহাদের গতি কেবল পালাজ্বরের মত যেহেতুক তাহাতে দুঃখা সম্ভিন্ন সুখ নাই, দেখ বাইবেল এমন সচ্ছিদ্র ফল না দর্শাইয়া বলেন যে যাহারা তাহার আজ্ঞানুসারে চলে তাহাদের জন্যে স্বর্গেতে একটা অক্ষয় অমল অজর অধিকার রাখাগিয়াছে এবং মরণানন্তর তাহাদিগকে অনন্তজীবন দেওয়া যাইবে অধিকন্তু তাহাদের সেই প্রাপ্তব্য স্বর্গীয়

সুখ ইন্দ্রিয় বিষয়ক নহে কেবল পারমার্থিক জানিবা; অতএব মহাশয় বিবেচনা করিলে জ্ঞাত হইতে পারিবেন যে হিন্দুলোকদের শাস্ত্রোক্ত ফল সত্য হইলেও তাহার অনিত্যতা প্রযুক্ত আসলেতে কিছু নয় কিন্তু বাইবেল কথিত ফল মনুষ্যদের আত্মার নিত্যত্ব ও সুখান্বেষণ কারিত্ব স্বভাবের পূরক হয় এপ্রযুক্ত তাহা প্রাপণার্থে সকলের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য পরন্তু বাইবেলের বিরুদ্ধকারী হইয়া অনেক বুদ্ধিমন্ত ও গুণবন্ত লোক সহস্র২ বার তাহার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্যে চেষ্টা পাই-য়াছে কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টার কিছুই ফল সিদ্ধি হয় নাই। অতএব ইহাতে জানা যায় যে সে শাস্ত্র কদাচ মিথ্যা নয় তাহা যদি হইত তবে উহারা তাহার সেই দোষ বাহির করত লোককে দেখাইয়া অনেককাল পূর্ব্বে অগ্রাহ্য করাইত। অপর বাইবেল যেমন মনুষ্যদের পাপেতে পতন ও মন্দ স্বভাব ও দুষ্ট অন্তঃকরণাদি বিষয়ে সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করে অন্য কোন শাস্ত্র তেমনি করে না অতএব তাহা যে ঈশ্বর হইতে হইয়াছে ইহাতে কি সন্দেহ হইতে পারে ফলতঃ সেই শাস্ত্র যদি ঈশ্বরদত্ত না হইত তবে তাহা মনুষ্যের স্বভাবের মূল পর্য্যন্ত কদাচ এমনি বহির্গত করিতে পারিত না আর দেখ লোক উত্তম টাকা বণিককে দেখাইতে কিছুই ভয় করে না কেবল মেকী টাকা দেখাইতে শঙ্কা করে, বাস্তবিক হিন্দুলোক-দের শাস্ত্র পরীক্ষার্থে সকল লোকদের হস্তে দিতে নিষেধ থাকাতে বোধ হয় যে সে মেকী টাকা স্বরূপ কিন্তু শাল-খারা টাকা তুল্য হইয়াছে যে বাইবেল তাহার পরীক্ষা

বিষয়ে তন্মতাবলম্বিদের কাহার ভয় নাই, বরং তাহা যেন পরীক্ষিত হয় এজন্যে তাহারা নানা দেশীয় ভাষাতে তাহা তর্জ্জমা করিয়া হিন্দু মুছলমান আদি তাবৎকে বিতরণ করিতেছে অধিকন্তু সেই শাস্ত্রও তৎপ্রকাশিত ধর্ম্ম যদি মিথ্যা হইত তবে তাহার গ্রহণ যে ইহকালে লোকদের নানা দুঃখাদি সম্ভাবনার বিষয় হইবে খ্রীষ্ট এমন কথা কদাচ বলিতেন না, বরং প্রতারকেরা লোককে স্বকপোল রচিত পন্থে লওয়াইতে চাহিলে যেমন কেবল সুখ ও লাভাদি বিষয়ক কথা কহে তিনিও তেমনি কহিতেন; পরন্তু নানা কারণ প্রযুক্ত লোকেরা যাহা২ বুঝিতে না পারে এই সকল লিখনের অতিরিক্ত তচ্ছাস্ত্রের সত্যতা বোধক অসংখ্যক প্রমাণ আছে কিন্তু ঐ সকল বুঝিবার জন্যে তাহা গ্রহণের আবশ্যকতা আছে কেননা তাহাতে এই লিখিত আছে যে যে জন ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস করে সেই জন আপন অন্তরে সাক্ষী রাখিয়াছে অতএব মহাশয় যে তাহাতে বিশ্বাস করিতেছেন ইহাতে আমার পরমাহ্লাদ যেহেতুক প্রার্থনা করিলে তাহার এই প্রতিজ্ঞা যে সত্য এমন অনুভব অবশ্য অতিশীঘ্র পাইবেন দেখ হিন্দুদের মধ্যে সহস্র২ লোক এই ধর্ম্ম যে সত্য এ কথা শুনিতে পাইয়াছে ও পাইতেছে তথাপি তাহারা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ মনোযোগও করে না, কিন্তু মহাশয় জ্ঞানবান অতএব তাহাদের মত পরকাল বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন না যেহেতুক উহারা যে পৈতৃক ধর্ম্ম স্বরূপ ঢালকে অবলম্বন করিতেছে সেটা কিছু ঈশ্বরের মহাবিচারের দিনে তাঁহার ক্রোধরূপ

খড়্গের আঘাতিকে নিবারণ করিতে পারিবেনা, কেননা তিনি যদ্যপিও অজ্ঞানকালে লোকদের দোষ ধর্ত্তব্য করিয়া গণিলেন না তথাপি তিনি এক্ষণে সকল লোক-দিগকে সর্ব্বত্র মন ফিরাইতে আজ্ঞা দিতেছেন এবং যে২ হিন্দুরা তাঁহার এই মন ফিরাণের আজ্ঞা শুনিয়া না মানে তাহাদিগকে ধিক থাকুক, যেহেতুক মরণানন্তর তাহাদিগকে নিশ্চয় এই কহা যাইবে যে ওরে শাপগ্রস্তেরা শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্যে যে অনন্তানল প্রস্তুত হইয়াছিল তোমরা আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া তাহাতে পতিত হও নিবেদন মিতি। তারিখ ২০ ভাদ্রস্য।

BENGA'LI'.

Miscellaneous Series.] [*No.* 21.

RA'MHARI AND SA'DHU'.

রামহরি ও সাধু

এই দুই জনের কথোপকথন।

রামহরি কহিতেছে। যে ওহে ভাই সাধু, শুনিয়াছি তুমি নাকি হিন্দু ধর্ম্ম ছাড়িয়া বাইবেলের মত ধরিয়া খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছ?

সাধু কহিতেছে। হাঁ ভাই, হইয়াছি বটে, কেননা আমি যে সত্য খ্রীষ্টিয়ান হই এটা আমার সর্ব্বদা ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন পবিত্রাত্মাদ্বারা আমার মন পরিবর্ত্ত হওয়াতে বোধ হয়, এতো দিনের পর বুঝি আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল।

রামহরি। আমার বোধ হয়, তুমি ধনের লোভে খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছ।

সাধু। না ভাই, তাহার নিমিত্তে নয়, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান মত যে সত্য ইহা আগে নিশ্চয় বুঝিয়া সেই মত গ্রহণ করিয়াছি। ধনের নিমিত্তে নয়; কেননা আমি বিলক্ষণ জানি, যে সত্য খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যদি ভিক্ষা করিয়া খায় সেও বরং ভাল, তথাপি দেবতার সেবা করিয়া লক্ষ২ টাকা লাভও কিছু নহে, কারণ পবিত্রাত্মাহইতে আমার মন পরিবর্ত্ত হওয়া পর্য্যন্ত মনের মধ্যে এমনি সুখ ও জ্ঞান জন্মিয়াছে যে এমনটি আর কখন পাই নাই।

March, 1835.] [5000 *Copies.*

রামহরি। ওহে ভাই, তুমি যে পরিবর্ত্তের কথা কহিতেছ সে তো কেবল হিন্দুদের খাদ্য ও পোষাক বদলিয়া ইংরাজের সঙ্গে খানা খাওয়া ও তাহাদের মত পোষাক পরা এই মাত্র পরিবর্ত্ত দেখিতেছি।

সাধু। না না ভাই, তাহা কেন হইবে, সে সকলি মিথ্যা; আমি তো এমত কর্ম্ম কখন করি নাই। তুমি যাহা কহিতেছ সে তো খ্রীষ্টিয়ানের লক্ষণ নয়। খ্রীষ্টিয়ানের লক্ষণ যাহাতে থাকে সে ঐরূপ ব্যবহার করুক কিম্বা নাই করুক, অবশ্য প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান হইতে পারে।

রামহরি। তবে আমি বুঝি, ঐরূপ ব্যবহার করিবার কিছুই আবশ্যক নাই।

সাধু। তাহা তো নাই বটে, কেননা ঈশ্বরের মতে ভোজন পানবিষয়ে কোন আজ্ঞা নাই, অতএব সত্য খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা বালক কালাবধি যাহা খাইয়া আসিতেছে সেই স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য ভোজন করুক কিম্বা অন্য প্রকার ভোজন করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, সকলি করিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের মতে ধর্ম্মশাস্ত্রে এই একটি মাত্র নিষেধ আছে, যে কোন দেবতার প্রসাদ ভোজন করিবে না। আর ইহাও লিখিত আছে, যে সৎক্রিয়া ও প্রণয় ও পবিত্রাত্মাতে আনন্দ এই সকল ঈশ্বরের মত, ইহার যথার্থ অর্থ তবে বলি শুন। ঈশ্বরের সাক্ষাতে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়া পুণ্যবান্ হওয়া আর পবিত্রাত্মাদ্বারা আপনি পবিত্র হওয়া এই হইয়াছে সৎকর্ম্মের অর্থ। আর প্রণয়ের অর্থ এই, যে প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান হইয়া পরস্পর বিবাদ ও অপ্রণয় ত্যাগ করিয়া সকলের সহিত আত্মবৎ প্রেম করিবে। আর সত্য খ্রীষ্টিয়ান লোকদিগের পাপমোচন হওয়া ও ঈশ্বরের সহিত মিলন হওয়া এই উভয়ের জ্ঞান হওয়াতে এবং মনের মধ্যে পবিত্রাত্মার ক্রিয়া দেখিয়া স্বর্গপ্রাপ্তির ভরসা হওয়াতে মনের মধ্যে যে আনন্দ জন্মে, তাহাকেই পবিত্রাত্মাতে আনন্দ বলা যায়।

রামহরি। ভাল ভাই, ইহা তো বুঝিলাম, কিন্তু যে পরি-

বর্ত্তের কথা তুমি কহিলা সে কি রূপ? তাহা বুঝাইয়া দেও।

সাধু। তবে ভাই শুন, ঐ যে কহিয়াছি সে কেবল অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তকে বুঝায়, অর্থাৎ কি না মনের অন্ধকার ঘুচিয়া শুদ্ধ জ্ঞান রূপ দীপ্তি প্রজ্বলিত হয়, এবং মনের মধ্যে যে ঈশ্বর বিরুদ্ধে বিপক্ষতা থাকে, তাহা ঘুচিয়া তাহার বদলে কেবল ঈশ্বরেতে প্রেম উদয় হয়। আর অজ্ঞানতার পরিবর্ত্তে মনেতে সর্ব্বদা চেতনা জন্মে, বিশেষতঃ বিষয়চিন্তা দূর হইয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরীয় বিষয় চিন্তা হইতে থাকে, কিন্তু এই যে মনের পরিবর্ত্ত কহিলাম, ইহা পবিত্রাত্মা ও ঈশ্বরবাক্য ব্যতিরেকে হয় না।

রামহরি। হাঁ ভাই, তোমার এ কথা যদি সত্য হয়, তবে বুঝি যে যাহার মনের পরিবর্ত্ত হয়, তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমাননবস্থা অনেক বিশেষ হইতে পারে।

সাধু। হাঁ, এ কথা তো তুমি সদ্বিবেচকের মত কহিয়াছ, ঐ দুই ব্যবস্থার মধ্যে অনেক বিশেষ বটে। ভাল, তুমি যদি এখন কিছু কাল বসিয়া মনোযোগ কর তবে সে বিষয়ের কিছু কথাবার্ত্তা কহি।

রামহরি। ভাল ভাই, আমি এই বলিলাম, তুমি কি বলিতে চাহ তাহা বল।

সাধু। তবে শুন, এই রূপে মনের পরিবর্ত্ত পাইয়া যাহারা খ্রীষ্টিয়ান হয় তাহাদের ঈশ্বর বিষয়ে ও ত্রাণকর্ত্তা বিষয়ে ও পবিত্রাত্মা বিষয়ে আর আপন বিষয়ে ও পাপবিষয়ে এবং ইহকাল বিষয়ে কি পরকাল বিষয়ে যে বিবেচনা সকল, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার বহু ভেদ হয়।

রামহরি। ভাল মনঃ পরিবর্ত্ত হওনের পূর্ব্বে ঈশ্বরবিষয়ে তাহার কি রূপ বোধ হয়?

সাধু। তখন তাহার স্বভাবতঃ এই রূপ বোধ হয়, যে কোন গুপ্ত বিষয় আমি যেমন জানিতে পারি না তেমন গুপ্তরূপে পাপ করিলে ঈশ্বরও জানিতে পারেন না। আর আমার পাপ কর্ম্মেতে তিনি কখন অসন্তুষ্ট হন না, বরং আমার মত তিনি পাপকে ভাল বাসেন।

রামহরি। আমি বুঝি, ভাই, যে এমন প্রকারে অনেকে ভাবে না।

সাধু। না ভাই, এ বিষয়ে তুমি কিছু জান না, সকল মানুষই স্বভাবতঃ এই রূপ ভাবে; তাহা যদি না ভাবিত তবে তাহারা মানুষের সাক্ষাতে যে কুকর্ম্ম না করে তাহা গোপনে ঈশ্বরের সাক্ষাতেও কদাচ করিত না। আর নিত্য২ পাপ করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে ঈশ্বর যে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন ইহা জানিলেও যখন তাহারা নিশ্চিন্ত থাকে তখন অবশ্য বোধ হয়, যে তাহারা ঐ প্রকারই বোধ করে।

রামহরি। হাঁ তাহা বটে, ভাল তবে খ্রীষ্টিয়ান হইলে পর ঈশ্বরবিষয়ে কি রূপ জ্ঞান জন্মে?

সাধু। তাহা যদি শুনিতে চাহ তবে বলি শুন। খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা মনে২ এই ভাবে, যে ঈশ্বর তো আত্মা স্বরূপ, এখন কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যদি উপাসনা করি, তবে শাস্ত্র প্রমাণে ঈশ্বরের অপমান করা হয়; অতএব আপনার আত্মা দিয়া আত্মাস্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনা করাই মানুষের উচিত। আর কেবল শারীরিক পরিশ্রম করিয়া যে তাঁহার পূজা করা সে নিস্ফল, ইহা জানিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া ও আপন মনের মধ্যে ধ্যান করিয়া ধর্ম্মময় ঈশ্বরের জ্ঞান পাইতে পারে, এবং তাঁহার যে অদ্ভুত ও অসীম প্রেম ও দয়া ও সত্যতা এবং বিচার এ সকলও বুঝিতে পারে।

রামহরি। হাঁ এ সকল সত্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর ধর্ম্মময় কি প্রকারে হইতে পারেন?

সাধু। কারণ এই, দেখ, তাঁহাতে অধর্ম্মের লেশমাত্র নাই, বিশেষতঃ পাপের প্রতি তাঁহার যেমন দ্বেষ, ধর্ম্ম, কর্ম্মের প্রতিও তেমনি অনুরাগ দেখা যাইতেছে; অতএব তাহাকে ধর্ম্মময় বলিতে হয়।

রামহরি। তাহা যেন হইল; ভাল, তাঁহার প্রেম অতি আশ্চর্য্য কেমন করিয়া হইতে পারে?

সাধু। আশ্চর্য্য নয়, দেখদেখি তিনি ঈশ্বর হইয়া মানু-

ষের প্রতি এমনি প্রেম প্রকাশ করিলেন, যে তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে আপন অদ্বিতীয়জাত পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া তাহাদের পাপের দণ্ড তাঁহাকে ভোগ করাইলেন! অতএব ইহার পর আশ্চর্য্য প্রেম আর কি আছে! আর এত বড় প্রেম করিতেই বা কাহার সাধ্য আছে?

রামহরি। ভাল ভাই, এ সমস্ত তাঁহার করিবার প্রয়োজন কি?

সাধু। আবশ্যক কি জান, তিনি আপন পুত্রকে মানুষের পাপের নিমিত্তে শাস্তি দেওনেতে তাঁহার সুবিচারটা বিখ্যাত হয়, এবং তিনি যে ত্রাণকর্ত্তাদ্বারা মনুষ্যের পাপ ক্ষমা করেন, ইহাতে তাঁহার ন্যায় প্রকাশিত হয়, এবং ঈশ্বর ত্রাণকর্ত্তাদ্বারা মানুষদিগকে যে মুক্তি প্রদান করেন, যে কেহ তদ্বিষয়ে তাচ্ছল্য করে তাহার পাপের নিমিত্তে ঈশ্বর তাহাকে যখন শাস্তি দেন, তখন তিনি সকলের কাছে ন্যায়কারীরূপে প্রকাশিত হন, এই রূপ তাঁহার অনেক২ আশ্চর্য্য গুণ আছে; অতএব তত্ত্বজ্ঞানরহিত ব্যক্তির ঈশ্বরবিষয়ের বিবেচনাতে আর তত্ত্বজ্ঞানির বিবেচনাতে কত বিশেষ, দেখদেখি!

রামহরি। হাঁ ভাই, এ দুয়েতে অনেক বিশেষ বটে। সে যাহা হউক, কিন্তু খ্রীষ্টের বিষয়ে তুমি কিরূপ বোধ কর তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

সাধু। হেদে শুন, আমার ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কখনো খ্রীষ্টের প্রসঙ্গ কর্ণগোচর হয় নাই। পরে এক দিন দেখিলাম, যে এক জন মনুষ্য এক স্থানে দাঁড়াইয়া কতক লোকের প্রতি এই ঘোষণা করিতেছে, যে খ্রীষ্টের মৃত্যুদ্বারা মনুষ্যদিগের পাপের বিমোচন হইলে তাহাদের পরিত্রাণ হয়, কিন্তু ইহা শুনিয়া তখন আমার এমন বোধ হইল যে এ সর্ব্বৈবমিথ্যা।

রামহরি। ভাল ভাই, তবে কি তোমার এখনও সেই রূপ জ্ঞান আছে?

সাধু। না ভাই, সে জ্ঞান অনেক দিন গিয়াছে, এখন আবার সেই যীশু খ্রীষ্টের মতে এমনি দৃঢ় বিশ্বাস হই-য়াছে, যে কেহ যদি পৃথিবীস্থ তাবৎ ধনের সহিত এই পৃথিবী আমাকে দেয়, তথাপি খ্রীষ্টমত ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বমতে গমন করিব না; কেননা যাঁহার মত গ্রহণ করাতে ঈশ্বর আমার অন্তঃকরণ পরিবর্ত্ত করিয়া মনের সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানরূপ প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছেন, আর সেই আলো দ্বারাতে ঈশ্বরের যে কেমন ধর্ম্মশীলতা ও আপনার কেমন পাপ, তাহা দেখিয়া আমি নিশ্চয় জানিতেছি, যে খ্রীষ্টের দ্বারা পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত তা-হাতে বিশ্বাসের অতি আবশ্যক আছে, কারণ তিনিই আমাদের উপযুক্ত ত্রাণকর্ত্তা, তাঁহা ব্যতিরেকে পরিত্রা-ণের আর কোন উপায় নাই। দেখ, তিনি আমাদের পাপমোচনের নিমিত্তে ঈশ্বরের আজ্ঞা সম্পূর্ণ রূপে পালন করিয়া শেষে আমাদের জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করি-লেন; তাহা কেবল নয়, পৃথিবীস্থ তাবৎ ধনের দ্বারা যে আহ্লাদ না জন্মে এমন প্রচুর আনন্দ আমার মনেতে দিয়াছেন।

রামহরি। ভাল ভাই, ত্রাণকর্ত্তা কি রূপে মনের মধ্যে এমন সান্ত্বনা দেন।

সাধু। কি রূপে দেন তবে বলি শুন, তিনি মনের মধ্যে পবিত্রাত্মাকে পাঠাইয়া তাঁহারি দ্বারাতে অন্তঃকরণে সান্ত্বনা জন্মায়, তাহাতে করিয়া আমার এমনটি প্রামাণ্য হয় যে ঈশ্বর আমার পাপ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে স্বর্গাধিকারী করিবেন; অতএব ভাই হে, যীশু খ্রীষ্ট যে কেমন যথার্থ ত্রাণকর্ত্তা, তাহা যদি তুমি জানিতা তবে অবশ্য তাঁহাকে প্রেম করিতা, এবং পাওল নামে খ্রীষ্টের এক জন প্রেরিত যেমন কহিয়াছিলেন, তুমি ও তেমনি কহিতা, যে "আমি যদি খ্রীষ্টকে পাই, এবং আপনার কৃত পুণ্যগ্রহণ না করিয়া বিশ্বাসদ্বারা খ্রীষ্ট যে পুণ্য দেন তাহা যদি পাই, তবে পূর্ব্বের যত লাভ সকলি ক্ষতি জ্ঞান করি।"

রামহরি। ভাল ভাই, আমার বোধ হয় যে আপনার পুণ্যেতেই ত্রাণ পাইতে পারা যায়; অতএব যীশু খ্রীষ্ট ত্রাণকর্ত্তাতে কোন প্রয়োজন নাই।

সাধু। আহা ভাই, এমন কথা বল? ইহা শুনিয়া আমি মনের মধ্যে বড় বেদনা পাইলাম। হায়২ তুমি এমন আপদগ্রস্ত হইয়াছ, তোমার যে নিতান্ত অজ্ঞানের মত বিবেচনা দেখিতেছি; কেননা অন্ধ লোকেরা যেমন আলো ও অন্ধকারের ভেদাভেদ না জানিয়া অন্ধকারকে আলো-জ্ঞান করে, তেমনি জ্ঞানরূপ চক্ষুহীন লোকেরা ধর্ম্মাধর্ম্মের কিছু ভেদাভেদ জানিতে না পারাতে পাপকে পুণ্য বোধ করিয়া অধর্ম্ম কর্ম্মে ডুবিয়া আপনাকে পুণ্যবান্ রূপে জানায়। আজি তোমাকেও যে তেমনি দেখিতেছি।

রামহরি। হাঁ তাহা হইতে পারে, কিন্তু ভাই, ঈশ্বরের কৃপাতে যদি আমার অন্তঃকরণ পরিবর্ত্ত হয়, তবে কি আমার আপন বিষয়ে অন্যরূপ চিন্তা হইবে?

সাধু। হাঁ, মনেতে ধর্ম্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে তোমার এমনি বোধ হইবে যে আজন্মাবধি পাপকর্ম্ম ব্যতিরেকে ধর্ম্মকর্ম্মে আমার কখনো প্রবৃত্তি হয় নাই, অতএব আমার বাড়া তো আর পাপিষ্ঠ ও নরাধম ও নারকী নাই; কিন্তু এমনটি যখন বোধ হইবে, তখন তোমার পুণ্যবিষয়ের ঐ অহঙ্কারটা ঘুচিয়া যাইবে। আর যে২ সময় তোমাহইতে কোন সৎকর্ম্ম হইবে, তখন এমনি জ্ঞান করিবা যে ঈশ্বর আমাকে এই প্রবৃত্তি দিয়াছেন; কিন্তু যখন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবা, তখন তাহা যে আমাহইতে হইল এমনটি বোধ হইবে। আর তুমি যে ঈশ্বরের অনুগ্রহের লেশও পাইবার যোগ্য নহ তোমার ইহাও জ্ঞান হইবে, এমন হইলে তবে তুমি ক্রমে২ নম্রতা শিক্ষা পাইবা।

রামহরি। তবে তাহা হইলে আমার পূর্ব্বচিন্তা অপেক্ষা পরচিন্তা অনেক ভাল হইতে পারিবে।

সাধু। হাঁ ভাই, তাহা সত্য বটে, কারণ কি জান? মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ শয়তানের প্রবঞ্চনাতে পড়িয়া পাপ-

কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অধর্ম্ম করিতে কিছু ভয় করে না, তবে যদি কেহ কিছু শঙ্কা করে তাহাও অল্প দিনের মধ্যে মনহইতে দূর হয়; কারণ পাপের যে শাস্তিভোগ করিতে হইবে, ইহা তাহার মনে থাকে না; অতএব অনায়াসে পাপ কর্ম্ম করিতে তাহার সাহস জন্মে; কিন্তু ঈশ্বরহইতে মনঃপরিবর্ত্ত হইলে পর যখন সে জ্ঞান রূপ চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পায়, যে ঈশ্বরের যথার্থ আজ্ঞা লঙ্ঘনই পাপ, সেই পাপ এমনি মন্দ যে মানুষকে অশুচি করে; তাহা কেবল নয় প্রমাদেও ফেলে, এবং প্রাণনাশের প্রতিও হেতু হয়; আর অতি কদর্য্য বলিয়া ঈশ্বর পাপকে নিতান্ত ঘৃণা করেন, এই সকল দেখিয়া সে বরং দুঃসহ ক্লেশ সহিতে স্বীকৃত হইবে, তথাচ সুখেচ্ছা করিয়া অধর্ম্ম কর্ম্মে কখনো প্রবৃত্ত হইবে না। শয়তান কিম্বা কোন দুষ্ট লোক আসিয়া যদিও তাহাকে কোন লোভ দেখাইয়া পাপ কর্ম্ম করাইতে চাহে, তবে তাহাতে বরং সে এমন কথা বলে, যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিলে বড় অধর্ম্ম হয়, অতএব তাহা আমি কেমন করিয়া করিতে পারি। আর সে নিত্য২ ঈশ্বরের নিকটে গিয়া এই প্রার্থনা করে, যে হে ঈশ্বর, আমাকে পাপহইতে রক্ষা কর।

রামহরি। তবে কি সে কখন পাপ করে না?

সাধু। না ভাই, এ কথা আমি নিশ্চিত বলিতে পারি না, কেননা মনুষ্যেরা স্বভাবত পাপিষ্ঠ এ কারণ যদি তাহার উপরে কোন প্রবল লোভ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে যে পাপেতে পড়ে এমন হইতে পারে বটে; কিন্তু সে পাপ করাতে মনের মধ্যে যথেষ্ট বেদনা পায়, এবং তাহার জন্যে খেদিত হইয়া ঈশ্বরের কাছে গিয়া এই প্রার্থনা করে, যে হে দয়াময়, তুমি আমার এই পাপ ক্ষমা কর। আর আমার মনের মধ্যে যে পাপেচ্ছা আছে তাহাও দূর করিয়া আমার অন্তঃকরণ পরিবর্ত্ত কর। আর ঈশ্বর তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলে সেই অবধি সে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া কালযাপন করে।

রামহরি। ভাই, খ্রীষ্ট মতাবলম্বি লোকেরা কি প্রকার সম্ম কর্ম্ম করিয়া কালক্ষেপ করে, তাহা বল দেখি শুনি।

সাধু। আচ্ছা, তবে বলি শুন, তাহারা প্রত্যহ অতি প্রভাতে উঠিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ইত্যাদি কর্ম্ম করে। পশ্চাৎ নিয়মিত সময়ে আপন২ পরিজন ও আত্মীয় বন্ধুলোক ইহাদিগের সহিত একত্র পুনর্ব্বার ঈশ্বরের শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহার আরাধনা করে। আর ঈশ্বর যে তাহাদিগকে গত রাত্রিতে নিরাপদে রক্ষা করিয়াছিলেন এ নিমিত্তে স্তবস্তোত্র করিয়া তাঁহার ধন্যবাদ করে। তাহার পর ঐ বর্ত্তমান দিনের কর্ম্ম যেন সফল হয় এ নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে।

রামহরি। আমার বোধ হয় যে তাহারা ধনলোভ প্রযুক্ত এ রূপ প্রার্থনা করে।

সাধু। না, খ্রীষ্টিয়ান হইলে ধনলোভী হয় না, কেননা মনের চেতনা জন্মাওনেতে একেতো তাহাদের ঐহিক সুখ ও সম্ভ্রমেতে প্রয়াস থাকে না, বিশেষতঃ ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত নিষেধ আছে, যে যাহারা ধনলোভ করে তাহারা দেবপূজকের মত; অতএব যাহাতে পরিমিত ব্যয় পূর্ব্বক নিজ পরিজনের প্রতিপালন হইতে পারে, এমন কোন চাকরী ব্যবসায় কর্ম্ম করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি লয়। আর ঈশ্বরের ইচ্ছাতে যদি কিছু অধিক ধন পায়, তবে আহ্লাদিত হইয়া যাহারা পরিত্রাণের পথ জানে না, তাহাদের কাছে ধর্ম্মশাস্ত্র এবং খ্রীষ্টবিষয়ক মঙ্গল সমাচার পাঠাইবার জন্যে তাহা ব্যয় করে। আর দিবাভাগে যখন অবকাশ পায়, তখন আপন২ সাধ্যানুসারে অন্যান্য লোকদিগকে ত্রাণের পথবিষয়ে শিক্ষা দেয়, ইহাতে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ হয়। এই প্রকারে দিন গিয়া সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে প্রাতঃকালের মত পুনর্ব্বার প্রার্থনাদি করে।

রামহরি। আমার বোধ হয় এ রূপ কর্ম্ম করাতে তাহারা উত্তম রূপে কালযাপন করে।

সাধু। হাঁ করে বটে, কারণ তাহারা জানে যে চিরকাল হয় সুখ নয় তো দুঃখ ভোগ করিতে হইবে; অতএব পূর্ব্বে পরিত্রাণের নিমিত্তে কিছু মাত্র আকিঞ্চন না করিলেও কিন্তু সর্ব্বনাশক অগ্নির ভয়েতে অর্থাৎ এমন নরকাগ্নি কেমন করিয়া সহ্য করিব, ইহা ভাবিয়া মুক্তি পাইবার জন্যে শেষে তাহাদের এমনি চেষ্টা হয় যে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লইয়া তাঁহার উপরে একান্ত মনে বিশ্বাস করে। ইহাতে পবিত্রাত্মা দ্বারা মন পবিত্র হইলে পাপের প্রতি তাহাদের যেমন নিতান্ত ঘৃণা জন্মে তেমনি ধর্ম্মের প্রতিও আন্তরিক প্রেম উদয় হয়। এমন হইলে তখন তাহাদের এই বিশ্বাস হয়, যে হাঁ আমরা এমন অনন্ত সুখের ভরসাতে নিতান্ত আনন্দিত হইয়া স্বর্গেতে গমন করিতেছি বটে।

রামহরি। ওহে ভাই, তোমার এ কথাতে বোধ হইল যে আর২ লোকহইতে খ্রীষ্টিয়ানের আচরণ বরং অনেক ভাল; অতএব তাহাদের মৃত্যুর বিবরণ কিছু শুনিতে বাঞ্ছা করি।

সাধু। বড়ই মঙ্গল, তবে ভাই বলি শুন। এটা মরিলে পর অবশ্য স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে এটা প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান লোকের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আর সেই স্বর্গেতে যে পাপ তাপ ক্লেশ কি মৃত্যুর অধিকার ইত্যাদি কিছুই নাই তাহাও তাহারা জানে, এ কারণ মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহাদের মনেতে আসলে ব্যামোহ বোধ হয় না, বরং সে সময়ে আহ্লাদ পূর্ব্বক এমন শাস্ত্রীয় কথা কহে, যে ও হে মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়? ও হে কবর, তোমার জয় কোথায়? ধন্য২ মৃত্যুর হুল হইয়াছে যে পাপ, ও পাপের বল হইয়াছে যে ধর্ম্মব্যবস্থা, এ সকলহইতে যিনি খ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে জয়ী করিয়াছেন, এমন ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ হউক। অতএব আমিও যখন মৃত্যুচ্ছায়া রূপ মাঠ দিয়া গমন করিব, তখন কোন আপদকেই ভয় করিব না; কেননা জগদীশ্বর আমার সঙ্গে২ আছেন, আর

তাঁহার পাঁচনী আমাকে সান্ত্বনা করে; অতএব আমার আর ভয়ের প্রসঙ্গ কি আছে? বিশেষতঃ ঈশ্বর আমার শত্রুর সাক্ষাতে আমার মেজ সাজাইয়াছেন, অর্থাৎ শত্রু যে শয়তান তাহার সাক্ষাতে আমার নিমিত্তে স্বর্গে অনন্ত ভোগ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং আমার মস্তকে তৈল মাখাইয়াছেন, ও আমার পাত্র পরিপূর্ণ করিয়াছেন; অতএব যাবৎ পরমায়ু ভদ্রতা ও দয়া অবশ্য আমার সঙ্গে২ চলিবে। এই প্রকারে আমি ঈশ্বরের গৃহে গিয়া চিরকাল আনন্দে বাস করিব। কেননা আমি নিশ্চিত জানি যে আমাদের এই মৃত্তিকাতে নির্ম্মিত শরীর যদি গলিয়া যায় তবে ঈশ্বরের নির্ম্মিত স্বর্গেতে যে একটি আমার বাটী আছে তাহাতে গিয়া বাস করিব, যে হেতুক আমি জয়ি যোদ্ধার ন্যায় শয়তান ও পাপকে জয় করিয়াছি, এবং যেমন দৌড়িয়া নিয়মিত সীমাতে উপস্থিত হইলেই জয়ী হয় তেমনি খ্রীষ্টের ধর্ম্ম পথের যে নিয়মিত সীমা তাহাতে পৌঁছিয়া জয়ী হইয়াছি, এবং সাধ্যানুসারে তাঁহার প্রতি ভক্তিও করিয়াছি; অতএব সেই দিনে বিচারকর্ত্তা প্রভু আমাকে জীবন রূপ এক মুকুট দিবেন; খ্রীষ্টিয়ান লোক মরণের সময় এ রূপ দর্প কথা কহিতে পারে।

রামহরি। ভাই হে, এ বড় আশ্চর্য্য মৃত্যু, এমন মৃত্যু আমিও প্রার্থনা করি।

সাধু। তুমি একা নও, এমন মৃত্যু অনেকেই চাহে, কিন্তু চাহিলে কি হয়? ধর্ম্মাচরণ না করিলে তো এ রূপে মরিতে পারে না; অতএব শুন ভাই, তুমি যদি এমন মৃত্যুদ্বারা পরকালে পারমার্থিক আনন্দ পাইতে ইচ্ছা কর তবে যীশু খ্রীষ্টের উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর।

রামহরি। ও ভাই, তাহা কি আমি করিতে পারি, তাহা করিলে এখনি আমার পরিজন ও জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব সকলেই আমাকে তাড়না করিয়া বাটীহইতে দূর করিয়া দিবে।

সাধু। হাঁ ভাই, সে সত্য বটে, কেননা যীশু খ্রীষ্ট এ কথা

ও কহিয়াছেন, যে যাহারা বাইবেল শাস্ত্র মতাবলম্বী হইয়া খ্রীষ্টিয়ান হইবে, তাহাদিগের অন্তরঙ্গ লোকেরা অবশ্য তাড়না করিবে; অতএব দেখ ভাই, যাহারা খ্রীষ্ট মতাবলম্বী হয়, তাহারা২ অন্তরঙ্গ লোকদ্বারা অনেকে২ ক্ষতি এবং দুঃখক্লেশ স্বীকার করে বটে; কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা ধর্ম্ম পুস্তকের বচন প্রকাশ করিয়া এই কথা বলে, যে যদ্যপি ডুম্বুর গাছে ও দ্রাক্ষা লতাতে ফুল ফল না ধরে, এবং জিতবৃক্ষের পাইটকরা মিথ্যা হয়, এবং যদি ক্ষেত্রে কিছু শস্য না জন্মে, আর খোঁয়াড়হইতে যদি মেষপাল মরিয়া যায়, ও গোষ্ঠেতে যদি গোরুর পাল না থাকে, তথাপি আমি ঈশ্বরের আনন্দে আনন্দ করিব। এই রূপে জগদীশ্বরের আনুকূল্য পাইলে পর স্বর্গে যে তাহাদের আরো উত্তম২ অক্ষয় সকল ধন আছে ইহা নিশ্চয় জানিয়া আপন ধন ক্ষয়েতে দুঃখ করা দূরে থাকুক, বরং আরো আনন্দ করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়; কেননা তাহারা বিলক্ষণ রূপে জানে, যে স্বর্গস্থ অক্ষয় নির্ম্মল ধন পাইবার জন্যে আমাদের পুনর্জন্ম হইয়াছে, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা কর্তৃক অন্তঃকরণ পরিবর্ত্ত হইয়াছে; অতএব ভাই হে, এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে তুমিও জানিতে পারিবা, যে প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানের মতই উত্তম বটে; যে হেতুক তাহারা একেবারে পাপাচার পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমার্থ আনন্দে ডুবিয়া কালযাপন করে; একারণ আমি তোমাকে বিনতি করিয়া কহিতেছি, যে অন্তঃকরণ পরিবর্ত্ত না হইলে পাপহইতে মুক্ত হইয়া কখন স্বর্গে যাইতে পারিবা না। ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, অতএব বন্ধু হে, ঈশ্বরের কাছে দৃঢ় প্রার্থনা কর, এবং তোমার জন্যে আমিও করি যে জগদীশ্বর এ সকল বিষয়ে তোমাকে দিব্যজ্ঞান দিউন। এক্ষণে বেলা হইল, তুমি আজিকে প্রস্থান কর।

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

[BA'NGA'LI'.]

Miscellaneous Series.] [No. 22.

THE

HOLY INCARNATION.

ধর্ম্ম অবতার।

প্রথম খণ্ড।

ধর্ম্ম অবতার ব্যতিরেকে যে আমাদের পরিত্রাণ নাই তাহারি পোষক কথা।

কি রূপে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহা সকল লোকেরই জানা কর্ত্তব্য; কিন্তু জগতের সমুদয় লোকেই সর্ব্বদা মায়াতে আচ্ছন্ন থাকাতে পরিত্রাণের যে পথ, তাহা প্রায় কেহই জানে না, এবং জানিতেও চাহে না। কিন্তু তাহারা যদি জানিবার চেষ্টা করিয়া বিবেচনা করে, তবে আপনাহইতে কি অন্য কোন সামান্য মনুষ্যহইতে কদাচ পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, ইহা অবশ্য জানিতে পারে। কেননা মনুষ্যেরা নির্দোষ না হইলে স্বর্গেতে গমন করিতে পারিবে না, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যথা; অন্তঃকরণ পবিত্র না হইলে কদাচ কেহ ঈশ্বরের কাছে যাইতে পারে না। এবং যে ব্যক্তি পাপ করে, সে নরকে যাইবে। কিন্তু এমন নির্দোষ লোক কোথায়? হায় হায়, জগতের মধ্যে এমন কেহ নাই, এক জনও নাই

4th Edition.] [*Oct.* 1868.] [5,000 *Copies.*

লোক সকল সত্য পথ ছাড়িয়া গিয়াছে, সকলেই পা-পাধীন হইয়াছে, তাহাদের মন কুব্যবহারদ্বারা আসলে মলিন আর সর্ব্বদা সাংসারিক সুখেতে মগ্ন, অতএব জগৎস্থ লোক এই রূপ ধর্ম্মহীন পাপিষ্ঠ হইলে তাহারা আপনাদের পরিত্রাণ কোন প্রকারে করিতে পারিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধের অধীন হইয়া দুঃখসাগরে নিয়ত ডুবিয়া থাকিবে।

যেমন কোন পক্ষী ব্যাধের জালেতে পড়িয়া ভগ্নপক্ষ হইলে কোন প্রকারে রক্ষা পায় না, তেমনি আমরাও ব্যাধস্বরূপ শয়তানের বাক্‌জালেতে পড়িয়া জ্ঞানরূপ পক্ষ বিহীন হইয়াছি, কেমন করিয়া ত্রাণের উপায় পাইব ও ধর্ম্ম পথেই বা গমন করিব? কিন্তু তাহার এক উপায় মাত্র আছে। শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইলে লোক সকল মুক্তি পদ পাইতে পারে; নতুবা সকলেরই অবশ্য আপন২ পাপের দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ভাল, তবে এমন প্রায়শ্চিত্ত আমরা কেমন করিয়া করিতে পারিব? এবং এমন সামগ্রীই বা আমাদের কি আছে, যে তাহা ঈশ্বরকে দিয়া তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত করিব, এবং পাপহইতে মুক্ত হইব। যেমন কোন দরিদ্র লোক অধিক কর্জ্জ করিলে কখনও সে কর্জ্জশোধ করিতে পারে না বরং দিনে২ আরও ঋণ বৃদ্ধি হয়, তেমনি জন্মাবধি পাপ করাতে যে অসংখ্য পাপ সঞ্চিত হইয়াছে তাহার মোচন না হইলে সুতরাং আরও পাপেতে আমাদিগকে জড়ীভূত হইতে হইবে।

আর ঈশ্বর দয়াময় এ কারণ আমরা সহস্র২ পাপ করিলেও তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিলেন, লোকে যে এমন ভরসা করে, বিবেচন করিতে গেলে সে ভরসা মিথ্যা হয়; কেননা সেই ধর্ম্মময় যাথার্থিক ঈশ্বর আপনি কহিতেছেন, দুষ্ট লোকদিগকে আমি কোন প্রকারে গ্রহণ করিব না। অতএব তিনি যদিএখন উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিনা কাহারও অপরাধ ক্ষমা করেন, তবে পরমেশ্বরের নিজ মুখের সেই বাক্য অন্যথা হওয়াতে আপন মহিমাতে ও রাজশাসনে কলঙ্ক জন্মে।

আর হিন্দু লোকেরা কহিয়া থাকেন, আমাদের রাম নাম ও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ, ও গুরুমন্ত্র জপ, এবং গঙ্গাস্নান ও দেবোদ্দেশে. দ্রব্যাদি উৎসর্গ করা, ব্রাহ্মণ ভোজন করাণ, ও তীর্থগমন ইত্যাদি নানা প্রকার পরিত্রাণের উপায় আছে, এবং পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত আছে; কিন্তু তাহারা যদি বিবেচনা করিয়া দেখে তবে সে সকল ক্রিয়াতে উপযুক্ত পায়শ্চিত্ত ও পাপমোচন হয় না ইহা অবশ্য বুঝিতে পারে; কেননা তাহাদ্বারা ঈশ্বরেতে প্রেম জন্মে না, এবং মনেরও মালিন্য দূর হয় না, আর পাপের প্রতি ঘৃণাও জন্মে না। এবং তাঁহার সাক্ষাৎ প্রমাণ দেখ, কত শত২ চোর ও ডাকাইত এবং পারদারিক লোক ঐ গঙ্গাস্নানাদি হিন্দুদের সৎকর্ম্ম করিতেছে, তথাপি তাহাদের মনের যে অপবিত্রতা সেই অপবিত্রতাই আছে; কেননা দেখা যাইতেছে, তাহারা পুনর্ব্বার সে সকল কুক্রিয়া করিতেছে। এবং দেখ, রাজার

আজ্ঞাতে রাজকীয় দূতেরা যাহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়, সে কি বার ২ সেই রাজার নামোচ্চারণ করিলে ক্ষমা পাইতে পারে? কিম্বা কোন খাতক লক্ষ ২ বার মহাজনের নাম ধরিয়া ডাকিলে সে কি কর্জ্জের দায়হইতে মুক্ত হইতে পারে? এমন কখন হইতে পারে না। তেমনি পাপি লোকেরাও প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া কোটি ২ বার দেবতার নাম উচ্চারণ করিলেও পাপহইতে তা-হাদের উদ্ধার হইতে পারে না। এই রূপে অত্যল্প পরি-শ্রম সাধ্য যে দেবোদ্দেশে ছাগ মহিষাদির রক্ত প্রদানাদি কর্ম্ম, তাহা দ্বারা বহু কালের সঞ্চিত প্রচুর পাপহইতে যে লোক মুক্ত হয়, ইহা বিচারসিদ্ধ হয় না।

ভাল, এই সকল ক্রিয়াতে যদি ঈশ্বরের ক্রোধ নিবৃত্ত ও পাপমোচন করিতে না পারিল, তবে এখন আমরা পরিত্রাণের নিমিত্তে আর কি উপায় করিব? মনুষ্যহইতে কোন উপায়ই হইয়া উঠে না। অতএব পাপি মনুষ্যদের ধর্ম্মময় ঈশ্বরের সহিত মেল করাইয়া দিবার জন্যে মধ্যস্থালী করিতে পারেন, এবং মহাজন হইয়া আমা-দের পাপরূপ কর্জ্জ পরিশোধ করিতে পারেন, এবং প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আমাদের জন্যে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন, এমন এক অবতারের আবশ্যকতা আছে; কিম্বা এই তিন কার্য্য করিতে নিপুণ কোন লোক যদি আমরা পাই, তবে অন্যের দুষ্প্রাপ্য যে মুক্তিপদ তাহা আমরা অনায়াসে পাইতে পারি। কিন্তু এতাদৃশ গুণ যুক্ত লোক এখন আমরা কোথায় পাইব? মানুষের মধ্যে এতাদৃশ গুণ-

যুক্ত কেহ হয় না, যে হেতুক মনুষ্য মাত্রেই পাপী, সুতরাং আপনি পাপী হইয়া কিরূপে অন্য পাপিকে উদ্ধার করিবে? যেমন লিখিত আছে।

কুত্র পঙ্গুঃ পাদহীনং শঠো লঙ্ঘয়তে গিরিং।

কোথায় এমন আছে, যে এক পঙ্গু বড় ধূর্ত্ত হইলেও অন্য পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করায়। অতএব আমাদের পরিত্রাণ কারক স্বর্গস্থিত এক ধর্ম্মময় অবতারের অতি আবশ্যক হইয়াছে, তাহা না হইলে আমাদের পরিত্রাণ কোন রূপে হইতে পারে না।

দ্বিতীয় খণ্ড।

হিন্দুর দেবতাদের চরিত্র আর তাহাদের অবতার সকল যে মনুষ্যদের পরিত্রাণ করিতে অপারক তাহার প্রমাণ বাক্য।

তন্ত্র পুরাণাদি শাস্ত্রে দশ অবতার লিখিত আছে। তাহার নয় অবতার গত হইয়াছেন, এক অবতার হইবেন; ইহার কোন অবতার হইতেও মনুষ্যদের পরিত্রাণ হইতে পারে না, ইহার প্রমাণ দেখাইবার জন্যে তাঁহাদের অবতার হওনের কারণ এবং তাঁহাদের সকল ক্রিয়া আমি সংক্ষেপে কহিতেছি। এই সকল কথা শুনিলে তাহাদের ক্রিয়ার দোষ গুন বুঝিয়া তাহারা যে ঈশ্বরহইতে হন নাই ইহা সকলেই জানিতে পারিবে।

১ মৎস্য অবতারের বৃত্তান্ত।

প্রলয় সময়ে পৃথিবী জলের মধ্যে মগ্না হইলে মনুষ্য পশু পক্ষি কীট পতঙ্গাদি সকলি বিনষ্ট হইল এবং ধর্ম্ম প্রকাশক বেদ শাস্ত্র ও লুপ্ত হইল; পরে বিষ্ণু বেদ শাস্ত্র প্রকাশ করিবার জন্যে আপনি এক আশ্চর্য্য মৎস্যদেহ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার মুখহইতে নির্গত ঐ বেদ শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে সেই প্রলয় জলে বিহার করিয়াছিলেন, তাহার পরে সৃষ্টি সময়ে তাহাহইতে পুনর্ব্বার ঐ বেদ সকল পৃথিবীতে প্রকাশিত হইল।

হে পাঠকেরা, বিবেচনা করিয়া দেখ, উপরে লিখিত যে কথা এ বাস্তবিক নয়, ইহাতে আমি দুই প্রমাণ দিব। প্রথম, ঈশ্বর কিম্বা কোন জ্ঞানী কেহ অকারণে কোন কার্য্য করেন না; অতএব বিষ্ণু যদি সর্ব্বশক্তিমান হইতেন, তবে আপন বাক্যদ্বারা অথবা নিজ পরাক্রমদ্বারাতেই বেদ সকলকে রক্ষা করিতে পারিতেন; তাহার নিমিত্ত মৎস্যদেহ ধারণ করণের আবশ্যক কি? এবং তিনি যদি সর্ব্বজ্ঞ হইতেন তবে তাহার ইচ্ছা হইবা মাত্র তিনি পুনর্ব্বার বেদ সকলকে রচনা করিতেও পারিতেন। দ্বিতীয়, যাহাতে আপন মহিমার ত্রুটি হয় এমন ক্রিয়া ঈশ্বর কদাপি করেন না, কিন্তু মৎস্য পশ্বাদির দেহধারণ করিয়া বিহার কৌতুকাদি করিলে অবশ্য ঈশ্বরের মহিমার হানি হয়, কেননা সে সকল জন্তু নিতান্ত জ্ঞানহীন, ও সকলেরি অশ্রদ্ধার পাত্র; ফলতঃ এই মৎস্যাবতার বৃত্তান্ত কেবল গল্প মাত্র, ও তাহাহইতে মানুষদিগের পরিত্রাণ কোন প্রকারে হইতে পারে না।

২ কূর্ম্ম অবতারের বৃত্তান্ত।

এক কালে দেবতা ও অসুর সকলে অমৃত পাইবার নিমিত্ত মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া ও বাসুকি সর্পকে রজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; পরে পর্ব্বত জলে মগ্ন হওয়াতে মন্থন নির্ব্বাহ হইল না। পশ্চাৎ দেবতা সকলের চেষ্টা বিফল হওয়াতে নারায়ণের আরাধনা করিলেন, তাহাতে নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া দেবতাগণের মানস পূর্ণ করিতে আপনি কূর্ম্মাবতার হইয়া আপন পৃষ্ঠ দেশে মন্দর পর্ব্বতকে ধারণ করিলেন; পরে দেবাসুর গণ তাহার পৃষ্ঠ দেশে ঐ পর্ব্বত ঘর্ষণ করিয়া সমুদ্র মন্থন করিল ঃ অনন্তর বিষ্ণুর মোহিনী বেশ ধারণ করাতে কোন রূপে অসুরদিগকে বঞ্চনা করিয়া বিষ্ণুর অনুগ্রহেতে দেবগণ আপনারা সেই মন্থনদ্বারা উত্থিত অমৃত পান করিলেন।

বিবেচনা করিয়া দেখ, অমৃত অতি উত্তম বস্তু, সে জলের মধ্যে কি স্থলের মধ্যে কুত্রাপি নাই, কেবল ঈশ্বরহইতে তাহার প্রাপ্তি হয়; তবে উপরে লিখিত আছে যে সমুদ্র মন্থনাদি সে সকল অনর্থক বাক্য তাহাতে কেবল অবোধ বালকদের সন্তোষ জন্মে। কিন্তু যদ্যপি এ সকল কথা সত্য বল, তথাপি ইহাতে কেবল দেবগণের স্বার্থিত্ব প্রকাশ হয়; কেননা বিষ্ণু পাপিগণকে নিস্তার করিতে এ জগতে আসিয়াছিলেন, এমন জ্ঞান হয় না? কিন্তু দেবগণের উপকার করিতে তিনি কূর্ম্মাবতার হইয়াছিলেন; ফলতঃ এই অবতারহইতে মানুষদিগের পরিত্রাণ কোন রূপে হয় না।

৩ বরাহ অবতারের বৃত্তান্ত।

পূর্ব্বকালে হিরণ্যাক্ষ নামে এক অসুর মহাবল পরাক্রম ছিল, কেহ তাহাকে বধ করিতে পারিত না; অতএব তাহাকে নষ্ট করিতে এবং প্রলয় জলহইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে দেবতাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া বিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন; পশ্চাৎ আপন দন্তদ্বারা হিরণ্যাক্ষ অসুরকে বিনষ্ট করিলেন, ও জলহইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিলেন। কিছু কাল পরে সেই বরাহ দেব পৃথিবীস্থ শূকরীগণেতে আসক্ত হইয়া সামান্য শূকরের ন্যায় ক্রমে২ সেই শূকরী গর্ব্ভজাত পুত্র পৌত্রাদিতে আবৃত হইয়া বহু কাল যাপন করিলেন।

হে প্রিয় বন্ধু লোক, এই অবতারের কথা যদি সত্য হয়, তবে তাহাতে ঈশ্বরের মহিমার অতিশয় ত্রুটি হয়, ও তাহার তুচ্ছতা জ্ঞান জন্মে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শাস্ত্রে লিখিত আছে, বিষ্ণু শুদ্ধসত্ত্ব, পবিত্র, অজ্ঞানের নাশক; বিজ্ঞান স্থাপন কিরিবার নিমিত্ত শরীর পরিগ্রহ করেন, নতুবা বিশিষ্ট জ্ঞান নষ্ট হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে।

সত্ত্বং নচেদ্ধাতরিদং নিজং ভবে
'দ্বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনং।
গুণ প্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ॥

কিন্তু বিষ্ণু যদি অতি কদর্য্য শূকরযোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই শূকরীতে আসক্ত হইয়া তাহাদিগের সহিত আহার বিহারাদি করিলেন, তবে তাহার শুদ্ধসত্ত্ব গুণ কোথায়

থাকিল? এবং লোক সকল পাপদ্বারা জ্ঞান চক্ষু রহিত হওয়াতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সর্ব্বদা পতিত আছে; বিশেষতঃ তাঁহার এই কুব্যবহারদ্বারা বিষ্ণু এই কর্ম্ম করিয়াছেন ইহা চিন্তা করিয়া অধিক মর্য্যাদান্বিত হইয়া পাপবিষয়ে নির্ভয় হইয়া অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকারে পড়িবে। অজ্ঞানের বিনাশ সুদূরে থাকুক; তাহাদিগের কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য দূর হওয়াও সুদুর্লভ। এবং শাস্ত্রে লিখিত আছে, বিষ্ণু স্বজনস্থ তাহার ব্যবহার তামসিক, এই দুই অতি স্বতন্ত্র, যেমন জল ও অগ্নি কদাপি এক স্থানে থাকে না; তবে শাস্ত্রীয় এই উভয় বাক্যের মধ্যে কোন বাক্য প্রমাণ হইবে? কোন বাক্যই প্রমাণ হইতে পারে না; কেননা এ দুই বাক্যই শাস্ত্রে কথিত আছে, কিন্তু এই দুই বাক্য আপনারা প্রমাণ না হইয়া আপনাদিগের সংস্থাপক যে শাস্ত্র, সে ঈশ্বর কর্ত্তৃক স্থাপিত নয়, ইহাই প্রমাণ করিতেছে।

---

৪ নৃসিংহ অবতারের বৃত্তান্ত।

হিরণ্য কশিপু নামে এক অসুর ছিল, ব্রহ্মা তাহার তপস্যাতে তুষ্ট হইয়া তাহাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন, আকাশে কি ভূমিতে কি জলে, ইহার কোন স্থানেও তোমার মরণ হইবে না; ও মনুষ্য কি দেবতা কি পশু, ইহারা কেহ তোমাকে কোন অস্ত্র শস্ত্রদ্বারা বিনাশ করিতে পারিবে না। এই বর পাইয়া সে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন জয় করিয়া পরম সুখে রাজ্য

করিতে লাগিল; এবং তাহার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বিষ্ণু নষ্ট করিয়াছিলেন, এ জন্যে তাহার দ্বেষী হইল। কিছু কাল পরে তাহার এক পুত্র প্রহ্লাদ নামে জন্মিল, সে কৃষ্ণপরায়ণ হইল, তাহা অসহিষ্ণু হইয়া প্রহ্লাদকে বহু যন্ত্রণা দিল। তাহার পরে বিষ্ণু কোন কারণ বশত ভক্ত যে প্রহ্লাদ তাহার বাক্য রক্ষা করিতে ও সেই অসুরের বিনাশ করিতে আপন অর্দ্ধেক শরীর সিংহ ও অর্দ্ধেক মনুষ্য ইত্যাকার নৃসিংহ অবতার হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করিলেন।

---

৫ বামন অবতারের বৃত্তান্ত।

কোন কালে বলি নামে এক অসুর পরমধার্ম্মিক মহাবল পরাক্রম ছিল, ও আপন বাহুবলেতে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল্ জয় করিল; পরে স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র রাজ্যচ্যুত হওয়াতে বিষন্ন হইয়া নারায়ণের শরণাগত হইলেন, বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনি কশ্যপ গৃহে বামন রূপে অবতীর্ণ হইলেন; পরে উপনয়নানন্তর ছলদ্বারা বলি রাজার স্থানে ত্রিপদ পরিমিত ভূমি ভিক্ষা করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য গ্রহণ করিলেন; পশ্চাৎ বলি রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া বামন দেবহইতে পাতালে প্রস্থাপিত হইলেন।

---

৬ পরশুরাম অবতারের বৃত্তান্ত।

এক কালে যত ক্ষত্রিয় রাজা ও তাহাদিগের অনুচর যত ক্ষত্রিয় তাহারা সকলেই বিষয়ের অহঙ্কারে উন্মত্ত

হইয়া বেদ বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হিংসক হইল, পরে বিষ্ণু জমদগ্নির ঔরসে রেণুকার গর্ব্ভে পরশু-রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে ও ক্রমে২ সেই রূপ যত উৎপন্ন হইল সে সকলকে পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া আপন কুঠারে বিনষ্ট করিয়া এক বিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন।

দেখ ভাই সকল, এই তিন অবতারদ্বারা পাপিলোক দিগের উপকার কিছুই নাই; বরং দুই অসুরের পরাক্রমেতে অতিশয় ভীত দেবতাদিগের ভয় শান্তি করিতেই বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়া এই দুই অসুরকে এবং যাহারা ব্রাহ্মণদিগের বশীভূত না হইল এমন দুষ্ট ক্ষত্রিয়দিগকে নষ্ট করিলেন; এবং তাহাদিগের বৃত্তান্ত মধ্যে নানা প্রকার বিরুদ্ধ কথা আছে। দেখ, সকলেই জানে যে ঈশ্বর এক মন, ও তাহার ক্রিয়াও এক; কিন্তু ইহাদিগের ক্রিয়া দেখিতে পাই, যে ব্রহ্মা এক জনকে আশীর্ব্বাদ করিলে বিষ্ণু তাহা অন্যথা করিয়া তাহাকে নষ্ট করিতে অবতীর্ণ হই-লেন। হায়২ ঈশ্বরের নিন্দা জন্মায় এ কি চমৎকার কথা!

কিন্তু এই প্রকার বিরুদ্ধ কথা হিন্দুদিগের অনেক শাস্ত্রে লিখিত আছে, কি না ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইহারা একে তিন ও তিনে এক; পুনশ্চ ঐ শাস্ত্রের অন্য স্থানে লিখিত আছে, যে এই তিন জন পরস্পর আপনা আপনিও যুদ্ধ করিয়াছেন, যথা সমুদ্র মন্থনানন্তর কেবল দেবতাদিগকে অমৃত পান করাইবার নিমিত্তে বিষ্ণু সর্ব্বজনমোহন মোহিনীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন; মহাদেব সেই মূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া কামানলে সন্তপ্ত হইয়া গত্যন্তর না পাও-

হাতে লিঙ্গ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; বিষ্ণু কোনরূপে অব্যাহতি না পাইয়া চক্রদ্বারা তাহার লিঙ্গ ছেদন করিলেন। এবং বাণ রাজাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সদাশিব শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই প্রকার আরও অনেক কর্ম্ম তাহাদিগের আছে, তবে কি প্রকারে তাহারা এক হইতে পারেন? ও সে শাস্ত্রের প্রামাণ্য বা কি রূপে থাকে? সুতরাং সে শাস্ত্র ঈশ্বরহইতে হয় নাই, ও তাহাহইতে মানুষদিগের পরিত্রাণও হয় না, ইহা এই সকল নানাবিধ অশুচি বাক্যদ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে।

আরও দেখ, লিখিত আছে, যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগ, ইহার মধ্যে সত্য যুগে কেহ কদাপি পাপ করিত না; কিন্তু যে ছয় অবতারের বৃত্তান্ত লেখা গিয়াছে, সে সকলি সত্য যুগে প্রকাশিত হইল, এবং সেই কেবল দুষ্টদিগকে নষ্ট করিতে হইল। তবে দেখ, এ সকল কি অসম্ভব বিরুদ্ধ কথা! কেননা যদি সত্য যুগে কেবল সত্যই ছিল, তবে এ ছয় অবতার কি নিমিত্তে হইল? সুতরাং এ সকল বিষয় তাবৎ মিথ্যা, ইহার কিছু সন্দেহ নাই। এবং এমন বিরুদ্ধ শাস্ত্রীয় কথার মধ্যে কোন বাক্য গ্রাহ্য হয়, ও এমন বিরুদ্ধ শাস্ত্রদ্বারা মানুষদিগের পরিত্রাণ বা কি রূপে হইতে পারে।

৭ রাম অবতারের বৃত্তান্ত।

রাবণ নামে এক জন রাক্ষস জন্মিয়াছিল। সে নিজ বাহুবলে ত্রিভুবন জয় করিয়াও অধিক দুর্বৃত্ত থাকিল, তাহাতে নারায়ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাজা দশরথের গৃহে রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে সপরিবারে বিনষ্ট করিলেন।

এই অবতারের বিষয় রামায়ণ শাস্ত্রে লিখিত আছে, বিশেষতঃ এই প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ও হনুমান্ তাঁহার এই রূপ উপকার করিয়াছিলেন, এবং রাবণ তাঁহার সীতাকে এই প্রকারে হরণ করিয়াছিল, রাম তাঁহাকে পুনর্ব্বার এই রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল গল্পদ্বারা আমাদিগের মঙ্গল কদাচ হইতে পারে না, যেহেতু পাপিদিগের প্রতি ঈশ্বরের যে যথার্থ ক্রোধ তাহার নিবারণ রামের যুদ্ধ-দ্বারা কি রাবণের মরণদ্বারা হয় না, এবং তদ্দ্বারা আমরা পাপের প্রতিফল না ভোগিয়া বা কিরূপে মুক্ত হইতে পারিব? এই সকল কথাদ্বারা কোন প্রায়শ্চিত্ত হয় না, ও তাহা না হইলে পরিত্রাণও হয় না।

---

৮ কৃষ্ণ অবতারের বৃত্তান্ত।

পূর্ব্বে পৃথিবী ক্ষত্রিয়দিগের ভারেতে আক্রান্তা হইয়া ব্রহ্মার নিকটে আপন বৃত্তান্ত জানাইলেন; ব্রহ্মা তাঁহার দুঃখমোচন করিতে ইচ্ছা করিয়া দেবগণের সহিত আপনি বিষ্ণুকে স্তব করিলেন; বিষ্ণু তাহাতে তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ

মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে ক্রমে২ পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরগণকে নষ্ট করিলেন; ও নানাবিধ রস লীলা দ্বারা কাল যাপন করিলেন; ও ভক্তদিগের মানস পূর্ণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র পৌত্র ও বন্ধুবর্গ সকলে প্রভাস ক্ষেত্রে গমন করিয়া মদ্য পানাসক্ত হইয়া স্বপর ভেদ জ্ঞানরহিত হওত পরস্পর যুদ্ধ করিয়া সকলেই মরিলেন, চারি পাঁচ জন অবশিষ্ট রহিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ আপনি এক বৃক্ষমূলে উঠিয়া বসিলে, এক ব্যাধ তাঁহার পাদদ্বয়ের লাবণ্য দেখিয়া মৃগ ভ্রান্তিতে বাণ নিক্ষেপ করিল, সেই বাণা-ঘাতে তিনিও দেহ ত্যাগ করিলেন।

দেখ, শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর, কিন্তু ঈশ্বর কাম ক্রোধবিহীন ও সর্ব্বদা পবিত্রতাতে পরিপূর্ণ আছেন; শ্রীকৃষ্ণ অবতারের বৃত্তান্ত যে ভাগবত পুরাণের মধ্যে লিখিত আছে, তাহার সকল কথা যদি সত্য হইত, তবে নিশ্চয় রূপে জানা যায়, যে তিনি ঈশ্বর নহেন। দেখ, যিনি ঈশ্বর তিনি কি কোন অশুচি ক্রিয়া করিতে পারেন? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আপন গুরু আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধাকে ভ্রষ্টা করিয়া তাহার স্বামির গৃহহইতে বনমধ্যে তাঁহার সহিত গমন করিলেন। এবং পবিত্রময় পরমেশ্বর যিনি তিনি কি ইন্দ্রিয় গণের বশীভূত হন? কি ইন্দ্রিয় সন্তোষের নিমিত্ত পরস্ত্রী হরণ করিতে পারেন? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের মধ্যে অনেক গোপীকে বশীভূতা করিয়া তাহাদিগের সহিত কুক্রিয়া করিয়াছিলেন। তদনন্তর মথু-রাতে রাজা হইয়া স্থানান্তর হইতে ষোল হাজার

১৬০০০ স্ত্রীলোক হরণ করিয়া আপন গৃহে আনিয়া তাহাদিগের সহিত মরণ কাল পর্য্যন্ত রস লীলা করিলেন। এবং স্বয়ং যিনি তিনি কি চৌর্য্য কি অকারণে বধ করিতে পারেন? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কংস রাজাকে বিনষ্ট করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রায় উলঙ্গ হইয়া এক জন ধোবার নিকটে যাইয়া অন্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন, তাহা দিতে ধোবা স্বীকার করিল না, সেই অপরাধে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজসভায় গমন করিলেন। আর দেখ, স্বয়ং যিনি তিনি কি মদিরামত্ত হইতে পারেন? কিন্তু সেই রূপ শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, এবং মত্ততা প্রযুক্ত তাঁহার পুত্র ও বন্ধু প্রভৃতিও বিনষ্ট হইল। এবং স্বয়ং কি মিথ্যা বাক্য কহিতে পারেন? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা বাক্যদ্বারা আপন বন্ধু রাজা যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করাইয়াছিলেন।

হে প্রিয় পাঠকেরা, বিবেচনা করিয়া দেখ, যিনি এই প্রকার পরদার, বধ, চৌর্য্য, মত্ততা, ও মিথ্যা বাক্যাদি অশেষ কুকর্ম্ম করেন, তিনি কিরূপে ঈশ্বর হইতে পারেন? ও তাঁহার আরাধনা করিলে মানুষদিগের পরিত্রাণ বা কি প্রকারে হয়? ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে, ঈশ্বর পবিত্রময় আত্মা স্বরূপই আছেন, এবং যে কেহ তাঁহার ভজনা করে তাহার অন্তঃকরণ পবিত্র হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিলে মানুষদিগের অন্তঃকরণ কখন পবিত্র হইবে না, কেননা যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, অতএব শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরদার, বধ চৌর্য্যাদি করিয়াছেন, তাহা-

য়াও তেমনি কেন না করিবে। কিন্তু ধর্ম্মময় নির্ব্বিকার ঈশ্বরের আরাধনা যাহারা করে তাহারাও তেমনি ধর্ম্মময় হইয়া পবিত্রান্তঃকরণ হয়। এই নিমিত্তে লিখিত আছে, "যেমন ঈশ্বর ধর্ম্মময় তেমনি তোমরাও ধর্ম্মময় হও," এবং মন পবিত্র না হইলে কখন কেহ ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পারিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রভু য়ীশু খ্রীষ্ট এ উভয়ের কত অন্তর। দেখ, শ্রীকৃষ্ণ যে২ কুকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা উপরে লিখিত আছে, কিন্তু প্রভু য়ীশু খ্রীষ্ট ইনি শুদ্ধ সত্ত্ব, অহিংসক, নির্ম্মল, পাপি লোকহইতে বিভিন্ন; "তিনি কিছুই পাপ করেন নাই, এবং কদাচ প্রবঞ্চনা বাক্যও কহেন নাই;" এবং তিনি আপন অভিলাষ পূর্ণ করিতে কি অন্য লোকদিগকে নষ্ট করিতে এ জগতে আইসেন নাই, কিন্তু লোকদিগকে পাপহইতে মুক্ত করিয়া উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন; তিনি কোন রস লীলা বিহারাদিদ্বারা কালযাপন করিতেন না, কিন্তু লোকদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে নানা প্রকার দুঃখভোগ করিয়া শেষে আপন দেহ বলি রূপে উৎসর্গ করিলেন। এই উভয়ের কার্য্যদ্বারা জানা যাইতেছে, যে শ্রীকৃষ্ণ পরিত্রাণকর্ত্তা নহেন, কিন্তু প্রভু য়ীশু খ্রীষ্ট তিনি আছেন সত্যময় পরিত্রাণকর্ত্তা; এই হেতুক হে প্রিয় বন্ধু লোক, তোমরা সকলে মিথ্যাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সত্যাশ্রয় প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টকে আশ্রয় কর।

---

৯ বুদ্ধ অবতারের বৃত্তান্ত।

কাশীতে দিবোদাস নামে এক রাজা ছিল, সে যথা শাস্ত্র যাগ যজ্ঞাদি করিত। বিষ্ণু তাহাকে শিব বাঞ্ছিত রাজ্য যে কাশী, তাহাহইতে দূর করিতে না পারিয়া মহাদেবের মানস পূর্ণ করিতে বুদ্ধ অবতার হইয়া নূতন এক শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। পরে দিবোদাস ও তাহার প্রজারা সকল ঐ শাস্ত্র মতাবলম্বী হইল, কিন্তু বিষ্ণু প্রকাশিত ঐ শাস্ত্র মত আচরণ করাতে তাহারা পূর্ব্ব কৃত ধর্ম্মেতে রহিত হইয়া পাতকী হইল। এই রূপে পূর্ব্ব ধর্ম্ম বিনাশ হওয়াতে দিবোদাস কাশীতে বাস করিতে সমর্থ না হইয়া স্থানান্তর গমন করিল, পশ্চাৎ শিব কাশী প্রাপ্ত হইলেন।

এখন বিবেচনা কর, বিষ্ণু বুদ্ধাবতার হইয়া কি কর্ম্ম করিলেন? দেখ, ব্রহ্মার মুখহইতে চারি বেদ নির্গত হইল, তাহাই হিন্দু লোকদিগের প্রধান ধর্ম্ম শাস্ত্র, তন্মতাবলম্বি লোকদিগকে মহাদেবের উপকার করিতে ধর্ম্মচ্যুত করিয়া পাপ করাইলেন। অতএব যেমন পূর্ব্বে লিখিত আছে, যে হিন্দু লোকদিগের শাস্ত্রীয় এ সকল বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ, তেমনি এ স্থানেতেও। দেখ, কোন স্থানে লিখিয়াছেন, যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইহাঁরা একে তিন ও তিনে এক, কিন্তু বিষ্ণু সদাশিবকে কাশী প্রদান করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার বাক্য অন্যথা করিয়া দিবোদাসকে ছলদ্বারা ধর্ম্মচ্যুত করিলেন। বিবেচনা কর, এ কেমন বিপরীত কথা, যিনি আপনি ব্রহ্মা রূপে বেদ শাস্ত্র বিস্তার করিয়া তাহার বাক্য প্রতিপালন করিতে

আজ্ঞা দিলেন, তিনিই পুনর্ব্বার বুদ্ধ রূপে সেই বেদ শাস্ত্রের বিপরীত অন্য শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া দিবোদাসের ও কাশীস্থ তৎপ্রজাগণের ধর্ম্ম বিনাশ করিলেন। দেখ, নিরাময় ঈশ্বরের এ কি নিন্দনীয় বাক্য!

---

১০ কল্কি অবতারের বৃত্তান্ত।

কল্কি অবতার অদ্যাপি হয় নাই, কিন্তু ভাগবত শাস্ত্রে লিখিত আছে, বিষ্ণু আর এক বার পৃথিবীতে আগমন করিয়া কল্কি অবতার হইবেন, ও দুষ্ট লোকদিগকে বিনষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার সত্য স্থাপন করিবেন।

দেখ, প্রিয় লোক সকল, এই দশ অবতারহইতে, আমাদিগের কি মঙ্গল হয়? কিছুই হইতেপারে না বরং তাহাহইতে আমাদিগের মনের আরও মলিনতা জন্মিতে পারে। হায়২ তাহাদিগের বৃত্তান্ত মধ্যে কত অশুচি ও মিথ্যা ও বিরুদ্ধ কথা আছে, এবং বাইবেল শাস্ত্রে ঈশ্বরের ধর্ম্ম লিখিত আছে, তাহা এই দশ অবতারের বিবরণের সহিত কেমন বিরুদ্ধ। দেখ, বাই-বেল শাস্ত্রে লিখিত আছে, ঈশ্বর নির্ম্মল পবিত্রময় যাথার্থিক আছেন, এবং তিনি কোন মতে কুক্রিয়া করিতে পারেন না, সর্ব্বদা পাপকে ঘৃণা করেন; এবং এই২ প্রকারও লিখিত আছে, যথা। "ঈশ্বরের রাজ্যেতে অধার্ম্মিক লোকদের অধিকার নাই ইহা কি তোমরা জান না? ও বিষয়ে তোমাদের ভ্রান্তি না হউক; কেননা যাহারা ব্যভিচারী, কি দেবপূজক, কি পারদারিক, কি

স্ত্রীব্যবহারী, কি চোর, কি লোভী, কি মত্ত, কি ধূর্ত্ত, ইহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।"

কিন্তু এই অবতারের বৃত্তান্তমধ্যে লিখিত আছে, স্বয়ং ঈশ্বর আপনি এই মত মন্দ ক্রিয়া করিয়াছিলেন, এবং তিনি যদি এই প্রকার করিলেন, তবে কি তাঁহার মতাবলম্বি সকলে অন্য প্রকার ক্রিয়া করিবে? সুতরাং ইহাতে জানা যায়, যে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অবতারদ্বারা পাপি লোকদিগের পরিত্রাণ কোন প্রকারে হয় না, কিন্তু ক্রমে২ পাপবৃদ্ধি হওয়াতে শেষের গতিতে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে; পরন্তু এই সকল অবতারহইতে অতি উত্তম পরিত্রাণের পথ এইক্ষণে দেখা যাইতেছে।

তৃতীয় খণ্ড।

অকল্পিত ধর্ম্মময় অবতারের বিবরণ।

পূর্ব্বে লিখিত আছে, যে পাপি লোকদিগকে আপন২ পাপের ফল যে নানা প্রকার নরক যন্ত্রণা, তাহাহইতে মুক্ত করিতে স্বর্গস্থিত ধর্ম্মময় অবতারের আবশ্যক হইয়াছে; কেননা হিন্দু লোকদিগের শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে দশ অবতার তাহার কোন অবতার পাপি লোকের ত্রাণ করিতে উপযুক্ত হয় না, এবং আর কোন উপায় যদি না থাকে তবে কোন রূপে আমাদের পরিত্রাণ হইতে পারে না; কিন্তু যে উপায় হিন্দু লোকের শাস্ত্রের অন্যে পাওয়া না যায়, এমন উপায় পরমেশ্বর

অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করিয়াছেন। যেমন তাঁহার ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে লিখিত আছে, যথা "জগতের প্রতি ঈশ্বর এমন দয়া করিলেন, যে তিনি আপন অদ্বিতীয় পুত্রকেই প্রদান করিলেন, তাহাতে যে কেহ তাঁহার উপর বিশ্বাস করে, সে যেন নষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু পায়।" এই শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা জানা যায়, যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপি লোকদিগকে পাপ ও নরকভোগহইতে উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়া এই জগতে আইলেন, এবং পাপিদের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যে তিনি নানা প্রকার দুঃখভোগ করিয়া শেষে আপনার প্রাণরূপ বলি উৎসর্গ করিলেন। এই প্রকৃত ধর্ম্মময় অবতারের বৃত্তান্ত, এইক্ষণে বিস্তার করিয়া স্পষ্টরূপে লেখা যাইতেছে।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অবতারের পূর্ব্বকালীয় বৃত্তান্ত।

এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় কথা আছে, যথা, "প্রথমেতে বাক্য (অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট) ছিলেন, ও সে বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং সেই বাক্য স্বয়ং ঈশ্বর। সকল বস্তু তাঁহাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং তদ্ব্যতিরেকে তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোন এক বস্তু সৃষ্ট হয় নাই।" ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা জানা যায়, যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সৃষ্টি স্থিতি বিনাশকর্ত্তা পরমেশ্বর। "কেননা সিংহাসন, কি রাজকর্ত্তৃত্ব, কি প্রভুত্ব, কি পরাক্রম, স্বর্গ কি মর্ত্ত্য স্থিত হউক, দৃশ্য বা অদৃশ্য হউক, যে কিছু পদ ও বস্তু আছে সকলি তাঁহাকর্ত্তৃক ও তাঁহার নিমিত্তে সৃষ্ট হইয়াছে; তিনি তাবৎ বস্তুর আদি ও সকলেরই স্থিতি কর্ত্তা।"

তাঁহার গুণ এই, তিনি অনন্ত, অনাদি, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মময়, প্রেমের সমুদ্র, সর্ব্বান্তর্যামী, সকলের মনঃ স্থিত সকল জানেন; স্বর্গ হইয়াছে তাঁহার সিংহাসন, পৃথিবী তাঁহার পাদ পীঠ; তিনি সত্যতা ও পবিত্রতা ও অনুগ্রহেতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, আপন মহিমা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আপন বাক্যদ্বারা সকল স্বর্গীয় দূত, ও মনুষ্য, ও সূর্য্য, ও চন্দ্র, ও নক্ষত্র ইত্যাদি নানাবিধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এমন প্রতাপান্বিত পরাক্রান্ত কৃপাময় প্রভু পাপি লোকদিগকে নিস্তার করিতে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অবতার হওনের কারণ।

ঈশ্বর যখন মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন, তখন মনুষ্য শুদ্ধ সত্ত্ব ও ঈশ্বরের অনুগ্রহপাত্র ছিল; কিন্তু পাপ করাতে ঈশ্বরের নিগ্রহপাত্র ও নরকদণ্ডনীয় হইয়া মহা বিপদে পড়িল, আর যাহাতে সেই বিপদহইতে উদ্ধার হয় এমত উপায় মনুষ্যহইতে হইল না; তাহা দেখিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অসম্ভব কৃপা প্রকাশিয়া মনুষ্যের নিস্তারার্থে অতি আশ্চর্য্য এক উপায় করিলেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত পুনর্ব্বার মনুষ্যদিগের মেল করিতে ও পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে তিনি আপনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এবং ঈশ্বরের অত্যন্ত ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্যে, এবং মানুষদিগের প্রতি তাঁহার কৃপা, ও পাপের প্রতি তাঁহার ঘৃণা, ইহা বিশেষরূপে জানাইতে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই আশ্চর্য্য উপায় করিলেন।

প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে ঈশ্বর যদি মানুষের পাপ ক্ষমা করিতেন তবে তাঁহার সত্যধর্ম্মের লোপ হইত, কেননা লিপি আছে, "ব্যবস্থার পুস্তকে লিখিত যে কর্ম্ম সকল তাহা যে জন নিশ্ছিদ্ররূপে পালন না করে, সে শাপগ্রস্ত হইবে ;" কিন্তু সেই ব্যবস্থা পালন করিতে ও মনুষ্যকর্ত্তৃক লঙ্ঘিত ব্যবস্থার দণ্ডভোগ করিতে প্রভু যীশু আপনার গৌরব আচ্ছন্ন করিয়া স্বর্গ ছাড়িয়া এ জগতে আইলেন। যেমন শাস্ত্রীয় কথা আছে যথা। "তিনি ঈশ্বররূপী হইয়া আপনাকে ঈশ্বরের সমান করিয়া মানিতে অপহরণ জ্ঞান করিলেন না ; কিন্তু মনুষ্য বেশ ধারণ করিয়া দাসরূপী হইয়া আপনাকে ক্ষুদ্র করিলেন ; এই মতে মনুষ্যরূপে পরিচিত মৃত্যুর অর্থাৎ ক্রূশীয় মৃত্যুর বশীভূত হওয়া এত দূরপর্য্যন্ত নম্রতা স্বীকার করিলেন।"

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক প্রায়শ্চিত্তের বৃত্তান্ত।

প্রকৃত মনুষ্যাদির ন্যায় স্ত্রী পুরুষ সংসর্গাধীন প্রভু যীশু খ্রিষ্টের জন্ম নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার প্রভাবেতে এক কুমারীর গর্ব্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, যেহেতুক তিনি শরীরী হইয়াও সকল পাপের অভিলাষ রহিত, ও মানুষের স্বভাব ও আকার ধারণ করিয়া তাঁহার ঈশ্বরীয় ধর্ম্মময় পবিত্র স্বভাবও প্রকাশ করেন ; তিনি মানুষরূপে যদি অবতীর্ণ না হইতেন তবে মনুষ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া পাপের প্রতিফল ভোগ করিতে পারিতেন না ; আর যদি তাঁহার ঈশ্বরীয় স্বভাব না হইত, তবে

যাহার বিরুদ্ধে মনুষ্যেরা পাপ করিয়াছে; এমন পরমেশ্বরের সন্তোষের নিমিত্ত তিনি উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিতেন না।

পাপি লোকদিগকে নিস্তার করিতে যে প্রায়শ্চিত্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্ট করিয়াছিলেন, এই বিষয় যেন লোকদিগের উপযুক্ত বোধ হয়, এতন্নিমিত্ত তাঁহার স্বাভাবিক গুণ, ও তাঁহার ক্রিয়া ও তাঁহার দুঃখভোগ, এই সকল বিষয় স্পষ্টরূপে লেখা যাইতেছে।

খ্রীষ্টের স্বভাবের ও ক্রিয়ার ও গুণের বৃত্তান্ত।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন ধর্ম্মময়, অহিংসক, নির্ম্মল, পাপি লোকহইতে ভিন্ন, এবং ঈশ্বরের প্রতি ও মনুষ্যের প্রতি তিনি প্রেমেতে পরিপূর্ণ, লোকদিগের উপকার করিতে তিনি স্থানে২ ভ্রমণ করিলেন, ও তাহাতে তিনি অন্ধকে দর্শন, বধিরকে শ্রবণ, গোঙ্গাকে কথনশক্তি, ও খোঁড়াকে চলিবার শক্তি দিলেন; সামান্যত পীড়িত লোকদিগের সেই২ পীড়ার উপশম, ও মহাব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগকেও সেই ব্যাধিহইতে মুক্ত করিলেন, এবং মৃত লোকদিগকে পুনর্ব্বার উত্থান করাইলেন, আর পাপপ্রযুক্ত খেদান্বিত লোকদিগের পাপক্ষমা করিলেন, ও দরিদ্র লোকদিগের নিকটে মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিলেন।

সকল সময়ে ও সকল স্থানেতেই তিনি মনুষ্যদিগকে পাপাচরণ বিষয়ে অনুযোগ করিলেন, এবং নির্ম্মল অন্তঃকরণ পাওয়া, ও পাপকে ত্যাগ করা, ও পরকালে

যাইবে প্রস্তুত হওয়া; যে তাবৎ লোকের আত্মলোক হইয়াছে। ইহা তিনি নিত্য২ প্রচার করিলেন, এবং এই প্রত্যক্ষ রূপে জানাইলেন, যে যাহারা পাপের কারণ খেদযুক্ত হইয়া ধর্ম্মের প্রতি ক্ষুধিত ও তৃষিত থাকে, তাহারাই ধন্য, কেননা তাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাত্র হইয়া শেষে স্বর্গেতে গমন করিবে; কিন্তু যাহারা ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ করিতে জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তাহারা শাপগ্রস্ত, কেননা এমন লোক ঈশ্বরের ধর্ম্মময় রাজ্যেতে যাইতে পারিবে না।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানুষদিগের প্রতি অতি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিলেন। দেখ, তিনি নিন্দিত হইলেও প্রতিনিন্দা করিলেন না, ও লোকেরা তাঁহাকে শাপ দিলে তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; যখন তাহারা তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল, তখনও তিনি কৃপা করিয়া তাহাদের জন্যে প্রার্থনা করিলেন, এবং যদ্যপি তিনি সর্ব্ব শক্তিমান আপন বাক্যদ্বারাই শত্রুদিগকে নষ্ট করিতে সমর্থ ছিলেন, তথাপি তাহা না করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে তিনি আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিলেন।

খ্রীষ্টের দুঃখভোগের বিবরণ।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপি লোকদের প্রতিনিধি হইয়া কায়িক ও মানসিক দুই প্রকারে তাহাদের পাপের দণ্ড ভোগ করিলেন। যে হেতুক শরীর ও মনোদ্বারা লোক পাপ করে। দেখ, তিনি কেবল মনুষ্যদের উপকার

কারের নিমিত্তে আপনার আনন্দময় স্থান যে স্বর্গ, এবং গৌরবজনক যে সিংহাসন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া শোক ও দুঃখগ্রস্ত মনুষ্যের ন্যায় হইয়া এই দুঃখদায়ক পৃথিবীতে আইলেন, এবং পাপের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক না থাকিলেও পাপিদের জন্যে আপনার প্রাণকে বলিরূপে উৎসর্গ করিলেন। এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় কথা আছে, যথা। "তিনি আমাদের অপরাধের কারণ তাড়িত, ও আমাদের অধর্ম্মহেতুক প্রহারিত ছিলেন; যে শাস্তিতে আমাদের মঙ্গল হয় তাহা তাঁহার উপরে দেওয়া গেল, এবং তাঁহার প্রহারেতে আমাদের পীড়ার উপশম হইল। আমরা সকলে মেষদের মত ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়াছিলাম, ও প্রতিজন বিপথগামী হইয়া আপন ২ পথে গিয়াছিলাম, পরমেশ্বর আমাদের সকলের অধর্ম্মের ভার তাঁহার উপরে দিয়াছেন। আমাদের পাপের সমুদায় প্রতিফল চাহা গেল, এবং তিনি তাহার দায়িরূপে তাহা ভোগ করিতে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি মুখ খুলিলেন না। যেমন মারিবার নিমিত্তে আনীত মেষের বাচ্চা ও লোমচ্ছেদনকর্ত্তার সম্মুখে মেষ গোঙ্গা হয়, সেই রূপ তিনি ও মুখ খুলিলেন না। তিনি কোন অনুচিত ক্রিয়া করিলেন না, এবং তাঁহার মুখে কোন প্রতারণাও পাওয়া গেল না; তথাপি তাঁহাকে দুঃখেতে মর্দ্দন করিতে পরমেশ্বরের অভিপ্রায় ছিল।"

দেখ, তিনি জন্মকাল অবধি মরণকাল পর্য্যন্ত দুঃখ ও শোক পরিচিত ছিলেন, এবং যদ্যপি তিনি সকল প্রাণির কর্ত্তা তথাপি আপনার বিষয়ে এই কথা কহিয়াছেন,

"বাসের নিমিত্তে খেঁকশেয়ালিদের গর্ত্ত ও শূন্যগামি পক্ষিদের বাসা আছে, কিন্তু আমার মস্তক রাখিবারও স্থান নাই।" যে স্থানে তিনি গিয়াছিলেন, সে স্থানে লোকদের উপকারের নিমিত্তে নানা প্রকার আশ্চর্য্য কার্য্য করিলেন, তথাপি তাহারা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বধ করিতে চেষ্টা করিল।

তাঁহার মরণের কিছু কাল পূর্ব্বে তিনি এক উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি শোকান্বিত হইয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে পিতঃ, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমার নিকটহইতে এই দুঃখভার যেন দূর হয়, কিন্তু আমার ইচ্ছা মত না হইয়া তোমার ইচ্ছা মত হউক; এবং অতি বেদনাতে ব্যাকুল হইয়া তিনি পুনর্ব্বার একান্ত রূপে প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর-হইতে রক্তের অতি বড় ফোটার ন্যায় ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল।

পরে সেই উদ্যানমধ্যে তাঁহার এক জন শিষ্য বিশ্বাসঘাতক হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দুষ্ট লোক-দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পন করিলে তাহারা তাঁহাকে বলেতে বিচারকর্ত্তার নিকটে লইয়া গেল, ও বিচারকর্ত্তা মিথ্যা সাক্ষ্যদ্বারা তাঁহাকে অপরাধী করিয়া কোড়া প্রহার করাইয়া ক্রুশ নামে যন্ত্রেতে বধার্থে সমর্পন করিল। তাহাতে রাজ্যকর্ত্তার সেনাগণ যীশুকে বিচার দালানে লইয়া গেল। তখন তাহারা তাঁহার বস্ত্র খসা-ইয়া লইয়া তাঁহাকে এক রক্তবর্ণ রাজবস্ত্র পরাইল, এবং এক কাঁটার মুকুট নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মস্তকে

দিল, ও তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বেত্র দিল, পরে তাঁহার সম্মুখে হাঁটু পাড়িয়া, হে যীহুদীয়দের রাজন্ নমস্কার ২ বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। পরে তাঁহার উপর থুক দিয়া মস্তকে বেত্র মারিল, এবং তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া তাঁহার গাত্রহইতে সেই রাজবস্ত্র উঠাইয়া লইল, এবং নিজ পরিচ্ছদ পরাইয়া তাঁহাকে ক্রুশে চড়াইতে লইয়া গেল; তখন তাহারা লোহার প্রেকদ্বারা তাঁহার হস্ত পাদ বিন্ধিয়া এক বড় কাষ্ঠের উপরে তাঁহাকে টাঙ্গাইল।

পরে তাহারা গুলী বাঁট করিয়া তাঁহার পরিচ্ছদ ভাগ ২ করিয়া লইল, তাহাতে "আমার পরিধেয় বস্ত্র তাহারা আপনাদের মধ্যে পরিবণ্টন করিল, ও আমার উত্তরীয় বস্ত্রের কারণ গুলী বাঁট করিল," এই যে কথা ভবিষ্যদ্বক্তা কহিয়াছিলেন, তাহা তখন সফল হইল। পরে তাহারা সেই খানে বসিয়া তাঁহার প্রহরী হইয়া থাকিল। এবং এই যীহুদীয়দের রাজা যীশু, তাঁহার মস্তকের উপরে এই অপবাদের লেখন লাগাইয়া দিল, এবং তাঁহার বাম ও দক্ষিণ দুই পার্শ্বে দুই চোরকে তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে চড়াইল। এবং পথিকেরা আপনাদের মস্তক নাড়িয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিল। পরে দুই প্রহর বেলা অবধি তিন প্রহর বেলা পর্য্যন্ত দেশ সমুদয় অন্ধকারাবৃত হইল, এবং তিন প্রহর সময়ে হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ, এইরূপ উচ্চৈঃশব্দে চেচাইয়া যীশু প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তদনন্তর তাঁহার কবর হইল, কিন্তু পূর্ব্বে তিনি যে রূপ কহিয়াছিলেন, সেই রূপে তিন দিবসানন্তর কবরহইতে পুনরুত্থান করিলেন। পরে চল্লিশ দিবস বহির্ভূত হইলে অনেক লোকের সাক্ষাতে স্বর্গারোহণ করিলেন। সে স্থানে থাকিয়া তিনি আপন মনোনীত লোকদিগের নিমিত্তে নিত্য২ ঈশ্বরের নিকটে নিবেদন করিতেছেন।

এই রূপে যীশু খ্রীষ্ট পাপি লোকদিগকে নিস্তার করিতে তাহাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণের এক উপায় করিলেন; অদ্যাপি তিনি আপন মতাবলম্বি লোকদিগের সাহায্যে ভবিষ্যদ্বক্তা, ও পুরোহিত, ও রাজার কার্য্য করিতেছেন; অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় পবিত্র আত্মাদ্বারা আপন লোকদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, ও পুরোহিতের ন্যায় তাহাদিগের পাপশান্তির নিমিত্ত এক উপযুক্ত বলি উৎসর্গ করিয়াছেন; যেমন শাস্ত্রে লিখিত আছে, "তিনি পাপের কারণ এক বলি উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে সর্ব্বদা উপবিষ্ট আছেন।" এবং তিনি রাজার ন্যায় আপন মণ্ডলীর মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, ও বাঞ্ছা সিদ্ধি হেতুক সেবকগণ সতত তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আছে।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক, ইহার প্রমাণ কথা।

পূর্ব্বে লিখিত আছে হিন্দুর দেবতাদের মধ্যে কোন দেবতাহইতে লোকদিগের ত্রাণ হইতে পারে না, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সকলের উপযুক্ত ত্রাণকর্ত্তা, অতএব পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে তাঁহাতেই বিশ্বাস করা লোকের অত্যাবশ্যক; কেননা তাঁহাতে বিশ্বাস ব্যতিরেকে আমরা কোন প্রকারে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারি না। ঈশ্বরের সকল কথা গ্রহণ করা, ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত ধারণ করা এই প্রকৃত বিশ্বাস।

ঈশ্বরীয় বাক্যদ্বারা আমরা জানিতেছি, যে সকল লোক পাপী হওয়াতে ঈশ্বরহইতে বিভিন্ন আছে, এবং তাহাদিগের মেলনোপায় হইয়াছেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট; অতএব এই সকল বাক্য গ্রহণ করিয়া আমাদের এই উপায় ধারণ করা কর্ত্তব্য, যেমন রোগযুক্ত লোক চিকিৎসকের প্রতি ভরসা না করিলে তাহার কাছে যায় না, ও খাতক হইলে মহাজনের প্রতি বিশ্বাস না করিলে তাহার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করে না, তেমনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস না করিয়া পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে কদাচ কেহ তাঁহার নিকটে যাইবে না। যদি আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা অনন্ত জীবন পাইতে চাহি, তিনি এমন অনন্ত জীবন দিতে ক্ষমতাবান্ আছেন, এমন

কথায় দৃঢ়রূপে আমাদের বিশ্বাস করিতে হয়। ইহা অন্তঃকরণে স্থির হইলে যেমন বালকগণ আপন পিতা মাতার প্রতি বিশ্বাস রাখে তেমনি আমাদেরও নিঃসন্দেহরূপে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করা আবশ্যক; কেননা শাস্ত্রে লিখিত আছে, "যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে সে দণ্ডপাত্র হইবে না, কিন্তু যে কেহ বিশ্বাস না করে সে এইক্ষণেই দণ্ডপাত্র হইয়াছে, যে হেতুক সে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনোই।" আরও লিখিত আছে, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহার অনন্ত পরমায়ু আছে; কিন্তু যে কেহ ঈশ্বরের পুত্রেতে বিশ্বাস না করে সে অনন্ত পরমায়ুর দর্শনও পাইবে না, কিন্তু সর্ব্বদা ঈশ্বরের ক্রোধ পাত্র হইয়া থাকিবে।"

খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিলে কি ফল হয় তাহার বিষয় এখন লেখা যাইতেছে।

যেমন ফলদ্বারা সকল বস্তুকে বিশেষ রূপে জানা যায় তেমনি খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের ফল জ্ঞাত হইলে তাঁহার মহত্ত্বও জানা যায়। পরন্তু বিশ্বাসেরও ফল এই, পাপের নিমিত্তে খেদ, ও তাহার প্রতি দ্বেষ, ও ঈশ্বরে ভক্তি, ও পাপের ক্ষমা, ও মনের পবিত্রতা, ও মরণ কালে সান্ত্বনা, ও অনন্ত জীবন।

ইন্দ্রিয় অভিলাষের ক্রিয়া এই, পরদার, ও বেশ্যাগমন, ও অশৌচ ক্রিয়া, ও কামাভিলাষ, ও বিগ্রহ পূজা,

ও মায়াবিত্তা, ও শত্রুতা, ও বিবাদ, ও দ্বেষ, ও ক্রোধ, ও কলহ, ও পার্থক্য, ও বিধর্ম্মাচরণ, ও ঈর্ষা, ও বধ, ও মত্ততা, ও রঙ্গরসাদি, এই সকল দুষ্ট ফল মানুষদের অন্তঃকরণহইতে উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু যাহারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে তাহারা এই সকল দুষ্ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিমিত্তে খেদান্বিত আছে, এবং তাহাদিগের পাপ দূর করিবার নিমিত্তে নানাবিধ দুঃখভোগ করিয়া দয়ালু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনার প্রাণ দিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া তাহাদের অন্তঃকরণেও অতিশয় শোক জন্মে। আর ইহকালে পাপের নিমিত্ত খেদ না করিলে পরকালে ঘোর নরকে খেদ করিতে হইবে; যেমন শাস্ত্রে লিখিত আছে, "খিদ্যমান লোকেরা ধন্য, কেননা তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।" কিন্তু যাহারা পাপ করাতে ভয় না করিয়া হাস্য পরিহাস করে তাহারা সন্তাপ পাইবে; কেননা পরলোক গত হইলে তাহারা পাপ প্রযুক্ত সতত বিলাপ ও ক্রন্দন করিবে।

পাপ প্রযুক্ত খেদ করিলে বিশ্বাসদ্বারা অন্তঃকরণে পাপের প্রতি দ্বেষ জন্মে; অনন্তর যে সকল মন্দ ক্রিয়া পূর্ব্বে উত্তম করিয়া জ্ঞান করিত, তখন বিশ্বাসি লোকেরা তাহাকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করে। এবং যেমন পূর্ব্বকালে কুক্রিয়াবশত ঈশ্বরে অবজ্ঞা ছিল, তখন তেমনি বিশ্বাসদ্বারা ঈশ্বরেতে প্রেমলক্ষণা ভক্তি চন্দ্রের ন্যায় মনের অন্ধকার বিনাশ করিয়া আপনি প্রকাশিত হয়।

আর বিশ্বাসের ফল পাপের ক্ষমা, কেননা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পরিত্রাণকর্ত্তা সর্ব্বতোভাবে পাপি লোকদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন; এই হেতুক লিখিত আছে, "তোমাদের পাপ সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ হইলেও বরফের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে, তাহা রক্তের মত রাঙ্গা হইলেও মেষের লোমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে," অর্থাৎ আমাদের যদ্যপি অতিশয় পাপ থাকে তথাপি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এমত যে প্রায়শ্চিত্ত তাহাতে আমাদের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা হইতে পারে।

আর বিশ্বাসের ফল মনের পবিত্রতা। যেমন পূর্ব্ব কালে আমরা সকল শারীরিক কুক্রিয়া করিতাম, তেমন খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসদ্বারা ধর্ম্মাত্মাকর্ত্তৃক ধর্ম্ম ও যথার্থ সত্যতা, প্রেম, আনন্দ, শান্তি, চিরক্ষমা, কোমলতা, ঔদার্য্য, বিশ্বাস, ক্ষান্তি, এই ফল দত্ত হয়। কেননা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপন লোকদিগকে পাপহইতে উদ্ধার করণার্থে অবতীর্ণ হইলেন, এই হেতুক বিশ্বাসি লোকেরা জানিয়া শুনিয়াও পাপ করিতে পারে না। যখন তাহারা পাপের বশীভূত ছিল, তখন তাহারা পাপ কার্য্য করিতে সন্তুষ্ট ছিল; কিন্তু এখণ তাহারা পাপের বশ না হইয়া পাপবিষয়ে মৃত আছে, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরেতে জীবৎ; এবং তাহারা নির্ম্মল ও পবিত্র অন্তঃকরণ পাওয়াতে নিয়ত ঈশ্বরের নিকটে দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করে।

আর বিশ্বাসের ফল এই, মরণকালে সান্ত্বনা, ও অনন্ত জীবন। পাপের প্রতিফল ঘোর নরক, ইহা

জানিয়াও দুষ্ট লোকেরা পাপে বিরক্ত না হইয়া অতি-শয় ত্রাসযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে; কিন্তু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসি লোক আপনাদিগের পরিত্রাণ কর্ত্তার সমুদয় ক্ষমতা জানিয়া ও তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের উপরে ভরসা রাখিয়া আহ্লাদযুক্ত হইয়া তাঁহার হস্তে আপ-নাদিগের প্রাণ সমর্পণ করে। যেমন শাস্ত্রে লিখিত আছে, তেমন মরণকালে তাহারাও বলিতে পারে, যথা। "তাম্বুরূপ আমাদের এই পার্থিব গৃহ ভগ্ন হইলেও ঈশ্বর নির্ম্মিত অহস্তকৃত ও অনন্তকালস্থায়ী আমাদের এক অজর গৃহ স্বর্গে আছে, ইহা আমরা জানি। অতএব এই শরীরে যত দিন উপস্থিত থাকি তত দিন যে প্রভুর নিকটে অনুপস্থিত হইতে হয় ইহা জানিয়া আমরা সর্ব্বদা সাহসী হই। এবং শরীরে অনুপস্থিত হইয়া যে প্রভুর নিকটে উপস্থিত হওয়া তাহাই শ্রেয়ঃজ্ঞান করিয়া আমরা সাহসিক হই।" খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসি লোক এই প্রকার মরিলে পর ঈশ্ব-রের বিচারের স্থানে গমন করিবেন, কিন্তু ঈশ্বর তাহা-দিগকে দণ্ড না করিয়া এই সুকথা কহিবেন, "হে উত্তম বিশ্বাসি ভৃত্য সকল, তোমরা ধন্য, আপন প্রভুর সুখ ভাগী হও।" তাহার পরে তাহারা ঈশ্বরের কাছে থাকিয়া তাঁহার মন্দিরে দিবা রাত্রি তাঁহাকে সেবা করিবে, তাহাদের আর ক্ষুধা ও পিপাসা থাকিবে না, আর তাহাদের গাত্রে রৌদ্র কিম্বা কোন উত্তাপ লাগিবে না, কেননা দয়ালু পরিত্রাণকর্ত্তা যিনি তিনিই তাহাদিগকে তৃপ্ত করিবেন, এবং অমৃত জলের উনইর

কাছে নিয়া যাইবেন, এবং ঈশ্বর তাহাদের চক্ষুঃহইতে সকল নেত্রজল মুছিয়া ফেলিবেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি অবিশ্বাসের ফল এই।

অবিশ্বাসের ফল এই, মনের কঠিনতা ও অনন্ত নরক। যেমন পীড়িত লোকের ঔষধ সেবন না হইলে রোগ-বৃদ্ধি হয়, তেমনি খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস না করিলে পাপ-বৃদ্ধি হয়; কিন্তু এই যে পাপ সে এক প্রকার মহা রোগ, যে হেতুক সামান্য রোগ মনুষ্যদিগকে অতিশয় দুঃখ দেয, কিন্তু এ রোগ সকলের সার যে চেতনা তাহারি বিনাশ করে ও অন্তঃকরণের কঠিনতা জন্মায়। অবিশ্বাস হইয়াছে এক প্রকার নিদ্রাজননের উপায়, কেননা যে জন তাহাকে সেবন করে সে পাপেতে অচৈতন্য হইয়া আপনারও হিতাহিত বিবেচনা রহিত হয়, সুতরাং তাহার জাগ্রদ্দশাও স্বপ্নাবস্থা তুল্য, এই হেতুক এই উপায়াবলম্বি লোকেরা ঈশ্বরকে ভয় না করিয়া পাপবৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমে২ আপনাদিগের সর্ব্বনাশ আপনারাই করাইতেছে। কিন্তু এই রূপে যদ্যপি তাহারা মরিয়া যাইতেছে তথাপি পাপেতে অচৈতন্য প্রযুক্ত আপনাদিগকে রক্ষা করিতে বিশ্বাসরূপ যে জীবনদায়ক ঔষধ তাহাও গ্রহণ করিতে চাহে না।

আর খ্রীষ্টেতে অবিশ্বাসের ফল হইয়াছে অশেষ নরকাগ্নি। মহা বিচারের দিবসে অবিশ্বাসি লোক সকল

পরমেশ্বরের মুখহইতে আপনাদের সেই অনন্ত মরণের দণ্ড পাইবে; কেননা যখন তিনি ধার্ম্মিক লোকদিগকে স্বর্গের মধ্যে একটা বসিবার স্থান দিবেন, তখন তিনি অবিশ্বাসি লোকদিগকে বলিবেন, "হে শাপগ্রস্ত সকল, যে অগ্নি শয়তান ও তাহার দূতগণের কারণ প্রস্তুত আছে, আমার নিকটহইতে সেই অগ্নিতে চলিয়া যাও; কেননা আমি ডাকিলাম, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলা না, আমি হস্ত বিস্তার করিলাম কিন্তু কেহ মানিলানা; পরন্তু আমার সকল পরামর্শ তোমরা অবজ্ঞা করিলা, ও আমার অনুযোগ শুনিতে ইচ্ছা করিলা না; সেই প্রযুক্ত তোমাদের বিপত্তিকালে আমি হাসিব, এবং তোমাদের ভয় উপস্থিত হওয়ার কালে পরিহাস করিব; তোমাদের ত্রাস যখন উপস্থিত হইবে, ও তোমাদের বিনাশ যখন ঘূর্ণা বায়ুর মত আসিবে, যখন প্রমাদ ও বিষম দুঃখ তোমাদের উপর ঘটিবে, তখন আমার কাছে প্রার্থনা করিলে, আমি শুনিব না।

এইরূপ দণ্ড পাইলে অবিশ্বাসী সকল, ও কাৰ্য্যকারী, ও বধকারী, ও বেশ্যাগামী, ও মায়াবী, ও বিগ্রহপূজক, ও মিথ্যাবাদী, সকলই ঈশ্বরহইতে ত্যক্ত হইবে, ও অগ্নি ও গন্ধকেতে প্রজ্বলিত সাগরে তাহাদের অধিকার হইবে, এবং তাহাদের যন্ত্রণার ধূম সর্ব্বদা উঠিবে, এবং তাহারা দিবারাত্রিতে বিশ্রাম পাইবে না।

হে প্রিয় লোক সকল, বিবেচনা করিয়া পাপবিষয়ে জাগ্রৎ হও, এবং যাবৎ তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও

কৃপা পাইতে পার তাবৎ তোমাদের মহাপ্রাণকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় ধর; কেননা দেখ এখন আমাদের শুভ সময়, ও আমাদের ত্রাণের দিবস উপস্থিত আছে, এই কারণ প্রভু য়ীশু খ্রীষ্ট সকল পাপি লোককে এই উত্তম কথা কহিতেছেন, "যে কেহ আমার কাছে আইসে আমি তাহাকে কোন ক্রমে দূর করিব না।" অতএব প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টেতে যদি বিশ্বাস কর, তবে তোমাদের পাপ সকল মার্জ্জনা করা যাইবে, এবং তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাত্র হইয়া ধর্ম্ম স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া ইহকালে ও পরকালে সুখি হইবা; অতএব প্রিয় ভাই সকল, আইস, দুষ্ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টের চরণ ধর, তবে তাঁহার মরণের দ্বারা তোমাদের অনন্ত জীবন হইবে।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS; FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1838.

[BENGALEE.]

School Book Series.] [No. 5.

PARABLES

OF

THE LORD JESUS CHRIST.

খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত কথা।

অপব্যয়ি পুত্রের কথা।

এক জন লোকের দুইটি পুত্র ছিল, তাহার মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে কহিল, যে হে পিতঃ, তোমার বিষয়ের যে অংশ আমি পাইব, তাহা আমাকে দেও; তাহাতে সে ব্যক্তি আপন বিষয় বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে দিলেন। কিছু দিন পরে ঐ কনিষ্ঠ পুত্র আপন সমস্ত ধন একত্র করিয়া অতি দূর দেশে গমন করিয়া সেখানে নানা অপব্যয়েতে ঐ সমস্ত ধন উড়াইয়া ফেলিল। এই রূপে সকল ধন ব্যয় হইলে পর ঐ দেশে বড় আকাল উপস্থিত হওয়াতে সে ব্যক্তি অতিশয় দুঃখিত হইতে লাগিল। তাহাতে খাইতে না পাইয়া ঐ দেশের কোন এক গৃহস্থের কাছে গিয়া চাকর থাকিল। এমন হইলে ঐ প্রভু তাহাকে শূকরের

2000 Copies. [Dec. 1830.

পাল চরাইতে ক্ষেত্রেতে পাঠাইতে লাগিল; আর সে ব্যক্তি ক্ষুধাতে শূকরের খাদ্য খোসা প্রভৃতি খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করিলেও তথাচ কেহ তাহাকে তাহাও দিত না। এই মতে কিছু দিন যায়, পরে চেতনা পাইয়া সে কহিতে লাগিল, যে হায়২ আমার পিতার নিকটে চাকরা করিয়া এমন কত লোক প্রচুর খাদ্য পাইতেছে, কিন্তু আমি ক্ষুধাতে মারা যাইতেছি; ধিক্২ এখনি উঠিয়া পিতার নিকটে যাইয়া কহিব, যে হে পিতঃ, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে পাপ করিয়াছি; এবং তোমার পুত্র হইবার অযোগ্য হইয়াছি; অতএব এক জন ক্রীত দাসের ন্যায় আমাকে রাখ। এ রূপ মনে স্থির করিয়া সে ব্যক্তি তখনি উঠিয়া পিতার নিকটে গমন করিল। কিন্তু সে অতি দূরে থাকিতে২ তাহার পিতা তাহাকে দেখিয়া স্নেহে দৌড়িয়া আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিল। তখন সেই পুত্র তাঁহাকে কহিল, যে হে পিতঃ, স্বর্গের বিপরীতে ও তোমার সাক্ষাতে পাপ করিয়াছি; অতএব এখন অবধি তোমার পুত্র হইবার যোগ্যপাত্র নহি। কিন্তু এমন কথা কহিতে২ তাহার পিতা আপন চাকরদিগকে আজ্ঞা

করিয়া কহিলেন, যে ও চাকর সকল, অতি উত্তম ২ বস্ত্র বাহির করিয়া আন, এবং অঙ্গুলীর আঙ্গুটী ও জুতা আনিয়া ইহাকে পরাইয়া দেও। তাহার পরে আমরা ভোজন করিয়া আনন্দ করি; কেননা এই যে আমার পুত্র সে এক প্রকার মরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার সজীব হইয়াছে, সে হারাণ গিয়া প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর ॥

জিজ্ঞাসা। ঐ যে ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল, তাহার উপমা কাহার সঙ্গে?

উত্তর। ঈশ্বরের সঙ্গে॥

জিজ্ঞাসা। ভাল, তবে সেই কনিষ্ঠ পুত্রের তুলনা কে হইবে?

উত্তর। তাবৎ মনুষ্যই হইবে॥

জিজ্ঞাসা। পিতার নিকটহইতে সে যে ধন লইয়া দূর দেশে গিয়াছিল এ কথা কি?

উ। তাহা কি জান, তাবৎ মনুষ্যই ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কুপথে গিয়াছে॥

জি। ভাল, সে যে দূর দেশে গিয়া মন্দ আচরণ করিয়া সকল ধন উড়াইয়া দিল ইহার ভাব কি?

উ। ভাব এই, যে সকলেই ঈশ্বরহইতে জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি ইত্যাদি যে ধন পাইয়াছে, তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থা মতে খরচ না করিয়া কেবল কুকর্ম্মেতে উড়াইয়া দেয়।

জি। ভাল, সে দেশে যে আকাল উপস্থিত হইয়াছিল, এ কথার মর্ম্ম কি ?

উ। মর্ম্ম এই, যেমন আকালে না খাইতে পাইয়া সকলে হাহাকার করিয়া বেড়ায়, তেমনি সুখের নিমিত্তে তাবৎ মনুষ্য হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে ॥

জি। ভাল, সে যে সেই দেশের এক জনের সঙ্গে মেল করিয়া তাহার কাছে চাকরী স্বীকার করিয়াছিল, তাহার ভাব কি ?

উ। তাহার ভাব এই, যে সকলেই ঈশ্বরকে ছাড়িয়া শয়তানের সঙ্গে মেল করিয়া তাহার এমন বশতাপন্ন হইয়া আছে, যে গোলামের অপেক্ষাও অধিক ॥

জি। ঐ গৃহস্থ যে শূকরের পাল চরাইবার জন্যে তাহাকে মাঠে পাঠাইয়া দিয়াছিল, ইহার অন্তরা কি ?

উ। ও কথার অন্তরা কি জান, যে ব্যক্তি শয়তানের চাকরী স্বীকার করে, শয়তান তাহাকে অতি নীচ কর্ম্ম করায়; অর্থাৎ মিথ্যা কথা কহা, ও চুরী, ও পরদার, ইত্যাদি অধম কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত করায় ॥

জি। ভাল, ঐ ব্যক্তি যে শূকরের খাদ্য সামগ্রী খাইয়া আপনার পেট ভরিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, ইহাতে কি বুঝায় ?

উ। এই বুঝায়, যে মনুষ্যেরা সুখের নিমিত্তে অতি জঘন্য কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কখনই সুখ পায় না ॥

জি। ভাল, তাহার পর সে যে চেতনা পাইয়া আপনার পিতাকে ও বাটীকে মনে করিয়াছিল, ইহারইবা তাৎপর্য্য কি ?

উ। তাৎপর্য্য এই, যে যাহারা ঈশ্বরকে ভুলিয়া পাপে রত হয়, তাহারা যত যাতনা পাইতে থাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে ততই সচেতন হইয়া পিতা ঈশ্বরকে ও পরকালের বিষয় সকলকে মনে করিতে থাকে॥

জি। পরে খেদেতে উঠিয়া ঐ দেশ ত্যাগ করিয়া সে যে পিতার কাছে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল, ইহার অভিপ্রায় কি ?

উ। কি জান, আমাদের সকলেরি পাপ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত॥

জি। ভাল, পিতা যে আরবার তাহাকে দূরহইতে দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া গিয়া গলা ধরিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন, ইহার ভাব কি ?

উ। ভাব এই, যে যাহারা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়া পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহাদের প্রতি ঈশ্বর পিতার ন্যায় স্নেহেতে পরিপূর্ণ হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন॥

জি। আর তাহাকে পরিধান করাইবার জন্যে ভাল ২ কাপড় আনিতে যে তাহার পিতা আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইহার অর্থ কি ?

উ। অর্থ কি জান, ঐ ভাল ২ কাপড় হইয়াছে যীশু খ্রীষ্টের পুণ্যস্বরূপ; তবে এখন পাপেতে আমরা সকলেই উলঙ্গ হইয়াছি, ইহার মধ্যে যাহারা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরের শরণাগত হয়, তাহাদের প্রাণকে তিনি সেই পুণ্যরূপ কাপড় পরাইয়া স্বর্গেতে লইয়া যান॥

জি। ভাল, এই কথার স্থূল তাৎপর্য্য কি ?

উ। স্থূল তাৎপর্য্য এই, যে আমরা চিরকাল ঈশ্বরের অনিষ্ট ক্রিয়া করিয়া আসিয়াছি, মনের মধ্যে এই চেতনা পাইয়া ঈশ্বরের কাছে গেলে তিনি যেন আমাদিগকে ক্ষমা করেন, ও পবিত্রাত্মা দিয়া আমাদের মনকে পবিত্র করেন, আর যীশু খ্রীষ্টের পুণ্যরূপ বস্ত্র আমাদিগকে পরাণ, এই প্রকার যেন প্রার্থনা করি॥

এক জন ধনবান্ আর লাজার নামক এক জনের কথা।

এক জন ধনবান্ লোক ছিল, সে প্রতিদিন বেগুনিয়া রঙ্গের উত্তম২ পোসাক ও উত্তম২ আহার বিহার ইত্যাদি করিয়া কাল যাপন করিত। আর লাজার নামে এক জন অতুর ভিক্ষুক সে ঐ ধনবানের মেজ ঝাড়া গুঁড়া গাঁড়া যাহা শেষ থাকিত, তাহাই খাইতে ইচ্ছা করিয়া তাহারি দ্বারে পড়িয়া থাকিত। সে ব্যক্তি এমনি দুর্দ্দশাগ্রস্ত যে কুকুর গুলা আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গের ঘা সকল চাটিত। পরে সে ব্যক্তি মরিল, ও স্বর্গীয় দূত আসিয়া তাহাকে স্বর্গে লইয়া ইব্রাহামের কোলে বসাইল। অপর সেই ধনি ব্যক্তিও মরিল, এবং তাহাকে গোর দেওয়া গেল, কিন্তু সে নরকে গিয়া পাড়িলে পর যখন যাতনাতে ঊর্দ্ধদিগে

তাকাইল, তখন অতি দূরহইতে স্বর্গমধ্যে ইব্রা-
হামের কোলে সেই লাজারকে দেখিয়া বড় কাত-
রেতে চেঁচাইয়া কহিতে লাগিল; যে হে পিতঃ
ইব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করিয়া এই স্থানে লাজা-
রকে পাঠাইয়া দিউন, কেননা এই অগ্নির শিখাতে আ-
মার ওষ্ঠাগত প্রাণ হইতেছে; অতএব অঙ্গুলীর আগা
জলে ডুবাইয়া সেই জলেতে আমার জিহ্বা শীতল
করিবেন। তাহাতে ইব্রাহাম কহিলেন, যে হে পুত্র,
মনে করিয়া দেখ, বাঁচিয়া থাকিতে কেবল বিষয়
সুখেতে চিরকাল কাটাইয়াছ; কিন্তু দেখ, লাজার অতি
দুঃখ পাইলেও তথাচ এখন সান্ত্বনা পাইয়াছে,
কিন্তু তুমি অশেষ যাতনা পাইতেছ। সে যাহা হউক,
এই ক্ষণে তোমার ও আমার মধ্যে যে একটা গভীর
খাত ব্যবধান আছে, তাহার নিমিত্তে তোমার ও খান-
হইতে কি আমার এখানহইতে পরস্পর উভয় স্থানে
কেহ যাতায়াত করিতে পারে না; অতএব লাজার কি
প্রকারে যাইবে? তখন সে ব্যক্তি কহিল, যে হে
পিতঃ, মিনতি করিয়া কহিতেছি, যদি এমন হয়
তবে বরং লাজারকে আমার বাটীতে পাঠাইয়া আ-
মার পাঁচ জন ভ্রাতাকে এ বিষয় জানাও, কেন না

পাছে তাহারাও এই ভয়ানক যাতনাতে আসিয়া পড়ে। তাহাতে ইব্রাহাম কহিলেন, তাহাদের নিকটে মূসার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থ আছে, অতএব তাহারা যদি সেই গ্রন্থের কথা মানে, তবে তাহাদের এরূপ ঘটিবে না। তখন সে কহিল, যে হে পিতঃ,ইহাতে তাহাদের বিশ্বাস হইবে না, কিন্তু মৃত লোকহইতে যদি কেহ তাহাদের কাছে যায় তবে তাহারা অবশ্যই বিশ্বাস করিবে। তখন তিনি কহিলেন, যে শুন, তাহারা যদি মূসাকে ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে না মানে, তবে কোন জন মৃত্যুহইতে উঠিলেও তাঁহাকে মানিবে না॥

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর।

জিজ্ঞাসা। ঐ গরীব লাজার যে স্বর্গে গেল, আর ঐ ধনবান্ লোক যে নরকে গেল, এ কথার মধ্যে উপদেশ কি আছে ?

উত্তর। এই উপদেশ আছে, যে ধনবান্ হউক, কি গরীব হউক; ঈশ্বর কাহারও অনুরোধ রাখেন না, সকলকেই সমান জ্ঞান করেন॥

জি। ঐ ভাগ্যবন্ত লোক যে ঐহিক সুখেতে কাল কাটাইয়া ছিল, আর ঐ লাজার যে বড় ক্লেশে কাল কাটাইয়া ছিল, ইহাতে কি উপদেশ পাওয়া যায় ?

উ। পাওয়া যায় এই, যে ঐহিকের সুখদুঃখ দেখিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ এবং পরকালের ভাল মন্দ জানা যায় না॥

জি। ভাল, মরিয়া এক জন স্বর্গে গেল, আরএক জন নরকে পড়িল, ইহাতে কি প্রমাণ পাওয়া যায়?

উ। এই প্রমাণ আইসে, যে মরিলে পর হয়তো স্বর্গে নয়তো নরকে যাইতে হইবে, ইহা ভিন্ন স্থান নাই॥

জি। এ কথার সার উপদেশ কি?

উত্তর। সার উপদেশ এই, যে কেহ যেন গরীবলোককে তুচ্ছ না করে, আর ভাগ্যবন্ত হইবার চেষ্টাতে মনকে না আট্‌কাইয়া যাহাতে পরিত্রাণ হয় এমন আকিঞ্চন করিবে॥

তোড়ার কথা।

কোন এক মহাজন দূর দেশে যাইবার সময়ে বাটীর চাকরদিগকে ডাকিয়া কতক গুলীন টাকা বিভাগ করিয়া যাহার যেমন সাধ্য তাহার ঠাঁই তেমনি গচ্ছিত করিলেন; অর্থাৎ কাহাকে পাঁচ তোড়া, ও কাহাকে দুই তোড়া, ও কাহাকে এক তোড়া এই রূপ গচ্ছিত করিয়া তিনি যাত্রা করিলেন। পরে যাহার ঠাঁই পাঁচ তোড়া ছিল, সে ঐ টাকা লইয়া ব্যাপার বাণিজ্য করিয়া আর পাঁচ তোড়া লাভ করিল।

এবং যে দুই তোড়া পাইয়াছিল সেও তেমনি দ্বিগুণ উপায় করিল। কিন্তু যে এক তোড়া পাইয়াছিল সে করিল কি না মাটীতে একটা গর্ত্ত কাটিয়া তাহার মধ্যে ঐ টাকা গুলি পুঁতিয়া লুকাইয়া রাখিল। পরে কতক কাল বাদে ঐ মহাজন বাটীতে আসিয়া যখন চাকরদিগের কাছে ঐ টাকার হিসাব লইতে বসিল, তখন যাহার ঠাঁই পাঁচ তোড়া রাখিয়া ছিল, সে দশ তোড়া টাকা লইয়া আসিয়া কহিল, যে হে মহাশয়, তুমি আমার ঠাঁই পাঁচ তোড়া রাখিয়াছিলা; আমি ব্যাপার করিয়া তাহা দশ তোড়া করিয়াছি। তাহার কর্ত্তা তাহাকে কহিল, ধন্য হে উত্তম বিশ্বাসি ভৃত্য, অল্প বস্তুতে বিশ্বস্ত হইলা; তোমাকে বহু বস্তুর উপর অধ্যক্ষ করিয়া রাখিব, তুমি আপন প্রভুর সুখামোদে প্রবেশ কর। এবং যাহার কাছে দুই তোড়া ছিল, সেও তেমনি আসলের দ্বিগুণ চারি তোড়া আনিয়া উপস্থিত করিয়া কহিল, যে এই দেখ মহাশয়, আমার ঠাঁই যে দুই তোড়া টাকা রাখিয়াছিলেন, তাহার ব্যাপার করিয়া দ্বিগুণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ মহাজন তুষ্ট হইয়া তাহাকে সাধুবাদ করিয়া কহিলেন, যে হে বি-

খাসি চাকর, অল্প বিষয়েতে বিশ্বস্ত হইয়াছ; অতএব তোমাকে অনেকের উপরে অধ্যক্ষ করিব, আমার সুখেতে সুখী হও। তাহার পর যাহার কাছে এক তোড়া গচ্ছিত ছিল, সে সেই তোড়া সঙ্গে লইয়া আসিয়া কহিল, যে হে মহাশয়, পূর্ব্বাবধি তোমাকে কঠিন বলিয়া জানি, কেননা যেখানে বুন নাই সেই খানে কাট, আর যে খানে ছড়াও নাই সেই খানেতেই কুড়াও, এই কারণ তোমার তোড়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলাম, অতএব এখন তোমার ধন তুমি বুঝিয়া লও। তখন সে মহাজন উত্তর করিল, যে ওরে দুষ্ট অলস চাকর, যেখানে বুনি নাই সেই খানে কাটি, আর যেখানে ছড়াই নাই সেখানে কুড়াই, এমন যদি জানিয়াছিলা, তবে কি বুঝিয়া আমার টাকা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলা? যদ্যপি বেণিয়ার দোকানে রাখিতা তবেতো সুদসমেত আসল পাইতে পারিতাম; ইহা বলিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, যে ইহার ঠাঁই সকল টাকা কাড়িয়া লইয়া যাহার ঠাঁই দশ তোড়া আছে তাহাকে দেও; কেনন৷ যে২ লোকের কাছে আছে তাহাকে আরও অধিক দেওয়া যাইবে,

আর যাহার২ নিকটে বৃদ্ধি পায় না তাহার কাছে যে কিছু আছে, বরং তাহাও কাড়িয়া লওয়া যাইবে, ইহা বলিয়া পুনশ্চ আজ্ঞা দিলেন, যে এই দুষ্ট চাকরকে লইয়া যে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে দন্তের কিড়িমিড়ি হইতেছে ঐ স্থানে ফেলিয়া দেও॥

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর।

জিজ্ঞাসা। ঐ মহাজন যে চাকরের কাছে ধন গচ্ছিত করিয়া বিদেশে গিয়াছিল, ইহাতে কি বুঝায়?

উত্তর। বুঝায় এই, যে যাহাতে ত্রাণ পাওয়া যায়, এবং পরের উপকার করা যায়, অশেষ বিশেষ এমন উপায় ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন॥

জি। ঐ দুই চাকর যে সেই ধন লইয়া ব্যাপার করাতে শেষে মহাজনের কাছে গিয়া সুখী হইয়াছিল, এ কথার ভাব কি?

উ। তাহার ভাব এই, যেং বিষয় ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা লইয়া আপনার এবং পরের মঙ্গলের জন্যে ধর্ম্ম ব্যাপার করিলে ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে আরও অধিক পাওয়া যায়, অথচ শেষে স্বর্গবাস করা যায়॥

জি। ভাল, ঐ চাকর যে এক তোড়া পাইয়া মাটীর মধ্যে পুঁতিয়া রাখিয়া ছিল, তাহার ভাব কি?

উ। ভাব কি জান, এমন কোন২ লোক আছে যে ত্রাণের উপায় পাইলেও তথাপি তাহাতে যত্ন করে না।।

জি। ভাল, তাহা যেন হইল; সে চাকর হইয়া যে মনিবকে অন্যায়ী কহিয়াছিল, ইহার অভিপ্রায় কি?

উ। অভিপ্রায় এই, যে কত ২ লোক এমন আছে, যে ঈশ্বরের উপরে দোষ দিয়া আপনার দোষ ঢাকিতে চাহে ॥

জি। আর সে যে মনিবের কাছে উত্তর পাইয়া নীরব হইয়া থাকিল, ইহারি বা ভাব কি?

উ। তাহার ভাব এই, যে মহাবিচারের দিনেতে ঈশ্বরের বিচারে যখন দোষী হইবে, তখন কাহারও উত্তর দিবার শক্তি থাকিবে না।।

জি। ভাল, তাহাকে বাহির করিয়া অন্ধকারের মধ্যে ফেলিতে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইহাতে কি বুঝা যায়?

উ। বুঝা যায় এই, ঈশ্বরের বিচারেতে দোষী হইলে স্বর্গের বাহিরে আছে যে অন্ধকারময় ও দুঃখময় নরককুণ্ড, তাহার মধ্যে দোষি ব্যক্তিকে ফেলিতে ঈশ্বর আপনি আজ্ঞা করিবেন ॥

জি। এই কথার স্থূল অভিপ্রায় কি?

উ। স্থূল অভিপ্রায় এই, যে ত্রাণ পাইবার নিমিত্তে যে উপায় খ্রীষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে মনোযোগ কর। তাহা না করিলে শেষ দিনে দোষী হইয়া নরকেতে ডুবিবা।।

নিৰ্দ্দয় চাকরের কথা ॥

কোন এক জন রাজা চাকরদিগের সহিত হিসাব করিতে আরম্ভ করাতে, তাঁহার কোন চাকর তিন কোটি টাকার দায়েতে দেনাদার হইয়াছে, এমন স্পষ্ট হইল; কিন্তু সে যে ঐ দেনা পরিশোধ করিয়া উঠে তাহার এমন কিছু মাত্র যোত্র ছিল না, এই নিমিত্তে রাজা তাহার স্ত্রী পুত্র বাটী প্রভৃতি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া লইতে আজ্ঞা দিলেন। এমন হইলে ঐ চাকর অতিশয় কাতর হইয়া রাজার চরণে পড়িয়া কাকুতি মিনতি পূর্ব্বক কাঁদিয়া কাটিয়া কহিতে লাগিল, যে হে প্রভো, আমাকে কিছু দিন ক্ষমা করুন, তবেই আমি এ দেনা পরিশোধ করিব। তখন রাজা চাকরের এ রূপ ক্রন্দন দেখিয়া দয়াতে আপনার পাওনা ক্ষমা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু ঐ চাকর যখন বাহির হইয়া যায়, তখন রাজার অন্য যে এক জন চাকরের কাছে উহার এক শত সিকী পাওনা ছিল, হঠাৎ তাহার সহিত দেখা হওয়াতে করিল কি না তাহার গলা টিপি দিয়া কহিতে লাগিল, যে ওরে তুই আমার যে টাকা ধারিস, তাহা এখন দিবিতো দে।

তাহাতে সে ব্যক্তি তাহার পায়ে পড়িয়া কাকুতি মিনতি করিয়া কহিতে লাগিল, যে ওহে ভাই, আর অল্প দিন আমাকে ক্ষমা কর, তবেই আমি তোমার টাকা পরিশোধ করিব। কিন্তু তথাপি সে তাহা স্বীকার না করিয়া যত দিন টাকা দিতে না পারে তত দিনের জন্যে তাহাকে কারাগারে আটকাইয়া রাখিল। অতএব রাজার অন্যান্য চাকরেরা তাহার ঐ কাণ্ড দেখিয়া মনে২ দুঃখিত হওয়াতে রাজার কাছে গিয়া ঐ সকল ব্যাপার নিবেদন করিল। এমন হইলে রাজা সেই নির্দ্দয় চাকরকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিতে লাগিলেন, যে ওরে দুষ্ট চাকর, তুমি যখন ক্ষমার নিমিত্তে আমার পায়ে আসিয়া গড়িয়া পড়িয়াছিলা, তখন আমি তোমাকে কাতর দেখিয়া যেমন দয়াতে সকল পাওনা গণ্ডাই ক্ষমা করিয়াছিলাম, তেমনি তাহার প্রতি কি দয়া করা তোমার উচিত ছিল না? ইহা বলিয়া রাজা যে পর্য্যন্ত সে দেনা শোধ না করিবে, তাবৎ তাহাকে প্রহার করিতে কোটালের হাতে সমর্পণ করিলেন।

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর।

জিজ্ঞাসা। ঐ রাজা যে আপনার চাকরদের সঙ্গে হিসাব করিতে বসিয়াছিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?

উত্তর। তাৎপর্য্য কি জান, ঈশ্বর যে সকলেরি বিচার করিবেন ঐ কথাটা তাহারি নিদর্শন॥

জি রাজার কাছে যে এক জন চাকর তিন কোটি টাকার দেনাতে পড়িয়াছে, এমন ব্যক্ত হইল ইহার অভিপ্রায় কি?

উত্তর। তাৎপর্য্য এই, যে পাপ করিয়া আমরা সকলেই ঈশ্বরের কাছে অতিবাদ দেনাদার হইয়াছি॥

জি। ভাল, ঐ চাকরের যাহাতে সে দেনা শোধ পড়ে, এমন কিছু যোত্র ছিল না, ইহার ভাবার্থ কি?

উ। ভাবার্থ এই, যে যাহাতে পাপ ক্ষয় হয় এমন কর্ম্ম আমাদের হইতে হইয়া উঠে না॥

জি। রাজা যে ক্রোধ করিয়া ঐ ব্যক্তির সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া লইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইহাতে কি বুঝা যায়?

উ। বুঝাযায় এই, যে ঈশ্বর পাপিদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাদিগকে নরকে ফেলিবেন॥

জি। ভাল, ঐ চাকর রাজার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পর রাজা যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?

উ। তাৎপর্য্য এই, যে যদি কেহ যীশু খ্রীষ্টের নাম লইয়া পাপক্ষমা চাহে, তবে তাহাকেও ঈশ্বর ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন॥

জি। ঐ তিন কোটি টাকা দেনাদারের কাছে যে আর এক জন চাকরের পাঁচিশ টাকা দেনা ছিল, ইহার অভিপ্রয় কি?

উ। অভিপ্রায় কি জান, আমাদের কাছে কোন মানুষের অপরাধ, আর ঈশ্বরের কাছে আমাদের অপরাধ, এ দুইয়েতে পরস্পর তুলনা করিতে গেলে আমাদের কাছে মানুষের অপরাধ অতি লঘু বোধ হয়?

জি। ভাল, ঐ নির্দ্দয় চাকরের ন্যায় যাহারা পরের প্রতি দয়া না করে, ঈশ্বর তাহাদিগকে কি করিবেন?

উ। তিনি চিরদিনের নিমিত্তে সেই অপরাধের ভোগ ভোগাইতে তাহাদিগকে নিয়া গিয়া একেবারে নরকে ফেলিবেন॥

জি। এই কথার স্থূল তাৎপর্য্য কি?

উ। স্থূল তাৎপর্য্য এই, যে খ্রীষ্টের শরণাগত হইয়া আগে ঈশ্বরের কাছে পাপক্ষমা প্রার্থনা কর, দ্বিতীয়, পরের প্রতি দয়া কর॥

অন্যায় বিচারের কথা।

কোন নগরে এক জন বিচারকর্ত্তা ছিল, সে ঈশ্বরকে ভয় করিত না, এবং মানুষগুলাকেও তৃণ জ্ঞান করিত, অপর ঐ নগরবাসি একটি বিধবা স্ত্রীলোক আসিয়া বিপক্ষের বিষয়ে বিচার করিতে তাহার কাছে নালিশ করিল। তাহাতে ঐ বিচারকর্ত্তা

কতক দিন পর্য্যন্ত আসলে তাহার কথাই শুনে না; কিন্তু তাহার পর ঐ বিধবা স্ত্রীর পুনঃ ২ আনাগোনা দেখিয়া সে মনে ২ ঠাহরিতে লাগিল, যে আমি তো ঈশ্বরকে কি মানুষকে কাহাকেই ভয় করি না, এবং মানিও না; কিন্তু তথাপি ঐ বিধবা স্ত্রীর নিমিত্তে বিচার করিতে হইল; কেননা কি জানি ঐ ব্যক্তি পনঃ ২ আসিয়া পাছে আমাকে বিরক্ত করে।

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর ॥

জি। ঐ দুঃখি বিধবার কথাতে কি ২ উপদেশ পাওয়া যায় ?

উ। এই উপদেশ পাওয়া যায়, যে পাপক্ষমার নিমিত্তে এবং মনপরিস্কার করিবার জন্যে আর অন্য সকল বস্তুর নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা আমাদের উচিত কর্ম্ম॥

জি। ঈশ্বর কি আমাদের পাপক্ষমা করিবেন ?

উ। হাঁ, তিনি কহিয়াছেন, যে যদি কেহ খ্রীষ্টের শরণাগত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে অবশ্য ক্ষমা পাইবে॥

জি। ভাল, তিনি আমাদের মনকে শুদ্ধ করিবেন কি না ?

উ। হাঁ, তাহাও বলিয়াছেন, যে যদি কেহ প্রার্থনা করে, তবে পবিত্র আত্মা দিয়া তাহার মনকে পবিত্র করিবেন॥

জি। ভাল, পাপক্ষমার নিমিত্তে এবং শুদ্ধমনা হইবার জন্যে কেমন করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়?

উ। ঐ বিধবার মত প্রতিদিন একান্তমনে প্রার্থনা করিতে হয়॥

জি। ভাল, প্রার্থনা করিবা মাত্র কি ঈশ্বর শুনেন না?

উ। হাঁ, অবশ্য কখনি শুনেন॥

জি। প্রার্থনা করিলে কি তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে চাহেন না?

উ। হাঁ, অবশ্য পূর্ণ করিতে চাহেন; কেননা তিনি নিজে প্রেমময়॥

জি। ভাল, তবে এমন দৃঢ় প্রার্থনা করিলেও যে তিনি বিলম্বে ফল দেন, ইহার কারণ কি?

উ। কারণ কি জান; আমাদের মন যেন কেবল তাঁহাতেই লাগিয়া থাকে, আর যাহাং দেন তাহাতে যেন আমরা সমূহ আদর করি, এই অভিপ্রায়েতে তিনি বিলম্ব করেন॥

জি। ভাল, এই প্রকরণেতে সকল কথার সার কি?

উ। ঐ সকল কথার সার এই, যে খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাতেই আমাদের মঙ্গল হইতে পারে॥

ফিরুশী ও পাটওয়ারীর কথা।

এক সময়ে এক জন ফিরুশী লোক আর এক জন পাটওয়ারী লোক এই দুই জনে প্রার্থনা করিবার

জন্যে ঈশ্বরের মন্দিরেতে প্রবেশ করিল। পরে ফিরূশী ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইয়া মন্দিরের এক পার্শ্বে থাকিয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিল, যে হে ঈশ্বর, আমি অন্যান্য লোকের মত লূটিয়ারা, ও অন্যায়ী, কি পারদারিক, তাহা নই। এবং ঐ পাটওয়ারীর মতও নই। বরং প্রতি সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন উপবাস করি, এবং নিজ ধনের দশ ভাগের এক ভাগ দান করিয়াও থাকি, এমন যে আমি, হে ঈশ্বর, আমার স্তব মিনতি শুন। কিন্তু পাটওয়ারী ব্যক্তি অতি দূরে থাকিয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, যে হে ঈশ্বর, পাপী যে আমি, আমাকে দয়া করুন। এই উভয়ের বিষয়ে খ্রীষ্ট শিষ্যদের কাছে কহিতেছেন, যে হেদে দেখ, এই ফিরূশী অপেক্ষা বরং এই পাটওয়ারী নির্দ্দোষ হইয়া আপন বাটীতে গমন করিল। যে হেতুক আপনাকে বড় জানাইলে ছোট হইতে হয়; কিন্তু যে আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করে, সে অবশ্য মহিমাযুক্ত হইবে॥

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর ॥

জিজ্ঞাসা। ঐ ফিরুশী কোথাকার লোক?

উ। সে যিহূদীয় লোক বটে, কিন্তু তাহাদের একটা বিশেষ মত ছিল॥

জি। পাটওয়ারী সে আবার কেটা?

উ। জান না, প্রজাদের কাছে যাহারা রাজকর আদায় করে, ঐ ব্যক্তি সেই প্রকার লোক॥

জি। কি জন্যে ঐ দুই জন মন্দিরে গিয়াছিল?

উ। প্রার্থনা করিতে গিয়াছিল॥

জি। ভাল, মন্দিরে গিয়া ফিরুশী যে এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল, ইহার ভাব কি?

উ। ভাব কি জান, সে যে সকল অপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক তাহার মনের মধ্যে এমন একটা ভাণ ছিল, পাছে কেহ তাহাকে ছোঁয়, এই ভয়েতে এক ভিতে দাঁড়াইয়াছিল॥

জি। কেবল এই মাত্র কারণ না আর কিছু ছিল?

উ। হাঁ ছিল বৈকি, সে যখন প্রার্থনা করে তখন যেন তাহাকে সকলেই দেখিতে পায়, এই এক ধ্যান তাহার মনে২ ছিল॥

জি। সে যে প্রকার প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাতে কেমন বোধ হয়?

উ। তাহাতে এই বোধ হয়, যে উহার মনেতে বড় অহঙ্কার ছিল॥

জি। ভাল, পাটওয়ারী যে দূরে দাঁড়াইয়াছিল, ইহার কারণ কি?

উ। কারণ কি জান, সে অন্যান্য পূজক অপেক্ষা আপনাকে সামান্য লোক জ্ঞান করিত, এই জন্যে দূরে দাঁড়ায়াছিল॥

জি। ভাল, প্রার্থনাসময়ে সে যে অধোবদন হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়াছিল, ইহার ভাব কি?

উ। ভাব এই, যে সে পরমেশ্বরকে সত্য ও নির্ম্মল ও সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম জ্ঞান করিয়া আপনাকে নিতান্ত দোষী ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়াছিল। ফলতঃ সে ব্যক্তি আপন পাপের বিষয়ে খেদিত হইয়া নরম মনেতে প্রার্থনা করিয়াছিল॥

জি। ভাল, ঈশ্বর যে ঐ ব্যক্তির প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া ফিরূশীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন, ইহার অভিপ্রায় কি?

উ। এ বিষয়ে বুদ্ধিতে এই লয়, যে আপনাদের দোষের নিমিত্তে কাতর হইয়া প্রার্থনা করে, তাহাদের প্রার্থনাই ঈশ্বর শুনেন, নতুবা অহঙ্কারির প্রার্থনা শুনেন না॥

জি তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

উ। আপনাকে পাপী এবং অযোগ্য জ্ঞান করিয়া খ্রীষ্টের নাম লইয়া ঈশ্বরের কাছে পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করাই আমাদের সকলের উচিত॥

সৎশমরোণীর কথা।

এক জন পথিক যিরূশালম নগরহইতে যিরুখু নগরে যাইতেছিল, এমত সময়ে হঠাৎ পথের মধ্যে কতক গুলা ডাকাইতের হাতে পড়িল, ঐ ডাকাইত সকল উহার কাপড়চোপড় সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাকে প্রায় আধমারা করিয়া ফেলিয়া গেল। পরে এক জন যাজক ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে ব্যক্তি পথের মাঝে ঐ মৃত প্রায় ব্যক্তিকে দেখিলেও কিছু না বলিয়া পথের আর এক পাশ দিয়া চলিয়া গেল। অপর যিহূদী দেশীয় লৈব্য বংশজাত আর এক জন লোক ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সেও তাহাকে ঐ মত দেখিয়াও লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার পর শমরোণ দেশীয় এক জন লোক সেই পথে যাইতে২ দেখিল, যে এক ব্যক্তি মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে; অতএব সে দয়াযুক্ত হইয়া নিকটে উপস্থিত পূর্ব্বক তাহার যে থানে২ কোপের দাগ ছিল সেই সকল স্থানে ঔষধ দিয়া তাহার উপরে পটী বাঁধিল। পরে আপনার সওয়ারির উপরে তাহাকে চড়াইয়া এক সরাইতে নিয়া গিয়া তাহার সেবা করিল, এবং

পর দিন গমন কালে ঐ সরাইয়ের কর্ত্তাকে দুইটি সিকী দিয়া কহিল, যে তুমি এই ব্যক্তির তত্ত্ব করিবা, ইহাতে যদি দুই সিকীর অধিক খরচ লাগে তবে আইসন কালে তাহা দিব।

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর ॥

জিজ্ঞাসা। যে ব্যক্তি ডাকাইতের হাতে পড়িয়াছিল, সে কোন দেশের লোক?

উ। সে য়িহূদা দেশীয় লোক॥

জি। আর যিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি কোথা কার লোক?

উ। তিনি শমরুণ দেশীয় লোক॥

জি। ভাল, য়িহূদীয় লোকেতে আর ঐ শমরুণীয় লোকেতে পরস্পর প্রীতি ছিল, কি শত্রুতা ছিল?

উ। হঁা, শত্রুতাই ছিল বটে॥

জি। তবে ঐ শমরোণী যে শত্রুর প্রতি এমন প্রীতির কর্ম্ম করিয়াছিল, ইহাতে কি বোধ হয়?

উ। বোধ হয়, যে পরকে আত্মতুল্য জ্ঞান কর, এই যে একটা ঈশ্বরের প্রধান আজ্ঞা, ইহা কেমন করিয়া হয়, তাহারি একটা নিদর্শন এই হইবে॥

জি। তবে কি শত্রুতেই প্রেম করিতে হয়?

উ। হঁা, শত্রু মিত্র দুইতে প্রেম করিতে হয়॥

জি। ভাল, ঐ কথার আর কোন ভাব আছে কি না?

উ। হাঁ, আর এইও এক ভাব আছে, যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের সকলের প্রতি যে প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একটা নিদর্শন ঐ কথা॥

জি। সে আবার কেমন?

উ। দেখ, পাপেতে করিয়া আমরা সকলে তাঁহার শত্রু হইলেও তথাপি আমাদের রক্ষার নিমিত্তে তিনি আপন প্রাণ দিলেন॥

জি। এই প্রকরণের সার কি?

উ। উহার সার এই, যে সাধ্যানুসারে সকলের মঙ্গল চেষ্টা কর। আর যিনি সকলের রক্ষার জন্যে এ জগতে আইলেন, সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর॥

ডুম্বুর গাছের কথা॥

এক ব্যক্তি আপন দ্রাক্ষা বাগানের ভিতরে একটি ডুম্বুর গাছ পুতিয়াছিল, পরে ঐ গাছ ক্রমে ২ বড় হইলে সে ব্যক্তি আসিয়া তাহার ফল তত্ত্ব করিত, কিন্তু একটা ফলও না পাওয়াতে সে মালিকে ডাকিয়া কহিল, যে ওহে মালি, আজি তিন বৎসর ধরিয়া এই গাছের ফল তত্ত্ব করিতেছি, কিন্তু একটাও তো কখন পাওয়া গেল না; অতএব ঐ গাছটাকে কাটিয়া ফেল, মিথ্যা স্থান যোড়া করিয়া কেন রাখিব। তাহাতে

মালী কহিল, যে হে মহাশয়, ওটা আর এক বৎসর থাকুক। আচ্ছা করিয়া উহার গোড়া খুঁড়িয়া পাইট করিয়া দেখি। ইহাতে যদ্যপি ফল ধরে তবে ভালই, নতুবা কাটিয়া ফেলিবেন ॥

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর ॥

জিজ্ঞাসা। ঐ বাগানের কর্ত্তা যে ফলের আশাতে বাগানের মধ্যে একটা ডুম্বুরের গাছ আনিয়া পুতিয়াছিলেন, এ কথার অভিপ্রায় কি?

উত্তর। আমরা ঈশ্বরের মনের মত কর্ম্ম করিব এই জন্যে যেখানে তাঁহার কথা শুনা যায় এমন স্থানেতে আমাদিগকে রাখিয়াছেন, এই তাঁহার অভিপ্রায় জানিবা ॥

জি। ভাল, ঐ কর্ত্তা ব্যক্তি বার২ আসিয়া ফল না পাওয়াতে যে কাটিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, এ কথার তাৎপর্য্য কি?

উ। তাৎপর্য্য এই, যে যাহারা২ সৎকর্ম্মের উপদেশ পুনঃ২ পাইলেও মানে না, তাহাদিগকে কাটিতে অর্থাৎ নরকে ফেলিতে পরমেশ্বর আজ্ঞা দিবেন ॥

জি। ঐ বাগানের মালী কেটা?

উ। যাহারা ঈশ্বরের কথা কহিয়া লোকদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ দেয় তাহারাই ॥

জি। মালী আজিয়া যে কর্ত্তার কাছে আর এক বৎসর বিলম্ব প্রার্থনা করিল, ইহার অভিপ্রায় কি?

উ। উহার ভাব এই, যে কি জানি যদি লোকের মন ফিরে এই অভিপ্রায়েতে ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশকেরা তাঁহার কাছে এই প্রার্থনা করে, যে হে ঈশ্বর, আরও কিছু দিন ক্ষমা কর॥

জি। এই উপাখ্যানের ফলিতার্থ কি?

উ। ফলিতার্থ এই, যে পাপত্যাগ করিয়া এখনি খ্রীষ্টে বিশ্বাস কর, এবং সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও; তাহা না হইলে কি জানি পাছে ঈশ্বর আর ধৈর্য্য না করিয়া হঠাৎ এখনি নরকে ফেলিয়া দেন॥

নির্ব্বুদ্ধি ধনবানের কথা॥

এক জন ধনবানের ভূমিতে অপরিমিত শস্য উৎপন্ন হওয়াতে সে মনে২ ভাবিতে লাগিল, যে এতো শস্য যে রাখি আমার তো এমন স্থান নাই; অতএব কি করিব? ইহা ভাবিতে২ শেষে স্থির করিল, এই যে আমার যুত গোলা আছে সে সকল ভাঙ্গিয়া বড়২ করিয়া বাঁধিব, তাহা হইলে সকলি তাহার মধ্যে রাখিতে পারিব। তাহার পর আপন মনকে ইহা বলিয়া বুঝাইব, যে ও মন, তোমার আর ভাবনা কি?

এই দেখ, অনেক দিন কাটাইবার মত কতো গোলা২ শস্য থাকিল। অতএব এখন কিছু কাল খাইয়া পিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া বিশ্রাম কর। এই রূপ মনে২ স্থির করিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে এই কথা কহিলেন, যে ও নির্ব্বুদ্ধি মানুষ, তুমি যে আজি রাত্রিতে মরিবা; অতএব তোমার এ সকল সঞ্চিত বিষয় কেটা ভোগ করিবে ?

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর ॥

জিজ্ঞাসা। ভাল, শাস্ত্রেতে ঐ ব্যক্তিকে নির্ব্বুদ্ধি করিয়া লেখে কেন ?

উত্তর। তাহার তিন কারণ আছে ॥

জি। প্রথম কারণ কি ?

উ। কি জান, সে ব্যক্তি পরমেশ্বর অপেক্ষায় ধন ভাল বাসিত ॥

জি। দ্বিতীয় কারণটা কি ?

উ। দ্বিতীয় কারণ এই, যে ঈশ্বরহইতে সুখ হয়, এমন বিবেচনা না করিয়া সে মনে২ করিয়াছিল, যে ঐ ধনেতে আমার অধিক সুখ হইবে ॥

জি। ভাল, শেষের কারণটা কি ?

উ। শেষের কারণ এই, যে আপনার যে মরণ হইবে এটা একেবারে ভুলিয়া গিয়া পরকালের ভাবনা না করিয়া কেবল ঐহিকের জন্যে আয়োজন করিয়াছিল ॥

জি। এই প্রসঙ্গের ভাব কি?

উ। ভাব এই, যে পরকালের চেষ্টা আগে করা উচিত॥

বীজ বপন বিষয়ের কথা॥

এক সময় এক জন চাসি লোক বীজ বুনিবার জন্যে বাহিরে গিয়াছিল, তাহাতে বুনিতে২ যে কিছু২ বীজ পথের পাশে২ পড়িল, তাহাতো তখনি পক্ষি সকল আসিয়া খুঁটিয়া২ খাইয়া ফেলিল। এবং কিছু ২ পাষাণ ভূমিতে পড়িল, তাহা শীঘ্র২ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার গোড়ায় বিস্তর মাটি না থাকাতে মূল বসিতে না পাইয়া সূর্য্যের তেজেতে সে সকলি শুকাইয়া গেল। এবং আর২ যে সকল বীজ কাঁটাবনে পড়িল তাহার অঙ্কুর বাহির হইলেও কাঁটা সকল অধিক বৃদ্ধি পাইয়া বীজকে ঢাকিয়া রাখিল। আর কতক২ উর্ব্বরা ভূমিতে পড়িল; কিন্তু তাহার গাছ এমনি তেজস্বী হইয়া উঠিল, যে কাহাতে২ ত্রিশ গুণ ও ষাইট গুণ ও এক শত গুণ এ রূপে ফলিতে লাগিল॥

ইহার জিজ্ঞাসা উত্তর ॥

জিজ্ঞাসা। এই চাসি লোক বলিতে কাহাকে বুঝায় ?

উত্তর। জগতের গুরুস্বরূপ যে খ্রীষ্ট, তাঁহাকেই বুঝায় তদ্ভিন্ন যাহারা ধর্ম্ম উপদেশ দেয়, তাহাদেরও বুঝায়॥

জি। সে ব্যক্তি যে বীজ বুনিয়াছিল, ঐ বীজ বলিতে কি বুঝায় ?

উ। বাইবেল কি না ধর্ম্মপুস্তকের যে সকল কথা, তাহাই বুঝায় ॥

জি। ভাল, তবে বীজ বুনিতে২ কিছু২ পথের পাশে পড়িলে পর তাহা যে পক্ষিগুলা আসিয়া খাইয়া ফেলিল, ইহার অভিপ্রায় কি ?

উ। অভিপ্রায় কি জ্ঞান, ত্রাণের কথা শুনিলে যে সকলেই বুঝিতে পারে এমন তো নয়, তবে যাহারা২ কুবুদ্ধি প্রযুক্ত ভাল রূপ বুঝিতে পারে না, তাহারা পাছে জ্ঞান পাইয়া মুক্ত হয়, এই ভয়েতে শয়তান, কিনা পাপাত্মা, আসিয়া তাহাদের মনেতে যে সকল কথা বুনা গিয়াছিল, তাহা কাড়িয়া লয়।

জি। ভাল, পাথরিয়া ভূমিতে বীজ পড়িয়া তৎক্ষণাৎ বাড়িয়া উঠিলেও কিন্তু অল্প মাটী প্রযুক্ত যে সূর্য্যের তেজেতে শুকাইয়া গেল, এ কথার ভাব কি ?

উ। ভাব এই, যে এমন কতক গুণীন লোক আছে যে তাহারা ধর্ম্মকথা শুনিবামাত্র আনন্দ মনেতে যেমন গ্রাহ্য করে তেমনি কুপথ ছাড়িয়া সৎপথও ধরে বটে; কিন্তু এই রূপে কিছু দিন গেলে পর শেষে যদি ধর্ম্মের নিমিত্তে কেহ নিন্দা করে কিম্বা অকস্মাৎ কোন ক্লেশ

উপস্থিত হয়, তবে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তখনি আরবার ঐ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে ॥

জি। ভাল, কাঁটাবনের মধ্যে বীজ পড়িয়া অঙ্কুরিত হইলেও যে কাঁটা সকল তাহাকে গ্রাসিয়া রাখিল, এ কথার তাৎপর্য্য কি ?

উ। ও কথার তাৎপর্য্য এই, যে কতক গুলীন লোক, ধর্ম্মকথা শুনিয়া ক্ষণের নিমিত্তে ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরক্ষণেতেই তাহাদের সংসারের চিন্তা ও ধনলোভ ইত্যাদি নানা ভ্রান্তি আসিয়া ঐ ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, এমন হইলে সকলি বিফল হয় ॥

জি। উত্তম মাটীতে কতক গুলীন বীজ পড়িলে পর তাহাহইতে সতেজ বৃক্ষ হওয়াতে যে বিস্তর ২ ফল ধরিল, এ কথার অর্থ কি ?

উ। ও কথার অর্থ কি জান, যাহারা ধর্ম্মকথা শুনিলে উত্তম রূপে বুঝিয়া সরল মনেতে গ্রাহ্য করে, তাহাদেরই ত্রিশ গুণ ও ষাইট গুণ ও শত গুণ ফল ফলে ; অর্থাৎ ঈশ্বরেতে যাহারা মনঃস্থির রাখে তাহাদেরই ধর্ম্মেতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় ॥

জি। এই স্থানে আমার একটা সন্দেহ জন্মিল এই, যে উত্তম মনেতে যাহারা কথা গ্রাহ্য করে তাহারা ফলবান্ হয়, এমন যদি লেখা থাকিল; তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইল, যে জন্মাবধি স্বাভাবিক উত্তম মনবিশিষ্ট লোক কি জগতের মধ্যে পাওয়া যায় ?

উ। নাং তাহাতো আসলে হয় না, বরঞ্চ ধর্ম্ম পুস্তকে এমন লিখে, যে জগতের মধ্যে যত লোক আছে পাপেতে করিয়া সকলেরি মন একেবারে বিগড়িয়া

গিয়াছে; অতএব কুস্বভাব ছাড়া একটিও লোক মিলে না॥

জি। ভাল, তবে আমাদের কুস্বভাব কেমন করিয়া শুধরাইবে?

উ। শুন, মানুষের যে কুস্বভাব, তাহা নিজের কোন কর্ম্মদ্বারা কোন প্রকারে কখন ঘুচে না, যেমন নিম্ববৃক্ষের গোড়াতে চিনি ও নারিকেলের জল দিয়া পাইট করিলেও তাহার তিক্ত রস ঘুচিবার নয়, তেমনি হাজার২ চেষ্টা করিলেও মনের মলিনত্ব ঘুচিবার নয়॥

জি। তবে কি আমাদের কুস্বভাব ঘুচিবে না?

উ। যদ্যপি পরমেশ্বরের অনুগ্রহেতে মনের মধ্যে পবিত্র আত্মার আবেশ হয়, তবে ঘুচিতে পারে; যেমন ধাতুর মধ্যে অগ্নি প্রবিষ্ট হইলে তাহার খাইদ সকল নির্গত হইয়া নির্ম্মল ধাতু হয়, তেমনি কেবল পবিত্র আত্মার দ্বারাতে মনঃশুদ্ধ হইতে পারে, নতুবা হয় না॥

জি। মনোরূপ ভূমিতে ঈশ্বরের কথারূপ বীজ বুনিলে পর তাহা যে অঙ্কুরিত হইয়া শেষে ফলবান্ হইবে ইহার নিমিত্তে কর্ত্তব্য কি?

উ। তবে তাহা বলি শুন, হৃদয়মাঝে যে সর্ব্বদা ঐ কথার চিন্তা করা কর্ত্তব্য তাহা কেবল নয়, প্রার্থনাও করিতে হয়; দেখ, যেমন বৃক্ষের শিষ নির্গত হওনের প্রতি সূর্য্যের প্রসন্নতা ও মেঘবৃষ্টি ইত্যাদি অপেক্ষা করে, তেমনি পবিত্র আত্মার সাহায্য ব্যতিরেক মনের মধ্যে কখন ধর্ম্মবৃদ্ধি হইতে পারে না॥

জি। ভাল, এই সকল কথাতে আমাদের কি শিক্ষা হইতে পারে?

উ। ঈশ্বর যেন পবিত্র আত্মা দিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মকথা শুনিবার এবং গ্রাহ্য করিবার শক্তি দেন, আমাদের যে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য ইহাই শিক্ষা হইতে পারে ॥

গুপ্ত ধনের দৃষ্টান্ত কথা ॥

এক জন লোক ভূমির মধ্যে গুপ্ত ধনের অনুসন্ধান পাইয়া চুপে২ লুকাইয়া রাখিল। পরে মনে২ বড় আহ্লাদযুক্ত হইয়া আপনার যাহা২ ছিল সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও ঐ ভূমি ক্রয় করিল। অতএব স্বর্গের যে রাজ্য সে ঐ ভূমিতে গুপ্ত ধনের ন্যায় জানিবা। আরবার হইয়াছে কেমন না এক জন লোক কোন স্থানে একটি বহুমূল্য মুক্তার অন্বেষণ পাইয়া আপন যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও যে মুক্তা কিনিল ॥

ইহার জিজ্ঞাসা বাদ ॥

জি। এই স্বর্গরাজ্য শব্দে কিং বুঝায়?

উ। খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারের কথা এবং তাহাদ্বারা আমরা যে সকল পারমার্থিক নিধি পাইতেছি, তাহা বুঝায়।

জি। ভাল, ধনের সঙ্গে যে স্বর্গরাজ্যের তুলনা দিয়াছেন, ইহার কারণ কি ?

উ। কারণ এই, যে ভক্তিভাবে মঙ্গল সমাচারের কথা গ্রাহ্য করাতে যাহারা সেই রাজ্যের মধ্যে ভুক্ত হয় তাহারা প্রচুর ধনের অধিকারী হয় ; ফলতঃ তাহারা যে আপন সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরবিষয়ে যথার্থ জ্ঞানরূপ ধন পায় তাহা শুধু নয়, ঈশ্বরহইতে প্রস্তুত যে মনুষ্যদিগের পরিত্রাণের পথ তদ্বিষয়েরও জ্ঞানরূপ ধন পায়। তদ্ভিন্ন তাহাদিগের পরমেশ্বরের সঙ্গে মেল হয় ; অর্থাৎ কিনা খ্রীষ্টেতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাতে পূর্ব্বকার তাহাদের যে ঈশ্বরের সহিত বৈরিভাব এবং পাপ ও শয়তানের কাছে যে দাসত্বভাব ছিল, তাহাহইতে মুক্ত হইলে ঈশ্বর তাহাদের পিতাস্বরূপ হয়েন। বিশেষতঃ খ্রীষ্টদ্বারাতে জগদীশ্বর যে মানুষদের প্রতি বিস্তর২ অনুগ্রহ দিতেছেন তাহাও প্রাপ্ত হয়। আর ঈশ্বর আত্মসেবকদিগের জন্যে যে পরলোকেতে অনন্ত ঐশ্বর্য্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তাহাও তাহারা পরলোকে গিয়া পায়।

জি। ভাল, খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার সম্বলিত যে ধন তাহাকে গুপ্ত ধন বলে কেন ?

উ। তাহার কারণ কি জান, লোক সকল পাপান্ধকারে অন্ধপ্রযুক্ত সে ধন দেখিতে পায় না। যেমন মাটীতে ঢক্ দেওয়া যে ধন তাহার উপরে দাঁড়াইলেও পথিক লোকেরা তাহা টের পায় না, কিম্বা অতি বহু মূল্য মণি ইতর লোকের হাতে পড়িলে পর সে যেমন সামান্য পাতির জ্ঞান করিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়, তেমনি এই জগতের লোক সকল খ্রীষ্টের অসীম মহিমা ও মঙ্গল সমা

চারের কথা না বুঝিতে পারাতে অশ্রদ্ধা করিয়া উপহাস্য করিতেছে ॥

জি। ভাল, ঐ ধনের অনুসন্ধান পাইলে পর প্রথমতঃ সে যে তাহা চুপেং লুকাইয়া রাখিয়া শেষে মহা আনন্দেতে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও ঐ ভূমি ক্রয় করিল, ইহার ভাব কি?

উ। তাহার ভাব এই, যে ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রকারে মঙ্গল সমাচারের কথা শ্রবণ করাতে খ্রীষ্টের অনুসন্ধান পায়, তবে সেই কথা এমনি যত্নেতে হৃদয়মাঝারে লুকাইয়া রাখে যে কখন ভুলে না। আর কোন দরিদ্র লোক হঠাৎ একটি সুবর্ণের আকরের উদ্দেশ পাইলে সে যেমন আহ্লাদেতে কোন মতেই তাহা পরিত্যাগ করে না তেমনি সে ব্যক্তি এমনি আহ্লাদিত হয় যে যদি আপন সর্ব্বস্ব ক্ষতি হয় ও প্রাণপর্য্যন্ত যায় তাহাও স্বীকার করে, তথাপি খ্রীষ্টকে ছাড়ে না ॥

জি। ভাল, এই দৃষ্টান্ত কথার মূল শিক্ষা কি?

উ। মূল শিক্ষা এই, যে খ্রীষ্টহইতে যে মুক্তিপদ তাহা অমূল্যনিধি জানিয়া পাইবার জন্যে যেন আমরা প্রাণ পণে চেষ্টা করি ॥

রাজবিবাহ ভোজনের দৃষ্টান্ত কথা ॥

স্বর্গরাজ্য এমন এক জন রাজার তুল্য, যে রাজা আপন পুত্রের বিবাহেতে লোকদিগকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া

পশ্চাৎ তাহাদিগকে ডাকিবার জন্যে চাকরদি-
গকে পাঠাইয়াদিলেন; কিন্তু তাহারা আসিতে চা-
হিল না। তাহাতে রাজা পুনর্ব্বার অন্য২ চাকর দিয়া
কহিয়া পাঠাইলেন, যে অনেক২ হৃষ্ট পুষ্ট পশুর
মাংস প্রভৃতি উত্তম২ খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করি-
য়াছি; অতএব তোমরা ভোজনেতে আইস। কিন্তু
তথাপি তাহারা সে কথাতে অবহেলা করিয়া কেহ বা
ক্ষেত্রে ও কেহ বা বাণিজ্যে ইত্যাদি স্ব২ কর্ম্মে চলিয়া
গেল। এবং কেহ২ তাঁহার চাকরদিগকে ধরিয়া এমনি
মাইর মারিল, যে প্রাণের সহিত বধ করিল। অত-
এব রাজা তাহাদের এরূপ অত্যাচারের সম্বাদ
শুনিয়া ক্রোধেতে সৈন্যসামন্ত পাঠাইয়া তাহা-
দের সপুরী ও সবংশে বিনাশ করিলেন। পরে
চাকরদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, যে শুন, যাহাদের
নিমন্ত্রণ করা গিয়াছল তাহারা তো নিতান্ত অযোগ্য;
অতএব রাজপথে গিয়া যত লোকের দেখাপাই-
বা তাবৎ লোককেই বিবাহেতে আহ্বান করিয়া
আন। তাহাতে চাকরেরা রাজপথে গিয়া এত লোক-
কে ডাকিয়া আনিল, যে ঐ বিবাহবাটী লোকেতে
পরিপূর্ণ হইল। এমন হইলে পর রাজা আসিয়া

লোকদিগকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জনকে বিবাহবস্ত্রহীন দেখিয়া কহিলেন, যে হে মিত্র, তুমি বিবাহবস্ত্র না পরিয়া কেমন করিয়া এখানে আইলা? তাহাতে সে ব্যক্তি অবাক্ হইয়া রহিল। তখন রাজা চাকরদিগকে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, যে এই ব্যক্তির হস্ত পাদ বাঁধিয়া যেখানে ক্রন্দন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হইতেছে ঐ অন্ধকারের মধ্যে টানিয়া ফেলিয়া দেও।

ইহার জিজ্ঞাসা বাদ।

জিজ্ঞাসা। যে রাজা আপন পুত্রের বিবাহেতে বড় একটা ভোজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে, আর স্বর্গরাজ্যের সঙ্গে অর্থাৎ খ্রীষ্টকর্তৃক পরিত্রাণের সঙ্গে কেমন করিয়া তুলনা হইতে পারে?

উত্তর। হাঁ হইতে পারে, দেখ না কেন, বিবাহ করণের সময় যেমন একটা আহ্লাদ হয় তেমনি খ্রীষ্টের আশ্রয় লওয়াতে পাপ ও নরকহইতে উদ্ধার পাইয়া, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করিবার জন্যে যে স্বর্গেতে স্থান পাওয়া, ইহাও মহা আনন্দের বিষয় বটে। আর ভোজন পান করিলে যেমন শারীরিক ক্ষুধা পিপাসা দূর হইয়া তৃপ্ত হওয়া যায়, তেমনি খ্রীষ্টদ্বারা মুক্তিপদ পাইলেও অতি বড় তুষ্টি হওয়া যায়।

জি। ভাল, সমস্ত খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইলে পর বিবাহকর্ত্তা যে নিজ চাকর লোকদ্বারা নিমন্ত্রিত লোকদিগকে ডাকিতে পাঠাইলেও তাহারা আসিতে চাহিল না, এ কথার ভাব কি ?

উ। তাহার ভাব এই, যে জগদীশ্বর মানুষের পরিত্রাণ পাইবার একটি উপায় প্রস্তুত করিয়া প্রথমতঃ য়িহুদী জাতিদিগকে মনোনীত করিয়া ধর্ম্ম উপদেশ দিবার জন্যে তাহাদের নিকটে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও আপন অন্য২ সেবকদিগকে পাঠাইলেন। কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের সেই মহানুগ্রহেতে অযত্ন করিয়া তাঁহার কথার প্রতি আসলে মনোযোগ না করিয়া সংসারের প্রতি মনঃসমর্পণ করিল তাহা কেবল নয়; ঐ সকল সেবকের মধ্যে কাহার২ প্রাণ দণ্ডও করিল ॥

জি। ভাল, তাহাদের এ রূপ কুব্যবহারেতে রাজা মহারাগ করিয়া যে সৈন্য সামন্ত পাঠাইয়া একেবারে তাহাদের বাটী ঘর দ্বার সমস্ত পোড়াইয়া ফেলিলেন, এ কথার অভিপ্রায় কি ?

উ। অভিপ্রায় তবে শুন, এই রূপে য়িহুদী লোকেরা আক্রোশ করিয়া তাঁহার অনেক২ শিষ্যকে বধ করিল, বিশেষতঃ খ্রীষ্টের প্রাণপর্য্যন্ত নষ্ট করিল; অতএব জগদীশ্বর তাহাদের এই পাপের প্রতিফল স্বরূপ রূম দেশের সেনাগণ পাঠাইয়া তাহাদের রাজধানী য়িরূশালম নগর আক্রমণ করিয়া ঐ রাজ্য সমূলে বিনষ্ট করিলেন ॥

জি। নিমন্ত্রিত লোকের মধ্যে কেহ আগমন না করাতে রাজা যে রাজপথহইতে লোক সকল ডাকিয়া আনিতে চাকরদিগকে আজ্ঞা দিলেন, এ কথার ভাব কি ?

উ। ইহার ভাব এই, যে খ্রীষ্টের মৃত্যুহইতে পুনরুত্থান হইলে পর তিনি শিষ্যদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, যে তোমরা দেশ দেশান্তরে গিয়া ছোট বড় ধনী নির্ধন সমস্ত লোকের প্রতি এই ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত ত্রাণজনক সুসমাচারের কথা শুনাও।

জি। ভাল, ঐ সকল লোক ভোজনে বসিলে পর রাজা উহাদের মধ্যে এক জনকে বিবাহবস্ত্রহীন দেখিয়া যে তিরস্কার পূর্ব্বক তাহাকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন, এ কথার তাৎপর্য্য কি?

উ। তাহার তাৎপর্য্য তবে শুন, আমরা তো নিজে উলঙ্গ, অর্থাৎ স্বর্গে গিয়া যে বসিতে পারি আমাদের এমন কিছু পুণ্যরূপ বস্ত্র নাই; তবে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে নিশ্ছিদ্র রূপে ঈশ্বরের তাবৎ আজ্ঞা পালন করিয়া পাপিদের জন্যে অসীম পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। এখন খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়া যাহারা সেই পুণ্যরূপ পরিচ্ছদেতে শোভিত হয় তাহারাই স্বর্গেতে স্থান পাইবে। নতুবা যাহারা আপনার কল্পিত পুণ্যেতে নির্ভর দিয়া স্বর্গপ্রাপ্তির আশা করে তাহাদিগকে ঈশ্বর অন্ধকারময় নরকে ফেলিতে আজ্ঞা দিবেন।

জি। এই দৃষ্টান্ত কথাতে সার উপদেশ কি পাওয়া যায়?

উ। সার উপদেশ এই, যে ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত খ্রীষ্টের সুসমাচারের কথাতে কোন মতে অযত্ন না করিয়া খ্রীষ্টে বিশ্বাস পূর্ব্বক স্বর্গ পাইবার চেষ্টাতে যেন নিরন্তর উদ্যোগী হইয়া থাকি॥

THE LIFE OF CHRIST,

THE SAVIOUR OF THE WORLD.

জগত্তারক

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চরিত্র বর্ণন।

এক সাহেব কোন হিন্দুলোককে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, ওহে বন্ধো, এতদ্দেশে কএক বৎসর খ্রীষ্টীয়ানধর্ম্ম প্রচার হইতেছে; তাহা তুমি দেখিয়া কিম্বা শুনিয়া থাকিবা। তাহাতে বোধ হয় খ্রীষ্ট তিনি কে, এবং কোথাহইতে তাঁহার আগমন, আর অবতীর্ণ হইয়াই বা কি২ কর্ম্ম করিলেন, এই সকল বিবরণ শুনিতে তোমার বাঞ্ছা হইয়া থাকিবে। অতএব ঐ কএক প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ এই পুস্তক লিখিতেছি, শুন। মথী নামা ও মাক নামা ও লুক নামা এবং যোহন নামা এই চারি জনের লিখিত যে সুসমাচার নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, তাহাতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চরিত্র বিস্তারিতরূপে পাওয়া যায়। যাহাদের ঐ সকল গ্রন্থ গ্রহণের ইচ্ছা আছে তাহাদিগকে পাদরী সাহেবেরা বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়া থাকেন। তাহাতে বিস্তারিতরূপে যে চরিত্রের বর্ণন আছে তাহা আমি এখন সংক্ষেপে লিখিতেছি।

ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপুস্তক আদিখণ্ড এবং শেষখণ্ড এই দুই খণ্ডে বিরচিত ইহা তোমাকে জ্ঞাত করিতে হয়। সেই ধর্ম্ম পুস্তকে

Dec. 1837] A [8,000 copies.

লিখিত আছে যে এক সত্য পরমেশ্বর, তিনি পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা এই তিন হইয়া তিনেতেই এক হয়েন; আরও লিখে, যে এই জগৎস্থ লোকদের জন্মাবধি পাপেতে লিপ্ত-স্বভাব, বিশেষতঃ ঈশ্বরের কাছে অশেষপ্রকার অপরাধ হওয়াতে যে কোন দেশীয় লোক হয় না কেন সকলেই ঈশ্বর-হইতে পতিত হইয়া নরকের যোগ্য হইয়াছে। অতএব তাহাদের এই অত্যন্ত দুর্দ্দশা দেখিয়া, পুত্র, অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অনির্ব্বচনীয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহাদের নিস্তারের নিমিত্তে আপনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যদের সহিত কএক বৎসর বসতি করিলেন। সেই পরম দয়াশীল ত্রাণকর্ত্তার বৃত্তান্ত আদি অবধি ধরিয়া ব্যাখ্যা করি।

যীশু ঈশ্বরের পুত্র খ্যাত বটেন, তথাপি ঈশ্বরেতে ও তাঁহাতে স্বাভাবিক কোন অংশে ভেদ নাই। অপর আপনি স্বয়ং ঈশ্বর হইলেও অত্যন্ত লঘুতা স্বীকার করিয়া জগতে দাস-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাতে পরমেশ্বর এবং মনুষ্য এই উভয় পক্ষেতেই যে তাঁহার সম্পর্ক আছে ইহা নিশ্চয় বটে। তাঁহার জন্মের বিবরণ লূকরচিত সুসমাচার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ছাব্বিশ পদ অবধি পঁয়ত্রিশ পদ পর্য্যন্ত লিখিত আছে, যথা। "গালীল দেশীয় নাসিরিত নগরে দাউদ বংশোদ্ভব যুসফ নামক পুরুষের প্রতি মরিয়ম নাম্নী যে কুমারী বাগ্‌দত্তা হইয়াছিল তাহার নিকটে গব্রীএল দূত ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আসিয়া কহিল, ওগো ঈশ্বরের মহানুগৃহীত কন্যে, তোমার কল্যাণ হউক। নারীর মধ্যে তুমিই ধন্যা, কারণ প্রভু পরমেশ্বর তোমার সহায়। তখন তাহার কথাতে সে উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল, যে এ কেমন সম্ভাষণ। তাহাতে সে দূত কহিল, ওগো মরিয়ম, ভয় করিও না, তোমার প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ

আছে। অতএব তুমি গর্ব্ভিণী হইয়া এক পুত্রকে প্রসব করিবা, ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবা। তিনি মহামহিম হইবেন, এবং সর্ব্ব প্রধানের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবেন; আর প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার পিতৃ দাউদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন; এবং যাকুবের বংশের উপরে সর্ব্বদা তিনি রাজত্ব করিবেন; ও তাঁহার রাজত্ব চিরকাল থাকিবে। তখন মরিয়ম ঐ দূতকে কহিল, আমি কখন পুরুষের সঙ্গে বাস করি নাই, তবে কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইবে! তাহাতে দূত কহিল, পবিত্র আত্মা তোমাতে আশ্রয় করিবেন, এবং সর্ব্ব প্রধানের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে। অতএব তোমার গর্ভেতে যে পবিত্র বালক উৎপন্ন হইবেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবেন"।

অপর যীশু বৈথ্লিহিম নগরে জন্মগ্রহণ করিবেন, এই যে কথা পূর্ব্বকালে ভবিষ্যদ্বক্তারা ঈশ্বরের আজ্ঞাতে কহিয়াছিল তাহাই ঘটিল কেননা যুসফ ও মরিয়ম তৎকালে বৈথ্লিহিমে না থাকিলেও তাহাদিগকে কাযে২ সেখানে যাইতে হইল। তাহার বিবরণ লুকরচিত সুসমাচার গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমাবধি বিংশতি পদপর্য্যন্ত লিখিত আছে, যথা। "সে কালে রাজ্যের সমুদয় লোকের নাম লিখিয়া দিতে অগস্তস্ কাইসর আজ্ঞা দিল। তদনুসারে কিরিনীয় নামে সুরিয়া দেশের শাসনকর্ত্তা প্রত্যেক জনের নাম লিখিয়া লইতে আরম্ভ করিল। অতএব সকলেই স্ব২ নাম লিখাইবার নিমিত্তে আপন২ নগরে গমন করিল। তাহাতে যুসফও নাম লিখিয়া দেওনের জন্যে বাগদত্তা আপন গর্ব্ভবতী স্ত্রী মরিয়মকে সঙ্গে লইয়া, আপনি দাউদ রাজার নিজ বংশজাত এই প্রযুক্ত গালীল দেশের নাসিরিত নগরহইতে যিহুদীদেশের বৈথ্লিহিম

নামক দাউদের নগরে গেল। অপর তাহারা সেই স্থানে থাকিতে ২ মরিয়মের প্রসব সময় উপস্থিত হইলে সে ঐ প্রথম সন্তানকে প্রসব করিল। কিন্তু ঐ উত্তরণীয় গৃহে স্থানাভাব প্রযুক্ত বালককে বস্ত্রে জড়াইয়া গোশালাতে শয়ন করাইয়া রাখিল"।

"অপর ঐ অঞ্চলে যে ২ মেষপালক আপন ২ পাল রক্ষার্থে রাত্রিযোগে মাঠে পালানুক্রমে প্রহর দিতেছিল, তৎকালে তাহাদের নিকটে পরমেশ্বরের দূত উপস্থিত হইল। তাহাতে চতুষ্পার্শ্বে পরমেশ্বরের তেজঃ প্রকাশিত হওয়াতে তাহারা অতি শঙ্কাকুল হইল। তখন সে দূত কহিল, ভয় করিও না, যেহেতুক দাউদের নগরে তোমাদের নিমিত্তে এক ত্রাণকর্ত্তা পরমেশ্বর, অর্থাৎ খ্রীষ্ট, জন্মিয়াছেন, তাবৎ লোকের আহ্লাদ-জনক এই সুসমাচার তোমাদিগকে জানাইতে আসিয়াছি; অতএব সে স্থানে গিয়া বস্ত্র জড়ান সেই বালককে এক গোশা-লাতে শয়ন করাণ দেখিতে পাইবা, সেই চিহ্নেতেই জানিবা। দূত এই কথা কহাতে অকস্মাৎ তাহার সঙ্গে এক স্বর্গবাহিনী প্রত্যক্ষ হইয়া, সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হউক, ও পৃথিবীর শান্তি ও মনুষ্যদের মঙ্গল হউক, এই কথা কহিয়া তাহারা ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতে লাগিল।

"অনন্তর দূতগণ তাহাদের নিকটহইতে স্বর্গে গমন করিলে পর মেষপালকেরা পরস্পর কহিল, আইস, আমাদিগকে প্রভু পরমেশ্বর যে বিষয় জ্ঞাত করিয়াছেন তাহার তত্ত্ব জানিতে এইক্ষণে বৈৎলিহিম নগরে যাই; ইহা বলিয়া তাহারা ত্বরিত গমন করিয়া মরিয়মকে ও যুসফকে এবং গোশালার মধ্যে শোয়ান বালককে দেখিতে পাইল; এমত দেখিয়া বালকের বিষয়ে দূতের উক্ত সকল কথা তাহারা তাবতের কাছে কহিল।

তাহাতে মেষপালকদের প্রমুখাৎ ঐ প্রসঙ্গ শুনিয়া লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। কিন্তু মরিয়ম এ সকল ঘটনার মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া মনে২ রাখিল। পরে দূতের জ্ঞাপনানুসারে শুনিতে ও দেখিতে পাইয়া মেষপালকেরা ঈশ্বরের স্তব ও ধন্যবাদ করিতে২ ফিরিয়া গেল"।

পূর্ব্বোক্ত কথাদ্বারা যীশুর মহত্ত্ব এবং লোক দৃষ্টিতে ক্ষুদ্রত্ব এউভয়ই প্রকাশিত হইতেছে; কেননা দেখ, তিনি অতি দীনহীন লোকের ন্যায় এক গোশালাতে জন্মিলেন, এবং যাহারা প্রথমতঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল তাহারা নিজে রাখাল; কিন্তু ইহার পশ্চাতে দেখ কতক গুলিন পূর্ব্বদেশীয় মান্য জ্যোতির্ব্বেত্তা একটি নূতন অসম্ভব নক্ষত্র দর্শনেতে খ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিতে আইল। অপর পরমেশ্বরের সেবক যে স্বর্গীয় দূত সকল তাহারাও পরমাহ্লাদিত হইয়া সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের ধন্যবাদ এবং মনুষ্যদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

দেখ, যিহুদী দেশেতে যীশুর জন্ম হয় এবং তাঁহার পিতা মাতাও যিহুদী লোক, এই প্রযুক্ত যিহুদীয়দের মধ্যে প্রচলিত ঈশ্বরের বিধির অনুসারে অষ্টম দিনে তাঁহার ত্বকচ্ছেদ হইল, ও দূতদ্বারা প্রত্যাদিষ্ট নামেতে তাঁহার নাম করণ হইল। পরে চল্লিশ দিবসানন্তর তাঁহার মাতা যিহুদীয়দের রীত্যনুসারে ঈশ্বরের আরাধনা করিবার জন্যে তাঁহাকে মন্দিরে লইয়া গেল। হেন কালে শিমিয়োন নামে অতি ধার্ম্মিক এক বৃদ্ধ লোক, যাহার প্রতি পরমেশ্বরের এই অঙ্গীকার ছিল, যে দেহত্যাগের পূর্ব্বে পরিত্রাণকর্ত্তার সন্দর্শন পাইবা, সেই শিমিয়োন মন্দিরে উপস্থিত হইয়া যীশুকে ক্রোড়ে করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে কহিতে

লাগিল, হে প্রভো, অন্য দেশীয়দিগকে দীপ্তি প্রদান এবং নিজ লোক যিশরাএলদিগের সম্মান বৃদ্ধি করণের নিমিত্তে তুমি যে পরিত্রাণকর্ত্তাকে প্রেরণ করিয়া জগতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করাইয়াছ আজি তাঁহার দর্শন করাইয়া আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্য সফল করত নিজ দাসের অন্তঃকরণ সুখে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় করিতেছ। ইহা বলিয়া ঈশ্বরের স্তব করিতে লাগিল।

তাহার পর যিহুদী দেশের হেরোদ রাজার দৌরাত্ম্যের ভয়েতে যীশুর পিতা মাতা তাঁহাকে লইয়া মিসর দেশে পলায়ন করিল, কিন্তু হেরোদের মৃত্যুর পর তাহারা পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নাসিরিত নগরে বাস করিল। অপর পূর্ব্ব-কালে মিসর দেশীয় ফরওহ রাজার দাসত্বহইতে যিহুদীয়দিগের যে উদ্ধার হইয়াছিল, তাহার স্মরণের নিমিত্তে যিহুদীয়দের মধ্যে নিস্তার নামেতে একটি প্রসিদ্ধ পর্ব্ব স্থাপিত ছিল; ঐ পর্ব্বযাত্রার উপলক্ষে দ্বাদশ বৎসর বয়সে যীশু পিতা মাতার সহিত যিরূশালম নগরে গমন করিলেন, এবং পর্ব্ব সাঙ্গ হইলে পরে মরিয়ম ও যুসফ পুনরায় নিজ গৃহে যাত্রা করিল। কিন্তু কিছু পথ গিয়া আপনাদের সঙ্গে যীশুকে না দেখিয়া শোকাকুল হইয়া পুনর্ব্বার যিরূশালম নগরে ফিরিয়া গিয়া নানা স্থানে তাঁহার অন্বেষণ করিতে২ তিন দিনের পর অবশেষে ঈশ্বরের মন্দিরের মধ্যে তাঁহার উদ্দেশ পাইল। সে স্থানে তিনি ধর্ম্মো-পদেশকদিগের নিকটে থাকিয়া ঈশ্বরপ্রসঙ্গ শ্রবণ এবং তদ্বিষ-য়ের জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিলেন, তাহাতে সভাস্থ লোকেরা তাঁহার বুদ্ধির স্ফুর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। সেই সময় যুসফ ও মরিয়ম উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার নাসিরিত নগরে ফিরিয়া আইলে তিনি স্বেচ্ছাতে পিতা মাতার

বংশেতে থাকিলেন, এবং বোধ হয় পৈতৃক ব্যবসায় যে সূত্রধরের কর্ম্ম তাহা করিয়া আপনার এবং পিতা মাতার ভরণ পোষণ করণ পূর্ব্বক ক্রমে২ শরীরে এবং জ্ঞানে বৃদ্ধি পাইয়া ঈশ্বরের এবং মনুষ্যের প্রিয়পাত্র হইয়া অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ নগরে বাস করিলেন।

তাঁহার প্রথমাবস্থার এই চরিত্র শুনিয়া তাঁহার নম্রতা ও সুশীলতা প্রভৃতি গুণ যে কিপর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট তাহা জানা যাইতেছে। দেখ, মান মর্য্যাদার প্রতি স্বাভাবিক কাহার অভিলাষ না আছে? মনুষ্য মাত্রেরই আছে। আর সেই ইষ্টসাধন করিবার নিমিত্তে নানা প্রকার চাতুর্য্য অন্যায় তাড়না প্রতারণা দৌরাত্ম্য প্রভৃতি কর্ম্ম কতলোক করিতেছে! এবং এমত নানা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াও যাহাদিগের মনোভীষ্ট সিদ্ধ না হয় তাহারা কত প্রকার খেদ করিয়া হাহাকার করে; কিন্তু এক আশ্চর্য্য দেখ, যীশু আপনি তাবৎ প্রাণির প্রভু হইয়াও যাহাতে আপনার যশঃ কি প্রশংসা হয় এমন চেষ্টা না করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত এক জন সামান্য সূত্রধরের সন্তান রূপে লোক বিখ্যাত হইয়া থাকিলেন। আর তাঁহার পূর্ব্বাবস্থাতে তিনি যে কিপর্য্যন্ত উন্নতিবিশিষ্ট ছিলেন, এবং পরেই বা কেমন হীনদশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, ইহা যদি বিবেচনা কর তবে তাঁহার নম্রতা গুণ আরও অধিক প্রকাশ পায়; কেননা যাঁহার সিংহাসন হইয়াছে স্বর্গ এবং পাদপীঠ হইয়াছে পৃথিবী, যাঁহার কাছে পৃথিবীস্থ লোকেরা শলভের ন্যায়ও গণ্য হইতে পারে না এমন যে যীশু, তিনি যে মানবদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বাস করিলেন ইহার পরই বা আর নম্রতা কি আছে? সম্প্রতি তিনি উপদেশকর্ত্তা হইয়া জগতের মধ্যে কি প্রকার আচরণ করিয়া লোকদিগকে কিরূপ

শিক্ষা দিয়া কালক্ষেপণ করিলেন তাহা কিছু সংক্ষেপে লিখি।

তিনি যে সময়ে বাপ্তাইজিত হইয়া উপদেশকপদে নিযুক্ত হইলেন সেই সময়ে পবিত্র আত্মা প্রকট রূপে তাঁহার মস্তকের উপরে নামিলে এক আকাশবাণী হইল, যে এই আমার প্রিয় পুত্র যাহাতে আমার পরম সন্তোষ। পরে যীশু লোক শিক্ষা দেওন কর্ম্ম করিতে বিশেষরূপে প্রবৃত্ত হইলেন। আর পরিত্রাণ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত হইবেন, এবং পরের দুঃখে দুঃখী হইবেন, এই জন্যে শয়তানকর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া তাহার সহিত এক প্রকার সংগ্রাম করিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন। ফলতঃ শয়তান তাঁহাকে নানা প্রকার লোভ দেখাইয়া পরাস্ত করিবার অশেষ বিশেষ উদ্যোগ করিলেও শেষে অকৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বপ্রকারে পরাজিত হইল। পরে যীশুর এই কঠিন পরীক্ষা সাঙ্গ হইলে স্বর্গদূত আসিয়া তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিল।

তদনন্তর তিনি স্বদেশে পুনরাগমন করিলে পর যোহন বাপ্তাইজক নামে যে ঈশ্বরের এক প্রসিদ্ধ অতিধার্ম্মিক সেবক, সে সকলের সাক্ষাতে তাঁহার পরিচয় দিয়া কহিতে লাগিল, যে এই দেখ, পরমেশ্বরের মনোনীত বলিস্বরূপ ব্যক্তি, যাহার দ্বারা জগজ্জন পাপহইতে মুক্ত হয়। তখন এমন সংবাদ শুনিয়া অনেকে তাঁহার শিষ্য হইবার জন্যে আইল। পরে তাঁহার আদি শিষ্যের মধ্যে আন্দ্রু ও যোহন এবং পিতর ও ফিলিপ ও নাথানিএল প্রভৃতি কএক জনকে সঙ্গে লইয়া তিনি গালীল দেশীয় কান্না নামক নগরে এক বিবাহের নিমন্ত্রণেতে গমন করিলেন। এবং সে স্থানে গিয়া ভোজনে বসিয়া এক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়া আপনার অদ্ভুত গুণ প্রথমবার প্রকাশ

করিলেন; তাহার বিবরণ যোহনরচিত সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমাবধি একাদশ পদ পর্য্যন্ত লিখিত আছে; যথা। "তৃতীয় দিবসে যীশুর মাতা এক বিবাহের উপলক্ষে গালীল দেশীয় কান্না নামক নগরে গিয়াছিল; এবং সেই বিবাহে যীশুর এবং তাঁহার শিষ্যগণের নিমন্ত্রণ হইল। পরে দ্রাক্ষারসের অকুলান হইলে যীশুর মাতা তাঁহাকে কহিল, ইহাদের দ্রাক্ষারস কিছুই নাই। তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, হে নারি, আমার সহিত তোমার বিষয় কি! আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাহাতে তাঁহার মাতা দাসদিগকে কহিল, ইনি যাহা বলেন তাহাই কর। আর সে স্থানে যিহুদীয়দের শুচি হওন ব্যবহারের নিমিত্তে দুই তিন মন জল ধরে এমন ছয়টা পাথরের জালা ছিল। তাহাতে এক২ জালা জল ভরিতে যীশু তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলে তাহারা প্রত্যেক জালা কানা পর্য্যন্ত জলেতে পরিপূর্ণ করিল। পরে তাহাহইতে কিছু ঢালিয়া পরিবেশনকর্ত্তার নিকটে লইয়া যাইতে দাসদিগকে আজ্ঞা দিলে পর তাহারা তাহা লইয়া গিয়া তাহাকে দিল। তাহাতে সেই জল কি প্রকারে দ্রাক্ষারস হইল তাহা জলবাহক জানিতে পারিলেও পরিবেশনকর্ত্তা ঐ বৃত্তান্ত জানিতে না পারিয়া তাহা চাখিয়া বরকে ডাকিয়া কহিল, ওহে মহাশয়, লোকেরা পানার্থে প্রথমতঃ উত্তম দ্রাক্ষারস দেয়, পরে নিমন্ত্রিতদের কিছু পান হইলে তদপেক্ষায় কিছু মন্দ আনিয়া দেয় এই ব্যবহার আছে। কিন্তু তুমি বিপরীত রীতি করিয়া শেষে উত্তম দ্রাক্ষারস বাহির করিয়াছ; এই রূপে যীশু গালীলদেশে এই আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়া নিজ মহিমা প্রকাশ করিলেন; তাহাতে তাঁহার প্রতি শিষ্যদের শ্রদ্ধা হইল"।

অপর নিস্তার পর্ব্ব পালন করিবার জন্যে যীশু কান্নাহইতে

যিরূশালম নগরে যাত্রা করিলেন। তাহাতে তথায় উপস্থিত হইলে পর ঈশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দিরেতে ক্রয়বিক্রয়দ্বারা সেই স্থান অপবিত্র করিতেছিল এমন অনেক লোক দেখিয়া তিনি স্বহস্তেতে তাহাদিগকে দূর করিলেন, এবং ঐ নগরে যে আপনার মরণ এবং পুনরুত্থান হইবে তদ্বিষয়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী কহিলেন। তদ্ভিন্ন অনেক২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করাতে বিস্তর লোক তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিল। পরে তিনি এক রাত্রিতে বিরলে বসিলে নিকদীম নামে এক জন যিহুদীয়দের অধ্যাপক তাঁহার নিকটে আইল, তাহাতে নূতন স্বভাব প্রাপ্তি না হইলে যে স্বর্গলাভ হয় না এতদ্বিষয়ের কথোপকথন তিনি তাহার সহিত করিতে লাগিলেন; তাহার বিবরণ যোহনরচিত সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমাবধি এক বিংশতি পদ পর্য্যন্ত লিখিত আছে, যথা। "নিকদীম নামে যিহুদীয়দের এক জন অধ্যক্ষ ফিরূশীলোক রাত্রিকালে যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল, হে গুরো, আপনি যে ঈশ্বরের প্রেরিত এক জন গুরু ইহা আমি জানি; কেননা যে সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতেছেন, পরমেশ্বর সহায় না হইলে কেহ এমন কর্ম্ম করিতে পারে না। তখন যীশু উত্তর করিলেন, তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, পুনর্জ্জন্ম না হইলে কোন মনুষ্যই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহাতে সে প্রত্যুত্তর করিল, হে গুরো, মনুষ্য বৃদ্ধ হইয়া কেমন করিয়া জন্মিবে, সে কি আরবার মাতার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মিতে পারে? তখন যীশু কহিলেন, আমি যথার্থ কহিতেছি, জলরূপ আত্মাহইতে পুনর্জ্জাত না হইলে মনুষ্য ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না; কেননা মাংসহইতে যে জন্মে সে মাংসই এবং আত্মাহইতে যে জন্মে সে আত্মাই হয়। অতএব তোমাদিগকে পুনর্জ্জাত হইতে হইবে, আমার

এই কথাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। বায়ু যে দিগে ইচ্ছা সেই দিগেই বহে; তোমরা তাহার শব্দ শুনিতে পাও, কিন্তু সে কোথাহইতে আইসে আর কোথাই বা যায় তাহা কিছুই বলিতে পার না, তদ্রূপ আত্মাহইতেও মনুষ্যের জন্ম হয়। তখন নিকদীম জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কিপ্রকারে হইতে পারে? যীশু কহিলেন, তুমি যিহুদীয় লোকের এক জন গুরু হইয়াও কি এই বিষয় জান না? যাহা শুনিয়াছি তাহা বলি, এবং যাহা দেখিয়াছি তাহারই প্রমাণ দি, কিন্তু আমাদের কথাতে তোমরা বিশ্বাস কর না। আমরা এই সংসার বিষয়ের কথা কহিলে তোমরা যদি বিশ্বাস না কর তবে পরমার্থ বিষয়ের কথা কহিলে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবা? আর যাঁহার বাসস্থান স্বর্গ এবং যিনি স্বর্গহইতে অবতীর্ণ হইলেন এমন যে মনুষ্যপুত্র, তিনি ব্যতিরেকে কেহ কখনও স্বর্গারোহণ করে নাই। এবং মুসা যেরূপ মহাপ্রান্তরে সর্পকে উর্দ্ধে উঠাইল, মনুষ্যপুত্রকে তদ্রূপ উত্থিত হইতে হইবে; তাহাতে যে কেহ তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করে সে যেন নষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু পায়। পরমেশ্বর জগজ্জনের প্রতি এমন স্নেহ করিলেন, যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করিলেন, তাঁহার উপর যে কেহ বিশ্বাস রাখে সে যেন নষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু প্রাপ্ত হয়; যে হেতুক দণ্ড প্রদানের নিমিত্তে আপন পুত্রকে না পাঠাইয়া লোকদিগকে মুক্ত করিতে পাঠাইলেন। অতএব যে ব্যক্তি তাঁহাকে বিশ্বাস করে সে দণ্ডের পাত্র হইবে না, কিন্তু যে কেহ বিশ্বাস না করে সে এখনি দণ্ডের পাত্র হইয়াছে, কি জন্যে না সে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্রের নামে বিশ্বাস করিল না। আর দণ্ডযোগ্য হওনের কারণ এই, যে জগতের মধ্যে দীপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু পাপেতে আসক্তি প্রযুক্ত

মনুষ্য দীপ্তিহইতে অন্ধকারকে ভাল বাসে। কেননা যে ব্যক্তি কুক্রিয়া করে, পাছে তাহার আচার ব্যবহার দূষিত হয় এই নিমিত্তে সে অশুদ্ধা করিয়া দীপ্তির নিকটেও আইসে না। কিন্তু যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করে তাহার কর্ম্ম সকল যে ঈশ্বরের তুষ্টিজনক ইহা যেন প্রকাশ পায় এই আশয়ে সে দীপ্তির কাছে আইসে"।

তদনন্তর যীশু তথাহইতে প্রস্থান করিয়া ইননদেশেতে গিয়া সুসমাচার ঘোষণা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার গালীলদেশে আগমন করিয়া যাহার দ্বারা তাঁহার নিরহঙ্কারিতা ও দয়া এবং পরদেশীয়ের প্রতি ঘৃণারাহিত্য এই সকল গুণ প্রকাশ পাইতেছে পথিমধ্যে এমন এক বৃত্তান্ত ঘটিল। ফলতঃ শমরোণ দেশের মধ্য দিয়া যাইতে২ শেখানগরে উপস্থিত হইলে যীশু পথশ্রান্ত হইলেন, তাহাতে শিষ্যেরা খাদ্য সামগ্রী আনিতে গেলে পর যেখানে যাকুবের কূপ বলিয়া একটি প্রসিদ্ধ কূপ ছিল ঐ স্থানে তিনি বসিলেন। এমন সময়ে এক জন শমরোণী স্ত্রী জল লইবার নিমিত্তে ঐ কূপের নিকটে আইলে তিনি তাহার কাছে কিঞ্চিৎ জল চাহিলেন। কিন্তু তিনি যিহুদীয়লোক হইয়া যে শমরোণী লোকের কাছে জল চাহিলেন ইহাতে ঐ স্ত্রী আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। কেননা যিহুদীয় জাতিতে ও শমরোণী জাতিতে পরস্পর অহিনকুলতাভাব থাকাতে পরস্পর আহার ব্যবহার ছিল না। দেখ, একদেশের লোকেরা ভিন্ন দেশীয় লোকদের প্রতি প্রায় হিংসা করিয়া থাকে, তাহাতে মনুষ্য মাত্র যে ঈশ্বরহইতে পতিত ইহার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই জানিবা; কিন্তু এমন শত্রুভাব দূর করিবার জন্যে খ্রীষ্টের অবতার হওনের এই একটি অভিপ্রায় বটে। তখন ঈশ্বর

কিৰূপ এবং কিপ্রকারেই বা তাঁহার ভজন সাধন করিতে হয় আর কিৰূপে পবিত্র মন পাওয়া যায় এতদ্বিষয়ে যীশুর মুখে অনেক উপদেশ পাইলে ঐ নারী এবং তদ্দেশীয় বহুলোক কুপথ ত্যাগ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মের আশ্রয় লইল। পরে তাহারা তাঁহাকে আপনাদের গ্রামে থাকিতে যথেষ্ট অনুরোধ করিলে তিনি তিন দিন তাহাদের সহিত অবস্থান করিলেন। অতএব দেখ ভাই, প্রায় লোক সকল স্ত্রীলোককে অবলা বলিয়া নীচ জ্ঞান করে, কিন্তু তিনি সেই স্ত্রীকে তাদৃশ জ্ঞান না করিয়া বরঞ্চ পুরুষের ন্যায় তাহাকে সমাদর করিয়া জ্ঞান দান করিলেন।

তদনন্তর যীশু সেখানহইতে কফরনাহূম নগরে উপস্থিত হইলে পর তথাকার এক জন মহৎলোক নিজ পুত্রকে সুস্থ করিতে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিল। তাহাতে প্রভু যীশু আপনার মহা শক্তি প্রকাশিয়া তাহাকে আরোগ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার কৃত এই আশ্চর্য্য কর্ম্ম এমন অপূর্ব্ব যে তাহা আমাদের বিশেষ ৰূপে মনোযোগের যোগ্য বটে, কেননা তিনি সেই ব্যক্তির পুত্রকে না দেখিয়াও সুস্থ করিলেন। তাহার বিবরণ যোহনরচিত সুসমাচার গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের ছেচল্লিশ পদ অবধি চৌয়ান্ন পদ পর্য্যন্ত লিখিত আছে, যথা। "যীশু গালীল দেশের যে কান্নানগরে জলকে দ্রাক্ষারস করিয়াছিলেন তথায় পুনর্ব্বার আগমন করিলে পর কফরনাহূম নগরনিবাসি এক রাজসভাসদ লোকের পুত্র পীড়িত থাকাতে সে ব্যক্তি যিহূদাদেশহইতে গালীলেতে যীশুর আগমন সমাচার পাইয়া তাঁহার নিকটে গিয়া প্রার্থনা করিল, হে মহাশয়, আমার পুত্রের আসন্ন কাল প্রায় উপস্থিত, আপনি আসিয়া তাহাকে রক্ষা করুন। তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, শুন, কোন লক্ষণ কি কোন আশ্চর্য্য না দেখিলে তোমরা তো

প্রত্যয় করিবা না। তখন সেই রাজসভাসদ ব্যক্তি কহিল, হে মহাশয়, আমার পুত্রের প্রাণ থাকিতে আইসুন। যীশু কহিলেন, যাও, তোমার পুত্র সুস্থ হইয়াছে। তাহাতে সে তাঁহার কথাতে প্রত্যয় করিয়া চলিয়া গেল। পরে যাইতে ২ পথিমধ্যে তাহার দাসেরা আসিয়া সংবাদ দিল, যে তোমার পুত্র সুস্থ হইয়াছে। তাহাতে কখন অবধি রোগের প্রতিকার আরম্ভ হইয়াছে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, যে কল্য দুই প্রহর আড়াই দণ্ড বেলাতে তাহার জ্বর ত্যাগ হইয়াছে। তখন যীশু যে দণ্ডে বলিয়াছিলেন সেই দণ্ডেই তাহার পুত্র সুস্থ হইয়াছে ইহা স্মরণ করিয়া সে সপরিবারে বিশ্বাস করিল। যীশু যিহুদাদেশহইতে গালীলেতে আসিয়া যে১ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার দ্বিতীয় কর্ম্ম এই জানিবা"। আর ঐ ক্রিয়াকরণ পর্য্যন্ত বোধ হয় তাঁহার উপদেশক পদে নিযুক্ত হওন অবধি এক বৎসর হইল।

অপর দ্বিতীয় বৎসরে যীশু গালীল দেশ দিয়া ভ্রমণ করিয়া যে দেশের যে কোন নগরে গমন করিলেন তথাকার ভজনালয়ে গিয়া পরিত্রাণের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহাতে লোকেরা নিবিষ্টমন হইয়া যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার মুখের কথা শুনিতে লাগিল। অবশেষে তিনি আপন বাল্যকালের বাসস্থান নাসরিৎ নগরে উপস্থিত হইলে পর তাঁহার মনোহর কথা শুনিয়া অনেকেই চমৎকার বোধ করিল; কিন্তু তিনি ইতর লোকের সন্তান ইহা বলিয়া কেহ২ অশ্রদ্ধা করিল; এবং যে কেহ সামান্য মনুষ্যের ন্যায় তাঁহার বালক কালের আচার ব্যবহার দেখিয়াছিল তাহারা সেই কথার উত্থাপন করিয়া তাচ্ছাল্য করিল। কিন্তু তাহাদের দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্ত ফলদাতার সাক্ষাৎ পাইলেও কিছুই ফল জন্মিল না। অপর তাহাদের

এরূপ বিপরীত জ্ঞান দেখিয়া যীশু অনুযোগ পূর্ব্বক তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে সে সকল কথা তাহাদের হৃদয়ে শূলের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল; তাহাতে তাহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, যে পর্ব্বতোপরি ঐ নগর স্থাপিত ছিল তথাহইতে ফেলিয়া তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তিনি তাহাদের এ প্রকার কুমনস্থ বুঝিয়া সেই জনতার মধ্য দিয়া স্থানান্তরে গেলেন। পরে কফরনাহুম নগরে গিয়া বাস করণ পূর্ব্বক সে স্থানে নানা প্রকার মহৎ কর্ম্ম করাতে ও লোকদিগকে উপদেশ দেওয়াতে ঐ দেশ তাঁহার যশেতে পরিপূর্ণ হইল। ইহার বৃত্তান্ত মার্করচিত সুসমাচার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে একুইশ পদ অবধি চৌত্রিশ পদ পর্য্যন্ত লিখিতআছে।

পরন্তু জনপদের সাক্ষাতে তাঁহার এই সকল কৃত কর্ম্মের কথা শুনিলে তিনি যে তদ্ব্যতিরেক আর কোন কর্ম্ম করেন নাই আপাতত আমাদের এমন বোধ হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত তাঁহার উপাখ্যান ধরিয়া যথার্থ বিবেচনা করিতে গেলে জানা যায়, যে তিনি লোক সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যেমন প্রকাশরূপে সকলের উপকার ক্রিয়াতে আসক্ত ছিলেন তদ্রূপ বিরলে গিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতেও নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন; কিন্তু পিতা মাতা জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া স্বার্থপর হইয়া উদাসীন হইয়াছিলেন তাহা নয়; তবে কি না জগজ্জনের প্রতি যেমন ঈশ্বরের করুণা ও হিতেচ্ছা আছে তদ্রূপ তিনিও দীনদয়াময় এবং জীব সাধারণের হিতৈষী হইয়া দীনহীন দরিদ্রদিগের অশেষ প্রকার মঙ্গল চেষ্টা করিলেন, এবং পরমেশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশিয়া ও তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া প্রার্থনাদ্বারা তাঁহার সহিত আলাপ করিতে অবিরত রত থাকিয়া কাল যাপন করিলেন।

অপর যীশু ঐ অঞ্চল পর্য্যটন করিতে২ সুসমাচার প্রচার করণ পূর্ব্বক লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং সে স্থানে যত লোক পীড়িত ছিল সকলকেই সুস্থ করিলেন। অতএব নিকটস্থ শিরিয়া দেশ পর্য্যন্ত তাঁহার কীর্ত্তি ব্যাপ্তা হওয়াতে তদ্দেশীয় লোকেরা ভূতগ্রস্ত ও বায়ুগ্রস্ত এবং পক্ষাঘাতি প্রভৃতি নানা প্রকার রোগিদিগকে তাঁহার নিকটে আনিলে তিনি সকলকেই সুস্থ করিলেন। এই প্রকারে সকলের দুঃখ দূর করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ কফরনাহুম নগরে পুনর্ব্বার আসিয়া নানা প্রকার বিশেষ২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন। তাহার একটি কর্ম্মের বৃত্তান্ত লিখি, তাহার আলোচনা করিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তিনি কেবল শারীরিক দুঃখ দূর করিতে ক্ষমতাপন্ন ছিলেন এমন নয়, নরকভোগাদিজনক পাপ ও মানসিক ক্লেশ দূর করিতেও যোগ্য ছিলেন। তাহার বিবরণ মার্ক্কলিখিত সুসমাচার গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমাবধি দ্বাদশ পদ পর্য্যন্ত আছে, যথা। "অনন্তর কএক দিবস বিলম্বে তিনি পুনরায় কফরনাহুম নগরে প্রবেশ করিলে পর, তিনি ঘরে আছেন, এই জনরব হওয়াতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে এত লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, যে গৃহমধ্যে সকলের স্থান হইল না, দ্বারের চতুর্দিগেতেও না। তখন তিনি তাহাদের প্রতি কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে চারি জন মনুষ্য এক পক্ষাঘাতিকে বহিয়া সেই স্থানে আনিল, কিন্তু জনতা প্রযুক্ত তাঁহার সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করিতে না পারিয়া, যে স্থানে তিনি ছিলেন অদূপরিস্থ ছাত খুলিয়া তথাহইতে শয্যার সহিত পক্ষাঘাতিকে নামাইল। অতএব যীশু তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া সেই পক্ষাঘাতিকে কহিলেন, হে বৎস, তোমার পাপক্ষমা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া সেই

স্থানস্থিত কএক জন অধ্যাপক মনে২ বিতর্ক করিল, এ মনুষ্য এমন পাষণ্ডের মত কথা কেন কহিতেছ? ঈশ্বর ব্যতিরেকে পাপের ক্ষমা করিতে কাহার সাধ্য? তখন যীশু তাহাদের এরূপ মনের ভাব বুঝিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা অন্তঃকরণে এ সকল বিতর্ক কেন করিতেছ? তোমার পাপক্ষমা হইয়াছে, কিম্বা শয্যা তুলিয়া হাঁটিয়া যাও, এ দুইয়ের মধ্যে এই পক্ষাঘাতিকে কোন কথা বলা সুসাধ্য? কিন্তু পৃথিবীতে পাপক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জ্ঞাত হও, (তখন তিনি ঐ পক্ষাঘাতিকে কহিলেন,) উঠ, তোমার শয্যা লইয়া আপন বাটীতে যাও, আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যা লইয়া সকলের সাক্ষাতে প্রস্থান করিল। অতএব সকলেই চমৎকৃত হইয়া এমন কর্ম্ম কখনো দেখি নাই, এ কথা কহিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল"।

অপর যিহুদীয়দের নিস্তার পর্ব্বের সময় উপস্থিত হইলে যীশু পুনর্ব্বার যিরূশালম নগরেতে আগমন করিলেন। সেই স্থানে এক সরোবর ছিল। তাহাতে নিরূপিত সময়ে ঝটিতি স্নান করিলেই পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে তৎক্ষণাৎ যে কোন রোগগ্রস্ত হয় না কেন রোগহইতে মুক্ত হইত, এই জন্যে সেই নিরূপিত সময়ের অপেক্ষা করিয়া অনেক২ রোগি লোক সেই সরোবরের ঘাটে পড়িয়া থাকিত। তাহাদের মধ্যে বাত রোগেতে আটত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত অবশাঙ্গ এমন এক জন সেখানে ছিল। তখন প্রভু তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, তুমি কি সুস্থ হইতে বাঞ্ছা কর? তাহাতে সে কহিল, হে মহাশয়, নিরূপিত সময়ে আমাকে যে ধরিয়া জলে নামাইয়া দেয় এমন লোক আমার কেহই নাই। আর যদি আপনি যাইতে উদ্যত

হই তাহাতে খুঁড়িয়া যাইতে২ আর এক জন আসিয়া আমার অগ্রে গিয়া জলে নামে। তখন যীশু কহিলেন, ওহে গাত্রো-খান কর, শয্যা তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাও। এই কথা বলিবা মাত্র সে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া শয্যা লইয়া চলিয়া গেল। যীশু এই প্রকারে তাহাকে সুস্থ করিলেন বটে, কিন্তু হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল। কেননা প্রাচীন মতাবলম্বি যিহুদীয়েরা তাঁহার মহত্ত্ব ও লোকের কাছে গুরুবৎ মান্যতা এবং সমাদর দেখিয়া ঈর্ষা করিয়া তাঁহাকে নষ্ট করিতে মন্ত্রণা করিল। কিন্তু তিনি তাহার অনুসন্ধান পাইয়া তথাহইতে মহা প্রান্তরে প্রস্থান করিলেন। তাহাতে লোক সকল সে স্থানেও ঝাঁকে২ গমন করিলে তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেন, এবং ব্যাধিগ্রস্তদিগকে সুস্থ করিলেন। পরে তথাহইতে পর্ব্বতা-রোহণ করিয়া সে স্থানে প্রার্থনা করিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন।

অপর প্রভাত হইলে তিনি আপন ধর্ম্ম প্রকাশ করাইবার নিমিত্তে পশ্চাদ্গামি লোকদের মধ্যহইতে দ্বাদশ জনকে মনো-নীত করিয়া লইলেন। পরে ঐ পর্ব্বতে বসিয়া দ্বাদশ জনের এবং অন্য২ লোকের সাক্ষাতে নানা বিশেষ২ উপদেশ কথা প্রচার করিলেন, এই জন্যে সে কথার নাম পর্ব্বতপ্রচারিত উপদেশ কথা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। তাহার বিবরণ মথীলিখিত সুসমাচার গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় অবধি সপ্তম অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিত আছে। যদি কাহার জানিতে বাঞ্ছা হয় তবে সেই সুসমাচার গ্রন্থ পাঠ করিলেই তাবৎ বুঝিতে পারিবেন। ঐ কথা এমন উত্তম বোধ হয় যে আর কোন উপদেশকের মুখ-হইতে এমন কখনও নির্গত হয় নাই। ফলতঃ ঐ সকল উপদেশ অতি ভারী ও নির্ম্মল, এবং ইন্দ্রিয়দমনকারী, হিত-

জনক, আর সকলের প্রয়োজনার্হ; বিশেষতঃ অনর্থক কোন ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত করায় না, এবং ক্লেশদায়ক কোন কর্ম্মেও মনুষ্যকে ভারগ্রস্ত করে না। তিনি ঐ উপদেশ কথা সমাপ্ত করিলে পর শ্রোতৃবর্গ তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, কেননা তিনি অধ্যাপকদিগের ন্যায় উপদেশ না দিয়া মহা যোগ্যতাপন্নের ন্যায় শিক্ষা দিলেন। খ্রীষ্টের সেই উপদেশ বাক্য কতকগুলি লিখি, যথা।

"অভিমানশূন্য লোকেরা ধন্য, কেননা স্বর্গরাজ্যে তাহাদের অধিকার। খিদ্যমান লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। নম্রশীল লোকেরা ধন্য, কেননা তাহারা পৃথিবীতে অধিকার পাইবে। ধর্ম্মবিষয়ে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণান্বিত লোকেরা ধন্য, যে হেতুক তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। দয়ালু লোকেরা ধন্য, কেননা তাহারা দয়া পাইবে। নির্ম্মলান্তঃকরণ লোকেরা ধন্য, যে হেতুক তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। মিলনকারকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান রূপে বিখ্যাত হইবে। ধর্ম্মের কারণ তাড়িত লোকেরা ধন্য, কেননা স্বর্গরাজ্যে তাহাদের অধিকার হইবে। যখন আমার নিমিত্তে মনুষ্যেরা তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, এবং মিথ্যা করিয়া কত শত মন্দ বলে, তখন তোমরা ধন্য। সেই সময়ে তোমরা উল্লাস কর, এবং অতিশয় আনন্দিত হও, কেননা স্বর্গেতে তোমরা প্রচুর ফল পাইবা; তোমাদের পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকেও তাহারা এই মত তাড়না করিয়াছিল।

তোমরা পৃথিবীর লবণ স্বরূপ, কিন্তু লবণের যদি লবণত্ব যায় তবে সে কেমন করিয়া আস্বাদযুক্ত হইবে? বরং সে কোন কার্য্যের যোগ্য না হওয়াতে কেবল ফেলিয়া দিবার ও মনুষ্যের পদতলে দলিত হইবার উপযুক্ত হয়। তোমরা জগতের দীপ্তি

স্বরূপ, অতএব পর্ব্বতোপরিস্থ নগর যেমন গুপ্ত হইতে পারে না তোমরাও তেমনি। আর মনুষ্যেরা প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না, বরঞ্চ দেরুখার উপরেই রাখে; তাহাতে সে দীপ গৃহস্থিত সকল লোককেই দীপ্তি প্রদান করে। অতএব মনুষ্যদের সাক্ষাতে তোমাদেরও দীপ্তি এমনি প্রকাশ হউক, তাহারা যেন তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে"।

পরে ঐ পর্ব্বতহইতে নামিয়া আসিবার সময়ে এক জন কুষ্ঠিলোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি তাহাকে সুস্থ করিলেন। তাহার পর তিনি কফরনাহুম নগরে পহুঁছিলে এক জন রূমি শতসেনাপতি নিজ ভৃত্যকে সুস্থ করাইবার জন্যে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিল। তাহাতে তিনি তাহাকে সুস্থ করিয়া শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া তথাহইতে নাইন নগরেতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ঐ নগরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র কএক জন লোককে একটা শব বহিয়া লইয়া সিংহদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতে দেখিলেন। ঐ মৃত ব্যক্তির মাতা বিধবা এবং একপুত্রা ছিল, অতএব তাহাকে কাঁদিতে ২ যাইতে দেখিয়া তাহার প্রতি যীশু করুণাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ওগো, কান্দিও না; ইহা বলিয়া সেই মৃত ব্যক্তির খাট স্পর্শ করিলেন, তাহাতে বাহকেরা থমকিয়া দাঁড়াইলে তিনি সেই মৃত যুবাকে কহিলেন, ওহে, আমি বলিতেছি, গাত্রোত্থান কর। তখন এই কথা বলিবা মাত্রে সেই যুবা ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সহজ শরীরে উঠিয়া কথা কহিতে লাগিল। পরে তিনি তাহার মাতার নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। অতএব নিকটস্থ লোকেরা তাহা দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল,

পরমেশ্বর নিজ লোকদের প্রতি দয়া করিয়া দর্শন দিয়াছেন। পরে এই কথা ক্রমে২ নিকটস্থ তাবৎ যিহুদীদেশে রাষ্ট্র হইল।

অনন্তর তিনি সমস্ত দিন লোকদিগকে শিক্ষা দিলে পর শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া গালীল দেশস্থ ঝিল পার হইবার নিমিত্তে নৌকারোহণ করিলেন, কিন্তু যাইতে২ অকস্মাৎ এমন একটা প্রবল ঝড় উপস্থিত হইল যে তরঙ্গেতে নৌকা ডুবিবার লক্ষণ হইল। অতএব সেই নৌকার পশ্চাদ্ভাগে যেখানে প্রভু বালিশে মস্তক দিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, শিষ্যগণ আশঙ্কাতে সেই স্থানে গিয়া তাঁহাকে জাগৃৎ করিয়া কহিল, হে প্রভো, প্রাণ যায়, আপনি কি এখনও নিশ্চিন্ত আছেন? তখন যীশু গাত্রোত্থান করিয়া বাতাসকে এবং সমুদ্রকে ধমক দিলে তৎক্ষণাৎ উভয়ই সুস্থির হইল। অতএব নৌকাস্থ লোকেরা তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, একি! বাতাস এবং সমুদ্র ইহাঁর কথা মান্য করে ইনি কেমন মানুষ! পরে ক্রমে২ নৌকা গদরী দেশে পঁহুছিলে তটে উঠিবামাত্র এক জন ভূতগ্রস্ত আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। সে ব্যক্তি এমন বলবান্ এবং ভয়ানক ছিল, যে সে অঞ্চলের সমুদয় লোক তাহাকে ভয় করিত; কিন্তু যীশু তাহাকে সুস্থ করিলেন। পরে তথাহইতে আগমনসময়ে মথী নামে এক জন করগ্রাহক যীশুকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া অতিথিসেবা করিল। তাহাতে তাঁহাকে ইতরলোকের সহিত ভোজন করিতে দেখিয়া অধ্যাপকেরা তাঁহার প্রতি দোষারোপণ করিল; কিন্তু তিনি সেই দোষকে দোষ জ্ঞান না করিয়া আপনি যে দীনহীন পাপি লোকের বন্ধু ইহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর ঐ ভোজন সাঙ্গ হইলে যাইরস নামক এক প্রধান ব্যক্তির কন্যা মরিল,

তাহাতে যাইসর তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক ডাকিয়া আনিলে পর তিনি সেই কন্যাকে পুনর্ব্বার বাঁচাইয়া তাহার পিতা মাতার নিকটে সমর্পণ করিলেন। তিনি যখন সে স্থানে গমন করেন, তৎকালে রাজপথে ভিড়ের মধ্যে এক দুঃখিনী স্ত্রী আসিয়া ভক্তি করিয়া তাঁহার বস্ত্রের আঁচলা স্পর্শ করিয়া বহুকালের রোগহইতে মুক্তা হইল। পরে তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন। এই কর্ম্মের বিবরণ লূকরচিত সুসমাচারের অষ্টম অধ্যায়ের তেতাল্লিশ পদ অবধি আটচল্লিশ পদ পর্য্যন্ত লিখিত আছে। এইরূপে কিছু দিন বিলম্বে দুই জন অন্ধকে চক্ষুর্দানও করিলেন। তদ্ভিন্ন এক জন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার নাসরিৎ নগরে ফিরিয়া গিয়া বহু প্রকার আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখাইলেও তাহারা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। অতএব তিনি তাহাদের নিতান্ত অবিশ্বাস দেখিয়া মনোদুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

তাঁহার উপদেশকপদে নিযুক্ত হওন অবধি ঐ লোককে পরিত্যাগ করণসময় পর্য্যন্ত দুই বৎসর সম্পূর্ণ হইল। অপর সুসমাচার গ্রন্থে লেখে যে তৃতীয় বৎসরের প্রথমেতেই তিনি যিহূদীদেশস্থ তাবৎ নগরে সুসমাচার প্রচার করাইবার জন্যে আপন শিষ্যদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে তাহারা যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার ইষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাগমন করিলে পর তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দেওনের উপযুক্ত অতি বিরল স্থানেতে লইয়া গেলেন; তথাপি সে স্থানেতেও মহালোকারণ্য হইল। অপর তাঁহার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক সেই স্থানে থাকিতে২ তাহাদের পথের সম্বল ফুরাইয়া গেল, তাহাতে তিনি তাহাদের প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে অতি আশ্চর্য্য এক কর্ম্ম

করিলেন। ঐ আশ্চর্য্য কর্ম্মের বিবরণ মথীরচিত সুসমাচার গ্রন্থের চৌদ্দ অধ্যায়ের চৌদ্দ পদ অবধি একুইশ পদ পর্য্যন্ত লিখিত আছে, যথা। "অনন্তর যীশু নৌকাযোগে একাকী নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন। পরে লোকেরা তাহা শুনিয়া নগর২ হইতে আসিয়া পদব্রজে তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিল। তখন যীশু বাহিরে আসিয়া মাহালোকারণ্য দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, ও তাহাদের যত পীড়িত লোক ছিল, সমস্তকেই সুস্থ করিলেন। পরে সন্ধ্যা কাল উপস্থিত হইলে শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, এই তো নির্জ্জন স্থান, তাহাতে বেলাও অবসান; অতএব লোক সকলকে বিদায় করুন, তাহারা গ্রামে২ গিয়া খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করুক। কিন্তু যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, উহাদের যাইবার আবশ্যক নাই, তোমরাই উহাদিগকে ভোজন করাও। তাহাতে তাহারা কহিল, আমাদের এখানে কেবল পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য আছে। তখন তিনি কহিলেন, তাহাই আমার নিকটে আন। পরে তিনি লোকদিগকে ঘাসের উপরে বসিতে আজ্ঞা করিলেন; এবং ঐ পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য লইয়া আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিলেন; তাহাতে শিষ্যেরা লোকদিগকে পরিবেশন করিলে স্ত্রী ও বালক ছাড়া ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র পুরুষ ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল। অবশেষে উদ্বৃত্ত গুঁড়া গাড়াতে পূর্ণ বার ডালী উঠাইয়া লইল"।

তদনন্তর লোকেরা যে তাঁহাকে রাজা করিবে ইহা তিনি জ্ঞাত হইয়া শিষ্যগণের এবং জ্ঞাতি কুটুম্ববর্গের মনেতে ঐহিক ঐশ্বর্য্যাভিলাষ দেখিয়া তাহাদিগকে অনুযোগ করিলেন। পরে শিষ্যগণকে ঝীলের ওপারে যাইতে আজ্ঞা করিয়া আপনি সেই

স্থানে থাকিয়া অধিকন্তু রাত্রি পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিলেন। অপর প্রভাত হইলে শিষ্যেরা ঝীলের মধ্যে প্রবল ঝড় তুফানে পড়িয়া বিষম শঙ্কটে প্রাণসংশয়েতে কালযাপন করিতেছিল। ইতোমধ্যে সূর্য্যোদয় না হইতে২ যীশু তরঙ্গের উপর দিয়া পদব্রজে তাহাদের নিকটে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে আপাতত চিনিতে না পারিয়া জলের উপরে মনুষ্যকে হাঁটিতে দেখিয়া ভয়েতে চাৎকার শব্দ করিতে লাগিল। অতএব যীশু উত্তর করিলেন, ভয় করিও না, এ আমি; ইহা বলিয়া তাহাদিগকে সুস্থির করিলেন। তখন তিনি নৌকারোহণ করিবা-মাত্র বাতাস নিবৃত্ত হইলে পর অল্পক্ষণের মধ্যে তাহাদের উদ্দেশ্য স্থানেতে গিয়া নৌকা পঁহুছিল।

পরে তিনি যে সমস্ত লোককে ভোজন করাইয়াছিলেন তাহারাও পশ্চাৎ২ নৌকা বাহিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া, পারমা-র্থিক অক্ষয় নিধি প্রদানের নিমিত্তে আপনি যে অবতীর্ণ হইয়া-ছেন তদ্বিষয়ের এক উপদেশ কথা তাহাদিগকে কহিলেন। তদনন্তর তিনি যিহুদাদেশ ভিন্ন আর কোন দেশে গিয়া এক দুঃখি স্ত্রীলোকের কন্যাকে সুস্থা করিলেন। এবং তথাহইতে আগমনের সময়ে এক জন বোবা অথচ বধির মনুষ্যকে সুস্থ করিলেন। পরে এক পর্ব্বতারোহণ করিয়া বসিলে সে স্থানেও মহালোকারণ্য আসিয়া অন্ধ খঞ্জ কুব্জ অবশাঙ্গ ক্ষতাঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগকে তাঁহার শ্রীচরণের নিকটে রাখিল। তাহাতে তিনি প্রত্যেক জনকেই সুস্থ করিলেন। অতএব অন্ধকে চক্ষুর্যুক্ত করা ও বোবাকে উক্তিমান করা ও খঞ্জকে গমনশীল করা এবং ক্ষতাঙ্গকে সহজ শরীর করা ইত্যাদি তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া লোকেরা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ

করিতে লাগিল। পরে তিনি সাতটা রুটী এবং দুইটা মৎস্য-দ্বারা স্ত্রীলোক ও বালক ছাড়া প্রায় চারিহাজার লোককে ভোজন করাইলেন।

অপর যীশু এক দিন পিতর ও যাকুব এবং যোহন এই তিন জন প্রিয়তম শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া এক পর্ব্বতারোহণ পূর্ব্বক সে স্থানে তাহাদের সাক্ষাতে অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ফলতঃ তিনি নিজ মূর্ত্তি অন্তর্হিত করিলে তাঁহার সমস্ত শরীর মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ হইল। তখন গত শত ২ বৎসর পর-লোকপ্রাপ্ত যে মুসাহ এবং এলিয়া এই দুই জন ভবিষ্যদ্বক্তা মূর্ত্তিমান্ হইয়া নিকটে আসিয়া যিরূশালম নগরে যে তাঁহার মৃত্যু হইবে তাঁহার সহিত তদ্বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিল। পরে তিনি পর্ব্বতহইতে উত্তীর্ণ হওন সময়ে বহু-দিনাবধি ভূতগ্রস্ত এক বালককে সুস্থ করিলেন। আর তাঁহার মতাবলম্বিদের অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া নম্রশীল হওয়া অতি আবশ্যক ইত্যাদি নানা উত্তম২ উপদেশ দিলেন। এই সময়ে খ্রীষ্টের প্রকটরূপে শিক্ষা দেওনের তৃতীয় বৎসর সম্পূর্ণ হইল।

দেখ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা পড়িয়াছ, কিন্তু তিনি এই রূপ যত কর্ম্ম করিলেন ইহার মধ্যে একটীও নিরর্থক রূপে কিম্বা নিজ গৌরবের নিমিত্তে করিলেন না, কেবল মনুষ্যদিগের হিত এবং প্রয়োজন বুঝিয়া করিলেন; আর খ্রীষ্টের ক্রিয়া সকল এমন মহত্ত্ব বিশিষ্ট যে অতি প্রসিদ্ধ ও খ্যাত্যাপন্ন মনুষ্যের যে কোন ক্রিয়া হউক না কেন, তাহার নিকটে অতি ক্ষুদ্র রূপে গণ্য হয়। ফলতঃ তিনি অন্ধকেও দৃষ্টি, খঞ্জকে চলৎশক্তি ও বধিরকে শ্রবণ শক্তি দিলেন, এবং কটিদেশ ভঙ্গ ব্যক্তিকে সোজা করিলেন, এবং কুষ্ঠিকে পরিষ্কৃতাঙ্গ

করিলেন, ও উন্মত্ত ব্যক্তিকে সজ্ঞান করিলেন, ও ভূতগ্রস্ত লোকহইতে ভূত ছাড়াইলেন; তদ্ভিন্ন অল্প সামগ্রীতে হাজার ২ লোককে ভোজন করাইলেন, এবং সমুদ্র জলের উপরে হাঁটিলেন, আর প্রবল বায়ুকে ধমক্ দিয়া নিবৃত্ত করিলেন। আর কি বলিব? তিনি মৃত শরীরেতে পুনরায় জীবসঞ্চার পর্য্যন্ত করিলেন। অপর ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত তাঁহার যে২ ক্রিয়া তদ্ভিন্ন আরও২ ক্রিয়াও করিয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তারা স্থানে২ তাহার উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, যে হেতুক ধর্ম্ম পুস্তকের কোন২ স্থানে লিখে যে তিনি সর্ব্ব প্রকার ব্যাধিহইতেই লোকদিগকে সুস্থ করিয়াছিলেন; এবং আর কোন ২ স্থানে লিখে যে শিরিয়া দেশেতে তাঁহার কীর্ত্তি প্রকাশ হওয়াতে তন্নিবাসি লোকেরা বিবিধ প্রকার রোগগ্রস্ত লোককে তাঁহার নিকটে আনিলে তিনি তাহাদের প্রত্যেক জনকেই সুস্থ করিলেন; আর স্থানান্তরে লিখে যে তাঁহার পশ্চাদ্গামি লোক সকল আরোগ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্পর্শ করিল, এবং তাহাতেই সকলে সুস্থ হইল; আর কোন২ স্থানে লিখে যে লোকেরা তাঁহার এ প্রকার আশ্চর্য্য কর্ম্মের সংবাদ শুনিয়া ঐ অঞ্চলের চতুর্দ্দিগহইতে খট্টা ও ডুলি করিয়া রোগি সকলকে তাঁহার নিকটে আনিতে লাগিল, এবং কোন গ্রামে গমন করিলেন তাঁহার সে উদ্দেশ পাইয়া লোকেরা রোগি সকলকে আনিয়া কোন প্রকারে তাহাদের গাত্রেতে এক বার তাঁহার বস্ত্র স্পর্শ হয় এই আশয়েতে তাহাদিগকে পথের পার্শ্বে২ রাখিল, তাহাতে যে২ ব্যক্তি স্পর্শ করিয়াছিল সকলেই সুস্থ হইল। অবশেষে যে সময়ে তিনি যিহুদীয়দের পর্ব্বের মেলাতে যিরূশালম নগরে উপস্থিত হইয়া মন্দিরের মধ্যে শিক্ষা দিতেছিলেন এমন সময়ে মহা যাজক দ্বেষ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে কোতোয়ালবর্গকে

প্রেরণ করিল, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে না ধরিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব বক্তৃতা ও মনোহর ভাববিশিষ্ট কথা সকল শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া অমনি ফিরিয়া গেল। তাহাতে তোমরা তাহাকে ধরিয়া আনিলা না কেন! এ কথা মহাযাজক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে পর, তাহারা উত্তর করিল, যে মহাশয় এই মনুষ্যের মত শিক্ষা তো কখন কেহ দেয় নাই।

তদনন্তর শমরোণ দেশের মধ্য দিয়া যিরূশালম নগরে যাইবার সময়ে দশ জন কুষ্ঠিকে সুস্থ করিলেন, এবং লোকেরা কতক গুলিন ক্ষুদ্র২ বালককে তাঁহার নিকটে আনিলে তিনি তাহাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং তিনি পাপি লোকদিগের প্রতি দয়া করিয়া জ্ঞান দান করেন এই হেতুক তাঁহাকে অধ্যাপকেরা দোষী করিলে, তাহারা যে অবিচার পূর্ব্বক তাঁহাকে দোষী করিতেছে ইহা দেখাইবার জন্যে অপূর্ব্ব একটী দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন। তাহার বিবরণ লুকরচিত সুসমাচার গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে। যথা। “এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল; তাহাতে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে কহিল, হে পিতঃ, তোমার বিষয়ের যে অংশ পাইব তাহা বিভাগ করিয়া দেও। তাহাতে পিতা নিজ সম্পত্তি ভাগ করিয়া তাহাকে দিলে পর সেই পুত্র সমস্ত ধন একত্র লইয়া দূর দেশে প্রস্থান করিয়া দুষ্টাচরণেতে সমস্ত সংস্থানই উড়াইয়া দিল। পরে সে দেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, এবং তাহার সকল ধন ব্যয় হইলে তাহার দৈন্যদশা ঘটিতে লাগিল। পরে তদ্দেশীয় এক গৃহস্থের আশ্রিত হইলে সেই ব্যক্তি শূকরপাল চরাইতে তাহাকে মাঠে পাঠাইয়া দিত; কিন্তু তাহাকে কেহ কিছু আহার না দেওয়াতে সে শূকরের খাদ্য খোশা প্রভৃতিদ্বারা উদর পূর্ণ করিতে বাঞ্ছা করিত। অবশেষে সে মনে২ চেতনা পাইয়া

কহিল, হায় আমার পিতার নিকটে কত২ বেতনগ্রাহি দাস যথেষ্ট আহার পাইতেছে, কিন্তু আমি ক্ষুধায় মরিতেছি। অতএব এখন উঠিয়া পিতার নিকটে গিয়া এই কথা কহিব, হে পিতঃ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এবং তোমার নিকটে পাপ করিয়াছি, এ কারণ তোমার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য নহি; আমাকে আপনার এক বেতনগ্রাহি দাস করিয়া রাখুন। ইহা ভাবিয়া সে গাত্রোত্থান করিয়া পিতার নিকটে গমন করিল; তাহাতে তাহার পিতা দূরহইতে তাহাকে দেখিয়া ধাবমান হইয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। তখন পুত্র তাহাকে কহিল, হে পিতঃ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এবং তোমার নিকটে পাপ করিয়াছি, অতএব এখন তোমার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য নহি। কিন্তু তাহার পিতা নিজ দাসদিগকে আজ্ঞা দিয়া কহিল, সর্ব্বোত্তম বস্ত্র আনিয়া ইহাকে পরাও, এবং ইহার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় দেও, এবং ইহার পায়েতে পাদুকা দেও, আর হৃষ্ট পুষ্ট বাছুর আনিয়া মার, তাহা ভোজন করিয়া আমরা আনন্দ করি। যে হেতুক এই যে আমার পুত্র সে মৃত হইয়া এখন সজীব হইয়াছে, ইহাকে হারাইয়া পুনশ্চ পাইয়াছি; তাহাতে তাহারা আনন্দ করিতে লাগিল।"

পরে মরিয়ম ও মার্ত্তার ভ্রাতা লাজর নামে এক ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত কবরস্থ হইলেও যীশু তাহার সেই মৃতদেহে পুনরায় জীবন দান করিলেন। অতএব তাহা দেখিয়া লোকেরা ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহাকে গুরুবৎ মান্য করাতে প্রধান যাজক ঈর্ষা করিয়া তাঁহাকে নষ্ট করিতে মন্ত্রণা করিল। অপর তিনি দিবাভাগে যিরূশালম নগরে স্থাপিত মন্দিরে থাকিয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিলেন, এবং রাত্রিকালে

নগরের প্রান্ত ভাগে জৈতুন নামক পর্ব্বতে গিয়া থাকিলেন। পরে প্রভাত হইলে আরবার তিনি নগরস্থ মন্দিরে আসিয়া উপদেশ শ্রবণের নিমিত্তে আগত লোকদিগকে শিক্ষা দিলেন, এই প্রকারে তিন দিন যায়। পরে চতুর্থ দিবসে বৃহস্পতিবারে শিষ্যদের সহিত নিস্তার পর্ব্বের ভোজনে বসিয়া নম্রতা এবং পরস্পর প্রীতি করা যে কি পর্য্যন্ত উচিত কর্ম্ম তাহা যেন শিষ্যদের হৃদয়ঙ্গম হয় এই জন্যে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বস্ত্র খুলিয়া রাখিয়া এক খান গামছাদ্বারা কটিদেশ বন্ধন করিলেন। পরে এক পাত্র জল লইয়া শিষ্যদের পাদ প্রক্ষালন করণ পূর্ব্বক ঐ গামছাদ্বারা পা মোছাইয়া দিতে লাগিলেন। আর পুরুষানুক্রমে তাঁহার মরণ যেন লোকদিগের স্মরণ থাকে এই অভিপ্রায়েতে তিনি খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রসিদ্ধ ক্রিয়ারূপ প্রভুর ভোজন খ্যাত ঐ ভোজন নিরূপণ করিলেন।

অনন্তর ভোজন সমাপ্তি হইলে পর রাত্রিকালে যীশু শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া জৈতুন নামক পর্ব্বতে গমন করত ঈশ্বরারাধনা করণার্থে পূর্ব্ব রীত্যনুসারে তিনি যে উদ্যানে কখন২ যাইতেন তন্মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু যে সময়ে জগজ্জনের পাপমোচন করিবার নিমিত্তে সকলের পাপ স্বশরীরে ভোগ করিয়া আপনাকে বলিরূপে উৎসর্গ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে সম্প্রতি সে কাল উপস্থিত, ইহা মনে করিয়া তাঁহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে লাগিল। তাহার বিবরণ মথীরচিত সুসমাচার গ্রন্থের ষড়্বিংশতি অধ্যায়ের সাঁইত্রিশ পদ অবধি পঁয়তাল্লিশ পদ পর্য্যন্ত লিখিত আছে, যথা। "পরে যীশু শিষ্যদের সহিত গৈৎশিমান নামে এক স্থানে গমন করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঐ স্থানে গিয়া যে পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিব তাবৎ তোমরা এখানে বসিয়া থাক। এ কথা কহিয়া তিনি

পিতরকে এবং সবিদির দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন; আর অন্তঃকরণে শোকাকুল ও অত্যন্ত ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, মরণকালের ন্যায় আমার প্রাণ অত্যন্ত শোকাকুল হইতেছে, অতএব তোমরা এই স্থানে আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক। পরে তিনি কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদ্যপি হইতে পারে তবে আমার নিকট-হইতে এই যাতনা যেন দূর হয়; কিন্তু আমার ইচ্ছামত না হইয়া তোমার ইচ্ছামত হউক। অনন্তর তিনি শিষ্যদিগের নিকটে আইলে পর তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া পিতরকে কহিলেন, তোমরা কি আমার সঙ্গে এক দণ্ডও জাগিতে পারিলা না? জাগ, এবং প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষাতে প্রবেশ না কর। আত্মা উদ্যুক্ত বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল। পুনশ্চ তিনি গিয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ, ভোগ না করিলে যদ্যপি এই যাতনা আমার নিকটহইতে দূর না হয় তবে তোমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ হউক। পুনর্ব্বার গিয়া তাহা-দিগকে নিদ্রিত দেখিলেন, কেননা তাহাদের চক্ষু ঢুল২ করিতেছিল অতএব তাহাদের নিকটহইতে গিয়া তৃতীয় বার পূর্ব্বমত কথা কহিয়া প্রার্থনা করিলেন। পরে শিষ্যদের কাছে আসিয়া কহিলেন, সম্প্রতি শয়ন করিয়া বিশ্রাম কর, দেখ, সেই সময় উপস্থিত, এখন মনুষ্যপুত্র পাপিদের হস্তে সমর্পিত হন।"

এমন সময়ে তাঁহার দ্বাদশ জন শিষ্যের মধ্যে গণিত যিহুদা-নামে যে এক জন শিষ্য সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যীশুকে অধ্যাপকদের হস্তগত করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়া ত্রিশ খান রূপ্যমুদ্রা ঘুষ লইয়াছিল সেই ব্যক্তি সৈন্য সামন্ত লইয়া ঐ

বাগানের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যীশুকে ধরিয়া দৃঢ় বন্ধন করণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ কাইফা নামক মহাযাজকের বাটীতে লইয়া গেল। পরে তাহারা তাঁহাকে তথাহইতে পীলাত নামক রূমি লোকদের দেশাধ্যক্ষের নিকটে প্রেরণ করিল; তাহার পর পীলাত তাঁহাকে হেরোদ রাজার সমীপে পাঠাইয়া দিল; এবং হেরোদ তাঁহাকে পুনর্ব্বার পীলাতের নিকটে পাঠাইয়া দিল। এই প্রকারে নানাস্থান হইতে নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া অশেষ প্রকারে অপমান এবং যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। পরে পীলাত তাঁহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া রক্ষা করিবার জন্যে অনেক প্রকার আকিঞ্চন করিল, কিন্তু যিহুদীয়দের যাজকগণ কোন প্রকারে ক্ষান্ত হইল না; কারণ তাহারা দুই তিন বৎসরাবধি তাঁহার প্রতি ঈর্ষা করিয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্যে যথা সাধ্যে চেষ্টা করিয়া২ অবশেষে তাঁহাকে হস্তগত করাতে তাঁহার রক্তপাত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। অতএব পীলাত তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে কোন প্রকারে ক্ষান্ত করিতে না পারিয়া যীশুকে ক্রুশনামক যন্ত্রেতে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে যেন বধ করে এই যে তাহাদের অন্যায় প্রার্থনা অবশেষে তাহাতেই স্বীকৃত হইল। তখন প্রাণ দণ্ড করিতে রূমি লোকদের যেমন রীতি ছিল তদনুসারে লোকেরা তাঁহাকে কোড়া মারণ পূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধে ক্রুশ দিয়া লইয়া গেল কিন্তু কিছু দূর গেলে পর যীশু প্রহারের যন্ত্রণাতে দুর্ব্বল হওয়াতে সৈন্যেরা তাঁহাকে ক্রুশ বহিতে অসমর্থ দেখিয়া এক জন পথিক লোককে বেগার ধরিয়া তাহারি স্কন্ধেতে ঐ ক্রুশ দিয়া লইয়া গেল।

অপর ক্রমে প্রাণ দণ্ডের নিরূপিত স্থানে পহুঁছিলে পর তাহারা ঐ ক্রুশযন্ত্র ভূমিতে ফেলিয়া তদুপরি যীশুর হস্তপাদ

বিস্তার করণ পূর্ব্বক তাঁহাকে শয়ন করাইয়া ঐ ক্রুশ যন্ত্রের সহিত তাঁহার হস্ত পাদের তালুকাতে বড় ২ প্রেক বিদ্ধ করিল। পরে ভূমিতে একটা গর্ত্ত খনন করিয়া ঐ ক্রুশযন্ত্র উচ্চ করিয়া পুতিল। এই প্রকারে যীশু ক্রুশ যন্ত্রোপরি বদ্ধ হওয়াতে পাঁচ ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত মনুষ্যদের পাপের প্রতিফল স্বরূপ অশেষ প্রকার অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন; আর তিনি যে ঈশ্বরের পুত্রঅবতার বটেন ইহা তৎকালে ভূমিকম্প প্রভৃতি লক্ষণদ্বারা আকাশ এবং পৃথিবী উভয়ই প্রমাণ দিতে লাগিল, এবং যিহুদীয় জাতিতে ও অন্যান্য জাতিতে সেই সময় অবধি আর ব্যবধান নাই বরঞ্চ সমুদয় জগজ্জনের নিমিত্তেই স্বর্গদ্বার মুক্ত হইয়াছে, এতজ্জ্ঞাপক যিরূশামল মন্দিরের মধ্যস্থ ব্যবধানবস্ত্র ও উপর অবধি নাম পর্য্যন্ত দুইখান হইয়া চিরিয়া গেল। এই প্রকারে ত্রাণকর্ত্তার দুঃখভোগ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তারা সাত আট শত বৎসরের পূর্ব্বে যে ২ ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়াছিলেন সে সমস্তই প্রত্যক্ষ হওয়াতে জগজ্জনের পরিত্রাণ কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইয়াছে ইহা জ্ঞাত হইয়া যীশু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, সমাপ্ত হইয়াছে, তাহার পরে তিনি শিরোনমন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। এখন দেখ ভাই স্বর্গীয় দূতগণ যাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে এবং যাঁহার সম্মুখে পৃথিবীস্থ সমুদয় লোককেই নত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে এমন যে প্রভু যীশু তিনি নিজে নিষ্পাপ হইয়াও পাপিদের জন্যে এতদ্রূপে প্রাণ সমর্পণ করিলেন।

তদনন্তর দুই জন তাহার বিশ্বাসক শিষ্য আসিয়া ক্রুশ কাষ্ঠহইতে যীশুর ঐ মৃতদেহ নামাইয়া আনিয়া কবর দিল। তাহাতে পাছে শিষ্যেরা চাতুর্য্য করিয়া রাত্রিযোগে ঐ মৃতশরীর তুলিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার পুনরুত্থান হইয়াছে এমন

কথা রাষ্ট্র করে এই ভয়ে যিহুদীয়দের অধ্যক্ষ সকল ঐ কবর-স্থান রক্ষা করাইবার জন্যে সে স্থানে এক দল সৈন্য নিযুক্ত রাখিল। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও যীশু নিজবাক্য প্রমাণে তৃতীয় দিবসে মৃত্যুকে জয় করিয়া স্বশরীরে পুনরুত্থান করিলেন। দেখ ভাই, তাঁহার মৃত্যু না হইলে কদাচ আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত না; এবং তাঁহার পুনরুত্থানের অনেক২ কারণও আছে। দেখ, যদি তাঁহার পুনরুত্থান না হইত তবে তাঁহার কৃত প্রায়শ্চিত্ত যে পরমেশ্বরের গ্রাহ্য হইয়াছে এতদ্বিষয়ে আমরা কিছুই প্রমাণ পাইতাম না। এবং কবরের মধ্যে তাঁহার শরীরের ক্ষয় হইবে না এই যে বাক্য ভবিষ্যদ্বক্তারা কহিয়া-ছিলেন. আর আমি ঈশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তি এই যে তাঁহার নিজের বাক্য, ইহার প্রমাণ দিবার নিমিত্তেও তাঁহার পুন-রুত্থানের অপেক্ষা করে। বিশেষতঃ শরণাগত লোকেরা কিছু কাল দুঃখ ভোগ করিয়া অন্তকালে দেহত্যাগ করিলে পর শেষ দিনে মৃত দেহের উত্থান পূর্ব্বক পরমেশ্বরের সহবাসেতে স্বর্গ-ভোগ করিবে, তাহাদের এই দৃঢ় প্রত্যাশা যে সত্য, ইহার প্রমাণের জন্যেও তাঁহার পুনরুত্থান আবশ্যক বটে।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হইলে পর তিনি চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত শিষ্যদিগকে প্রত্যক্ষরূপে পুনঃ২ দর্শন দিলেন। তাহা যে কেবল এক জনের কাছে এমন নয়, এক সময়ে প্রায় পাঁচ শত লোকের মধ্যে দর্শন দিলেন; এবং অন্য সময়ে তিনি তাহা-দের সহিত বন্ধুবান্ধবের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিয়া একত্র ভোজন পান করিলেন। এই মতে চল্লিশ দিন গত হইলে পর তিনি জৈতুন নামক পর্ব্বতের মধ্যে শিষ্যদিগকে সন্দর্শন দিয়া আশী-র্ব্বাদ করণ পূর্ব্বক মেঘারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। তখন শিষ্যগণ তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে২ দুই

জন স্বর্গীয় দূত প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাদিগকে কহিল; হে গালীলীয় লোক সকল, তোমরা এখানে আকাশের দিকে এক দৃষ্টি করিয়া কি জন্যে রহিয়াছ! এই যীশুকে তোমরা যে প্রকারে স্বর্গারোহণ করিতে দেখিয়াছ তদ্রূপে তিনি পুনর্ব্বারও আগমন করিবেন। তখন এই কথা শুনিয়া তাহারা যিরূশালম নগরে ফিরিয়া আগমন করিল, এবং তোমরা দেশদেশান্তরে যাইয়া সুসমাচার প্রচার করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবা এই যে প্রতিজ্ঞা যীশু করিয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষাতে থাকিল। তাহাতে থাকিতে২ নিস্তার পর্ব্বের সময়ে তাহা প্রাপ্ত হইল। তদ্বিবরণ ধর্ম্মপুস্তকে এই লিখিত আছে, যে শিষ্যেরা একত্র হইয়া এক স্থানেতে ঈশ্বরের প্রতি এক মনেতে প্রার্থনা করিতেছিল, হেনকালে ঈশ্বর তাহাদিগকে দৃশ্যরূপে পবিত্র আত্মা প্রদান করিলেন। অতএব তাহারা পবিত্র আত্মাদ্বারা অভিষিক্ত হওয়াতে তাঁহার শিক্ষাতে শিক্ষিত হইয়া তথাহইতে প্রস্থান করণ পূর্ব্বক খ্রীষ্টের মরণদ্বারা যে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এই সুসমাচার সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে লাগিল। আরও দেখ, তাহাদের পবিত্রাণ বিষয়ক ঐ উপদেশ সকল কোন প্রকারে নিষ্ফল হইল না, ফলতঃ তাহা শুনিয়া সহস্র২ লোক মনঃপরিবর্ত্তন করণ পূর্ব্বক কুপথ ত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্মাবলম্বন করিল। আর কি বলিব? লোকেরা যেমন ভয়ানক অন্ধকার পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যের আলোকের নিকটে আইসে তদ্রূপ মিথ্যাধর্ম্মের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের ধর্ম্মের আশ্রয় লইল।

ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, যীশু পুনরায় এই জগতে আসিবেন বটে, কিন্তু পবিত্রাণকর্ত্তারূপে নয়; তবে কি না পরমেশ্বরকে না মানে ও ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত কথা অগ্রাহ্য করে এমত লোকদিগকে নরকদণ্ড করিবার জন্যে সহস্র২ স্বর্গদূতকে সঙ্গে লইয়া

বিচারকর্ত্তারূপে আসিবেন। পরে পৃথিবীস্থ তাবৎ দেশীয় লোকেরা তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে রাখালেরা যেমন মেষপালহইতে ছাগ সকলকে বাছিয়া২ ভিন্ন২ করিয়া রাখে তদ্রূপ তিনিও পাপাত্মা লোকদিগের মধ্যহইতে ধর্ম্মিষ্ঠ লোকদিগকে বাছিয়া২ লইয়া তাহাদিগকে কহিবেন, হে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত লোক সকল. তোমাদের জন্যে জগতের পত্তনাবধি যে ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট রাজ্য প্রস্তুত হইয়াছে সেই রাজ্যেতে তোমরা অধিকার পাইয়া সুখসম্ভোগ কর। পরে পাপিষ্ঠ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিবেন. হে শাপগ্রস্ত লোক সকল, শয়তান ও তাহার অন্তরঙ্গ লোকের নিমিত্তে যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত আছে তাহাতে গিয়া তোমরা স্ব২ পাপের ভোগ কর।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অবতার হওনের অভিপ্রায় এবং তাঁহার চরিত্রের বিবরণ সংক্ষেপে কিছু লেখা গেল। এখন ভাই হে, এই সংক্ষেপ লিখিত খ্রীষ্ট চরিত্রের বিবরণের সহিত আর পুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত অবতারের চরিত্রের বিবরণের সহিত তুলনা করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ ঈশ্বরের ন্যায় আচরণ কাহার? পুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত অবতারের যে সকল আচার ব্যবহার তাহার মধ্যে অনেক অশুচি এবং অন্যায়, কিন্তু দেখ যীশুর ক্রিয়াতে কেবল ন্যায় ও দয়া প্রকাশ পাইতেছে। এবং ঐ অবতারেরা লোক সকলের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু যীশু কেবল লোকদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। ফলতঃ তিনি ব্যাধিগ্রস্তকে সুস্থতা ও দূর্ব্বলকে বল ও অজ্ঞানকে জ্ঞান এবং তাপিত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা ইত্যাদি প্রদান পূর্ব্বক কেবল লোকের উপকার করিয়া ভ্রমণ করিতেন। আরও মনোযোগ করিয়া দেখ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত যে দশ অবতার. তাহার একটাতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় না

কিন্তু যাহাতে লোক সাধারণের পরিত্রাণ হইতে পারে এমত মহৎ উপায় খ্রীষ্ট করিয়া গিয়াছেন। অতএব তোমার প্রতি এবং সুবুদ্ধি সদ্বিবেচক সকলের প্রতি আমার নিবেদন এই, দুই শাস্ত্রের মধ্যে কোন শাস্ত্র মানা কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবা।। ইতি।।

(ত্রাণ পাইবার উপায়

১ আইস আইস সর্ব্ব পাপী
যীশু খ্রীষ্টকে কর সার
তিনি চাহেন ওরে তাপী
তোদের ভক্তি জন্মাইবার।
যীশু বিনা
পাপে রক্ষা নাহি আর।

২ যীশু দিলেন আপন রক্ত
পাইলেন কত শত দুঃখ
তাতে মানুষ হইয়া মুক্ত
স্বর্গে পাইবে নিত্য সুখ।
যীশু খ্রীষ্ট
পাপি লোককে তরাইবেন।

PRINTED AT THE CHURCH MISSION PRESS, MISSION ROW, FOR THE
CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOB SOCILTY

Miscellaneous Series.] [No. 25.

SUBJECTS FOR CONSIDERATION.

মনোযোগের বিষয়।

মনুষ্য প্রায় অতি ক্ষুদ্র ও অসার বিষয়ে মনোযোগ করে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের কোন ফল হইতে পারে না; অতএব ওহে প্রিয় পাঠক, আমার পরামর্শ শুন, যাহাতে জ্ঞান জন্মে, এবং অন্য২ উত্তম ফল হয়, নীচে লিখিত এমন ভারী বিষয়ে মনোযোগী হও।

প্রথমতঃ আপনি অর্থাৎ দেহ ও আত্মা কি প্রকার, ইহার বিবেচনা।

এই দেহ কি প্রকার নির্ম্মিত ও কেমন বা আশ্চর্য্য, ইহা অতি বড় সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারাও জানা যায় না, এবং যাহাহইতে শরীর জীবিত থাকে এমন যে আত্মা সে আরও বড় চমৎকৃত। এই বিষয়ে শাস্ত্রে লিখিয়াছে, আত্মা অক্ষয়, অজর, অমর, ও নিত্যস্থায়ী; আর পরমেশ্বর তাহাকে শুদ্ধ সত্ত্ব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই হেতুক আমাদিগের সকলের আদি পুরুষ আদমের আত্মা নির্দোষ হওয়াতে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরকে প্রেম ও ভক্তি করিতেন, কিন্তু আমাদিগের

Nov. 1835.] [5000 *Copies.*

আত্মা সেইরূপ দোষহীন নাই; বিবেচনা করিয়া বুঝ, সে অজ্ঞান ও কুচিন্তা ও কামাভিলাষ এই সকলে মগ্ন হইয়া অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়াছে; বিশেষতঃ ঐ কুচিন্তায় রত হওয়াতে লোকদিগের মন এমন দুষ্ট হইয়াছে যে ঈশ্বরের সেবা করিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করা দূরে থাকুক, ঈশ্বরকে একবার ভাবেও না, এবং পরকালের বিষয়েও কোন চিন্তা করে না। দেখ, তোমার দেহ ও আত্মা পাপ করিবার নিমিত্তে সৃষ্ট হয় নাই, ঈশ্বরের সেবা ও স্তব করিবার জন্যেই সৃষ্ট হইল, তবে এ বিষয় তোমার বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক। আর লোকেরা মরণকাল পর্য্যন্ত মনদ্বারা কি দেহদ্বারা যে২ কর্ম্ম করে, বিচারদিনে পরমেশ্বরের নিকট তাহাদিগকে সূক্ষ্মরূপে সে সকলেরি নিকাশ দিতে হইবে, ইহাও মনে রাখ; কেননা তখন যে জন পাপের ও শয়তানের দাস ঠাহরা যায় সে ভয়ানক নরকে উপযুক্ত দণ্ড পাইবে, কিন্তু যে জন আপন মনকে ও দেহকে উত্তম কর্ম্মে রাখে সে নির্ম্মল স্বর্গে যাইয়া অনন্ত সুখ ভোগ করিবে।

২ ঈশ্বর বিষয়ক বিবেচনা।

মনুষ্য পশু পক্ষি কীট প্রভৃতি বৃক্ষপাষাণাদি পর্য্যন্ত যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি ঈশ্বর; তাঁহার আদি ও শেষ নাই, তিনি সচ্চিদানন্দ আত্মাস্বরূপ, ও তাঁহার শক্তি ও গুণের সীমা নাই; তাঁহার প্রতাপ ও মহিমা

সমুদায় জগৎ ব্যাপিতেছে, এবং তিনি এমন তেজস্বী যে স্বর্গের দূতগণও তাঁহার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে মুখ আচ্ছন্ন করে।

পরন্তু আকাশ মণ্ডলের বিষয় বিচার করিয়া বুঝ, ইহাতে ঈশ্বরের কিরূপ আশ্চর্য্য শক্তি ও পরাক্রম প্রকাশ পাইতেছে! তিনি তাহা সৃষ্টি করিয়া নিরাশুয়ে রাখিয়াছেন, ও তাহার মধ্যে অতিশয় দীপ্তি-বিশিষ্ট তেজোময় সূর্য্যকে অবস্থিত করিয়া তাহার দ্বারা দিন করিতেছেন, এবং রাত্রিতে চন্দ্র আদি সহস্র২ নক্ষত্র-গণকে অলঙ্কারস্বরূপ করিয়া আকাশ মণ্ডলের অতিশয় শোভা জন্মাইতেছেন; আর তাঁহার দয়ার কথা কি বলিব? তিনি মনুষ্য ও গো মহিষ পক্ষি কীট পর্য্যন্ত সকল জীবের প্রাণ রক্ষা করিতে, ও নানা প্রকার সুখের নিমিত্তে পৃথিবীর মধ্যে অনেক রূপ শস্য ও তৃণ ও শাক ইত্যাদি উৎপন্ন করিতেছেন, এবং সকলের উপকারের জন্যে সমুদ্র নদ নদী ও বৃষ্টি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কারণ এমন স্নেহকারি ও দয়ালু ঈশ্বরকে মন দেওয়া ও তাঁহার স্তব ও প্রশংসা করা সকলেরি অবশ্য কর্ত্তব্য। আর তাঁহার কত প্রেম দেখ; তিনি আপনি নিষ্পাপ ও যাথার্থিক, তথাপি পাপি মনুষ্য সকলের পরিত্রাণের নিমিত্তে আপন অদ্বিতীয় পুত্রকেও এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে যে কেহ তাঁহার শরণাগত হয় তাহার বিনাশ হয় না, সে চিরকাল স্বর্গে অশেষ সুখ ভোগ করিবে।

হে ভাই বলি, এমন অনুগ্রহ পরমেশ্বর করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত ধন্যবাদ কে করিতে পারে? তথাপি যতকাল বাঁচ ততকাল আপনার যেমন শক্তি তদ্রূপ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবা, ও শুদ্ধা ভক্তি দ্বারা তাঁহার সেবা ও স্তব ও ধন্যবাদ করিতে মন রাখ। তুমি আর কতকাল ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া ও তাঁহার অমর্য্যাদা করিয়া দেবতার ও তাহাদের কুৎসিত মূর্ত্তির সন্মুখে প্রণাম করিয়া লজ্জাহীন হইবা? দেবপূজা করিলে বড় পাপ, ইহাও কি তুমি জান না? হায় ২ যিনি তোমার প্রতি এত দয়া করিতেছেন তুমি তাঁহাকে অশুদ্ধা করিতেছ! দেব পূজকদের উপর স্বর্গহইতে যে ঈশ্বরের ক্রোধ জ্বলিতেছে তুমি কি জান না? ও ভাই, তবে এখন সুপরামর্শ মানিয়া সত্য পরমেশ্বরের উপর মন রাখ, ও তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত হইয়া দেব ও ভূত পূজা ছাড়িয়া মানুষ হও।

৩ পরমেশ্বরের ব্যবস্থা বিষয়ের বিবেচনা।

পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মনুষ্যেরা কি প্রকার আচরণ ও তাঁহার সেবাদি করিবে তিনি ধর্ম্মপুস্তকে এ বিষয়ের ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে মনুষ্যদিগকে যাহা ২ করিতে হয় ও যাহা ২ না করিতে হয় এ সকলের বিস্তার

আছে, কিন্তু সে সকল কি কোন কালে বিবেচনা করিয়াছ? সেই ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান দশ আজ্ঞা আছে. যথা, আমা বিনা আর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মানিও না; তুমি দেবতার প্রতিমা করিয়া পূজা করিও না; পরমেশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না; বিশ্রামবার অর্থাৎ রবিবারকে পুণ্যরূপে মানিও; মাতা পিতাকে সমাদর করিও; নর হত্যা করিও না; পরদার করিও না; চুরি করিও না; প্রতিবাসির প্রতি মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না; প্রতিবাসির কোন বস্তুতে লোভ করিও না।

দেখ, এই সকল ব্যবস্থা এমত উত্তম ও যথার্থ যে তাহার উপর কোন দোষ দেওয়া যায় না, এবং তাহা তাবৎ মনুষ্যের অবশ্য মান্য ও প্রতিপাল্য। এই প্রযুক্ত যদি কেহ এই আজ্ঞা সকলের মধ্যে একটি আজ্ঞাও পালন না করে, তাহাকে সর্ব্বদা ভয়ঙ্কর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, ঈশ্বর এই নিশ্চয় করিয়াছেন। অতএব শুন, যাহা করিতে হয় ও যাহা করিতে নাই এমন কোন একটি কর্ম্মেরও যদি অন্য প্রকার আচরণ করিয়া থাক, তবে আপনাকে পাপী মানিয়া তুমি ঈশ্বরের কাছে কোন ওজর না করিয়া অতিশয় অপরাধী ও শাস্তি পাইবারযোগ্য ইহা স্বীকার কর। আরও শুন, যে জন আপন রোগ জানিতে পারে সে কি ঔষধ লয় না? সেই রূপ তোমার পাপ আছে ইহা জানিবা মাত্র পাপহইতে মুক্ত হইবার পথ অন্বেষণ করা তোমার অতিশয় আবশ্যক।

বিবেক অর্থাৎ ভাল মন্দ যাহাতে জানা যায় এমন জ্ঞান, সে যাহা২ জানায় তাহার বিবেচনা।

সকল লোকেরি এই বিবেক জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান তোমাকে যাহা২ জানায় তাহা যদি তুমি এখন না শুন ও না মান, তবে এমন এক কাল আসিবে তখন তাহা তোমাকে স্মরণ করিতে হইবে। তোমার কি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে কিছু বিবেচনা নাই? মনুষ্যরা তোমার কুকর্ম্ম জানিতে না পারুক, তবু আমি কুকর্ম্ম করিলাম ইহা বুঝিয়াও কি আপনি লজ্জা ও ভয় পাও না? আর আপনার কর্ম্ম ও বাক্য ভাল কি মন্দ, বিবেক দ্বারা কি জানিতে পার না? হায়২ এমন বিবেক থাকিতেও তোমার ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে কিছুই চেষ্টা নাই! পরদার ও বেশ্যাগমন ও ঠকামী ও ক্রোধ ও মিথ্যা কহা ও চুরি ও প্রবঞ্চনা আদি দুষ্কর্ম্ম করাতে তোমার অন্তঃকরণে কি ভয় হয় না? তোমার কি পাতরের মন হইয়াছে? পাপদ্বারা তোমার সর্ব্বনাশ হইবে এমন জ্ঞান কি তোমার নাই? যদি বল, আমি মূর্খ, আমার জ্ঞান নাই, তবেতো তুমি গো মহিষ বানর প্রভৃতি জন্তু হইতেও অধম। যদি বল, আমার জ্ঞান আছে, তবে ঈশ্বর যে পাপিদিকে অতিশয় শাস্তি প্রদান করেন ও পাপকে অতিশয় ঘৃণা করেন, ইহা কি বুঝ না? দেখ, ক্রমে২ মরণ নিকট হইতেছে, তবে পরিত্রাণ

কিসে হইবে ইহার বিষয়ে তোমার কি ভাবনা নাই? পরকালের মঙ্গল চেষ্টার নিমিত্তে কেবল একাল স্থির হইয়াছে, অতএব মন্দ পথ ছাড়িয়া ভাল পথে আইস, খ্রীষ্টকে আশ্রয় কর, তিনি সকলেরি পরিত্রাণ করেন, ইহা না করিলে তোমার আর উপায় নাই।

৫ এই সংসার ভাল কি মন্দ ইহার বিবেচনা।

লোক সকল ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করে না, একারণ সংসার পাপেতে পরিপূর্ণ হইয়াছে; ঈশ্বরকে ভয় কি প্রেম কি তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতে কাহারো অন্তঃকরণ হয় না, বরঞ্চ ক্রমে২ আরও পাপ সমুদ্রে ডুবিতেছে, এবং সত্য ধর্ম্ম লইতে চাহে না, তাহাতে ঈশ্বর ক্রোধ করিয়া এই পৃথিবীর মধ্যে নানা প্রকার দুঃখ ও ক্লেশ এবং মরণ ঘটাইতেছেন; ইহাতে কি আশ্চর্য্য? দেখ, পাপ প্রযুক্ত কেহ বা দরিদ্র, কেহ বা পীড়িত, কেহ বা অতিশয় অস্থিরচিত্ত হইতেছে, এবং কেহ বা নিন্দিত, কেহ বা লোকের অন্যায়ে ও অত্যাচারে দুঃখিত হইয়া খেদ করিতেছে, কেহ বা নানা প্রকার শোকে মগ্ন আছে, এই প্রকার প্রায় সকলেই দুঃখিত হইতেছে; পরে মরণরূপ অগ্নি আসিয়া মনুষ্যদিগকে তৃণ জ্ঞান করিয়া বিনাশ করিতেছে; অতএব দুঃখেতে পরিপূর্ণ ও অনিত্য সংসারের প্রতি মন রাখা কাহারো কর্ত্তব্য নয়।

হে ভাই, এমনরূপ দেখিয়া শুনিয়াও কেন এখনো এতবড় মন্দ পথে যাইতেছ? তাহাই এখনি ছাড়, আর যাহার কোন কালে বিনাশ নাই এমন উত্তম সুখস্বরূপ স্বর্গের নিমিত্তে চেষ্টা পাও; অতি অল্প কাল স্থায়ি সুখের নিমিত্তে আপন আত্মাকে শয়তানের হাতে কেন বিক্রয় করিতেছ? দেখ, যদি এখন বিষয়কে মন দেও ও অধর্ম্ম কর, তবে পরকালে নরকহইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় পাইবা না; অতএব আপন মনকে লওয়াইয়া জ্ঞানী হও, ও পরমেশ্বরের সেবা ও ভক্তি কর, তাহাতে চিরস্থায়ি স্বর্গ পাইবা।

৬ সত্য ধর্ম্ম পুস্তকের বিষয়ে বিবেচনা।

ঈশ্বর এবং তাঁহার আজ্ঞা ও পরিত্রাণের পথ কি রূপ, এই সকল জানাইতে ঈশ্বর আমাদিগকে যে শাস্ত্র দিয়াছেন তাহার নাম ধর্ম্মপুস্তক; তাহাতে লিখেন, ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সুদ্ধসত্ত্ব, আর দয়ার সাগর। ঈশ্বরের আজ্ঞার বিষয়ে ধর্ম্ম পুস্তকে কহেন, সেই আজ্ঞার সার এই, "তুমি সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্তের সহিত প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর, এবং পরকে আপনার তুল্য প্রেম কর।" পরন্তু কি রূপে পাপের মোচন হয়, ও কি কর্ম্ম করিলে বা ঈশ্বর আমাদিগকে গ্রহণ

করেন, এ সকল বিশেষ করিয়াও লিখিয়াছেন; এবং উত্তম মনুষ্যেরা ঈশ্বরের উদ্দেশে কি প্রকার আচরণ করিয়াছেন, ও তাঁহার সঙ্গে কি রূপ মিলিয়াছেন, এবং কি রূপে বা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাত্র হইয়াছেন; ও মন্দ লোকেরা বা তাঁহার ক্রোধ জন্মাইয়া কিরূপ সাজা পাইয়াছে; আর পাপহইতে মন ফিরাইয়া ঈশ্বরকে কি প্রকারে ভজিতে হয়, ও অস্থায়ি এই জগৎকে জয় করিলে বা কি উত্তম সুখ জন্মে, এ সকল বৃত্তান্ত ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে।

এই ধর্ম্মপুস্তক মনুষ্যের করা নয়, ঈশ্বরহইতে হইয়াছে; অতএব তাহা অবশ্য মানিতে হয়, এবং তাহাতে যে সকল উপদেশ কহিয়াছেন, সে অতি উত্তম ও প্রতিপাল্য। অপর তাহার মধ্যে যে২ ভবিষ্যৎ বিষয়ের কথা লিখিয়াছেন, তাহার অনেক সফল হইয়াছে ও এখনও হইতেছে; যথা, প্রভু খ্রীষ্টের অবতীর্ণ হওন, ও নানা কর্ম্ম ও দুঃখভোগ করণ, ও বলি রূপে মরণ, এবং য়িহূদীয়দের শাস্তি ও দেশ দেশান্তরে বাস করণ, ও সকল দেশে মঙ্গল সমাচারের প্রচার হওন, এই সকল বিষয়ের যেমন ধর্ম্মপুস্তকে ভবিষ্যৎ কথা লেখা আছে তেমনি লোকে আপন২ চক্ষুর্দ্বারা দেখিতেও পাইয়াছে ও পাইতেছে; ফলতঃ দুই হাজার বৎসর হইল কোন লোক খ্রীষ্টীয়ান ছিল না, কিন্তু মঙ্গল সমাচার প্রচার হইলে তাহারা ক্রমে২ এত বাড়িল, যে এখন প্রায় বিশ কোটি মনুষ্য খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে; আর এই বিষয়ে লেখা আছে,

সকল দেশের রাজা কি প্রজা সকলেই খ্রীষ্টেতে ভক্তি করিবে।

আর যাঁহারা সেই ধর্ম্মপুস্তক রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কথার মিলনও সুস্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে; কেননা তাঁহারা প্রায় ত্রিশ জন ছিলেন, এক সময়ে জন্মেন নাই ও এক স্থানেও ছিলেন না, তবু তাঁহারা আরাধনা, উপদেশ, আজ্ঞা, পাপের সাজা, পরিত্রাণের পথের বিষয়ে একই প্রকার লিখিয়াছেন। এ কি আশ্চর্য্য নয়? এমন পুস্তক কি মানুষে রচিতে পারে? যদি তাহারা আপন২ বুদ্ধিতে যাহা লইল তাহাই লিখিত তবে কখনই তাহাদের কথার মেল থাকিত না; বিশেষতঃ তাহার কিছুই সফল হইত না।

অপর ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ মানুষদিগের মন ঈশ্বরে আকর্ষণ করে এই ও তাহার এক প্রমাণ। দেখ, খ্রীষ্টিয়ানদের পূর্ব্ব পুরুষেরাও দেবপূজা করিত, এবং তাহাদের আর২ নানা প্রকার মন্দ আচরণও ছিল; কিন্তু ধর্ম্মপুস্তক পাইয়া তাহারা সে সকল দেবতা ও কুব্যবহার ছাড়িয়া ঈশ্বরের উপর অন্তঃকরণ রাখিয়া প্রভু খ্রীষ্টের আশ্রিত হইল।

ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের দত্ত বটে ইহার আর এক প্রমাণ এই, যে তাহাতে পরমেশ্বরের বিষয়ে কেবল উত্তম২ কথা পাওয়া যায়, অর্থাৎ লেখেন, এক ঈশ্বর মাত্র আছেন, তিনি শুদ্ধসত্ত্ব, তাঁহার নানা প্রকার উত্তম২ গুণ আছে, তিনিই সকল মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন,

আর সেই ঈশ্বর ভিন্ন কোন কেহ উদ্ধার করিতে পারে না। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রে নানা প্রকার মন্দ ও ঈশ্বরের ধর্ম্মগুণের বিপরীত বিষয় লেখা আছে, অতএব সে সকল শাস্ত্র পবিত্র ঈশ্বরের করা হইতে পারে না। আর ধর্ম্ম-পুস্তক কেবল এক দেশের লোকের নিমিত্তে নয়, সকল দেশের লোকের জন্যেই প্রস্তুত হইয়াছে; কেননা পরমেশ্বর সকল লোকেরি পিতা হওয়াতে তিনি সকল দেশীয় লোকের মঙ্গল করিতে এক প্রকার ধর্ম্ম ও পরি-ত্রাণের ধারা প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সকল অটল প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্ম পুস্তক ঈশ্বরদত্ত ও সকলের মান্য এই স্থির হইল; যে কেহ এই ধর্ম্ম-পুস্তক না মানিয়া কোন মানুষের করা শাস্ত্রে যেরূপ লিখিয়াছে সেই রূপ আচরণ করে, তাহাতে সে লোকের পরিত্রাণ হইবে না, কিন্তু সে পরমেশ্বর হইতে শাস্তি পাইবে। অতএব আমার পরামর্শ শুন। বেদ পুরাণ তন্ত্র কোরাণ ইত্যাদি মিথ্যা শাস্ত্র আর মানিও না, বরং অদ্যাবধি সত্য শাস্ত্র যে ধর্ম্মপুস্তক তাহাই মান; তাহার উত্তম২ উপদেশে তোমার জ্ঞান হইবে, এবং ইহকালে পরকালে ফল প্রাপ্ত হইবা।

৭ জগতের নিস্তারকর্ত্তা প্রভু যিশু খ্রীষ্টের বিষয়ের বিবেচনা।

মনুষ্য সকল পাপ কর্ম্ম করাতে আপনার পরকাল নষ্ট করিয়াছে, তথাপি জগতের প্রতি পরমেশ্বর এমন দয়া করিলেন, যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে, অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রদান করিলেন, তাহাতে যে কেহ তাঁহার উপর বিশ্বাস করে সে নষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু পায়।

দেখ, ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে তুমি দোষী হইয়াছ, ইহা তোমার অন্তঃকরণস্থ বিবেক তোমাকে জানাইতেছে; বুঝি, তাহাতে তোমার মনে ভার ও দুঃখবোধ হইতেছে। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে বিশ্রাম দিবার জন্যে আপন নিকট আসিতে ডাকিতেছেন; অতএব তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তাঁহাদ্বারা তুমি ত্রাণ পাইবা; এবং পাপ করিয়া ঈশ্বরের নিকটে মহা অপরাধী হইয়াছ, কেবল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহেতেই নির্দ্দোষী হইয়া যাইবা; কেননা যাহারা তাঁহার বলিরূপ প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে তাহাদের মুক্তির জন্যে ঈশ্বর তাঁহাকে ভার দিয়াছেন। যেমত আদমের ঐশ্বরিক আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে মনুষ্য সকল দোষগ্রস্ত হইয়াছে, তেমনি খ্রীষ্টের আশ্রয় লইয়া নির্দ্দোষী হইতে পারে; ফলতঃ আমাদের আদিপুরুষ আদমের পাপদ্বারা সকলে দোষী

হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, সেই মত প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে দৃঢ় বিশ্বাস করিলে পাপের মোচন পাইয়া নিত্যজীবী হইবে; কেননা খ্রীষ্ট নিজে নিষ্পাপ হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকটে নিষ্পাপ করিবার জন্যে, আপনি পাপি স্বরূপে গণ্য হইয়া আমাদের বদলে পাপের সাজা সহিলেন। হায়২ দেখ, তিনি কেমন কৃপানিধি! পাপিদিগকে গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন; আর তিনি এই দৃঢ় অঙ্গীকার করিয়াছেন, "কেহ যদি আমার নিকটে আইসে, তাহাকে আমি কদাচ দূর করিব না:" অতএব তাঁহার নিকটে যাইতে ভয় করিও না, যেহেতুক তিনি যাহাকে প্রেম করেন, শেষ পর্য্যন্তই তাহার ভাল করেন।

ওহে ভাই, পুনর্ব্বার বলি, তুমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিকটে আইস, তিনি তোমাকে অমনি অনন্ত পরমায়ু দিবেন। দেখ, কেহ আপন নিজ পুণ্যেতে ও ধনদানাদি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তে পরিত্রাণ পাইতে পারে না; অতএব ঐ মিথ্যা ভরসা সকল ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের হাতে মুক্তি লও, কেননা ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখে, "আমাদের পরিত্রাণ অনুগ্রহ হইতে প্রত্যয়দ্বারা হয়; ও তাহা আপনাদেরহইতে হয় না, তাহা ঈশ্বরের দান; ক্রিয়াতেনহে, কেহ পাছে গৌরব করে।" অতএব যিনি তোমাকে আগামি ক্রোধ হইতে রক্ষা করিবার জন্যে আপন রক্তপাত করিয়া মরিলেন, এমন যে ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহার আশ্রয় লও, তবে তুমি শান্তি ও ত্রাণ পাইবা।

আরও বলি, তুমি যীশু খ্রীষ্টকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিও না; দেখ, কোন প্রাকৃত মনুষ্য কাহারো পরিত্রাণ করিতে পারে না। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া মনুষ্যাকারে অবতীর্ণ হইলেন ইহা তোমার মানিতে হয়। তিনি যদি ঈশ্বর না হইতেন, তবে পাপিদের ত্রাণ করিতে পারিতেন না, তাহাই ধর্ম্মশাস্ত্র ও যুক্তি সিদ্ধ বটে। তাঁহার ঈশ্বরত্ব বিষয়ে কএক প্রমাণ বলি শুন।

১ প্রমাণ। ধর্ম্মপুস্তকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরমেশ্বরের সদৃশ গুণ ও নাম ও ক্রিয়া ও সম্মান লেখা আছে; যথা, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী অনাদি অনন্ত অটল প্রেমময় ইত্যাদি, এবং তাঁহাকে শক্তিমন্ত ঈশ্বর, তেজোময় ঈশ্বর, সত্য ঈশ্বর, রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু ইত্যাদি করিয়া বলিয়াছে।

২ প্রঃ। পরমেশ্বর আকাশবাণীতে এই কহিয়াছেন, "যীশু আমার প্রিয় পুত্র, তাঁহাতে আমার সন্তোষ আছে।"

৩ প্রঃ। যীশু খ্রীষ্ট আপনাকে ঈশ্বর বলিলেন, এবং আপনার নামে ও সামর্থ্যে ধর্ম্মোপদেশ এবং আজ্ঞাও দিয়াছেন, ইহা তাঁহার নিজ কথাতেও দেখা যায়, যথা, "আমি তোমাদিগকে বলি," ইত্যাদি। আর তাঁহার উপদেশ এমন উত্তম ও নির্ম্মল যে তাঁহার শত্রুরাও বলিল, "কোন মনুষ্য কখনও তাঁহার সদৃশ কথা কহিল না।"

৪ প্রঃ। যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্ট করিয়াছেন সেই সকল তাঁহার ঈশ্বরত্বের আর এক প্রমাণ আছে, দেখ

সেই কর্ম্ম এমন অদ্ভুত যে তাঁহার পূর্ব্বাপর কোন মনুষ্য করিতে পারিল না, এবং কেবল লোকদের উপকারার্থে সেই সকলকে করিলেন। দেখ, তিনি সমুদ্রের উপর চলিয়া গেলেন, ও ঝঞ্ঝা বায়ুকে স্থির করিলেন, এবং পাঁচখান রুটীতে পাঁচ হাজার ভোক্তাদের তৃপ্তি জন্মাইলেন, ও তিনি নানা রোগিকে " সুস্থ হও" বলিবামাত্র তাহারা সুস্থ হইল, এবং জন্মান্ধকে ও পঙ্গুকে ও বোবাকে ও বধিরকে ভাল করিলেন, এবং তাঁহার আজ্ঞামাত্রেই মৃত লোক চতুর্থদিনে কবরহইতে বাঁচিয়া উঠিল। এই সকল ক্রিয়া করাতে তিনি আপনিই প্রমাণ দিলেন, " যেং ক্রিয়া আমি করি, তাহা আমার বিষয়ে প্রমাণ আছে যে পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

৫ প্রঃ। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যে ভবিষ্যৎকথা লেখা ছিল, সেই সকল প্রমাণরূপে তাঁহাতে প্রত্যক্ষ হইল; দেখ, তাঁহার জন্ম ও গুণ ও নানা ক্রিয়া ও উপদেশ ও দুঃখভোগ ও বলিরূপে মৃত্যু ও পুনরুত্থান ইত্যাদির বিষয়ে যাহাং লেখা ছিল, তাবতই উহাঁতে মিলিয়াছে; এই জন্যে খ্রীষ্টও লোককে বলিলেন, " ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা করিয়া বিচার করহ, সে তো আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।"

৬ প্রঃ। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ভবিষ্যৎ আশ্চর্য্য কথন তাঁহার ঈশ্বরত্বের আর এক প্রমাণ জানিবা; অর্থাৎ সর্ব্ব জগতে মঙ্গল সমাচার প্রকাশ হওন বিষয়, আর বিচার দিনের বিষয় ও জগতের শেষ হওনের বিষয়, এবং

স্বর্গের ও নরকের বিষয় তিনি অতি ব্যক্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন; তাহার মধ্যে কোন বিষয় পূর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে, আর তাবৎ অবশ্য পূর্ণ হইবেক। ইহাতে তিনি বলিলেন, "এখন আমি তোমাদিগকে এ সকল বলিতেছি, যেন যখন ইহা ঘটিবে তখন তোমরা জানিবা যে আমিই সত্য ত্রাণকর্ত্তা।"

৭ প্রঃ। তাঁহার অতুল্য ধর্ম্মাচরণ ও প্রেম ও দয়া আর এক প্রমাণ আছে। দেখ, আমাদের বদলে তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল পালিয়াছেন, তাহাতে তিনি আপন মতাবলম্বিদের ধর্ম্মাচরণ করিবার দৃষ্টান্ত স্থল হইলেন; আর শাস্ত্রে বুঝা যায়, যে তাঁহার ঐশ্বরিক স্বভাব ছিল, কেননা তিনি কাহারো হিংসা করেন নাই, তিরস্কৃত হইয়াও তিরস্কার করিলেন না, শত্রুদের জন্যেও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, দুঃখি লোকের উপকার করিলেন, শেষে সকল লোকের পরিত্রাণ সাধিতে প্রাণও দিয়াছেন। ঐ সকল দেখিয়া তাঁহার শত্রুরা পর্য্যন্ত এই প্রমাণ দিল, "তিনি অবশ্য ঈশ্বর বটেন।"

দেখ, এই সকল নিদর্শনে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ হইল, অতএব দৃঢ় ভরসা পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয় লও; তিনি আশ্রিত লোককে কখন ত্যাগ করেন না, কিন্তু নিরন্তর তাহাদের ভাল করেন। তবে তাঁহার কাছে দাঁড়াও, তাঁহাকে ভজ। আর যে প্রকার বৃক্ষেতে ডাল থাকিয়া ফল ফলে, সেই প্রকার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তুমিও বিশ্বাস দ্বারায় প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে

থাকিয়া, ভক্তি ও প্রেম এবং দয়া ক্ষমা ইত্যাদি ধর্ম্মরূপ ফল ফলহ।

৮ মনফিরান বা কি, পুনর্জ্জন্ম বা কি, ইহার বিবেচনা।

তুমি অবশ্য অনেকবার এই দুই বিষয়ের শব্দ শুনিয়া থাকিবা, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কি, বুঝি তাহা জ্ঞাত নহ; অতএব তাহা বলি শুন।

আপন পাপ প্রযুক্ত কাতর হওয়া, এবং যথাসাধ্যে কায়মনোবাক্যেতে ঈশ্বরের সেবাতে প্রবৃত্ত হওয়া, ইহার নাম মনফিরান। আর ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে পবিত্র আত্মা পাইলে মনুষ্যদের যখন কুমতি ঘুচিয়া গিয়া সুমতি হয়, ইহার নাম পুনর্জ্জন্ম। অতএব ওহে ভাই, তোমাকে বলি, এক্ষণে তোমার যেরূপ মন আছে, তাহার বদলে নূতন মন না হইলে তুমি সর্ব্বান্তকরণে ঈশ্বরকে ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে কদাচ প্রেম এবং ধর্ম্মাচরণ করিতে পারিবা না। তবে এই স্থির জান, ভাল মানুষ যদি হইতে চাহ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে দৃঢ় বিশ্বাস করিলে পবিত্র আত্মা তোমার অন্তঃকরণকে পরিষ্কার করিবেন, তাহাতে ক্রমে২ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে চলিতে তোমার বাঞ্ছা ও চেষ্টা হইবে। দেখ, পরমেশ্বর কহিয়াছেন, " আমি শুদ্ধসত্ত্ব, অতএব তোমরাও শুদ্ধসত্ত্ব হও; আর স্বর্গ যে, সে অতি পবিত্র, কেবল ঈশ্বরেরও

ধার্ম্মিক লোকদের বাসস্থান, অতএব ধার্ম্মিক না হইলে তুমি কখনো স্বর্গেতে প্রবেশ করিতে পারিবা না, কেননা ধর্ম্মপুস্তকে লেখে, "কুকুরেরা ও মায়াবিরা ও বেশ্যাগামিরা ও ঘাতকেরা ও বিগ্রহ পূজকেরা এবং যে কেহ মিথ্যাপ্রিয় হইয়া মিথ্যাচরণ করে, তাহারা স্বর্গের বাহিরে থাকে।" অতএব দেখ, সাফ মন আবশ্যক আছে, পুণ্যবান হইতে হয়, ভাল ক্রিয়া করিতে হয়, ও কুক্রিয়া সকল ত্যাগ করিতে হয়, মিথ্যা কথা কহিতে হয় না, চুরি ও প্রবঞ্চনা করিতে হয় না, পরদার ও অশুচি কর্ম্ম ও ব্যভিচার করিতে হয় না, দেবপূজা এবং সকল মিথ্যা আশ্রয় ত্যাগ করিতে হয়, তপস্যা জপ হোম তীর্থযাত্রা গঙ্গাস্নান বলিদান শ্রাদ্ধ সহমরণ আর করিতে হয় না, পরের প্রতি হিংসা রাগ দ্বেষ ঈর্ষা লোভ মাৎসর্য্য না করিয়া তাহার প্রতি আপনতুল্য প্রেম ও উপকার করিতে হয়, সকল কর্ম্মেতে ও ব্যবসায়েতে ও আলাপে সত্যতা ও সহিষ্ণুতা ও ক্ষান্তি ও সুশীলতা ও ধৈর্য্য করিতে হয়; ফলতঃ যে কেহ একান্তরূপে যীশু খ্রীষ্টের শরণাগত হইয়া, কুব্যবহার ত্যাগ করে ও সকল সুব্যবহারেতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার মন ফিরান ও পুনর্জন্ম সিদ্ধ হয়, আর সে অবশ্য খ্রীষ্টের দয়াতে স্বর্গে বাস করিবে।

৯ খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্ম বিষয়ের বিবেচনা।

দেখ, কেবল খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্মেতে পরমেশ্বর তুষ্ট হয়েন, যেহেতু তিনি আপনি সেই ধর্ম্ম স্থাপিত করিয়াছেন; আর যেমন তিনি আপনি শুদ্ধসত্ব, তাদৃশ খ্রীষ্টিয়ানদের মতও শুদ্ধসত্ব আছে, এবং সেই মতানুসারে চলিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বর আপনি মঙ্গল সমাচারে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব তুমি কেন এখনো মিথ্যা ধর্ম্ম মান? দেখ, খ্রীষ্টিয়ানদের মতানুসারে সকল অধর্ম্ম ও সাংসারিক কামাভিলাষাদি পরিত্যাগ করিতে হয়, আর ধৈর্য্য ও যাথার্থ্যাচরণ করা কর্ত্তব্য। তবে তোমার উচিত কর্ম্ম এই, যে খ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহা মান্য কর, কেননা তদ্ব্যতিরেকে আর উদ্ধারের পথ নাই; তাহাতে তোমার অন্তঃকরণ ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষিত হইবে, আর ইহকালে বহুমঙ্গল ও মরণ সময়ে প্রবোধ ও পরিত্রাণের ভরসা থাকিবে।

দেখ, খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্ম মানিলে পরকালে অত্যন্ত নির্ম্মল সুখ পাওয়া যায়, এবং ইহকালেও সেই ধর্ম্ম সুগম হয়; তাহাতে নানা পূজাতে ও দিন পালনেতে ও তীর্থযাত্রাতে ও তপস্যাতে উপবাস ইত্যাদি শারীরিক ক্লেশ করার ও নানা দানাদিতে ধনব্যয় করার আবশ্যকতা নাই, যেহেতু এই সকল লৌকিক কর্ম্ম করাতে পরমেশ্বরের তুষ্টি জন্মে না, ও তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না। খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্ম এই, যে অন্তঃকরণকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ

করিতে হয়, ও তাবৎ দুষ্ট ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া পুণ্যাত্মা হইতে হয়; কেননা ধর্ম্মপুস্তকে লেখে, যাহারা খ্রীষ্ট ভক্ত হয়, তাহারা লোভ দ্বেষ কাম ক্রোধ ঈর্ষা ইত্যাদি ত্যাগ করিবে, অতএব যে কেহ এই রূপ না করে তা-হাকে সত্য খ্রীষ্টিয়ান বলা যায় না।

খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে যে২ বিশেষ কর্ত্তব্য তাহা এই; তাহারা ঈশ্বর পিতার ও যীশু খ্রীষ্টের ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্‌টাইজিত অর্থাৎ বিশেষ স্নানদ্বারা ঈশ্বরের ধর্ম্ম নিয়মে গ্রাহ্য হয়। বালক হইলে তাহারা পাঠশালায় যাইয়া ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়া ধর্ম্ম ও সত্য ত্রাণের পথ কি, ইহা শিক্ষা করিবে; আর বালক হউক কি শেয়ানা হউক, সপ্তাহের মধ্যে ছয় দিন তাহারা সকলেই আপন২ ব্যবসায় করে, কিন্তু রবিবারে ব্যবসায় ছাড়িয়া গ্রীজাঘরে গিয়া ঈশ্বরের স্তবগান ও প্রার্থনা করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান পাইবার জন্যে মঙ্গল সমাচার শুনে। তাহাদের বিবাহে কন্যা ক্রয় নাই, ও বাদ্য করিয়া রাস্তায়২ বেড়ায় না, কিন্তু প্রেমে কন্যার সহিত ধর্ম্ম নিয়ম করিয়া বিবাহ করে।

এই প্রকারে তাঁহারা আপন ২ ব্যবসায়েতে শিষ্টা-চারে কাল কাটান, এবং শেষে কোন তীর্থে না গিয়া রোগের যথোপযুক্ত ঔষধ সেবন করিয়া গৃহেই থাকেন, এবং মৃত্যু কালে যীশু খ্রীষ্টের উপর নিতান্ত দৃঢ় ভরসা রাখিয়া আহ্লাদে এই জগৎ ত্যাগ করেন; আর তাঁহা-দের মৃত দেহ দগ্ধ না করিয়া বিচারদিনে পুনরুত্থানের

আশায় কবরে রাখা যায়, এবং তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নাই, সুতরাং কুটুম্বাদি বিষয়ে কোন ব্যয়ও নাই; কেননা তাঁহারা জানেন, লৌকিক কর্ম্মে যে ব্যয় সে নিরর্থক, তাহাতে মৃত লোকের কোন উপকার নাই, যেহেতুক পরমেশ্বরের গোচরে ধন মিথ্যা বস্তু, এবং পাপের মোচন তিনি বিক্রয় করেন না। এখন হে ভাই, বিবেচনা করিয়া দেখ, খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্ম মনোগত যুক্তিসিদ্ধ বটে কি না? ঐ ধর্ম্মের সার এই, "ঈশ্বরের প্রশংসা ও পৃথিবীতে শান্তিও মনুষ্যের প্রতি অনুগ্রহ হউক"; কিন্তু অন্য২ ধর্ম্ম মানিলে ঈশ্বরের অপমান, ও পৃথিবীতে দুঃখ ও বিবাদ, ও মনুষ্যের সর্ব্বনাশ হয়।

অতএব আপনার বুদ্ধিতে ও আচরণেতে ও মিথ্যা ভক্তিতে তুমি আর ভরসা করিও না; কিন্তু নম্র হইয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, তাহাতে পবিত্র আত্মা পাইলে তোমার মনের অন্ধকার ও ভ্রম দূর হইয়া যাইবে। আর খ্রীষ্টিয়ান হইলে জাতি যাইবে, এমন ওজর আর করিও না। জাতি সে শব্দমাত্র। দেখ, পৃথিবীতে কেবল দুই জাতি আছে, ঈশ্বরের ও শয়তানের জাতি; যে কেহ সত্য ভক্ত হয় সে ঈশ্বরের জাতি, এবং ঈশ্বরের সহিত তাহার মিলন হইবে; আর যে জন ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘিয়া পাপে রত থাকে, সেই শয়তানের জাতি, ও সেই শয়তানের সহিত অনন্ত নরকানলে ঘোর যাতনা পাইবে। অতএব ঈশ্বর জাতি হইলে নিতান্ত সম্মান ও

লাভ আছে; ঈশ্বর জাতি কে না হইতে চাহে? এখন সময় আছে, শীঘ্র আইস, খ্রীষ্টিয়ান হও, ও আপনার উপর দয়া করিয়া আপনাকে নরক ডুবাইতে প্রতারণা করিও না।

১০ মৃত্যু বিষয়ের বিবেচনা।

দেখ, জন্মিলেই মৃত্যু আছে, পৃথিবীতে কোন মনুষ্যই বাঁচিয়া থাকিবে না; সকলের শরীর হইতে আত্মার বিয়োগ হয়, আর মৃত্যু তো প্রায় নিকটবর্ত্তী আছে। এই শরীর মাটী হইয়া যায়, কিম্বা জলে পচিয়া যায়, কিম্বা অগ্নিতে ভস্ম হয়; একি সামান্য দুর্দ্দশা? লোক তো এখানে অল্পকাল থাকে, কিন্তু মৃত্যুর পরে স্বর্গে কিম্বা নরকে অনন্তকাল থাকিবে। অতএব ভ্রান্তি ছাড়িয়া জ্ঞানচক্ষুতে দেখ, অল্পকালের জন্যে বৃথা সাংসারিক কিঞ্চিৎ সুখের নিমিত্তে পাপ করিয়া অনন্তকালের স্বর্গীয় সুখ হারাণ অপেক্ষায় আর মূর্খতা কি? মরিয়া কোথায় যাইব ও সেখানে কি দশা হইবে, ইহা কেহই ভাবে না; কিন্তু এই স্থির আছে, ঈশ্বরের হাতেই সকলই আপন ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল পাইবে, তথাপি কেহ তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ করে না।

অতএব হে প্রিয় ভাই, এখন সচেতন হও, সকল ভ্রান্তি ছাড়িয়া প্রকৃত ধর্ম্মাশ্রয় কর, যেন জন্মান্ধের ন্যায় সুপথ হারাইয়া নরক গর্ত্তে না পড়। দেখ, পরমেশ্বর

তোমাকে পরকালের সৎসাধনার্থে এই জীবনকাল দি-য়াছেন; যখন মরণ ঘটে, তখন লোকের হাস্যবদন আর থাকে না; আর রসিকতা, ও লম্পটতা, ও পরি-হাস, ও অহংকার ও সৌন্দর্য্য, ও বল, ও দাম্ভিকতা, ও মর্য্যাদা, ও ঐশ্বর্য্য এ সকল কোথায় থাকে? সে তা-বতই লুপ্ত হয়। ইহকালের ধনাদি সামগ্রী সঙ্গে নিয়া গিয়াছে এমন কেহ আছে? দেখ, আসিতেও উলঙ্গ, যাইতেও উলঙ্গ; তবে কেন আপন পরকাল নষ্ট করিয়া অন্যের জন্যে ধন সঞ্চয় করিবা? বিবেচনা কর, মৃত্যুতে কি দুর্দশা ঘটে! তখন আরো কিছু কাল বাঁচিয়া সৎকর্ম্ম সাধিব এই বাঞ্ছা করিবা, কিন্তু মৃত্যু তোমার ইচ্ছা মানিবে না; কেননা যে বৃক্ষ ফলে না, সে কাটা গিয়া অগ্নিতে ফেলা যায়। তখন কেমন উগ্র ক্লেশ ও ধাঁদা ও তীব্র যাতনা তোমার অন্তঃকরণে হইবে, কিন্তু তখন আর কোন উপায় হইবে না। অতএব জীবদ্দশায় জ্ঞানবান হইয়া পাপেচ্ছা ও পাপ কর্ম্ম সকল ছাড়িয়া নিত্যসুখের উদ্দেশে ঈশ্বরের আজ্ঞা মানিয়া সৎপথ-গামী হও, তবে শেষে অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইবা। সময় থাকিতে পরিত্রাণের উপায় চেষ্টা কর।

১১ বিচার দিন বিষয়ের বিবেচনা।

ধনী কি দরিদ্র, কি বড় কি ছোট, তাবৎ মনুষ্যের বিচার হইবার নিমিত্তে এমন এক দিন উপস্থিত হইবে,

ইহা কি তুমি জান না? হায়, পাপি লোকদের প্রতি সে দিন কেমন দারুণ ভয়ঙ্কর হইবে, কিন্তু ভক্ত লোকদের সে কেমন আহ্লাদজনক হইবে! কি জানি, তুমি ইহকালে প্রভু যীশুকে বিদ্রূপ করিতেছ, ও তাঁহার আজ্ঞা না মানিয়া তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ; কিন্তু যখন তিনি পরাক্রমে ও মহাতেজে আকাশমণ্ডলে মেঘারূঢ় হইয়া আসিবেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া তোমার কত বড় ভয় হইবে, ও তাঁহার কাছে কিরূপ দুর্দশা প্রাপ্ত হইবা? তাহা বিবেচনা করিয়া বুঝ, কেননা তিনিই মনুষ্য সকলের বিচারকর্ত্তা হইবেন।

আর দেখ, তাঁহার হাত হইতে এড়াইবার কোন উপায় নাই, যেহেতুক তাঁহার দূতগণ তূরী বাজাইলেই, সমুদ্র কি পৃথিবী ইত্যাদি স্থানের মধ্যে যাহার যেখানে মৃত দেহ থাকিবে, সেই দেহবিশিষ্ট হইয়া তাবৎ মনুষ্যই তৎক্ষণাৎ উঠিবে, এবং বিচারকর্ত্তার বিচারাসনের নিকটে সকলকেই উপস্থিত হইতে হইবে। অতএব তুমি তখন তাঁহার সম্মুখে কি ভরসায় দাঁড়াইবা? ও কি উত্তর দিবা? এবং তখনকার কিরূপ গতি পাইবার আশা করিতেছ? দেখ, এখন যত কথাবার্ত্তা কহিতেছ, ও যেং বিবেচনা ও ব্যবহার ও কর্ম্ম গুপ্তরূপে কিম্বা ব্যক্তরূপে করিতেছ, সে সকলেরি নিকাশ তখন তাঁহার সাক্ষাতে দিতে হইবে; তখন তোমার দোষাদোষ আবৎ প্রকাশিত হইলে তৎক্ষণাৎ তদুচিত প্রতিফল অনন্ত কালের জন্যে পাইবা। অতএব এখন বুঝিয়া সৎপরামর্শ

গুন, লজ্জা ও দারুণ শাস্তি না পাও, এই আশয়ে কুপথ ছাড়িয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শরণাগত হও।

১২ পাপের ভোগস্থান যে নরক, তাহার বিষয় বিবেচনা।

ওহে ভাই, বুঝি তুমি এখন নির্ভয়ে পাপ করিতেছ; কিন্তু কুকর্ম্ম হইতে মন না ফিরাইলে দারুণ নরকে তোমায় অনন্তকাল দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, ইহা তুমি কি জান না? সেই নরকে তীক্ষ্মমুখ কৃমি দংশন করে, এবং যাতনার ধূম সদা উঠে, এবং গন্ধক জ্বলন্ত অগ্নিও নিবায় না; সেখানে মহাক্রন্দনের শব্দ ও দন্তের কড়মড়ি নিত্য হয়। হায়! তুমি এখনই বিবেচনা কর, যেহেতু নরকে একবার স্থান পাইলে আর উদ্ধার নাই; সেখানে বিশ্রাম কি সান্ত্বনা কি বন্ধু কেহ নাই, এবং ভোজন ও পান আর পাইবা না; কেননা ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত হইলে সর্ব্বকাল অকথ্য অসংখ্য যাতনা ভোগই হয়। অপ্রত্যয়ী ও কদর্য্যাচারী ও ঘাতক ও পারদারিক ও মায়াবী ও বিগ্রহপূজক ও মিথ্যাবাদী ইহারা সকলেই সেই জ্বলন্ত অগ্নির কুণ্ডে ফেলা যাইবে। তুমি যদি ঐ সকলের মধ্যে এক জন বট, তবে বুঝিয়া দেখ, তোমাকেও ঐ নরকে যাইতে হইবে; অতএব তোমার এখন মেয়াদ আছে, তুমি অবিলম্বে

ত্রাণের পথাবলম্বন করিয়া আগামি ক্রোধ হইতে পলায়ন কর।

১৩ স্বর্গ বিষয়ের বিবেচনা।

স্বর্গ অত্যন্ত তেজোময় পবিত্র সুখময় স্থান, সেখানে পুণ্যবানেরা ঈশ্বরের সন্তানরূপে নিত্য সুখভোগ করেন, ও অনন্তকাল মনোভিলষিত প্রাপ্ত হয়েন। আর দেখ ভাই, সেখানে শোক, তাপ, ও বাদ বিসম্বাদ, কি পীড়া, কি ক্লেশ, কিম্বা কোন উৎপাত ইত্যাদি অশুভ কিছুই নাই; সেখানকার রাজা পরমেশ্বর, এবং ধার্ম্মিকেরা তাঁহার প্রজা। তাঁহার দূতগণ সদা সকলেরি হিত চেষ্টা করেন। অতএব ওহে প্রিয় ভাই, তোমাকে কহিতেছি, সকল বিষয়কে তুচ্ছ করিয়া খ্রীষ্টের আশ্রয় লও, তবে তো স্বর্গে প্রবেশ করিবা। তিনি আপন আশ্রিতদিগকে স্বর্গে প্রবেশ করাইতে আপনি স্বর্গের দ্বার হইয়াছেন, ও আপন ভক্তের প্রতি দ্বার খুলা রাখিয়াছেন, এই কারণ তাঁহার আরাধনা ও ধন্যবাদ কর, ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে ধর্ম্ম পথে চল, তবে পরমেশ্বরের সিংহাসনের নিকটে পরমাহ্লাদে বাস করিবা।

PRINTED FOR THE CALCUTTA TRACT AND CHRISTIAN BOOK SOCIETY, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

[BANGA'LI'.]

Miscellaneous Series. [No. 26.

SELECT CHRISTIAN HYMNS.

গীত। ২৮

ঈশ্বরের বিষয়।

১

(পরমেশ্বরের গুণ।)

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ অমরত্ব বর
কৃপা করি দিতেছেন লও সর্ব্ব নর।

১ তিনি ভগবান্ সর্ব্ব শক্তিমান্ আছেন সকল স্থানে
তিনি সর্ব্বজ্ঞাতা সকলের বিধাতা সর্ব্বোপরি বর্ত্তমানে।

২ তিনি আদি অন্ত অনাদি অনন্ত সত্যদয়া ক্ষমাবান্।
তাঁহার সমান নাহি কোন জন অশেষ গুণের আধান।

৩ কি তাঁর প্রভাব অন্ধকারাভাব নিকটেতে নিরন্তর
দিবা নিশি জ্যোতি করে অবস্থিতি সমভাবে পুরে তার।

৪ যিহুহ নামেতে বিখ্যাত জগতে স্বর্গপুরে তার ধাম
যীশু নামে পূর্ণ হয়েন অবতীর্ণ পাপিকে দিতে বিশ্রাম।

August, 1835.] Second Edition. [5000 Copies.

২

(ঈশ্বরই নিত্য, মনুষ্য অনিত্য।)

ওহে ঈশ্বর তব গুণ অচিন্ত্য অপার
তাহার কি পাব অন্ত আমি তুচ্ছ নর।

১ পুরুষানুক্রমে তুমি আমাদের আশ্রয়
জগতের পূর্ব্বাপরে আছ হে নিশ্চয়।
পাঠাইয়া জীবে তুমি অনিত্য সংসারে
পুন কহ আইস তোমরা আমার গোচরে।

২ সহস্র বৎসর এক নিমিষের ন্যায়
এই রূপ কাল প্রভো তব গণ্য হয়।
কিন্তু আমাদের আয়ু স্বপ্নবৎ হয়
স্রোত জল তুল্য ক্ষণে ক্ষণে বহি যায়।

৩ প্রাতঃকালে থাকে যেমন সতেজ নবীন
ফুল্ল ফুল ম্লান হয় দিন হইলে ক্ষীণ।
তব ক্রোধে মোরা প্রভো হারাই জীবন্
চিন্তাযুক্ত তব কোপে হয় মোদের মন্।

৪ আমাদের গুপ্ত পাপ কিম্বা প্রকাশিত
একটীও তাহা তব নাহি অবিদিত।
তব ক্রোধাধীন হয়ে রাত্রি দিন যায়
বৎসর হইল মোদের এক কল্প ন্যায়।

৫ অনুগ্রহ করি নাথ তুমি দেহ ভিক্ষা
করিতে গণনা দিন মোরে দেও শিক্ষা।
মোর চিত্ত থাকে যেন সুকর্ম্মেতে মগ্ন
কামাদি রিপুতে না করিতে পারে বিঘ্ন।

৩

(ঈশ্বর আমাদের পালক।)

ওরে দুরাচার মন কেন ভাব আর
ভবহইতে ঈশ্বর মোরে করিবেন নিস্তার।

১ পালনের কর্ত্তা আছেন জগতে ঈশ্বর
কিছুর অভাব কভু না হইবে আমার।

২ তৃণযুক্ত স্থানে শয়ন করান আমার
স্রোত জলের নিকটে চরাণ নিরন্তর।

৩ ধর্ম্মপথে লওয়ান গুণে আপন নামের
আগে করাণ পরিবর্ত্ত দুরন্ত মনের।

৪ যদ্যপি সমীপে যাই মৃত্যুর ছায়ার
সে আপদে কভু ভয় নাহিক আমার।

মনুষ্যের দুর্দশা বিষয়।

৪

(মনুষ্য সকল দীন হীন)

যীশু নাম জপ রে নিরবধি
মন তোমারে সাধি।

১ পাপদমনের চিকিৎসকে খুঁজে বেড়ায় জগৎ লোকে পড়ে পঙ্কে
কদাচ না পাইবে ত্রাণ যত সকল মিথ্যা বিধি।

২ পাপ রোগেতে হইয়া রোগী কাম মোহেতে হবে রাগী নরকভাগী
এ সকল বর্জ্জন হেতু প্রভু দান করিলেন মহৌষধি।

৩ হইয়াছে কুপথগামী ছাড়িয়ে সব নিজ স্বামী ভ্রমে ভ্রমি
মিলনকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট শাস্ত্রে দিল বাক্যের বিধি।

৪ জন্মিলেন ভূমণ্ডলে চাহিলেন না সুখ কোন কালে শরীর হইলে
পাপির কারণ ক্রুশোপরে প্রাণ দিয়াছেন গুণ নিধি।

খ্রীষ্টের বিষয়।

৫

(খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য প্রেম।)

এমন আশ্চর্য্য প্রেম প্রকাশিলে
প্রভু শত্রুলাগি প্রাণ দিলে।

১ প্রভু জগতে ছিলে নরেতে মিলে হে নরমেধ হইলে
প্রভু নরের নরক জ্বালা আপনি নিবারিলে।

২ প্রভু দিয়া নিজ প্রাণ হইলে বলিদান হে প্রভু অতি দয়াবান্
কত অন্ধ খোঁড়া গোঙ্গা আদি মৃতকে বাঁচাইলে।

৩ শত্রুহস্তে প্রাণ করি সমর্পণ করিলে কবরে শয়ন
তিন দিনের দিনে প্রভু আপনি হে উঠিলে।

৪ পিতা ঈশ্বর সদনে আছ তাঁর দক্ষিণে হে স্থান প্রস্তুত
কারণে।
ওহে নিজ আশ্রিত জনে তুমি রাখিবে সে অতুলে।

৬

(খ্রীষ্টের অতুল্য প্রেম।)

যীশুর প্রেমের তুলনা দিব কিসে
খুজিলে এমন মিলিবে না কোন দেশে
করিতে পাতকির ত্রাণ প্রাণ দিলেন অবশেষে।

১ পাপিগণে উদ্ধারণে আইলেন নরের বেশে
এই যে প্রায়শ্চিত্ত করণ কারণ মরিলেন বিষম ক্রুশে।
২ জগৎবাসী অভিলাষী তারা রএছে পাপের বশে
এই যে সত্য সেবা না করিয়া মরিবে আপন দোষে।
৩ দ্বেষ করিয়া যিহুদীরা তারে বধ কৈল বিনা দোষে
এই যে তিন দিবসে জীবিত হইলেন রহিলেন না মৃত্যুর
বশে।
৪ দুই জন চোর হত হৈল খ্রীষ্ট যীশুর দুই পাশে
তার এক জন প্রত্যয়ের গুণে গেল সে প্রভুর সহ স্বর্গবাসে।
৫ উত্থান করিয়া স্বর্গে গিয়া পিতার দক্ষিণে আছেন বসে
এই যে করিতে জগতের বিচার আসিবেন সকল শেষে।
৬ অদৃশ্য প্রভুর চরণ বিশ্বাসে ধর কন্যা
অধীন কাঙ্গাল বলে ছাড়্যা দিলে তুফানে যাবে ভাস্যা।

(খ্রীষ্ট বিনা সকলি অনিত্য।)

১ ওহে যীশু ক্ষমাবান্
শুন আমার নিবেদন
আমি তোমার দয়া চাই
তোমা বিনা মর্য়া যাই।

২ লৌকিক সুখে হবে কি
দৌলৎ সম্ভ্রম করে কি
ভোগে তাহা বিনাশ হয়
যীশু বিনা সন্তোষ নয়।

৩ অসীম বৈভব যদি পাই
তবু পাপের মোচন চাই
তোমার পদতলে রই
তোমা বিনা নষ্ট হই।

৪ অসাধু ও ধর্ম্মক্ষীণ
আমি পাপী ও দীন হীন
কিন্তু আমার এই প্রত্যয়
খ্রীষ্ট পাইলে মুক্তি হয়।

৫ প্রভু টান সভার মন
যীশু এই মোর নিবেদন
যেন সবে রক্ষা পাই
খ্রীষ্ট না পাইলে মর্য়া যাই।

৮

(খ্রীষ্ট দয়াময় কাণ্ডারী।)

ভাই ভবের ঘাটে খ্রীষ্ট যীশু হইয়াছেন কাণ্ডারী
মোরা তবে কেন পারে যাইতে ভয় করি।

১ ও ভাই ত্বরা তরি করি চল তাঁহারি চরণে ধরি
তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও ভাই যত দেখ সকল তাঁরি।

২ তিনি নিজ রক্তপাত কর‍্যা কিনিয়াছেন জগৎ পুরী
মোদের পাপের দেনা শোধ করিয়া হইলেন জীবন অধিকারী।

৩ তিনি আসিয়াছেন সদর ঘাটে লাগাইয়াছেন প্রেমের তরি
প্রভু ভক্তি বুঝ্যা পার করিয়াছেন চান্ না কিছু টাকা কড়ি।

৪ তিনি ক্ষমতাতে তুল্যাছেন পালি সত্য দয়া তাঁহার দাঁড়ি
প্রভু আপনি ধর‍্যাছেন হালি দেখ সুবাতাসে চলিতেছে তরি।

৫ যীশু খ্রীষ্ট নামে পরম গান গায় সকলে বদন ভরি
অধীন কাঙ্গাল বলে সত্য ধর ও ভাই ছাড়ি দিয়া ছল চাতুরী।

৯

(যীশু কাঙ্গালের বন্ধু।)

আসিয়াছেন কাঙ্গালের বন্ধু যীশু ভবসিন্ধু তারিতে
পাপি তাপি দুঃখি জনের দুঃখ হরিতে।

১ বচন যীশুর সুধা সিন্ধু নীর *প্রাণ আছে রে তাতে
দিনে দিনে পাপ আর সন্তাপ যাবে দূরেতে।

২ ধরি নর দেহ আসিয়াছেন সেহ ইহ জগতে
পাপির যন্ত্রণা ধরিলেন আপনা নিজ দেহেতে।

৩ খ্রীষ্টামৃত সার প্রেমের পাথার হে মন ডুবরে তাতে
যে করে ভজন যে করে সাধন অবশ্য রতন পাবে শেষেতে।

৪ পাপি দীন হীন কাঙ্গাল কান্দে সদাকাল প্রভুর অর্থে
যীশু অবতার হইলেন সারোদ্ধার পাপ নাশিতে।

১০

(খ্রীষ্টের রাজ্য শাসন।)

যীশু বঙ্গ দেশে কর অধিকার
যে কিছু ভুতলে পদতলে হে তোমার।

১ তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্যের রাজা সবাই করুক তোমার পূজা
দেবের বশ না হইয়া ত্যজুক অত্যাচার।

২ পাষণ্ডতা তব নামে না হয় যেন কোন গ্রামে
স্বর্গ ধামে যীশুর নাম হউক জয়২ কার।

৩ তুমি হে জগৎপতি সবার হউক তোমাতে মতি
আর যেন কেহ নাহি করে ব্যভিচার।

৪ কর প্রেমানন্দ দান সবে করুক তোমার গান
ধর্ম্ম আলো দিয়া নাশ মনের অন্ধকার।

৫ এ দেশীয় লোকের প্রতি দয়ালু হও শীঘ্র গতি
কালের নিগড় কাটি করহ উদ্ধার।

৬ তব রাজ্যে সদা সুখ বিনাশে অনন্ত দুঃখ
পাপ পীড়া মরণের হয় প্রতিকার।

সংসারের বিষয়।

১১

(সাংসারিক বিষয় বিফল।)

কি সুখে ভুলিয়া আছ ভুবন মাঝে
হারাইলে আপন আয়ু ও মন মিছা কাযে।

১ ও মন আসিয়া সংসারে কি কার্য্যরে করে
আপনার সুখে থাকিলে মজে
সকলে বিফল রে ইহল যীশু না ভজে।

২ ও মন প্রপঞ্চ চাতুরী আর ফাকি গিরি
করিলে অনেক লোকের কাছে
যাবৎ জীবন রে গেল রিপুর বশে।

৩ ও মন খ্রীষ্টামৃত বাণী অতি সুধাধ্বনি
ভাব সদাক্ষণি হৃদয় মাঝে
যীশুর মরণে জীবন রে আছে দেখ না বুঝে।

১২

(সংসারের মিথ্যাত্ব ও বিশ্বাসের ফল।)

ও মন মিছা মায়ায় ভুলিয়াছ কি কারণ
অসার সংসার ছাড়ি পরামনন না কর কেন।

১ ছাড়ি ঈশ্বরের পথ পাপে আছ সুদা রত
জানিয়া শুনিয়া ইহা থাক কেন অচেতন
জগৎ সংসারে আসি ধনাদিতে অভিলাষী
বিচার দিনের তরে কিছু করিলা না চিন্তন।

২ ওরে দুরাচার চিত্ত কেন আছ সদা মত্ত
ভাবনা যে রাত্রি আইল গেল দিন অকারণ
ধরিলে যীশুর পদ ভবসিন্ধু গোষ্পদ
করিয়া পাইবে তুমি অনায়াসে পরিত্রাণ।

৩ তাহার মরণ হয় নরের জীবন প্রায়
বিশ্বাসিলে ইথে পাইবে অনন্ত জীবন
যাবে যদি স্বর্গ পুর যীশুকে আশ্রয় কর
বন্ধুগণ সহিত কর তাঁর গুণ গান।

৪ খণ্ডিবেক পাপ রাশি আনন্দে উঠিবে ভাসি
ও মন তাঁহার প্রসাদে ভব হবে দিব্যজ্ঞান
দয়াল প্রভুর পুণ্যে যাইয়া ঈশ্বরের স্থানে
নিত্য সুখামোদে হইবে দূতের সমান।

১৩

(সংসারের অবস্থা।)

জগতে কিছু নাহি আর
ও ভাই কেবল যীশুর প্রেম সার।
যে কিছু দেখি সকল ফাঁকি চক্ষু মুদিলে অন্ধকার।

১ দারা পুত্র বন্ধু আদি আপন২ বল্যা কান্দি
মায়া জালে বদ্ধ আছে তেঁই সে বলি আমার ২।

২ যে দেহেতে আত্মা রয় সেই দেহ ফেল্যা চল্যা যায়
দেখ কায়প্রাণে নাই সম্বন্ধ তবে হেথা আছে কে আর।

৩ অট্টালিকা ধন কড়ি দারা পুত্র বাগান বাড়ী
সকল রবে হেথায় পড়ি কিছুই নহে সঙ্গে নিবার।

১৪

(খ্রীষ্টে সাধন।)

কি রূপে এড়াব নরক যন্ত্রণা
যীশু হে তোমায় করি প্রার্থনা।

১ যীশু কর করুণা আমার নিশ্চয় প্রার্থনা আমি ভজন জানি না।
আছে ভ্রান্তি দিয়া শান্তি দূর কর কুমন্ত্রণা।

২ আমি জন্ম জ্ঞান কানা পাপ করিয়াছি নানা কারো শুনি নাই মানা।
আমার মত অচেতন দুরাচার কেহ হবে না।

৩ আমার অধর্ম্ম পানা কভু গেল না মনে রহিল ভাবনা
বিচার দিনে তরিব কিসে যীশু কর মোরে করুণা।

১৫

(যীশুর প্রতি প্রার্থনা।)

যীশু কর হে মোরে সান্ত্বনা।
কিসে এড়াইব নরক যন্ত্রণা।

১ কর হে ধর্ম্মাত্মা দান হউক আমার ধর্ম্মজ্ঞান
দূর কর আমার কুমন্ত্রণা।

২ আমি নিতান্ত পাপিষ্ঠ না করিলাম তব ইষ্ট
ক্ষম অপরাধ এই বাসনা।

৩ আমার ক্রিয়ার প্রতিফল অনন্ত নরকানল
তব মরণেতে পাপের মার্জ্জনা।

খ্রীষ্টের উপাসনা বিষয়।

১৬

(খ্রীষ্টের চরণ ধরণ।)

আমি পাপী খ্রীষ্টের চরণ যাই ধর্যে
যেন রক্ষা পাই মরণ পরে।

১ ওহে পিতা পরমেশ্বর তুমি সকলের উপর
স্বর্গে আছ নিরন্তর
কর দয়া ঘুচাও মায়া রাখ্যো না অন্ধকারে।

২ প্রিয় পুত্র করি দান পাপিদের কারণ
তিনি আইলেন এ ভুবন
দোষির মত ক্রুশে হত হইলেন নরের তরে।

৩ প্রভু ঘুচাও আমার ভ্রম ভাল কর মোর মন
দিয়া অতুল চরণ
জ্ঞানের আলো শীঘ্র জ্বাল বিচার হউক মোর অন্তরে।

১৭

(খ্রীষ্টেতে মনের ধারণ।)

যে জন আপন প্রাণ দিয়া পাপি উদ্ধারে
ও মন ভুল না তাঁরে।

১ না ভুলিও আর কর সেই সার
যীশু খ্রীষ্ট নাম ত্রাণের তরে।

২ আর সব কার্য্য দূরে কর ত্যজ্য
খ্রীষ্ট প্রেম ধন রাখ অন্তরে।

৩ সত্য দয়া ক্ষমা সকলি অসীমা
যীশু আপন রক্ত দিয়া পাপি নিস্তারে।

৪ সাধু বন্ধু তাঁরে বলি বারে ২
যীশু নামে পার করে আমারে।

১৮

(যীশুর গুণগান।)

গাইব যীশু ঈশ্বরের গুণ
আমি মনেতে ভরসা পাইয়াছি এখন।

১ যার দয়ায় গুণে বধির কাণে শুনে
কত মৃত জনে পাইয়াছে জীবন।

২ জাগিতে ঘুমাইতে রাখিও হৃদেতে
ভুলিয়ে রয়্যাছ কেন রে এখন।

৩ তনু মন দিয়া জ্ঞান যোগাইয়া
তাঁহার প্রেমেতে হইও নিপুণ।

ত্রাণের অন্বেষণ বিষয়।

১৯

(খ্রীষ্টের সাধনে প্রবর্ত্তন।)

তোমরা সভাই চল তাঁর কাছে
যিনি পাপির কারণ প্রাণ দিয়াছে।
যায় যদি মৃত্যু লোকে তবে পাপির জীবন বাঁচে।

১ করিবারে পাপির ত্রাণ আত্মা দিলেন দরুণম সেই মহাজন
যীশু খ্রীষ্ট তাঁহারি নাম জগতে প্রকাশ হইয়াছে।

২ কুমারীর উদরে জাত যীশু খ্রীষ্ট পাপির নাথ সেই ত্রাণের পথ
তাঁহা বিনা এ ভুবনে যত দেখ সকল মিছে।

৩ আসি তিনি এ সংসারে বেড়াইলেন ঘরে২ পাপির তরে
অনন্ত জীবন লয়্যা ধর ২ বলি যাচে।

৪ হাতে পায় পেরেক গাঁথা তাতে পাইলেন কত ব্যথা জগত্রাতা
পাপি তাপি নিস্তারিতে টাঙ্গান গিয়াছিলেন গাছে।

২০

(পরিশ্রান্তদের প্রতি নিমন্ত্রণ।)

চল ভাই সবে মেলি ভজি গিয়া তাঁকে
মুক্তিপদ দিতে তিনি ডাকিয়াছেন পাপিকে।

১ আইস সর্ব্ব পরিশ্রান্ত মনকে করহ শান্ত
ঐ দেখ ডাকিতেছেন প্রভু আমাদিগকে
অতএব চল ভাই তাঁহার নিকটে যাই
ভয় ত্যজি সবে মেলি ভজি গিয়া তাঁকে।

২ যত ভারাক্রান্ত আছে আইস সবে যীশুর কাছে
তোমাদের সব্ দুঃখ জানাও তাঁহাকে
অতিশয় দয়া তাঁর তোমাদের পাপভার
খণ্ডাইয়া মুক্তিপদ দিবেন সভাকে।

৩ কৃপাময় প্রেমসিন্ধু তিনি পাপি তাপির বন্ধু
আমাদের মঙ্গল চাহেন পরলোকে
দিতে জীবে মুক্তিদান ত্যজিলেন নিজ প্রাণ
তিনি বিনা হেন কার্য্য করিয়া কে থাকে।

৪ হে প্রভো প্রেমালয় মোরা সবে নিরাশ্রয়
দীন হীন তবপদ বন্দিনু মস্তকে
আমাদের যত পাপ কৃপা করি কর মাপ
তব প্রেমে চিত্ত যেন লগ্ন হয়্যা থাকে।

৫ আমাদের বিশ্বাস প্রেম আর প্রত্যাশ
দৃঢ়রূপে থাকে যেন না যায় বিপাকে
আরো এক নিবেদনে তোমার বিশ্রাম স্থানে
শেষেতে পৌছিয়া দিও আমাকে।

২১

(ঈশ্বরের ক্রোধহইতে পলায়নোপদেশ।)

যদি যাইতে পারি যীশুর রাজ্যে তবে প্রাণ বাঁচে
এ দেশে কাল ২ গো এ দেশে কাল আছে।

১ চল ২ সকল প্রিয় ভাই সিয়োনে যাব
হেথা মৃত্যু কেন ভোগি সেথা জীবনে রব
এই ধ্বংসিনগর ছাড়ে প্রেমের ভাই
ত্বরায় চল্যা সেথা মোরা পলাইয়া যাই
সে জীবনের অধিকারে মৃত্যু যাইতে নাহি পারে
কত জন সে ভুবনে অমর হইয়াছে।

২ ওহে ভাই যদি পলাবে তবে প্রাণ বাঁচিবে
আজ্ঞা পালি যীশু বল্যা চল তাঁর কাছে
সদম ছাড়্যা যেমত পালাইল লোটের পরিবার
কিন্তু আজ্ঞা লঙ্ঘনেতে তাঁর জায়ার সংহার
সে লোভেতে মোহিত হয়্যা দেখ্যাছিল পিছে চায়্যা
কর্য্যা মায়া লোটের জায়া লবণ হইয়া আছে।

৩ ওহে ভাই সেতো সুখধাম তাহে মোদের নাম
প্রজা বল্যা রাজা আপন খাতায় তুল্যাছেন
পথে কত আপদ আছে ভাই যাইতে সিওনে
যীশুর চরণ ধ্যান করিলে যাব আনন্দ মনে
এখন সকল দুঃখ স্বীকার করি চল সভাই ত্বরাত্বরি
মোদের তরে নৃপবরে মুকুট রাখিয়াছেন।

পবিত্র আত্মার ফলের বিষয়।

২২

(পরামননের বিষয়।)

আমার মন ২ কর পরামনন
পুরাতন স্বভাব ত্যজে কর নূতন স্বভাবে গমন।

১ যীশু খ্রীষ্ট তোমার লাগি স্বর্গের বিভব হইয়া ত্যাগি
পৃথিবীতে জন্ম লইলেন তোমায় দিতে ধর্ম্ম মন।

২ আইলেন যিনি মর্ত্ত্য পুরি টাঙ্গা গেলেন ক্রুশোপরি
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু তিনি লভিলেন নিধন।

৩ খ্রীষ্টের যন্ত্রণা দেখি তুমি হও সতত দুঃখী
পাপে খেদযুক্ত হইয়া বিশ্বাসী হও তাঁর মরণ।

৪ সাংসারিক ক্রিয়া যত তাহার প্রতি হও মৃত
খ্রীষ্টেতে জীবিত হয়ে পর হে আলোর বসন।

৫ স্বর্গের রাজ্য নিকটবর্ত্তি চল রে মন শীঘ্র গতি
অতুল বিভবে যদি করিতে চাহ গমন।

২৩

(পাপ প্রযুক্ত খেদ।)

আমার পাপের কে করিবে মার্জ্জনা
দয়াল যীশু বিনা নরক দায়ে তরায় কোন জনা।

১ আমি কর্য্যাছি অশেষ পাপ বেড়্যাছে যন্ত্রণা
বুঝি মনের ফেরে যাইতে হইল বিষম নরক খানা
হায় শুন রে পাপিষ্ঠ মন তোরে করি রে সাধনা
এখন সকল ছাড়্যা যীশুর চরণ কর রে ভজনা।

২ ও মন যীশুতে বিশ্বাস কর পাইবে সান্ত্বনা
নহিলে নিজ কর্ম্মের ফল ভুগিবে অনন্ত যন্ত্রণা
যত সব দেব দেবী তারা সব পাপেতে মগনা
ও মন তোমার পাপের জামীন এমত নাহিক কোন জনা।

৩ হে মন মরণ তারণ বলে তোমার নাহিক কিছু ভাবনা
দেখ তোমার কারণ দারুণ মরণ করিছে আনা গোনা
অধীন কাঙ্গাল দীন হীন বল্যে তুমি আর ভুল্যে রও না
এই যে যীশুর গুণ প্রাণধন খেদ বিনা পাবে না।

২৪

(পাপ স্বীকার।)

প্রভু হে মায়া জালে বদ্ধ আছি কেন
কাতর কিঙ্করে তুমি দেহ দিব্য জ্ঞান।

১ অনুগ্রহ অনুসারে প্রভু দয়া কর মোরে
কৃপা করি কর তুমি দোষের মার্জ্জন
যথার্থের বিপরীত হইতে ধৌত কর নাথ
নিঃশেষেতে মোর পাপ কর প্রক্ষালন।

আপন দুষ্টতা আমি স্বীকার করি হে স্বামি
সর্ব্বদা আমার পাপ আছে বিদ্যমান
তোমার বিরুদ্ধে তব সাক্ষাতে কর্য্যাছি পাপ
বিচারে ধার্ম্মিক হবে ইহার কারণ।

৩ মাতৃ গর্ব্ভে পাপ সহ জন্মিল আমার দেহ
যথার্থতা শূন্যে মোর হইল সৃজন
জানিয়া করেছি পাপ দয়া করি কর মাপ
ধর্ম্মাত্মার দ্বারা কর শুচিত্ব প্রদান।

৪ বরফ হইতে শ্বেত হব তব ক্ষালনত
আহ্লাদ আমোদে মোরে করাবে শ্রবণ
অস্থি ভাঙ্গিয়াছি যাহা উল্লাসিত হবে তাহা
মন পাপের প্রতি দৃষ্টি না কর ক্ষেপণ।

২৫

(পাপস্বীকার।)

ওহে ঈশ্বর কৃপা করি কর মোরে পার
তুমি বিনা এ অধমের গতি নাহি আর।

অসংখ্য আমার পাপ তাহে ভোগী তব শাপ
মম সম পৃথিবীতে নাহি দুরাচার
সদা ভ্রান্ত মম চিত্ত কুপথে গমনে রত
পাপে মজে সর্ব্বক্ষণ উপায় কি তার।

সমুদ্রের বালি যত তাহা হইতে অসংখ্যাত
দোষ মোর তব পথে ভ্রান্তি হে আমার
আছি কামাদির বশ তাহাতে সদাই ত্রাস
পাপ বই পুণ্য মাত্রের নাহিক সঞ্চার।

৩ এই মাত্র আছে আশ হবে মোদের পাপ নাশ
বিশ্বাস করিলে যীশু খ্রীষ্টের উপর
পাপিদের জন্যে যিনি ত্যজিয়া আপন প্রাণ
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গেলেন স্বর্গ পুর।

৪ ওহে প্রভু করি দয়া দেহ মোরে পদছায়া
দয়া কর পাপি-নরে আশ্রিত তোমার
অকিঞ্চন দীন হীনে শুদ্ধ কর নিজ গুণে
তুমি বিনা এ অধমের কেহ নাহি আর।

২৬

(সত্য মিথ্যা বিশ্বাসের চিহ্ন।)

সেই সে জানহ সত্য বিশ্বাসের সার
অপার সংসার নদী যাহে হবে পার।

১ কর সাবধানে নম্রশীল মনে পূজার বিধান তাঁর
ডাক্ত ভক্তগণ মৌখিক স্তবন যদি করে সে অসার।

২ নিজ সুত প্রায় সেই তেজোময় ঈশ্বর মনন যার
সেই ব্যক্তি ভক্ত ঈশ্বরেতে আসক্ত হইবে বিধ্যানুসার।

৩ স্বকার্য্যেতে খ্রীষ্ট পাপিগণের ইষ্ট মুক্তি দিয়া করেন পার
তাহা যে কেবল বাক্যেতে সফল হইবে নাহিক আর।

৪ যে জন কৃপা প্রাপ্ত না হইবে ভক্ত ভবে না আসিবে আর
মহা বিচার দিনে ঈশ্বরের সনে নির্দোষে হবে উদ্ধার।

৫ শ্রদ্ধা ব্যতিরেক না পাইয়া বিবেক যে গর্ব্ব করে বহু বার
মিথ্যা বাক্য ব্যক্তে যদি মুক্ত হবে তবে সে কাহার ভার।

৬ না দেখিয়া যেই মুক্তি পথ সেই মুক্তি আশা আছে যার
তাহার কখন ঈশ্বর বদন দর্শন না হবে আর।

২৭

(পরস্পর প্রেম করণ।)

আইস প্রেম করি মোরা সকলে
যে প্রেমেতে যীশু প্রাণ দিলেন অবহেলে।

১ মর্ত্ত্যে প্রেম বৃক্ষ মূল জগৎ ব্যাপিয়া ডাল
স্বর্গে পাবে মহা ফল প্রত্যয় বারি দিলে।

২ প্রেমের কি কব গুণ নির্গুণেরে দেয় গুণ
বিনাশয়ে তমোগুণ মনে উদয় হইলে।

৩ প্রেম সাগরে দিলে ঝাঁপ নাশিবে অশেষ তাপ
দূরে যাবে মহা পাপ মনে বিচারিলে।

৪ প্রেমানন্দে কর গান প্রেম সুধা কর পান
তবে পাবে পরিত্রাণ নরক অনলে।

২৮

(সত্য খ্রীষ্টিয়ান।)

যদি হইতে চাও মন সত্য খ্রীষ্টিয়ান
তবে ভক্তিভাবে সত্যরূপে শুদ্ধে প্রভুর করহ ধ্যান।

১ খ্রীষ্টের আজ্ঞা কর পালন নিষ্ঠা করয়্যা কর ভজন
সাত হইলেই খ্রীষ্টিয়ান হয় না কেবল সে স্নান তার লক্ষণ।

২ সতত প্রার্থনা শুন তাহাতে মন কর মগন
আনন্দে প্রফুল্ল হয়্যা কর প্রভুর স্তবের বিধান।

৩ এই রূপে প্রভুর পথে সদা থাক সত্য মতে
তবে মহা সুখ শেষ দিনে যীশু করিবেন প্রদান।

মনের চৈতন বিষয়।

২৯

(মন স্থির করণ।)

১ ও মন স্থিরত না হইও অস্থির
আসেছে প্রেমের সাগর
এই যীশুর নামে হবে পার
ও মন ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাহি আর।

২ ও মন দেখিয়া দেখ না কিমত যন্ত্রণা
পাইয়াছেন যীশু প্রাণেতে
সেই খ্রীষ্টের চরণ কর সার
ও মন ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাহি আর।

৩০

(মনের চেতনা।)

চেতন হও ও মন দুরাচার
যদি বিচারদিনে হবে পার।

১ ও ভাই যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর তনয় নাম ধর্য়্যা আসি-
য়াছেন মৃত্যুঞ্জয়
আর দেবী দেবা মিছা সেবা ও ভাই যীশু কেবল
সারোদ্ধার।

২ যে জন বিশ্বাস করে খ্রীষ্টের মরণ সে জন পাবে
অনন্ত জীবন
যীশুর মহিমাতে মৃত্যুহইতে দেখ বাঁচিয়াছিলেন
লাজার।

৩ এ মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্য়া হত হইলেন
ক্রুশের উপরে
মোদের পাপের সাজা নরের রাজা তিনি আপনি
করিলেন অঙ্গীকার।

৪ ওরে অতি দীন হীনে তোরে কয় মন রে ভ্রমে ভোলা
উচিত নয়
এখন ভব মাঝে এ সকল ত্যজ্যা ও ভাই যীশুর চরণ
কর সার।

৩১

(স্বচৈতন্য।)

জাগ্রত হও আমার মন রে
তুমি জান না কোন সময় মৃত্যু আসিবে তোমার উপরে।

১ পাপেতে দিন কাটাইলে যাইতে হবে নরকানলে
পাপের বেতন মৃত্যু কেবল দেখ না আনি বিচারে।

২ পাপেতে সুলগ্ন হয়্যা রহিয়াছ ঘুমাইয়া
শীঘ্রগতি চেতন হও যদি যাবে স্বর্গপুরে।

৩ অকস্মাৎ মৃত্যু আসিবে বিলম্ব নাহি সবে
ঘোর নরকেতে পড়্যা কান্দিবে তখন হাহাকারে।

৪ এখন সময় আছে চল শীঘ্র যীশুর কাছে
পরিত্রাণ চাহ যদি অনন্ত নরক দুস্তরে।

৩২

(মনের চেতনা।)

গেল রে ২ বহিয়া দিন
ও মন রে বৃথাই বহিয়া গেল দিন
যাহাতে ঈশ্বরের কাছে কিছু না রহিল চিন।

১ মন রে নিজ অভিলাষের দোষে ঈশ্বরে হয়্যাছ ভিন
তোমার পাপে তনু জর ২ দেখ হইয়া যায় রে ক্ষীণ।

২ মন রে আচম্বিতে কোন ক্ষণে আসিবে সদর আমীন
বিনা রসি বিনা কাঠায় মাপিবে সকল জমিন।

৩ মন রে ভক্তি মূল্যে ত্রাণ বিকাইছে ত্বরা করি যাইয়া কিন
তুমি বুঝিয়া দেখ না কেন হইয়া আছ পাপাধীন।

৪ মন রে ঈশ্বরের কৃপার গুণে বলে কাঙ্গাল দীন হীন
হে মন যীশু প্রেম সাগরে থাক জলে যেমন আছে মীন।

৩৩

(মনের ভাবনা।)

মন কর রে যীশু পদ ভাবনা
তবে মৃত্যু পরে স্বর্গপুরে পাইবে সুখ সান্ত্বনা।

১ মন এ ভবে আস্যা নিশ্চিন্ত বস্যা রয়্যাছ কিসের আশে
কে তোমারে ভব ঘোরে ত্রাণ করিবে বল না।

২ ভব সাগর অপার কিসে হবে পার ডাক যীশু কর্ণধার
দিন কাটাইলে অবহেলে হয়্যা পাপে মগনা।

৩ মন এ ভবে তোমার কেবা আপনার তখন কারে দিবা ভার
মাতা পিতা সব বৃথা সঙ্গে তো কেও যাবে না।

৪ মন ধনাদি যত সকলি অনিত্য কিছু নহেত সত্য
হয়্যা মত্ত পরমার্থ জ্ঞান তুমি হারাইও না।

৫ পাইয়াছ রতন খ্রীষ্টামৃত ধন তাতে করহ যতন
তায় অযতন কৈলে রে মন আর তো উপায় হবে না।

নানা কালীয় বিষয়।

৩৪

(প্রাতঃ কালীয়।)

ওহে প্রভু এই আমার রাখহ মিনতি
আজিকার দিনে থাক আমার সঙ্গতি

১ প্রভাত কালীন স্তব তোমাতে হউক সব
ধর্ম্মাত্মা আমার মনে করাও স্থিতি।

২ অজ্ঞান পাতকী আমি কৃপা কর প্রভু তুমি
পাপপদ পরীক্ষা হইতে ফিরাও মোর মতি।

৩ পাপ দেখি চতুর্ভিত সদা থাকি সশঙ্কিত
নিজ কৃপা দৃষ্টি সদা রাখ মোর প্রতি।

৪ আমার পাপের ভার দিয়াছি তোমার উপর
তুমি আমার কৃপা কর্য়া করহ সদ্গতি।

৫ এই আমি বিনতি স্তুতি করিতেছি তোমার প্রতি
প্রভু তোমার চরণেতে বাড়াও মোর ভকতি।

৩৫

(প্রভাতি স্তব)

১ প্রভাত হইলে আমারি মন
নিত্য গাইও যীশুর গুণ
অহর্নিশি কর গান
কভু নাহি কর আন।

২ যখন ছিলাম নিদ্রায় ঘোর
তিনি ছিলেন রক্ষক মোর
৩ এখন জাগ্রৎ যীশুর স্তব
কর তনু মন রব।

দেখিতেছি দিনের ভোর
তাতে যেন আহ্লাদ মোর
ফিঙ্গে আদি পক্ষিগণ
সুনাদ করে ক্ষণে ক্ষণ।

৪ দেখ ভানু তেজোময়
পূর্ব্বদিকে তার উদয়
সৃষ্টি তাতে চেতন পায়
নানা রূপে স্তুতি গায়।

২৬

৫ চেতন হইও আমার মন
যিনি রাখেন সর্ব্বক্ষণ
যিনি সর্ব্ব সৃষ্টির সার
নিত্য কর স্তুতি তাঁর।

৬ রক্ষ দয়াল ভগবান্
কর তনু প্রাণের ত্রাণ—
অহর্নিশি ক্ষণে ক্ষণ
শীতল রাখ আমার মন।

৭ শেষ প্রভাত যখন হয়
মৃত্যু হবে চেতন ময়
ধার্ম্মিক তখন করে গান
পাবে স্বর্গে দিব্য স্থান।

৩৬

(সন্ধ্যা কালীন।)

দিন থাকিতে বান্ধ তরি যদি পার হবে ভব তুফানে
ও মন ছাড়িয়া ভুবন কবে করিবে গমন ভুল্যা আছ কেন এমনে।

১ ও মন সন্ধ্যাকাল হইলে ঘেরিবে জঞ্জালে
অন্ধকার হবে নয়নে
আত্ম পরিবার ডাকিবে বারেবার
শুনিতে না পাবে শুবণে।

২ ও মন যতক্ষণ জীবন দিন ততক্ষণ
বুঝ্যা দেখ আপন জ্ঞানে
যখন আসিবে মরণ না হবে স্মরণ
দাগা পড়্যা যাবে ভজনে।

৩ থাকিতে২ করে আচম্বিতে তোরে
ধরিবে আসিয়া মরণে
সমুদ্র সাঁতার অকূল পাথার
সাঁতারে যাবে কেমনে।

৪ হায় মন দুরাচার বচন আমার
শুন বলি আইস নির্জ্জনে
যীশু প্রেম জাহাজে চড় তাঁর মাজে
প্রভু কাণ্ডারী হইবেন আপনে।

৫ কাঙ্গাল দীন হীন ভাবে রাত্রি দিন
কি হবে আমার নিদানে
মনের প্রত্যাশা প্রভু পূরাও আশা
স্থান দিয়া রাখ চরণে।

৩৭

(ফসলের জন্যে ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ।)

১ যাঁহার কৃপায় জগৎময়
প্রতি বর্ষে ফসল হয়
তাঁহার স্তুতির অর্থে মন
কর এখন জাগরণ।

২ ঈশ্বর আজ্ঞায় উপস্থিত
গ্রীষ্ম বর্ষা আদি শীত
এরা অধীন দাসের ন্যায়
সদা আজ্ঞাবহ হয়।

দেখি কৃষি সন্তোষ পান
সোনার শস্য দোলায়মান
লয়্যা আটি বুনেন আর
আশা করি পুনর্ব্বার।

৪ আমার মনে ভগবান্
ধর্ম্ম বীজের কর দান
সেই বীজে আশীষ দেও
এবং ফসল দাতা হও।

৫ তবে শেষে যেই সময়
জগৎ বিচার ফসল হয়
তখন হবে সুমঙ্গল
আশার অধিক পাব ফল।

৩৮

(সাবত দিবসের জন্যে ।)

ছয় দিনে দীনের বিষয় কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে
ধন্য আমরা বিশ্রামের দিন উপস্থিত হইয়াছে।

১ এমন বিশ্রামেরো দিন যে প্রভু করিয়াছে
তাঁর দয়া মানিয়া চল যাই তাঁর কাছে।
সংসারের চিন্তা আলাপ কর্ম্ম তেয়াগিয়া
নির্জনেতে নিজ ঘরে স্বচ্ছন্দে বসিয়া।
ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রভুনাম সংকীর্ত্তন
করিয়া কাটাইতে কাল মনো মজিয়াছে।

২ পরম পরমার্থ ভক্ষে যার হইয়াছে ক্ষুধা
সে আনন্দমনেংপান করুক সেই সুধা।
আমাদের হৃদিমাঝে পরমার্থ চিন্তন
মুখেতে স্বর্গীয় কথা সদা আলাপন।
মনোরূপ বেদিহইতে এ সব গ্রাহ্য ধূপের মতে,
মনোমধ্যে উঠুক, এই প্রার্থনা হইতেছে।

৩ স্বর্গীয় পবিত্র সুখের ভরসা পাইয়া
আমাদের মন যেন থাকে তুষ্ট হইয়া।
অনন্ত বিশ্রাম দিনের সুখের নিমিত্ত
আমরা যেন হইয়া থাকি সর্ব্বদা প্রস্তুত।
স্বর্গসুখ লাভ হয় করিব নরকে জয়,
আমাদের মনে এই বাসনা হইতেছে।

৩৯
(বিবাহের বিষয়।)

তোমরা দুই জন বর কন্যাতে এক অঙ্গ হইলে আজি হইতে
দুয়েতে এক বাত্মা গেল প্রভু যীশুর বিধি মতে।

১ যীশুর এই অঙ্গীকার কেহ নহে কার পর এই সারোদ্ধার
যীশুর প্রেমে মগ্ন হয়্যা সদাই থাক প্রার্থনাতে।

২ মাতা পিতা সহোদরে সকলকে তেজিতে পারে জগৎমরে
কিন্তু স্বামী ভিন্ন নহে কদাচিৎ জায়া হইতে।

৩ বিবাহ সজ্জা পরিষ্কার অশুচি সে পরদার তাহে রাখ ডর
পারদারিক ব্যভিচারী দণ্ড পাবে নরকেতে।

৪ যখন কারো আপদ ঘটে তখন থাকিবা নিকটে দেখিবা বটে
যীশু খ্রীষ্টের এই নীতি আছে ধর্ম্ম পুস্তকেতে।

৪০
(মরণ কালীন।)

এ সংসার ছাড়িয়া যাইবার কালেতে
কেহ নাহি সঙ্গে আপনার বলিতে।

১ ভাই রে যখন মৃত্যুর ভার ঘটিবে অপার
সাধ্য নাহি কার ঠেলিতে
প্রতিবাসী যত তারা হবে ভাবিত
কিন্তু কেহ না পারিবে রাখিতে।

২ ভাই রে দারাসুত গণ আছে যত জন
করিবে ক্রন্দন শোকেতে।
তারা দেখিবে নয়নে মলিন হনে২
বান্ধি লইয়া যাইবে বিষম কালেতে।

৩ ভাই রে তেঁই বলি শুন হও সচেতন
ধর যীশুর চরণ এক্ষণেতে।
তবে ভব ভয়ে পার হইবে তোমার
প্রভু আপনি কাণ্ডারি ত্রাণ নৌকাতে।
৪ ভাই রে ঈশ্বরীয় কার্য্য অতি সে আশ্চর্য্য
নরে কি তা পারে বুঝিতে।
বলে কাঙ্গাল দুরাচার প্রভুর মহিমা অপার
দেখ কায়া বান্ধা আছে মায়া দড়িতে।

৪১

(ধার্ম্মিকের মরণ।)

১ যে ধার্ম্মিকেরা মৃত হয়
তদ্বিষয় স্বর্গের রব
যে যেমন রূপে শুনা যায়
হে শ্রবণ কর সব।
২ তাহাদের নামের আমোদ যে
সে কেমন অনুপম
তাহারা শুয়ে কবরে
ও ভুলিয়াছে শ্রম।
৩ যীশুতে আশ্রিত মরিলে
আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়
তাহারা এখন ঘুমাইলে
অত্যন্ত বিশ্রাম পায়।

৪ দুঃখ শোক ও বেদনা ছাড়িয়া
পাপহইতে মুক্ত হয়
পরীক্ষায় আর না পড়িয়া
আর আপদ তাদের নয়।

৫ যেখানে শ্রম ও বিরোধ হয়
এমন যে পৃথিবী
তা ছাড়িয়া প্রভুর সঙ্গে রয়
পরমানন্দেতে।

৪২

(মহা বিচারের বিষয়।)

মহাবিচারের দিন
যখন রাজা হইয়া বসিবেন যীশু রাজ সিংহাসনে।
যীশু তিন জনে তালন্ত দিয়ে গেলেন ভ্রমণে
তাতে কে কত লাভ করিবে হিসাব নিবেন জনে জনে।

১ কাকে দিলেন এক তালন্ত কাহাকে দ্বিগুণ
পাত্র বিশেষে সুপিলেন যারা যে যেমন
যে জন পাঁচ তালন্ত দশ করিবে অতি যতনে
তাকে বিশ্বস্ত জানিয়ে আরো দিবেন বহু গুণে।

২ হেন ধন কত জন করিবে অপব্যয়
আমরা যেন মনে রাখি সতত ঐ ভয়
যে জন মৃত্তিকাতে পুতিবে এ ধন বেন্ধে বসনে
তার হাতে পায়ে বান্ধি যীশু ফেলিবেন আগুনে।

৩ জগৎ বাসি মহাত্রাসি হবে সে সময়
পালাইতে চাবে কত মনে পাইয়ে ভয়
তখন কেহ বা লুকাইতে যাবে গুহা কাননে
তাদের চতুর্দ্দিতে ধর্ম্মদূতে ঘেরিবে তৎক্ষণে।

৪ পাপ হেতু তাড়নাতে হইয়া নিরুপায়
শিষ্য ভাবে কত জনে দিবে পরিচয়
কেহ বলিবে প্রভু আমি ছিলাম তব ভজনে
তারে বলিবেন যীশু চিনি নাক দূর হও এক্ষণে।

৫ এই মত হবে ভাই রে জগতের শেষ
রাখাল যেমন ভিন্ন ২ করে অজা মেষ
যীশু অজার পালহইতে মেষ লইবেন চিনে
তখন অজাগণ বামদিগে মেষেরা দক্ষিণে।

৪৩

(মহা বিচার দিন।)

১ বিচার দিনে মহাশ্চর্য্য
তূরী বাজন অতিশয়
হাজার সন্ধ্যা গর্জ্জন মত
সৃষ্টি কম্পবান করায়।
পাপি লোকের
মনে হইবে বড় ভয়।

২ মহা বিচারকর্ত্তা দেখ
মানুষ রূপে ঈশ্বরময়
যারা তাঁরে আশা করে
তাঁকে করিবে আশ্রয়।
ওহে তারক
তখন তুমি আমার হও।

৩ তাঁহার ডাকে মরা জীবে
সিন্ধু মৃত্যু ত্যজিয়া
সৃষ্টি শুদ্ধ কম্পিত হৈয়া
তাঁহার দর্শনে পলায়।
নির্ভয় পাপী
তখন তোমার হইবে কি।

৪ ত্রাস অত্যন্ত ভয় অসংখ্য
ধরিবে তোর কম্পিত মন
যখন শুনিবে তাঁর বাক্য
দূর শাপগ্রস্ত এই ক্ষণ
যথায় শয়তান
তথায় তোমার অপমান।

৫ প্রভুর স্বীকার প্রেম ও সেবা
যারা করে ক্ষিতিতে
তিনি কবেন ধন্য তোমরা
রাজ্য লও যা আমি দেই।
সর্ব্ব ক্ষণে
ক্ষমা প্রেম জানিবে।

৬ দুঃখে ও বিপক্ষতাতে
ইহাতে আনন্দ ভাব
প্রভুর দিবস আসিতেছে
তখন ক্রন্দন হইবে স্তব।
জগৎ দগ্ধে
আমাদের আনন্দ লাভ।

নরক ও স্বর্গের বিষয়।

৪৪

(নরকের দায় বিষয়।)

এক্ষণ বুঝ্যা দেখিলে না যে তোমার শেষে হবে কি উপায়
তখন আতঙ্কে জ্ঞান হত হবে ঠেকিলে নরকের দায়।

১ ভাই উত্তম অধম বাছিবেন যীশু মহা বিচারেতে
বিশ্বাসিকে তুষ্ট হয়্যা রাখিবেন স্বর্গেতে
শেষে মহা ক্রোধেতে ও রে ভাই
তখন নরক কুণ্ডে ফেলিয়া দিবেন বান্ধি পাপিরু হাতে পায়।

২ ভাই পাইয়া মানব জনম হেলায় দিন কাটালে
কি বলিয়া উত্তর দিবে যীশু জিজ্ঞাসিলে
তাহার উপায় করিলে না ও রে ভাই
তখন ঘোর যাতনায় পড়্যা কান্দ্যা বলিতে থাকিবে হায় রে হায়।

৩ ভাই ধর্ম্মপথে শীঘ্র আইস পাপের পথকে ছেড্যা
নহিলে জ্বলিতে হবে নরকেতে পড্যা
তাহা সহিবে কেমনে৪ রে ভাই
তখন মর্য্যা না মরিবে কেবল জ্বালায় প্রাণ জ্বল্যা যায়।

৪ ভাই সামান্য অনল নহে নরক ভিতরে
দিবানিশি দহিবে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি কর্য্যা
কভু শান্তি পাবে না৪ রে ভাই
আর অনন্ত কাল জ্বলিবে তবু সে অনল না শীতল হয়।

৪৫

স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে যাইব এখন
তৎকালীন সুখের কথা করহ শ্রবণ।

১ এ ছার সংসার ত্যজ যীশু খ্রীষ্টপদ ভজ
এড়াইয়া সব কষ্ট স্বর্গপুরে যাবে
তেজোময় সেই স্থান কেবল ধর্ম্মে নির্ম্মাণ
পবিত্র অক্ষয় তথা যীশু খ্রীষ্টে পাবে।

২ ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্ট তাতে আছেন দূতগণ সাতে
ধার্ম্মিকেরা হৃষ্টমনে করে তথা বাস
নাহি মিথ্যা অধার্ম্মিক ঘাতক দুষ্ট কুকর্ম্মিক
সদানন্দ ময় স্থান সুখের আবাস।

৩ ধার্ম্মিকেরা তেজোময় মুকুট বিশিষ্ট হয়
ঈশ্বরের মুখ দেখি করে স্তব এই
হে ঈশ্বর দয়া নিধি তব স্থানে নিরবধি
থাকি যেন হৃষ্ট মনে তব গুণ গাই।

সামান্য গীত।

৪৬

ধন্য আমাদেরো ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্
জগৎ করেছেন নির্ম্মাণ।

১ দেব পূজকেরো প্রতিমা সোণারো
রূপারো কিন্তু মনুষ্য নির্ম্মাণ।
২ বদন থাকিতে পারে না কহিতে
না পায় দেখিতে থাকিতে নয়ন্।
৩ আছে বটে শ্রোত্র দৃষ্টি শোভা মাত্র
কার্য্য কারণ তায় নাহি সমাধান।
৪ আছে কর দ্বয় কার্য্যে শক্ত নয়
চরণ থাকিতে খোঁড়ার সমান।
৫ তাদের আছে ঘ্রাণ না পায় আঘ্রাণ
কিবা দোষ দিবা তাহারা পাষাণ।
৬ দেবতা এমন যে করে নির্ম্মাণ
যেবা করে পূজা দুয়েই সমান।
৭ আহা কি আন্ধারে থাকি নিরন্তরে
পাপ পথে তারা করিছে পয়ান।
৮ ঈশ্বরে প্রত্যাশা সেমাত্র ভরসা
অন্যে যেন মোদের না থাকে টান।
৯ করি স্বর্গ আশা ঈশ্বরের প্রশংসা
অন্তকালে যেন পাই পরিত্রাণ।

৪৭

(যীশুর রাজ্য বৃদ্ধি ।)

১ যা তোমার অঙ্গীকার
তা কর হে ঈশ্বর।
এ জগৎ যেন শীঘ্র হয়
খ্রীষ্ট যীশুর অধিকার।

২ এ দেশে এত দিন
শয়তানের মেলা বাস।
সর্ব্ব প্রজারা ত্রাণহীন
পাপ ও শয়তানের দাস।

৩ ফিরাইও লোকের মন
ও দিও দিব্য জ্ঞান।
যে পাপের বড় ঘৃণা হয়
ও খ্রীষ্টে নিবেদন।

৪ এ কার্য্য করণে
প্রবৃত্ত হইও নাথ।
সাধুদের আশার যেন হয়
সম্পূর্ণ করণ পথ।

৪৮

(খ্রীষ্টের রাজ্যের বৃদ্ধি।)

নিজ রাজ্য বাড়াও হে কৃপাময়
এ জগৎ যেন প্রভুর শীঘ্র হয়।

১ খ্রীষ্টের রাজ্যের আগমনে প্রফুল্লিত পাপিগণে
সবে মিলি বলে যীশু মৃত্যুঞ্জয়।

২ যীশুর আগমন হয় দেব দেবী লোপ পায়
স্বর্গ মর্ত্ত্যের তুমি হও মহাশয়।

৩ যত পাপী অপরাধী তারা হইয়া সুপ্রবোধী
হরিষে বলয়ে প্রভু যীশুর জয়।

৪ গৌরবাদি যত স্তুতি হউক প্রভু তোমার প্রতি
সর্ব্ব স্থানে ব্যাপুন যীশু প্রেমময়।

৪৯

যীশু অন্য রাজা না রহুক এ ভুবনে
তোমার রাজ্য হউক প্রভু দিনে ২।
যীশু ছাড়ি স্বর্গ স্থান মর্ত্যলোকে আগমন তুমি বসেছ রাজ সিংহাসনে।

১ যীশু দেবগণের যে ছিল বিধি
তুমি সে সকল করি নাশ ধর্ম্ম করি প্রকাশ স্থাপন করিলে আপন নীতি
যীশু জগতের যত মত যাইয়ে একই পথ তুমি করেছ মানুষের কারণে।

২ তোমার দেবের মত নহে অত্যাচার
তোমার সকল সুমন্ত্রণা পাপকে কর ঘৃণা ধর্ম্মেতে কর হে বিচার
তোমার দেখিয়া সুশাসন সকল প্রজাগণ পাবে পরিত্রাণের
ভরসা মনে।

৩ যীশু কিবাশ্চর্য্য তোমার মহিমা
এ মঙ্গলসমাচার শীঘ্র হবে প্রচার পৃথিবীর যত দূর সীমা
পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ তোমার গুণগান গাবে বদনে।

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS; FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1835.

[BENGA'LI]

Miscellaneous Series.] [*No.* 27.

THE DESTROYER OF DARKNESS.

তিমিরনাশক।

নাস্তিক ব্যতিরেকে পরিত্রাণের আশাতে ধর্ম্ম যাজন না করে এমন কোন মনুষ্য পাওয়া যায় না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেকে যাহা ধর্ম্ম নয়, তাহাই অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ধর্ম্ম বলিয়া মানে; অতএব ইহাদের যে পরিত্রাণের আশা সেই অসার আশা। এ দেশীয় লোক সকল প্রায় এমত দুর্দশাগ্রস্ত আছে; কেননা ধর্ম্ম২ বলিয়া তাহাদের অনেক কথা আছে, এবং তাহারা একারণে অনেক ব্যয় করে ও অনেক শ্রম ও ব্যামোহ সহে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের কোন ফল হইতে পারে না? তোমরা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া শুন, তবে এ সকল বিষয়ে আমি কিছু কহিব।

প্রথমতঃ সকল মনুষ্য যে পাপী হইয়াছে ইহা তোমরা স্বীকার কর, তাহা নহিলে তোমরা পাপনাশ করিতে গঙ্গাস্নানাদি এত ক্রিয়া কর কেন? কিন্তু যেমন চোর ধরা পড়িলে অন্যের উপরে স্বীয় দোষ ফেলিতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ তোমরা পাপের দোষ ঈশ্বরের উপরে দিতে চাহ, আর বল যে ঈশ্বর আমাদের কুপ্রবৃত্তি

Oct. 1839.] [5,000 *Copies.*

জন্মাইয়া পাপ করান ; এমত কহা কি উচিত? সূর্য্য হইতে কি কোন মতে অন্ধকার হয়? ইহা যেমন অসাধ্য, তেমন যিনি শুদ্ধসত্ত্ব, তিনি যে পাপ করেন কিম্বা করান্ তাহাও অসাধ্য। কোন মুনিব আপনার চাকরদিগকে আপনারি বিপরীত কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিতে পারেন তোমরা কি এমন মনে কর, কিম্বা কোন ২ রাজা কি কোন মতে তাহার নিজ বিপরীত করিতে আপনার প্রজাদিগকে আজ্ঞা দিতে পারেন? তাহা কখনো সম্ভবে না; তদ্রূপ ঈশ্বরও আপনার বিপরীত করিতে, কিম্বা আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে ভার দিতে পারেন না। এবং মনুষ্য যাহা নির্ম্মাণ করে ও রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা কি সে আপনি নষ্ট করিয়া থাকে? তদ্রূপও ঈশ্বরের বিষয়। পাপের দ্বারাতে এ জগৎ নষ্ট হইতেছে, তবে যাহা ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও যাহা তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা কি তিনি নিজে পাপ করাইয়া নষ্ট করিবেন? কখন নয়; অতএব যাহারা এমন কথা কহিয়া ঈশ্বরকে দোষ দেয়, তাহারা বড় পাপ করে, কেননা ঈশ্বর নির্ম্মল ও পবিত্র; অতএব তিনি পাপের উৎপাদক হইতে অর্থাৎ পাপ করাইতে পারেন না। তবে মনুষ্য যে নিজে ও আপন দোষে পাপ করে, ইহার কোন সন্দেহ নাই।

আরও এতদ্দেশীয় লোক কহে, "আমরা কি করিব? কেননা আমরা যাহা করি তাহা আমাদের কপালে ছিল, অর্থাৎ ঈশ্বর পূর্ব্বে তাহা নিরূপণ করিয়াছিলেন, অতএব আমরা তাহা ছাড়া কিছুই করিতে

পারি না"। ভাল, এ কথা কহাতে তোমরা কি ঈশ্বরকে পাপের কর্ত্তা কর না? এবং তিনি যদি তাহা হন, তবে পাপ মনুষ্যের নয়, কিন্তু তাঁহার হয়, তবে ঈশ্বর কোন বিচারে পাপের দণ্ড করেন? দেখ আমি যদি আপনার চাকরকে কোন এক কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দি, এবং সে আমার আজ্ঞার মত করিলে পর যদি আমি সে কর্ম্মের নিমিত্তে তাহাকে দণ্ড দি, তবে সকল লোক আমাকে কি কহিবে? তাহারা অবশ্য আমাকে অন্যায় কহিবে। কিন্তু আমি পাপী হইয়াও যদি এমন কর্ম্ম করিলে দোষি হই, তবে ঈশ্বর যিনি যথার্থময়, তিনি যে এমত অন্যায় কর্ম্ম করেন, তাহা অসম্ভব। পিতা কি আপন বালকদের মন্দ করেন? তবে পিতা পরমেশ্বর কি মতে আপনার পুত্র কন্যাদের মন্দ করিতে পারেন? এমত অন্যায় এবং অজ্ঞানের কথা কহিলে তোমার পিতার ও ঈশ্বরের নিন্দা হয়। ঈশ্বর আমাদের কর্ত্তা বটেন, কিন্তু তিনি পাপের কর্ত্তা নহেন; তিনি আমাদিগকে সৃষ্ট করিয়া এ জগতে স্থান দিয়াছেন, কিন্তু কি পাপ করিবার জন্যে ও তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইবার নিমিত্তে এই রূপ করিয়াছেন? কদাচ নয়। তিনি মনুষ্যকে আপনার সেবার কারণ জন্ম দিলেন। তিনি তাহাকে হস্ত পদ চক্ষু জিহ্বা ও বল বুদ্ধি জ্ঞান দিয়াছেন, কিন্তু পাপ করিবার নিমিত্তে তিনি তাহা দেন নাই, বরং তাঁহার ইষ্ট ক্রিয়া করিবার কারণ তিনি দিয়াছেন; অতএব সে সকল পাইয়া যদি আমরা পাপের সেবা করি, তবে সে দোষ কাহার?

আমি যদি কোন চাকরকে একটি টাকা দিয়া আজ্ঞা করি যে তুমি বাজারে যাইয়া কিছু মণ্ডা ক্রয় করিয়া আন, কিন্তু সে লোক গিয়া যদি কোন মন্দ কর্ম্মেতে তাহা ব্যয় করে, তবে সে দোষ কি আমার হইবে? আমি তাহাকে ভাল টাকা দিয়াছিলাম ও ভাল আজ্ঞা দিয়াছিলাম, এবং সে যদি আমার আজ্ঞা মানিত, তবে আমার আনন্দ হইত; কিন্তু যখন আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমার ভাল বস্তু মন্দ কর্ম্মেতে ব্যয় করিয়াছে, তখন সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ করিয়াছে; অতএব তাহাতে আমার দোষ কি মতে হইতে পারে? তথাচ সে আমাহইতে শক্তি পাইয়াছিল। সেমত ঈশ্বরের বিষয়, যে হেতুক তিনি আমাদিগকে সকল দিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়; কিন্তু সে সকল তিনি দিলেন কেন, কি পাপ করিতে? তাহা কোন মতে হইতে পারে না, কিন্তু সে সকলেতে তাহার সেবা করণার্থে তিনি আমাদিগকে দিলেন; এবং তাহা যদি আমরা করিতাম, তবে তিনি সন্তুষ্ট হইতেন ও আমাদের এত দুঃখ হইত না। তবে কোন্ জ্ঞানে তোমরা কহ, ঈশ্বর পাপের কর্ত্তা হন? পুনশ্চ ঈশ্বর যদি পাপের কর্ত্তা হন, তবে পাপমোচনের কি প্রয়োজন আছে, এবং তোমরা তাহার কারণ এত যত্ন কেন কর? কেননা ঈশ্বর যাহা করান তাহাই করা ভাল, অতএব ঈশ্বর আমাদের কুপ্রবৃত্তি জন্মাইয়া পাপ করাণ এমন অবিবেচনার কথা কহিও না, কেননা ইহাতে তোমরা পাপ লঘু বিষয় জ্ঞান করিয়া অধিক পাপ করিতেছ।

পাপ যে অতিক্ষুদ্র বিষয় ইহা তোমরা মনে কর,

কিন্তু ইহাতে তোমাদের বড় ভ্রান্তি; কেননা পাপ ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন; এবং যাহারা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে তাহাদিগকে তিনি নিরপরাধী জ্ঞান করিবেন না। পাপের কারণ ঈশ্বর মনুষ্যের উপরে দিনেং কুপিত আছেন, এবং সে কারণে চারি হাজার বৎসর হইল তিনি আট জন ব্যতিরেকে সকল পৃথিবীস্থ লোককে জলপ্লাবনের দ্বারা নষ্ট করিলেন, এবং আর এক সময়ে তিনি আকাশ হইতে অগ্নিবৃষ্টি করিয়া দুই বড় সহর নষ্ট করিলেন, এবং সৃষ্টির অবধি মনুষ্যের যত দুঃখ ক্লেশ হয় তাহা সকলই পাপপ্রযুক্ত; তবে পাপ কি ক্ষুদ্র বিষয় বলা যায়? এমন মনে করিও না। আরও দেখ, এত পীড়া রোগ দুর্ব্বলতা দুঃখ শোক যুদ্ধ কলহ দ্বেষ অবিশ্বাস ও মরণ, এ সকল কেন হয়? ইহার মূল কেবল পাপ, এবং পাপ না হইলে এ তাবৎ হইত না। অতএব এই সকল দেখিয়া কি পাপ লঘু জ্ঞান করিতে পার? হে আমার বন্ধুরা, এমত করিও না, কেননা তাহা করিলে তোমাদের আপদ হইবে, ও ঈশ্বরের বিপরীত করিলে তিনি তোমাদের শত্রু হইবেন, এবং এমন পরাক্রান্ত শত্রুর বিপরীতে তোমরা কখন দাঁড়াইতে পারিবা না। অধিকন্তু তোমাদের গুরুঠাকুরদের মধ্যেও কেহং পাপের বিষয়ে কতক কথা লিখিয়াছেন, অর্থাৎ যে লোক অন্যের স্ত্রী লোকের কাছে গমন করে, সে ব্যক্তি পথের মধ্যে যতবার পা ক্ষেপণ করে তত গোবধ করে; তবে তোমাদের বিচারে পাপ কি ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়? অপর তোমাদের নিজ শাস্ত্রে কহে, যে এক মিথ্যা কথার কারণ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নরক

দর্শন করিতে হইল। অতএব তাহার সকল ধর্ম্ম যদি তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পারিল, তবে কি তোমরা সহস্র মিথ্যা কথা কহিয়া রক্ষা পাইবা? এ কেমন অজ্ঞানরূপ ভাবনা? এক মিথ্যা কথার ফল অনন্ত নরক ধর্ম্ম পুস্তকে ঈশ্বর কহিতেছেন, তবে পাপ কি ক্ষুদ্র বিষয় জ্ঞান করিবা? বরং ঈশ্বর তোমাদিগকে বিচার করিয়া উপযুক্ত ফল দিবেন ইহা নিশ্চয় মনে রাখিও: তাঁহার মুখাপেক্ষা নাই, তিনি যথার্থ বিচার করিবেন, ও যাহার যেমন কর্ম্ম তিনি তাহার সেইরূপ গতি দিবেন। যদি মনুষ্যদের মধ্যে কেহ মিথ্যা কহিয়া থাকে, কিম্বা মাৎসর্য্য কিম্বা অহঙ্কার কিরিয়া থাকে, কিম্বা পরের স্ত্রীর নিকটে কামভাবে গিয়া থাকে, কিম্বা আর কোন পাপ ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া থাকে, তবে সেমত ফল তাহাকে ঈশ্বর ভোগ করাইবেন; অপর বিবেচনা করিয়া দেখ, পাপ যে করে নাই এমন এক জন মনুয্য কখন ছিল না, কেননা ঈশ্বর যিনি মিথ্যা কহিতে পারেন না, তিনি স্বর্গহইতে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ধার্ম্মিক কেহ নয়, এক জনও নয়"। এমত যদি হয়, তবে মনুষ্যের দশা অতিবাদ ভয়ানক, যেহেতুক ঈশ্বরের হাত হইতে এড়াইয়া কেহ কখন পলাইতে পারিবে না, কেননা তিনি সকল স্থানেই আছেন। তবে তোমরা কি সাহসে পাপ কর? তোমরা ভয়প্রযুক্ত রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন কর না, তবে কি মতে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমানের আজ্ঞা লঙ্ঘন কর? তিনি কি দণ্ড দিতে পারেন না? তোমরা কি সামান্য ক্রিয়াতে তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম দেখ নাই?

তবে পাপ করিও না কেননা তিনি শেষে পাপিলোক সকলকে নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন।

তোমাদের মধ্যে আর এক প্রাণনাশক ভ্রম আছে, অর্থাৎ আমরা অল্পদিন নরকে থাকিয়া ও সমুচিত ফল পাইয়া পুনঃ পৃথিবীতে জন্ম লইয়া আসিব এমত মনে কর। কিন্তু এ সকল অসার আশা, কেননা যেমন আগড়া কখন ধান্য হইয়া গোলাতে যায় না ও ধান্য কখন আগড়া হইয়া সারের মধ্যে যায় না, সেমত যে জন পাপী হইয়া নরকে যায়, সে ব্যক্তি পুনরায় কখন উদ্ধার হইতে পারে না; এবং যে লোক এক বার স্বর্গে যায় সে কখন নরক গমন করে না। অতএব তোমাদের এ অতি অনুচিত ভাবনা।

আর এক প্রাণনাশক ভ্রম তোমাদের দেখিতেছি, অর্থাৎ তোমরা বল "এই কলিকাল, ইহাতে ধর্ম্ম হইতে পারে না, কেননা এই কাল পাপের অধিকার এবং ধর্ম্মের অধিকার নাই। যদি তাহা হয় তবে তোমরা কি কারণ ধর্ম্ম বলিয়া এত কর্ম্ম কর কেননা তোমাদের বিবেচনার মতে ধর্ম্ম হইতে পারে না? কিন্তু এ কাল যে গত কালের মত নহে, তাহার কি প্রমাণ আছে, কেননা সকল সৃষ্ট বস্তু যেমন তখন ছিল, তেমন এখনও আছে? আমের গাছে কাঁটাল হয় না, কাঁটাল গাছে আম হয় না, এবং এমতে আর বস্তু যেমন পূর্ব্বে ছিল সেমত এখনও আছে; আর এখানকার লোক যেমন পাপ করে, তেমন সে কালের লোকও পাপ করিত। ইহার প্রমাণ তোমাদের শাস্ত্রে আছে, কেননা দেব

দেবী মুনি প্রভৃতির পাপ প্রথমাবধি লিখিত আছে। তবে এ ওজর মিথ্যা, এবং এমন ওজর তোমাদের করা উচিত নহে, কেননা লোকদের যদি ইচ্ছা হইত, তবে পাপ ত্যাগ করিয়া ধার্ম্মিক হইতে পারিত; কিন্তু পাপ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা কাহারও নাই, অতএব তোমরা এত ওজর কর এবং অন্যের উপরে দোষ ফেলিতে ইচ্ছা কর, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে তাহা কখন দাঁড়াইবে না, কেননা পাপ তাঁহার ঘৃণিত কর্ম্ম, এবং যেখানে কিম্বা যাহার দ্বারা কিম্বা যে কোন মতে তাহা হয়, তাহার দণ্ড অবশ্য হইবে, ও পাপের বশীভূত হইলে কোন কেহ ঈশ্বরকে দেখিবে না। অতএব যত দিন তোমাদের পাপের মোচন ও প্রায়শ্চিত্ত না হয়, তত দিন তোমরা বড় আপদে আছ।

অপর পাপ নিস্তার অবস্তু করিতে না পারিয়া তোমরা আপনাদের মনের মত কতক উপায় করিয়াছ; কিন্তু সে সকল উপায়ের দ্বারা পাপ নাশ হয় কি না, এবং সে ঈশ্বরের নিরূপিত বটে কি না, তাহা তোমরা একবারও বিচার না করিয়া বল যে আমাদের পিতা-মাতা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাল এবং তাহাই আমরা করি। কিন্তু এ কি জ্ঞানের কথা কি অজ্ঞানের কথা? কেননা পিতৃ লোকেরা যদি ভুল করিলেন, তবে কি তাহা জানিয়া আমাদের ঐরূপ করা উচিত হয়? প্রথমে তোমরা মনে কর আমরা নিজে ধর্ম্ম করিয়া পাপ ক্ষয় করিব; কিন্তু যে জন পাপেতে অপবিত্র হইয়াছে, সে ব্যক্তি ধর্ম্ম করিতে পারে না এবং সে যাহা করে

তাহাই পাপ ও ঈশ্বরের অগ্রাহ্য হয়, তোমরা কি ইহা জান না? যেমন মন্দ গাছে ভাল ফল হইতে পারে না, তেমন পাপিহইতে ধর্ম্ম হইতে পারে না। অপর পাপ কাহাকে বলে? তাহা কোন বস্তু নহে, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন যাহা তাহাই পাপ; অতএব একি সময়ে একি জন আজ্ঞালঙ্ঘক ও আজ্ঞাপালক হইতে পারে না। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী তাহাকে সত্যবাদী কহিতে পারা যায় না, এবং যেব্যক্তি বিরুদ্ধকারী তাহাকে উপকারী কিমতে বলা যাইবে? অতএব যেমন আলো ও অন্ধকার বিরুদ্ধ এবং এক কালে হইতে পারে না, তেমন এক জনেতে পাপ ও ধর্ম্ম হইতে পারে না। এ সকল সহজ বিচার, তবে তোমরা পাপী হইয়া কিমতে ধর্ম্ম করিতে পার? অতএব এই বিষয়ে তোমাদের যে বিবেচনা, সে নিরর্থক ও মিথ্যা ফলতঃ তোমরা কিম্বা তোমাদের পিতৃলোক ধর্ম্ম বলিয়া যত করিয়াছে, সে সকল নিষ্ফল হইয়াছে, এবং এমতে কাহার পাপ কখন নাশ হয় নাই ও হইতে পারে না।

ওহে প্রিয় হিন্দু লোক, তোমরা আর এক অনুচিত কর্ম্ম করিতেছ, তাহা বলি। পাপ ক্ষয়ের নিমিত্তে অন্য লোকের কাছে যাইতেছ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও গুরু ও বৈরাগী এবং আরং লোকদের উপরে ভরসা করিতেছ, কিন্তু তাহারাও সামান্য মনুষ্যের মত তোমাদের কি এমত বিচার হয় না? কেননা অন্য লোকদের যে রূপ জন্ম হয় সেরূপ তাহাদেরও হয়, এবং অন্য লোকের যেমন রোগ পীড়া দুঃখ ও মরণ, তেমনও তাহাদের,

এবং সকল মন্দ কর্ম্মেতে তাহারা প্রায় প্রধান হয়; তবে যাহারা এমত ক্ষীণ ও অপরাধী, তাহারা তোমাদের কারণ কি করিতে পারে? যে ব্যক্তি নিজে দেনাদার সে অন্যের দেনা কিমতে পরিশোধ করিতে পারে? অতএব পাপ ক্ষয়ের আশয়েতে মনুষ্যমাত্রের উপর ভরসা করা কি অতি অনুচিত নহে?

আরও শুন, তোমরা পূর্ব্বোক্ত মতে পাপের মোচন না পাইয়া, দেবদের নিকটে যাইতেছ; কিন্তু দেবগণ তোমাদের শাস্ত্রের মতে সকলে অপরাধী ও কলঙ্কযুক্ত তাহাই প্রমাণ। ব্রহ্মা দেবদের প্রধান, কিন্তু শাস্ত্রে দেখিতেছি, তিনি আপনার কন্যা গমনে প্রবৃত্ত হইলেন, ও সাধু লোককে দুর্গতি ও অসৎ লোককে বৃদ্ধি দিলেন, আর ইতর লোকের মত মোহিত, অর্থাৎ কামী লোভী ছিলেন; অতএব তিনি আপনি ঐরূপ পাপী হইয়া অন্যের পাপ কি মতে মোচন করিতে পারেন? সেমতও বিষ্ণুর বিষয়ে নানা কুক্রিয়া শাস্ত্রে লেখা আছে; এই প্রযুক্ত তিনি ঈশ্বরের নিকটে দোষী আছেন, এবং এমত সকল দেবগণ দোষী। অতএব এক দোষী আর এক দোষির দোষ দূর করিতে পারে না, এবং এক চোর আর এক চোরকে নিস্তার করিতে পারে না, ও দেবগণ দোষী হইয়া তোমাদের উপকার করিতে পারে না; একারণ তাহাদের নিকটে যাওয়া অজ্ঞানতামাত্র।

পরে ইহাদের নিকটে উপকারনা পাইয়া, তোমরা অবতারদের নিকট যাইতেছ; কিন্তু তাহারাও তোমা-

দের উপায়কর্ত্তা নহেন, এবং তাহাদের কর্ম্মে ও বিবরণে বরং ঈশ্বর নিন্দিত হন ইহা জানিবা।

প্রথম মৎস্য অবতার। ঈশ্বর মাচ হইয়া মরা আহার করেন, জ্ঞানী যে লোক সে কি এমন বোধ করিতে পারে? ইহাতে কি তাঁহার নিন্দা হয় না? পরে কি করিতে এমত অবতার হইলেন? না প্রলয় সময়ে পৃথিবী জলের মধ্যে মগ্না হইলে বেদ শাস্ত্র লুপ্ত হইল, পরে বিষ্ণু তাহা রক্ষার জন্যে আপনি মৎস্যদেহ ধারণ করিয়া বেদ শাস্ত্র পাইলেন, এবং সেই প্রলয় জলে পরমানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। এ কি অদ্ভুত কর্ম্ম! যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা হইয়া ইচ্ছামাত্রে সমুদ্রকে শুষ্ক করিতে পারেন কিম্বা এক নিমিষের মধ্যে বেদ সকলকে রচনা করিতে পারেন, তিনি নিষ্প্রয়োজনে মৎস্য হইলেন। এমন কি জ্ঞানে সম্ভবে? এবং ইহাতে ঈশ্বরের পরাক্রম কি খাট জ্ঞান হয় না? অতএব এমতে ঈশ্বর নিন্দিত হন। কিন্তু যদি মৎস্য অবতারও সত্য হইত, তাহাতে তোমাদের ত্রাণের কোন উপায় নাই, সুতরাং এ অবতারে তোমাদের শ্রদ্ধা করা জ্ঞানের কর্ম্ম নহে।

দ্বিতীয় অবতার কচ্ছপ, তাহার কারণ কি? দেবতারা লোভী হইয়া সমুদ্রের রত্ন ও অমৃত পাইবার জন্যে তাহা মন্থন করিতে মন্দর পর্ব্বতকে আনিল, কিন্তু তাহা ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিষ্ণুকে স্তুতি করিল; তাহাতে তিনি কচ্ছপ হইয়া পৃষ্ঠের উপর সে পর্ব্বতকে ধারণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি পর্ব্বতকে অমনি আজ্ঞা করিয়া রাখিতে পারিলেন

না, আর দেবতাদের ইচ্ছা অমনি সফল করিতে পারি-লেন না! এমন অনুভব করাতে কি ঈশ্বরের অপমান করা হয় না? কেননা তাহাতে তোমরা তাঁহাকে সাম-র্থ্যেতে ক্ষীণ মানিতেছ। অতএব তোমাদের এমত ঈশ্ব-রকে জ্ঞান করা উচিত নহে, এবং এ অবতারেতে তোমাদের কি লাভ? তিনি তোমাদের উপকারের কারণ কিছু করেন নাই; অতএব তাহাতে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

তৃতীয় অবতার শূকর রূপী; তাহার কারণ এই, এক জন দুরন্ত বলবান অসুর ছিল, তাহার নাম হির-ণ্যাক্ষ, এ ব্যক্তি পাতালে প্রবেশ করিয়াছিল, অতএব সংসারকে নিরুদ্বিগ্ন করিতে বিষ্ণু শূকর হইয়া আপন দন্ত দিয়া পৃথিবীকে চিরিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন। ঈশ্বর কি স্বর্গে থাকিয়া পৃথিবীকে দ্বিভাগ করিতে পারেন না, ও এক জন অসুরকে নাশ করিতে পারেন না? তাহা যদি না করিতে পারেন, তবে ঈশ্বর কি রূপে সর্ব্বশক্তিমান হন? এবং তিনি যে এমন নীচ পশু হইয়া তাঁহাদের স্ত্রীদের সহিত ক্রীড়া করিলেন এমন কি হইতে পারে? এমন অসম্ভব কথা মনে করাও পাপ এবং ইহাতে ঈশ্বর অতিশয় নিন্দিত হইতেছেন। কিন্তু এ সকল যদিও সত্য হইত, তবে তাহাতে পাপ নাশের বিষয় কিছুই নাই, এবং মনুষ্যের পাপ যদি না গেল, তবে ত্রাণ হইবার মত কিছুই হয় নাই। অতএব এ অবতারেতেও কিছু গুণ দর্শে না, এবং তাহাতে ভরসা করা মিথ্যা।

চতুর্থ নৃসিংহ অবতার; এ অবতার অর্দ্ধভাগ পশু ও অর্দ্ধভাগ মনুষ্য। এই আশ্চর্য্য রূপ ধারণের কারণ এই: হিরণ্যাক্ষের বধ হইলে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু আপনার ভ্রাতৃহন্তা বিষ্ণুকে বধ করিবার নিমিত্তে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর গৃহে গমন করিলে, বিষ্ণু এমন অতিশয় বলবান দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি আপনাতে দেখিলেন না। সেই অবধি হিরণ্যকশিপু বৈষ্ণবগণের দ্বেষ এবং বিষ্ণুভক্ত লোকদিগের অত্যন্ত দুর্গতি করিতে লাগিলেন। ঐ হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণুর পরম ভক্ত। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিষ্ণুভক্ত জানিয়া সর্ব্বদা তাহার তাড়না করেন, এবং তাহার প্রাণ দণ্ড করিবার উপক্রম করিলেন। তাহাতে বিষ্ণু আপন ভক্তের বিপদ দেখিয়া নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া স্তম্ভের মধ্যস্থানহইতে প্রকাশ হইলেন। পরে নানা প্রকার যুদ্ধ করত, হিরণ্যকশিপুকে পরাভব করিয়া জানুদেশে রাখিয়া উদর বিদীর্ণ করিয়া নিপাত করিলেন, আর তাহার রক্তপান ও নাড়ী লইয়া গলাতে ধারণ করিলেন। এ অবতারেতে মনুষ্যের কি হিত হয়? কেননা সে কেবল এক জন বলবানকে বধ করিলেন এবং পাপ মোচনের কারণ কিছু করেন নাই; এই জন্যে যে ব্যক্তি তাহাকে ঈশ্বর অবতার বলিয়া ভরসা করে সে মূর্খ ও মহাভ্রান্ত।

পরে আর সকল অবতার এই কএক জনের মত, তাহারা কেহ২ বলবান ও কেহ২ রাজা ছিলেন, ইহাদের স্ত্রী পরিবার ও পুত্র কন্যা ছিল, ইহাদের কাম ক্রোধ লোভও ছিল, ইহাদের পীড়া দুঃখ ও মরণ

ছিল, এবং মৃত্যুঞ্জয়ী কেহ হইতে পারেন নাই। তবে তাহাদিগকে ঈশ্বর অবতার কিমতে বলা যায়, এবং ইহারা কিমতে মনুষ্যদের পাপমোচন করিতে পারে? তবে হে বন্ধুরা, তাহাদের উপর ভরসা করিলে তোমাদের কি ফল, ও এত কাল তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া বা কি পাইয়াছ? কাহারো মন কি শুদ্ধ হইয়াছে? কেহ কি পাপ ত্যাগ করিয়াছে? কিছুই হয় নাই। তবে অনর্থক এত দিন গিয়াছে, এবং এই রূপ করিয়া আর ততদিন যদি ব্যয় কর, তথাপিও কিছু হইবে না, কেননা তাহারা সকল বৃথা আশ্রয় মাত্র।

অপরঞ্চ ঐ ত্রাণ উপায় সকল ধরিলেও তোমাদের কর্ম্ম সিদ্ধ হয় নাই ইহা প্রকাশরূপে দেখা যাইতেছে। কেননা যদি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মেতে ফল হইত, তবে তোমাদের মন এমন অস্থির হইত না, এবং তোমরা গঙ্গার নিকটেও যাইতা না। ভাল, সে যাহা হউক, তোমরা জ্ঞান কর গঙ্গাতে স্নান করিলে পাপক্ষয় হয়, কেননা তিনি পতিতপাবনী; কিন্তু তাহার প্রমাণ কি? এত লোক যে নিত্য স্নান করে, তাহাদের মধ্যে কেহ কি কুকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে? মিথ্যাবাদী স্নান করিয়া কি সত্যবাদী হইয়াছে? লোচ্চা কি স্নান করিয়া ভাল মানুষ হইয়াছে? এই মতে সকল পাপযুক্ত লোক কি স্নান করিয়া পাপত্যাগ করিয়াছে? যদি তাহা দেখাইতে পার, তবে গঙ্গাতে ফল বটে; কিন্তু যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে গঙ্গা দ্বারা কিছুই উপকার হইল না। দেখ, সহস্র লোক দিনে ২ গঙ্গাস্নান করে, কিন্তু স্নানের পূর্ব্বে যেমন লোক ছিল তেমন

লোক স্নানের পরে ও থাকে, তবে তাহাতে যে ফল নাই ইহার প্রমাণের কিছু অভাব নাই। পুনশ্চ শাস্ত্রে লেখে, গঙ্গার এদিগ ওদিগ চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত পাপ থাকে না; কিন্তু যে সকল স্থান গঙ্গার তীরে আছে সে সকল স্থানে অন্য২ স্থানহইতে অধিক পাপ প্রকাশ হয় কেন? অতএব ইহাতে শাস্ত্র এবং গঙ্গা এই দুই মিথ্যা জ্ঞান হয়। আর যে দেবী গঙ্গা বলিয়া মান, তিনি কি মতে পাপ নাশ করিতে পারেন? কেননা তিনি নিজে অপরাধিনী, তিনি আপন স্বামিকে ছল করিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন, এবং আপনার আট জন বালকদিগকে নষ্ট করিয়াছিলেন, আর এক রাজার উপপত্নী ছিলেন, এবং এ সকল অপরাধ প্রযুক্ত তিনি আপনি নারায়ণের নিকটে নিবেদন করিলেন, আমার কি দশা হইবে, কেননা আমি পাপিনী? নারায়ণ আজ্ঞা করিলেন, যখন কোন ধার্ম্মিক তোমার উপর দিয়া গতি করিবেন, তখন তোমার মুক্তি হইবে। অতএব তিনি নিজে যদি এমত অপরাধিনী হন, তবে কেমন করিয়া অন্যের অপরাধ খণ্ডাইতে পারেন? এক ঋণী কি অন্য ঋণির জামিন হইতে পারে? কখনো না।

অপরঞ্চ তোমাদের কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না, এই তোমাদের আচরণের দ্বারাতে দেখা যাইতেছে; কেননা ক্ষুধিত লোক অন্ন পাইলে তৃপ্ত হয়, এবং তৃষিত লোক জল পাইলে তৃপ্ত হয়, কিন্তু তোমরা ধর্ম্ম বলিয়া অনেক কর্ম্ম করিয়াও তৃপ্ত হও না; ফলতঃ শাস্ত্রে বলে গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী তবে তোমরা তাহাতে নিবিষ্ট থাক না কেন?

তাহাতে নিবিষ্ট না থাকাতে তোমরা গঙ্গা নির্ম্মল মানি-তেছ ও প্রমাণ দিতেছ যে আমরা গঙ্গাতে শাস্ত্র মতে গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বাঞ্ছিত বস্তু পাইলাম না। পরে না পাওয়াতে তোমরা বল, শিবের নিকটে যাই; পরে তাহার নিকটে গিয়া ও না পাইয়া তোমরা বল, চল রামের নিকটে যাই; পরে সেখানে ফল না পাইয়া আর২ স্থানে তোমরা গিয়া থাক। এ মতে সকল সৃষ্টি ভ্রমণ করিয়াও কোন স্থানে তোমরা সার পাও না, এবং ক্লেশ ও শ্রমমাত্র সহিয়া কাহার পাপ নাশ হয় না ও হইতে পারে না; কেননা গঙ্গা ও সকল দেব দেবী ইহারা আপনারা অন্য২ লোকের মত মহাজনের অপেক্ষা করিতেছেন। আর কি বলিব? এ সকল অসার আশা এবং তাহাতে ভরসা রাখা অজ্ঞানতামাত্র।

অবশেষে তোমরা বল: যদি গঙ্গাতে মরি, তবে মুক্তি পাইব। তবে পূর্ব্বে যত কর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া করিয়াছ, তাহা অকারণ হইল। ভাল, তাহা যাহা হউক, তোমরা গঙ্গা পাইয়া মুক্তি পাইবা এই আনন্দের বিষয় বটে; কিন্তু তাহা হইলে তোমাদের গোষ্ঠী অশুচি হয় কেন? তাহারা চুল রাখে কেন? তাহাদের ভিক্ষা কেহ লয় না কেন? তাহাদের হাতের জল কেহ খায় না কেন? পরে শ্রাদ্ধের কি প্রয়োজন? তাহা যাহা হউক, ইহার পর গয়াতে পিণ্ড দিতে হয়; কেননা পূর্ব্ব পুরুষের সদ্গতি করিতে যাই বল, তবে কি তাহাদের সদ্গতি হয় নাই সহজই দেখা যাইতেছে পূর্ব্বে যত কর্ম্ম করিয়াছ, সে সকল অকারণ হইয়াছে এবং গঙ্গাতে মরিয়াও কিছুই

হইল না, সেই প্রযুক্ত পিণ্ড দিবার আবশ্যক হইল। এবং তাহাও শেষ নহে, কিন্তু আর২ কর্ম্ম আছে; অতএব অদ্য পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছ কিছুতেই কিছু হয় নাই, সকল ভ্রান্তিমাত্র এই প্রমাণ হইল।

হে আমার বন্ধুরা, পাপ মোচন অল্প কর্ম্ম নহে, এবং হিন্দু শাস্ত্রোক্ত পথ সকলেতে কখন তাহার মোচন হইতে পারে না। যদি হইত, তবে কি কুড়ি ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরে তোমাদের মন ও আচরণ ভাল হইত না? কবিরাজের ঔষধ কোন রোগের কারণ তোমরা কিছুকালমাত্র সেবন করিয়া থাক; যদি কতক দিনের পরে আরাম না হও, তবে আর এক জন কবিরাজকে তোমরা অন্বেষণ কর কি না? সে মত যদি যে২ কর্ম্ম করিয়াছ তাহাতে পাপ রোগ যায় নাই, তবে অন্য উপায় এবং অন্য পথ তোমাদের দেখা অতি উচিত, কেননা শরীরের মৃত্যু ক্ষুদ্র বিষয়, কিন্তু প্রাণের মৃত্যু বিষম বিষয়; ফলতঃ যে যেমন কর্ম্ম করিবে সে তেমন ফল পাইবে; যে ব্যক্তি যাহা রোপণ করে সে ব্যক্তি তাহারি ফল কাটিবে; অতএব পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে অবশ্য নরকে যাইতে হইবে। এখন ধীর মনে বিচার কর, যে সকল বিষয় উপরে লেখা গেল তাহাতে কোন প্রকারে পাপহইতে ত্রাণ পাওয়া যায় না, এবং পাপ হইতে ত্রাণ না হইলে জন্ম অসার্থক গেল ও অশেষ নরকে পড়িতে হইবে; কেননা ঈশ্বর যদি দুষ্টের দমন না করেন, তবে তাঁহার রাজধর্ম্ম থাকে না; অতএব এমত দুর্দশা হইলে কি করিবা? যেমন পাপ

তেমন প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয় চাহি। কিন্তু এমন প্রায়শ্চিত্ত করিবে কে? এবং কি দিয়া এ মহাপ্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে? তোমাদের গুরুরাও তোমাদিগকে কহিয়াছেন, সাধুর অন্বেষণ কর; তবে এ মহাজন, এ সাধু ব্যক্তি কে? শিষ্যের সন্তাপ যে হরণ করেন এমন কে আছে? মনের অন্ধকার দূর করিয়া যে মাণিক বসান কিম্বা জ্ঞান দেন এমন কে আছে? যে সকল দেবদেবী ও অবতার ইত্যাদির বিষয়ে তোমরা শুনিলা তাঁহারা কি এমত? না, কোন প্রকারে নহেন, তাঁহারা সাধু নহেন, তাঁহারা পাপ হরণকর্ত্তা নহেন। ফলতঃ তাহাদের শরণাগত হইয়া যে২ কর্ম্ম তোমরা করিয়াছ, তাহা অকারণ হইয়াছে, এবং এপর্য্যন্ত তোমাদের পাপ যায় নাই; অতএব মনোযোগ কর, আমি তোমাদিগকে সত্য শাস্ত্রানুসারে সত্য উপায় দেখাইব।

শুন, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আপনি উপায় করিয়াছেন, "কেননা মনুষ্যদের প্রতি তাঁহার এমন দয়া যে তিনি আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রদান করিলেন, তাহাতে যে কেহ তাঁহার উপর বিশ্বাস করে সে নষ্ট না হইয়া পরিত্রাণ পায়।" প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিবরণ দেখিলে জানিবা, যে তিনি সর্ব্ব মতে মনুষ্যের ত্রাণ করিবার উপযুক্ত; কেননা তাঁহাতে সত্য সাধুর গুণ আছে, ও মহাজনের গুণ আছে, ও সত্য গুরুর গুণও আছে, ও মনুষ্যের বদলে পাপ অনুযায়ি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। এবং তাঁহাতে বিশ্বাস করিলে দ্বিতীয় জন্ম হয়, অর্থাৎ স্বভাব অন্যমত হয়, মিথ্যাবাদী

সত্যবাদী হয়, এবং পাপে আনন্দ না থাকিয়া ধর্ম্মেতে আনন্দ হয়। অপর প্রভু যীশু মনের অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞান স্থাপন করেন, তিনি শিষ্যের সন্তাপ হরণ করেন, কিন্তু তাহাদের বিত্তাপহরণ করেন না, তিনি কোন লীলা খেলারূপ কর্ম্ম করিতে আইলেন না, কিন্তু সুশিক্ষা দিতে আইলেন। তিনি প্রাণ নাশ করিতে আইলেন না, কিন্তু মনুষ্যদের প্রাণ রক্ষা করিতে আইলেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে আর কিঞ্চিৎ কথা কহি, শুন। তিনি ঈশ্বরের পুত্র খ্যাত বটেন, তথাপি ঈশ্বরেতে ও তাঁহাতে কোন অংশে স্বাভাবিক ভেদ নাই, যে হেতুক ধর্ম্ম পুস্তকে লেখে এক সত্য পরমেশ্বর তিনি পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা এই তিন হইয়া তিনেতেই এক আছেন। পুত্র নামে যিনি খ্যাত, তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট; এবং অনাদি অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ব দয়াময় ইত্যাদি ঈশ্বরের যে২ গুণ, সকলই তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে; তিনি মনুষ্যের নিস্তারের জন্যে অবতীর্ণ হইয়া নিষ্পাপ শরীরে ৩৩ তেত্রিশ বৎসর পৃথিবীতে ছিলেন। ধর্ম্মের বিষয়েতে নানা উত্তম শিক্ষা ও উপদেশ দিলেন; আর আপন ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্যে নানা হিতকারি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন, অর্থাৎ এক কথা মাত্রেতে জন্মান্ধকে দেখিবার শক্তি, ও বোবাকে কহিবার শক্তি, ও কালাকে শুনিবার শক্তি দিলেন। পীড়িত লোককে সুস্থ করিলেন; অধিক কি কহিব? মৃত মনুষ্যকেও বাঁচাইলেন। কিন্তু তাঁহার সকল কর্ম্মের

সার এই, যে অতিশয় দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করিয়া মৃত্যু স্বীকার করাতে মনুষ্যদের বদলে পাপের শাস্তিভোগ করিলেন। অর্থাৎ মহাপ্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেক অখণ্ডনীয় যে মনুষ্যদের পাপ, তাহা খণ্ডাইবার জন্যে আপন প্রাণ ও শরীর বলিরূপে দিয়া মহাপ্রায়শ্চিত্ত করিলেন। সে প্রায়শ্চিত্তের এমন মহাগুণ, যে যে লোক তাঁহাতে বিশ্বাস করে তাহারা পরিত্রাণ পাইবে।

অপরঞ্চ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মরিলে পর তাঁহার দেহ কবরে দেওয়া গেল; কিন্তু তিনি তিন দিনের পরে সজীব হইলেন, এবং চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে থাকিয়া অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে গেলেন। এইক্ষণে তাবৎ সৃষ্টির উপর তাঁহার রাজত্ব আছে, এবং অতি দয়া পূর্ব্বক আপন আশ্রিত লোকদিগকে প্রতিপালন ও রক্ষা করত, তাহাদের যে বিষয় ঘটে, সে সকল মঙ্গলের জন্যে সিদ্ধ করেন। পরন্তু, অগ্নি প্রলয়কালে তিনি স্বর্গ হইতে আসিয়া তাবৎ মনুষ্যকে পুনর্ব্বার সজীব করিবেন, এবং যথার্থ বিচার করিয়া স্ব২ ক্রিয়ানুসারে তাহাদিগকে প্রতিফল দিবেন: অর্থাৎ যাহারা ইহলোকে তাঁহার আশ্রয় লইয়া ধর্ম্মাচরণ করে, তাহাদিগকে অসীম স্বর্গীয় সুখ দিবেন; আর যাহারা তাঁহাকে না মানিয়া পাপ কর্ম্মে রত হয়, তাহাদিগকে নরকানলে নিক্ষিপ্ত করিবেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দেবদেবীদের মত নহেন, তাহা এ অল্প কথাতে জানিতে পার; কেননা দেখ, দেবদেবী ঈশ্বর নয়, কিন্তু তিনি ঈশ্বর; দেবদেবী পাপেতে মগ্ন,

কিন্তু তিনি নিষ্পাপ; দেবদেবী তোমাদের পরিত্রাণের জন্যে কিছুই করেন নাই, কিন্তু তিনি পরম দয়া প্রকাশ করিয়া তোমাদিগকে নিস্তার করিবার কারণ প্রাণ দিয়াছেন। অতএব মিথ্যা আশ্রয় সকল ত্যাগ করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে ভজ।

হে প্রিয় লোকেরা, তোমরা ঈশ্বর ও ধর্ম্ম ও সুখ ও মোক্ষ হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছ; এবং যেমন দুষ্ট পুত্র পিতাকে ত্যাগ করিলে তাহার দুঃখ ও ক্লেশ হয়, তেমন ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া তোমরা আপনাদের ভ্রমে ও নানা দুঃখে ভ্রমণ করিতেছ। দেখ, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছ, এই নিমিত্তে তোমাদের জ্ঞান নাই, ধর্ম্ম নাই, সুখ নাই, এবং যদি ঈশ্বরের প্রতি না ফির, তবে তোমাদের স্বর্গভোগও হইবে না। আঃ আঃ! তোমরা তো বিলক্ষণ জান যে এই সংসার মিথ্যা ও অনিত্য; তবে বৃথা অসার সুখ কিম্বা ধনের নিমিত্তে তোমরা কি আপনাদের পরকাল নষ্ট করিবা? অল্প কালের মধ্যে যখন ঈশ্বরের বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে, তখন এ স্ত্রী, এ পুত্র কন্যা, এ ঘর দ্বার, ধন কড়ি, এ লম্বন কুন্দন, এ পাপের সুখ থাকিবে না; কিন্তু যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে পরমেশ্বর সে মত ফল দিবেন। সে দিনে ওজোর খাটিবে না, কিন্তু যে যেমন বুনিয়াছে সে তেমন ফল কাটিবে; অতএব তোমাদের কি হইবে কেননা সকলে পাপ করিয়াছ, ও নিস্তারের নিমিত্তে যেং উপায় ধরিয়াছ, সে সকলেতে কিছুই হয় না? কাহার পাপস্বভাব যায় নাই; তবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিকটে

আইস, তিনি তোমাদের ত্রাণকর্ত্তা হইবেন, কেননা তিনি তোমাদের পাপের দেনা পরিশোধ করিয়াছেন, এবং তিনি ডাকিয়া এই বলিতেছেন, " হে শ্রান্ত ও ভারগ্রস্তেরা, তোমরা আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব; এবং যে কেহ আমার নিকটে আসিবে, তাহাকে আমি কোন মতে দূর করিব না " তিনি তোমাদের গুরু হইবেন, কেননা তিনি মনের অন্ধকার দূর করিয়া আলো রূপ জ্ঞান দিবেন। তিনি তোমাদের কাণ্ডারি হইবেন; তিনি তোমাদিগের দ্বার ও পথ হইবেন; তিনি কুমতি দূর করিয়া তোমাদিগকে সুমতি দিবেন ও মিথ্যা দূর করিয়া সত্যতা দিবেন। তবে তাঁহাকে ধর; তিনি প্রভু বটেন, তিনি সত্য প্রভু বটেন, তিনি প্রেম ও দয়ার সাগর বটেন, তাঁহার মধ্যে কিছু অভাব নাই; অতএব এ কর্ম্মেতে বিলম্ব করিও না। কাল থাকিতে ঈশ্বরের সঙ্গে মেল কর, নতুবা তিনি সে কালে সংহারক অগ্নি হই- বেন। তখন জীবৎ ঈশ্বরের হাতে পড়া বড় ভয়ানক বিষয় তাহা নিশ্চয় জানিবা; অতএব ঈশ্বরের ভয়ঙ্করতা জানিয়া, আমরা মনুষ্যদিগকে চেতনা দিতেছি।

সমাপ্তঃ। ৪।

১ গীত।

(খ্রীষ্টে সাধন।)

কি রূপে এড়াব নরক যন্ত্রণা
যীশু হে তোমায় করি প্রার্থনা।

১ যীশু কর করুণা আমার নিশ্চয় প্রার্থনা আমি তজন জানি না।
আছে ভ্রান্তি দিয়া শান্তি দূর কর কুমন্ত্রণা।

২ আমি জন্ম জ্ঞান কানা পাপ করিয়াছি নানা কারো শুনি নাই মানা।
আমার মত অচেতন দুরাচার কেহ হবে না।

৩ আমার অধর্ম্ম পানা কভু গেল না মনে রহিল ভাবনা।
বিচার দিনে তরিব কিসে যীশু কর মোরে করুণা।

২ গীত।

(সংসারের অবস্তুতা।)

জগতে কিছু নাহি আর
ও ভাই কেবল যীশুর প্রেম সার।

যে কিছু দেখি সকল ফাঁকি চক্ষু মুদিলে অন্ধকার।

১ দারা বন্ধু পুত্র আদি আপন২ বন্ধ্যা কান্দি
মায়া জালে বদ্ধ আছি তেই সে বলি আমার২।

২ যে দেহেতে আত্মা রয় সেই দেহ ফেল্যা চল্যা যায়
দেখ কায়প্রাণে নাই সম্বন্ধ তবে হেথা আছে কে আর

৩ অট্টালিকা ধন কড়ি দারা পুত্র বাগান বাড়ী
সকল রবে হেথায় পড়ি কিছুই নহে সঙ্গে নিবার

৩ গীত।

(মরণ কালীন)

এ সংসার ছাড়িয়া যাইবার কালেতে
কেহ নাহি সঙ্গে আপনার বলিতে।

১ ভাই রে যখন মৃত্যুর ভার ঘটিবে অপার
সাধ্য নাহি কার ঠেলিতে
প্রতিবাসী যত তারা হবে ভাবিত
কিন্তু কেহ না পারিবে রাখিতে।

২ ভাই রে দারা সুতগণ আছে যত জন
করিবে ক্রন্দন শোকেতে
তারা দেখিবে নয়নে মলিন বদনে
ব্যক্তি লইয়া যাইবে বিষম কালেতে।

৩ ভাই রে তেঁই বলি শুন হও সচেতন
ধর যিশুর চরণ এক্ষণেতে
তবে ভব ভয়ে পার হইবে তোমার
প্রভু আপনি কাণ্ডারী ত্রাণ নৌকাতে।

৪ ভাই রে ঈশ্বরীয় কার্য্য অতি সে আশ্চর্য্য
নরে কি তা পারে বুঝিতে
বলে কাঙ্গাল দুরাচার প্রভুর মহিমা অপার
দেখ কায়া বান্ধা আছে মায়া দড়িতে।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS FOR THE CALCUTTA
TRACT AND CHRISTIAN BOOK SOCIETY.

1838.

THE WAY OF LIFE.

জীবনের পথ।

পরকালের বিষয়ে চর্চ্চা অনেকে করে বটে কিন্তু উচিত কর্ম্ম চিন্তা কে করে বরং জীবনের পথে আছি বা ভুল ভ্রান্তিতে আছি ইহা বিবেচনা না করিয়া এ সংসারের বিষয়ে মানরূপ মদে মত্ত হইয়া প্রায় সকলেই ঘুমাইয়া রহিয়াছে। অতএব বিনয়পূর্ব্বক কহি: সচেতন হও পরকাল নিস্তারের পথ চেষ্টা কর। নিস্তারের কারণ পরমেশ্বর যে পথ আশ্রয় করিতে তোমাকে বলিতেছেন, তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিয়া জানাই তেছি; আর ইহাও নিশ্চয় জান যদি সময় থাকিতে সে ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ না হয় তবে অসময়ে কিছু করিতে পারিবা না; কিন্তু বিষম সঙ্কটে পড়িয়া ত্রাহি২ করিবা ও মনেতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া হায়২ কেন সংসারে নিশ্চিন্ত থাকিয়া দিন কাটাইলাম এইমাত্র কহিয়া ক্রন্দন করিবা।

অতএব ভাই দেখ এ সময়েতে ঈশ্বর তোমার চেষ্টার বিষয়ে সকলি দিয়াছেন অর্থাৎ পরকাল চেষ্টা করণের অবকাশ এবং উপায় সকল তোমাকে দিয়াছেন। কিন্তু যদি তুমি তাহা তুচ্ছ করিয়া অবহেলায় জন্ম কাটাইয়া যাও সে কত দিনের

নিমিত্তে হইবে? বুঝি পঞ্চাশ কিম্বা ষাটি বৎসর পর্য্যন্ত। ইহার পর তোমার ইহকালের শেষ আছে, এবং যখন পরমেশ্বরের মহা আদালতে তোমাকে যাইতে হইবে তখন তোমার কি দশা হইবে?। সে সময়ে কেহই তোমার সঙ্গা হইবেই না, কেবল তুমি ও তোমার কৃত কার্য্য সকল এবং যখন যথার্থ বিচারকর্ত্তা পরমেশ্বর তোমাকে ক্রিয়ানুযায়ি ফল দিবেন তখন ঘোর নরকে পড়িয়া ক্রন্দন ও হাহাকার মাত্র করিয়া থাকিবা; কিন্তু ধার্ম্মিক লোকেরা মহাহৃষ্টচিত্তে আনন্দিত হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিবে। ইহাতে পরামর্শ দিয়া কহি আপন মনকে চেতনা করিয়া কিরূপে ভবসমুদ্র পার হইবা তাহাতে চেষ্টা কর অর্থাৎ নরকযন্ত্রণা এড়াইবার পথ অন্বেষণ কর এবং তাহা যদি প্রাপ্ত হইতে চাহ তবে আইস সে পথ জ্ঞাত হইবার জন্য ঈশ্বরের ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা শুন। য়োহন রচিত ১৪ পর্ব্ব ৬ পদ আমি পথ ও সত্যতা ও জীবন আমা দিয়া না গেলে কেহ ঈশ্বরের কাছে যাইতে পারে না।

এ প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের নিজ বাক্য তিনি আপন বিষয়ে তাহা কহিয়াছেন এবং তাঁহার এ উপদেশে তিন প্রকার ভাব আছে। যথা পথ সত্যতা এবং জীবন অতএব তিন পৃথক করিয়া ক্রমে অর্থ করা যাইলে কিন্তু ইহার মূল তাৎপর্য্য নিস্তারের বিষয়ক এবং ঈশ্বরহইতে নির্গত জগতের ত্রাণকর্ত্তার জ্ঞান বিষয়ক।

অতএব প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট কহিলেন আমি পথ অর্থাৎ উদ্ধারের এবং স্বর্গগমনের পথ স্বরূপ। এই ভাবে তিনি আর এক স্থানে আপনাকে স্বর্গের দ্বার জানাইলেন যথা। য়োহনরচিত ১০ পর্ব্ব ৯ পদ: আমি দ্বার, যে কেহ আমা দিয়া প্রবেশ করে সে ত্রাণ পাইবে। সম্প্রতি সে পথের বিষয়ে কিছু স্থূল কথা লিখিতেছি পরে তিনি যে সত্যতা ও জীবন সে কিরূপে হয় তাহাও

লিখিব। কিন্তু স্বর্গ কাহাকে কহে তাহার দুই এক প্রমাণ দেওয়া উচিত।

প্রথমতঃ ধর্ম্ম অধর্ম্ম ইহারা পরষ্পর সুপথ ও কুপথের মূল হয় এবং ইহারা পরষ্পর অধিকারান্তরও হয়, ধর্ম্মের অধিকার জীবন ও অধর্ম্মের অধিকার সর্ব্বনাশ; শাস্ত্রে তাহাকে স্বর্গ ও নরক করিয়া বলে। অতএব ইহকালে যে মনুষ্য যাহার সংসর্গ রাখে পরকালে সে তাহারই অধিকারে থাকিবেক, ধর্ম্ম পালন করণেতে স্বর্গ এবং অধর্ম্ম পালনেতে নরক ভোগ হইবে। কিন্তু ভাই ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা জ্ঞাত হওয়া উচিত; যেহেতুক ধর্ম্মহীনেরা কোনমতে ঈশ্বরকে জানিতে পাইবে না এবং ধর্ম্মবিষয়ক যে জ্ঞান সে এক প্রকার নয় কেহ একমত কহে কেহ বা অন্য মত কহে। কিন্তু তাহার বিষয় অধিকাংশ লোক কোন লৌকিক বা উত্তম কর্ম্ম অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম জপ ও দান ধ্যানাদি যে সকল ক্রিয়া তাহাতেই ধর্ম্ম হয়। অতএব নিবেদন করি যদি এ সকল ক্রিয়াতে ধর্ম্ম হয় তবে প্রায় সকলে ধার্ম্মিক হইত, কেননা অতি বড় দস্যু কিম্বা মাতাল দুষ্ট লোক যাহারা তাহারাও ঈশ্বরের নাম লইয়া থাকে এবং দান ধ্যানাদি ক্রিয়া সকলও করিয়া থাকে। ইহাতে সকলেরি স্বর্গ ভোগ হইত, কেহ নরকের শাস্তি পাইত না, কারণ স্ব২ ধর্ম্ম সকলেরি হয়। কিন্তু ভাই রে ভ্রান্ত হইও না কোন লৌকিক ক্রিয়া বা মৌখিক ভজনেতে ধর্ম্ম হয় না বরং ধর্ম্ম গুণপদার্থেতেই হয় এবং সেই গুণঘটিত যে কর্ম্ম তাহাই ধর্ম্ম ক্রিয়া-কহা যাইতে পারে, যেহেতুক তাহার উৎপত্তি ধর্ম্মহইতে হয়। কেননা শুদ্ধতা ও নির্ম্মলতা ও যাথার্থ্যতা এই সকলি ধর্ম্ম, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন কিছুতে ধর্ম্ম নাই। আরো দেখ ঈশ্বরের ধর্ম্ম বলিলে কি বুঝায়? তাহাতে কি তাঁহার কোন যজন

ক্রিয়া বুঝা যায়! তাহা নয় বরং তাঁহার শুদ্ধস্বভাব ও নির্ম্মল গুণাদি অবশ্য বোধ হয়। সে প্রকার যখন মনুষ্যেরও ধর্ম্ম কহা যায় তখন তাহার আন্তরিক সুস্বভাব ও ধর্ম্ম গুণ বুঝা যায় অতএব মনুষ্যের স্বভাব যদি ভাল ও তাহার অন্তঃকরণ যদি নির্ম্মল তবে তাহার সর্ব্ব ক্রিয়া শুদ্ধ হইবে আর এই প্রকৃত ধর্ম্ম ক্রিয়া বটে। কিন্তু এ প্রকার নিষ্পাপী কে আছে? কেহ নাই। যাহার অন্তঃকরণে একবারও কুচিন্তা উদিত হয় নাই জগতের মধ্যে এক জনও এমত নাই বরং সমস্ত লোক পাপী এবং সকলেরই পাপস্বভাব আছে ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ধাতু স্বশব্দে যেমন জানা যায় সেই মত মনুষ্যের ক্রিয়াতে তাহারও পাপস্বভাব জানা যায়। অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক দেখ এই প্রমাণানুসারে সকল মনুষ্য বিপথগামী হই য়াছে অর্থাৎ পরমেশ্বরের পথত্যাগ করিয়া নানাভুলে ভ্রান্ত হইয়া পাপের সেবা করিয়াছে। যেমন অন্ধ ব্যক্তি কোন সুদৃষ্টি মনুষ্যের সহায়তাব্যতিরেকে আপনি এক স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে পারে না তেমন ভ্রান্ত লোক কোন মতে নিজ গুণে ঈশ্বরকেই জানিতে পারে না। মনুষ্যেরা পারমার্থিক বিষয়েতে অন্ধ হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞানান্ধ এবং পারমার্থিক অন্ধতা নাশ করিতে কেবল পরমেশ্বরের ক্ষমতা আছে এবং মনের ভ্রম ঘুচাইয়া ধর্ম্মরূপ দীপ্তি প্রদান করা এই তাঁহার কর্ম্ম। অতএব হে ভাই তিনি তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন এবং যে কেহ তাঁহার নিয়মিত ব্যবস্থামতে তাঁহার উদ্দেশ অর্থাৎ তাঁহার অন্বেষণ করে সে জনের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তিনি ধর্ম্ম রূপ দীপ্তি উদয় করাইবেন এবং তাঁহার এই যে ব্যবস্থা ইহা ত্রাণের অথবা স্বর্গের পথস্বরূপ যে হেতুক এতৎপথানুগামিরা নরক স্থান এড়াইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। এই পথের বিষয় প্রভু

য়িশু খ্রীষ্ট কহিলেন আমি সেই পথ। এই পর্য্যন্ত পথ নির্ণয় করা গেল। কিন্তু প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট নিশ্চয় ত্রাণের পথ হন তদ্বিষয়ে কিছু বিস্তারিত করি এবং হে ভাই উপদেশের সূত্রে অতিমনোযোগ করত অবধান কর এবং তাহার অর্থের সূক্ষ্ম বিবেচনা কর নতুবা বুঝিতে কিছু ঘোর বোধ হইবে অতএব উদ্ধারের পথবিষযক যে কথা হইতেছে তাহা স্মরণে রাখ।

প্রথমতঃ ত্রাণকর্ত্তা ব্যক্তিই পথ এবং ত্রাণকর্ত্তার আশ্রিত হওয়া উদ্ধারের পথ, কিন্তু জগতের দুই ত্রাণকর্ত্তা নাই এক মাত্র আছেন। যাহারা নানা ধর্ম্ম ও নানা ত্রাণকর্ত্তা কহে তাহারা অতিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা কহে; কেননা পরমেশ্বর এক আছেন এবং তাঁহার গুণ বা স্বভাব এ সকলের প্রকারান্তর নাই। তিনি নিত্য অর্থাৎ সদাকাল একপ্রকার নির্ম্মল ভাবে থাকেন; অতএব যাহার মনের ভাব কোন কালে বিকার পায় না ও গুণাদিরও অন্যথা কখন হয় না তিনি যে পৃথিবীর মধ্যে এমত বিরোধ জনক ভিন্ন২ মত স্থাপন করিয়াছেন ইহা অতি অসম্ভব। ফলতঃ এমত হইতে পারে না, কেননা তিনি নির্ব্বিরোধকারী ও সকলের মঙ্গল চেষ্টাকারী হন; অতএব আর ভ্রান্ত হইও না, পরমেশ্বর আপন সেবার্থে এক মাত্র ধর্ম্ম ব্যবস্থা দিয়াছেন ও জীবের উদ্ধারের নিমিত্তে কেবল য়িশু খ্রীষ্ট এক মাত্র ত্রাণ কর্ত্তা হইয়াছেন। এবং য়িশু খ্রীষ্ট তিনিই জগতে ত্রাণকর্ত্তা বটেন তাহার প্রমাণার্থে কিছু লিখিতেছি।

যথা। মনুষ্যেরা ঈশ্বরের বিষয়ে ঘোরতর অজ্ঞান ও অসংখ্য পাপহেতুক অপরাধী এতদ্যুক্ত তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। অতএব এই যে দুই প্রতিবন্ধক ইহার প্রতিকারের বড় আবশ্যকতা আছে, কেননা ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান না পাইলে কোন কেহ তাঁহার ইষ্ট ক্রিয়া করিতে পারে না আর পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত

ব্যতিরেকে পাপ মোচন হয় না এবং ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারা যায় না। কিন্তু আপনিই সে দুই বিষয়ের প্রতিকার করিতে কোন ব্যক্তির এমত ক্ষমতা নাই। সে ত্রাণকর্ত্তা ব্যক্তির অধিকার এবং সে কেবল তাঁহাকেই অর্শে, অতএব প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট ত্রাণকর্ত্তারূপে অবতীর্ণ হইয়া এই দুই কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিলেন এবং জগৎকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান দিবার জন্য তিনি তিন বৎসর দিবারাত্রি অতিশ্রম পূর্ব্বক জলস্থল পর্ব্বতাদি সর্ব্বত্র বেড়াইয়া ধর্ম্ম শিক্ষা করাইলেন এবং অনেক প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা অর্থাৎ মৃতকে প্রাণ দান ও জন্মান্ধকে চক্ষুঃ প্রদান করত আপন ঈশ্বরীয় পরাক্রম দেখাইলেন, কিন্তু আর২ অনেক শিক্ষক জগতের মধ্যে যে প্রকার নানা লৌকিক উপদেশ করে তিনি সে প্রকার করিলেন না। তাঁহার উপদেশ সকল অতি আন্তরিক ও ষোলআনা পারমার্থিক এবং সাংসারিকমনা ব্যক্তির জ্ঞানের অগম্য কিন্তু পারমার্থিক ব্যক্তির অতি জ্ঞান জনক ও আত্মতোষক। আর যে সকল ব্যবস্থা কথা তিনি সকলকে উপদেশ করিলেন তাহা আপনি আচরণদ্বারা প্রতিপালন করিলেন। এরূপ অনেক প্রমাণদ্বারা তিনি আপনাকে ঈশ্বর হইতে নিযুক্ত জগতের ধর্ম্মপথদর্শক করিয়া জানাইলেন। এরূপে ঈশ্বরের এবং তাঁহার সকল ক্রিয়া লোকেরদিগকে বিশেষরূপে জ্ঞাত করাইয়া তিনি আপন গুরুত্ব পদ সাঙ্গ করিলেন। পরে পাতকির পাপ মোচনহেতুক যাজক পদে স্থাপিত হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্তও করিলেন। যেহেতুক মনুষ্য পাপ করিয়া আপন নিজ আত্মা ও শরীর মৃত্যু ও নরক যন্ত্রণায় উচিত ফলভোগ করিতে সমর্পিত করিয়াছিল অর্থাৎ নরকাধিকারী হইয়াছিল; কেননা ঈশ্বরের আজ্ঞা এই যে প্রাণী পাপ করে সে মৃত্যু ও নরক ভোগ করিবে। অতএব ত্রাণকর্ত্তা

ব্যক্তির উচিত হয় পরমেশ্বরের আজ্ঞা রক্ষাদ্বারা পাপিকে উদ্ধার করেন। প্রভু যিশু খ্রীষ্ট তিনি তাহাই করিলেন। কেননা তিনি পরমেশ্বরের সে শাপ আপন প্রাণে ভোগিলেন অর্থাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞালংঘনেতে মনুষ্যের যে দোষ জন্মিয়াছিল সেই দোষ হেতুক ঈশ্বর যে শাপ দিলেন সে শাপ আপনি পাপির দের প্রতিনিধিরূপে নিজ প্রাণে ধারণ করিয়া প্রায়শ্চিত্তরূপে মরিলেন এবং তৃতীয় দিবসে ঈশ্বরের পরাক্রমেতে মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠিলেন, তাহাতে প্রমাণ হইল ঈশ্বর যে জগ তের পাপ মোচনের কারণ তাঁহার সে প্রায়শ্চিত্ত গ্রাহ্য করি য়াছিলেন নতুব। তিনি তাঁহাকে পুনর্জীব করিয়া মৃত্যুহইতে উঠাইতেন না।

হইতে পারে কেহ২ এ সকল কথা অর্থাৎ যিশু খ্রীষ্টের মরণরূপ প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক কথা বড় ভাল মতে বুঝিতে না পারিয়া আপত্তি করিয়া বলিবে, যাহার পাপ তাহারই ভোগ; একের পাপেতে অন্যের কি বিষয় এবং যিশু খ্রীষ্টেতে আমার কি প্রয়োজন আপনার ভাল মন্দ আপনি ভোগিবে। তুমি এ কথা মনুষ্যেরদের বিষয়ে কহিতে পার বটে, কেননা সকলেই স্ব২ ক্রিয়ানুযায়ি ফল পাইবে এবং এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের পাপের দায় কোন মতে কাটাইতে পারেনা; কিন্তু পরমেশ্বরের বিষয়ে তুমি সে কথা কহিতে পার না, যেহেতুক তিনি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালন কর্ত্তা এবং তিনি তোমার সকল ক্রিয়ার বিচার বিশেষরূপে করিবেন। অতএব প্রভু যিশু খ্রীষ্টের বিষয়ে শাস্ত্রে যেমত উক্ত আছে তিনি ঈশ্বরাবতার বটেন তাহ৷ যদি সত্য হয় তবে অবশ্য তিনি তোমার এবং পৃথিবী নিবাসি সমস্ত লোকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সমর্থ হন। কিরূপে ঈশ্বরাবতার হন তাহা পরিচয়ার্থে যৎকিঞ্চিৎ

সংক্ষেপে লিখি পরে বিবেচনা করা যাইবেক। প্রথমে তুমি আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পার কি না তাহা বিবেচনা করা যাউক। দেখ কেহ আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজে করিতে পারে না, কেননা ঈশ্বর অতিশয় নির্ম্মল; অতএব তাঁহার গ্রাহ্য এবং তুষ্টিকর পাপের এমন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু দেখ পাপ সংযোগে তোমার যে অন্তঃকরণ সে অতি অশুদ্ধ হইয়াছে অতএব তাহাহইতে যে ক্রিয়াদি নির্গত হয় সে সকলই মলযুক্ত এবং তোমার অশুদ্ধ যে প্রায়শ্চিত্ত সে কোন মতে ঈশ্বরের স্থানে গ্রাহ্য হইবে না; আর ধর্ম্মগ্রন্থে লিখেন মনুষ্যের যে প্রাণ হারাণ গিয়াছে সে প্রাণের পরিবর্ত্তে কি বস্তু দেওয়া যাইবে তবে তুমি পাপ করিয়া আপন প্রাণকে হারাইয়া নরকে ডুবাইয়াছ আর খালাস পাইবার দিতে তোমার কি আছে। অতএব প্রত্যক্ষ দেখ তোমার নিজ ক্ষমতা কি আছে? কিছুই নাই, সকল মাত্র শূন্য। এখন বিবেচনা কর পরমেশ্বর যদি তোমার উদ্ধারার্থে নিজ কৃপা গুণে উপায় না করিতেন তবে তুমি কোন প্রকারে রক্ষা পাইতা না; বিশেষতঃ প্রায়শ্চিত্তব্যতিরেকে তোমার রক্ষার উপায় নাই, কেননা তাহা ব্যতিরেকে পাপমোচন হয় না এবং তাহা না হইলে তিনিও তোমার রক্ষা কদাচ করিবেন না; অতএব এমন প্রায়শ্চিত্ত ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কেহ করিতে পারে না। এইহেতুক মনে বিচার করিয়া দেখ প্রভু যিশু খ্রীষ্ট যিনি তিনি ঈশ্বরের আত্ম তেজ পরাক্রমানুসারে ঈশ্বরের পুত্র বটেন এবং শরীরানুসারে নারীর গর্ভজাত হইয়া মনুষ্যের পুত্র হন। যদি তিনি বস্তুত ঈশ্বর না হইতেন তবে তাঁহার দ্বারা এই মহৎ কার্য্য অর্থাৎ জগতের প্রায়শ্চিত্ত কোন মতে সিদ্ধ হইত না এবং কোন প্রাণির নিস্তারও হইত না। কেননা আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বরের নিজকৃত

প্রায়শ্চিত্ত পাওয়া যায় না বরং আর ২ শাস্ত্রে তদ্বিরুদ্ধে নিজ শক্তিতে পাপ নষ্ট করণের আজ্ঞা আছে। যথা পাপাত্মনাং নাধিকারঃ কথঞ্চিৎ পুণ্য কর্ম্মসু। ইতিহেতোঃ পাপনাশঃ করণীয়ঃ পুরানরৈঃ। ইহার অর্থ পাপাত্মলোকের কোন প্রকারে পুণ্য কর্ম্মেতে অধিকার নাই এইহেতুক পাপিলোকেরা অগ্রে পাপ নষ্ট করিবে। এরূপে স্ব স্ব পাপনাশহেতুক অনেক ২ অতি ক্ষুদ্র প্রায়শ্চিত্ত দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহা সকল সহস্র ২ বার করিলেও কর্ম্মকর্ত্তারদের মন কদাচিৎ নির্ম্মল হয় না। আরো কহি আপন পাপ আপনি নষ্ট করিতে মনুষ্যের সাধ্য নাই যেহেতুক অন্তঃকরণ পাপেতে পরিপূর্ণ আছে। যদি পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা পাপের নাশ চেষ্টা করে তবে সে বৃথা হইবেক। যেমন শুক্লবস্ত্রের দ্বারা কয়লাকে মার্জ্জন করিয়া সেই কয়লার বর্ণান্তর চেষ্টা করা বৃথা হয় তদ্রূপ আপন মনের মালিন্য ছাড়াইতে কেহ ক্ষেমতাপন্ন নহে। কিন্তু ইহার এক উপায় আছে যেমন ঐ কয়লা যাহাতে সৃষ্ট তাহাতে পুনঃ প্রবেশ না করিলে অর্থাৎ অগ্নিতে প্রবেশব্যতিরেকে তাহার কালবর্ণ ত্যাগ হয় না সেই প্রকার তুমি আপন সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের উপর তোমার ত্রাণের বিষয় ভরসা না রাখিলে এবং আপন ষোলোআনা অন্তঃকরণ তাঁহাকে না লইয়া দিলে তোমারও পাপস্বভাব ঘুচিয়া যাইবে না এবং উদ্ধারপ্রাপ্তিও হইবে না ইতি। প্রথম উপদেশ অর্থাৎ ত্রাণের পথ নির্ণয় সমাপ্ত।

সত্যতা ও জীবন।

প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট সত্যতা এবং জীবন কিরূপে হন তাহার তাৎপর্য্যার্থে কিছু কহি। প্রথমতঃ তিনি কিরূপে আপনাকে সত্যতা জানাইতেছেন তাহাই বিস্তারিত করিয়া লিখি পরে তাঁহার জীবনস্থ পদের বিষয় কিছু লিখিব।

অতএব স্থির হইয়া শুন কেননা এ অতিভারি বিষয়। ইহার সূক্ষ্মরূপে বিচার করা উচিত যেহেতুক মনুষ্যের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বর যে ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন সে ব্যবস্থার মূল সত্যতাই হন অর্থাৎ ত্রাণের কারণ বলা যায়; যেমন বিচারকর্ত্তার নিয়মানুসারে অপরাধি ব্যক্তি নিজদোষের দণ্ডভোগ করিলে পর সে মুক্ত হয় এবং সেই দণ্ডভোগ, সেও তাহার মুক্তির কারণ হয়, তদ্রূপ প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট কি প্রমাণে পাপিষ্ঠ মনুষ্যেরদের ত্রাণের কারণ তাহা সংক্ষেপে কহি শুন।

প্রথমতঃ ত্রাণশাস্ত্র নির্ণয় অর্থাৎ পাপমোচনার্থে পরমেশ্বর যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহারি নির্ণয়। দেখ এই পৃথিবীতে মনুষ্যেরা পরকাল নিস্তারের আশা করিয়া নানা ব্যবস্থাবলম্বন করিয়াছে কিন্তু সকল ব্যবস্থাতে অথবা সকল শাস্ত্রেতে এক ত্রাণকর্ত্তাব্যক্তিকে জানায় না: কেননা তাহারদের যাজন ইত্যাদি সকল ক্রিয়া পরস্পর বিভিন্ন। অতএব এক ঈশ্বরহইতে নানা প্রকার বিভিন্ন ব্যবস্থার উৎপত্তি হইতে পারে না। যাহারা এমত জ্ঞান করে তাহারদের সেই জ্ঞান নিতান্ত যুক্তির বিরুদ্ধ হয়; কেননা যত ভিন্নব্যবস্থা তত কর্ত্তা ব্যক্তিকে বুঝায় সেই হেতুক ঈশ্বরহইতে নির্গত যে পাপবিমোচনের ও পরকাল প্রাপণের সত্য ব্যবস্থা সে এক ছাড়া দুই নাই আর২ সকল ব্যবস্থা ব্যক্তিরদের আরোপিত মাত্র। অতএব লোকেরদের

উচিত এই যে অতি সাবধানপূর্ব্বক পরমেশ্বরের সত্য ব্যবস্থার অনুসন্ধান করুক এবং ঈশ্বর যে রূপ সত্যবাদী ও নির্ম্মল ও সর্ব্ব ধর্ম্মগুণে পরিপূর্ণ তাঁহার ব্যবস্থার ভাবও সে রূপ নির্ম্মল এবং ধর্ম্মগুণ ও সত্যতাতে পরিপূর্ণ হইবে এই প্রমাণে ঈশ্বরের প্রকৃত ব্যবস্থা জানা যায়। এই সকল প্রমাণের মূল বাইবেল অর্থাৎ ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যতিরেকে আর কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না, অতএব ইহার সংক্ষেপ বিবরণ করি শুন। তাহাতে প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট কি প্রকারে সত্যতা অর্থাৎ পাপ মোচন ও পরকাল প্রাপণের মূল হন তাহাই জ্ঞাত হইতে পারিবা। যদবধি সৃষ্টির মধ্যে পাপ উপস্থিত হইল তদবধি পাপশাসন ও ধর্ম্ম পালনহেতুক সৃষ্টিকর্ত্তার শাস্ত্রোপদেশ আবশ্যক হইল ইহা বাইবেল শাস্ত্রানুসারে জানা যায়। পরমেশ্বর যে সময়ে পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন সেই সময়ের কিঞ্চিৎ পর পৃথিবীর মধ্যে পাপ উপস্থিত হইল অর্থাৎ প্রায় সৃষ্টির আদিকালেতে নারী পুরুষ দুই জন ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনদ্বারা পাপ করিল এবং সেইঅবধি অনুমান দুই হাজার পাঁচ শত বৎসর হইল মুসা নামে ঈশ্বরের এক জন সত্য ভক্ত ভবিষ্যদ্বক্তার বাইবেল শাস্ত্রের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল এবং মুসার পরেও ঈশ্বর অন্য ভক্তের প্রতি আপন আজ্ঞাদি প্রকাশ করিলেন অতএব এই বাইবেলের মধ্যে পরমেশ্বর মনুষ্যের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ এবং পাপ ক্ষমার ইচ্ছা ইত্যাদি সকল প্রকাশ করিলেন। এবং পাতকি নরসকল আপনারদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে অক্ষম হয় এই জন্যে তিনি তাহা নিজে করিতে ও পাপির ত্রাণের সমস্ত ভার আপনি লইতে যে নিয়ম স্থির করিলেন তাহা সমস্ত বাইবেল শাস্ত্রের মধ্যে জানাইলেন। এবং আরও২ তাহার মধ্যে নানা লৌকিক ক্রিয়া ও যাজনের ব্যবস্থা

স্থাপন করিলেন ও সেই ব্যবস্থানুসারে যে সমস্ত যাজন প্রভৃতি লৌকিক ক্রিয়া অর্থাৎ দোষমার্জনহেতুক বিধানক্রমে নৈবেদ্য আহুতি বলিদান উৎসর্গ ইত্যাদি ক্রিয়ার নিয়ম করিলেন তৎ সকলের এই কারণ জানাইলেন ফলতঃ জগতের পাপমোচনার্থে ঈশ্বরের মহাবলিদান যে পর্য্যন্ত না হইবে সেই পর্য্যন্ত তাঁহার উদ্দেশে মহাবলিদানের প্রতি ভক্তি রাখিয়া তদ্দৃষ্টে এই সকল লৌকিক ব্যবহার ইহা করিবা। কেননা এই সকল বাস্তব নহে কিন্তু কেবল আগামি মহা প্রায়শ্চিত্তের চিহ্ন মাত্র। অতএব সেই প্রায়শ্চিত্ত কিছু অধিক ১৮০০ আঠার শত বৎসর সিদ্ধ হইয়াছে। যেহেতুক প্রভু যিশু খ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইয়া পাপির নিমিত্তে নিজ প্রাণ বলিদানরূপে উৎসর্গ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত উত্তমরূপে করিলেন ইহার পর আর কোন প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই; কেননা সকল ব্যবস্থা ও ধ্যান ও দর্শনের মূল যিনি তিনি নিজে প্রকাশ হইয়া সে সমস্ত পূর্ণ করিলেন। অতএব প্রভু যিশু খ্রীষ্ট এই ভাবে সত্যতা অর্থাৎ ধর্ম্ম কর্ম্মও শাস্ত্রের মূল হন তাঁহাতে ঈশ্বরের সকল ব্যবস্থা পূর্ণ হইয়াছে এবং তাঁহাব্যতিরেকে কোন জীবের পরকালের নিস্তার নাই। এইক্ষণে তাঁহার জীবনস্থ পদের সংক্ষেপ এই যত লোক সেই সত্যতাবলম্বী হয় অর্থাৎ তাঁহার আশ্রিত হয় তাহারা জীবন পাইবে অর্থাৎ আপনারদের পাপ ক্রিয়ার ফল নরক ভোগহইতে বাঁচিয়া প্রভু যিশুর পুণ্যের ফল পাইয়া জীবনাধিকারী হইবে ইতি।

সমাপ্ত।

CALCUTTA

PRINTED AT THE CHURCH MISSION PRESS, FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY

'BENGA'LI'.

Miscellaneous series.] [*No.* 29.

ANECDOTES MORAL AND RELIGIOUS.

সদাচার দীপকঃ,

অর্থাৎ

ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক ইতিহাসঃ।

সুবাক্য মধুর চাকের ন্যায়, অর্থাৎ মনের প্রতি মিষ্ট ও অস্থির বলদায়ক।

১

মরণ ভয় তুচ্ছকারির কথা।

ধার্ম্মিকের মনের সঙ্কল্প যথার্থ, কিন্তু দুষ্টের পরামর্শই ভ্রান্তি।

হঙ্গরী দেশের এক জন খ্রীষ্টীয়ান অধিপতি এক দিন অতিশয় উদ্বিগ্ন ও বিমর্ষ হইলে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি নিমিত্তে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন? তাহাতে রাজা বলিলেন, হে ভাই, পরমেশ্বরের নিকটে আমি বড় অপরাধী হইয়াছি, একারণ আমার মরণ, ও বিচার সময়ে ঈশ্বরের নিকটে সাক্ষাৎ করা, এই দুই বিষয়েতে বড় ত্রাস জন্মিয়াছে; ইহাতে তাহার ভ্রাতা পরিহাস করিয়া বলিল, এরূপ চিন্তা করা আপনকার বিহিত নয়, ইহাতে কেবল সুখ বিনষ্ট হয়। তাহাতে অধিপতি কিছু প্রত্যুত্তর না করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন

Nov. 1836.] [5,000 Copies

অপর সেই দেশের এই চলিত ব্যবহার ছিল, জল্লাদ যাহার দ্বারে দাঁড়াইয়া তূরী বাজায় সে ব্যক্তি দ্বারের বাহিরে আইসে, এবং জল্লাদ তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া গিয়া প্রাণ দণ্ড করে; এই নিমিত্তে সেই দিন দুই প্রহর রাত্রির সময়ে রাজা আপনি জল্লাদকে ডাকিয়া তাঁহার ভ্রাতার গৃহের দ্বারে তূরী বাজাইতে পাঠাইলেন, সে তূরীর শব্দ শুনিয়া এবং জল্লাদকে দেখিয়া মহাভীত হইল। অতএব ত্বরায় আসিয়া রাজার চরণধরিয়া এই রূপ মিনতি করিতে লাগিল, হে ভ্রাতঃ, আপনার নিকটে আমি কি অপরাধ করিয়াছি? তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন, হে ভাই, আমার কাছে তোমার কিছু দোষ নাই, কিন্তু আমার জল্লাদকে দেখিয়া যদ্যপি এরূপ ভীত হইয়াছ তবে ঈশ্বরের নিকটে বড় অপরাধী হইয়া তাঁহার বিচার স্থানে যাইতে কি উদ্বিগ্ন হইতে হয় না? অর্থাৎ অবশ্য হয়। হে পাঠকগণ, ভয়ানক বিচার সময়ে ঈশ্বরের নিকটে গিয়া আমাসকলের ক্রিয়ার বিষয়ের পরীক্ষা লওয়া যাইবে, অতএব সেই কালের বিষয় পুনঃ২ স্মরণে রাখা বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ম্ম জানিবা।

২

ধর্ম্ম পুস্তক মান্যকারি এক ক্ষুদ্র বালকের কথা।

ভয় ও দুঃখ আমাকে ধরিয়াছে, যে হেতুক অধর্ম্মিরা তোমার শাস্ত্র হেয়জ্ঞান করে।

কোন সময়ে এক ক্ষুদ্র বালক আপন মাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সাবান কিনিতে এক দোকানে গেলে

দোকানদারিণী সাবান তৌল করিয়া এক খান পুরাতন ধর্ম্মপুস্তকের পাত ছিঁড়িয়া তাহাতে মুড়িতে লাগিল; বালক ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিল, ওগো, তুমি কি ধর্ম্ম পুস্তক ছিঁড়িতেছ? তাহাতে স্ত্রীলোক বলিল, হাঁ ধর্ম্মপুস্তক বটে, ইহাতে ক্ষতি কি? বালক ঐ কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনর্ব্বার কহিল, ধর্ম্মপুস্তক ছিঁড়িয়া নষ্ট করা অতি অনুচিত; তাহাতে স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসিল, অনুচিত কেন? আমি দোকানের কার্য্যের জন্যে এই কাগজ কিনিয়াছি। তখন বালক কহিল, তবে তুমি বুঝি ধর্ম্মপুস্তক এইরূপ নষ্ট করিয়া থাক, কিন্তু সে যদি আমার হইত তবে আমি কদাচ তাহা নষ্ট করিতাম না। এই কথাতে স্ত্রীলোক বালককে উদ্বিগ্ন দেখিয়া উত্তর করিল, আমি যে মূল্যে এই পুস্তক কিনিয়াছি সেই মূল্য আমাকে দিলে তুমি ইহা লইতে পার; তাহাতে বালক কহিল, ভাল২ তবে আমি বাটী গিয়া মাতার নিকট হইতে পয়সা চাহিয়া আনি। এই কথা বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ ঘরে গিয়া তাহার মাতার কাছে পয়সা চাহিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, কি নিমিত্তে পয়সা চাহ? বালক বলিল, দোকানে আমি সাবান কিনিতে গিয়াছিলাম, সেই দোকানদারিণী এক খান ধর্ম্মপুস্তক ছিঁড়িয়া সাবান মুড়িতেছে দেখিয়া বলিলাম, ধর্ম্মপুস্তক ছিঁড়িয়া নষ্ট করা অতি অনুচিত কর্ম্ম; তাহাতে সে আমার কাছে তাহা বিক্রয় করিতে চাহিল, অতএব ধর্ম্মপুস্তক যেন নষ্ট না হয় এ নিমিত্তে পয়সা চাহি। এই কথা শুনিয়া তাহার মাতা

বলিল, হে প্রিয় সন্তান আমার কাছে পয়সা নাই, অতএব তোমাকে দিতে পারি না। তাহাতে বালক কাঁদিতে২ পুনর্ব্বার চাহিল, কিন্তু তাহার মাতা পয়সা না দেও-য়াতে বালক ক্রন্দন করিতে২ দোকানে ফিরিয়া গিয়া কহিল, ওগো, আমার মাতা বড় দরিদ্রা একারণ পয়সা দিতে পারিলেন না, তথাপি আমি বলি, তুমি ধর্ম্মপুস্তক কদাচ কোন রূপে নষ্ট করিও না, কেননা ধর্ম্মোপদেশকের নিকটে শুনিয়াছি যে তাহাতে পরমেশ্বরের কথা লেখা আছে। বালকের এই কথাতে দোকানদারিণী কহিল, তুমি কাঁদিও না, যদ্যপি ইহার সমান ওজনে অন্য কাগজ আনিয়া আমাকে দেও, তবে আমি তোমাকে এই বহি দিব। ইহাতে সে অতি আনন্দিত হইয়া কাগজ লইয়া আসি বলিয়া আপন মাতার নিকটে দৌড়িয়া গেল, এবং দোকানদারিণীর কথা বলিয়া কাগজ চাহিলে তাহার মাতা আপনার সকল অকর্ম্মণ্য কাগজ অন্বেষণ করিয়া তাহাকে দিল, কিন্তু সেই কাগজে অকুলান হইবে বুঝিয়া প্রতিবাসি লোকদের কাছে যাইয়া আরো অধিক চাহিল। শেষে যখন দেখিল তদুপযুক্ত পরিমাণে কাগজ হইয়াছে, তখন সে দোকানে গিয়া বলিল, ওগো, কাগজ আনিয়াছি। তাহাতে স্ত্রীলোক ওজন করিয়া দেখি বলিয়া ধর্ম্মপুস্তকের সহিত তাহা তৌল করিলে বালকের কাগজ তদপেক্ষা ভারি হওয়াতে বালক হাস্য বদনে চেঁচাইয়া বলিল, তবে এইক্ষণে ধর্ম্মপুস্তক আমারি হইয়াছে। পরে ঐ স্ত্রীলোকের অনুগ্রহ স্বীকার করিয়া ধর্ম্মপুস্তক লইয়া

মাতার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া অতি হৃষ্ট মনে পুনঃ২ বলিল, আমি ধর্ম্মপুস্তক পাইয়াছি।

৩

মিথ্যাকথনে ভীত এক ক্ষুদ্র বালকের কথা।

জ্ঞানি পুত্র পিতাকে আনন্দিত করে।

উত্তর আমেরিকা দেশের খ্যাত্যাপন্ন জর্জ ওয়াশিংটন সাহেব যখন ছয় বৎসর বয়স্ক ছিলেন, তখন কাহারো ঠাঁই এক ক্ষুদ্র কুড়ালি পাওয়াতে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যে কোন স্থানে যাইতেন, সেইখানে দ্রব্যাদি যাহা সম্মুখে পাইতেন, তাহাই তদ্দ্বারা ছেদন করিতেন। এইরূপ করিতে২ বাগানে গিয়া তাঁহার পিতার প্রিয় এক চেরি বৃক্ষকে সেই কুড়ালি দিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তৎপর দিন তাঁহার পিতা সেই বাগানে যাওয়াতে কাটা বৃক্ষ দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া মালিদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; মালিরা তাহার বিশেষ কারণ না জানাতে কিছুই উত্তর করিতে পারিল না। কিন্তু তিনি কহিলেন, যদ্যপি কেহ আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিত, তথাপি আমি তাহাকে এই বৃক্ষ নষ্ট করিতে দিতাম না। ইতিমধ্যে সেই বালক কুড়ালি হস্তে করিয়া বাগানে উপস্থিত হইলে তাহার পিতা বালককে দেখিবা মাত্র অনুমান করিলেন, এই বালক বৃক্ষ কাটিয়া নষ্ট করিয়াছে,

ভান্নিমিত্তে তিনি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সুন্দর ছোট চেরি গাছটি কে কাটিয়াছে, তাহা তুমি জান? তাহাতে বালক কিছু ক্ষণ পর্য্যন্ত নীরব হইয়া শেষে ঔদার্য্য রূপে বলিতে লাগিল, হে পিতঃ, আমি মিথ্যা কথা কহিতে পারি না ইহা আপনি জ্ঞাত আছেন, আমি এই কুড়ালি দিয়া গাছ কাটিয়াছি বটে। এই কথার জন্যে তাহার পিতা আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র, কোলে আইস২, তুমি আমার গাছ কাটিয়া নষ্ট করিয়াছ ইহাতেও আমি বিরক্ত হইলাম না, কেননা তোমার সত্য বাক্যতে এ বৃক্ষের মূল্যাপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক মূল্য আমার লাভ হইল, যেহেতুক রূপার মুকুল ও সোণার ফল বিশিষ্ট হাজার বৃক্ষ হইতেও সত্য কথা অধিক মূল্য জ্ঞান করি।

৪

এক সরলা স্ত্রীলোকের কথা।

সরলেরদের সারল্য তাহাদিগকে রক্ষা করে।

রুষিয়া দেশে সেণ্ট পিতসবর্গ নামক সহর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে এক ক্ষুদ্র নগরে এক দরিদ্রা জর্ম্মানি স্ত্রীলোক বাস করিত, তাহার এক ক্ষুদ্র সরাই ঘর ব্যতিরেকে অন্য সম্পত্তি কিছুই ছিল না। কিন্তু পিতর্সবর্গ নগরে যে২ জাহাজ আসিত, সেই সকল জাহাজের

কোন ২ কর্ত্তারা কখন ২ কিছু দিনের নিমিত্তে সেই সরাই ঘরে বাস করিত, তাহাতে যে উপস্বত্ব লাভ হইত তদ্দারা সেই স্ত্রীলোক প্রতিপালিত হইত। এক রাত্রিতে কতক গুলি ওলন্দাজ নাবিকেরা সেই সরাইতে ভোজন করিয়া বিস্মৃতি ক্রমে মোহর করা এক তোড়া টাকা মেজের নীচে ফেলিয়া গেলে পর, সে স্ত্রী তাহা দেখিয়া টাকার স্বামী আইলে পুনর্ব্বার তাহাকে দিবে, এই অভিপ্রায়ে তাহা আপন সিন্দুকে সাবধান পূর্ব্বক তুলিয়া রাখিল। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত কেহই তাহার অনুসন্ধান করিতে আইল না। ইতিমধ্যে স্ত্রীলোকের দরিদ্রতা জন্য অনেক বার টাকার প্রয়োজন হইয়াছিল, তথাপি তাহার সরল স্বভাব প্রযুক্ত সে তাহার একটি মুদ্রাও খরচ করে নাই। এই রূপে সাত বৎসর গত হইলে পর এক রাত্রিতে তিন জন ইংরাজ ও এক জন ওলন্দাজ নাবিক ভোজনার্থে সেই গৃহে আসিয়া অনেক ২ বিষয়ের কথোপকথনানন্তর, এক জন ইংরাজ ঐ ওলন্দাজকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পূর্ব্বে কখন এই নগরে আসিয়াছিলা? সে উত্তর করিল, হাঁ, আসিয়াছিলাম বটে, এবং সে আগমনের বিষয় আমি কখনও বিস্মৃত হইব না, কেননা তৎকালে আমি এই স্থানে সাতশত টাকা হারাইয়া গিয়াছিলাম। তাহাতে ইংরাজ জিজ্ঞাসিল, তাহা কিরূপে হইয়াছিল? সে বলিল, এই পাড়ার মধ্যে কোন এক ক্ষুদ্র সরাই ঘরে আমি এক তোড়া টাকা বিস্মৃতি ক্রমে ফেলিয়া গিয়াছিলাম। তাহাদের এইরূপ

কথাবার্ত্তা হইতেং সেই ঘরের কর্ত্রী কামরার এক পার্শ্বে বসিয়া ঐ সকল কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সেই তোড়ার উপরে কি মোহর করা ছিল? তাহাতে নাবিক উত্তর করিল, হাঁ, আমার সঙ্গের ঘড়ীর এই মোহর দিয়া তাহার উপরে মোহর করা ছিল বটে। এই কথা বলিয়া ঘড়ীর মোহর তাহাকে দেখাইলে স্ত্রীলোক সেই তাহারই মোহর নিশ্চয় জানিয়া বলিতে লাগিল, ঐ মোহরের ছাপ দেওয়া যে তোড়া তুমি হারাইয়াছ, তাহা পুনর্ব্বার পাইতে পারিবা। তাহাতে সে ব্যক্তি বলিল, না, না, আমি এমত কাঁচা মানুষ নহি, যে সেই টাকা পুনর্ব্বার পাইবার প্রত্যাশা করি। কেননা সাত বৎসর হইল তাহা হারাইয়াছি, এবং মনুষ্যদের মধ্যে এমন সারল্যও নাই যে আমি তাহা পুনর্ব্বার পাইতে পারিব, অতএব এ কথা আরবার বলিও না, তাহা শুনিলে কেবল মনোদুঃখী হই। ইতিমধ্যে ঐ স্ত্রীলোক গোপনে অন্য কুঠরীতে গিয়া টাকার তোড়া লইয়া আসিয়া বলিল, দেখ মহাশয়, তুমি এই জগতে সারল্য অতি দুর্লভ জ্ঞান করিয়াছ, কিন্তু তাহা নয়; ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ তোড়া মেজের উপর রাখিয়া দিল।

৫

চুরি করিতে ভীত এক ক্ষুদ্র বালকের কথা।

অধম ও উত্তমদিগকে দর্শন করত পরমেশ্বরের চক্ষু সর্ব্বত্র আছে।

এক দিন একটি দরিদ্র বালক কোন এক ভাগ্যবতী স্ত্রীলোকের গৃহেতে কর্ম্ম করিতে গিয়াছিল। পরে সুন্দর২ ও বহুমূল্য জিনীস পত্র থাকে এমত একটা কুঠরিতে কর্ম্ম করিতে২ ঐ সকল আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি দেখিবার মানসে দাঁড়াইল, এমন সময়ে হীরকাদিতে বিভূষিত এক স্বর্ণ ঘড়ী তুলিয়া লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এই মত একটা ঘড়ী যেন আমার হয় এমত বাঞ্ছা হঠাৎ তাহার মনে উপস্থিত হইল। ক্ষণেক কাল পরে সে আপনাআপনি বলিতে লাগিল, কিন্তু যদি আমি ইহা লই তবে চোর হইব। পরে সেই ঘড়ী লইবার বড় বাঞ্ছা হওয়াতে আরো বলিল, এই ক্ষণে আমাকে কেহ দেখিতেছে না, অতএব অনায়াসে লইতে পারিব; কিন্তু তখন তাহার মনে এই স্মরণ হইল, পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তিনি অবশ্য আমাকে দেখিতেছেন; যদ্যপিস্যাৎ ইহা চুরি করি তবে কেমন করিয়া পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে পারিব? এবং মরণ কালেই বা কিরূপে সান্ত্বনা পাইব? অতএব আমি ইহা কদাচ লইব না, যে হেতুক দুষ্ট ধনী হওয়া অপেক্ষা শিষ্ট দরিদ্র হওয়া ভাল। ইহা বলিয়া সে পুনর্ব্বার ঐ ঘড়ী মেজের উপর রাখিয়া কর্ম্ম করিতে লাগিল। এই

অবকাশে তাহার নিকটস্থ এক কামরার মধ্যে ঐ ভাগ্যবতী স্ত্রী থাকিয়া এই সকল কথা শুনিয়াছিল, অতএব তৎপর দিনে সে তাহাকে ডাকাইয়া বলিতে লাগিল, তুমি সেই ঘড়ী কল্য কেন লও নাই? ইহাতে বালক চমৎকৃত হইয়া ঐ স্ত্রীর চরণে পড়িয়া নিরুত্তর হইয়া থাকিল। পরে স্ত্রীলোক তাহাকে বলিল, পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে চৌর্য্য দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি ধন্য হউন, ইহার পর লোভের বিষয়ে সাবধান হইও। কিন্তু তোমার সারল্যেতে আমি অতি সন্তুষ্ট হইয়া অদ্য অবধি তোমাকে আমার একজন দাস করিয়া রাখিলাম, আর অন্ন বস্ত্র ও যাহাতে দোষ হইতে রক্ষা পাও এমত শিক্ষাও তোমাকে দিব। এই কথা শুনিলে বালক অতিশয় আনন্দিত হইয়া কিছু উত্তর করিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিল। পরে সে স্ত্রী আপন অঙ্গীকারানুসারে তাহার প্রতি করাতে সেই বালক অতি গুণবান্ ও সৎলোক হইয়া উঠিল।

৬

পরের প্রাণ রক্ষার্থে প্রাণপণে চেষ্টাকারি একজন নাবিকের কথা।

ভ্রাতৃগণের নিমিত্তে আমাদের প্রাণপণ করা উচিত।

১৭৭৭ শকে ফ্রান্স দেশের রোচেল নামক নগর হইতে আট জন নাবিক ও দুই জন চড়নদার লবণ পূর্ণ এক

জাহাজ লইয়া রাত্রিযোগে ডিয়েপ নগরে আসিতেছিল। সে সময়ে বায়ু এমত প্রবল ও সমুদ্রের ঢেউ এমত ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, যে পথপ্রজ্ঞ এক ব্যক্তি ঘাটে জাহাজ আনিবার নিমিত্তে চারি বার তাহার নিকটে যাইতে চেষ্টা করিলেও যাইতে পারিল না। পরে বুসার্ড নামক আর এক জন সাহসী পথপ্রজ্ঞ ব্যক্তি দেখিলেন, যে জাহাজের অধ্যক্ষ সেই ঘাটে আ-সিতে পথ ভুলিয়াছে, তন্নিমিত্তে তিনি তূরির শব্দেতে ও ইশারা দ্বারা তাহাকে পথ জানাইতে অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ঘোর অন্ধকার ও প্রবল বায়ু প্রযুক্ত জাহাজের অধ্যক্ষ তাহা দেখিতে ও শুনিতে পাইল না। ইতিমধ্যে সেই জাহাজ ঘাটে না আসিয়া তীর হইতে এক রশী দূরে এক প্রস্তরময় স্থানে ঠেকিয়া হেলিয়া পড়িল, তাহাতে নাবিকেরা অতিশয় ভীত হইয়া চেঁচাইতে লাগিল। বুসার্ড সাহেব নাবিকেরদের বিপদ দেখিয়া ও চীতকার শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন, এই জন্যে আপন স্ত্রী ও পরিবারের ও অন্য লোকের বাধা না মানিয়া প্রাণপণে নাবিকদিগকে রক্ষা করণার্থে চেষ্টা করিলেন। ফলতঃ, কোমরে এক গাছ রশীবান্ধিয়া এবং তাহার অগ্রভাগ তীরেতে বান্ধিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সন্তরণ পূর্ব্বক জাহাজের দিকে যাইতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি প্রায় জাহাজের নিকটে পৌঁছেন এমত কালে হঠাৎ এক প্রবল ঢেউ আসিয়া তাহাকে একেবারে তীরেতে নিঃক্ষেপ করিল। এই প্রকারে তিনি অনেকবার জাহাজের

নিকট পৌছেন এবং তৎক্ষণাৎ তরঙ্গ দ্বারা স্থলেতে নিঃক্ষিপ্ত হয়েন। ইতিমধ্যে একবার জাহাজের নিকট যাইতে২ এক ঢেউ আসিয়া তাহাকে জাহাজের নীচে ডূবাইয়া দিলে তীরস্থ লোকেরা এই অনুমান করিল, এবার তাহার প্রাণ নাশ হইয়াছে, কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যে তিনি একজন জলমগ্ন নাবিকের সহিত ভাষিয়া উঠিয়া তাহাকে তীরে আনিলেন। শেষে তাহার জাহাজারোহণের চেষ্টা সফল হইলে তিনি যে রসী সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আপনি এবং সকল নাবিকেরা নিরাপদে ক্রমে২ তীরে আইল। পরে জাহাজের সকল লোক রক্ষা পাইয়াছে বুঝিয়া তিনি তীর হইতে কিঞ্চিৎ দূরস্থ এক ঘরে বিশ্রামার্থে যাইয়া অনেক আঘাত প্রযুক্ত অতি দুর্ব্বল হইয়া সেখানে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। কিন্তু আত্মীয়বর্গ ঔষধাদি দ্বারা শুশ্রূষা করাতে তিনি শীঘ্র উপশম পাইয়া পুনর্ব্বার সচেতন হইয়া উঠিলে পর সেখানকার কোন ব্যক্তি বলিল, বুঝি জাহাজের উপরে এখনও কেহ২ আছে, কারণ তাহাদের চীৎকার শুনা যাইতেছে। এই কথা শুনিবামাত্র ঐ দয়ালু সাহেব আপন শুশ্রূষাকারিরদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার দৌড়িয়া গিয়া সমুদ্রে লম্ফ দিয়া সন্তরণ পূর্ব্বক জাহাজের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। পরে ঈশ্বরের অনুগ্রহে জাহাজের উপর উঠিলে একজন চড়নদারকে পাইয়া পূর্ব্বোক্ত উপায় দ্বারা দুই জনেই নিরাপদে তীরে পৌছিল। পরে সেই নগরের কর্ত্তা এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া

তদ্বিষয়ে বাদসাহের প্রধান মন্ত্রির নিকটে পত্র পাঠাইলে সেই মন্ত্রী বাদসাহের আজ্ঞানুসারে স্বহস্ত লিখিত এক প্রশংসাপত্র বুসার্ড সাহেবের নিকট পাঠাইলেন সেই পত্র এই।

হে সাহসিক মনুষ্য আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখে, তুমি যে দুঃসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়াছ, তদ্বিষয় আমি পরম্পরা জ্ঞাত হইয়া কল্য শ্রীযুক্ত বাদশাহকে জানাইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া অতি প্রশংসা পূর্ব্বক তোমাকে ১০৬০ টাকা পুরস্কার ও ৩০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিতে আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন। হে সাহসিক মনুষ্য, তুমি পরের উপকারার্থে সর্ব্বদা এই রূপ কর্ম্ম করিও; এবং সাহসিক লোকের পুরস্কারকারি আমাদের বাদসাহের মঙ্গলার্থে ঈশ্বরের নিকটে নিত্য২ প্রার্থনা করিও। ইতি।

৭

এক জন ক্ষমাশীল ক্রীত দাসের কথা।

কুক্রিয়া দ্বারা পরাজিত না হইয়া উত্তম ক্রিয়াদ্বারা কুক্রিয়াকে পরাজয় কর।

আফ্রিকা দেশহইতে একজন ক্রীতদাস ওএষ্টইণ্ডিয়া নামক দ্বীপসমূহের মধ্যে এক উপদ্বীপে আনীত হইয়াছিল। সে ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা পাওয়াতে বড় সদাচারী হইয়া তাহার মনিবের প্রিয় পাত্র হইল। কালক্রমে তাহার মনিব তাহাকে আপন তালুকের মধ্যে

কোন প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। কোন সময়ে তাহার মনিবের আর বিশ জন দাস কিনিবার প্রয়োজন হইলে ঐ দাসের উপর ভার দিয়া বলিলেন, শক্তিমান লোক বাচিয়া ক্রয় করিতে হইবে। তৎপরে সেই ভৃত্য ও মনিব উভয়েই মনুষ্য বিক্রয়ের হাটে গিয়া প্রয়োজনানুসারে দাস যোগ্য মনুষ্যদিগকে মনোনীত করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ঐ পুরাতন দাস হউস্থ বিক্রেয় মনুষ্যদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ অথচ দুর্ব্বল মনুষ্যকে মনোনীত করিয়া মনিবকে কহিল, হে মহাশয়, এই ব্যক্তিকে কিনিতে হইবে; তাহাতে তাহার মনিব চমৎকৃত হইয়া অস্বীকৃত হইলে সেই দাস আপন বাসনা পূর্ণা করিবার জন্যে মনিবের নিকটে অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। ইহাতে ঐ বৃদ্ধ মানুষের বিক্রয়কারি প্রভু বলিল, যদ্যপি তোমরা বিশ জন মানুষ ক্রয় করহ তবে এই বৃদ্ধকে ব্যাজ দিব। পরে তাহারা ঐ রূপে মনুষ্য সকলকে কিনিয়া লইয়া যাইতে২ ঐ পুরাতন দাস অন্য২ সকল নূতন দাসাপেক্ষা সেই বৃদ্ধ দাসের প্রতি অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করিতে লাগিল; অর্থাৎ তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া আপনার শয্যাতে শয়ন ও আপনার খাদ্য সামগ্রী ভোজন ও পানীয় দ্রব্য পান করাইতে লাগিল, এবং শীতার্ত্ত হইলে রৌদ্রেতে ও গ্রীষ্মবোধ হইলে বৃক্ষের ছায়াতে রাখিতে লাগিল। পরে মনিব তাহার এইরূপ সেবা দেখিয়া আশ্চর্য্যজ্ঞান পূর্ব্বক তাহার প্রিয়দাসকে বলিলেন, এব্যক্তি বুঝি তোমার

পিতা হইবে? সে উত্তর করিল, না মহাশয়, এ আমার পিতা নহে। তাহাতে মনিব বলিলেন তবে বুঝি তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইবে? তাহাও সে অস্বীকার করিলে তাহার মনিব বলিলেন, তবে অবশ্য এব্যক্তি তোমার খুড়া কিম্বা অন্যকোন জ্ঞাতি কুটুম্ব হইবে? সে সেই কথাও অস্বীকার করিয়া বলিল, না মহাশয়, এই ব্যক্তি আমার জ্ঞাতি কুটুম্ব কিম্বা আত্মীয়ের মধ্যেও নহে; এ আমার শত্রু, কেননা এ মানুষ পূর্ব্বে আমাকে স্বদেশে মনুষ্যক্রেতাদের নিকটে বিক্রয় করিয়াছিল। তবে তুমি ইহার এ প্রকার সেবা কর কেন, এমন কথা যদি জিজ্ঞাসা কর; ইহার উত্তর শুন, ধর্ম্মপুস্তক আমাদিগকে এই উপদেশ দেয়, তোমার শত্রু ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহাকে খাওয়াও এবং তৃষার্ত্ত হইলে জলপান করাও, এই জন্যে আমি ইহার এত সেবা করিতেছি।

৮

দুইজন কৃষকের পরস্পর শত্রুতা পরিত্যাগ করণের কথা।

কোমল প্রত্যুত্তর ক্রোধ ফিরায়।

আমেরিকা দেশের মাশাচুসেট্ট নামক প্রদেশস্থ এক ক্ষুদ্রগ্রামে দুইজন কৃষক বাস করিত। তাহাদের উভয়ের শস্যক্ষেত্র সংলগ্ন ছিল, একারণ কোনরূপে তাহাদের পরস্পর বিবাদ প্রযুক্ত বিচার কর্ত্তার নিকটে যাওয়াতে

ধনহ্রাস ও হিংসাবৃদ্ধি হইয়া ছয়বৎসর পর্য্যন্ত বাক্যা- লাপ ছিল না। পরে তাহাদের একজন ধর্ম্মপুস্তকের কথাতে মনোযোগ করিয়া তদনুসারে চলিতে লাগিল; সুতরাং আপনার প্রতিবাসির সঙ্গে পুনর্ম্মিলন করিতে তাহার মানস হইল। তন্নিমিত্তে সে একদিন কম্পিত কলে- বর হইয়া ঐ শত্রুর বাটীতে গিয়া প্রবেশ করিবার জন্যে দ্বারে ঘা মারিল; কিন্তু কে ঘা মারিতেছে ইহা তাহার শত্রু জানিতে না পারিয়া তাহাকে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলে ঐ ব্যক্তি গৃহমধ্যে যাইয়া বলিতে লাগিল, হে বন্ধো, আমি তোমার সহিত যে বিবাদ করিয়াছি তা- হাতে আমার বিস্তর দোষ অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। অন্য কৃষক ইহা শুনিয়া চমৎকৃত হইল; কিন্তু মিলনের কোন কথা না কহিয়া বলিল, হাঁ তুমি অবশ্য বড় দোষী বট ইহা আমি জানি, আমি তো- মাকে কদাচ ক্ষমা করিব না। ইহাতে ঐ ব্যক্তি পুনর্ব্বার আপন দোষ স্বীকার করিয়া প্রতিবাসির স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, যদ্যপি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর, তথাপি পরমেশ্বর আমাকে ক্ষমা করিবেন আমার এমত ভরসা আছে, আর ইহ কালে যদি মিলন না করি তবে পরকালে পরমেশ্বরের বিচারস্থানে আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে অতি খেদান্বিত হইতে হইবে, ইহা বলিয়া সে বিদায় হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তদনন্তর তাহার শত্রু কিছু কুণ্ঠিত হইয়া সপরিবারে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, কিন্তু সে ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মানুসা-

করিয়া পরামনন করিয়াছে, এ কথা কাহার প্রমুখাৎ শুনিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি আশ্চর্য্য; যদ্যপি খ্রীষ্টধর্ম্ম মনুষ্যকে এমত সুশীল করে তবে তাহা উত্তম বটে। এবং ঈশ্বরের বিচার স্থানে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে অতি খেদান্বিত হইতে হইবে, তাহার প্রতিবাসির এই কথা স্মরণ হওয়াতে সে আপন দুষ্টাচরণের বিষয়ে কতকদিন পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া শেষে মানসিক দুঃখ আর সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া একদিন ঐ প্রতিবাসির সহিত মিলন করিতে তাহার গৃহে গমন করিল। সে ব্যক্তি তাহাকে দেখিবা মাত্র আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া কিছুকাল উভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিল। পরে ঐ কৃষক অন্যজনকে বলিল, অল্পদিন হইল তুমি দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আমার বাটীতে গিয়া ছিলা, কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম তোমাপেক্ষা আমি সহস্র গুণে দোষী, অতএব তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। এই কথাতে তাহারদের দুই জনের মিলন হইয়া উভয়ে কোন গুপ্তস্থানে গিয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও তাঁহার ধন্যবাদ করিয়া আনন্দিত হইল। পরে তাহারা এক ধর্ম্ম মণ্ডলীস্থ হইয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত অভগ্ন প্রেমেতে কাল যাপন করিল। অতএব দেখ, খ্রীষ্টধর্ম্ম কি আশ্চর্য্যরূপে মনুষ্যের কুস্বভাবকে পরাজয় করিয়া পবিত্র স্বভাব জন্মায়।

৯

এক ধার্ম্মিক পত্নী ও অধার্ম্মিক পতির কথা।

অতএব হে নারি হয়তো তুমি আপন স্বামির পরিত্রাণের হেতু হইবে।

ইংলণ্ডীয়া একজন স্ত্রী ঈশ্বরের অনুগ্রহে ধর্ম্মের প্রতি মন ফিরাইয়া উত্তমা খ্রীষ্টীয়ানী হইয়াছিল, কিন্তু তাহার স্বামী সাংসারিক সুখে ও পাপ কর্ম্মে অত্যন্ত রত ছিল। ঐ ব্যক্তি এক রাত্রিতে অন্য২ কদাচারি ব্যক্তিরদের সঙ্গে কোন স্থানে মদ্যপানে বসিয়া তাহারা পরস্পর আপন২ স্ত্রীর দোষ গুণ বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিল; সেই কালে ঐ পতি আপন পত্নীর সুখ্যাতি করিয়া কহিল আমার স্ত্রী সর্ব্বপ্রকারে অতি-উত্তমা, কিন্তু দোষের মধ্যে এই, ধর্ম্মের প্রতি তাহার অতিশয় মতি, নতুবা আর কোন দোষ নাই; তাহার এমত কোমল স্বভাব যে আমি যদি এত রাত্রিতে মহাশয়দিগকে আমার গৃহে লইয়া গিয়া আপনকারদের খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্যে তাহাকে শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিতে আজ্ঞা করি, তবে তিনি রুষ্টা না হইয়া বরং সন্তোষ পূর্ব্বক তাহা অবশ্য করিবেন।

তাহার সঙ্গিরা এই কথা শুনিয়া কেবল দর্পজ্ঞান করিল, একারণ তাহারা বলিল বুঝি ইহার পরীক্ষার্থে আমারদিগকে তোমার ঘরে লইয়া যাইতে তোমার সাহস কুলাইবে না। তাহাতে সে তাহারদিগকে ঘরে লইয়া যাইতে

সম্মত হইলে তাহারা পরস্পর কিছু টাকা বাজী রাখিয়া দুই প্রহর রাত্রিতে তাহার ঘরে গমন করিল। পরে একজনা দাসী মনিবের অপেক্ষাতে বসিয়া আছে দেখিয়া ঐ কর্ত্তা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার কর্ত্রী কোথায়? দাসী উত্তর করিল, মহাশয়, তিনি শয়ন করিয়া আছেন। তাহাতে কর্ত্তা বলিল, তাহাকে বল, কর্ত্তা আসিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত ভোজন করিবার জন্যে কতকগুলি বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, অতএব তিনি তোমাকে গাত্রোত্থান করিয়া ভোজ্য প্রস্তুত করিতে ডাকিতেছেন। তৎপরে দাসী গিয়া মনিবের কথা কর্ত্রীকে বলিবামাত্র সেই উত্তমা স্ত্রী ঐ অন্যায় আজ্ঞাতে বিরক্তা না হইয়া শীঘ্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আসিয়া অতি শিষ্টরূপে তাহাদের সমাদর করিতে লাগিল। অপর খাদ্য প্রস্তুত হইলে তিনি দিবাভাগে যেমন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজ পরিবারের সেবা করেন তদ্রূপ তাহারদিগেরও সেবা করিলেন। ইহাতে ঐ অতিথিগণ অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া সেই সাধ্বী স্ত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, আমাদের প্রতি আপনকার শিষ্টাচার দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম, আপনি আমাদের এই অনুচিত কর্ম্মেতে বিরক্তা না হইয়া এত সেবা করিতেছেন ইহার কারণ কি অনুগ্রহ করিয়া বলুন। তাহাতে তিনি এই উত্তর করিলেন, আমাদের যে কালে বিবাহ হইয়াছিল তখন আমরা উভয়েই ঈশ্বরের বিষয় অজ্ঞাত প্রযুক্ত তাঁহার সেবা না করিয়া মিথ্যা কালক্ষেপণ

করিতাম, এক্ষণে পরমেশ্বর অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রতি আমার মন ফিরাইয়া সেই অবস্থা হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু আমার স্বামী অদ্যাবধি তদবস্থাতেই আছেন একারণ আমি তাঁহার পরকালের নিমিত্তে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন আছি, কেননা তিনি এক্ষণে যে মন্দভাবে আছেন সেই ভাবে মরিলে তাঁহার অনন্ত-দুঃখ হইবে ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াছি, অতএব যথাসাধ্য ইহকালে তাঁহাকে সুখীকরা আমার কর্ত্তব্য, এনিমিত্তে তাঁহার আজ্ঞা মানিয়া তোমাদের সেবা করিতেছি। তাহার এই সকল সদুত্তর শুনিয়া তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল।

বিশেষতঃ তাহার স্বামী অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া বলিতে লাগিল, হে প্রিয়ে, আমি যে পরকালে চির-কাল দুঃখ পাইব তুমি কি এমত নিশ্চয় বুঝিয়াছ? যদ্যপি এমত হয় তবে তোমার এই চেতনা জনক বাক্যেতে মনোযোগ করিয়া সকল কুমতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহাতে আমার সুমতি হয় পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া ইহা করুন। এই প্রকারে সেই ব্যক্তি সদজ্ঞান পাইয়া তদবধি কদাচার পরিত্যাগ করিয়া সাধু মনুষ্য হইয়া উঠিল। পরে তাহারা উভয়ে যাবজ্জীবন পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিল।

১০

বিশ্রাম দিন অর্থাৎ রবিবার পালনে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত এক জনের কথা।

আমি যুবা ছিলাম এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু ধার্ম্মিককে পরিত্যক্ত হইতে কিম্বা তাহার সন্তানকে ভক্ষ্য ভিক্ষা করিতে কখন দেখি নাই।

কতক বৎসর হইল, ইংলাণ্ড দেশের বাথ নামক নগর নিবাসী একজন নাপিত রবিবারেও নিজ ব্যবসায় করিত। সে এক রবিবার প্রাতঃকালে কোন ব্যক্তিকে ক্ষৌরী করিতে যাইতেছিল ইতিমধ্যে পথের পার্শ্বে এক ভজনালয় দেখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল; তৎকালে সেখানকার উপদেশক ধর্ম্ম পুস্তকের এই কথা উপদেশ দিতেছিলেন, তোমরা বিশ্রামবারকে পবিত্ররূপে পালন করিতে স্মরণ করিও। নাপিত ঐ কথা শুনিয়া মনেং ভাবিতে লাগিল, রবিবারে কর্ম্ম করিলে বুঝি ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। ইহাতে অস্থির অন্তঃকরণ হইয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে সে ব্যক্তি তদ্বিষয়ের পরামর্শ লইবার কারণ ঐ উপদেশকের নিকটে গমন করিল; উপদেশক রবিবারে বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের আরাধনা করিতে তাহাকে পরামর্শ দিলে সে প্রত্যুত্তর করিল এরূপ হইলে আমি অতি ত্বরায় দরিদ্র হইব, যেহেতুক এখন আমি অনেক বিশিষ্ট লোককে ক্ষৌরী করিয়া থাকি কিন্তু রবিবারে

কর্ম্ম না করিলে সকলেই আমাকে ত্যাগ করিবে। উপদেশক তাহার ভয় ঘুচাইবার জন্যে তদ্বিষয়ের পোষক আর কিছু কথা কহিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

পরে নাপিত উদ্বিগ্ন হইয়া অনেক বিবেচনা পূর্ব্বক শেষে মনে২ এই স্থির করিল, যে রবিবারে বিষয় কর্ম্ম করা অতি অনুচিত, অতএব এই কালাবধি তদ্দিবসে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভজনালয়ে গিয়া পরমেশ্বরের সেবা করিব। তাহাতে আমার হানি হইলেও তিনি কোনমতে প্রতিপালন করিবেন। পরে এই অভিমতানুসারে প্রতি রবিবারে সাংসারিক কর্ম্মে নিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্তে ভজনালয়ে গমন করিত, এবং ঈশ্বরাজ্ঞা পালনে মনোমধ্যে যে সান্ত্বনা জন্মে, তাহাও তাহার শীঘ্র হইল। কিন্তু সে কর্ম্ম হানির বিষয়ে পূর্ব্বে যেরূপ ভাবিয়াছিল শেষে তাহার তাহাই ঘটিল; ফলতঃ বিশিষ্ট লোক সকল তাহাকে আর ডাকিল না, এবং অন্য২ লোকেরা পরমধার্ম্মিক বলিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। এই২ কারণে ক্রমে২ সে অতিদরিদ্র হইয়া শেষে পূর্ব্বের উত্তম গৃহ ত্যাগ করিয়া এক ক্ষুদ্রঘর অল্পমূল্যে ভাড়া লইয়া ইতর লোকদিগকে কামাইতে লাগিল। এই দুরবস্থা কালীন এক দিন শনিবার সন্ধ্যাকালে একখান গাড়ি দূরস্থ এক নগর হইতে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, পরে তাহার একজন চড়নদার সেখানকার কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, নাপিতের ঘর কোথায়? সে কহিল এই

রাস্তার অন্য পার্শ্বে আছে। তাহাতে চড়নদার অতি-ত্বরায় নাপিতের গৃহে গিয়া তাহাকে বলিল, ওহে, গাড়ির ঘোড়া বদল হইতে২ আমাকে ক্ষৌরী করিয়া দেও কারণ কল্য রবিবারে নাপিতের ঘরে গিয়া ক্ষৌরী হওয়া অনুচিত। এই কথাতে নাপিতের অশ্রুপাত হইয়া বলিতে লাগিল, মহাশয়, অন্ধকার হইল বাতি কিনি-বার জন্যে আমাকে একটী পয়সা কর্জ্জ দিউন। সে ব্যক্তি নাপিতের অশ্রুপাত দেখিয়া তাহাকে পয়সা দিয়া ভা-বিতে লাগিল বুঝি এ ব্যক্তির কোন অসম্ভব ঘটনা ঘটি-য়াছে। অতএব তিনি ক্ষৌরী হইয়া নাপিতকে কহিলেন আমার অনুমান হয় তোমার কোন অসম্ভব ঘটনা হই-য়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহা বিস্তারিত রূপে শুনিবার অব-কাশ নাই এ তুমি একটী টাকা লও যখন পুনর্ব্বার এই নগরে ফিরিয়া আসিব তখন তোমার সকল কথা শুনিব, সম্প্রতি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমার নাম কি? নাপিত চমৎকৃত হইয়া কহিল আমার নাম উলিয়ম রীড। তাহাতে সে ব্যক্তি বলিল ভাল তোমার জন্মস্থান কোথায়? তোমার কথাতে বোধ হয় তুমি পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়াছ। নাপিত প্রত্যুত্তর করিল হাঁ মহাশয় টাণ্টন গ্রামের নিকটবর্ত্তী কিংষ্টন নামে গ্রাম হইতে আসিয়াছি। তখন চড়নদার বিস্মিত হইয়া বলিল তো-মার নাম কি উলিয়ম রীড এবং কিংষ্টন নগর হইতে আসিয়াছ, তবে তোমার পিতার নাম কি? সে বলিল তমস রীড। পুনশ্চ চড়নদার জিজ্ঞাসিল, তোমার পিতার

ভ্রাতা কেহ ছিল? সে বলিল হাঁ মহাশয়, উলিয়ম নামক একজন তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন কিন্তু তিনি বহুদিন হইল বঙ্গ দেশে গেলে তাঁহার কোন সমাচার পাই নাই, অতএব বোধ হয় তিনি মরিয়াছেন। চতুনদার এই কথা শুনিয়া উত্তর করিল যদি এমত হয় তবে তুমি আমার সঙ্গে আইস, কেননা বঙ্গ দেশে তোমার এই নামে একজন ধনির মৃত্যু হইয়াছে; আমি তাহার মুক্তিয়ার একারণ তাহার উত্তরাধিকারির অনুসন্ধান করিতেছি। কিন্তু টাল্টন নগরে উলিয়ম রীড নামক আর এক ব্যক্তির পরিচয় পাইয়াছি, অতএব আমার সহিত তুমি সেখানে গেলে উভয়েয় পরীক্ষা করিয়া কোন ব্যক্তি যথার্থ উত্তরাধিকারী ইহা আমি জানিতে পারিব, কিন্তু আপনার যেং পরিচয় দিযাছ ইহা যদি যথার্থ হয় তবে নিঃসন্দেহে তুমিই সেই ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হইবা। এইং কথোপকথনের পর তাহারা দুইজনে গাড়ী চড়িয়া টাল্টন নগরে পৌছিলে ঐ ধার্ম্মিক মুক্তিয়ার উভয়ের পরীক্ষা করিয়া সেখানকার উলিয়ম রীডকে কেবল প্রবঞ্চক ঠাহরাইয়া দরিদ্র নাপিতকে যথার্থ উত্তরাধিকারী স্থির করিলেন। পরে তিনি বলিলেন আমি তোমার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, তথাপি উদ্দেশ পাইলাম না; শেষে পরমেশ্বরের অনুগ্রহে অত্যাশ্চর্য্যরূপে তোমার সহিত আমার সংঘটন হইয়া উঠিল। অতএব আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তোমার ভ্রাতার অতুল্য ধন তোমাকে দিলাম। অপর ঐ নাপিত সেই

ঘনেতে দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাবজ্জীবন পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল। এই বিবরণের দ্বারা বোধ হইতেছে যে ঈশ্বরাজ্ঞা পালন জন্য দুর্দশায় পতিত হইলেও তিনি তদবস্থা হইতে উদ্ধার করেন। ইতি।

১১

সপরিবার একজন সরাই অধ্যক্ষের আশ্চর্য্যরূপে ঈশ্বরের প্রতি পরাগমন।

প্রাতঃকালে তোমার বীজ বুন এবং সায়ং কালেও তোমার হস্ত নিবৃত্ত করিও না, যেহেতুক ইহা কিম্বা উহা কোনটা সফল হইবে, কিম্বা দুই তুল্যরূপে ফল ধরিবে ইহা তুমি জান না।

জান রাইলাণ্ড নামক একজন ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মোপদেশক কোন সময়ে গমন করিতে২ পথের মধ্যে অতিশয় ঝড়বৃষ্টি হওয়াতে তন্নিকটবর্ত্তি এক সরাই ঘরে আশ্রয় লইলে তাহার কর্ত্তা ও তাহার পরিবারেরা তাঁহাকে ক্লান্ত দেখিয়া অনেক সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। পরে তাহারা তাঁহাকে এক উত্তম গৃহে রাখিতে চাহিলে তিনি বৃষ্টিতে ভিজাতে শীতার্ত্ত প্রযুক্ত তাহাদের সহিত আগুণের নিকটে বসিতে প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে তাহারা সম্মত হইয়া সকলে একত্র বসিয়া ভোজন পান করিল এবং রাইলাণ্ড সাহেব তাহাদের সেবাতে ও তাহারা তাহার মিষ্ট কথোপকথনেতে উভয় পক্ষে সন্তুষ্ট হইয়া রাত্রি দশদণ্ড পর্য্যন্ত সুখে কাল যাপন করিলেন। কিন্তু

শয়নের সময় উপস্থিত হইলে ঐ সাহেব কিছু অস্থির মতে দ্বারের দিকে দৃষ্টি করাতে সরাইর কর্ত্তা তাহার শয়ন করিবার ইচ্ছা বুঝিয়া বলিল, মহাশয়, আপনকার জন্যে শয্যা প্রস্তুত আছে যখন ইচ্ছা হইবে তখনি যাইয়া শয়ন করিবেন। তিনি উত্তর করিলেন তোমার পরিবার গণকে কি একত্র করিবা না? এই কথাতে গৃহাধ্যক্ষ চমৎকৃত হইয়া বলিল, তোমার কথার ভাব আমি বুঝিতে-পারিলাম না, আমার পরিবার সকলকে একত্র করিব কেন? ইহাতে ঐ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, শয়নের পূর্ব্বে কি তুমি পরিবার সহিত একত্র হইয়া ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া থাক না? তাহাতে গৃহাধ্যক্ষ বলিল, না মহাশয়, আমার ঘরের কখন এমত রীতি নাই, এবং ইহা যে কর্ত্তব্য তাহাও আমি জ্ঞাত নহি। এ কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন তবে এস্থানে আর আমার থাকা হইল না, এখনিই আমার ঘোড়া আনিতে কহ। তাহাতে গৃহস্থেরা দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিল, মহাশয় এখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, এবং ঝড় বৃষ্টিও নিবৃত্ত হয় নাই, আপনি কি প্রকারে যাইবেন? রাইলাণ্ড সাহেব কহিলেন, যে ঘরে ঈশ্বরের ভজনা না হয় সেখানে থাকা অপেক্ষা বরং ঝড়বৃষ্টি সহ্যকরা ভাল, কেননা এমন গৃহে থাকিলে রাত্রি প্রভাত হয় কি না তাহা কেহই বলিতে পারে না, অতএব আমি এখানে কদাচ থাকিতে পারিব না। পরে অতিথি যেন গৃহ হইতে প্রস্থান না করে এই নিমিত্তে গৃহাধ্যক্ষ বলিল,

মহাশয়কে বিরক্ত করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই, পরিবারগণকে একত্র করিতে সম্মত আছি, কিন্তু একত্র করিয়াই বা কি কর্ত্তব্য তাহা আমি জ্ঞাত নহি। তাহাতে রাইলাণ্ড সাহেব উত্তর করিলেন, ভাল, তুমি যদি সকলকে একত্র কর তবে আমিই তোমাদের সহিত পরমেশ্বরের আরাধনা করিব। পরে গৃহের কর্ত্তা তাহার কথাতে সম্মত হইয়া পরিবার সকলকে আনাইলে রাইলাণ্ড সাহেব তাহাকে ধর্ম্মপুস্তক আনিতে কহিলেন। কিন্তু তাহার কাছে ধর্ম্মপুস্তক না থাকাতে সে আনিতে পারিল না; তথাপি আরাধনার কোন বাধা জন্মিল এমত নহে, কেননা ঐ সাহেবের সহিত ক্ষুদ্র এক খানি ধর্ম্মপুস্তক ছিল, অতএব তিনি তাহা বাহির করিয়া এক অধ্যায় পাঠ করণানন্তর হাঁটু গাড়িয়া অতিগম্ভীর স্বরে ভক্তিপূর্ব্বক পরমেশ্বরের কাছে অনেক প্রার্থনা করিলেন। বিশেষতঃ ঐ প্রচণ্ড ঝড়দ্বারা কাহারও প্রাণ নষ্ট হয় নাই তন্নিমিত্তে পরমেশ্বরের কৃপাই স্বীকার করিলেন। এবং পরমেশ্বর যেন সমস্ত রাত্রি তাহাদিগকে রক্ষা করেন এমত যাচ্ঞা ও করিলেন। তদ্ভিন্ন তাহারা পরকালের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরারাধনা ব্যতিরেকে মিথ্যা কাল যাপন না করে পরমেশ্বর যেন তাহাদিগকে এই প্রবৃত্তি লওয়ান এই২ প্রার্থনা করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি দেখিলেন, যে প্রায় সকলেরই অশ্রুপাত হইতেছে; কেননা তাহার প্রার্থনা শুনিতে২ তাহাদের অন্তঃকরণে পরিত্রাণের বিষয়ে বড় ভাবনা জন্মি-

য়াছিল। এ কারণ শীঘ্র শয়ন না করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের পরস্পর অনেক২ উত্তম ও শুভদায়ক ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন হইল। পরদিবসের প্রাতঃকালে ঐ সাহেব তাহাদের সহিত পুনর্ব্বার পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে যাওন কালে সেই গৃহাধ্যক্ষ তাঁহাকে এই মত প্রতিজ্ঞা করিয়া বিদায় করিল, আমি অদ্যাবধি প্রতিদিন সপরিবারে পরমেশ্বরের আরাধনা অবশ্য করিব। পরে তদনুসারে করিয়া কালক্রমে ঐ ব্যক্তি সপরিবারে অকপটভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উত্তম শিষ্য হইলে অনেক মঙ্গল প্রাপ্ত হইল। এবং তাহার যত অজ্ঞান ও অধার্ম্মিক প্রতিবাসি ছিল, তাহাদিগকে পরিত্রাণ বিষয়ে উপদেশ দিলে তাহার সে চেষ্টা সফল হইল, কেননা তাহাদের মধ্যে অনেকে সদাচারী হইয়া পরিত্রাণের পথে গমন করিতে লাগিল। দেখ হে পাঠক, উচিত কালে বাক্য কহনের ফল কিবা উত্তম।

১২

ঈশ্বরের কথা পুনঃস্মরণে এক নাবিকের পরামনন।

তাহারা দূরদেশে থাকিয়া আমার স্মরণ করিবে।

কোন একজন ইংরাজ নাবিক অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বিদেশে থাকিয়া কিঞ্চিৎ ধনোপার্জ্জন করিয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে আইল। পরে অতি প্রসিদ্ধ লণ্ডন নগরের উত্তম২ অট্টালিকা আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি সকল দেখিতে মনস্থ করিয়া সেই স্থানে গমন করিল। একদিন তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতে২ সে ব্যক্তি সেণ্টপাউল নামক প্রসিদ্ধ ভজনালয়ে প্রবেশ

করিলে তন্মধ্যস্থিত যে আশ্চর্য্য বস্তু প্রভৃতি আছে, তাহা দেখিতে২ "নিত্য তুমি প্রার্থনা কর," একজন অধ্যাপকের এই কথা তাহার কর্ণগোচর হইল। কিন্তু তৎকালে ঐ কথাতে তাহার কিছু মনোযোগ হইল না।

অপর ঐ সহরের অনেক আশ্চর্য্য দ্রব্য দর্শনানন্তর পুনর্ব্বার জাহাজারোহণ পূর্ব্বক বিদেশে গমন করিল। এই মতে সাতবৎসর পর্য্যন্ত নানা দেশে গমনাগমন করিতে২ এক রাত্রিতে মন্দ২ বায়ু বহিতেছে, এবং আকাশ নির্ম্মল ও সমুদ্র স্থির হইয়াছে, এমত সময়ে সে মনঃস্থির পূর্ব্বক একাকী জাহাজের উপরে বেড়াইতেছে, ইতিমধ্যে "নিত্য প্রার্থনা কর," পূর্ব্ব শ্রুত এই কথা অকস্মাৎ তাহার স্মরণ হইল। তাহাতে সে মনে২ ভাবিতে লাগিল এ কি কথা? বুঝি ইহা পূর্ব্বে কোন স্থানে শুনিয়া থাকিব। কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহার স্মরণ হইল, যে লণ্ডন নগরস্থ সেণ্টপাউল নামক ভজনালয়ে যখন অধ্যাপক ধর্ম্মপুস্তক পড়িতেছিলেন তখনই এই কথা শুনিয়াছিলাম, অতএব ইহা ঈশ্বরের কথাই বটে; হায়২ আমি কি পাষণ্ড, এতোকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তাঁহার কাছে এক বারও প্রার্থনা করি নাই। ইহাতে পাপের প্রতিফল বিষয়ে শঙ্কিত হইয়া সে ঈশ্বরের কাছে একান্ত মনে দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরে ধর্ম্মপুস্তক পাইবার অনুসন্ধান করিতে২ তাহার সিন্দুকে বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত অব্য-

বহার্য্য মাতৃদত্ত এক খান ধর্ম্মপুস্তক পাইল, এবং তাহা দেখিবামাত্র ক্রন্দন পূর্ব্বক শীঘ্র তুলিয়া প্রথমত বক্ষঃস্থলে রাখিল। পরে প্রত্যয় পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিতে২ নূতন মানুষ অর্থাৎ ঈশ্বরভক্ত হইয়া উঠিল।

দেখ কি আশ্চর্য্য। পরমেশ্বর শাস্ত্রীয় কথা ঐ নাবিকের কর্ণগোচর করাইয়া বীজের ন্যায় তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত তাহার অন্তঃকরণে রাখিয়া শেষে আপন অভিমতানুসারে ফলবতী করিলেন।

১৩

পরমেশ্বরভক্ত একজন সৈন্যের কথা।

তিনি দোষদায়ক হইতে দরিদ্রের প্রাণ রক্ষা করিতে তাহার দক্ষিণে দণ্ডায়মান হইবেন।

আইর্লণ্ড দেশের এক যুদ্ধসময়ে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের অধীন সেনাগণের মধ্যে একজন সেনা ছাউনি হইতে প্রতিদিন স্থানান্তরে যাইত। কেহ ইহা দেখিয়া বোধ করিল, সে শত্রুদের নিকটে যাইয়া থাকে। অতএব তাহারা সেই সেনাপতিকে তাহার অপবাদ সূচক কথা শুনাইলে তিনি সৈন্যদের ধারার অনুসারে কয়েকজন সেনাপতিলোককে তাহার বিচার করিতে নিযুক্ত করিলেন। পরে তাহাদের বিচারে সে দোষী হইল। কিন্তু প্রধান সেনাপতি ইহা জ্ঞাত হইলে বিচার সম্বন্ধীয় সকল কাগজ দেখিয়া বোধ করিলেন যে ইহার দোষ বড় স্পষ্টরূপে বোধ হয় না। এ নিমিত্তে তিনি ঐ ব্যক্তির

সহিত কথোপকথন করণের অভিপ্রায়ে তাহাকে ডাকাই-য়া তদ্বিষয়ের অতি সূক্ষ্মরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে আপন দোষ কদাচ স্বীকার না করিয়া কহিতে লাগিল, হে আমার প্রভো, আমি রাজার বিরুদ্ধাচারী সৈন্য নহি, বরং তাঁহার প্রতি আমার এমত ভক্তি আছে যে তাঁহার প্রয়োজন হইলে আপন প্রাণ দিতেও স্বীকৃত আছি; কিন্তু আমার এ অপবাদের সত্য কারণ শুনুন। আমি ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি এজন্যে প্রতিদিন ছাউনি হইতে কিছু দূরে নির্জনস্থানে গিয়া কেবল তাঁহার ভজনা করিয়া আসিতাম, কেননা অধার্ম্মিক সেনাগণের মধ্যে এমত কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত স্থান পাওয়া যায় না ইহা আপনিও জানেন। সে আরো বলিল, বিচার কর্ত্তাদের নিকটেও আমি ইহা কহিয়াছিলাম কিন্তু তাঁ-হারা সে কথা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া গ্রাহ্য করিলেন না।

পরে ঐ বন্দিসেনার কথা সত্য কি মিথ্যা, ইহা জানি-বার জন্যে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব তাহাকে কহি-লেন, যদি তুমি কেবল ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে ছাউনীর বাহিরে যাইতা, তবে উত্তম রূপে তাহা তো-মার অভ্যাস হইয়া থাকিবে। অতএব এখনই হাঁটু গাড়িয়া আমার সাক্ষাতে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর দেখি। তাহাতে সে নম্রহইয়া উত্তর করিল উত্তমরূপে প্রার্থনা করিতে আমার সাধ্য নাই, তথাপি আপনকার আজ্ঞানুসারে তাহা করি। ইহা বলিয়া সে তাঁহার সাক্ষাতে হাঁটু গাড়িয়া কিঞ্চিৎ কাল পর্য্যন্ত এমন উপ-

যুক্ত রূপে প্রার্থনা করিল যে সেই সেনাপতি তাহাতে অতি তুষ্ট হইয়া তাহার হস্তগ্রহণ করিয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, তুমি নির্দোষ বট ইহা আমি এক্ষণে নিশ্চয় বুঝিলাম, কেননা পূর্ব্বে যদি তোমার প্রার্থনা করা অভ্যাস না থাকিত তবে হঠাৎ তাহা এরূপ করিতে পারিত না। পরে লার্ড কর্ণওয়ালিস ঐ বন্দিসেনাকে মুক্ত করিয়া যোগ্য পাত্র বোধে আপনার নিজের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ইতি।

১৪

সিংহ হইতে আশ্চর্য্য রক্ষা।

মৃত্যু হইতে রক্ষার উপায় কর্ত্তা, পরমেশ্বর।

ইংরাজী ১৮২৯ সালে আফ্রিকা দেশের দক্ষিণ ভাগে কতক গুলি হটেন্টট লোক শীকার করিতে গিয়াছিল। পরে তাহারা এক প্রশস্ত মাঠে পৌঁছিয়া দেখিল যে সেখানে অনেক মৃগাদি পশু রহিয়াছে, কিন্তু তাহারদিগকে মারিতে উদ্যত হইবা মাত্র কিঞ্চিদ্দূরে এক পাল সিংহকেও দেখিতে পাইল। ইতি মধ্যে এক বৃহৎ সিংহ তাহারদিগকে দেখিয়া তাহাদের নিকটে আসিতে লাগিল। ইহাতে তাহারা শঙ্কিত হইয়া কম্পিত হইল বটে, কিন্তু আপনাদের রক্ষার্থে হাটেন্টট লোকের ধারানুসারে তাহারা সকল ঘোড়াকে একত্র বান্ধিয়া তাহাদের আড়ালে দাঁড়াইয়া বন্দুকদ্বারা সিংহকে মারিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ঐ ভয়ানক পশু দুই তিন লম্ফেতে

তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া একটা ঘোড়ার পশ্চাদ্ভাগ ধরিলে সেই ঘোড়া পলায়নোদ্যত হওয়াতে একজনের গাত্রে ধাক্কা লাগিয়া সে পড়িয়া গেল, তাহা দেখিয়া আর২ সকলে পলায়ন করিল। তখন সে নিরুপায় হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পলায়নোদ্যোগ করিতে২ঐ সিংহ তাহাকে এক থাবা মারিয়া পুনর্ব্বার মৃত্তিকায় ফেলিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে এক পা দিয়া বসিল। ইহাতে সে ব্যক্তি মহা শঙ্কাকুল হইল। পরে সিংহের অসহ্য ভারেতে সে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে প্রায় না পারিয়া আপন শরীর এক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ফিরাইতে চেষ্টা করিলে সিংহ দন্তদ্বারা তাহার বাম হস্ত ধরিয়া দুই স্থানে কামড়াইতে লাগিল। কিন্তু বোধ হয় যেমন বিড়াল ইন্দুর ধরিয়া খেলা করে তেমনি ঐ সিংহ রাগান্বিত না হইয়া ক্রীড়াভাবে তাহাকে কামড়াইয়া ছিল, নতুবা সে যদি ক্ষুধায় বা রাগে তাহাকে কামড়াইত তবে তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া প্রাণ নষ্ট করিত। পরে ঐ ব্যক্তি সিংহের দন্তাঘাতে ও শ্বাস প্রশ্বাস রোধে অতিশয় ব্যথিত হইয়া আপনার রক্ষার্থে তাহার সঙ্গিদিগকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা কেহই না আসাতে সে মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিলে ঐ ভয়ঙ্কর পশু মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করাণের উদ্যোগ করিল, কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপাতে তাহার টুপির অগ্র ভাগে ধরাতে কেবল তাহার কপালের চামড়ায় কিছু আঁচড় ব্যতিরেকে আর কিছুই হইল না। পরে ঐ ব্যক্তির হস্তের ক্ষতস্থা-

নের উপরে সিংহ আপন থাবা দিয়া রক্তাক্ত করিয়া বার২ তাহা চাটিতে লাগিল। তাহার পরে সেই জন্তু ঐ মনুষ্যের চক্ষুর উপরে আপন জ্বলন্ত চক্ষু স্থির রাখিয়া তাহার মুখের উভয় পার্শ্বে ঘ্রাণ লওয়াতে সে বোধ করিল এইবার আমাকে গ্রাস করিবে। ইহা ভাবিয়া মনে২ স্থির করিল, বিপদ কালে পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই; অতএব সে তৎকালে পরমেশ্বরের নিকটে এই মতে প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে পরমেশ্বর, এই প্রাণনাশক সিংহ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। এইরূপ বলিতে২ সিংহ অন্যদিকে ফিরিয়া চাহিতে লাগিল, তাহাতে ঐ ব্যক্তি গাত্রোত্থান করিতে চেষ্টা করিলে সিংহ পুনর্ব্বার তাহার উরুদেশে কামড়াইয়া গভীর ক্ষত করিল; এপ্রযুক্ত তাহার অতিশয় বেদনাবৃদ্ধি হওয়াতে সে পরমেশ্বরের নিকটে আরো যত্ন পূর্ব্বক উপকার যাচ্ঞা করিল। ইহার কিছুকাল পরে ঐ পশু তাহাকে ত্যাগ করিয়া প্রায় এক রসী দূরে গিয়া শয়ন করিল, তখন সে ব্যক্তি সিংহ স্থানান্তরে গিয়াছে ভাবিয়া উঠিয়া বসিল। তৎ পরে সিংহ তাহার প্রতি আর আক্রমণ কিম্বা মনোযোগ না করিয়া চলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া ঐ ব্যক্তি আপন বন্দুক লইয়া অতিকষ্টে তাহার সঙ্গিদের নিকটে আইলে তাহারা তাহাকে জীবৎমান পাওয়াতে আনন্দিত হইল, কেননা তাহাদের বোধ হইয়াছিল যে সিংহ তাহাকে নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু তাহার শরীরের অনেক রক্তপাত হওয়াতে সে

অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছিল, একারণ তাহার সঙ্গিরা তাহাকে ঘোড়ার উপরে আরোহণ করাইয়া ঘরে- লইয়া গেল। পরে ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সে চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ হইল।

১৫

দৌরাত্ম্য হইতে ধার্ম্মিকের রক্ষা।

পরমেশ্বর মনুষ্যের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলে তাহার সহিত তাহার শত্রুর ঐক্য করান।

১৮০৭ সালে ইংরাজ ও দিনামার লোকদের পরস্পর যুদ্ধ হওয়াতে দিনামারদের রাজধানী কোপেন হেগিন নগর ইংরাজের অধিকার হইলে কতক গুলি ইংরাজসৈন্য তাহার নিকটাবর্ত্তি গ্রাম সকলে বাস করিয়া রহিল। একদিন সেনাপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত তিনজন সেনা অনেক কৃষকদের ঘরে খাদ্যসামগ্রী তত্ত্ব করিয়া তাহা কিছুই পাইল না। শেসে তাহারা একখান বড় বাগানের নিকটে পৌঁছিয়া দেখিল যে সেখানে অনেক উত্তম২ ফল আছে। তাহাতে বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটা পথ দেখিতে পাইলে সেই পথে গিয়া একখান ঘরের নিকটে পৌঁছিল। সেখানে লুটপাটের কোন্ চিহ্ন না দেখিয়া তাহারা সেই গৃহেতে প্রবেশ করিলে গৃহের কর্ত্রী ও তাহার সন্তান সকল তাহারদিগকে দেখিয়া চীৎকার পূর্ব্বক অন্য এক দ্বার দিয়া পলায়ন করিল। তাহাতে সৈন্যেরা

ঘরের অনেক প্রকার উত্তম২ দ্রব্য, বিশেষত অগ্নিস্থা-
নের নিকটে ঝুলান একটা ঘড়ী এবং পুস্তকে পরিপূর্ণ
একটা আলমারী দেখিতে পাইল। পরে তাহাদের
মধ্যে একজন ঐ আলমারী খুলিয়া একখান পুস্তক বাহির
করিল; কিন্তু আপন ভাষার সে পুস্তক নয়, এপ্রযুক্ত তাহা
বুঝিতে পারিল না, কেবল যীশু খ্রীষ্ট এই ২ কথা যে ২
স্থানে লেখা ছিল তাহারই অর্থ বুঝিতে পারিল। ইতি
মধ্যে ঐ গৃহের কর্ত্তা গৃহে আইলে একজন সেনা খাদ্য
সামগ্রী আনিতে ভয়ানক ইঙ্গিত দ্বারা তাহাকে জানাইল,
তাহাতে সে ভীত না হইয়া মস্তক নাড়িয়া ইঙ্গিত করিল
যে আমি তাহা আনিতে পারিব না। পরে যাহার হস্তে
পুস্তক ছিল সে তাহার নিকটে আসিয়া সেই পুস্তকে
লিখিত যীশু এই যে কথা, তাহার উপর অঙ্গুলি দিয়া
তাহাকে দেখাইয়া আপনার বুকে হস্তদিয়া আকা-
শেরদিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ঐ গৃহস্থ
অতি সন্তুষ্ট হইয়া সমাদর পূর্ব্বক তাহার হাত ধরিয়া
বন্ধুতা ব্যবহার করিল। পরে সে বাহিরে গিয়া আপন
স্ত্রী পুত্রাদির ভয় দূর করিয়া দুগ্ধ ডিম্ব মাংস প্রভৃতি
অনেক খাদ্যদ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক ঐ সৈন্যদিগকে দিতে
গেলে তাহাদের মধ্যে দুই জন ধার্ম্মিক এপ্রযুক্ত বিনা-
মূল্যে তাহা গ্রহণ কবিতে অস্বীকার হওযাতে ঐ গৃহস্থ
তাহাদের বিস্তর অনুরোধে মূল্য গ্রহণ করিল। বিদায়-
কালে সৈন্যেরা সঙ্কেত করিয়া তাহাকে জানাইল যে
অন্য২ সৈন্যেরা লুট করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। তাহাতে

সে কহিল, আমি ঈশ্বরের শরণাগত তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন আমি কদাচ ভয় করি না। দেখ আমার প্রতিবাসিগণ আপন ২ ঘর প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, এবং যাহা ২ সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই সকলই নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আমার বাগানের একটি ফলও নষ্ট হয় নাই।

১৬

যুদ্ধে আশ্চর্য্য রক্ষা।

হে পরমেশ্বর যুদ্ধের সময় আমার মস্তক ঢাকিয়াছ।

সীমুএল প্রাক্টর নামক একজন ইংরাজ, সে পিতা মাতা হইতে ঈশ্বরারাধনা শিক্ষা করিয়া বাল্যকালেই ধর্ম্মকর্ম্মে অতিশয় রত হইয়াছিল। সে যৌবনাবস্থাতে সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইলেও যদ্যপি সৈন্যদিগের মতি ধর্ম্মের প্রতি প্রায়ই হয় না, তথাপি বালককালে ধর্ম্মবিষয়ে তাহার উত্তমরূপে শিক্ষা হওয়াতে সে সেই শিক্ষা কদাচ বিস্মৃত হইল না। অধিকন্তু সে যে স্থানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, পরমেশ্বরের প্রতি তাহার ভক্তির ত্রুটি হইত না। পরে ১৮১৫ সালে নের্থলাণ্ড দেশের ওয়াটর্লূ ক্ষেত্রে ফ্রান্সিস ও ইংরাজ সৈন্যদিগের পরস্পর যে প্রসিদ্ধ ও ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার মধ্যে ঐ প্রাকটর সাহেবও ছিল। ১৬ জুনের সন্ধ্যাকালে ফ্রান্সিস সৈন্যদি-

গকে বন হইতে দূর করিতে ইংরাজ সেনাপতি আপন সৈন্যদিগকে আজ্ঞা দিলে তাহারা ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে২ অকস্মাত্ শত্রুপক্ষের একটা গুলি আসিয়া প্রাকটর সাহেবের উরুদেশে আঘাত করিলে সে তাহা দ্বারা অতিদূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু কি সে এরূপ হইল তাহা সে তখন জানিতে পারিল না। যুদ্ধ সমাপ্তির পর পাঠের কারণ জেব হইতে ধর্ম্মপুস্তক বাহির করিয়া দেখে যে তাহার অর্দ্ধেক পত্র বিদ্ধ করিয়া একটি গুলি বদ্ধ হইয়া আছে। সেখানকার সকল লোকই তাহা দেখিয়া বলিল ঐ স্থানে ধর্ম্মপুস্তক না থাকিলে সে মরিত। পরে সে আপন দেশে আসিয়া পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি করিয়া যত্নপূর্ব্বক ঐ ধর্ম্মপুস্তক আপন গৃহে রাখিল, এবং যে কেহ তাহার গৃহাগত হইত সে সকলের সাক্ষাতে বলিত, যে এই ধর্ম্মপুস্তক দুই বিষয়ে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন; অর্থাৎ এক বিষয় অজ্ঞানতা ও নরক-দণ্ড, আর এক বিষয় ফ্রান্সিস সৈন্যদের গুলির আঘাত। আমার প্রথম কালের এই ধর্ম্মপুস্তক প্রাণ থাকিতে ত্যাগ করিব না।

দুঃখিলোকের আশ্চর্য্য আহার প্রাপ্তি।

ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া তাহারদের প্রাণ ক্লান্ত হইল, সেই দুর্দশায় তাহারা যিহুহের প্রতি বিনতি করিল তিনি তাহাদিগকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিলেন।

ইংলাণ্ডদেশের উত্তরাংশে নর্থম্বলাণ্ড নামে জিলায় এক বৃহত্ মাঠের মধ্যে এক দরিদ্র ব্যক্তি বাস করিত। তাহার স্ত্রী, ও অল্পবয়স্ক দুইটী সন্তান ছিল। সে গর্দ্দভ-দ্বারা পাথরিয়া কয়লা ও ঝাঁটার ব্যবসায় করিয়া তাহার উপস্বত্বেতে স্বপরিবারের ভরণ পোষণ করিত। এবং সে ব্যক্তি এক চিত্তেতে পরমেশ্বরের সেবা করিত। এক দিবস দ্রব্য সকল বিক্রয় করিয়া কোন কারণেতে মূল্য না পাওয়াতে সন্ধ্যাকালে শূন্যহস্তে ঘরে আসিয়া দেখিল যে খাদ্য সামগ্রী কিছুই ঘরে নাই এবং আপনিও কিছু আনিতে পারিল না এ প্রযুক্ত তাহার ক্ষুধার্ত্ত সন্তানেরা কান্দিতে লাগিল এবং সে স্ত্রীপুত্রাদির দুঃখ দেখিয়া আপনিও কান্দিতে লাগিল। পরে উহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কান্দিতে২ শ্রান্ত হইয়া নিদ্রা গেলে ঐব্যক্তি বাটী হইতে কিঞ্চিদ্দূর মাঠের মধ্যে মৃত্তিকার উপরে বসিয়া ধর্ম্মপুস্তকের এই কথা আলোচনা করিতে লাগিল। যদ্যপি ডুমুর বৃক্ষের ও দ্রাক্ষা লতার ফল না হয় এবং জিতবৃক্ষের বিষয়ে শ্রম বৃথা হয়, ক্ষেত্রে কিছু ভক্ষ্য না জন্মে এবং খোঁয়াড়ে মেষের পাল নষ্ট

হয় ও গোষ্ঠে গরু না থাকে; তথাপি আমি পরমেশ্বরের ভরসায় আহ্লাদে থাকিব, আমি আমার নিস্তার কর্ত্তা ঈশ্বরের ভরসায় আমোদ করিব। সে এই কথা চিন্তা করিতে২ পরমেশ্বরের প্রতি তাহার মন এমত মগ্ন হইল যে সেই স্থানেই থাকিয়া চারিদণ্ড পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিল। প্রথমত সে কেবল আপন পরিবা-রের প্রতিপালনার্থে প্রার্থনা করিয়াছিল বটে কিন্তু পরে পাপিদের প্রতি পরমেশ্বরের যে অসীম দয়া আছে এই বিবেচনা করিতে২ আপন শারীরিক ক্লেশ সকল ভুলিয়া গিয়াছিল। পরে প্রার্থনা সাঙ্গ হইলে সে সুস্থির চিত্তে বাটীতে ফিরিয়া আইল; কিন্তু ঘরের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলে চৌকির উপরে কিছু দ্রব্য আছে জোতস্নার আলোতে তাহার এমত বোধ হইল। পরে বিশেষ জানিবার জন্যে নিকটে গিয়া স্পর্শ করাতে নিশ্চয় জানিল যে একটা বড় রুটী ও পাক করা মাংস এক খণ্ড রহিয়াছে। তাহাতে চমৎকৃত হইয়া এ দ্রব্য কে আনিয়াছে ইহার অনুসন্ধান করিতে ঘরের বাহিরে গেল, কিন্তু গৃহের চতুর্দ্দিকে বার২ ডাকিয়া কাহার ও উদ্দেশ পাইল না অতএব সে পুনর্ব্বার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করত পরিবার সকলকে জাগাইয়া সেই খাদ্য দ্রব্য সে দেখাইল তাহাতে তাহারা অতি আহ্লাদিত হইয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করণ পূর্ব্বক ঐ সামগ্রী ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল অনন্তর ঐ সকল সামগ্রী কে আ-নিয়াছে তাহা জানিতে সে ব্যক্তি অনেক আকিঞ্চন করি-

য়াছিল কিন্তু যাবজ্জীবন তাহার অনুসন্ধান কিছুই করি-তে পারে নাই। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরে তদ্বৃত্তান্ত এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল অর্থাৎ সেই দেশের মধ্যে এক-স্থানে কতকগুলি লোক নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। তাহারা ভো-জনকালে পরস্পর কথোপকথন করিতে২ একজন কৃপণ কৃষকের মরণাদির কথা উপস্থিত হইলে একজন বলিল ঐ ব্যক্তি আজন্মাবধি কাহার একটিও উপকার বুঝি করে নাই। তাহাতে এক মান্যা স্ত্রী উত্তর করিল একথা যথার্থ বটে, কিন্তু পূর্ব্বে তাহার গৃহে বাস করাতে তাহা হইতে যে এক পরোপকার হয় তাহা আমি জানি শুন। ঐ ব্যক্তি এক দিন প্রাতঃকালে আহারের উত্তমসামগ্রী আয়োজন করিতে আমাকে আজ্ঞা করিয়া হাটে গিয়া-ছিলেন, সন্ধ্যাকালে বিমর্ষরূপে বাটীতে আসিয়া ঐ প্রস্তুত সামগ্রী না খাইয়া শয়ন করিলেন। পরে প্রায় ডেড় প্রহর রাত্রিতে উঠিয়া একজন ভৃত্যকে জাগাইয়া ঐ খাদ্য সামগ্রী দিয়া বলিলেন, ঐ মাঠে থাকেন যে তমস হৌনম তুমি তাহার ঘরে গিয়া এই রুটী ও মাংস তাহাকে দিয়া আইস। তাহাতে সে সেখানে গিয়া দেখিল যে বাটীর সকলেই নিদ্রা যাইতেছে, অতএব তাহাদিগকে না জাগা-ইয়া ঘরের মধ্যে এক চৌকির উপর ঐ সকল খাদ্য রাখিয়া চলিয়া আইল। পর দিন আমার ঐ মনিব আ-মাকে এবং ঐ ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ আমার প্রতিবাসিগণ আমাকে কৃপণ বলে একারণ আমি গতদিবস মনস্থ করিয়াছিলাম যে তাহাদের দুই তিন জনকে ভো-

জনের নিমন্ত্রণ করিব। অতএব হাটের মধ্যেই জনকতক প্রতিবাসির সহিত সাক্ষাত্ হওয়াতে মনে করিলাম এই স্থানেই ইহারদিগকে নিমন্ত্রণ করি, কিন্তু কোন কারণে তাহা হইল না। পরে মনস্থ করিলাম বাটী যাওনের কালে পথের মধ্যে তাহারদিগকে নিমন্ত্রণ করিব, কিন্তু পথে আসিয়া নিমন্ত্রণ করি২ এমন সময়ে ভারি এক পসলা বৃষ্টি হইতে লাগিল; তাহাতে ঐ হাটুরেরা আমার সঙ্গছাড়া হইয়া অশ্বারোহণে অতিবেগে স্ব২ গৃহে গেল। এপ্রযুক্ত আমি অতিবিমর্ষ মনে বাটী আইলাম। পরে রাত্রিতে শয়ন করিয়া ভালরূপে আমার নিদ্রা হইল না, আর কিঞ্চিত্ নিদ্রা হইলে স্বপ্ন দেখিলাম, যে তমস হৌনম সপরিবারে অনাহারে মরিতেছে, তাহাতে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং আশ্চর্য্য বিষয় এই, যে আর দুইবার নিদ্রাতেও তদ্রূপ স্বপ্ন দেখিলাম। তৃতীয়বার স্বপ্ন দর্শনানন্তর আমি গাত্রোত্থান করিয়া তমস হৌনমের ঘরে রুটী মাংস দিয়া আসিতে আজ্ঞা করিলাম। তিনি আমারদিগকে আরো বলিলেন, বুঝি গত রাত্রিতে আমাকে ভূতে পাইয়াছিল নতুবা আমার এ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইত না, সে যাহা হউক এক্ষণে তাহার আর উপায় নাই তাহা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। পরে তিনি আমারদিগকে কহিলেন, দেখিও সাবধান, তোমরা এ কথা কাহারো সাক্ষাতে ব্যক্ত করিও না। এক্ষণে আমার সেই মনিব মরিয়াছেন এজন্যে এ সকল কথা গোপনে রাখিবার প্রয়োজন নাই, অতএব প্রকাশ করিলাম।

১৮

ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণেতে অসাধুর সাধুতা।

পরমেশ্বরের শাস্ত্র শুদ্ধ ও মনঃ পরাবর্ত্তক, ঈশ্বরের প্রমাণ বাক্য স্থির ও অজ্ঞানিদের জ্ঞানদায়ক।

পাসিফিক নামক মহাসাগরের কোন২ দ্বীপস্থেরা খ্রীষ্টশাস্ত্র মতাবলম্বী হইয়া ঐ শাস্ত্রে তাহাদের মধ্যে কাহার২ যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা হইয়াছিল তদ্বিষয়ে একটী কথা এই। কোন রবিবারের প্রাতঃ কালে এক'জন উপদেশক শাস্ত্রীয় এই উপদেশ দিলেন, যে চুরি করিয়াছে সে আর না করুক। পূর্ব্বে ঐ দেশে এই কথা প্রচলিত ছিল চুরি করাতে দোষ নাই বরং নিপুণ হইয়া করিলে সে কর্ম্ম উত্তম হয়। এ কথা যে শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ তিনি ইহার অনেক প্রমাণ দিয়া বলিলেন, তোমরা চৌর্য্য কর্ম্ম গোপনে রাখিতে পার বা নাই পার, পরমেশ্বরের নিকটে দুই সমান, তিনি অবশ্যই তাহা জানিতে পারেন ও এমত কর্ম্ম সর্ব্বদাই তাঁহার ঘৃণার্হ জানিবা। অধিকন্তু যে কোনরূপে হউক অত্যাচার করিয়া পরদ্রব্য গ্রহণ করিলেই চৌর্য্য সিদ্ধ হয়। তিনি আরও বলিলেন অদ্যাবধি ন্যায্যকর্ম্ম করাই কেবল তোমাদের উচিত এমত নহে, বরঞ্চ তোমরা অন্যায় করিয়া যাহার যে দ্রব্য লইয়াছ, তাহা তাহাকে অবশ্য ফিরিয়া দিবা কিম্বা তাহার মূল্য দিতে হইবে। এই২ প্রকার অনেক উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ উপদেশক শয্যাহইতে উঠিয়া দ্বার

খুলিবা মাত্র দেখিলেন যে ঘরের সম্মুখে অনেক লোক বসিয়া আছে। তাহাতে চমৎকৃত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসিলেন তোমরা এমন সময়ে কি নিমিত্তে আসিয়াছ? তাহারা উত্তর করিল মহাশয়, আমরা যখন দেবপূজক ছিলাম তখন চুরি করাতে দোষ নাই ইহা বুঝিয়া হিরো নামে এক দেবতার নিকটে চৌর্য্য কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্তে বর প্রার্থনা করিতাম; কিন্তু চুরি করিতে ঈশ্বরের নিষেধ আছে ইহা গতদিবস মহাশয়ের মুখাৎ শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া আমরা সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। এ জন্যে পূর্ব্বে যে সকল সামগ্রী চুরি করিয়াছিলাম সে সকল তোমার নিকটে লইয়া আসিয়াছি। পরে তাহাদের মধ্যে একজন একখান কুড়ালি তুলিয়া লইয়া বলিল, আমি এই কুড়ালি অমুক জাহাজ হইতে চুরি করিয়াছিলাম। আর কেহ বা একখান করাত কেহ বা একখান ছুরি ইত্যাদি নানা সামগ্রী নানা জনে দেখাইতে লাগিল। ঐ উপদেশক তাহা দেখিয়া শুনিয়া হাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন এ সকল আমার কাছে কেন আনিয়াছ? আমি ইহা চাহি না, তোমরা বাটীতে লইয়া গিয়া দেশস্থ লোকদের মধ্যে যাহার যে দ্রব্য লইয়াছ তাহা এক্ষণে তাহাকে দেও; আর যে জাহাজ হইতে যাহা হরণ করিয়াছ সে জাহাজ পুনর্ব্বার আইলে তাহা সুদসমেত নাবিককে ফিরাইয়া দিও। কিন্তু তাহার সেই কথাতে তাহারা কোন মতে সম্মত না হইয়া বলিল আমরা এ সকল দ্রব্য ফিরিয়া লইয়া যাইতে পারিব

না। পরমেশ্বর চৌর্য্য করাতে অসন্তুষ্ট হন এ কথা আমরা যদবধি শুনিয়াছি, তদবধি আমরা অতিশয় ব্যাকুল আছি; অতএব ঐ সকল দ্রব্য আমাদের ঘরে থাকিতে আমাদের মন সুস্থির হইবে না। এ জন্যে তুমি অনুগ্রহ করিয়া এ সকল লইয়া যাহার যে সামগ্রী তাহাকে তাহা ফিরিয়া দিবা। কিন্তু তাহারা যেন ঐ সকল দ্রব্য লইয়া যায় ইহার নিমিত্তে ঐ উপদেশক অনেক যত্ন করিলেও সে চেষ্টা বৃথা হইল। যদ্যপি সুবর্ণাপেক্ষাও লৌহের অস্ত্র তাহাদের অধিক উপকারি, তথাচ তাহারা ঐ সকল অস্ত্র রাখিয়া বিদায় হইল। অধিকন্তু ইহাদের মধ্যে একজন চল্লিশক্রোশ দূরস্থ আর এক উপদেশকের কোন দ্রব্য চুরি করিয়াছিল সে তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার দ্রব্য ফিরিয়া দিয়া আইল।

১৯

মৃতলোকদের নিকটে প্রার্থনা করা নিরর্থক।

অদ্বিতীয় এক ঈশ্বর আছেন, এবং তাহার ও মনুষ্যদের মধ্যে পুরুষোত্তম যীশু খ্রীষ্ট অদ্বিতীয় এক মধ্যস্থ আছেন।

রোমাণ কাতলিক অর্থাৎ রোমদেশস্থ পাপার মতানুযায়ী স্কটলণ্ডীয় একজন জমিদার রাজা আপনার তালুকের বিষয়ে বড় একটা মনোযোগ না করিয়া গোমস্তাদির উপর সকল ভার সমর্পণ করিয়া কালক্ষেপণ করিত। দনাল নামে তাহার এক জন প্রজা পৈতৃক পাট্টানুসারে কতক গুলি জমি ভোগ করিত। ঐ পাট্টার মেয়াদ প্রায়

ফুরাইয়া যাওয়াতে সে গোমস্তার নিকটে যাইয়া নূতন একখান পাট্টা যাজ্ঞা করিল; কিন্তু গোমস্তা ঐ সকল ভূমি আপনার একজন বন্ধুকে দিবার মনস্থেতে তাহাকে নূতন পাট্টা দিতে সম্মত হইল না। পরে ঐ দনাল পাট্টার নিমিত্তে তাহার নিকটে অনেক বার যাতায়াত করিলেও তাহা নিষ্ফল হওয়াতে মনে২ স্থির করিল, আমি একেবারে জমিদারের নিকটে যাইয়া আপন বিষয়ের দরখাস্ত করিব। ইহা ভাবিয়া সে জমিদারের কাছে গমন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার প্রধান দ্বারে পৌঁছিলে দরয়ানের সহিত গোমস্তার যোগ থাকাতে সে তাহাকে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দিল না। তাহাতে দনাল সে বিষয়ে প্রায় নিরাশ হইল, কিন্তু কিছুকালের পরে আর এক উপায় আশ্রয় করিয়া কৃতকার্য্য হইল। সেই কি না দরয়ানের দৃষ্টির অগোচর অন্য একদিকে গিয়া অতি-সাহস পূর্ব্বক ঐ বাটীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া একটা মপস্বল দ্বার দিয়া কোন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে স্থানে কেহ না থাকাতে যে কুটরীতে জমিদার ছিলেন সেই কুটুরীর দ্বারের নিকটে অবাধে উপস্থিত হইল। পরে তাহার ভিতরে মনুষ্যের শব্দ শুনিতে পাইলে এ শব্দ কাহার, ইহা জানিবার নিমিত্তে সাবধান পূর্ব্বক কর্ণ-পাতিয়া শ্রবণ করিতে লাগিল; তাহাতে সে বুঝিল এই শব্দ জমিদারের বটে, এবং ইহাও জানিল যে ইনি মারিয়াম কুমারী প্রভৃতি বিখ্যাত মৃত ধার্ম্মিক দিগকেউদ্দেশ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন; অতএব কম্পিত

কলেবরে কিঞ্চিদ্দূরে গিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার প্রার্থনা সাঙ্গ হইলে দনাল অতিধীরে২ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। ঐ জমিদার তাহা শুনিয়া বলিলেন তুমি কে বট? ঘরের ভিতরে আইস। সে তাঁহার আজ্ঞানুসারে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনি জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি নিমিত্তে আসিয়াছ? তাহাতে দনাল তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত শুনাইয়া পশ্চাৎ বলিল, আপনি যদি মনোযোগ পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা না করেন তবে সপরিবারে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। রাজা তাহার সেই কাতরোক্তিতে করুণাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, তুমি যাও ভয় নাই আমি তোমাকে পুনর্ব্বার পাট্টা দিব। পরে দনাল অনেক ধন্যবাদ পূর্ব্বক রাজার অনুগ্রহ স্বীকার করিয়া বিদায় হইল। কিন্তু রাজা যে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা না করিয়া কেবল পরলোক গত মনুষ্যদিগের নিকটে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ইহাতে অতি দুঃখিত হইয়া পুনর্ব্বার তাহার নিকটে গিয়া নিবেদন করিতে লাগিল; হে প্রভো আমি দুঃসাহসী হইয়া অত্যাচার করণ পূর্ব্বক তোমার কাছে গিয়া অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়াছি, আপনি সে দোষ আমার ক্ষমা করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন কিন্তু আমি আরো কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি যদি আজ্ঞা করেন তবে সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি। রাজা কহিলেন ভাল তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কহ। তখন সে বলিল, আমি অতি বিপদগ্রস্ত হইয়া আপন রক্ষার্থে দুঃসাহস পূর্ব্বক

যখন তোমার গৃহের দ্বারের নিকটে দাঁড়াইলাম তখন আপনি মরিয়াম কুমারী প্রভৃতি মৃতমনুষ্যের নিকটে প্রার্থনা করিতেছিলেন ইহা আমি শুনিলাম; কিন্তু আমার বোধ হয়, যেমন আপনকার গোমস্তা এবং দরয়ান আমার কিছুই ভাল করিল না, তেমনি মৃতব্যক্তিদের হইতেও তোমার পরিত্রাণের কিছুই উপায় হইতে পারে না। আমি যদি গোমস্তা ও দরয়ানের ভরসায় থাকিতাম তবে আমার সর্ব্বনাশ হইত, আপনি আমার প্রভু, আপনকার আশ্রয় লইয়া বাঁচিয়াছি; অতএব আপনিও মৃতলোকদের ভরসা ত্যাগ করিয়া যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিজের আশ্রয় লইয়া পরিত্রাণ যাচ্ঞা করেন, তবে তিনি আপনকার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন, যেহেতুক তিনি আপনি কহিয়াছেন যে কেহ আমার নিকটে আইসে আমি তাহাকে কোনমতে দূর করিব না। অতএব আমি এই মিনতি করি আপনি তাঁহারি আশ্রয় লউন। রাজা দনালের এই সকল কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন কিন্তু তাহার উপরে কিছু ক্রোধ করিলেন না। বরং সে বিদায় হইলে তিনি তাহার কথাতে মৃতলোকদের আশ্রয় লওন বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিলেন, এবং শেষে তাহা মিথ্যা বোধ হওন প্রযুক্ত ত্যাগ করিয়া একান্তমনে কেবল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লইলে পাপের মার্জ্জনা ও মনের শান্তি পাইয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইলেন। ইতি।

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

BENGA'LI.

Miscellaneous Series.] [No. 30.

মধুরচরিত্র।

CONVERSION AND DEATH OF MADHU, A NATIVE YOUTH.

এতদ্দেশীয় এক জন যুবা লোকের

খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণ এবং মৃত্যু হওন তদ্বিবরণ।

কিছু দিন গতে বেন্যামিন্ নাম বর্দ্ধমান নিবাসি এবং উত্তম গুণশালী ও খ্রীষ্টাশ্রিত এক জন যুবা লোক পর-লোক গমন করিল। অতএব এতদ্দেশীয় অন্য২ লোক ঐ যুবা ব্যক্তির মূল বিষয় জ্ঞাত হইবাতে ধর্ম্ম চেষ্টা করণে উপকৃত ও ভরসান্বিত হয় এ জন্যে তাহার কিয়দংশের সংক্ষেপ বিবরণ করিয়া লিখিয়া দিলাম। হিন্দু ধর্ম্মে নিষ্ঠ হওন কালে ঐ যবনের মধুসূদন নাম ছিল আর সে কেবল ছয় মাসের বালক হইলেই পিতা মাতা দুই জনে মরিয়া গিয়া ছিলেন। তাহাতে মাতার ভ্রাতা অনাথ শিশুকে নি-জালয়ে রাখিয়া পোষণ পালন করিতে লাগিলেন। উপ-যুক্ত সময়ে সে চুঁচুড়ার কোন পাঠশালাতে কয়েক বৎসরা-বধি লেখাপড়া শিখিতেছিল পরে সে স্থানের যে আর এক পাঠশালায় বিনা মূল্যেতে বিদ্যা শিক্ষা হয় সেই পাঠশা-লাতে অল্প দিনের শিষ্য হইয়া ইংরেজি ভাষার অক্ষর

1st Ed.] 1836. [10,000 Copies.

এক প্রকার পড়িতে শিখিল। তাহাতে সে ষোড়শ বৎসর বয়স্ক অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর মাতুল খ্রীষ্টধর্ম্মের ভাব উত্তম রূপে বুঝিয়া ও আপনি হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই কিন্তু উক্ত স্থানের যে পাদরি সাহেবের আজ্ঞাধীনে বিষয়ি কর্ম্ম করিতেন তাঁহার নিকটে যুবা মথুরকে আনিয়া দিলেন। তাহাতে সাহেব এবং তৎ পরিজন লোক সকল যুবনের অতিশয় সুশীলতা ও সরল ভাব ও শিষ্টাচার দেখিয়া তাহার প্রতি এক কালে সুপ্রণয়ী হইলেন। আর বারম্বার তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে২ ও তাহাদের কোন বিতুষ্টির কারণ উঠিল না বরং পূর্ব্ব প্রেম আরো বাড়িল। কিছু কাল পরে যুবা ব্যক্তি অসুস্থ হইল এবং উপস্থিত ব্যাধি ক্রমে২ অধিক শক্ত হইবাতে তাহার বিষয়ে প্রাণ সংশয় উঠিল। সে তৎক্ষণে মাতুলের ঘরে থাকিতেছিল অতএব পাদরি সাহেব ঘরে আসিয়া যুবার সঙ্গে খ্রীষ্ট বিষয়ে কথা কহত উপদেশ দেন ইহাতে মাতুলের স্ত্রী স্বীকৃতা হন নাই তাহাতে সাহেব আসিতে না পারাতে যুবা ব্যক্তির উত্তম পরকালের নিমিত্তে অতিশয় সন্দিগ্ধ ও ব্যাকুলমনা হইয়া পরমেশ্বরের স্থানে নিত্য২ প্রার্থনা করণ ভিন্ন আর কোন উপায় পাইলেন না। কিন্তু পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া প্রার্থনা বাক্যেতে সন্তুষ্ট হইলেন তাহাতে অনপেক্ষিত মতে রোগোপশম হইতে লাগিলে যুবা ব্যক্তি অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হইল। আর তাহার বিষয়ে চেষ্টা পূর্ব্বক

যে পারমার্থিক মঙ্গল প্রার্থনা করা গিয়াছিল তাহা ও সফল হইল। যেহেতুক আরাম পাইলে পর যুবা ব্যক্তি উত্তম ধার্ম্মিক কোন এক খ্রীষ্টিয়ান লোকের স্থানে কর্ম্ম পাইয়া দিনে২ ইংরেজি লিখিতে২ উত্তম বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেছিল এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর যে পরমার্থ বিষয় এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মশ্র উভয় বিষয়ে সাহেবেরা তাহার সঙ্গে পুনঃপুনঃ কথোপকথন করিতেছিলেন তাহাতে তাহার খ্রীষ্ট ধর্ম্মে সত্য বোধ এবং তারি বিষয় জ্ঞান হইল আর দেবপূজা করা যে সে অতিশয় অনর্থক এবং পাপ কর্ম্ম বটে ইহা ও ভাল মতে বুঝিয়া স্বীকার করিল কিন্তু মনের বুদ্ধি দ্বারা যে উপদেশেতে উত্তম বোধ হইয়া উঠিল সে অন্তঃকরণে ভাল লাগিল না তাহাতে কোন্ পথে গমন করিবে ইহা স্থির করিতে উপদেশ পাইয়া ও সে অনেকদা এরূপ কথা কহিল, "আমি এ পর্য্যন্ত জাতি হারাইতে পারিলাম না"। কিন্তু যুবা ব্যক্তির খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি ঐরূপ অশ্রদ্ধা এবং অনাসক্তি থাকিতেও প্রতিপালিকার প্রতি তাহার অনন্য প্রেম ভাব প্রকাশ পাইল। আর সাধারণ হিন্দুদিগের ন্যায় কুটিলান্তঃকরণ ও অযাথার্থিক না হওন প্রযুক্ত সে মধ্যে২ সারল্য এবং অকাপট্য রূপে অনেক২ প্রেমের কথা ও কহিল।

আর দিনে২ যেরূপ সদুপদেশ পাইতেছিল তাহাতেও সে সুমনোযোগী এবং অতিশয় চেষ্টাবান থাকিল

ইহার প্রমাণ এই আছে ইনি আর ২ কোন যুবা ব্যক্তি দিগকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের স্থানে শিক্ষা করিতে প্রতি দিনে আসিত এবং অন্যেরা ও উপদেশের ভাগী হয় সাহেবের ঠাই এ রূপ বিনয় প্রার্থনা করিত অতএব বোধ হয় ইনি কেবল মাতুলের ভয়ে ভীত প্রযুক্ত ত্বরায় খ্রীষ্ট ধর্ম্মাশ্রয় করিল না কিন্তু শেষেতে তাহা গ্রহণ করিবে মিত্র লোকের এরূপ আশা জন্মিল।

ইতি মধ্যে বিধাতার ইচ্ছাক্রমে তাহার বর্দ্ধমানে গিয়া থাকার আবশ্যকতা হইলে ইনি উপকারিণীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রণয় প্রকাশ পূর্ব্বক সেখানে বাস করিতে স্বীকৃত হইল এতদ্ঘটনাতে ইনি দেবপূজকেরদের সংসর্গ দায়ে মুক্ত হইয়া পারমার্থিক বিষয়ে অনবরত উপদেশ পাইবার ও খ্রীষ্টীয়ানদের ভজনাদি শ্রবণ দর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। অতএব মঙ্গল সমাচার যে রূপ ঘোষণা দ্বারা সদাত্মার শক্তিতে মনুষ্যেরদের ঈশ্বর প্রতি চিত্তাকর্ষণ হয় তাহাতেই অল্পকালের মধ্যে যুবনের অতিশয় মনোযোগ দেখা হইল। যেহেতুক ইনি সাধারণ প্রার্থনা করণের নিয়মিত কালে ভজনালয়ে দিনে ২ প্রস্তুত হইল কখনো অপ্রস্তুত হয় নাই এবং প্রতি দিনের সায়ংকালেও সৎ খ্রীষ্টীয়ান গণের সহিত প্রার্থনা করিতে সাহেবের ঘরে আগমন করিল। আর পাদরি সাহেব যাবৎ সময় উপদেশ দিতেছিলেন তাবৎ সময় ইনি নিকটস্থ হইয়া সাহেবের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া

রহিল প্রায় অন্য দিগে চক্ষু ঘুরাইল না। সাহেবানেরা তাহার ঐ রূপ মনোযোগ ও সুব্যবহার দেখিয়া ও তাহাকে গুপ্ত মতে প্রায় কথা কহিলেন না কেবল ঈশ্বরের স্থানে আরো অতি ব্যগ্রতা পূর্ব্বক তাহার বিষয়ে প্রার্থনা করত ঐশ্বরিক বাক্য তাহার মনে লাগিয়া স্বশক্তিতে ধর্ম্মার্থ সিদ্ধ করিতে দিলেন।

কিছু কাল গতে ইনি লৌকিক জাতি হারাইবার প্রাথমিক চিহ্ন দেখাইল ফলতঃ সেখানকার কোন এক খ্রীষ্টিয়ান লোকের সহিত আপনাহইতে আহার করিতে লাগিল। শেষে দুই এক সপ্তাহের বিলম্ব মাত্রে ইনি ধর্ম্ম শাস্ত্রের ভাব আরো উত্তম রূপে বুঝিলে পর জল-সংস্কার অর্থাৎ বাপ্তিস্ম পায় এ রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিল। অতএব এ আশায় ইনি কিছু দিন অতি যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেছিল তাহাতে খ্রীষ্টে বিশ্বাস না করিলে কাহারো কোনক্রমে পরিত্রাণ ও নিত্য পরমায়ু হয় না ইহা স্থির বোধ করিল। অতএব ঈশ্বরের পুণ্য বাক্য মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করণেতে আর ২ লোক পরিত্রাণের বিষয়ে যেরূপ সুজ্ঞানী হইয়াছে ইনি ও সেরূপ পরমজ্ঞানী হইল।

পরে ইনি সাহেবের অনুমতিতে খ্রীষ্টের ভক্তগণ মধ্যে গণিত হয় ইহাতে যে রূপ নিবেদন করিল সেও সরলান্তঃকরণ লোকের সুবুদ্ধি এবং সাহেবের অতিশয় আশ্বাস জনক লক্ষণ হইল বটে। সে এরূপ হইল কেননা

দিন কোন এক সাংসারিক কর্ম্মান্তে ইনি সাহেবের স্থানে আসিয়া অতি বিনয় ও লজ্জা প্রকাশ পূর্ব্বক "আমি আর হিন্দু হইয়া থাকিতে পারিলাম না আমাকে খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে অন্তর্গত করিতে মহাশয়ের আজ্ঞা হয় এই নিবেদন" এ মাত্র কহিল। পরে তাহার সত্য মতে ও সদ্ধর্ম্মেতে স্থির প্রত্যয় এবং পরমার্থ বিষয়ে গুরুতর বোধ আছে তাহা স্বীকার করিল আর ঐ সকল বিষয়েতে যাহা২ কহিল এবং জিজ্ঞাসার যে২ উত্তর দিল তাহা সমস্ত দ্বারা তাহার শাস্ত্রানুযায়ি উত্তম জ্ঞান ও প্রতীতি বোঁধ আছে ইহাতে সাহেবের কোন সন্দেহ থাকিল না অতএব তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ সংস্কার করিতে বিনা সংশয়ে স্বীকৃত হইলেন।

পরে সেখানকার যে কএক ভক্ত লোক ছিল তাহাদের সাক্ষাৎকারে যুবনের সুশক্ত পরীক্ষা হইবাতে বোধ হইল ইনি প্রায় অন্যাপেক্ষা ও খ্রীষ্টের মত উত্তম রূপে বুঝিয়াছেন তাহাতে যে দয়াল ত্রাণকর্ত্তার সহিত যথাভরসা ইনি এক্ষণে স্বর্গ সুখেতে আছে তাঁহার পরিবাঁর লোকের মধ্যে তাহাকে বাপ্তিস্মদ্বারা প্রবিষ্ট করা গেল। হায়২ যে সকল লোকেরা সে সময় প্রস্তুত হইলা তাহার সদাচার ও সরল ভাবের ঐ রূপ উক্ত প্রমাণ পাইয়া তাহার বিষয়ে অতিসন্তুষ্ট ও মমতাবিষ্ট হইয়াছিল অতি অল্প দিনের মধ্যে ইনি লোকান্তর গামী হইবে ইহা তাহারা কোন ক্রমে অনুমান করিতে পারিল না।

বরঞ্চ ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বদেশীয়দের উপকারার্থে নানা প্রকার চেষ্টা পাইয়া পরিশ্রম করিবে ইহাই বোধ করিয়া উত্তম ভরসা যুক্ত হইয়াছিল।

কিন্তু যে বিধাতার কর্ম্ম অস্মদাদির কর্ম্মের ন্যায় নয় তিনি অল্প দিনান্তে উহাদের ঐ ভরসা ভঙ্গ করিয়া এমত প্রিয় যুবনের যৌবন কালেও আয়ুঃশেষ হওনের আজ্ঞা দিলেন।

সংস্কার হওনাবধি মৃত্যুগমন পর্য্যন্ত যৎকিঞ্চিৎ অল্প কাল হইল তত্তাবৎকালে তাহার কোন বৃহদ্ঘটনা হয় নাই। ইনি কেবল রীতি ক্রমে উচিত কর্ম্ম করিতে২ তাহার প্রত্যক্ষতঃ কোন ভাবান্তর প্রায় হইল না যেহে-তুক প্রভু যীশু যে পূর্ব্বকালীন ব্যক্তিকে প্রসন্নচক্ষু করিয়া দেখিয়া তাহাকে প্রেম করিয়াছিলেন তাহার ন্যায় হইয়া ইনি স্বভাবতঃ সুশীল ও সর্ব্বপ্রিয়তম হইল। কিন্তু অভ্যন্তরে তাহার ধর্ম্ম পক্ষে নূতন স্বভাব হইয়া উঠিয়া-ছিল ইহার নানা বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল। দেখ দাউদ রাজা এ যে কথা কহিয়াছিলেন যথা "আইস আ-মরা ঈশ্বরের ভজনালয়ে যাই অন্যান্যের এই উক্ত বাক্য শুনিবা মাত্রে আত্মার হর্ষ বোধ হইল" আর "সীওনে অর্থাৎ পুণ্য স্থানে পাদার্পণ করিতে২ আমি আহ্লাদিত হইলাম এই বাক্যদ্বয়েতে নিশ্চয় বোধ হয় ব্যক্তির ঈশ্বরেতে অতিভক্তি ও তাঁহার প্রতি সুপ্রেমভাব ছিল অনেকে এ কথা কহে। এবং দাউদ আরো লিখি

আছেন যথা "আমি প্রভুর স্থানে এক বর মাত্র প্রার্থনা করিয়াছি ফলতঃ আমি যেন প্রভুর আলয়ে নিত্য বাস করত তৎসৌন্দর্য্য দেখিতে এবং ভজনাগারে তাঁহারি আরাধনা করিতে পারি আমি ইহাতেই সদা সচেষ্ট থাকিব।" এতৎ সমস্ত কথানুসারে বেন্যামিনের ও ঐ রূপ মনের সুভাব দর্শিল এবং ইনি তদনুযারি সুব্যবহার করিতে ও সদা উদ্যুক্ত থাকিল।

উপরে, উক্ত মাসের চৌদ্দই তারিখে বেন্যামিন পীড়িত হইতে লাগিল তাহাতে তাহাকে জ্বরগ্রস্ত বোধে ঐ ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ সেবন করা গেল কিন্তু অল্প দিন পরে দৃষ্ট চিহ্নদ্বারা কোন রোগান্তর বোধ হইবাতে পীড়িত যুবার প্রাণ রক্ষা বিষয়ে সকলের অতিশয় শঙ্কা হইয়া উঠিল সে সময় ইনি যে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল সেই ধর্ম্মের উৎকৃষ্টভাব ও সুখজনক শক্তির সুনিদর্শন দেখা হইল যেহেতুক ইনি রুগ্নতাকালেও তাহার পরিত্রাণ হয় তচ্চেষ্টাকারিদের বিষয় পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করত তাহাদের প্রতি আপন অতিশয় কৃতজ্ঞতা ও মমতা প্রকাশ করিয়া জানাইল আর ইনি তাহাদের প্রতি যে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিল তাহা ও অসাধারণরূপে প্রকাশ পাইল। এক দিবস ইনি রোগের আতিশয্য প্রযুক্ত প্রলাপী হওত এতদ্দেশায়েরা সখ্যভাবে পরস্পর কথোপকথন যে দ্বারা করে সে রূপ পাদরি সাহেবের সহিত ও সখ্যবোধে অনেক কথা কহিল কিন্তু সচেতন হইলে পর সাহেবের

প্রতি আপনার কৃত ঐ অনাদর জ্ঞাত হইয়া ইনি সাহে-বকে বিনয় পূর্ব্বক ডাকাইয়া কহিল মহাশয় আপনকার প্রতি যে কোন অনাদরের কথা কহিয়াছি তজ্জন্য আমি অতি খেদিত হইলাম আপনি তাহা ক্ষমা করুন আর যদবধি সাহেব পুনঃপুনঃ করিয়া আমি প্রলাপ বাক্যেতে মনোযোগ করি নাই এ কথা না কহেন তদবধি ইনি শান্তমন হয় নাই আর কোন সময়ে ইনি সাহেবকে এ রূপ বাক্য কহিল যথা "সকলেই আমার প্রতি যে কেবল প্রেম প্রকাশ করিতেছে সে আমার নিজ গুণ প্রযুক্ত নয় কিন্তু মতপ্রতি আপনকার কৃত অনুগ্রহ তন্নি-মিত্তেই হয় তাহা আমি জানি কেননা আমিই এমত প্রেমের অযোগ্য"।

ধর্ম্মশিক্ষাদায়ী এবং অত্যুত্তম ব্যবহারি যে এক জন খ্রীষ্টিয়ান লোক বেন্যামিনের প্রতি পিতৃতুল্য স্নেহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছিলেন সে ব্যক্তি তাহার মরণের পূর্ব্ব রবিবার দিনে আগত হইয়া তাহাকে মুমূর্ষু বোধ করিয়া প্রাণত্যাগকরণ সময় প্রস্তুত হওনার্থে পরিবার লোক সমুদায়কে ডাকিলেন কিন্তু কিয়ৎ বিন্দু মদিরা খাইবাতে ইনি অল্পকালের নিমিত্ত আরবার সচেতন হইয়া নিকটস্থ বন্ধুকে দেখিতে চিনিতে পাইল তখন পাদরি সাহেব প্রেম সম্বোধনে জিজ্ঞাসিলেন তুমিমরণোদ্যত হইয়াছ বটে অতএব তুমি কি ঈশ্বর স্থানে যা-ইতে বাঞ্ছিত আছ ইনি উত্তর করিয়া কহিল হাঁ মহাশয়

যীশু বিনা আমার এখন আর কে আছে? সংসারের বন্ধু সকল এবার আমার কিসেতে উপকারী হইতে পারিবে? আমি তোমা সকলের প্রতি অতিশয় প্রণয়ী হইয়া আছি আর আমার অতিপ্রিয়া প্রতিপালিকা বিবি সাহেবের ধর্ম্ম কর্ম্মেতে কিঞ্চিৎ সহকার করিতে বাঞ্ছিত ছিলাম কিন্তু এখন বুঝি মরিতেছি অতএব যীশুর স্থানে যাইতে আমার বড়ই ইচ্ছা এবং তদাশায় আমার অতি সন্তোষ ও আছে। তবে তো যীশু তোমার কৃতপাপ কর্ম্ম জানিয়া ও তোমাকে গ্রাহ্য করিয়া রাখিয়াছেন ইহা কি তুমি বোধ করিতেছ? হাঁ সাহেব অবশ্য তিনি আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন যেহেতুক আমরা তাঁহার কাছে আসিলে তিনি আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন তাহার এই রূপ স্থির প্রতিজ্ঞা হইয়াছে। তবে তিনিই পরিত্রাণের এক উপায় মাত্র স্বরূপ হন ইহা জ্ঞান করিয়া তুমি কি তাঁহার শরণ লইয়া প্রত্যয়ী হইয়াছ? সে আর বারো উত্তর করিয়া এ মাত্র বলিল যীশু বিনা আমার আর কে আছে?

পরে দুই হস্ত যোড় করিয়া এবং অবসন্ন চক্ষুর্দ্বয় মুদিয়া এ রূপ রসজনক প্রার্থনা বাক্য কহিতে লাগিল "হাঁ হাঁ প্রভু যীশু, ধন্য ২ যীশু, তুমিই আমার ত্রাণকর্ত্তা আইস যীশু হে, শীঘ্র করিয়া আমার ত্রাণ করিতে আইস আপন পুণ্য দূতগণকে পাঠাইয়া আমাকে তোমার নিকটে আনিতে আজ্ঞা হউক।" কিয়ৎকালের নিমিত্তে

তিনি ঐ রূপ বাক্য কহিবাতে প্রস্তুত সকলের অশ্রুপাত হইয়া উঠিল। পরে চক্ষু খুলিয়া বিবি সাহেবকে অশ্রুমুখা দেখিয়া আপন ক্ষীণ গালের উপরে ও চক্ষুর জলধারা হইতে২ ইনি এরূপ কথা কহিল "দেখ দেখ বিবি সাহেব আমার প্রিয়া বিবি সাহেব আমারি জন্যে অশ্রুপাত করিতেছেন" ইহা বলিয়া বিবি সাহেবের হস্তকে স্বহস্তে ধরিয়া আপন ওষ্ঠে লাগাইয়া মৃদু চুম্বন করিয়া কহিল হে আমার প্রিয়া এবং হিতকারিণী বিবি সাহেব তুমি রোদন করিও না আজিকার দিবস উত্তম দিবস (তখন রবিবার দিবস বহিতেছিল) আজি আমি য়ীশুর কাছে গিয়া থাকিব আমার মরণের পর রোদন করিও কিন্তু এখন কিছুই বিলাপ করিও না। তাহার পরে যে কএক খ্রীষ্টীয় যুবতী স্ত্রী লোকের মধ্যে এক কন্যার সহিত ইনি বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিল তাহা সকলকে ডাকাইয়া কহিল "হে কন্যারা আমি তোমাদিগকে বিস্তর কথা কহিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম কিন্তু এখন আমি আর পারিলাম না কেবল একটি কথা কহি তোমরা ঈশ্বরের স্থানে নিত্য প্রার্থনা কর নিত্য২ প্রার্থনা কর" ইহা কহিয়া যে পর্য্যন্ত চেতনের লোপ না হইল সে পর্য্যন্ত ইনি মধ্যে২ আরো সদুপদেশের কথা কহিল কিন্তু রোগের আত্যন্তিক বৃদ্ধি হওন প্রযুক্ত ইনি ত্বরায় প্রায় প্রলাপী হইল। পরে কিয়ৎ কালের নিমিত্তে রোগো-

পশম হইবাতে সাহেবানেরা তাহার প্রাণ রক্ষার ও আশা বোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু সে আশার আস্ত-ভঙ্গ হইল যেহেতুক প্রতিক্ষণে তাহার বল হ্রাস হইতে২ পর মঙ্গলবারে দিনমানের এগার ঘণ্টার সময় ইনি যে ত্রাণকর্ত্তাকে না দেখিয়া ও প্রেমভক্তি করিতে ছিলেন তাঁহার হস্তে আপন প্রাণ সমর্পণ করিয়া দিল আর স্থির বোধ হয় ইনি এক্ষণে তাঁহাকে মুখামুখি দর্শন করত সুখেতেই আছে।

যাহারা মৃত যুবা ব্যক্তির সুস্বভাব উত্তম রূপে বুঝিয়া তাহাকে ভাল বাসিয়া ছিলেন তাহারা তাহার আশু মরণ দ্বারা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু "আপন তাবৎ কর্ম্ম উত্তম রূপে করেন যে ঈশ্বর" তাঁহারি কর্ম্ম সে ও হইল আর তিনি যাহাদিগকে পাপে মুক্ত করেন তাহারা কোথায় গিয়া থাকিয়া কি করিয়া সুখসাধন করিতে পারিবে ইহাও তিনি মনুষ্য সন্তান অপেক্ষা ভাল রূপে জানেন আর "সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্ববংশীয় ওসর্ব্ব-রাজ্যীয় ও সর্ব্বভাষাবাদী অগণ্য যে লোকারণ্য শুভ্র বস্ত্র পরিহিত হইয়া ও তালবৃন্ত হস্তে লইয়া সিংহা-সনের ও মেষশাবকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পরিত্রাণ বিষয়ে সিংহাসনোপবিষ্ট ঈশ্বরের ও মেষ-শাবকের অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের জয়২ কার হউক" ইহা বলিয়া সদা সুখেতেই আছে শেষ দিনে উক্ত যুবা ব্যক্তিকে ও তন্মধ্য স্থিত দেখিয়া চিনিবে ইহা

স্থির বোধ করাই মিত্র লোকের পরম সান্ত্বনার কারণ হইয়াছে।

শেষে যাহারা অনেক প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া এবং অনেক বার ভগ্নাশ হইয়াও অনবরত পরিশ্রম করত এ দেশে মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে আসিতে ছেন তাহারা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত দ্বারা ঐ দুষ্কর ও মহৎ কর্ম্ম করণে মহাসান্ত্বনাতে সান্ত্বিত হইতে পারিবেন যেহেতুক হিন্দুদিগের পরিত্রাণার্থে অতিচেষ্টা পূর্ব্বক শ্রম করিলেই সে শ্রম সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা হয় না ইহার উপরে লিখিত একটা নিদর্শনরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইয়াছে। হে ভ্রাতারা, ঈশ্বর হিন্দুদিগের মধ্যহইতে ও "অবশিষ্ট কএক জনকে মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন" হাঁ রাখিয়াছেন বটে আর অবশিষ্ট যাহারা তাহারা অতি অল্প লোক ও নয় বরঞ্চ এ দেশীয়দের মধ্যে ও অনেকেই ঐশ্বরিক অনুগ্রহ প্রাপ্তিদ্বারা মনোনীত হইয়া ত্রাণ পাইবে এমন ভরসা আছে। অতএব তোমরা আরো দৃঢ়প্রত্যয়ী হইয়া অতি ঔৎসুক্য ও ভরসা ও যত্নপূর্ব্বক পরিশ্রম করত ঈশ্বরের কর্ম্ম কর তাহাতে বেন্যামিনের তুল্য অনেকানেক উত্তম শিষ্যেরা "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন কালে তোমাদের আনন্দ ও শ্লাঘারূপ জয়মুকুট হইবে।"

দ্বিতীয়তঃ। পর্ব্ব বৃত্তান্তই আর২ যুবা হিন্দু লোকের ধর্ম্ম বিষয়ে উপযোগী এবং চিত্তাকর্ষক হয় এই আশা আছে উহাদের মধ্যে যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া

আছে তাহাদের প্রতি এ উপদেশ দেওয়া যাইতেছে ফলতঃ তাহারা উক্ত যুবার ন্যায় সুশীল ও ঈশ্বরনিষ্ঠ ও সদাচারী হইয়া থাকুক আর ইনি খ্রীষ্টমত গ্রহণ করিলে পর যেরূপ পাপভয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে আশু বোধ দেখাইল তদনুসারে ও সদ্ব্যবহার করণে স্থির-মন হউক।

আর স্থিমনাঃ যাহারা তাহারা ও বেন্যামিনের দৃষ্টান্তদ্বারা ধর্ম্ম বিষয়ে অবিলম্বে স্থিরমন হওয়ার আবশ্যকতা বোধ করে এবং আর২ সদুপদেশ প্রাপণে মনোযোগী হয় এই বাঞ্ছা আছে। ইনি যদি আর কিঞ্চিৎ গৌণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় না লইয়া থাকিত তবে বুঝি আশু মরণ প্রযুক্ত তাহার সর্ব্বনাশ অর্থাৎ উত্তম পরকালের হানি অবশ্য হইত। আর হে পাঠকেরা কি জানি তোমাদেরও আয়ুঃশেষ প্রায় উপস্থিত আছে হইতে পারে তোমরা ও অতিত্বরায় মরিয়া যাইবা। অতএব তোমরা কাহার কর্ম্ম ও কাহার সেবা করিবা ইহা আজিই নির্ণয় করা উচিত। আমাদেরি ঈশ্বর যদি পরমেশ্বর হন তো কেবল তিনি মাত্র তোমাদের এবং সকল মনুষ্যদের কর্ত্তা হন এবং প্রত্যেকজনের উপযুক্ত প্রেম ও ভক্তির অধিকারী ও হন কিন্তু যদি দেবপূজকেরদের দেবতা মানিয়া অনুপযুক্ত ও নিরর্থক সেবাতে রত হও তবে অল্পকালের মধ্যে এমন অবুদ্ধির যথোচিত প্রতিফল অর্থাৎ দণ্ডভোগ করার

অপেক্ষা মাত্রি আছে। কেননা "যেখানে ক্রন্দন ও বিলাপ ও দন্তের কিড়িমিড়ি মাত্র হয়" সেখানে গিয়া তোমরা অবশ্য তাহা ভুঞ্জন করিবে যেহেতুক শাস্ত্রেতে কহেন "যাহারা জানিয়া শুনিয়া ও সত্যপালন ত্যাগ করিয়া মিথ্যা কথা মানে এবং কুব্যবহার করিয়া থাকে তাহাদের পাপ নাশার্থে আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই"। দেখ আমি আজি তোমাদিগকে হিতাহিত সমস্ত ফলতঃ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও শাপ বাক্য এবং স্বর্গ সুখ ও নরকের সর্ব্বনাশক যন্ত্রণাদি জানাইয়া দিলাম অতএব তোমরা বুদ্ধিমন্ত হও এবং শরীর ও আত্মা উভয়ের দৌর্ব্বল্য কালে বলবৃদ্ধি দিতে পারেন এমত যে যীশুকে সত্য ত্রাণ কর্ত্তৃ বোধ পূর্ব্বক তদ্ধর্ম্মের আশ্রয় লও। ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আপন সদাত্মা দ্বারা তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করুন তাহাতে হিন্দুরা সকলে অবিলম্বে তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত সল্লোকের ন্যায় সত্য পালক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পরপ্রেমী ও পাপ ঘৃণাকারী ও প্রফুল্লচিত্ত হউক। আমেন!

গীত।

(মরণ কালীন)

ঐ সংসার ছাড়িয়া যাইবার কালেতে
কেহ নাহি সঙ্গে আপনার বলিতে।

১ ভাই রে যখন মৃত্যুর ভার ঘটিবে অপার
সাধ্য নাহি কার ঠেলিতে
প্রতিবাসী যত তারা হবে ভাবিত
কিন্তু কেহ না পারিবে রাখিতে।

২ ভাই রে দারা সুতগণ আছে যত জন
করিবে ক্রন্দন শোকেতে
তারা দেখিবে নয়নে মলিন ক্ষণে২
বান্ধি লইয়া যাইবে বিষম কালেতে।

৩ ভাই রে তেঁই বলি শুন হও সচেতন
ধর যিশুর চরণ এক্ষণেতে
তবে ভব ভয়ে পার হইবে তোমার
প্রভু আপনি কাণ্ডারী ত্রাণ নৌকাতে।

৪ ভাই রে ঈশ্বরীয় কার্য্য অতি সে আশ্চর্য্য
নরে কি তা পারে বুঝিতে
বলে কাঙ্গাল দুরাচার প্রভুর মহিমা অপার
দেখ কায়া বান্ধা আছে মায়া দড়িতে।

CALCUTTA:
PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK
SOCIETY, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.
1837.

সৃকত্ভক্তির বিষয়

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিস্থিতি ও পালন রক্ষণ কর্ত্তা অতএব কায়মনোবাক্য দ্বারা তাঁহারি আজ্ঞা পালন ও সন্তোষক ব্যবহার করা আমাদের অতি উচিত কর্ম্ম, এতদ্বিষয়ক ধর্ম্মোপদেশ

করিন্থনগরনিবাসিদের প্রতি সাধু পাউলের লিখিত প্রথম পত্র তাহার ষষ্ঠ আধ্যায়ের উন্নিশ এবং বিশ পদে এরূপ লেখা আছে যথা "তোমরা আপনার আপনি নও, যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ। অতএব ঈশ্বরের যে তোমাদের শরীর এবং আত্মা তদুভয় দিয়া ঈশ্বরেরই মহিমা প্রকাশ কর."

অনেকে বলে আমরা স্ববশে আছি, আমাদের কর্ত্তা কে? আমরা স্বাধীন পরাধীন নই. আপনাদের যা ইচ্ছা তাহাই করি; নিজ মুখও আপনাদের এবং মনে যা লয় তাহাই কহি কে বারণ করিবেক? আর যদ্যপি প্রকাশ রূপে এমন কথা না কহে তথাপি অন্তঃকরণের মধ্যে এরূপ জ্ঞান করে. কিন্তু সে সকল লোক

অজ্ঞান এবং অপণ্ডিত অর্থাৎ স্বভাবতঃ বুদ্ধিহীন হইয়া শাস্ত্রাদি পাঠ ও শ্রবণ ও ধ্যান না করিয়া পারমার্থিক বিষয়ে অবিজ্ঞ থাকে. কিন্তু পরমজ্ঞানী ও সুপণ্ডিত যে পাউল ইনি কি বলেন. "তোমরা আপনার আপনি নও; কেননা তোমরা বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ ইত্যাদি." ইহার স্থূলার্থ এই. তোমাদের এক জন কর্ত্তা অবশ্যই আছেন কোন২ অবিজ্ঞ লোক আমরা স্বাধীন ইত্যাদি যাহা বলে সে সকলি মিথ্যা. যাহার কর্ত্তা আছেন সে কোনক্রমে স্বাধীন হইতে পারে না বরঞ্চ কর্ত্তার অধীন. আর দেখ তোমরা ক্রীত হইয়াছ ফলতঃ তোমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক বেতনগ্রাহি ভৃত্য তা নয় বরং কর্ত্তার ক্রীত দাস দাসী স্বরূপ হইয়াছ. তবে কেমন করিয়া স্বাধীন হইতে পার? বরং কায়মনোবাক্যেতে নিজ কর্ত্তার বশতাপন্ন ও আজ্ঞাকারী হওয়া উচিত. ইহাতে বোধ হয় আমরা সকলে সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের দাস দাসী স্বরূপ হইয়াছি এবং ইচ্ছাবান ও স্বাধীনও নই বরঞ্চ তাঁহারি বশে আছি. অতএব বিশেষ করিয়া ইহার ফলিতার্থ বিবেচনা করি.

১. প্রকরণ. প্রথমে যাহা লিখিয়াছেন "তোমরা আপনার আপনি নও" ইহাতে মনোযোগ কর. এ কথা সত্য ইহার অনেক২ প্রমাণ আছে, তা বলি শুন.

১. ঈশ্বর সকলের সৃষ্টিকারক, অতএব তিনি অবশ্য সকলের কর্ত্তাও হন. যেমন শিল্পকর যে কোন কল কিম্বা আর২ যে কোন বস্তু নির্ম্মাণ করে সে কেবল তাহারি কেহ যদি বলাৎকার করিয়া সে বস্তুকে লইয়া যায় সকল লোকে তাহাকে অন্যায়ি বলে. কারণ আপনার নয় যাহা তাহা নিজ জ্ঞান করিয়া অপহরণ করিয়াছে. যাহার সৃষ্ট ইনি কর্ত্তা আর সৃষ্ট বস্তু কেবল তাঁহারি মাত্র ইনি নিজ ধন ব্যয় করিয়া কাষ্ঠাদি দ্রব্য আহরণ করিয়া স্ববুদ্ধিক্রমে বহুশ্রম পূর্ব্বক আপনার উপকারার্থে বিশেষ বস্তু রচনা করিয়াছেন অতএব স্বকর্ম্মের ফলভোগী অবশ্য হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই. দেখ দিকি পৃথিবী আকাশ সমুদ্র ও তত্তৎ স্থিত

সমুদায় বস্তুকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে সর্ব্বসৃষ্টা পরমেশ্বর তিনি কি স্বকৃত বস্তুতে অধিকারী হইবেন না? এ কি আশ্চর্য্য! তিনি যে অভিপ্রায়ে মনুষ্যগণকে সৃজন করিয়াছেন সে কি বিফল হইবে? সে দূরে থাকুক. অতএব তাঁহারি সৃষ্ট শরীরাত্মা বিশিষ্ট যে আমরা আমরাই আপনার আপনি নই তাঁহারি মাত্র এ হেতুক আমরা যেন অজ্ঞানতাক্রমে দর্পী না হইয়া তাঁহাকে কর্ত্তৃজ্ঞান করিয়া সদাকালে সচেষ্ট হইয়া কায়মনোবাক্য দ্বারা তাঁহার উত্তম রূপে সেবা করি এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক আজ্ঞাবহ হইয়া শ্রুত মাত্রে তাঁহার বাক্য পালন করি তাহাতে কর্ত্তার সন্তোষ হইবাতে দাস দাসীর উত্তম প্রতিপালন ও রক্ষণাদি করা যাইবেক.

২. দ্বিতীয়তঃ দেখ ঈশ্বর জন্মকালাবধি আমারদিগকে প্রতি-পালন করিয়া আসিতেছেন. কোন গৃহকর্ত্তা যখন পরিবার লোকের পোষণ পালন না করিয়া উপদ্রব মাত্র করেন তখন ভৃত্যেরা তাঁহার সেবা করণ ত্যাগ করিয়া অন্যের আশ্রয় লয়.এবং দাসবর্গও ক্ষতি মাত্র বিশিষ্ট হইয়া পলায়ন করে; কখন২ ও কর্ত্তার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করে. কিন্তু যে কর্ত্তা পরিজন সমুদায়কে দয়াক্রমে উত্তমরূপে পোষণ পালন রক্ষণাবেক্ষণ করেন ভৃত্যেরা তাঁহার প্রতি আদর ভক্তি স্নেহ ইত্যাদি উত্তম ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক নিত্য সেবা অবশ্য করে. যদি না করে তবে তাহাদের অকৃতজ্ঞতাদোষ হয় সে মহাদোষ সে দোষে দোষী হয় যাহারা তাহারা সে দোষের ফলভোগীও অবশ্য হইবে অর্থাৎ তাহারা সুশাসনাদি দ্বারা যন্ত্রিত হইয়া কর্ত্তার বশীকৃত হইবে এবং দয়ার পাত্র আর না হইয়া কেবল দণ্ড দ্বারা সুদমিত হইয়া পরিত্যক্ত হইবে. এই প্রমাণে বোধ হয় আমরা আপনার আপনি নই, এবং পরমেশ্বরের সদা প্রতিপালিত প্রযুক্ত প্রতি-পালকের অধীন হওয়া আমারদের উচিত বটে. এই জগৎ রূপ গৃহ কাহার? না ঈশ্বরের: আমারদিগকে পোষণ পালনও করেন কে? না তিনি মাত্র: আহার পরিধেয় বস্ত্রাদি দেন কে?

কেবল তিনিই দেন. অস্বাস্থ্যকালে দয়াক্রমে চিকিৎসা করান কে? অনেক ২ দায় আপদহইতে রক্ষা করিয়াছেন কে? শত্রুভয়ে উদ্ধার করিয়াছেন কে? মনের বুদ্ধি দান ও শারীরিক কৌশল বলাদি দান প্রদান করিয়াছেন কে? হস্ত পাদ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গ সকল বিশিষ্ট এই যে আমারদের শরীর তাহা সজীব করিয়া আত্মাসংযোগে জন্ম দিয়াছেন কে? স্থূলতঃ আমার-দের নিজের কি আছে? কিছু মাত্র নয়, সকলি ঈশ্বরের দত্ত. অতএব তাঁহাকে নিতান্ত কর্ত্তৃজ্ঞান পূর্ব্বক যেন নম্রমনাঃ এবং কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার বশে থাকি. নিজের আছি এমন মিথ্যা বোধ যেন কখনো না করি; আপনাদের নিজ বাঞ্ছা পূরণেতে সচেষ্ট যেন না হই বরঞ্চ সৃষ্ট প্রযুক্ত যেন উত্তমরূপে প্রতি-পালিত বর্গের উচিত মতে পরম দয়ালু সর্ব্বকর্ত্তার সেবা করি; তিনি যে বাঞ্ছা করেন তাহা পূরণার্থে চেষ্টাবান হইয়া তাঁহার আজ্ঞা যেন সর্ব্বতোভাবে পালন করি তাহাতে ইনি অবশ্য আমারদিগকে কখনো পরিত্যাগ না করিয়া শেষ পর্য্যন্ত রক্ষণ পালন করিবেন.

৩. তৃতীয় প্রমাণ কহি শুন. "তোমরা আপনার অপনি নও যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ." স্থূলতঃ তোমরা ত্রাণকর্ত্তা য়িশু খ্রীষ্ট দ্বারা পাপদোষে মুক্ত এবং নরক যন্ত্রণা হইতে রক্ষিত হইয়াছ. কিন্তু ইহার সূক্ষ্ম বোধার্থে বাক্য বিস্তার করা আবশ্যক. সৃজনকালে শুদ্ধসত্ত্ব পরমেশ্বর আপন সাদৃশ্য করিয়া মানুষকে সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ আপনি যেমন পরমবুদ্ধি বিশিষ্ট ও নির্ম্মল ও পাপবর্জ্জিত ও সদ্ভাব যুক্ত হন তদ্রূপ বুদ্ধিমন্ত ও সৎস্বভাব করিয়া মানুষকেও সৃষ্টি করিলেন. তাহাকে বুদ্ধি দান যদি না করিতেন তবে মনুষ্যজাতি পশুগণের ন্যায় ভালমন্দ বোধ করিতে না পারাতে তাহারা ন্যায় অন্যায় গম্যাগম্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ইত্যাদি বুঝিত না এবং সকলি পশুর ন্যায় গোলমাল করিয়া পশুবৎ সর্ব্ব-প্রকার অবিহিত আচার ব্যবহার করিত. আর বুদ্ধি থাকিলেও

মনুষ্যেরা যদি সুস্বভাব ও নির্ম্মলান্তঃকরণ না হইত তবে বুদ্ধি দ্বারা সদসৎ জানিয়াও নিঃসন্দেহে পাপাচার মাত্র করিত. কারণ এমন হইলে তাহারা অতিপান ও অতিভোজন ইত্যাদি অপরিমিত ব্যবহারেতে এবং অগম্যাগমন ও দ্বেষ ও হিংসা ও কামক্রোধাদি দুষ্কর্ম্ম সকলেতে প্রবর্ত্ত থাকিত. তাহাতে মনুষ্যেরা পরস্পর অসদ্ভাব প্রকাশ করত কায়মনোবাক্যেতে কেবল পরের অহিতৈষী এবং অহিতকারী হইত. আর জগৎ সমুদায়ের তাবৎ লোক দুষ্ট মাত্র প্রযুক্ত সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের অবশীভূত হইয়া নাস্তিকতাদি প্রকাশ দ্বারা তাঁহার আরাধনাতে পরাঙ্মুখও হইত. আর পরস্পরের দয়া স্নেহ সুশীলতাদি না করিয়া কেবল পরহিংসাতে ও পরদ্রব্য অপহরণেতে সচেষ্ট হইয়া থাকিত. প্রতিবাসির মঙ্গল চেষ্টা না করিয়া কেবল স্বার্থপর মাত্র থাকিত. অতএব এমন দোষরাশি ও গোলমাল না হয় এ অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর মানুষকে শুদ্ধসত্ত্ব করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন. ইহার শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ অনেকে আছে. দেখ ভাল মানুষ আপনি কেবল সদাচার করত অধীন লোককেও তদ্রূপ উচিত ব্যবহার করান; কিন্তু দুষ্ট লোক আপনি দুশ্চরিত্র হইয়া আর২ লোকও দুষ্কর্ম্ম করে ইহাতে অনেক চেষ্টা পায়. অতএব শুদ্ধসত্ত্ব নির্ম্মল নিষ্পাপ সদ্গুণ মাত্র বিশিষ্ট যে সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর তিনি নিজ সদ্গুণ ক্রমে সৃজনকালে কেবল সদ্গুণ বিশিষ্ট করিয়া মনুষ্যজাতিকে সৃষ্ট করিলেন. হায়২ দুঃখের বিষয় এই মানুষের কর্ত্তা পরমেশ্বর যে উত্তম আজ্ঞা দিয়াছিলেন সে তাহা ভয়ঙ্কর রূপে লঙ্ঘন করিল.

দেখ পাপ কি বস্তু এবং কেমন অনেকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ জিজ্ঞাসার উত্তর দি.

গৃহকর্ত্তার অধীন যাহারা অর্থাৎ পরিবার লোক তাহারা যদি কর্ত্তার আজ্ঞা না মানিয়া স্বেচ্ছামতে আচার ব্যবহার করিতে উদ্যত হয় তবে তাহারাই পাপী এবং কর্ত্তার আজ্ঞা বিরুদ্ধ যে সকল কর্ম্ম সেই কর্ম্ম পাপ কর্ম্ম. কেননা কর্ত্তার আজ্ঞা পালন

ভৃত্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম. স্বেচ্ছাধীন না হইয়া কর্ত্তার বশে থাকা সে দাসের উচিত. আর দেখ যে ভৃত্য দাসাদিরা পূর্ব্বে স্বকর্ত্তার বশ হইয়া সুশীল ও নম্র ও কৃতজ্ঞ হওত তাঁহার আজ্ঞা পালনাদি উত্তম রূপে করিত তাহারা যদি কোন কারণে কর্ত্তার সেবা ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল আপনাদের বাঞ্ছিত ও স্বার্থ পূরণ করিতে উদ্যত হয় তখনি তাহাদের পাপদোষ উঠে. পাপ যে সে কোন সৃষ্ট বস্তু নয় সে কেবল অন্তঃকরণের কুভাব মাত্র; এবং কর্ত্তব্য ক্রিয়ায় অবহেলা করণ কিম্বা অকর্ত্তব্য ক্রিয়াই করণ, সেই সে পাপ. কেহ যদি বলে পাপ কেমন করিয়া হঠাৎ উপস্থিত হইতে পারে? আর ঈশ্বর তাহার সৃষ্টি যদি না করেন তবে অবশ্য সে আর কোন ব্যক্তির সৃষ্ট বস্তু হইবে, ইহার উত্তর বলি শুন. তোমরা নিজ স্ববুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া এবং নিজ চক্ষুতে দর্শন করিয়া পাপ যে সে কি এবং কেমন ইহা বোধ কর. মিথ্যা কথা কহা ও কুক্রিয়া করা ও দ্বেষ ও হিংসা ও কামক্রোধাদি এবং কুইচ্ছা ও কুচিন্তা ইত্যাদি সেই সকলি পাপ. আর সে সকল পাপ প্রতিজনের মনোমধ্যেই উৎপন্ন হয় কি না? ইহাতে সাধু য়াকূব লিখিত শাস্ত্র প্রমাণও আছে যথা "কুমতি হইলে আমার এই কুমতি ঈশ্বর হইতে হইয়াছে এমত কথা কেহ যেন না কহে. কেননা পাপ দ্বারা ঈশ্বরের কুমতি হয় না এবং তিনিও কাহাকে কুমতি দেন না." সে কথা সত্য যেহেতুক যাথার্থিক ব্যক্তি যিনি তিনি আপনি কোন প্রকার চৌর্য্য ক্রিয়া করেন না এবং অন্যকেও চুরি করিতে দেন না এবং লওয়ানও না বরঞ্চ তাহাতে ঘৃণা করেন. অতএব আপনি যাহা ঘৃণা করেন তিনি কি ঘৃণিত কর্ম্মেতে অন্যকে উদ্যত করেন? সে সম্ভবে না. আরও লেখেন "কিন্তু আপন লোভেতে আকর্ষিত ও আসক্ত হইলে প্রত্যেক জনের কুমতি জন্মে তাহাতে সেই লোভ পাপকে জন্মায় ও পাপ সম্পন্ন হইলে মৃত্যুকে অর্থাৎ দণ্ডের ফল জন্মায়." সে কথাও সত্য এক দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার ভাল রূপে

বিবেচনা কর. দেখ পূর্ব্বকালে শুদ্ধসত্ত্ব ও পরহিতৈষী মাত্র হইয়া যে এক ভাল মানুষ সে কি জানি কোন কারণে দুঃখগ্রস্ত হয়. পথি-মধ্যে সে কোন মহাজনের টাকার রাশি দেখে দৃষ্ট মাত্রে মনের মধ্যে লোভ উৎপন্ন হয়. সে টাকা আমার নয় বটে; আর ইহার পূর্ব্বে আমি কখনো পরের দ্রব্যেতে লোভ করি নাই. কিন্তু এখন দুঃখে মরি ইহার দুই একটি টাকা যদি গুপ্তভাবে হরণ করিতে পারি তো আমার সে দুঃখ আর থাকিবে না এবং আমার প্রাণ রক্ষাও হয়; এমন বিবেচনাতে লোভ জন্মে আর সে লোভেতে মন আকর্ষিত হয়. আকর্ষণ সময়ে যদি লোভেতে স্বীকার না করিয়া তৎক্ষণেই ঘৃণা পূর্ব্বক চৌর্য্যক্রিয়া ভয়ে পলায়ন করে তবে পাপের দর্শন হয় না কিন্তু ঐ লোভেতে আকর্ষিত এবং আসক্ত হইলে যদি স্বীকার করে তবে সে জনের কুমতি জন্মে তাহাতে পাপ এবং পাপেতে মৃত্যুভোগ ইত্যাদি. অতএব য়াকূব যে শেষ কথা লেখেন তাহা বিবেচনা কর যথা "হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ তোমরা ভ্রান্ত হইও না যে কিছু উত্তম দান সে সমস্ত কেবল উপর হইতে আইসে অর্থাৎ যাহাতে অন্যথাভাব ও বিকারের লেশও নাই এমত যে দীপ্তির আকর স্বরূপ ঈশ্বর তাঁহা হইতেই আইসে" এ প্রমাণে বোধ হয় আদি স্ত্রী পুরুষ ঈশ্বরের শক্তিতে পাপিষ্ঠ হন না কিন্তু স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অবিহিত ফল প্রাপণে তাঁহারা লোভ করিলেন এবং ঐ লোভেতে সে ফল গ্রহণ ও ভক্ষণ রূপ পাপও উঠিল তাহাতে তাহাদের বংশোদ্ভব মনুষ্য সকলের পাপ দোষ ও পাপ স্বভাব হইয়াছে. আজ্ঞা দেওন সময়ে ঈশ্বর স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমরা যে দিনে নিষিদ্ধ ভালমন্দজ্ঞানদ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ কর সেই দিনেই তোমরা মৃত্যুর অধীন হইবা." শাস্ত্রেতে মৃত্যু বাক্যের দুই প্রকার অর্থ আছে ফলতঃ দেহপতন এবং নরকগমন এই দুয়ের অর্থ বোধ হয় দেহপাত হইলে শরীর নষ্ট হয় এবং নরকগমন হইলে নশ্বর দেহ সংযুক্ত অনশ্বর যে আত্মা সে মহা যন্ত্রণার

ভাগী হয় তাহা মৃত্যুহইতে আরো ভয়ানক. প্রথমের বিষয়ে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি সকলে ক্রমে২ মরিয়া যায় অর্থাৎ সকলেরি দেহপতন হয় শরীর যে সে ধূলাবৎ কিম্বা ভস্মসাৎ হয় ইহাতে সকলে পাপী এমন স্থির বোধ হয় কারণ পাপ না থাকিলে মৃত্যু হইত না কেননা মৃত্যু পাপের ফল. আর দেহপাত হইলে পর তদ্বহির্গত যে আত্মা সে কোথায় যায় কোন্ খানেই থাকে? শাস্ত্রেতে কহে সে যদি পাপমুক্ত না হয় তো অবশ্য নরকগমন করে ইহাতে সন্দেহ নাই. কেননা ঈশ্বর মিথ্যা বাক্য কহেন না এবং লিখান না.

কিন্তু পরমদয়াল সর্ব্বকর্ত্তা যে পরমেশ্বর তিনি স্বসৃষ্ট মনুষ্য জাতিকে এমন দুঃখাবস্থাতে স্থিত দেখিয়া পরিত্যাগ করেন নাই বরং কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে ত্রাণ করিবার উপযুক্ত এক জন মধ্যস্থ পাঠান সেই ত্রাণকর্ত্তা যিশু খ্রীষ্টই হইয়াছেন ইনি পরমেশ্বরের শক্তিতে অভ্রষ্টা কোন এক কুমারীর গর্ভে জন্ম হইয়া ঈশ্বরের পরমদয়া ও মহিমা জ্ঞাপনার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন. আর ঈশ্বর ইঁহার বিষয়ে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা করিয়া আদি স্ত্রী পুরুষ দুই জনকে এ রূপ আশ্বাস বাক্য কহিয়াছিলেন যথা "নারীর বংশোদ্ভব এক জন জন্মিয়া সর্পের" অর্থাৎ আদি পিতা মাতাকে ভুলাইবার আশয়ে সর্পাকারধারি মন্দ ভূতাত্মা কি না শয়তানের "মস্তক চূর্ণ করিবেন." এ প্রতিজ্ঞা পূরণার্থে যিশু খ্রীষ্ট মনুষ্যাকার হইয়া অজাত পুরুষসংসর্গা এক জন বিশিষ্টা কুমারীর গর্ভে জন্মিলেন. পরে ইনি আমাদের প্রাণের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণও উৎসর্গ করিলেন. যেহেতুক আমরা যেন দেহপাতরূপ প্রথম মৃত্যু পূর্ব্বক নরকগমনরূপ দ্বিতীয় মৃত্যু ভোগ না করি এই অভিপ্রায়ে ইনি বিস্তর শক্ত যন্ত্রণা ভোগ পূর্ব্বক দণ্ড কাষ্ঠেতে খিল দ্বারা বদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিলেন. আর যিশু খ্রীষ্টের প্রাণোৎসর্গেতেই পাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত করা গিয়াছে ইহাতে নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে. সাধু পাউল এ রূপ

কথা লিখেন "খ্রীষ্ট সুগন্ধি বলিস্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের নিমিত্তে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন." এফিসীয়দের ৫. ২. আর মসীয়া কি না ভাবি খ্রীষ্টের বিষয়ে ইসাইয়া ভবিষ্যদ্বক্তাও এরূপ কহিয়াছিলেন "তাঁহার প্রাণ প্রায়শ্চিত্তরূপে উৎসর্গ করা যাইবে তাহাতে পরমেশ্বরের মহাভিপ্রায় তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ হইবে." ৫৫. ১০. সে অভিপ্রায় কি না মনুষ্যগণের ত্রাণ করণে তাঁহার ইচ্ছা যে. আরো লেখা আছে যথা "খ্রীষ্ট এক বার আপন শরীর উৎসর্গ করাতে আমরা পবিত্রীকৃত হইয়াছি" অর্থাৎ আমাদের পাপ বিমোচন হয়. এব্রীয়দের ১০. ১০.

৩. অতএব "আমরা আপনার আপনি নই" ইহার তৃতীয় প্রমাণ এই আছে যথা "তোমরা বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ" অর্থাৎ পরমদয়াল ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট মনুষ্যগণকে পাপদশাতে পরিত্যক্ত না করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় পাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত যেন হয় এ নিমিত্ত আপন পরমপ্রিয় সুত যিশু খ্রীষ্টকে বলিদানরূপে উৎসর্গ করাইয়াছেন. ইহার দুই একটি শাস্ত্রীয় বাক্য শুন. "পরমেশ্বর জগতের প্রতি কেমন দয়া করিলেন তিনি আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করিলেন তাহাতে তাঁহার প্রত্যেক বিশ্বাসকারী যেন নষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু পায়. যেহেতুক লোকদের দণ্ড করিবার নিমিত্তে ঈশ্বর আপন পুত্রকে না পাঠাইয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে প্রেরণ করিলেন." য়োহন, ৩. ১৬,১৭. আর "পিতা জগতের পরিত্রাণ করণার্থে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিয়াছেন" ১ য়োহন. ৪. ১৪. আর "তোমরা আপন২ পূর্ব্বপুরুষানুগত নিরর্থক আচরণহইতে রূপ্য ও স্বর্ণবৎ অনিত্য বস্তু দ্বারা মুক্ত না হইয়া নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষ শাবকের ন্যায় খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ" ১ পিতরের ১. ১৮,১৯. আর স্বর্গস্থ সাধুরা খ্রীষ্টকেই কহেন "তুমি আপনি বলিস্বরূপ হইয়া আপনার রক্ত দ্বারা ঈশ্বরোদ্দেশে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছ." প্রকাশিতভবিষ্যৎবাক্য ৫. ৯.

এবং "মনুষ্য পুত্র (কি না খ্রীষ্ট) অনেকের পরিত্রাণের মূল্যার্থে আপন প্রাণ দিতে আইলেন" মথী. ২০.২৮. "অদ্বিতীয় এক ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহার ও মনুষ্যদের মধ্যে অদ্বিতীয় এক মধ্যস্থ যে পুরুষোত্তম যিশু খ্রীষ্ট তিনি সকলের মুক্তির মূল্যার্থে আপনার প্রাণ দিলেন." ১. তিমথীর ২. ৫,৬. অতএব মনোযোগ করিয়া দেখ কর্ত্তা পরমেশ্বর আপন পরমপ্রিয় পুত্র যিশু খ্রীষ্টের প্রাণ ও রক্তরূপ মূল্য দিয়া অস্মদাদির মহাশত্রু যে নরকের কর্ত্তা শয়তান তাহার হস্তহইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন. আর সেই মূল্যকে বিশেষ করিয়া বলেন কারণ সে শুদ্ধসত্ত্ব এক জন ত্রাণকর্ত্তার রক্তস্বরূপ; ইনি ঐশ্বর্য্যভাবে থাকিতেও অবতীর্ণ হইয়াছেন যথা শাস্ত্রে লেখে "তিনি ঈশ্বররূপী হইয়া মনুষ্য বেশ ধারণ করিয়া দাসরূপী হইয়া আপনাকে ক্ষুদ্র করিলেন" ফিলিপীয় ২. ৬,৭. আর পরমেশ্বর "আপনার পুত্রকে রক্ষা না করিয়া আমাদের সকলের জন্যে সেই পুত্রকে বলিস্বরূপ প্রদান করিলেন." রোমনিবাসিদের ৮. ৩১,৩২. অতএব সে মূল্য কত অমূল্য তাহা কহা যায় না. পরমধার্ম্মিক যে খ্রীষ্ট অতি পাপিষ্ঠ যে আমরা আমাদের রক্ষার্থে মরিয়াছেন. সর্ব্বোপরিস্থ পরমেশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র পাপময় যে আমাদের আদিপুরুষ তাহারি বংশোদ্ভব সকলেরদিগের পরিত্রাণার্থে বহু দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ পূর্ব্বক মৃত্যুগত হইয়াছেন. অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছনীয় ধূলানির্ম্মিত সমলশরীর ও সদোষ আত্মা বিশিষ্ট যে আমরা আমরাই কর্ত্তাদের কর্ত্তা ও প্রভুদের প্রভু যে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় সন্তানের অমূল্য রক্তপাত দ্বারা রক্ষিত হইলাম. ঈশ্বর হইতে পরাঙ্মুখ ও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘনকারি যাহারা তাহারাই তাঁহার মহা দয়াতে তাঁহার নিজ পুত্রের প্রাণনাশ ও রক্তপাত রূপ যে অমূল্য মূল্যেতে ক্রীত হইয়াছে. অতএব শাস্ত্রেতে ঈশ্বর এ কথাও বলেন যথা "তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা ও ত্রাণকর্ত্তা যে পরমেশ্বর তিনি এ কথা কহেন তোমার ভয় না হউক যেহেতুক

আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি তুমি আমারি." ইসাইয়া ৪৩. ১. আর দাউদ মুক্ত লোকের নামে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিয়া কহেন "আমি তোমার তুমি আমাকে রক্ষা কর." আর খ্রীষ্ট আপনিও পিতাকে কহেন "হে পিতঃ এই জগতের যে সকল লোক তুমি আমাকে দিয়াছ আমি তাহাদিগকে তোমার নামের তত্ত্বজ্ঞান দিয়াছি তাহারা তোমারি ছিল ও তুমি তাহাদিগকে আমাকে দিয়াছ." য়োহন ১৭. ৬. অতএব "আমরা আপনার আপনি নই" যেহেতুক "আমরা বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছি." ঈশ্বর বহু মূল্য দিয়া কি না স্বপ্রিয়পুত্রের রক্তপাত করণ দ্বারা তদুৎসর্গরূপ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া হারাণ মেষদের ন্যায় যে আমরা আমাদিগকে ফিরিয়া ক্রয় করিয়া আপনার বশে রাখিয়াছেন.

২. প্রকরণ. অতএব পূর্ব্বোক্ত তিন প্রমাণ দ্বারা প্রথম পক্ষ সাভ্যস্ত করা গিয়াছে ফলতঃ আমরা ঈশ্বরেরি আপনাদের নই. এখন শেষ কথা এই আছে "ঈশ্বরের যে তোমাদের শরীর এবং আত্মা তদুভয় দিয়া ঈশ্বরেরি মহিমা প্রকাশ কর."

১. দেখ উত্তম ভৃত্য যে সে আপনাকে মহৎজ্ঞান করে না বরং আপনাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া স্বপ্রভুকে মহান করিয়া মানে. আর যদি বেতনগ্রাহি ভৃত্যকে এরূপ বিশেষ করিয়া জান তবে সকলের অধম যে দাস সে কেমন করিয়া কর্ত্তার মহিমা না বুঝিয়া আপনাকে বড় করিয়া মানিবেক? অতএব পাপিষ্ঠ ও মহাদুঃখে দুঃখিত ও শয়তানের বশতাপন্ন দাসদাসী যে আমরা আমরা পুনর্ব্বার ঈশ্বরের কৃপাতে পূর্ব্বোক্ত বিশেষ মূল্যেও ক্রীত হইয়া যদি তাঁহার মহিমা প্রকাশ করণে সচেষ্ট না হইয়া কেবল আপনাদের স্বার্থপর ও গরিমাযুক্ত হই তবে আমাদের অহঙ্কার ও অকৃতজ্ঞতা দোষ হয় না কি? অকৃতজ্ঞ কাহাকে বলে? না যে কোন ব্যক্তি পরের দয়াক্রমে উপকারপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রত্যুপকার ও প্রতিপ্রেম না করে তাহাকেই. কেননা সে আপনার প্রতি কৃত যে দয়া ও উপকার তাহা অকৃত তুল্য জ্ঞান করে. সে

দোষ অতি হেয় দোষ এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়. আর অহঙ্কারী কাহাকে বলে? না যে মানুষ কেবল আমি আছি আমার ভাল যেন হয় আমাকে লোকে যেন বড় করিয়া মানে এবং প্রেম করে, আমি আপনার, আমার কোন কর্ত্তা নাই, আমি স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম করি ইত্যাদি অহমহমিকা অর্থাৎ আমি আমি সদা এ বাক্য মাত্র উল্লেখ করিয়া থাকে এবং সে স্বার্থপরও হয় অর্থাৎ আপনার ভাল যাহাতে হয় তাহা মাত্রেতে চেষ্টাকারী. অতএব আমরা আপনার আপনি না হইয়া বরং ঈশ্বরের ক্রীত দাসদাসী মাত্র হইয়া এবং খ্রীষ্টের ও পিতা পরমেশ্বরের অতি দয়াতে উপকৃত ও মহাদুঃখে রক্ষিত হইয়াও কি তাঁহাদেরি মহিমা প্রকাশ করিব না? সে দূরে থাকুক.

২. কিন্তু কিসেতে তাহাই করিতে পারিব কেহ ইহা যদি জিজ্ঞাসা করে তাহার উত্তরও লেখা আছে যথা "ঈশ্বরের যে তোমাদের শরীর ও আত্মা তদুভয় দিয়া ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ কর."

লোকে বলে কায়মনোবাক্যদ্বারা উত্তম সেবা করা যায় সে কথা সত্য এবং ঐ শাস্ত্রস্থলের তুল্য. যেহেতুক কায় অর্থাৎ শরীর এবং মন অর্থাৎ আত্মা এই দুয়ের সংযোগে মনুষ্য হয় আর তৃতীয় যে বাক্য সে কেবল উভয়েরি শক্তিপ্রকাশক. কেননা বাক্য শরীরের এক অঙ্গ যে মুখ তাহাহইতে নির্গত হইয়া মনের মানস ও ইচ্ছা ও ভাব ইত্যাদি সূচক হয়; আর শরীর আত্মা উভয়ে যদি ঈশ্বরের অর্থাৎ তিনি মাত্র যদি উভয়ের সৃষ্টি ও পালন ও ত্রাণ ও রক্ষাকারী হন তবে নিতান্ত উভয়েতে তাঁহারি সেবা করা ও তাঁহারি মহিমা প্রকাশ করা আমা সকলের অতি উচিত কর্ম্ম. হিন্দুরা মহাভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া আত্মাকে ঈশ্বরের এক অংশ বলিয়া মানে. প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মা যদি ঈশ্বরের এক অংশ হইত তবে সেই অংশ ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞানী ও নির্ম্মল ও নিষ্পাপ ও নিরহঙ্কার ও নির্বিকার ইত্যাদি অবশ্য হইত. দেখ জলের

অতি সূক্ষ্ম বিন্দুতেও জলত্ব বোধ হয় আর অগ্নিকণার অগ্নিবৎ দহন শক্তি সদাই থাকে. সেরূপ মনুষ্যের আত্মাও যদি ঈশ্বরের এক অংশ হইয়াছে তবে সে কেমন করিয়া দর্পযুক্ত ও কামক্রোধা-দিতে বিগড়িত হইয়া নানা প্রকার অনুচিত ক্রিয়াতে আসক্ত থাকে? তোমরা "ভ্রান্ত হইও না" মনুষ্যদের আত্মা সকল ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন এবং তাঁহার কৃত বস্তু মাত্র. অতএব শাস্ত্রেতে বলে "ঈশ্বর পৃথিবীর ধূলা দিয়া মানুষকে নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাসিকাতে নিশ্বাস করিয়া প্রাণ দান করিলেন তাহাতে মনুষ্য জীবৎ প্রাণ হইল." সেই প্রাণকে আত্মা বলে আর উক্ত স্থলের অর্থ এই মৃত্তিকানির্ম্মিত যে শরীর সে পরে সৃষ্ট আত্মার সংযোগ দ্বারা জীবন বিশিষ্ট হইল. আর যদবধি আত্মা শরীরের সংযোগে থাকে তদবধি দেহই জীবৎ থাকে. কিন্তু উভয়েরি বিয়োগ হইলে ধূলা কি না তন্নির্ম্মিত শরীর আরবার মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যায় এবং ঈশ্বরের দত্ত যে আত্মা সে ঈশ্বরের নিকটে যায়. ফল সে ঈশ্বরের অংশ হইয়া ফিরিয়া যাইয়া তাঁহাতেই লীন হয় তাহা নয় কিন্তু ইহকালের কর্ম্ম বিচার হয় তজ্জন্যে তাঁহার স্থানে যায়. তাহাতে বিচারকর্ত্তা পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে প্রত্যেক শরীরেতে যে২ আত্মা দান করিয়াছিলেন সে২ আত্মা শরীর ত্যাগ করিলে পর তাঁহার নিকটে গিয়া স্ব২ কর্ম্মফল অপে-ক্ষায় থাকে এই বোধ হয়.

৩. আর কেহ যদি বলে আমরা কেমন করিয়া ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিতে পারিব ইহার উত্তর বলি শুন. আমরা ঈশ্বরের যদি হই আপনার আপনি নই তবে বিশেষ মূল্যে ক্রীত দাস যে আমরা আমাদের এই উচিত যেন সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের পক্ষে নম্রমনাঃ ও বিনয়ী ও ভক্তিবিশিষ্ট ও আজ্ঞাবহ হই. কেননা দাস যে সে যদি গরিমাযুক্ত এবং অবশীভূত হয় এবং কর্ত্তার আজ্ঞা পালন না করে তো সে কেমন অসম্ভব ও অতি লজ্জার বিষয় আর দেখ শরীরের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঈশ্বরের সেবা করা উপযুক্ত

কর্ণ দ্বারা তাঁহার দত্ত শাস্ত্র শ্রবণ করা, মুখ দিয়া তাঁহার স্তব স্তুতি ও ধন্যবাদ করা, পা দিয়া সুপথে গমন করা এবং হস্ত দ্বারা কেবল সুক্রিয়া মাত্র সাধন করা এই উচিত; এবং ইহাতেই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায় যেহেতুক প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন হওয়া যে সে প্রভুর অপমানের কারণ. কিন্তু প্রভু জ্ঞান করিয়া প্রভুকে আদর ও ভয় ও ভক্তিকরে যে সে আপনাকে লঘু করিয়া মানিয়া কর্ত্তার মহিমা মাত্র বাড়ায়; আর প্রভুর স্বভৃত্য দাসাদিও তাঁহাকে যদি না মানে তবে অন্যেরা কেন মানিবে বরঞ্চ তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অবশ্য অনাদর করিবে. খ্রীষ্টীয়ানেরা যদি খ্রীষ্টকে অনাদর করে তবে আর ২ অবিশ্বাসিরা কেমন করিয়া তাঁহাকে সম্মান করিবে এবং সত্য ঈশ্বরভক্ত যাহারা তাহারা যদি কায়মনোবাক্যেতে এক ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশার্থে চেষ্টা না পায় তবে মিথ্যা দেবপূজকেরাও অবশ্য তাঁহাকে তিরস্কার করিবে এবং মিথ্যা ধর্ম্মেতে রত হইয়া থাকিবে.

৪. অতএব পচাল বাক্য কহা ও অশ্রাব্য কুৎসিত গীত গান করা ও দুর্বাক্য কথন ও পরনিন্দা করণ এবং অসদুপদেশেতে মনোযোগ করা এবং অসৎ লোকের সংসর্গেতে কুপথে গমন করা আর হাত দিয়া অকারণে পরকে মারা কিম্বা অস্ত্র দ্বারা প্রাণহত্যা করা এবং মুখ দিয়া অতি ভোজন ও অতি মদ্য পান করা আর কাহাকও শাপ দেওয়া এবং অবাচ্য অঙ্গ দিয়া বেশ্যাগমন কিম্বা পর স্ত্রীগমন ইত্যাদি ব্যভিচার ক্রিয়া করা এই সকল শারীরিক কুকর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া তত্তদ্বিরুদ্ধ উচিত কর্ম্মেতে চেষ্টা পাওয়া এবং অনুচিত ক্রিয়া সমুদায়েতে সর্ব্বতোভাবে ঘৃণা করা আমাদের অত্যাবশ্যক ব্যবহার এই হইয়াছে. আর আত্মা অর্থাৎ মন ও অন্তঃকরণ দ্বারা ঈশ্বরের উত্তম রূপে সেবা করাও উচিত. যেহেতুক ধার্ম্মিক লোকেরা কপটির ন্যায় হইয়া কেবল কায়বাক্যেতে পিতা পরমেশ্বরকে ভজনা করিবেক তাহা নয় বরং শুদ্ধসত্ত্ব মন হইয়া অন্তঃকরণও দ্বারা প্রেম ভক্তি আরাধনাদি অবশ্য

করিবে নতুবা তাহারা প্রকৃত ভক্তেরা নয় আর শাস্ত্রেতে লেখে "প্রকৃত ভক্তেরা আত্মা দিয়া সত্যরূপে পিতার অর্থাৎ ঈশ্বরের ভজনা করিবে কেননা পিতা এতদ্রূপ ভক্তদিগকেই চাহেন ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ আর তাঁহার ভজনা করিতে গেলে আত্মা দিয়া সত্যরূপে ভজনা করিতে হয়." আর পূর্ব্বকালীন লোকের কপট দোষ দেখাইয়া এরূপ ভর্ৎসনা বাক্যও কহেন "আরে কপটি সকল ইসাইয়া তোমাদের বিষয়ে ভাল কহিয়াছিলেন যথা এ লোকেরা আপনাদের মুখেতে আমার নিকটে আসিতেছে এবং ওষ্ঠাধরেতে আমাকে সম্মান করিতেছে কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ আমাহইতে দূরে গিয়াছে কিন্তু এরূপ করিয়া তাহারা আমাকে বৃথা ভজনা করে." অতএব অন্তঃকরণের সুশীলতা পূর্ব্বক মনের বুদ্ধিদ্বারা ঈশ্বরের সেবা ও আরাধনা করিতে হইবে. মন না দিয়া সহস্র২ বার প্রার্থনা করিলে ধর্ম্ম ফল হয় না. যেমন মন্দ বৃক্ষের বীজ বুনিলে উত্তম বৃক্ষের ফল হয় না তেমনি. অন্তঃকরণের কঠিনতা ও অভক্তি ও ঈশ্বরের প্রতি অনাদর থাকিলে কেবল শরীর মাত্র দিয়া বাহ্য সেবাদি ক্রিয়া সকল অনর্থক হয় এবং তাঁহারি অগ্রাহ্য এ নিশ্চয়. তাহাতে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায় না এবং মনুষ্যের পরিত্রাণও হয় না বরং তাহার আরও পাপ দোষ ও দণ্ডাপেক্ষা হয়

অতএব হে ভ্রাতারা সাবধান হও উত্তম উপদেশেতে মনোযোগ করিয়া আপনাদের স্বভাবের পরীক্ষা লও. তোমরা কেমন লোক এবং কোন পথেতে আছ ইহা বিবেচনা কর. দুই পথ মাত্র আছে এক পথ নরকগামী সে পাপিদের গত, দ্বিতীয় পথ স্বর্গগামী সে সত্য নিষ্কপট ধার্ম্মিক লোকের গত. অতএব তোমাদের যদি পাপ ভয় হয় এবং স্বর্গ সুখের ইচ্ছা যদি থাকে তবে সুপথ দিয়া পরিত্রাণান্বেষণ কর. আর "তোমরা আপনার আপনি নও কিন্তু বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ অতএব ঈশ্বরের যে তোমাদের শরীর ও আত্মা তদুভয় দিয়া ঈশ্বরেরই মহিমা

প্রকাশ কর" এ শাস্ত্রোপদেশ মনে রাখিয়া তদনুসারে ব্যাবহার কর তাহাতে ইহকালে তোমাদের ধর্ম্মভাব ও মনের শান্তি ও ঈশ্বরের প্রেম পাত্রতা হইবে এবং পরকালেও তোমাদের পাপ-মুক্তি ও সর্ব্ব দুঃখের সর্ব্বনাশ দশন ও অনন্তকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের স্থানে সুখভোগ মাত্র হইবে. পরমদয়াল পিতা ঈশ্বরের কৃপাতে আমা সকলের এমন সুদশা যেন হয়. আমেন!

ধর্ম্মাধর্ম্ম বৃত্তান্ত

সত্য ধর্ম্ম এবং ঈশ্বররাজ্যে অধিকার তদুভয় বিষয় প্রসঙ্গ করিয়া ধর্ম্মোপদেশ.

করিন্থনগরনিবাসিদের প্রতি লিখিত ১ পত্রের ৬ অধ্যায় তাহার ৯ পর্ব্বাবধি ১১ পর্ব্ব পর্য্যন্ত এরূপ লেখা আছে "ঈশ্বরের রাজ্যেতে অধার্ম্মিক লোকদের অধিকার নাই ইহা কি তোমরা জান না? এ বিষয়ে তোমাদের ভ্রান্তি না হউক কেননা যাহারা ব্যভিচারী কি দেবপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ ব্যবহারী কি পুংমৈথুনকারী কি চোর কি লোভী কি মত্ত কি দুর্ম্মুখ কি দুর্ব্বৃত্ত ইহারা ঈশ্বররাজ্যে অধিকার পাইবে না তোমাদের মধ্যেও কএক জন এরূপ ছিল কিন্তু সম্প্রতি ধৌত হইয়া পবিত্রীকৃত হইয়াছে এবং খ্রীষ্টের নামের গুণেতে ও ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা তোমরা পুণ্যবান গণিত হইয়াছ."

অনেকে বলে আমরা খ্রীষ্টিয়ান, আমরা যিশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লইয়াছি তাঁহার দ্বারা আমাদের উত্তম আশা আছে যেহেতুক শাস্ত্রেতে বলে খ্রীষ্টের আশ্রিত যাহারা তাহারা মরণকালে স্বর্গ-গামী হইবে, ঈশ্বরের রাজ্য স্থান যেই সে স্থানেতে আমাদের অধিকার হইয়াছে অতএব ভয়ের কারণ কি? আমাদের কোন ক্রমে নরকগমন পূর্ব্বক সর্ব্বনাশ হয় সে দূরে থাকুক পরমেশ্বরের কৃপাতে এবং যিশু খ্রীষ্টের রক্ত গুণেতে আমরা অবশ্য মরণান্তে পরমসুখ স্থানে গিয়া বাস করিব সন্দেহ নাই এমন কথা অনেকের

প্রমুখাৎ শুনা যায়. কিন্তু ইহার কিছু বিশেষ আছে সাধু পাউল যেমন লিখেন "এ বিষয়ে তোমাদের ভ্রান্তি না হউক." অতএব ভ্রান্তির ভয় থাকাতে বোধ হয় ভ্রান্তির কারণ অবশ্য থাকিবে. সে ভ্রান্তি কেমন? এ জিজ্ঞাসার উত্তর দি. সকলেই কেবল খ্রীষ্টীয় নাম মাত্র ধরিয়া আপনাদিগকে খ্রীষ্টিয়ান জ্ঞান করে কিন্তু স্বভাব বিবেচনা করে না. ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক পরস্পর বিশেষ এ দুই প্রকার ব্যক্তি খ্রীষ্টীয় নামধারিদের মধ্যেও আছে. অধার্ম্মিক যে সে খ্রীষ্টের সত্য ভক্ত লোক না হইয়া কেবল ধর্ম্মান্বেষির নাম মাত্র ধরে. আর অধার্ম্মিক হইলে কি খ্রীষ্টিয়ান হউক কি হিন্দু হউক কি মুসলমান হউক যে কেহ হউক কোন ব্যক্তিই ঈশ্বরের গ্রাহ্যপাত্র ও স্বর্গসুখের ভাগী হইতে পারিবে না ইহাতে সন্দেহ নাই যেমন প্রস্তুত শাস্ত্রস্থলে লেখা আছে যথা "ঈশ্বরের রাজ্যেতে অধার্ম্মিক লোকদের অধিকার নাই" এবং ইহার তদনুযায়ি আর ২ অনেক শাস্ত্র প্রমাণও আছে. অতএব "ইহা কি তোমরা জান না" এ যে জিজ্ঞাসা করেন তাহাদ্বারা বোধ হয় খ্রীষ্টীয় নামধারি সকল এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে ভাল হয় তাহা না হইলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে. আর যে কোন ব্যক্তি সত্য ধার্ম্মিক খ্রীষ্টিয়ান না হইয়াও আপনাকে সুখ্রীষ্টিয়ান জ্ঞান করে সে বিষম ভ্রান্তি যুক্ত হয় তাহাতে অন্ধ পথিক যেমন পথ না দেখিয়া কোথায় যায় তাহা জানে না আর সম্মুখবর্ত্তি গর্ত্ত বোধ না করিয়া কি জানি ঢুকে অধঃপতিত হইয়া একেবারে নষ্ট হয় তদনুরূপ. অবাস্তবিক খ্রীষ্টিয়ান অনেকে আছে তাহারা নরকের পথে থাকিয়াও জানে না এবং দেখেও না বরঞ্চ তাহারা শয়তানের কৌশল দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া মহাহ্লাদ পূর্ব্বক কিছু কাল অনায়াসে গমন করিয়া শেষে এক কালেই নরকরূপ গর্ত্তে পড়িয়া হঠাৎ সর্ব্বনাশ পায়. অতএব "এ বিষয়ে তোমাদেরি ভ্রান্তি যেন না হউক যাহারা ব্যভিচারী দেবপূজক ইত্যাদি কুকর্ম্মকারী তাহারা কোন ক্রমে ঈশ্বররাজ্যে অধিকার পাইবে না." এ যে নিশ্চয় কথা লেখেন তাহার স্থূলার্থ কহা গিয়াছে এখন ইহার

বিশেষ করিয়া বিবেচনা করা যাইতেছে. এ বাক্যের দুই ভাগ প্রথম এই আছে ঈশ্বরের রাজ্যেতে অধিকার পাইবে না যাহারা তাহাদের চিহ্ন বিশেষের বৃত্তান্ত, আর দ্বিতীয় এই না ধার্ম্মিক সুখ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্মের বিবরণ.

১. প্রথম ভাগ. প্রথম বিষয়ে লেখেন "যাহারা ব্যভিচারী ইত্যাদি তাহারা ঈশ্বর রাজ্যে অধিকার পাইবে না" অর্থাৎ তাহারা পরমেশ্বরের অনুগৃহীত লোক হইয়া মরণকালে স্বর্গগামী নিতান্তই হইবে না. 'ইহাতে ইন্দ্রিয়দোষাসক্ত যাহারা এবং অযথার্থ কর্ম্মেতে রত হয় যাহারা অথ দুঃস্বভাবী ও দুর্ব্বাক্যবাদি সকলে এবং মিথ্যা দেবপূজা করে যাহারা এই চারি প্রকার অধার্ম্মিকগণ কোন ক্রমে ঈশ্বরীয় সুখধামে অধিকার পাইবে না. যেহেতুক সে সকল লোকেরা কর্ত্তা পরমেশ্বরের পক্ষে কিম্বা স্বভিন্ন অন্য মনুষ্যদের পক্ষে কিম্বা আপনাদের নিজ শরীর আত্মার বিরুদ্ধভাবে পাপ ক্রিয়া করিয়া থাকে. ইহার বিশেষ বলি শুন.

১. প্রথমতঃ কর্ত্তা পরমেশ্বরের পক্ষে পাপকারী অর্থাৎ দেবপূজক যাহারা তাহারা স্বর্গসুখের অধিকারী নয় কেননা মনুষ্যগণের সৃষ্টিস্থিতিপালনকর্ত্তা যে এক মাত্র সত্য ঈশ্বর তাঁহাহইতে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্য২ নরবুদ্ধিকল্পিত দেবদেবীর উপাসনাদি করা যে সে অবশ্য মহাপাপ ক্রিয়া যেহেতুক পুত্র স্বপিতার আদর না করিয়া অন্য কোন ব্যক্তির সেবা যদি করে সে পুত্র কি পাপিষ্ঠ এবং ঘৃণ্য হয় না? আর জীবন্ত সাক্ষাৎ পিতার সম্ভ্রমাদি না করিয়া পিতার কোন প্রতিমা কৌশল দ্বারা গঠন করিয়া যদি নির্জীব পুত্তলিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নানা প্রকার অনর্থক জপ প্রণামাদি করে সে কি অজ্ঞানের মত ব্যবহার হয় না? আর পিতার আজ্ঞা জানিয়া শুনিয়াও না মানে যে অসৎ পুত্র এবং পিতার বশে না থাকিয়া কেবল স্বেচ্ছা মতে চলে যে তাহাকে কি পরম পাপিষ্ঠ বোধ হয় না? আর পুত্র যদি মূর্খের ন্যায় হইয়া এ কথা বলে যথা আমি পিতার কথা মানি না এবং সম্মানপূর্ব্বক তাঁহার সেবাও করি না সে সত্য বটে কিন্তু

বুদ্ধি দ্বারা যে উত্তম পুত্তলার কল্পনা করিয়াছি তাহার ঠাঁই নিত্য প্রণামাদি করিয়া থাকি ইহাতে বোধ হয় আমি অনায়াসে ঐ প্রণামাদিরূপ ধর্ম্মের গুণে অবশ্য স্বর্গগামী হইব এমন বিষম কথা শুনিয়া সে পুত্রকে পাগল বোধ কিম্বা অত্যন্ত দুষ্ট জ্ঞান কে না করিবে? আর একমাত্র সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বরকে আরাধনা না করিয়া স্বকল্পিত কিম্বা আর২ মূর্খ লোকের কল্পিত দেবদেবীর নিত্য পূজা করে যাহারা তাহারা কি পাপিষ্ঠ এবং অত্যন্ত নির্ব্বোধ নয়? আর সকলের পিতা যে দয়াল ঈশ্বর তাঁহাহইতে পরাঙ্মুখ হইয়া নির্জ্জীব ধাত্বাদিময় ইষ্ট দেবতার সাক্ষাৎ আকৃতির সম্ভ্রমাদি করিয়া থাকে যে নির্ব্বুদ্ধিরা তাহারদেরি বড় দোষ হয় না কি? অতএব পিতা ঈশ্বরের শক্ত নিষেধ না মানিয়া পুত্তলা নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিমা পূজা করে যে সে কেমন করিয়া নির্দ্দোষ হইতে পারিবে? আর সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত শুদ্ধসত্ব সর্ব্বশক্তিমান পরমদয়াল যে এক ঈশ্বর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কেবল অশুদ্ধ ও মূঢ় ও মৃত্যুর অধীন ও ক্রূর ও ব্যভিচারী ও ঠক ও চোর ও লোভী ও কামাসক্ত ইত্যাদি যে নানাপ্রকার ইষ্টদেবতার কল্পনা করা গিয়াছে তাহা-দেরি সেবক যে ব্যক্তি হয় জ্ঞানি লোক অবশ্য সে ব্যক্তিকে অতি-দূব্য করিয়া মানিবে. অতএব মনের সহিত উত্তম ধর্ম্মেতে চেষ্টা না পাইয়া কেবল দেশভ্রমণ ও তীর্থগমন ও গঙ্গাস্নান ও জপাদি অনর্থক বাহ্য ক্রিয়া করিতে রত হয় যাহারা এবং অন্তঃকরণের সহিত আত্মাস্বরূপ সত্য এক ঈশ্বরকে আদর ও প্রেম ও ভক্তি পূর্ব্বক প্রার্থনাদি যুক্তিসিদ্ধ কর্ম্ম ব্যবহার না করিয়া কেবল পুত্তলার স্থানে অষ্টাঙ্গ প্রণাম ও অনেক২ নামোচ্চারণ ও অঙ্গুলির ধ্বনি ও কণ্ঠের ধ্বনি মাত্র করে এবং ফলোৎসর্গ ও আহারের উপযুক্ত দ্রব্য দান ও নৈবদ্য ইত্যাদি নিষ্ফল কর্ম্মানুষ্ঠান করে যাহারা অথ সর্ব্বত্র স্থায়ী ও সর্ব্বশ্রোতা সদীশ্বরের উদ্দেশে উত্তম ধর্ম্ম প্রকাশক স্তবের গান না করিয়া কেবল অশ্রাব্য ও পাপবাক্য সম্বলিত দেবপ্রশংসক কুৎসিত গীত গান করে যে লোকেরা আর স্বকৃত পাপের কারণ দুঃখ করিয়া পাপ ত্যাগপূর্ব্বক এক ঈশ্বরের স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা

না করিয়া কেবল পুত্তলা সন্নিধানে অসঙ্গত কথা মাত্র কহে বাস্তবিক খেদ করে না এবং কোন অংশে পাপত্যাগও করে না যাহারা এ সকল লোকেরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধব্যবহারী হইয়া ঈশ্বরীয় রাজ্যেতে অধিকার পাইবে না ইহাতে সন্দেহ নাই অতএব "তোমরা ভ্রান্ত হইও না." কেননা যে রূপ আরাধনাদি ক্রিয়া দ্বারা চিত্তের উত্তম ভাব ও নির্ম্মলতা ও কামক্রোধাদি নাশ হয় এমন উত্তম ক্রিয়া সমুদয়েতে চেষ্টা না পাইয়া যে লোকেরা অতি ঘৃণ্য লিঙ্গ পূজাদি ও কুৎসিত গীতগান ও অনর্থক অঙ্গবিন্যাসও নিষ্ফল ধ্বনি করণ ও স্নানযাত্রাদিতে মন দিয়া থাকে তাহারা সকলে নারকী মাত্র হয় আর তাহাদের যে দোষ সে বিষম দোষ এবং ঈশ্বরের নিষিদ্ধ ও অতি ঘৃণিত. অতএব ঐ রূপ দেবপূজক হওয়া যে পাপ সে ঈশ্বরের রাজ্যেতে অধিকার পাওনের কারণ নয় বরং ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগের কারণ বটে. বিবেচনা করিয়া দেখ ঐ পাপেতে কত দোষ আছে সে অনর্থক ও যুক্তিবিরুদ্ধ এবং ঈশ্বরের ঘৃণিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও অধর্ম্মজনক ও আর ২ পাপের প্রয়োজক এবং মূলকারণ এবং শেষ কালে নরকানলে পতনের হেতু হয় আর শাস্ত্রেতে ঐ পাপের কেমন শক্ত নিষেধ আছে ইহা প্রকাশার্থে দুই একটি দৃষ্টান্ত স্থল সংগ্রহ করিতেছি যথা "পরমেশ্বরই দেবপূজার বিষয়ে এ কথা বলেন তাহা করিও না সে আমাতে গর্হিত ও ঘৃণার্হ ক্রিয়া." যিরমীয়. ৪৪. ৪. আর দেবপূজা করা যে মহাপাপ সে আর ২ অতিপাপের কারণও হয়; পাউল যেমন লিখেন "দেবপূজক যাহারা তাহারা সচ্চিদানন্দ সৃষ্টিকর্ত্তার সেবা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া সৃষ্ট কি না আপনাদের হস্তকৃত বস্তুর পূজা ও সেবা করিয়া বিপরীত ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইল কেননা তাহারা আপনাদের হৃদয়ে ঈশ্বরকে স্থান দিতে অসম্মত হওয়াতে ঈশ্বর তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া অসঙ্গত ক্রিয়া করিতে মোহের অধীন করিলেন অতএব তাহারা অন্যায় ও ব্যভিচার ও জিঘাংসা ও লোভ ও দুষ্টতা ও ঈর্ষা ও বধ ও বিবাদ ও চাতুরী ও কুমতি ইত্যাদি দুষ্কর্ম্মে জড়িত হইয়া কল্পেজপ ও

খল ও ঈশ্বরদ্বেষক ও হিংসক ও অহংকারী ও আত্মশ্লাঘী ও কুবিষয়ের উৎপাদক ও পিতা মাতার অপমানক ও অবিবেচক ও অনিয়মী ও স্নেহরহিত ও অতিদ্বেষী ও নির্দ্দয় হইয়া উঠিল আর যাহারা এতদ্রূপকর্ম্ম করে তাহারাই নরকযোগ্য ঈশ্বরের এমত বিচার জানিয়াও তাহারা এমন সকল কর্ম্ম কেবল আপনারাই করে তাহা নয় বরঞ্চ অন্য লোককেও তাহা করিতে দেখিয়া তুষ্ট হয়." রোমানিরাং. ১. ২৪—৩২. আর প্রকাশিত ভবিষ্যৎবাক্যের যে স্থলে (২২. ১৬.) ধার্ম্মিক লোকের স্বর্গ স্থানে বাস করার কথা আছে সে স্থানেই এরূপ কহেন যথা "কিন্তু দেবপূজক লোকেরা তাহার কি না সে সুখ স্থানের বহির্ভূত হইবে;" ফল তাহারা সে স্থানে কোন ক্রমেই প্রবেশ করিতে পারিবে না. আর ১১৫ গীতে দাউদ এ কথা কহেন "আমাদের ঈশ্বর স্বর্গেতে আছেন তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সাধন করেন কিন্তু তাহাদের কি না অন্য লোকদের সেবিত প্রতিমা সকল মনুষ্যের হস্তকৃত রূপা ও স্বর্ণাদিময় বস্তু মাত্র তাহাদের মুখ আছে কিন্তু কথা কহিতে পারে না চক্ষু আছে কিন্তু দেখিতে পারে না কর্ণ আছে কিন্তু শুনিতে পারে না নাসা আছে কিন্তু আঘ্রাণ লইতে পারে না হস্ত আছে কিন্তু কিছু মাত্র ব্যাপার করিতে পারে না পা আছে কিন্তু চলিতে পারে না ও নলী দিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহাদের নির্ম্মাণকারিরা ও তাহাদিগেতে প্রত্যাশাকারি সকল তাহাদেরই মত অর্থাৎ স্তব্ধ ও বুদ্ধিহীন ও ঘৃণ্য বটে." অতএব পাউল যেমন লেখেন "লোকেরা যাহাদিগকে ঈশ্বর জ্ঞান করে এমন স্বর্গস্থ কি পৃথিবীস্থ অনেক২ দেবতা ও প্রভু আছে কিন্তু যাঁহার শক্তিতে তাবৎ বস্তু উৎপন্ন ও যাঁহার নিমিত্তে আমরাও সৃষ্ট হইয়াছি এমন পিতাস্বরূপ আমাদের কেবল এক ঈশ্বর আছেন." ১. কুরিন্থীয়দের ৪. ১,৩. অতএব হে ভ্রাতারা তোমরা এক ঈশ্বরের ভক্তগণ হও তাঁহারি সেবা মাত্র কর তাঁহারি আজ্ঞাকারী হও তাঁহার শাস্ত্রের পাঠ ও শ্রবণ কর এবং তদনুসারে কেবল সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা-

যুক্ত হও; তাহাতে তোমরা শেষে এমন সত্যেশ্বরের রাজ্যেতে অধিকার অবশ্যই পাইবে.

২. দ্বিতীয়তঃ স্বভিন্ন অন্য ২ মনুষ্যদের প্রতি পাপ ক্রিয়াকারিদের বিষয়ে বিবেচনা কর. ইহাদের মধ্যে প্রথম লিখিত হইয়াছে ব্যভিচারী অর্থাৎ যে লোকেরা কোন ব্যভিচার কি না অনুপযুক্ত কর্ম্ম করে: সুযুক্তি এবং কর্ত্তার আজ্ঞা বিরুদ্ধ যে সকল কর্ম্ম তাহাকে ব্যভিচার বলে যথা কন্যা স্ত্রীকে ভ্রষ্টা করণ বেশ্যাগমন ইত্যাদি লাম্পট্য ক্রিয়া. যে ব্যক্তি এরূপ কুকর্ম্ম করে সে কামাসক্ত হইয়া কেবল ক্ষণিক অর্থাৎ অত্যল্পকালের ইন্দ্রিয় সুখভোগার্থে বিহিতাবিহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা ত্যাগ পূর্ব্বক এবং গুপ্ত স্থলেও দর্শনকারি ঈশ্বরকে ভয় ত্যাগ পূর্ব্বক এতদ্বিষয়ের আদেশ নিষেধ না মানিয়া যুবতি মেয়া লোকের জাতি ও মান ও সুশীলতাদি নাশ করিয়া থাকে কখন ২ উত্তমা কন্যাকে ভুলাইয়া কিম্বা বলাৎকার করিয়া ভ্রষ্টা করে তাহাতে সে আপনিও নরকের যোগ্য হয় এবং ভ্রষ্টা কন্যাকেও নারকীয়া করিয়া রাখে. কেননা কি স্ত্রী কি পুরুষ লম্পট হইয়া ব্যভিচারী হয় যে সে ঈশ্বরের রাজ্যেতে অধিকার পাইবে না; অতএব এই এক দোষেতে কত বিষম দোষ আছে তাহাই বিবেচনা কর দেখ পরহিংসা ও পরকে দুঃখ দেওয়া ও পরের ধর্ম্মনাশ ও অবলা দুঃখিনী স্ত্রীর নরকোৎপত্তি ও সর্ব্বনাশ এবং জানিয়া শুনিয়াও পশুবৎ হইয়া এক ক্ষণকালের শারীরিক সুখার্থে আপনার এবং পাপভাগিনী ঐ স্ত্রীর অনন্ত অসীম যন্ত্রণা ভোগ করান প্রায় সকল দোষ এ এক দোষেই আছে অতএব সে অতি ঘৃণ্য দোষ বটে.

আর বেশ্যাগামী যে সে পূর্ব্বে নষ্টা বারাঙ্গনা কুশীলা অতি দুষ্টা সমলা নিলর্জ্জা ঘৃণার্হা কুলটার সঙ্গে সংসর্গ করাতে আপনাকেও অপবিত্র করে এবং ঈশ্বরের ক্রোধকে জন্মায় আর কখন ২ আপনার বিষম শারীরিক ব্যামোহ জন্মায় আর ঐ দুষ্টা স্ত্রী পরিতোষণার্থে অনেকানেক মিথ্যা ব্যয় করে এবং সঙ্গতি না থাকিলে চুরি করিয়া লইয়া তাহাকেই দেয় আর অনেকে স্ব২

স্ত্রী পুত্রাদি লালন পোষণ ত্যাগ করিয়া কেবল স্বসুখে চেষ্টা পায় মধ্যে ২ ও স্বস্ত্রীকে বধ করে কিম্বা অন্য জারের আশঙ্কায় বেশ্যাকেই প্রাণেশ্বরী করে অথবা আপনি কি জানি প্রাণ হারায় এবং আর ২ নানা বিধ অনিষ্ট এবং পাপ দোষ ঘটায়. অতএব সেও অতি ঘৃণ্য ও সর্ব্বনাশক দোষ হইয়াছে.

আর পারদারিক অর্থাৎ পরের দার কি না স্ত্রীকে গমনকারির কথা লিখেন. সে পূর্ব্বোক্ত উভয় দোষাপেক্ষাও অধিক দোষী যেহেতুক বিবাহিতা স্ত্রী অন্যেরি আপনার নয় আর পরের স্ত্রী ভ্রষ্টা করিলে পরের অতিশয় অনিষ্ট জন্মে অতএব পরদার ক্রিয়াতে কেবল লাম্পট্য আছে তাহা নয় বরঞ্চ পরের প্রতি অন্যায়ও আছে. স্ত্রী নষ্টা হয় স্বামী মহাদুঃখ পায় স্ত্রীপতিহীনা ছেলিয়ারা মাতৃহীন হয় কুলের অখ্যাতি হয় কখন ২ উপপতির অনুরোধে ভ্রষ্টা স্ত্রী স্বপতির দ্রব্য ধনাদি চুরি করিয়া জারকে দেয় কি জানি স্বামিকে হত্যাও করে কিছু কালান্তরে উপপতি তৃপ্ত হইয়া অসতীকেই ত্যাগ করিলে সে অপ্রতুল হওয়াতে আরো নষ্টা হয় খাইতে পায় না বেশ্যা হয় পরে কি জানি হঠাৎ মৃত্যু পায় শেষে নরকানলে দগ্ধা হয়. উপস্ত্রী উপপতি দুই জনে ঈশ্বরকে মানে না শয়তানের অধীন হয় জীবদ্দশায় কিছু কালের নিমিত্ত অল্প সুখ পায় কিন্তু পরে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বিষম দুঃখের স্থানে গিয়া থাকিয়া পাপের ফল মাত্র ভোগ করে. আর সেখান-হইতে দীর্ঘকালাতীতেও উদ্ধার পাইবার কোন ভরসা নাই যাহারা একবার সে স্থানে প্রবিষ্ট হয় তাহারা কোন ক্রমে আর বাহির হয় না এই নিয়ত. কেননা শাস্ত্রেতে লেখেন "অধার্ম্মিকেরা অনন্ত শাস্তিভোগ করিতে যাইবে." মথী. ২৫. ৪৩.

তৃতীয় স্থলে চোরের বিষয় লেখেন. যে ব্যক্তি পর ব্যক্তির স্বীয় দ্রব্য ধনাদি অপহরণ করে তাহাকে চোর বলে যেমন লুঠেরা ডাকাইত বাটপাড়া সিঁধাল গুপ্তচোর পাতিচোর ইত্যাদি সমুদায় কুকর্ম্মকারিরা. সে সকল লোক কেবল আপনার স্বার্থলাভে চেষ্টা-ন্বিত পরের অহিত যাহাতে হয় তাহাও করে ঈশ্বরের ভয়ে

ভীত না হইয়া পরের অপকার ও হিংসা করে এবং অনেকানেক অনিষ্ট জন্মাইয়া পরকে দুঃখ দেয়. আপনারা অলস ও অকর্ম্মঠ হইয়া যথার্থ রূপে পরিশ্রম পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করে না কেবল অন্যায় ও বলাৎকার করত কালযাপন করে. কখন২ সংসারের কিঞ্চিৎ লাভের জন্যে আপনাদের প্রাণও হারায় যেহেতুক ধূর্ত্ত হইয়া তাহাদের ফাঁকি দেওয়া যায় কিম্বা তাহাদিগকে প্রহার করা যায় আর পলায়ন করিয়া বাঁচিলেও ঈশ্বরের স্থানে শেষ সময়ে নিঃসন্দেহে কুকর্ম্মের ফলভোগার্থে নরকাগারে বদ্ধ হইয়া তাহারা নানাবিধ মহা যন্ত্রণাতে যন্ত্রিত হইবে এই নিশ্চয় কেননা "চোরেরাও ঈশ্বরের রাজ্যেতে অধিকার পাইবে না."

চতুর্থ স্থলে লোভির কথা আছে. লোভী কেমন না যে ব্যক্তি পরের বিষয়ে লোভ অর্থাৎ প্রাপ্তীচ্ছা করে সেই লোভী. আর লোভ যে সেও অনেক২ পাপ কর্ম্মের মূল যেহেতুক কোন ব্যক্তির পূর্ব্ব লিপ্সা যদি না থাকে তবে সে পরের বস্তু প্রাপণে চেষ্টান্বিত হয় না কিন্তু দেখ কোন ব্যক্তি পরের সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিয়া যদি কামভাবে সে স্ত্রীতে লোভ করে তবে কোন ক্রমে তাহাকে ভোগ করিতে পারে ইহাতে চেষ্টা পায় অতএব পারদার ক্রিয়ার মূল আছে লোভ. সেই রূপ উত্তমা কন্যাকেও দেখিয়া সম্ভোগ করণের ইচ্ছা যাহার অন্তঃকরণেতে উঠে সে কি জানি বিবাহ করিতে চেষ্টাবান না হইয়া কেবল অবিহিত মতে সংসর্গ করিতে চাহে চাহিতে ঐ লোভ ব্যভিচার ক্রিয়ার মূল কারণ হয়. এতদ্রূপে পরের ধনাদিতেও লোভ থাকিলে ইষ্ট বস্তুকে মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে না পারিবাতে কিম্বা এত ব্যয় করিতে না চাহিতে কিম্বা বস্তুর স্বামী তাহা বিক্রয় করিতে অসম্মত হইলেই লোভি ব্যক্তি কি জানি চুরি করিয়া চোর হয় অতএব লোভই অনেক পাপের মূল বটে এ নিমিত্তে দশাজ্ঞার মধ্যেই লিখেন "তুমি প্রতিবাসির গৃহলোভ করিও না তুমি প্রতিবাসির স্ত্রী লোভ করিও না তুমি প্রতিবাসির যাহা২ আছে কি দাস কি দাসী কি গরু কি গর্দ্দভ তাহার কিছুতেই লোভ করিও না." আর বৃক্ষ

মূল থাকিলে বৃক্ষ যেমন রসাকর্ষণ দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া স্বভাবতঃ ফল ধরে কিন্তু মূল কাটিলে বৃক্ষ যেমন ডাল পত্র সমেত অমনি মরিয়া যায় আর কিছু মাত্র ফল ধরে, না তেমনি মনুষ্যের অন্তঃকরণেতে লোভ রূপ পাপ বৃক্ষের মূল থাকিলে পাপবৃক্ষ পরের স্ত্রীধনাদি রূপ রসাকর্ষণ দ্বারা পরদারগমন চৌর্য্য ক্রিয়া ইত্যাদি পাপ কর্ম্মরূপ ফল ফলে কিন্তু মূল কি না লোভ কাটিয়া বাহির করিলে বৃক্ষ সমূলে শুষ্ক হইয়া একেবারে নষ্ট হয়. অতএব বহু পাপের মূল যে লোভ সে ঈশ্বরের রাজ্যেতে অনধিকারের কারণ হয় এবং অতি ঘৃণ্য ও ভয়ানক বটে যেহেতুক সে অন্তরস্থিত শত্রুর ন্যায়, হইয়া আশ্রয় স্থানের কেবল উপদ্রবকারী হয়. এই দৃষ্টান্তানুসারে যে ব্যক্তি লোভ মহা শত্রুকে আশ্রয় দিয়া লোভী হইয়া উঠে সে কিছু কালান্তরে অর্থাৎ পরলোক গমনকালে উত্তম সুখ, ও শান্তির স্থানে অধিকার না পাইয়া কেবল দুঃখের দুঃখ মাত্র ভোগ হয় যে স্থলে সেখানে গিয়া নিত্যকালপর্য্যন্ত কর্ম্মের ফল ভুঞ্জন করিবে.

পঞ্চম স্থলে দুর্ম্মুখের কথা কহেন. দেখ কোমল স্বভাব প্রযুক্ত পরের প্রতি প্রিয়বাদী না হইয়া দুর্ম্মখ হয় যে সে কেবল রাগাদিতে পরিপূর্ণ হওয়াতে কটুবাক্য মাত্র কহে. গালি দেয় শাপ দেয় পরের অনিষ্ট প্রার্থনা করে; যে মুখহইতে কেবল সদ্বাক্য নির্গত হওনের বিধি আছে সেই দুষ্ট মুখে কেবল দুষ্ট কথা উৎপন্ন হয়. যে মুখে সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রশংসা বাদ করিতে হয় সেই মুখে সর্ব্বকর্ত্তার সৃষ্ট বস্তু যে মনুষ্য তাহারি প্রতি অকথ্য নিষ্ঠুর বাক্য কহে সাধু য়াকূব যেমন লিখিয়াছেন "আমরা কি না জগতের লোক এক জিহ্বাতে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি এবং ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ করিয়া সৃষ্ট মনুষ্যকে শাপ দি; আমাদের এক মুখহইতে আশীর্ব্বাদ ও শাপ এ দুই নির্গত হইতেছে. হে আমার ভ্রাতৃগণ এমত হওয়া উচিত নহে. এক উনুই কি না জলোৎপত্তি স্থান হইতে কি মিষ্ট ও তিক্ত দুই প্রকার জল উত্তোলিত হয়? ডুম্বর বৃক্ষ কি জিত ফল ধরিতে

পারে কিম্বা দ্রাক্ষালতাতে কি ডুম্বর ফল ধরিতে পারে?" (য়াকূব ৩. ৯.) আর য়োহনও লিখেন "যে জন জন্মদাতাকে অর্থাৎ পিতাকে প্রেম করে সে তজ্জাত ব্যক্তিকেও প্রেম করে." "অতএব আমরা যদি ঈশ্বরকে প্রেম করি তবে তাঁহার জাত সন্তানগণকেও প্রেম করিব ইহা জানি আর তাঁহার আজ্ঞা পালনেই ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রকাশ হয়." (১ য়োহন ৫. ১.) যেহেতুক পূর্ব্বে (১ য়োহন ৪. ২১) এরূপ লিখিয়াছিলেন যথা "যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করে সে ভ্রাতৃগণকেও প্রেম করুক এই আজ্ঞা আমরা তাঁহার স্থানে পাইয়াছি." পিতা ঈশ্বরকে প্রেম না করিলে পাপ হয় আর পাপ দ্বারা নরকগমন হয়. ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের প্রকাশ হয় কিসে না তাঁহার আজ্ঞা পালনেই. আর আজ্ঞা কিরূপ? না পর ব্যক্তিকে ভ্রাতৃজ্ঞান পূর্ব্বক প্রেম করা তাঁহার এ আজ্ঞা উক্ত হইয়াছে. অতএব এ আজ্ঞা পালন না করিলে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রকাশ পায় না অর্থাৎ পর প্রেম স্বর্ব্বতোভাবে থাকে না আব প্রেম না থাকিলে ঈশ্বরের রাজ্যেতে কাহারও অধিকার হয় না. ভাল, পরের প্রতি কাহারো প্রেম থাকিলে সে কি তাহাকে দুর্ব্বাক্য কহে? কি কটু বাদ করে? কি শাপ দেয়? কি গালি দেয়? না তাহা হয় না বরঞ্চ পরের প্রতি কোন ব্যক্তির প্রকৃত প্রেম থাকিলে সে পরেরও মঙ্গল যাহাতে হয় তাহাতেই চেষ্টা পাইবে অতএব প্রেমী যে সে নম্র ও মিষ্টবাদী অবশ্য হইবে. "তোমরা শত্রুদিগেরও সহিত সদ্ভাব কর এবং যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর ও যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে তাহাদের মঙ্গল কর এবং যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর (মথী ৫. ৪৪. ৪৫) খ্রীষ্ট এ যে আজ্ঞা দিয়াছেন তদনুসারে চলে যে সত্য প্রেমি ব্যক্তি সে কাহারো প্রতি দ্বেষী ও দুর্ম্মুখ না হইয়া সকলেরি হিতৈষী ও প্রিয়বাদী হইবে এ নিশ্চয়.

শেষে দুর্বৃত্ত অর্থাৎ পরের উপদ্রবি ব্যক্তিকে নিন্দা করেন. ইহার বিষয়ে বিবেচনা কর পরের অপ্রিয়বাদী ও লোভী ও

পরদ্রব্যাপহারক ও দুর্ম্মুখ যে ব্যক্তি সেও যদি পাপিষ্ঠ হয় তবে পরের স্ত্রী ধনাদিতে লোভ করিয়া অপহরণ পূর্ব্বক স্বার্থ লাভ ও নিজ সুখোৎপত্তি মাত্র করে তাহা নয় বরং আরো দুষ্টতা প্রকাশ করত পরের উপদ্রব করে অর্থাৎ পর ব্যক্তিকে তাড়না করিয়া ক্লেশও দেয় যে সে কেমন পাতকী? সে পরম দুষ্ট এবং সর্ব্বা-পেক্ষাও ঘৃণিত. দেখ পরের বিপদ চেষ্টা করা যে তাহাকে উপদ্রব বলে. কিন্তু পর ব্যক্তি যাহাতে আপদগ্রস্ত হয় এমন চেষ্টা পাওয়া সুখ্রীষ্টিয়ানের কর্ম্ম নয়. বরং খ্রীষ্ট ভক্তের কর্ম্ম হইয়াছে পরকে প্রেম করা ও পরের মঙ্গল প্রার্থনা করা এবং স্বশত্রুকেও ক্ষমা করা ও সকলের প্রতি ন্যায় ও যথার্থ ব্যবহার করা ইত্যাদি. আর চোরাদি দুষ্ট ব্যক্তিরা লোকভয় প্রযুক্ত গুপ্ত-ভাবে চৌর্য্যাদি কুক্রিয়া করিয়া থাকে কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত যে সে দুষ্ট বিচারকর্ত্তার ন্যায় "ঈশ্বরকে ভয় করে না এবং মনুষ্যকেও মানে না." (লুক. ১৮. ৪.) সে সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় হইয়া পরের প্রতি দৌরাত্ম্য মাত্র করে বলেতে পরদ্রব্যাপহরণ করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া স্বলাভ স্বরক্ষা করে এবং আর২ নানা প্রকার মহাপাতক করে. অতএব উপদ্রবি লোক অবশ্য ঈশ্বরের রাজ্যেতে অধিকারী হইবে না. এ হেতু যে কেহ ঐ রাজ্যেতে স্থান পাইতে ইচ্ছুক থাকে সে কোন ক্রমে পরের উপদ্রব না করুক অর্থাৎ কাহাকেও কোন প্রকার বিপদ না ঘটাইয়া কেবল প্রেমভাব প্রযুক্ত কোমল-বাদী ও ন্যায়কারী হউক নতুবা সে কখন ঐ রাজ্যেতে প্রবিষ্ট হইবে না ইহাতে শাস্ত্রের অনেক২ স্থির প্রতিজ্ঞার বাক্য আছে.

৩. অতএব ঈশ্বরের প্রতি ও স্বভিন্ন পর ব্যক্তির প্রতি পাপী যাহারা তাহাদের বিবরণ করা গিয়াছে এখন তৃতীয় স্থলে বিষম স্বভাব দোষে নিজ শরীরাত্মা সম্বন্ধে অসৎ ক্রিয়াকারী যাহারা তাহাদের কিছু বিশেষ করিয়া লিখি.

প্রথম স্থলে স্ত্রীবৎ ব্যবহারী এবং পুংমৈথুনকারী এদুই প্রকার পাপিষ্ঠ ব্যক্তির বিষয়ে কহেন "কি স্ত্রীবৎ ব্যবহারী কি পুংমৈথুন-কারী যাহারা তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যেতে অধিকার পাইবে না."

১. স্ত্রীবৎ ব্যবহারী যে সে পুরুষের মত সাহস ও শ্রম ইত্যাদি না করিয়া কেবল মেইয়া মানুষের ন্যায় অর্থাৎ স্ত্রীস্বভাব হয়. এই দোষেতে সে ব্যক্তি কোন মহৎ কর্ম্মেতে উদ্যত হয় না আর পরিশ্রম না করিয়া কেবল সুখভোগার্থে অমনি বসিয়া থাকে. সে ভীরু হইয়া দুর্ব্বৃত্ত লোককেও দমন করিতে ভয় পায়. আপনার কোন অনিষ্ট কি না বিপদের কারণ উপস্থিত হইলে সে শোক বিলাপোক্তি মাত্র করে কিন্তু যাহাতে আত্মরক্ষা হয় তাহাতেই চেষ্টান্বিত হয় না. এবং পর ব্যক্তিরও আপদ্‌কালে সে কোন সাহায্য না করিয়া কি জানি আমারও দুর্ঘটনা হয় এ বিবেচনা মাত্র করিয়া পলায়ন করে. যেমন কোন লোক অন্যের সহিত পথে যাইতে ২ দুই ব্যক্তিকে কোথাহইতে ডাকাইত আক্রমণ করিলে দুই জনে এক সাথে পরস্পরের উদ্ধার করিতে উদ্যোগ না করিয়া অসাহসিক স্ত্রীবৎ ব্যবহারী যে সে স্বরক্ষা মাত্র চিন্তা করে পরকে শত্রুর হস্তে ত্যাগ করিয়া আপনি পলায়ন করে, তেমন.

কিন্তু পুরুষের উচিত কর্ম্ম যথাকাল সাহস প্রকাশ. আর দেখ ভীরু স্ত্রীবৎ ব্যবহারী যে সে যদি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাশ্রিত থাকে তবে কোন কারণে কোন পরাক্রান্ত লোক খ্রীষ্টমতালম্বিদিগকে তাড়না করিয়া দৌরাত্ম্য করিলে সে সাহসাভাব প্রযুক্ত ভয় পাইয়া কি জানি প্রকাশ ভাবে স্বমত স্বীকার করিতে না পারিয়া কেবল গুপ্তভাবে তাহা রাখিয়া আপনাকে অখ্রীষ্টিয়ান করিয়া দেখায়. ইহলোকে কিঞ্চিত ক্ষণিক দুঃখ না পায় এ অভিপ্রায়ে সে পরলোকে অনন্ত দুঃখ সঞ্চিত করে. যেহেতুক শাস্ত্রেতে কহেন "ধার্ম্মিক জন যদি ধর্ম্মত্যাগী হয় তবে তাহাতে ঈশ্বরের আত্মা সন্তুষ্ট হইবেন না." (হেব্রীদের ১০. ৩৫.) আর খ্রীষ্ট আপনি কহিয়াছেন "যে কেহ মনুষ্যের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকেই স্বীকার করিব; কিন্তু যে কেহ মনুষ্যের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করিব." (মথী ১০. ২২, ২৩.) অতএব ধর্ম্মের উদ্দেশে সাহসী হওয়া অতি উচিত.

য়োহন যেমন কহেন " ভীরু ও অবিশ্বাসী ইত্যাদি মন্দকারী যাহারা তাহারা অগ্নি ও গন্ধকে প্রজ্বলতি কুণ্ডে অধিকার পাইবে দ্বিতীয় মৃত্যু এই." (ভাবি প্রকাশ ২১. ৮.) যেহেতুক পুরুষ হউক কি স্ত্রী হউক সত্য বিশ্বাসী যাহারা তাহারা সকলে সসাহস স্বভাব হয়. এবং পুরুষ স্ত্রীবৎ ব্যবহারী হয় সে দূরে থাকুক বরং স্ত্রীও পুরুষের ন্যায় নির্ভয় হইয়া ধর্ম্মনিষ্ঠা থাকে সত্য ধর্ম্মের এমন গুণ আছে. কিন্তু ভয় প্রযুক্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মকে অস্বীকার করে যাহারা তাহাদের বিষয় ঈশ্বর এ কথা কহেন যথা " যে জন তাড়িত হইয়া সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক জয়ী হয় সে তাবৎ বস্তুর অর্থাৎ স্বর্গসুখের অধিকারী হইবে এবং আমি তাহার ঈশ্বর হইব ও সে আমার পুত্র হইবে." (ভাবি প্রকাশ ২১. ৭,৮.) ঐ স্থলে ভীরু লোক বেশ্যাগামী ও হত্যাকারী ইত্যাদি মহাপাতকির মধ্যে গণিত হইয়াছে ইহাতে বোধ হয় এ দোষ বড় দোষ বটে অতএব সাবধান হও কোন কেহ খ্রীষ্টিয়ান লোক যেন স্ত্রীবৎ ভীরু না হয় বরং খ্রীষ্টের কথা স্মরণ করুক যথা " যাহারা শরীরকে নষ্ট করিতে পারে আত্মাকে নষ্ট করিতে পারে না তাহা-দিগকে ভয় করিও না; কিন্তু শরীর ও আত্মা উভয়কেই নরকে নষ্ট করিতে পারেন যিনি তাঁহাকেই ভয় করিও." (মথী ১০. ২৮.)

স্ত্রীবৎ ব্যবহারি লোকদের আরও দোষ আছে তাহারা কামা-সক্ত ও অন্য২ শারীরিকাভিলাষেতে রত এবং ভগ্নসাহস ও অলস ও মদ্যপায়ী ও সুভোক্তা হয় আর পুংভাব ত্যাগ পূর্ব্বক তাহারা স্ত্রীভাব বিশিষ্ট হইয়া অকথ্য ব্যভিচার ক্রিয়াও করে. আর যাহার এমন দোষ যোগ হইয়াছে সে বিপদ্‌কালে ভগ্নমনা ও হতাশ হইয়া কেবল স্ত্রীবৎ বিলাপোক্তি করে কখন২ ও সর্ব্বতোভাবে অপ্রত্যয়ী হইয়া ক্ষণিক দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া সে আত্মহত্যা করিয়া একেবারে প্রাণত্যাগ করে কিম্বা শোকেতে পরিপূর্ণ হইয়া ক্রমে২ ক্ষীণ শরীর হওয়াতে সে নষ্ট হয় এ সকল দোষেতে ইহকাল পরকাল উভয়েরি হানি হয়.

অতএব যদি সত্য খ্রীষ্টিয়ান হও তবে এ সকল দোষ ছাড়িয়া খ্রীষ্ট ভক্তের ন্যায় পুরুষত্ব প্রকাশ করত আপনাদের ধর্ম্মই রাখ

২. দ্বিতীয়তঃ পুংমৈথুনকারি ব্যক্তির কথা কহেন কিন্তু এতদ বিষয়ে বিস্তার করা নিতান্ত লজ্জার কারণ হয়. এ স্থলে উক্ত যে দোষ সে সর্ব্বপ্রকার ব্যভিচার ক্রিয়ার মধ্যেও অতি কুৎসিত ও ঘৃণিত ও পাপ জনক কর্ম্ম হইয়াছে অতএব সাধু পাউল ইহার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রমাণ স্থল মাত্র উদ্ধার করিয়া দি "পুরুষেরাও স্বাভাবিক স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর কামানলে দগ্ধ হইয়া পুরুষ পুরুষের সহিত কুক্রিয়াতে আসক্ত হইয়া আপন ২ পাপের সমুচিত ফল পাইল." (রোমুনিং ১. ২৭.) অতএব এ দৃষ্টান্ত স্থল দ্বারা স্থির বোধ হয় যে কেহ উক্তানুযায়ি কোন ব্যভিচার ক্রিয়া করে সেও মহাবিচার দিনে ঐ কর্ম্মের ফল পাইয়া ঘোর নরকের ঘোরতম স্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিত্য নিত্য কাল পর্য্যন্ত সমুচিত যন্ত্রণা ভোগ করিবে.

৩. তৃতীয় স্থলে মত্তের বিষয়ে লেখেন "সেও ঈশ্বরের রাজ্যেতে অধিকার পাইবে না." যেহেতুক "পরমেশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ করিয়া মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন." প্রতিমূর্ত্তি কেমন হইল? না পাউল সত্য খ্রীষ্টিয়ানদের বিষয়ে যেমন লিখেন "ইন্দ্রিয় মোহেতে মোহিত হইয়া যে দুস্ট স্বভাবের বশে তোমরা আচার ব্যবহার করিয়া আসিতেছ ঐ স্বভাব পরিত্যাগ করণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের ন্যায় সৎকর্ম্মে ও সত্য ধর্ম্মে রত যে নূতন সৃষ্ট স্বভাব তাহা পাইয়া মনের ভাবে নূতনীভূত হও." (এফেসিদের ৪. ২২-২৪.)

আর কলস্সীয়দের প্রতি (৩. ১০.) কোন দুষ্কর্ম্ম করণের নিষেধ স্থলে এরূপ লিখেন "কেননা তোমরা কর্ম্মের সহিত পুরাতন স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানেতে পুনর্নির্ম্মিত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তির অনুসারি নূতন স্বভাব গ্রহণ করিয়াছ." তিনি সাকার নন শারীরিক মূর্ত্তিমানও নন এ নিমিত্ত তাঁহার মূর্ত্তি যেমন জ্ঞানেতে ও সদ্ভাবেতেই হয় মনুষ্য প্রাপ্ত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিও তেমন. অতএব মনের জ্ঞান ও বুদ্ধি এবং অন্তঃকরণের উত্তমস্বভাব ও সুশীলতা থাকিলে মনুষ্যেরাও ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হয়. কিন্তু অতি মদিরাপান দ্বারা লোকে হতজ্ঞান ও দুঃস্বভাব হইয়া উঠে

এবং তাহাদের ঐ বুদ্ধি ও সদ্ভাব লোপ পায়. মত্ত ব্যক্তিরা বিহ্বলতা প্রযুক্ত কোথায় যায় কিবা করে তাহার কিছুই জানে না এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাতে অক্ষম হয়,আর মত্ত ব্যক্তি প্রায় সর্ব্বদা কামাসক্ত ও রাগান্ধ হয় তাহাতে সে বেশ্যাগমনে ইচ্ছুক হয় এবং পর ব্যক্তিকে রাগ প্রযুক্ত আঘাত করত কখন২ প্রাণ হত্যাও করে., সম্ভ্রান্তাসম্ভ্রান্ত জ্ঞান রহিত হইয়া সে মহৎ ব্যক্তিকেও অনাদর করে এবং গম্যাগম্য না বুঝিয়া নানা বিলোম ব্যভিচার ক্রিয়াও করে. আর ধর্ম্ম ক্রিয়াতে অপারগ হইয়া সে নানা প্রকার দুর্ব্বাক্য কহে ও দুশ্চিন্তা করে এবং দুষ্কর্ম্মেতে উদ্যত হয় সে অকারণে ক্রোধ করে এবং গর্ব্ব প্রযুক্ত অন্যকে হেয়জ্ঞান করে. আর অনেকেই দায়ে পড়িয়া আত্মরক্ষা করণে অক্ষম হইয়া মত্তকালে অমনি নষ্ট হইয়া গিয়াছে. ঈশ্বরীয় প্রতিমূর্ত্তি এরূপ লুপ্ত হই-বাতে মত্ত ব্যক্তি মনুষ্যধর্ম্মক আর না হইয়া পশুর মতন অজ্ঞান ও সদসদ্ বিবেচনা রহিত হইয়া উঠে মত্ত মানুষের ব্যবহার এপ্রকার অতএব পরমেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিকে এমতে নাশ করা মহাপাপ কর্ম্ম বটে. আর মত্ত লোক পূর্ব্বোক্ত রূপ নানা প্রকার অনুপযুক্ত ব্যবহার করিয়া শেষে স্বহত্যাও করে যেহেতুক অতি মদিরাপানে শরীরের তেজোনাশ ও বলের হ্রাস হয় এবং অনেক ব্যাধির উৎপত্তিও হয় তাহাতে ক্রমশঃ দেহ ক্ষয় হয় আর সে যদ্যপিও অনেক দিন জীবৎ থাকিতে পারে তথাপি শেষে মরিতে হইবে মরিলে পর দুঃখের শেষ হয় সে দূরে থাকুক বরং আরো অশেষ মহা দুঃখ উঠে. যেহেতুক মত্ত যে সে ঈশ্বরের রাজ্যেতে অধিকার পায় না ইহাতে সন্দেহ নাই. অতএব বুদ্ধি বিশিষ্ট যাহারা তাহারা শরীরের ক্ষণিক সুখের নিমিত্তে প্রাণ হারাইবে না আত্মার ধ্বংস করিবে না কিন্তু দুষ্টেরা কেবল এখনকার তুচ্ছ হর্ষের জন্যে অলীক সুখেতে রত হয় হায়২ এ কেমন দুঃখের ও লজ্জার বিষয়! অনন্ত আত্মাবিশিষ্ট ও জ্ঞানযুক্ত যে মনুষ্য সে জানিয়া শুনিয়াও আত্মা শরীর উভয়কেই পাপে নষ্ট করে লজ্জা ত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরকে ভয় করে না হিতাহিত বিবেচনা করে না

কোন ভূতাবিষ্টের ন্যায় কেবল অকর্ত্তব্য কর্ম্মেতেই চেষ্টা পায় আর শেষে তাহার কি আশা আছে কেননা শাস্ত্রেতে লিখেন " একবার সত্য বিষয়ের জ্ঞান পাইলে পর আমরা যদি পুনর্ব্বার স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পাপ করি তবে পাপের আর কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে না. কেবল দণ্ডের ও শত্রু নাশক ক্রোধানলের ভয়জনক অপেক্ষাই থাকিবেক." (হেব্রীদের ১০. ২৭.) হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের যেন এমন দুঃখের অপেক্ষা না থাকুক! ঈশ্বরের কৃপাতে তোমরা যেন ঐরূপ যন্ত্রণারূপ ফলজনক কর্ম্ম না কর এ আমার হৃদের প্রার্থনা.

অবশেষে এই একটি কথা আছে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার পাপ কর্ম্মের পরস্পর ব্যাপকতা ও সংযোগ আছে যেহেতুক পরমেশ্বরকে না মানে যে ব্যক্তি বরং তাঁহাহইতে পরাঙ্মুখ হয় সে পর মনুষ্যের প্রতিও নিতান্ত অযাথার্থিক ও অন্যায়ী ও নিষ্প্রেম ও নির্দ্দয় থাকে এবং সাংসারিক সুখে রত হইয়া সে মাতাল ও কামাসক্ত ও অশুচি হইয়া উঠে. আর যে লোক মনুষ্যের প্রতি এবং আপনার সম্বন্ধে ঐ রূপ মন্দ স্বভাব ও দুষ্কর্ম্মকারী হয় সে কখনো ঈশ্বরের প্রতি মন দিয়া থাকিবে না ধর্ম্ম চেষ্টাও করিবে না বরং সে উত্তরোত্তর পাপিষ্ঠ হইয়া কায়মনোবাক্যেতে কেবল পাপ ক্রিয়া মাত্রেতে উদ্যত হইবে. যে কোন এক প্রকার পাপ কর্ম্ম হউক সে অন্য ২ দুঃক্রিয়ার মূল হয় এই চলন. অতএব শাস্ত্রে যেমন লিখেন " ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভয় করণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম ক্রিয়া সাধন করিয়া শরীরের ও আত্মার তাবৎ মালিন্যহইতে আপনাদিগকে পরিষ্কার করি." (২ করিন্থনগরনিবাসিদের ৬. ১৯.) আমেন.

২. দ্বিতীয় ভাগ. শেষ কথা এই আছে " তোমাদের মধ্যেও কয়েক জন এরূপ ছিল কিন্তু সম্প্রতি ধৌত হইয়া পবিত্রীকৃত হইয়াছ এবং খ্রীষ্টের নামের গুণেতে ও ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা তোমরা পুণ্যবান গণিত হইয়াছ." ইহাতে সত্য খ্রীষ্টিয়ানদের কিরূপ স্বভাব ও ধর্ম্মাচরণ তাহা বোধ হয় হে ভ্রাতারা তোমরাও কি পূর্ব্বদশার সময়ে পূর্ব্বোক্ত অসৎ কর্ম্মকারিদের মত হও নাই

ষ্টা পাউল (এফিসিদের ২. ২-৪.) যেমন লিখেন "জগৎ সংসারের পূর্ব্বাপর রীত্যনুসারেৎ কালক্ষেপ করাতে পাপ ও আজ্ঞা লঙ্ঘনে মৃত তুল্য যে তোমরা তোমাদিগকেই তিনি আর্থাৎ ঈশ্বর সজীব করিয়াছেন. অনাজ্ঞাবহ লোকদের সঙ্গে আচার ব্যবহার করিয়া আমরা সকলেও পূর্ব্বকালে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া শারীরিক ও মানসিক কামনা সিদ্ধ করিয়া অন্য লোকের ন্যায় দণ্ডের পাত্র হইয়াছিলাম. কিন্তু এই প্রকারে পাপে মৃত হইলেও দয়ার সাগর যে ঈশ্বর তিনি আমাদের প্রতি যে অসীম প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন সেই প্রেমেতে খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদিগকেও সজীব করিযাছেন."

অতএব বিবেচনা কর পূর্ব্ব দাশার পরিবর্ত্তে এরূপ ধর্ম্মের ও সুখের দশা হয় কি প্রকারে না প্রথমেতে লিখেন "তোমরা ধৌত হইয়াছ.", সে কি না জলসংস্কার অর্থাৎ বাপ্তিস্মের জল দিয়া প্রক্ষালিত কিম্বা স্নাত হইয়াছ সে এক দৃষ্টান্ত বিশিষ্ট কর্ম্ম বটে. দেখ শরীরের মল থাকিলে জলেতে পরিষ্কার যেমন হয় সে রূপ খ্রীষ্টে সত্য বিশ্বাসিদের অন্তঃকরণের মালিন্য অর্থাৎ দুষ্টস্বভাব ও পাপেচ্ছা সকল সদাত্মার শক্তিতে ঘুচিয়া যায় পিতর যেমন কহেন (১ পিতর ৩. ১৮—২১.) "নোহের কৃত জাহাজের মধ্যে অল্প প্রাণী অর্থাৎ আট জন মাত্র জলেতে রক্ষা পাইল কেন? না অন্যার ২ লোক সকলে দুষ্টস্বভাব ও কু আচারী থাকিল. আর তদনুরূপ অবগাহন কি না জলসংস্কার করা যে সে শরীর পরিষ্কারার্থে না হইয়া ঈশ্বরের প্রতি সরল মনের সাক্ষ্যও ঐ জলপ্লাবনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া এ সময়ে আমাদিগকেও রক্ষা করিতেছে." অতএব দেখ জলসংস্কার অর্থাৎ জলে বাপ্তিস্ম করা যে সে হিন্দুদের ব্যবহৃত বাহ্য স্নানাদির মত নহে. হিন্দুরা স্নানাদি বাহ্য ক্রিয়া মাত্র করিলে মুক্তির অপেক্ষা নিতান্তই করে তথাপিও দুষ্ট স্বভাব ঘুচে না এবং পূর্ব্ব ব্যবহারের অন্যথাও হয় না কিন্তু খ্রীষ্ট মতে কেবল জলে ধৌত হওয়া যে সে কিছু নয় আর ঐ দৃষ্টান্ত ফলিতার্থনা হইলেই সে নিষ্ফল এবং ব্যর্থ হয়.

অতএব জল সংস্কারের অভিপ্রায় হইয়াছে মনেরও অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা ও নিষ্পাপিত্ব দ্বিতীয় স্থলে যেমন লিখেন "তোমরা ধৌত হইয়া পবিত্রীকৃত হইয়াছ." পবিত্র বস্তু কি? না ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্জ্জিত কিম্বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে বস্তু অতএব যাহারা ঈশ্বরের নামে বাপ্তিস্মের জলে প্রকৃতরূপে ধৌত হইয়াছে তাহারা পবিত্রীকৃত কি না ঈশ্বরের নিকটে ত্যক্ত হইয়াছে তাহারা এখনাবধি ঈশ্বরেরি আপনাদের নহে এবং পর ব্যক্তিরও নহে কেবল উৎসর্গ দ্বারা প্রাপ্ত শুদ্ধসত্ত্ব পরমেশ্বরের লোক হই-য়াছে আর মনুষ্যেরা যেমন ঈশ্বরের স্থানে ত্যক্ত বস্তুকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া তাহা আর কোন সংসারিক ভাবে ব্যবহার করে না সেরূপেতে যে ব্যক্তি বাপ্তিস্মের জলে একবার ধৌত হইয়া ঈশ্ব-রের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত হইয়াছে সে আর কোন সামান্য বা অশুচি কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইবে না সে কেবল ধর্ম্মভাবেই আছে ধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক যদি আর কোন অধর্ম্মতে চেষ্টান্বিত হয় তবে সে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও অপবিত্র হইয়া ঈশ্বরের অতি অগ্রাহ্য ও ঘৃণিত পাত্র হয় উপরের কথার ভাব এই.

তৃতীয়তঃ লেখেন "তোমরা পুণ্যবান গণিত হইয়াছ" অর্থাৎ তোমরা পূর্ব্বকার সামান্য ও অশুচি দশায় পাপ করণে ঈশ্বরের স্থানে অননুগৃহীত হইয়া দণ্ডের অপেক্ষা করিতে ২ কালযাপন করিতেছিলা. কিন্তু ত্রাণকর্ত্তা য়িশু খ্রীষ্ট আপন প্রাণোৎসর্গ দ্বারা সকলেরি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবাতে সকলেই পাপের জন্য খেদ পূর্ব্বক তাঁহাতে বিশ্বাস করণ সময়েই পাপ ক্ষমা পায়. অতএব যাহারা পাপ প্রযুক্ত ঐরূপ অন্তর্দুঃখিত ও খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইয়া য়িশুর শরণ লয় এবং ক্ষমার আশাতে ঈশ্বরের স্থানে মনের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহারা দণ্ড্য পাপিদের মধ্যে আর গণিত হয় না কিন্তু পূর্ব্বে অপুণ্যবান হইয়াও তাহারা এখন ঈশ্বরের মহাদয়াতে পুণ্যবান গণিত হয়. আর তাহারা এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে বাস্তবিক পুণ্যবান হয় তাহা নয় কিন্তু পাপেতে যে মনের শীলতা ছিল সে ঘুচিয়া গিয়াছে তাহারা ঈশ্বর

পরায়ণ ও নম্রমন ও পশ্চাত্তাপী হইয়া উঠিয়াছে এখনাবধি তাহারা ধর্ম্মেতে মন দিয়া থাকে আর পূর্ব্বকৃত যে পাপ কর্ম্ম সকল তন্নাশক এক উত্তম প্রায়শ্চিত্ত করা গিয়াছে তাহাতে তাহারা. অপুণ্যবানদের মধ্য হইতে মুক্ত এবং "খ্রীষ্টের নামের গুণেতে ও ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পুণ্যবান গণিত হইয়াছে" অর্থাৎ য়িশুর নামে বিশ্বাস দ্বারা দয়াল ঈশ্বরের স্থানে পাপ ক্ষমা পাইয়া পরম শক্তিমান ঈশ্বরের আত্মার পৌরষিক গুণে তাহাদের পূর্ব্বকালের অধর্ম্ম স্বভাব অন্যথা হইয়া গিয়াছে. ঐ সদাত্মার সহায়েতে তাহারা কোন অধর্ম্মেতে আর রত না হইয়া পাপ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্ম চেষ্টা মাত্র পায় তাহাতে কালক্রমে তাহাদের সম্পূর্ণ পুণ্য ও ধর্ম্ম হওনের মূল দর্শন হইল কথার এই অভিপ্রায়.

অতএব হে ভ্রাতারা তোমরা সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া আপনাদের পরীক্ষা লও তোমাদের এখনকার নিজের গুণ ও স্বভাব ও রীতি ও ব্যবহার ইত্যাদি সকল কেমন? তোমরা জলে ধৌত হইয়াছ বটে ব্রাপ্তিস্মের নির্ম্মল পানী দিয়া প্রক্ষালিত বট; ঈশ্বরের উদ্দেশে বাহ্যভাবে উৎসর্জ্জিত এবং পবিত্রীকৃত বট কিন্তু অন্তঃকরণেতে বাস্তবিক ধৌত হইয়াছ কি না! এবং প্রকৃতরূপে পবিত্রীকৃত ও অন্তর্শুচি হইয়াছ কি না? আর খ্রীষ্টেতে স্থির বিশ্বাস পূর্ব্বক কি বস্তুতঃ তোমরা পাপের ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং ঈশ্বরীয় আত্মার গুণে শুদ্ধমন ও নির্ম্মলান্তঃকরণ ও নিষ্পাপ স্বভাব হইয়াছ কি না ইহা জিজ্ঞাসিয়া বিবেচনা কর পাউল যেমন লিখেন (হেব্রী ১২. ১৪.) "সকলের সহিত মিলন অর্থাৎ মিত্রতা ও যাহা ব্যতিরেকে কেহ পরমেশ্বরের দর্শন কি না স্বর্গ সুখ পাইবে না এমত পবিত্রতারও চেষ্টা কর" "কেননা ঈশ্বরের রাজ্যেতে অধার্ম্মিক লোকদের অধিকার নাই. এ বিষয়ে তোমাদের ভ্রান্তি না হউক."

পরের পরিত্রাণ চেষ্টা করা খ্রীষ্টীয়ানদিগের উচিত

THE DUTY OF CHRISTIANS TO SEEK THE SALVATION OF THE HEATHEN.

সেই সময়ে যিরূশালম নগরস্থ শিষ্য মণ্ডলীর বহু বিপক্ষ হওয়াতে প্রেরিতলোক ছাড়া অন্য সকলেই যিহূদা ও শোমিরোণ দেশের নানা স্থানে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু যাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তাহারা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া সুসমাচার প্রচার করিল ॥ প্রেরিতদের ক্রিয়ার ৮, ১-৪ ॥

খ্রীষ্ট মতাবলম্বিদিগের আদি মণ্ডলী যিরূশালম নগরে স্থাপিতা হয়। যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গারোহণ করিলে পরে ঐ মণ্ডলীর লোক ক্রমে২ বাড়িয়াছিল। বিশেষতঃ খ্রীষ্ট যাহাদিগকে ঘোষণা কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের ঘোষণা শ্রবণ করিতে২ অতি অল্প দিনের মধ্যে ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র লোক খ্রীষ্টেতে প্রত্যয় করিয়া তাঁহার শিষ্যরূপে বিখ্যাত হইয়াছিল। তাহাতে তন্নগরস্থ শাসন কর্ত্তারা অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া আর অন্য লোক যেন কোন-মতে খ্রীষ্টীয়ান না হয়, এই অভিপ্রায়ে ঐ খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে তাড়না করিতে লাগিল। এ প্রযুক্ত অনেকে যিরূশালম নগর

1st Edit.] 1837. [2,000 Copies.

পরিত্যাগ করিয়া দিগদিগন্তরে পলাইয়া গিয়াও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ছাড়িলেন না। বরং তাঁহারা যে২ স্থানে গমন করিলেন সেই২ স্থানেই খ্রীষ্টের কথা অতিযত্নে নির্ভয়ে প্রকাশ করিলেন, তাহাতে সেখানকার২ অনেক লোক খ্রীষ্টীয়ান হইল। অতএব বলি, আদি কালের খ্রীষ্টমতস্থেরা যাদৃশ পরিশ্রম ও দুঃখ স্বীকার করিয়া নানা লোককে পরিত্রাণের কথা শুনাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাদৃশ পরিশ্রম ও দুঃখ স্বীকার করিয়া ঐরূপ চেষ্টা পাওয়া ইদানীন্তন খ্রীষ্টীয়ানদেরও উপযুক্ত। ঐ চেষ্টা পাওয়া কেন উচিত এবং কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা বিস্তার করিয়া লিখি, পাঠকেরা মনোযোগ করিবেন।

১. প্রথমত, খ্রীষ্টীয়ানেরা এতদ্দেশস্থ হিন্দু ও মুসলমানদিগের তত্ত্ব বিষয়ে ভ্রম ও দেবোপাসনা ও আর২ পাপ কর্ম্ম যত আছে তাহাদিগকে সেই সকল ত্যাগ করাইয়া পরিত্রাণের সুপথ দর্শাইতে যত্ন করিবেন, এই কর্ম্ম যে যুক্তি ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত ইহার প্রমাণ দি। ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে হিন্দু প্রভৃতি সকল মনুষ্যের পাপ জন্মাইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যেহেতুক তাহার প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানেই আছে। যথা রোম ৩. ১২. "তাবৎ লোকই বিপথগামী ও অকর্ম্মণ্য সৎকর্ম্মের দিকে কেহই যায় না একজনও না"। এবং এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়াও থাকে, সুতরাং সকলেই পাপেতে বিষম দায়গ্রস্ত। কারণ তাহারা স্বেচ্ছাতে পাপের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বরের কোপে পড়িয়াছে। এতদ্বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের এই লিপি যথা রোম ১.১৮. "তাহাদের তাবৎ অসৎ কর্ম্মের ও অধর্ম্মের প্রতি স্বর্গহইতে ঈশ্বরের কোপ প্রকাশ পাইতেছে"। আর হায়২ এইরূপ দায়গ্রস্ত হইয়াও এতদ্দেশস্থ লোকেরা উদ্ধারের পথ অজ্ঞাত আছে। তাহারা ধর্ম্ম ক্রিয়া বলিয়া দেবপূজা গঙ্গাস্নান নানা তীর্থ পর্য্যটনাদি কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু সে সকল কর্ম্ম ত্রাণ বিষয়ে ঈশ্বরকর্তৃক অনিরূপিত

প্রযুক্ত বিফল। অতএব এই সকল লোকের নিমিত্তে খেদিত হইয়া তাহাদের উদ্ধারের উপায় প্রকাশ করা আমাদের উচিত। কেননা অনির্ব্বাণ অগ্নিময় নরক কুণ্ডে পতিত হইয়া তাহাদের যে সর্ব্বনাশ হইবে এটা বড় দুঃখের বিষয়। দেখ কাহাকেও জলে মগ্ন কিম্বা অগ্নিতে পতিত দেখিলে ধার্ম্মিক লোকেরা তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা না পাইয়া কদাচ সুস্থির থাকিতে পারে না। অতএব তুচ্ছ প্রাণ রক্ষার জন্যে যদি দয়ালুলোকদিগকে অবশ্য চেষ্টা পাইতে হয়, তবে গতিহীন কোটি২ মনুষ্যের অমূল্য রত্নস্বরূপ যে আত্মা তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যে কি খ্রীষ্টীয়ানেরা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন না? অবশ্যই করিবেন।

কিন্তু কেবল আমাদের স্বাভাবিক দয়া যে পরের পরিত্রাণার্থ উপায় চেষ্টাতে প্রবৃত্তি জন্মায় এমত নহে কিন্তু পরমেশ্বর দায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে উদ্ধারের চেষ্টা করিতে আমাদের উপর ভারও দিয়াছেন যথা হিতোপদেশ ২৪. ১১, ১২. "বধের নিমিত্তে সমর্পিত ও বধ্য মনুষ্যদিগকে উদ্ধার কর, তাহা না করিয়া যদি বল আমরা তাহা জানি না, তবে প্রাণ রক্ষার কর্ত্তা কি তাহ (অর্থাৎ তোমার ওজোর) জ্ঞাত হইবেন না? ও তিনি প্রত্যেককে আপন২ ফল কি দিবেন না?" এই বিষয়ে আরো প্রমাণ ধর্ম্ম-পুস্তকে আছে যথা "তোমার প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর"। দেখ এই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বিবেচনা করিলে পরের পরিত্রাণ বিষয়ে চেষ্টা করা যে আমাদের আবশ্যক কর্ম্ম ইহা নিশ্চয় হয়, যেহেতুক পরের মঙ্গল চেষ্টা যে না করে তাহার প্রেমের চিহ্ন কি? কাহাতেও সত্য প্রেম থাকিলে অবশ্যই সে অন্যের মঙ্গল চেষ্টা করে। আর দেখ পরিত্রাণাপেক্ষা অধিক মঙ্গলের বিষয় কি আছে? কিছুই নাই, অতএব হে ভাই পরের প্রতি তোমার প্রকৃত প্রেম থাকিলে তুমি তাহার পরিত্রাণের চেষ্টা সুতরাং করিবা। আর কেহ একজনের পরকাল বিষয়ে চেষ্টা

সা করিয়া যদি ধনাদি দ্বারা কেবল তাহার সাংসারিক অভিলাষ পূর্ণ করা, তবে তাহাতে কিছু প্রকৃত উপকার করা হয় না। যথা ধর্ম্মপুস্তকে মার্ক. ৮.৩৬.। "মনুষ্য সমস্ত জগৎ প্রাপ্ত হইয়াও যদি প্রাণ হারায় তবে তাহার কি লাভ হইল"। আর কোন ব্যক্তি তোমাহইতে তদ্রূপে সাংসারিক সুখ মাত্র পাইয়া যদি শেষে নরকে যায়, তবে তুমি যে কেবল তাহার ইহকালের সুখ চেষ্টা করিয়াছিলা, তাহাতে সে কি তোমার প্রশংসা করিবে? কখন না, বরং নরকে আত্যন্তিক বেদনা পাইয়া তোমার প্রতি মন্যু করিবে। ফলত ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে প্রতিবাসির প্রতি প্রেম জন্মিলে অগ্রেই তাহার নিস্তারের চেষ্টা করিতে হয় জানিবা।

অপর আমরা খ্রীষ্টের শিষ্য আমাদিগকে তাঁহারি মত সৎকর্ম্ম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা গুরুর উপদেশ ও চেষ্টানুসারে চলা ও কর্ম্ম করা শিষ্যের অতি উপযুক্ত; কিন্তু যে কেহ তাহা না করে তাহাকে তাঁহার শিষ্য বলাই অসঙ্গত। দেখ যীশু খ্রীষ্ট প্রেমসাগর, তিনি নিরাশ্রয় মনুষ্যদিগের মুক্তির নিমিত্তে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে যতদিন ছিলেন, ততদিন এক চিত্তেতে লোকের নিস্তারের চেষ্টাতেই কাল ক্ষেপণ করিলেন। ঐ চেষ্টায় রত হইয়া স্থানে২ গমনাগমন করত ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইলে এবং লোকেরা তাঁহাকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিলে তিনি বিমর্ষ হইতেন না। অধিকন্তু অবশেষে অতুল্য দুঃখ ভোগ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগও করিলেন। অতএব যাহারা প্রভুর শিষ্য তাহাদেরও সাধ্য পর্য্যন্ত পরের নিমিত্তে ঐরূপ কর্ম্ম করা উপযুক্ত।

এপর বিবেচনা করিয়া দেখ ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়া সাধ্যানুসারে এদেশের লোকের নিস্তারের চেষ্টা অদ্যাবধি প্রায় তাঁহারাই করিতে-ছেন। ইহাতে ঐ কর্ম্ম যে কেবল তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য পাঠক-

দিগের এমত বোধ করা উচিত নহে। কারণ স্বসম্পর্কীয় লোকের হিতান্বেষণ করা সকল লোকের অত্যাবশ্যক। আত্মীয় ব্যক্তির হিতৈষী না হওয়া কেবল অধার্ম্মিকের কর্ম্ম। অতএব এ দেশে পরমেশ্বরের অনুগ্রহেতে যাহারা খ্রীষ্টমত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের স্বজাতি জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব সকলের নিস্তারের চেষ্টা করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাও পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় বটে একারণ ইহার বিষয়ে আর লিখিবার বড একটা প্রয়োজন নাই, তথাপি বিদেশী লোকাপেক্ষা যে স্বদেশীয় লোকেরা আপন দেশে অনায়াসে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারে এমত দুই তিনটা যুক্তি দি শুন।

১. এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে স্বদেশীয় লোকদিগকে পরিশ্রম করিয়া বিদেশীয় ভাষা শিখিতে হয় না, তাহারা বাল্যাবস্থাবধি আত্মদেশীয় ভাষা জানে। অতএব তাহারা খ্রীষ্টের মত জ্ঞাত হইবা মাত্র তাহা সুস্পষ্টরূপে অবাধে অন্য২ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে জানাইতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোকেরা এমত অনায়াসে খ্রীষ্টের মত এ দেশীয় লোকদিগকে জানাইতে পারে না, কেননা বঙ্গদেশীয় ভাষা শিখিতে ও ব্যবহার জানিতে তাহাদের তিন চারি বৎসর যায়। আর এতকাল পরিশ্রম করিলেও তথাপি তাহারা সেই ভাষা হিন্দুলোকের মত উত্তমরূপে কহিতে পারে না অতএব ভাষাকথন বিষয়ে ইংলণ্ডীয় লোকহইতে এতদ্দেশীয় লোক অধিক পারগ আছে।

২. ইউরোপীয় লোকদের রীতিহইতে এ দেশের লোকের ব্যবহার অনেক ভিন্ন, একারণ উঁহাদের সহিত পরস্পর আলাপ সহজেই হয় না। এবং ইউরোপীয় লোক এদেশের লোকের বাটীতে সহসা প্রবেশ করিতে না পারিয়া পথের মধ্যে যাহারা২ দেখা পান, প্রায় তাহাদের নিকটে মাত্র খ্রীষ্টের কথা ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করাতে উঁহাদের অনেক ব্যাঘাত

হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা ঘোষণা করিতে গেলে সেরূপ ব্যাঘাত হয় না। ইহারা আপন দেশের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইয়া লোকের সঙ্গে অবাধে কথোপকথন করিতে পারাতে প্রসঙ্গাধীন খ্রীষ্টের কথার প্রস্তাবও করিতে পারে।

৩. এ দেশীয় লোকেরা ইউরোপীয় লোকাপেক্ষা গ্রীষ্ম বৃষ্টি প্রভৃতি সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক বাহনাদি ব্যতিরেকে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া সর্ব্ব কার্য্য সাধন ক্ষম হয়। অতএব ইহাদের মধ্যে কাহার ইচ্ছা হইলে সে অক্লেশে খ্রীষ্টকথা প্রচার করিতে পারে। আরো একটী বিবেচনা কর. এ রাজ্য অতি প্রশস্ত ইহার মধ্যে অনেক নগর ও গ্রাম ও সহর এবং বাজার থাকাতে অসংখ্য মনুষ্য আছে আর সর্ব্বত্র গিয়া তাহাদের নিকটে ঈশ্বরের কথা প্রসঙ্গ করিতে গেলে দুশ হাজার ধর্ম্মোপদেশকের আবশ্যকতা হয়। কিন্তু এ রাজ্যে এত ইউরোপীয় ধর্ম্মোপদেশক লোক নাই ও আসিবার সম্ভাবনাও নাই অতএব এ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা দেশ দেশান্তরে গিয়া ঈশ্বরের কথা প্রচার না করিলে কদাচ তাহা সর্ব্বত্র প্রচার হইতে পারে না। এক্ষণে এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান অত্যল্প বটে কিন্তু ক্রমে২ তাহাদের বৃদ্ধি হইতেছে এবং হইবে। আর তাহারা যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রকাশ করিবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা পায় তবে অল্প-কালের মধ্যেই এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা অধিক হইয়া সমুদায় রাজ্যেই খ্রীষ্টকথা প্রকাশ করিতে পারিবে। অতএব হে এত-দ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা আপনাদের দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম স্থাপনের জন্যে তোমাদের বিশেষরূপে চেষ্টা করা উচিত।

এক্ষণে পরের পরিত্রাণার্থে যে২ কর্ম্ম খ্রীষ্টীয়ানদের কর্ত্তব্য তাহা এই দ্বিতীয় ভাগে বলি।

প্রথমত, অধর্ম্মিদের প্রতি দয়া করা খ্রীষ্টীয়ানদের উচিত। কেননা কঠিন ও নির্দ্দয় ব্যক্তিরা পরোপকারার্থে কদাচ যত্ন

করে না, কেবল যাহারা দয়ালু তাহারাই দীনহীনদের দুঃখ-নাশের নিমিত্তে চেষ্টা করে। তাহার সাক্ষী দেখ, প্রভু যিশু খ্রীষ্ট যিরূশালম নগর বাসিদের বিনাশ নিশ্চয় জানিয়া দয়াতে আর্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাদের নিমিত্তে হাহাকার করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। হে পাঠকেরা, সকল লোক যে পাপের দায়েতে ঘোর আপদগ্রস্ত আছে, ইহা বিবেচনা করিলে তাহাদের প্রতি তোমাদেরো দয়া জন্মিতে পারে। দেখ পাপি লোকদের উপরে পরমেশ্বরের দারুণ কোপ আছে; এবং তাহার শান্তি না হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই নরকে যাইতে হইবে। ঐ নরকে অসহ্য যন্ত্রণা, হায় ২ সেখানে যে একবার যায় তাহার আর কোন মতে উদ্ধারের উপায় নাই। সেই ভয়ানক স্থানে যাইবার আমাদের সম্ভাবনা আছে ইহা বুঝিয়া যেমন তোমরা তাহার প্রতিকার ইচ্ছা কর, তেমনি তোমাদের অধার্ম্মিক পরিবার ও প্রতিবাসিগণ ও দেশস্থ কোটি ২ লোকদেরও নরকে যাইবার সম্ভাবনা আছে তাহাও আলোচনা করিয়া তাহাদের প্রতি দয়া কর। ইহাতে ধর্ম্মপুস্তকের লিখন যথা ফিলিপীয়, ২. ৪। "প্রত্যেক জন কেবল আত্মবিষয়ে আশক্ত না হইয়া পরবিষয়ে মনোযোগ করুক" ৮

অপর অধর্ম্মিদের পাপ বিমোচনার্থে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা উচিত। দেখ প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন তোমরা প্রার্থনা কালে এইরূপে প্রার্থনা কর। "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পূজ্য হউক, তোমার রাজত্ব হউক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গেতে যেমন তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হউক"। অর্থাৎ ধার্ম্মিকেরা যেমন স্বর্গেতে পরমেশ্বরের সেবা করিয়া তাঁহার প্রিয় পাত্র হইয়াছে, তেমনি পৃথিবীস্থ মনুষ্যরাও সৎ কর্ম্ম করিয়া যেন তাঁহার প্রিয় পাত্র হয়। পৌল এ বিষয়ে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যথা তিমথী, ২. ২। "সর্ব্ব সাধারণ লোকের নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে বিনয় নিবেদন ও প্রার্থনা ও ধন্যবাদ এই সকল করিতে

হয়, এই কর্ম্ম আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের সাক্ষাতে উত্তমরূপে গ্রাহ্য হয়। কেননা মনুষ্যেরা রক্ষা ও সত্যতা ও জ্ঞান প্রাপ্ত হউক এই তাঁহার ইচ্ছা"। অতএব প্রার্থনা শ্রবণকর্ত্তা পরমেশ্বরের সমীপে অধর্ম্মিদের নিমিত্তে উপযুক্তরূপে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা অবশ্যই সফলা করিবেন। এই ২ প্রকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা অন্তঃকরণে ভরসা পাইয়া ঈশ্বরের পূর্ব্বকালীন সেবকেরা অন্য ২ মনুষ্যদের পরিত্রাণার্থে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেখ ইব্রাহিম সদম নগর নিবাসিদের জন্যে, এবং মুষা ইশ্রায়েলদিগের নিমিত্তে, ও আয়ুব আপন বন্ধুদিগের নিমিত্তে, আর দানিএল আপন দুঃখি দেশস্থদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর আপন ভক্তদের প্রার্থনানুসারে ফল প্রদান করিলেন। এই ২ রূপ বহু দৃষ্টান্ত ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে আছে অতএব যাকুব কহিয়াছেন যথা—"ধার্ম্মিক ব্যক্তির দৃঢ় প্রার্থনা অতি সফলা হয়।

অপর পরমেশ্বর যদি সুবুদ্ধি ও বাক্‌পটুতা দ্বারা কোন খ্রীষ্টীয়ানকেও গুণবান করেন, তবে সে সুশীলতা পূর্ব্বক ঐ উত্তম গুণ ঈশ্বরের সেবাতে সমর্পণ করুক। হে পাঠক পরের পরিত্রাণার্থে সুসমাচার প্রকাশ করিতে তোমার বাঞ্ছা হইলে মণ্ডলীর কর্ত্তা, এবং অন্যান্য বিশিষ্ট লোকদিগের নিকটে যাইয়া সেই পরোপকারিণী বাঞ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহাদের স্থানে মন্ত্রণা চাহ। তাহারা যদি তোমাকে সুসমাচার প্রকাশের উপযুক্ত পাত্র জ্ঞান করিয়া সেই কর্ম্মে নিয়োগ করেন, তবে সাধ্যপর্য্যন্ত ধর্ম্মপুস্তকের কথা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া পাপিদিগকে পরিত্রাণের পথে আনয়ন করিতে যত্ন করিবে। আর উপযুক্তরূপে এ কর্ম্ম করিলে তাহার পরিশ্রম কদাচ নিষ্ফল হয় না। কেননা খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার বিনা পরিত্রাণের আর উত্তম পথ নাই। কিন্তু এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে যেন ধন লোভী না হইয়া নিরন্তর মনুষ্যদের মঙ্গল চেষ্টা ও

ঈশ্বরের গৌরব করিতে হয়। এবং মণ্ডলীস্থ ব্যক্তিদের আজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহ এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেক না।

কিন্তু খ্রীষ্টের সুসমাচার ঘোষণা করিতে যাহারা সক্ষম নহে তাহারা কি পরের পরিত্রাণ বিষয়ে কিছুই চেষ্টা করিবে না? এমত নহে, তাহারা ঐ ধর্ম্ম প্রকাশ করিবার নিমিত্তে অন্য ২ উপায় চেষ্টা করিবে। বিশেষতঃ স্বকীয় পরিবারগণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের স্থাপন করিবে, এবং প্রতিবাসিগণের সহিত ভক্তিযুক্ত কথোপকথন করিবে, এবং সর্ব্বতোভাবে পবিত্রাচরণ ও ধর্ম্মপুস্তক বিতরণ ইত্যাদি দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার করিবে। ইহার প্রমাণ খ্রীষ্ট আপনি কহিয়াছেন যথা মথি ৫.১৬. "মনুষ্যদের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তি এমনি প্রকাশ হউক যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে"।

এতদ্ভিন্ন দাতৃত্ব গুণে নিজধনের কিঞ্চিদংশ খ্রীষ্টধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে সকলেই বিতরণ করিবে। যেহেতুক ভজনালয় নির্ম্মাণ এবং ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকাদি প্রস্তুত করণ এবং পাঠশালার শিক্ষকের ও সুসমাচার প্রকাশকের প্রতিপালন, এই সকল কর্ম্ম অর্থ বিনা হইতে পারে না। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি এতদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে ত্রুটি না করিয়া আপন ২ ধন দান করুক। অদ্যাবধি প্রায় এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা ঐ ধর্ম্ম স্থাপনার্থে কিছুই দেন নাই, কেবল ইউরোপীয় লোকেরা স্বীয় ২ ধন বিতরণ দ্বারা ঐ ধর্ম্ম স্থাপন করিতেছেন। অতএব এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরাও এই বিষয়ে এতদ্রূপে চেষ্টা করুন।

অপর পরের পরিত্রাণের জন্যে যে আমাদের চেষ্টা করণ অতি উচিত এবং সেই চেষ্টা কি প্রকারে করিতে হয় এই দুই বিষয় বিস্তার করিয়া কহিয়াছি। এক্ষণে আর দুই একটা প্রসঙ্গ করিয়া এ উপদেশ সমাপ্ত করি। হে খ্রীষ্টমতাবলম্বিরা বিবেচনা করিয়া দেখ, পরমেশ্বরের প্রতি তোমাদের কেমন কৃতজ্ঞ হওয়া

উচিত। তিনি তোমাদের প্রতি অতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আপন সত্যধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তোমাদের পাপমোচন হইয়া তত্ত্বজ্ঞান ও মনের সুস্থতা ও সুশীলতা ও পরলোক বিষয়ক ভরসা এই সকল উত্তম ফল পাইয়াছ। কিন্তু এই প্রকার অনুগ্রহ সর্ব্বদেশীয়লোকেরা পায় নাই, অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্ম না জানিয়া অদ্যাবধি অন্ধকারে পতিত রহিয়াছে। অতএব তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই অতিশয় দয়া স্বীকার করিয়া নানা স্বদেশীয় অন্য ২ ব্যক্তিদের নিকটে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রকাশ কর। ইহা না করিলে ঈশ্বরের নিকটে কি প্রকারে নিরপরাধী হইতে পারিবা? যেমন ধর্ম্মপুস্তকে লেখে যে একজন দাস আপন মনিবের স্থানে বানিজ্য করিবার নিমিত্তে এক তোড়া টাকা লইল, কিন্তু তাহা না করিয়া মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখাতে সে আপন প্রভুর নিকটে অপরাধী হইল। তেমনি তোমরাও ঈশ্বরহইতে যে ধর্ম্মরূপ ধন পাইয়াছ তাহা যদি বিতরণ না কর, তবে ঈশ্বরের সমীপে কি সেই দাসের মত অপরাধী হইবে না? অবশ্য হইবা। কিন্তু তাহা যেন না হও এমত মনোযোগ কর।

৬ আর বিবেচনা কর, যে পরের মঙ্গল চেষ্টা করা ইহা ঈশ্বরের অতি প্রিয় কর্ম্ম। দেখ তিনি পাপিদিগের প্রতি দয়া করিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্যে আপন পুত্রকে জগতে প্রেরণ করিলেন। এবং মনুষ্যদিগের কুমতি নষ্ট করিয়া সুমতি জন্মাইবার কারণ পবিত্র আত্মাকে দিয়া থাকেন। তদ্ব্যতিরেকে আদি কাল অবধি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও প্রেরিতগণ ও নানা উপদেশক দ্বারা পরিত্রাণের বিষয় মনুষ্যদিগকে জানাইতেছেন। তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হয় যে মনুষ্যদিগের উদ্ধার করণ তাঁহার অতি প্রিয় কর্ম্ম। অতএব যাহারা তাঁহার ন্যায় পাপিদিগের নিস্তারের বিষয়ে ভাবিত হইয়া সাধ্যানুসারে চেষ্টা পায় তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদ অবশ্য আছে।

আর যে ব্যক্তি কেবল আপন শারীরিক মঙ্গল চেষ্টা না করিয়া যাবজ্জীবন আপনার ও পরের পারমার্থিক মঙ্গল চেষ্টা করে, বিশেষত আপন দেশে পরিত্রাণ বিরোধী যে সকল ভ্রান্তি ও দেবপূজা ও পাপ আছে, তাহা দূর করিতে এবং খ্রীষ্টের সত্য ধর্ম্ম স্থাপন করিতে যে ব্যক্তি আপন জীবনকাল ব্যয় করে, তাহার সে কর্ম্ম কেমন মনের সুখের বিষয় হইবে। যেহেতুক তাহার বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে আমি মনুষ্যদিগের অপকার না করিয়া যাহাতে তাহাদের পরিত্রাণ হয়, এমত নানা চেষ্টাতে অনেক কাল যাপন করিয়াছি তাহার মন যদি এই প্রকার সাক্ষ্য দেয়, তবে তাহার কি পর্য্যন্ত সন্তোষ হইবে তাহা বলা যায় না। আর মৃত্যুর পর ঈশ্বরের নিকটে গেলে হে উত্তম বিশ্বাসি দাস তুমি ধন্য এখন প্রভুর সুখের ভাগী হও এই কথা কহিয়া তিনি তাহাকে গ্রাহ্য করিয়া অতি সম্ভ্রম করিবেন, এমত লিখিত আছে যথা দানিয়েলের ১২. ৩। যাহারা জ্ঞানবান তাহারা আকাশের প্রভাবের মত দেদীপ্যমান হইবে এবং যাহারা অনেককে ধর্ম্মের প্রতি ফিরায় তাহারা সদা সর্ব্বক্ষণে তারাদের ন্যায় তেজোময় হইবে। অতএব প্রিয় ভ্রাতৃ সকল প্রভুর সেবাতে তোমাদের পরিশ্রম বিফল হইবে না ইহা নিশ্চয় জানিয়া তোমরা সুস্থির ও নিশ্চলচিত্ত হইয়া উত্তরোত্তর তাহাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বদা সেই শ্রমেতে নিযুক্ত থাক।

যিশু বঙ্গদেশে কর অধিকার
যে কিছু ভূতলে পদতলে হে তোমার।

১ তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্যের রাজা সবাই করুক তোমার পূজা
দেবের বশ না হইয়া ত্যজুক অত্যাচার।

২ পাষণ্ডতা তব নামে না হয় যেন কোন গ্রামে
স্বর্গধামে যিশুর নাম হউক জয় ২ কার।

৩ তুমি হে জগত পতি সবার হউক তোমাতে মতি
আর যেন কেহ নাহি করে ব্যভিচার।

৪ কর প্রেমানন্দ দান সবে করুক তোমার গান
ধর্ম্ম আলো দিয়া নাশ মনের অন্ধকার।

৫ এদেশীয় লোকের প্রতি দয়াল হও শীঘ্রগতি
কালের নিগড় কাটি করহ উদ্ধার।

৬ তব রাজ্যে সদা সুখ বিনাশে অনন্ত দুঃখ
পাপ পীড়া মনের হয় প্রতীকার।

PRINTED AT THE CHURCH MISSION PRESS, MISSION ROW, FOR THE CALCUTTA TRACT AND CHRISTIAN BOOK SOCIETY.

AGAINST FORNICATION.

পারদারিকদের ইহকাল ও পরকালের ফল প্রাপ্তির কথন।

আমি কিরূপে এমন বড় দুষ্টতা করিয়া ঈশ্বরের প্রতিকূলে পাপ করিতে পারি?

আদিপুস্তকের ৩৯. ৯, পদ

যুষফ নামক পূর্ব্ব কালীন এক জন যুবককর্তৃক কথিত উপারস্থ বাক্যের বিবরণ বলি শুন। সেই ব্যক্তি পিতার অন্য সকল পুত্র হইতে অতিপ্রিয়তম পুত্র ছিলেন একারণ তাঁহার ভ্রাতারা উঁহার প্রতি অতি দ্বেষভাব করিত। পরে কোন সময়ে সুযোগ পাইয়া তাহারা বিদেশীয় বানিজ্যকারিদের নিকটে তাহাকে বিক্রয় করিলে তিনি মিষরদেশে আনীত হইয়া ঐ বনিকদের কর্তৃক পুনর্ব্বার তদ্দেশীয় একজন সেনাপতির নিকটে বিক্রীত হইয়া তাহার দাস হইলেন। কিন্তু যুষফ অতি মনোযোগ পূর্ব্বক উত্তম রূপে আপন মনিবের কর্ম্ম করাতে তাহার প্রিয়পাত্র হইয়া কালক্রমে সর্ব্বাধ্যক্ষ হইলেন। এই যুষফ অতিরূপবান, এপ্রযুক্ত সেই সেনাপতির স্ত্রী কামভাবেতে তাহার প্রতি মগ্নচিত্তা হইয়া কোন এক সময়ে তাহার সহিত এক শয্যাতে শয়নার্থে পুনঃ২ যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ধর্ম্মভয়ে সেই পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া এক নিমিষের জন্যেও তাহার কথাতে সম্মত

হইলেন না। তাহাতে পাপজয়ী হইয়া বহু যুদ্ধ জয়ি সেনাপতিদের হইতেও অধিক যশ পাইয়াছেন, এবং তাহার সেই কর্ম্ম সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বকালীন যুবা পুরুষদের এই একটা দৃষ্টান্ত স্থল হইল যে ধর্ম্মপথে থাকিলে ঈশ্বরের সহায়তাতে পাপ জয় করিতে পারে।

অতএব সকল যুবা পুরুষেরা যদি যুষফের ন্যায় এই পাপ বিষয়ে নির্দোষ থাকিত তবে কি সুখের বিষয় হইত। হায় ২ ধনবান কি দরিদ্র পণ্ডিত কি মূর্খ যুবা কি বৃদ্ধ এতদ্বিষয়ে প্রায় কেহ নির্দোষ নাই, অনেকে এই পাপ অতি লঘু জ্ঞান করিয়া কামুকতা প্রকাশ করে। কেহ ২ নির্লজ্জ হইয়া হাস্য পরীহাস নৃত্যাদি পূর্ব্বক কুৎসিত গানাদি করে, কেহ বা অত্যান্ত দুর্যশ জনক এই পাপ বিষয়ে আত্মশ্লাঘা করে। কিন্তু এমত লোক সকল তাহাতে কেবল আপনাদের সর্ব্বনাশ করে, যেহেতুক ব্যভিচারাদি যে পাপ সে মনুষ্যদিগের অতি অপকারক, এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বড় ঘৃণাস্পদ। অতএব ইহা হইতে সকলের ক্ষান্ত হওয়া আবশ্যক, এই নিমিত্তে পাঠকদিগকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

প্রথম ব্যভিচারাদি কুকর্ম্ম দ্বারা ইহকালে মনুষ্যদিগের অতি ক্ষতি ও অসুখ হয় ইহার কতক গুলি প্রমান দি।

১. সেই পাপ মনকে মন্দ করে। বিশেষতঃ যাহারা তৎকর্ম্মেতে রত হয় তাহারা বিদ্যা এবং ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন সুখের চেষ্টাতে রহিত হয়। দেখ এতদ্দেশস্থ কতশত বিশিষ্ট সন্তান যুবা পুরুষেরা লম্পটতাতে আশক্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে কুৎসিত গান ও কদালাপ পূর্ব্বক রাস্তায় ২ ঝাঁকে ২ নির্লজ্জ হইয়া ফিরিয়া বেড়ায় ইহা সকলেরি দৃষ্টি গোচর আছে। বিদ্বান ও উত্তম মনুষ্য অন্বেষণ করিতে গেলে কেহ কি এমন লম্পট ব্যক্তিদের মধ্যে তত্ত্ব করিবে? কখন না, কেননা তাহারা আলস্য করিয়া নিষ্কর্ম্মে অথবা কামবর্দ্ধক কর্ম্মপ্রণাতেই দিনপাত এবং কুকর্ম্ম দ্বারা আপন ২

মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া রাত্রি যাপন করে। এই প্রকারে অলস ও কামাতুর হইয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের কাল মিথ্যা ব্যয় করত অজ্ঞান ও দুর্ম্মুখ ও দুরাচার ও অসভ্য হইয়া শেষে মনুষ্যদিগের যত কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাতে অপারগ হইয়া উঠে।

২. ব্যভিচারাদিকর্ম্ম শরীরের সুস্থতাও নষ্ট করে। দুষ্টা স্ত্রী লোকের সহিত সংসর্গ করাতে যে অতি কুৎসিত ও শরীর নাশক একটা মহৎ পীড়া জন্মিয়া থাকে ইহা সকলেই জানে। ইহাতে পরমেশ্বর ব্যভিচার বিষয়ে আপন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তদ্দোষেতে লিপ্তদিগকে শাস্তি দেন, এবং এতদ্বিষয়ে ইচ্ছুকদিগের সেই পীড়া তৎকর্ম্মেতে প্রবৃত্তির একটা বাধাস্বরূপ করিয়াছেন। কিন্তু হায় ২ কত সহস্র ২ লোক জানিয়া শুনিয়াও এ ভয়েতে নিবারিত না হইয়া উক্ত পীড়া গ্রস্ত হওয়াতে অল্প বয়সেই মরিয়াছে এবং কত শত লোক দুর্ব্বল ও চিররোগী হইয়া এই কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে। অধিক কি বলিব, পিতার এই পাপেতেও অসংখ্য সন্তানের যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত শরীর দুর্ব্বল হয়।

৩. এই কুকর্ম্মদ্বারা ধনক্ষয় হইয়া মনুষ্য দরিদ্র হয়, যেহেতুক ধনব্যয় ব্যতিরেকে লম্পট ব্যক্তিদের কুঅভিলাষ প্রায় পূর্ণ হয় না। দেখ দুর্ভগা বেশ্যা স্ত্রীগণেরা অর্থ না পাইলে পুরুষের সহিত প্রায় আলাপ করে না। এবং তাহাদের ঘরে কত লোকের টাকা ও অলঙ্কারাদি হৃত হয়। আরও দেখ অনেক ধনবান লোক ব্যভিচার কর্ম্মেতে পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া শেষে অতি দরিদ্র হইয়াছে। এবং অনেক বেতন জীবি লোকেরা মাসে যাহা পায় তাহাদ্বারা আপনাদের পরিবারগণের ভরণ পোষণ না করিয়া এই কুকর্ম্মেতেই অপব্যয় করে, তাহাতে তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদি অন্ন বস্ত্র রহিত হইয়া বহু ক্লেশ পায়। এতদ্ভিন্ন অন্য ২ লোকেরা উক্ত কারণে ঋণগ্রস্ত হইয়া যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত সেই ঋণহইতে মুক্তি পায় না, বরং কেহ ২ কারাগারে থাকে। হায় ২

বুঝি এই পাপেতে যেমন ধন নষ্ট হয় অন্য কোন কুকর্ম্মদ্বারা প্রায় তেমনি হয় না।

৪. এই পাপদ্বারা গৃহস্থের মঙ্গলাদি দূরীকৃত হইয়া নানা উৎপাত উপস্থিত হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আশক্ত হইলে আপন স্ত্রী বিরক্তা হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে প্রেম ও সমাদর ও সেবা করে না, এবং সর্ব্বদা তাহাদের পরস্পর বাদ বিষম্বাদ হয়। আর কখন ২ এমত স্ত্রী আপনাকে ত্যাজ্যা বুঝিয়া স্বামির দোষেতে সতীত্ব ত্যাগ করিয়া কুপথগামিনী হয়। অধিকন্তু যে লোকের এতদ্রূপ ব্যবহার, তাহার সন্তানেরা সুপথে শিক্ষিত না হওয়াতে এবং আপন পিতা মাতার দুষ্ক্রিয়া দর্শনেতে তাহাদিগকে মান্য না করিয়া আপনারাও তৎপথগামী হয়। এমন ঘরে যে মান ও মঙ্গল ও সুখ ও ধর্ম্ম কোন প্রকারে নাই ইহা স্পষ্টরূপেই সকলের গোচর হইতেছে।

৫. পুরুষদিগের লম্পটতা দ্বারা অনেক স্ত্রী ও অনেক বালকের অতি দুর্দশা ঘটে। দেখ বড় ২ গ্রামেতে যে অধিক ব্যভিচারিণী স্ত্রী আছে তাহাতে পুরুষের অধিক দোষ, যেহেতুক পুরুষেরা যদি জিতেন্দ্রিয় হইত তবে এমত পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক হওনের সম্ভাবনাই হইত না। কোন ২ স্ত্রী স্বেচ্ছাতেই এমত কুব্যবহার করিয়া থাকে সে কথা সত্য বটে, কিন্তু অনেক স্ত্রী পুরুষদ্বারা আকর্ষিতা হইয়া সতীত্ব ত্যাগ করাতে পিত্রাদিকর্তৃক স্বগৃহ হইতে দূরীকৃতা হইলে আত্মভরণার্থে একেবারে বেশ্যা হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহাতে এই প্রকার স্ত্রী লোক সকল অন্য উপায় না দেখিয়া একেবারে পাপ সাগরেতেই মগ্ন হইয়া নির্লজ্জরূপে স্বাভাবিক সদগুণ পরিত্যাগ করে। পরে তাহারা সেই কুকর্ম্ম দ্বারা আপনাদের আয়ুঃক্ষয় করিয়া প্রায় অত্যল্প কালেতেই মরে। যদ্যপিস্যাৎ কেহ ২ অধিক বয়স পর্য্যন্ত বাঁচে, তবে ততকালে আপনারা পুরুষ সকলের অগ্রাহ্যা হইয়া অন্য ২ অল্প-

বয়স্কা স্ত্রী লোকদিগকে কুপথে লওয়াইতে চেষ্টা পায়। আর অধিক কি বলিব উপপতি দ্বারা জন্মিত সন্তানদের যে কি পর্য্যন্ত দুর্দশা হে লম্পটেরা তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহাদের মধ্যে অনেকের প্রাণ নষ্ট হয় আর কেহ২ বাঁচিলে সকলের ঘৃণাস্পদ এবং অনাথ হওয়াতে নির্গুণ হইয়া নানা প্রকার দুঃখভোগ পূর্ব্বক কুপথগামী হয়।

৬. ব্যভিচারাদি কর্ম্ম অন্য২ কুকর্ম্মেরও উৎপাদক হয়। কেহ২ কামাশক্ত হইয়া আপনাদের কু অভিলাষ পূর্ণ করিবার অন্য ২ উপায়াভাবে চৌর্য্যাদি করে। বিশেষতঃ সন্তানেরা পিতৃধন এবং দাসেরা মনিবের ধন হরণ করিয়া থাকে। আর অন্য কেহ গ্রাম হইতে দূরীকৃত হইলে ডাকাইত আদি দুষ্ট লোকের সহিত মিলিয়া গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুট পাট করে। এতদ্ভিন্ন অনেকে আপন দোষ গুপ্তভাবে রাখিবার জন্যে ঔষধ দ্বারা গর্ব্ভবতীর গর্ব্ভস্রাব করণ যে মহাপাপ তাহাও করে, তাহাতে কতশত স্ত্রী হত্যাও হয়। আর কখন২ এক স্ত্রীর প্রতি দুই তিন পুরুষ আশক্ত হইলে পরস্পর আত্যন্তিক দ্বেষভাবেতে বধও হইয়া থাকে, তাহাতে বধি ব্যক্তি রাজাকর্তৃক ধৃত হইলে তাহারও প্রাণ দণ্ড হয়। হায়২ কিঞ্চিৎ শারীরিক সুখের নিমিত্তে কত মনুষ্যের দুর্লভ প্রাণ নষ্ট হয়। ইহাতে নিশ্চয় হয়, যে পারদারিক লোক জগতের মল ও অসার স্বরূপ, এপ্রযুক্ত সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের অবজ্ঞাস্পদ।

দ্বিতীয় খণ্ড. অতএব ব্যভিচারাদি কুকর্ম্মেতে মনুষ্যদিগের ঐহিক ভয়ানক যে২ দুঃখ ঘটে তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব দ্বারা জানাইয়াছি। তদপেক্ষা যদি লম্পটদিগের অন্য ঘোরতর দুর্দ্দশা না ঘটিত তবে তাহাদের পক্ষে এটা এক প্রকার সহজ ছিল বটে। কিন্তু ইহাতেই যে তাহাদের দুঃখের শেষ হইবে এমত নয়, যেহেতুক সর্ব্বশাসন কর্ত্তা যে ধর্ম্মময় পরমেশ্বর তিনি লম্পট

মনুষ্যদিগকে অতি ঘৃণার্হ জ্ঞান করিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত অগ্নিময় নরক কুণ্ডেতে নিঃক্ষেপ করিবেন যথা। প্রকাশিতের ২১. ৮. "যাহারা মন্দকারী ও বেশ্যাগামী তাহারা অগ্নি ও গন্ধকে প্রজ্বলিত কুণ্ডে অধিকার পাইবে" অতএব মনুষ্যদিগকে যেন ঐ ভয়ানক স্থানে যাইতে না হয় এই নিমিত্তে পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া পরদারাদি কর্ম্মের ফলের বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্টরূপেই যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই দ্বিতীয় খণ্ডে লিখি সেই উপদেশ তিন প্রকার।

১. প্রথমতঃ তিনি এ বিষয়ে অবোধদিগের চেতনাজনক বাক্য কহিয়াছেন যথা। হিতোপদেশের ৫. ১-৫ "হে আমার পুত্র আমার বিদ্যা গ্রহণ কর আমার বুদ্ধিতে অবধান কর, যেহেতুক পরস্ত্রীর ওষ্ঠাধর মউচাকের ন্যায় ফোটা২ ক্ষরে, তাহার তালুয়া তৈল হইতেও চিক্কন, কিন্তু তাহার শেষ নাগদানার মত তিক্ত ও দ্বিধার করবালের ন্যায় তীক্ষ্ণ, তাহার পা মৃত্যুতে নামে তাহার পাদ বিক্ষেপ নরক ধারন করে"। আর ৬. ২৭-২৯ "কেহ কি বস্ত্র দহন ব্যতিরেকে বক্ষঃস্থলে অগ্নি থুইতে পারে! কেহ কি পদ দহন ব্যতিরেকে প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপর যাইতে পারে! তেমনি যে কেহ পরস্ত্রীকে স্পর্শ করে সে নিষ্পাপ হইবে না, আর পরস্ত্রীগামী যে অবোধ পুরুষ সে আপনার প্রাণ নষ্ট করে। যেমন শিকার ধরিবার কারণ শিকারী লুকিয়া থাকে তেমনি মন্দস্ত্রী লুকিয়া থাকে"। ৭. ২১-২২ "সে বুদ্ধিহীন যুবা পুরুষকে দেখিলে অনেক মধুর কথাতে তাহার মনোহরণ করে ও আপন ওষ্ঠাধরের কোমলতাতে তাহাকে আকর্ষণ করে। যেমন গরু মারা পড়িতে যায় ও যেমন পক্ষী ফাঁদকে আপন প্রাণ নাশক না জানিয়া ফাঁদে পড়িতে শীঘ্র উড়ে, তেমনি সে ব্যভিচারিণির নিকটে গেলে আপন প্রাণ নষ্ট করে"। ৫. ৭-১০ "অতএব হে শিশুরা, পাছে আপন সম্ভ্রম অন্যকে দেও ও আপন আয়ু নির্দ্দয়কে দেও, পাছে

অন্যেরা তোমার ধনেতে পূর্ণ হয় ও তোমার শ্রমের ফল অন্যদিগের ঘরে থাকে, পাছে তোমার মাংস ও শরীর ক্ষয় হইলে ক্রন্দন করিয়া কহ "আমি হিতোপদেশ কিবা ঘৃণা করিয়াছি ও আমার হৃদয় কিবা অনুযোগ তুচ্ছ করিয়াছে, পাছে এই ২ কথা কহিয়া অনুতাপ কর আমার কথা শুন; আপন পথ কুস্ত্রী হইতে দূরেতে কর ও তাহার ঘরের নিকটে আসিও না"।

দ্বিতীয়, পরমেশ্বর ব্যভিচারিদিগকে ভয় প্রদর্শন করান যথা। মলকীর ৩.৫. "আমি বিচারের নিমিত্তে তোমাদের নিকটে আসিব এবং পারদারিকদের প্রতিকূলে ক্রতগামি সাক্ষী হইব তোমার সন্তানেরা আমাকে ত্যাগ করিয়াছে"। যিরিমিয়া ৫.৭, ৮, ৯. "আমি যখন তাহাদিগকে তৃপ্তি পর্য্যন্ত খাওয়াইয়া ছিলাম তখন তাহারা পরদার করিল, এবং দলে ২ বেশ্যাদের বাটীতে একত্র হইয়া আইল, তাহারা প্রাতঃকালে পেটভরা অশ্বদের মত হইয়া প্রত্যেক জন আপন প্রতিবাসির স্ত্রীর প্রতি চেঁহাঁহা করিল। যিহূহ কহেন আমি কি ইহার দণ্ড দিব না? এই প্রকার জাতির উপরে প্রতিফল দানেতে আমার মনের বাঞ্ছা কি সিদ্ধ হইবে না? অর্থাৎ অবশ্য হইবে"। ধর্ম্মপুস্তকের আরো প্রমাণ শুন যথা ইফিসীয়ের ৫.৩, ৪, ৫। "পবিত্র লোকদের অবিহিত যে লোভ ও বেশ্যাগমনাদি অশুচি ক্রিয়া এবং লম্পটের ন্যায় হাস্য পরিহাস্যাদি কুৎসিত ব্যবহার করিও না, কেননা ব্যভিচারী কি লম্পট ইহাদের ঈশ্বরের রাজ্যে কোন অধিকার নাই অতএব সাবধান"।

৩. তৃতীয়, পরমেশ্বর পরদারিকদিগকে কেবল ভয় প্রদর্শন করান তাহা নহে, তাঁহার যেমন কথা তেমনি কার্য্য। পূর্ব্বকালে এলি নামক এক ব্যক্তি পরমেশ্বরের সেবক ছিল, তাহার দুই পুত্র হফনি ও ফিনিয়া ইহারা পারদারিক হইলে ঈশ্বর তাহাদের পিতার অনুরোধ কিছুই না করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট

করিলেন। আর য়িশরায়েল লোকেরা মোয়াবদেশীয় লোকের কন্যাদিগের সহিত পরদার করাতে তাহাদিগের চব্বিশ হাজার পুরুষ এক দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। আর সিদোম ও অমোরা প্রভৃতি অন্য২ নগর নিবাসি লোক সকল এই কথিত পাপেতে আশক্ত হইলে স্বর্গহইতে অগ্নি নামিয়া ঐ সকল লোক-দিগকে দগ্ধ করিল, তাহাতে এক প্রাণীও বাঁচিল না। এই সকল দণ্ড পরমেশ্বরের ক্রোধের নিদর্শন স্বরূপ জানিবা যথা য়িহুদার ১ঃ ৭. "সিদোম ও অমোরা ও তাহার নিকটস্থ নগর নিবাসিরা লম্পটতা দ্বারা অপকৃষ্টসঙ্গম করাতে অনির্ব্বাণানলে দণ্ডভোগ করিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছে"।

অতএব হে লম্পটেরা, তোমরা এই পাপ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও না, কিন্তু সময় থাকিতে কুপথ ছাড়িয়া পাপ মার্জ্জনের জন্যে ঈশ্বরের প্রতি ফির, যদি এই পাপেতে মগ্ন থাক তবে তোমাদের বিনাশ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্তঃকরণের সহিত পাপ ছাড়িলে তোমার রক্ষা হইতে পারে। আরো শুন ঈশ্বর পরমদয়ালু তিনি পাপিদিগের বিনাশাকাঙ্খী না হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে তোমাকে অনুযোগ করিয়া কহেন, হে পাপি, ফির হে পাপি, ফির কেন মরিবা? ইশাইয়ার ৫৫. ৬. "যে কালে পরমেশ্বরকে পাওয়া যাইতে পারে সেই কালে তাঁহার অন্বেষণ কর, তিনি যে সময় নিকটে আছেন সেই কালে তাঁহার প্রতি প্রার্থনা কর; দুষ্ট লোক আপন আচার এবং অধার্ম্মিক লোক আপন মনের সঙ্কল্প ত্যাগ করুক, সে পরমেশ্বরের কাছে ফিরুক, যেহেতুক তিনি দয়া করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবেন"। অতএব ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক কহ, হে ঈশ্বর আপন অনুগ্রহানুসারে আমার প্রতি দয়া কর আমার পাপ নিঃশেষে প্রক্ষালন করিয়া আমাকে পবিত্র কর। কিন্তু হে পাঠক, প্রার্থনা করিতে গেলে যাহার রক্তপাত দ্বারা সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় এমন যে পাপিদিগের পরিত্রাণ কর্ত্তা

যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার নাম লইয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে হইবে নতুবা তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য হইবে না জানিবা।

আর এই উক্ত পাপেতে নির্লিপ্ত অল্পবয়স্ক যুবা পুরুষদিগকে কহি শুন, তোমরা সাবধান পূর্ব্বক কালযাপন কর যেহেতুক অন্য সকল মনুষ্যের ন্যায় তোমাদের অন্তরস্থ ও একটা কুস্বভাব আছে, এবং তুলার রাশিতে অগ্নিকণা পড়িলে যেমন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তেমনি তোমাদের চতুর্দিকে কুপ্রবৃত্তি জনক যে অনেক মন্দ লোক ও বিষয় আছে, তাহাদের দ্বারা তোমাদের মনের কু অভিলাষ ক্ষণকালের মধ্যে জন্মিয়া দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব কোনক্রমে কুবাসনা জন্মিবামাত্র যত্নপূর্ব্বক তাহা দূরীকৃত কর। আর কোন সময়ে সেই ধার্ম্মিক যুষফের ন্যায় আপদগ্রস্ত হইলে সে ব্যক্তি যেমন পাপ ভয়েতে তাহা অস্বীকার করিল তেমনি তোমরাও কুস্ত্রীকর্তৃক যাচিত হইলে কোন প্রকারে তাহাতে সম্মত হইও না। কিন্তু ঈশ্বর যে সেই পাপের প্রতি ঘৃণা করিয়া তাহা করিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়াছেন আর তাহা করিলে আমরা তাঁহার অগোচরে কুত্রাপি থাকিতে পারিব না তিনি আমাদিগকে অবশ্য উপযুক্ত দণ্ড করিবেন এই সকল স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে সাবধানে রক্ষা কর। আরো বলি শুন লম্পট ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ, এবং কামবর্দ্ধক কবি অর্থাৎ অশ্রাব্য গীতের শ্রবণ করিও না। আর পরমেশ্বরের নিকটে নিত্য২ এই প্রার্থনা কর যেন তিনি তোমাদিগকে সকল স্থানে সর্ব্বকালে নির্দোষ রাখেন। এই২ রূপ সাবধান না থাকিলে এবং প্রার্থনা না করিলে তোমার নির্দোষ থাকনের সম্ভাবনা নাই, অবশ্য কোন সময়ে তুমি পাপেতে পতিত হইবে।

হে পাঠকেরা আরো বিবেচনা করিয়া দেখ, পরমেশ্বর ব্যভিচার

দোষেতে নির্লিপ্ত থাকিবার জন্যে মনুষ্যদিগকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। অতএব পুরুষ যৌবনাবস্থ হইলে উপযুক্ত বয়স্কা উত্তমগুণবিশিষ্টা স্ত্রীকে আপন মনোনীতা করিয়া বিবাহ করণপূর্ব্বক স্ত্রী পুরুষ দুই জনে সর্ব্বদা প্রনয়ভাবে একত্র থাক। আর যদি কোন কর্ম্ম বশত বহুকাল পর্য্যন্ত প্রবাসে থাকিতে হয়, তবে ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া সেস্থানে থাক। কিন্তু ঈশ্বরের সেবা করিতে বিস্মৃত হইও না, কেননা লবণ যেমন মাংসকে পচিতে না দিয়া ভাল রাখে তেমনি ধর্ম্ম পাপ হইতে মনুষ্যকে রক্ষা করেন। অতএব প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে ভক্তি করিয়া যদি পরমেশ্বরের আশ্রয় লও তবে যাবজ্জীবন নিরাপদ ও সুখী ও মান্য হইয়া কালযাপন করত পরকালে অনন্তসুখ প্রাপ্ত হইবে।

ERROR REFUTED.

ভ্রমনাশক।

১ তিমথী ২।৫ অদ্বিতীয় এক ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহার ও মনুষ্যদের মধ্যে অদ্বিতীয় এক মধ্যস্থ যে পুরুষোত্তম যীশু খ্রীষ্ট তিনি সকলের মুক্তির মূল্যার্থে আপন প্রাণ দিলেন।

এক ঈশ্বর মাত্র আছেন প্রায় সকলেই স্বীকার করে, কিন্তু তাহা কেবল মুখে স্বীকার করে, যেহেতুক তাহারা নানা দেব-দেবীর পূজা করে; তবে এক ঈশ্বর আছেন ইহা যে স্বীকার করা সে বৃথা, কেননা দেখ যদি কোন সন্তান প্রতিবাসিদিগকে সেবা ভক্তি করে আর মা বাপের সেবা না করিয়া কেবল মুখেতে বলে তোমরা আমার মা বাপ, ইহাতে কি সেই পুত্রের পিতা মাতা সন্তুষ্ট হইবেন? তাহা কদাচ হইবেন না, তেমনি যাহারা মুখেতে এক ঈশ্বর স্বীকার করিয়া ঈশ্বর জ্ঞানে দেবদেবীর সেবা করে তাহাদের প্রতি ঈশ্বর অতিশয় অসন্তুষ্ট হন।

ঐ সমস্ত দেবদেবীতে ঈশ্বরীয় গুণ আছে দেবপূজকেরা বলে বটে; কিন্তু হে পাঠক বর্গেরা এই বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ কহিতে বাঞ্ছা করি। তোমরা যে সমস্ত দেবদেবীকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা কর সে সকলেতে ঈশ্বরীয় গুণ আছে কি না ভালরূপে তাহা

বিবেচনা করা উচিত। দেখ ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধসত্ত্ব এবং প্রেমের সাগর ইত্যাদি গুণেতে গুণবন্ত আছেন, তবে কোন্ দেবদেবী সর্ব্বশক্তিমান ছিল ইহা বল? কি রামচন্দ্র? রামায়ণেতে লেখা আছে যখন রাবণ সীতা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তখন রাম আপনি কিছু করিতে না পারিয়া সুগ্রীব অর্থাৎ এক জন প্রধান বানরের সঙ্গে বন্ধুতা করিলেন, আর যুদ্ধ সময়ে রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিত তাঁহাকে দুই তিন বার বধ করিয়াছিল, তাহাতে আপন শক্তিতে না বাঁচিয়া হনুমান দ্বারা বাঁচিলেন; ঐ হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে ঔষধ আনিয়া বাঁচাইয়াছিল, এই নিমিত্তে রামচন্দ্র তৎকৃত উপকার স্বীকার করিয়া হনুমানের স্তব করত কহিলেন: তোমার অনুগ্রহেতে আমার প্রাণ রক্ষা হইল, তুমি না থাকিলে আমার কোন কর্ম্ম সফল হইত না। এখন বিবেচনা কর, যদি রামচন্দ্র সর্ব্বশক্তিমান হইতেন তবে আপনি কি সকল জয় করিতে পারিতেন না? যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি কি কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের নাশ করিতে পারেন না মহাশয়েরা? তিনি কি আপন স্ত্রী রক্ষার নিমিত্তে বনের অতি নীচ পশু যে বানর তাহাদের আশ্রয় লইবেন! এ অতি অসম্ভব কথা।

আর ঈশ্বরের গুণ কি? না সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ সকল জ্ঞাত আছেন; কিন্তু রামচন্দ্রেতে বিস্তর ভ্রান্তি ছিল; দেখ যখন রাবণ সীতা হরণ করিয়া লইয়া যায় তখন সীতা অতিশয় চীৎকার করিয়া কান্দিলে জটায়ু নামে এক বড় পক্ষী ঐ রোদন শুনিয়া নিকটে আসিয়া দেখিলেক রামচন্দ্রের স্ত্রীকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাতে ঐ পক্ষী তাহাকে ছাড়াইবার নিমিত্তে যথাসাধ্য রাবণের সহিত যুদ্ধ করিল কিন্তু বৃদ্ধদশা প্রযুক্ত পক্ষী পরাজিত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িয়া রহিল; পরে যখন রামচন্দ্র আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন যে সীতা নাই

তখন পর্ব্বত এবং বন প্রভৃতিকে বলিলেন তোমরা আমার সীতাকে লুকাইয়া রাখিয়াছ, তোমাদিগকে সমূলে দগ্ধ করিব। এই রূপে ক্রোধচিত্ত হইয়া অন্বেষণ করিতে২ ঐ দুর্ভাগা অর্দ্ধমৃত জটায়ু পক্ষিকে রক্তাক্ত হইয়া বনের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন তুমি আমার সীতাকে খাইয়াছ কেননা তোমার গায়ে রক্ত দেখিতেছি, তোমাকে সংহার করিব; তাহাতে ঐ পক্ষী অতিশয় কাতর হইয়া ধীরে২ উত্তর করিলেক তোমার সীতাকে আমি খাই নাই, তাঁহাকে রাবণ সমুদ্র পারে লইয়া গিয়াছে, আমি তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্যে এই রূপ বিপদে পড়িয়াছি। তবে ওহে পাঠক দেখ, রাম কি সর্ব্বজ্ঞ? তাঁহার স্ত্রীকে রক্ষা করিবার জন্যে যে ব্যক্তি এমন বিপদে পড়িল তাহাকেই পুনরায় নষ্ট করিতে চাহিলেন, এই কি মহা ভ্রান্তির কর্ম্ম নহে?

আর যাহারা ঐ রামচন্দ্রেতে ইহকাল এবং পরকালের সুখের ভরসা রাখে তাহাদিগকে বলি, রামচন্দ্র তোমাদের কি এই আসা পুরাইতে পারিবেন? এমন উপকারক যে পক্ষী তাহাকে যদি চিনিতে পারিলেন না তবে তোমরা তাঁহার নাম লইলে কিরূপে অবধান করিবেন? এই নিমিত্তে তোমাদিগকে কাকুতি পূর্ব্বক বলি ঐ সমস্ত অপটু দেবদেবীতে ভরসা না রাখিয়া সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, এবং দয়ালু পরমেশ্বর, যিনি আপন মুখের কথা দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ তাবদ্বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাতে ভরসা রাখ, তবে তোমাদের ইহকালে এবং পরকালে মঙ্গল হইবে।

অপর কেবল রামচন্দ্রেতে এই রূপ ভ্রান্তি ছিল তাহা নয়, সকল দেবদেবীতেই এই রূপ নানা ভূল ভ্রান্তি এবং মন্দ কর্ম্ম ছিল। হিন্দু শাস্ত্রে কালীর বিষয়ে বলেন তিনি এক সময়ে উন্মত্তা অর্থাৎ পাগলিনী হইয়া খড়্গ হাতে লইয়া বিস্তর২ অসুর সংহার করিয়া আহ্লাদেতে নৃত্য করিতে লাগিলেন, শেষেতে পৃথিবী

কন্নবানা দেখিয়া দেবতারা ভয় পাইয়া মহাদেবকে বলিল তুমি আপন স্ত্রীকে শান্ত কর, তাহাতে মহাদেব স্বীকৃত হইয়া অন্য উপায় করিতে না পারিয়া শব সকলের মধ্যে গিয়া শয়ন করিলেন, তাহাতে কালী নৃত্য করিতে২ এবং অন্য২ শবের উপর দাড়াইতে২ আপন স্বামী মহাদেবের বক্ষস্থলে আসিয়া দাড়াইলেন, পরে হেঁট হইয়া যখন স্বামীকে দেখিলেন, তখন জিব বাহির করিলেন। দেখ, লোকেরা জিব কাড়ে কখন? যখন ভূল প্রযুক্ত কোন কর্ম্ম করিয়া চেতনা পায়; তেমনি তিনি প্রথমে এই আমার স্বামী ইহা টের পান নাই, কিন্তু যখন হেট হইয়া চাহিয়া দেখিলেন যে স্বামী বটেন, তখন জিব কাড়িলেন। এই প্রকার সকল দেবদেবীর অজ্ঞানতা এবং ভূল ভ্রান্তি আছে তাহা প্রায় সকল লোকেরা জানে; অতএব আর এ বিষয়ে লিখিবার কিছু আবশ্যক নাই।

তবে জিজ্ঞাসা করি এই সমস্ত দেবদেবীকে যদি ঈশ্বর বলিয়া মান তবে ঈশ্বর কি বিরক্ত হইবেন না? অবশ্য বিরক্ত হইবেন কেননা দেখ আমি যদি কোন পণ্ডিত ব্যক্তিকে মূর্খ বলি তবে কি সেই পণ্ডিত বিরক্ত হইবে না? অতএব বিবেচনা কর মূর্খ ব্যক্তিও মানুষ এবং পণ্ডিতও মানুষ, তথাচ পণ্ডিতকে মূর্খ বলিলে বিরক্ত হয়, তবে যিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, এবং শুদ্ধসত্ত্ব পরমেশ্বর, তাঁহাকে ঐ অপূর্ব্ব গুণরহিত দেবদেবীর সঙ্গে তুলনা দিলে তিনি কি বিরক্ত হবেন না? অতিশয় বিরক্ত হবেন, কেননা তিনি আমাদের সৃষ্টি এবং প্রতি পালন কর্ত্তা। দেখ যদি কোন চাকর আপন মনিবের নিকট বেতন পাইয়া অন্য লোকের সেবা করে তবে তাহার মনিব কি সন্তুষ্ট হইবে? তাহা কখন হইবে না; তেমনি যিনি তোমাদের সৃষ্টি ও প্রতিপালনের কর্ত্তা পরমেশ্বর, তাঁহার সেবা না করিয়া যদি দেবদেবীর সেবা কর তবে তিনি কেবল অসন্তুষ্ট হবেন তাহা নয়, কিন্তু তৎপ্রযুক্ত

অতিশয় শাস্তিও দিবেন কেননা তোমরা বিলক্ষণে জ্ঞাত আছ এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।

পরন্তু সেই সমস্ত দেবদেবী যাহাদের কিছুই ঈশ্বরত্ব নাই এই দেশেতে তাহাদিগের নিমিত্তে নানা ঘর ও বিস্তর ২ মন্দির করিয়াছে, কিন্তু যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা পরমেশ্বর, তাঁহার নিমিত্তে একটী ঘর কেহ বানায় নাই; ইহাতে স্পষ্ট রূপে জানা যাইতেছে যে ঈশ্বরের প্রতি লোকদের মন নাই ও ভক্তি নাই।

দেখ লোকেরা এই রূপ ভুল ভ্রান্তিতে পড়িয়াছে কেন? লোকেরা শুদ্ধসত্ত্ব পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া দেবদেবীকে ঈশ্বর করিয়া মানে কেন? কারণ এই মানুষের কুস্বভাব আছে; দেখ যদি কোন বিশিষ্ট লোকের বাটীতে এক ব্যক্তি সুরাপানে মত্ত থাকে আর সেই ভদ্র লোক যদি তাহাকে মদ খাইতে নিষেধ করে. তবে সেই ব্যক্তি মদ খাওয়া ত্যাগ করিতে না পারিলে বরং সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে অর্থাৎ যেখানে লোকেরা সুরা খাওয়া ভালবাসে এমত স্থানে যাইবে। মহাশয়েরা সেই রূপ ঈশ্বর শুদ্ধসত্ত্ব এবং পাপে ঘৃণা কারী. তিনি লোকদিগকে বলেন তোমরা পাপকে ঘৃণা কর, তোমরা পাপ ত্যাগ কর, কিন্তু লোকেরা কুস্বভাব প্রযুক্ত পাপ ত্যাগ করিতে না পারিয়া শুদ্ধসত্ত্ব পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া যে সমস্ত দেবদেবী পাপ করিতে নিষেধ করে না, বাস্তবিক যাহারা নিজে দোষী, তাহাদের নিকটে গিয়া বলে তোমরা আমাদের ঈশ্বর, আমরা তোমাদিগকেই সেবা এবং মান্য করিব এই রূপে লোকেরা কুস্বভাব প্রযুক্ত আপন ২ কুইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্তে দুরাচারি দেবদেবীদিগের সেবা করিতেছে, যেমন যে ব্যক্তি রোগী সে মিথ্যা কবিরাজ অর্থাৎ যে কবিরাজ নানা মিষ্টান্ন খাইতে বলে তাহাকে ভাল বাসে, কিন্তু যে চিকিৎসক, রোগ দমনের উত্তম ঔষধ দেয় এবং যে কুপথ্য খাইতে শক্তরূপে নিষেধ করে, তাহার প্রতি বিরক্ত হয়; তেমনি

যে সমস্ত দেবদেবী বলে তোমরা অশুচি গীত গাইতে পার, সময় বিশেষে মিথ্যা কহিতে পার ইত্যাদি কুপথ্য রূপ পাপ-জনক বিধি দেয়, তাহাদিগকে ভাল বাসে; আর সত্য চিকিৎসক স্বরূপ যাথার্থিক পরমেশ্বর যিনি বলেন পাপ না ছাড়িলে, তোমাদের কুঅভিলাষ দমন না হইলে নিতান্ত নরকে যাইবা তাঁহাকে লোকেরা ঘৃণা করে। আরও বলি, পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিলে অনেক বিপদ ও দুঃখ ক্লেশ ঘটে; ইহার প্রমাণ দেখ, পৃথিবীতে কত বিরোধ! এক ভাই অন্য ভ্রাতার সহিত, পিতা আপন পুত্রের সহিত বিরোধ করে, কন্যা আপন মাতার সহিত বিচ্ছেদ করে, এবং এক প্রতিবাসি অন্য প্রতিবাসির বিরুদ্ধে উঠিয়া নানা ঝকড়া এবং বিরোধ করে; এই সকল অতিশয় দুঃখ। আর অন্য নানা প্রকার দুঃখ এই জগতে আছে, অর্থাৎ পরস্পর অবিশ্বাস, অপ্রতিভা ইত্যাদি বিস্তর ক্লেশ লোকেরা ভোগ করিতেছে। তাহারা এত অসংখ্য দুঃখ সহিতেছে কেন? কারণ এই, ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়াছে এবং তাঁহার ধর্ম্ম পথ অগ্রাহ্য করিয়াছে; কেননা ঈশ্বর সুখের মূল এবং সুখের কর্ত্তা, অতএব তোমরা দুঃখ পাও আশ্চর্য্য কি মহাশয়েরা! পাপের ফল তো দুঃখ, অপমান, নিন্দা, শোক, রোগ, মৃত্যু।

পাপ করিলে কি কেবল ঐ ২ সকল দুঃখ হয়? তাহা নয়, শাস্ত্রেতে লেখা আছে যে দিনে মহাপ্রলয় হইবে এমন যে জগতের শেষ দিন, সেই দিনে ঈশ্বর তাবৎ লোকের বিচার করিবেন, অর্থাৎ লোকেরা জীবিত থাকিয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, কি কর্ম্ম করিয়াছে, কিম্বা কথা কহিয়াছে, এবং যে প্রকার চিন্তা করিয়াছে, সে সকল ধরিয়া তিনি বিচার করিবেন। তিনি বলিবেন না, ও ব্যক্তির ভাত কেন খাইয়াছ! তিনি বলিবেন না স্নান না করিয়া কেন খাইয়াছ? আর এ বস্তু কেন খাইয়াছিলা কিম্বা অমুক বস্তু কেন খাও নাই? এই রূপ জিজ্ঞাসা তিনি করিবেন না।

খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে কিছু বলিবেন না, কেননা মনুষ্যকে অশুচি করিতে পারে এই জগতে এমন কোন খাদ্য বস্তু নাই; ফলতঃ যে সমস্ত বস্তু লোকেরা খায় তাহার সঙ্গে অন্তঃকরণের কিছুই সম্পর্ক নাই, কেবল উদরে জীর্ণ হইয়া নির্গত হয়; অতএব তাহাতে শুচি কি অশুচি হওয়া যায় না, কিন্তু অন্তঃকরণ হইতে যে সমস্ত নির্গত হয়, অর্থাৎ কুচিন্তা, কুভাবনা, চুরি, ঈর্ষা, কামুকতা, ঈশ্বর নিন্দা, এই সকলই লোককে পাপ করায়; অতএব ঈশ্বর শেষ দিনেতে প্রত্যেক লোকের ক্রিয়া কথা এবং চিন্তা ধরিয়া বিচার করত পাপি লোককে অনন্ত কাল পয্যন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে দিবেন; সেই নরকের দুঃখ অশেষ, শাস্ত্রেতে লেখা আছে সেখানকার আগুণ কখন নিবাইবে না, তথাপি নারকী মরিবে না, সদা সর্ব্বদা তাহাদের যন্ত্রণার ধূম উঠিবে, এবং অনন্ত কাল পয্যন্ত রোদন এবং চীৎকার মাত্র করিবে।

তবে কি হইবে মহাশয়েরা, কেননা তাবৎ জগৎস্থ লোকেরাই ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া কুদিকে গিয়াছে? এই জগতে এক জন লোক ধার্ম্মিক নাই, সকলেই পাপ করিয়াছে, কোন ব্যক্তি বলিতে পারে না যে আমি জন্মাবধি কখন মিথ্যা কথা কহি নাই, কোন ব্যক্তি বলিতে পারে না যে আমি কখন কামুক কি লোভী হই নাই, তাহা সকলেই জানে। তবে কি করিতে হয়? না ঈশ্বরের সহিত আমাদের মিলন করিতে হয়, কেননা তাঁহাকে বিরক্ত করাতে আমাদের উপর এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে।

কিসতে ঈশ্বরের সহিত মিলন হইতে পারে তাহা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রের কথাতে লিখিত আছে, যথা ঈশ্বর ও মনুষ্যদের মধ্যে অদ্বিতীয় এক মধ্যস্থ যে পুরুষোত্তম যীশু খ্রীষ্ট তিনি সকলের মুক্তির মূল্যার্থে আপনার প্রাণ দিলেন।

দেখ অনেকে মনে করে আমাদের রক্ষা পাইবার নানা উপায় আছে, কেহ বুঝে ব্রাহ্মণ দ্বারা, কেহ২ বুঝে দেবদেবীর দ্বারা মুক্তি

হইবে; কিন্তু এই সকল বৃথা, কেননা ব্রাহ্মণ আপনারাই পাপী: যেমন শূদ্রের স্বভাব সেইরূপ ব্রাহ্মণেরও স্বভাব, অতএব ব্রাহ্মণ কিরূপে শূদ্রকে রক্ষা করিতে পারে? আর বাস্তবিক ব্রাহ্মণেতে এবং শূদ্রেতে কিছুই ভেদাভেদ নাই, কারণ ব্রাহ্মণ যেমন কামুক, শূদ্রও তদ্রূপ কামুক, যেমন শূদ্রের মধ্যে চোর পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণের মধ্যেও তদ্রূপ চোর পাওয়া যায়; অতএব উহারা ঈশ্বরীয় লোক এমন তাহাদের কি চিহ্ন আছে? কি শূদ্র অপেক্ষা সকল ব্রাহ্মণ অধিক জ্ঞানী? তাহাও নয়; যেমন শূদ্রের ঘরে মূর্খ লোক পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণের বাটীতেও অনেক২ মূর্খ পাওয়া যায়; রূপের বিষয়েও তদ্রূপ, যেমন ইতর লোকের বাটীতে কদাকার দেখা যায়, অনেক২ ব্রাহ্মণকেও তদ্রূপ কদাকার দেখা যায়; অতএব তোমাদের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই, তোমরা কি প্রমাণ দেখাইতে পার যাহা দ্বারা ব্রাহ্মণকে ধার্ম্মিক এবং ঈশ্বরীয় লোক বোধ করিয়া তাহাদের দ্বারা পরিত্রাণ হইতে পারে? যদি বল আমরা তো ব্রাহ্মণের উপরে ভরসা রাখি নাই, তাহারা কেবল আমাদের নিমিত্তে নানা দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন। উত্তর, তাহাই বা কিরূপে ঈশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য হইবে, কেননা হিন্দু শাস্ত্রে লেখা আছে, যাহার মন অশুদ্ধ তাহার তাবৎ ক্রিয়াই অশুদ্ধ? অতএব বিবেচনা কর, সকল ব্রাহ্মণ কি শূদ্র তাবৎ জগজ্জনেই অশুচি, অর্থাৎ পাপিষ্ঠ, তবে শুদ্ধসত্ত্ব পরমেশ্বর কি অশুচি প্রায়শ্চিত্ত গ্রাহ্য করিবেন? তাহা কদাচ করিবেন না।

আর দেবদেবীতেও তদ্রূপ পাপ ছিল, যেমন হিন্দু শাস্ত্রে লেখা আছে, ব্রহ্মা আপন কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, এবং ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করিয়াছিলেন; এইরূপ তাবৎ অবতারে ও সকল দেবদেবীতে বিস্তর পাপ ছিল; অতএব ইহাদের আশ্রয় লইলে কিছুই উপকার নাই; যদিও ইহারা সত্যরূপে মনুষ্য বেশে

জগতে এই জন্ম লইয়াছিল, তথাচ তাহারা মহা দোষী, বিচার দিনে যাথার্থিক পরমেশ্বরের নিকটে আপন২ ক্রিয়ার বিষয়ে ঠেকিবে; তবে বাস্তবিক যাহারা আপনারা দোষী, তাহারা তোমাদের দোষ কিরূপে খণ্ডাইবে? এক জন অন্ধ কি অন্য অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? তাহারা কি উভয়েই গর্ত্তে পড়িবে না? অবশ্য পড়িবে। সেইরূপ যদি তোমরা ভুল প্রযুক্ত ঐ সমস্ত কুরীতিযুক্ত দেবদেবীতে মুক্তির ভরসা রাখ তবে তাহাদের সহিত অবশ্য নষ্ট হইবা; এই নিমিত্তে বিনতি পূর্ব্বক বলিতেছি ঐ সমস্ত মিথ্যা আশ্রয় এবং অসার আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মুক্তিদাতা যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার আশ্রয় লও, কেননা তিনি আমাদিগকে অর্থাৎ জগৎস্থ তাবৎ লোককে ঈশ্বরের সহিত মিলাইবার নিমিত্তে মধ্যস্থ হইয়া এই জগতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন, আর অবতার হইয়া এক জন প্রকৃত ধার্ম্মিক মনুষ্যের ন্যায় শুদ্ধ সত্ত্ব রূপে ব্যবহার করিলেন; আর আপনার সুখের কি লাভের চেষ্টা না করিয়া যাহাতে ঈশ্বরের সহিত লোকদের মিলন হয় যথাসাধ্যে এমত চেষ্টা করিলেন। তিনি তেত্রিশ বৎসর এই জগতে ছিলেন, এই তেত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার কর্ম্মের কিম্বা কথার দোষ মাত্র পাওয়া গেল না, আর স্থানে২ বেড়াইয়া লোকদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ দিলেন, এবং তাঁহার শিক্ষা এমন আশ্চর্য্য ছিল যে কি শত্রু কি মিত্র সকলেই তাঁহার শিক্ষাতে চমৎকৃত হইয়া কহিয়াছিল এ কেমন আশ্চর্য্য উপদেশ! তিনি কাহাকেও ভুলাইলেন না, অর্থাৎ অল্প প্রায়শ্চিত্তে অধিক পাপ খণ্ডে, এবং ধনব্যয়ে মুক্তি হয় বলিলেন না; তিনি স্পষ্ট রূপে সকলকে কহিলেন, তোমরা যদি আপন সর্ব্বস্ব ব্যয় কর আর সকল দিয়া আপনাকে ভিক্ষুক কর, তথাচ কু অভিলাষ থাকিলে মুক্তি নাই; তিনি কি রাজা কি প্রজা কাহার মুখাপেক্ষা না করিয়া স্পষ্ট রূপে সকলকে বলিলেন

তোমরা পাপ না ছাড়িলে, তোমাদের কু স্বভাব না ঘুচিলে, অহঙ্কার দমন না হইলে এবং বালকের মত নম্র স্বভাব না পাইলে তোমরা কোন রূপে মুক্তি পাইবা না। আর তিনি সত্য ত্রাণকর্ত্তা ছিলেন প্রমাণ এই: তিনি যেমন উপদেশ দিলেন তদনুসারে আপনিও ব্যবহার করিলেন; তিনি সকলকে বলিলেন আপনাকে ছোট করিয়া মান, আপনিও তদ্রূপ আপনাকে ছোট করিয়া মানিলেন, ফলতঃ এক সময়ে তিনি একটী পাত্রে করিয়া জল লইয়া আপন শিষ্যগণের পা ধোয়াইয়া মুচিয়া দিলেন; তিনি সকলকে বলিলেন তোমরা দয়ালু হও, পরস্পর উপকার কর, আপনিও দয়াতে পূর্ণ হইয়া দীনহীন লোকদিগকে নানা রোগ-হইতে মুক্ত করিলেন। এবং আপন ঈশ্বরীয় শক্তির দ্বারা বিস্তর আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন: এক সময়ে এক জন পক্ষাঘাতিকে চারি জনে বহিয়া তাঁহার নিকটে আনিলে, আপন খাট তুলিয়া হাঁটিয়া যাও তাহাকে বলিলে, তৎক্ষণাৎ সেই পক্ষা-ঘাতী আপন খাট মাথায় লইয়া হাঁটিয়া গেল: কুষ্ঠ রোগিকে বলিলেন তুমি পরিষ্কার হও, তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার হইল; অন্ধ ব্যক্তিকে দৃষ্টি লও বলিলে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইল: আর পাঁচ রুটির দ্বারা পাঁচ হাজার লোককে ভোজন করাইলেন, এবং সমুদ্রের জলের উপর দিয়া হাঁটিলেন; আর কি বলিব? তাঁহার কথাদ্বারা মৃত ব্যক্তি কবর হইতে সজীব হইয়া উঠিল; এক মৃত ব্যক্তিকে চারি দিবস কবরে রাখা গিয়াছিল, ইহাতে প্রভু আপনি কবরের নিকটে গিয়া কহিলেন, হে লাজার আমি তোমাকে বলি কবর হইতে উঠ, তৎক্ষণাৎ সে সজীব হইয়া কবর হইতে বাহির হইল; এই রূপে স্থানে২ লোকদিগকে সদুপদেশ দিয়া এবং নানা আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়া আপন ঈশ্বরীয় শক্তি প্রকাশ করত লোকের উপকার করিয়া ভ্রমণ করিলেন।

আর তিনি যথার্থ ত্রাণকর্ত্তা ইহা কিসেতে জানা গেল? না

তিনি মহা প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, সে কি না প্রভু যীশু খ্রীষ্ট লোকের পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে আপন প্রাণ বলিরূপে উৎসর্গ করিলেন, তিনি এই নিমিত্তে জগতের মধ্যে আসিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন লোকেরা উপায়হীন হইয়া সর্ব্বনাশের পথে গিয়াছে, কোন রূপে রক্ষা পাইবার উপায় নাই, তখন দয়াতে পূর্ণ হইয়া স্বর্গের মহাসুখ ত্যাগ করিয়া এই জগতে আসিয়া নানা দুঃখ অপমান এবং মৃত্যু ভোগ করিলেন, ফলতঃ তিনি যখন এই জগতে স্থানে২ উপদেশ দিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন দুষ্ট লোকেরা ক্রোধেতে পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে নষ্ট করিল; অর্থাৎ তাঁহাকে হাতে পায়ে প্রেক মারিয়া ক্রুশের উপর টাঙ্গাইয়া দিলে তিনি অতিশয় বেদনাতে কাতর হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন, এবং তিন দিন কবরে থাকিয়া মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান করিয়া চাল্লিশ দিন এই পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গেতে গেলেন, এবং এক্ষণে পিতা পরমেশ্বরের দক্ষিণে বসিয়া আপন আশ্রিত লোকদিগকে তাঁহার সহিত মিলন করাইবার নিমিত্তে নিত্য২ নিবেদন করিতেছেন। দেখ এই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপ রূপে কহিয়াছি, অতএব যে মহাশয়েরা সেই দয়ালু প্রভুর অধিক বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা মথীয় ও মার্ক ও লুক এবং য়োহন কর্তৃক লিখিত যে পুস্তক আছে, তাহা পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, কিম্বা কোন পাদরী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাস করিলে তাঁহারা অকাতর্য্যে বুঝাইয়া দিবেন।

এক্ষণে পাঠক বর্গের প্রতি আমার এই নিবেদন: প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জগজ্জনের ত্রাণকর্ত্তা বটেন, কেননা মনুষ্যের নিস্তারের নিমিত্তে তিনি এই জগতে আসিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রেতে অনেক২ অবতারের কথা লেখা আছে বটে, কিন্তু তাহারা অতি সাধারণ কর্ম্মের জন্যে আইলেন, অর্থাৎ দেবতাদের লোভ পূরাইতে আর

অসুর ইত্যাদি সংহার করিতে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু দীনহীন পাপিষ্ঠ যে আমরা আমাদিগের উদ্ধারের নিমিত্তে প্রভু যীশু বিনা আর কেহ আইসেন নাই; এই প্রযুক্ত কহি, তোমরা অন্য সকল আশ্রয় ত্যাগ করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর কেননা তিনি প্রেমের সাগর, তিনি আমাদিগকে অবশ্য রক্ষা করিবেন ধর্ম্মপুস্তকে এমন দৃঢ় রূপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তিনি পাপি লোকদিগকে বলেন তোমরা আমার নিকটে আইস, আপন২ পাপের বোঝা আমার উপর দেও, আমাতে বিশ্বাস কর, আমি তোমাদিগের সকল পাপ ক্ষমা করিব। অতএব পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষী যত লোক, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে ভজুক, তবে তাহাদের বাঞ্ছা সফল হইবে। ইতি।

PRINTED AT THE CHURCH MISSION PRESS, MISSION ROW, FOR THE
CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

ON

RECONCILIATION WITH GOD.

পুনর্ম্মিলনের বিষয়।

ঈশ্বরের সহিত আমাদের মিলন করাইবার জন্যে খ্রীষ্ট অধার্ম্মিকদের পরিবর্ত্তে আপনি ধার্ম্মিক হইয়া দুঃখভোগ করিলেন।

পিতরের প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের আঠার পদ।

তোমাদের সুখের জন্যে আপনি অনেক দুঃখভোগ করে এইরূপ কোন মানুষ যদ্যপি তোমাদিগকে ভাল বাসে তবে তাহার বিষয়ে কোন কথা কহিতে এবং শুনিতে তোমরা বড় সন্তুষ্ট হও কি না, অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়া থাক।

ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে এই লিখিত আছে, এক ব্যক্তি, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগকে এমত ভাল বাসিলেন তোমাদের সুখের জন্যে অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত মিলন করাইবার জন্যে আপনি দুঃখভোগ করিলেন।

অতএব তাঁহার বৃত্তান্ত তোমাদের মনোযোগ করিয়া শুনা উচিত। যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সহিত আমাদের মিলন করিবার জন্যে দুঃখভোগ করিলেন এই শাস্ত্রীয় বচনেতে কি২ জানা যায় তাহা বলি শুন।

1st Ed.] 1837. [2.000 Copies

১. এই জানা যায় কি না ঈশ্বরের সঙ্গে মেলন করাতে তোমাদের মঙ্গল জন্মে। কেননা ঈশ্বর ব্যতিরেকে তোমরা কিছু করিতে পার না, এবং তাঁহার অনুগ্রহ না পাইলে তোমরা কোন প্রকারে সুখী হইতে পার না। পৃথিবীর তাবৎ ধন ও বাগান বাড়ী ইত্যাদি যদ্যপি তোমাদেরি হইত তথাপি তোমরা তাহাতে মনের সুখ পাইতে পারিতা না। আর তোমরা দেখিতেছ যাহাদের বিস্তর ধন আছে এবং খাওয়া পরা ইত্যাদির কিছু মাত্র অপ্রতুল নাই তাহারাও সর্ব্বপ্রকারে সুখী, ইহা কি তোমরা বলিতে পার তাহা কখন বলিতে পার না। যাহাতে মনুষ্যদের মন সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদা সুখী থাকে এমন কোন সামগ্রী নাই। পরমেশ্বর যিনি তিনি সুখের সাগর তাঁহা হইতে যদি সুখ না পাওয়া যায় তবে আমরা আর কোন প্রকারে সুখ পাইতে পারিব না।

ইহার একটা দৃষ্টান্ত বলি মনোযোগ করিয়া শুন। এই দেশে গঙ্গা দামোদর ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যে সকল বড় ২ নদী আছে তাহা হইতে অনেক ২ ছোট নদী ও খাল ইত্যাদি বাহিরাইয়া গ্রামের ও মাঠের মধ্য দিয়া যাওয়াতে সেই জল দ্বারা অনেক শস্য জন্মে ও গ্রামস্থ লোকেরাও স্নানাবগাহন করে ইহাতে অনেক লোক সুখী হইতেছে। সেই সকল ছোট নদী ও খাল ইত্যাদির গঙ্গাদির সহিত মেল অর্থাৎ যোগ না থাকিলে সেই নদী ও খালের জল অবশ্যই শুষ্ক হইয়া যাইত, তাহাতে মনুষ্যদের কোন উপকার হইত না, কিন্তু ঐ গঙ্গা ইত্যাদির সহিত খাল ইত্যাদির মেল থাকাতে সেই জল সর্ব্বদা ব্যয় হইলেও শুষ্ক হয় নাই তাহাতে মনুষ্যেরা অনেক প্রকার সুখ পাইতেছে।

তেমন পরমেশ্বর যিনি নদ নদী হ্রদ ইত্যাদি তাবৎ বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি সুখের আকর অর্থাৎ উনই স্বরূপ, তাঁহার সঙ্গে মনুষ্যদের মেল থাকিলে মনুষ্যেরা যে কোন স্থানে থাকে কখন দুঃখ পায় না। আর যদি তাঁহার সঙ্গে মেল না থাকে তবে কখন সুখ পাইতে পারে না।

২. আর ঈশ্বরের সহিত কোন মনুষ্যেরি স্বভাবতঃ মেল নাই ইহাও ধর্ম্মপুস্তকের এই লিখন দ্বারা জানা যায়, কেননা সকলেই ঈশ্বরের সুপথ ত্যাগ করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে কুপথে চলিতেছে।

দেখ ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের যদি কোন বিরোধ নাই তবে মনুষ্যেরা তাঁহার ক্রোধ ভঞ্জনের জন্যে অর্থাৎ তাঁহার সন্তোষের জন্যে পূজা হোম তপস্যা বলিদান ইত্যাদি কর্ম্ম কেন করে, তবে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মেল নাই অতএব এই সকল কর্ম্ম করি। তাহাতে তিনি আমাদিগকে অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন, মনুষ্যেরা এমন বোধ করে তাহা ঐ সকল কর্ম্ম করিরাই জানা যায়।

কিন্তু মিলনকর্ত্তা এক যীশু খ্রীষ্ট মাত্র আছেন, ঐ সকল তপস্যা গঙ্গাস্নানাদি কর্ম্মের দ্বারা কখন ঈশ্বরের সঙ্গে মেল হইতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর মনুষ্যদের উপর ক্রুদ্ধ থাকিলেও নিজ দয়া প্রকাশ করিয়া আপনার সহিত মনুষ্যদের মিলন করাইবার জন্যে যীশু খ্রীষ্টকে এই জগতে পাঠাইলেন।

দেখ যদি কোন রাজা আপন প্রজাদের প্রতি যে২ রূপ আজ্ঞা দেন আর প্রজারাও সেইরূপ আজ্ঞানুসারে চলে, তবে কি সেই প্রজাদের সঙ্গে মিল করিবার জন্যে রাজা কোন মধ্যস্থ লোককে পাঠান তাহা কখন নয়, কেননা প্রজাদের সঙ্গে তাঁহার কোন বিরোধ নাই।

তদ্রূপ ঈশ্বর হইয়াছেন আমাদের রাজা স্বরূপ আর আমরা তাঁহার প্রজা স্বরূপ তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে এই জগতে পাঠাইলেন, ইহাতেই জানা যাইতেছে আমাদের অমিলন অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে স্বভাবতঃ অমিল আছে, সেই যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মিল করিবার জন্যে আপন প্রাণ দিয়াছেন, তাহাতেও ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের অমেল আছে অর্থাৎ আমাদের রাজাধিরাজ যে পরমেশ্বর

তাঁহার আজ্ঞা সকল না মানিয়া আমরা আপন২ ইচ্ছানুসারে রাজ বিরুদ্ধাচারী হইয়াছি ইহাই জানা যায়।

ঐ বচন দ্বারা আরও এই জানা যায় ঈশ্বরের সঙ্গে মেল করাইতে কোন মনুষ্যের সাধ্য নাই, কিন্তু যদ্যপি কাহারও ঐ মত শক্তি থাকিত তথাপি তাহা করিতে সে চেষ্টা করিত না।

তুমি অনন্ত দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইয়া কিরূপে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইতে পার, এমন কথা কাহাকেও যদি জিজ্ঞাসা কর তবে সে অবশ্যই এই উত্তর করিবে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিলেই তাহা পাইতে পারা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা কি, এবং তাহার পালনই বা কিরূপে করিতে হয়, তাহা জানা বড় শক্ত বিষয়, কিন্তু অনেক২ লোক নানা প্রকার বলিয়া থাকে।

কেহ২ কহে গঙ্গাস্নান তীর্থগমন দেবদেবীর পূজা এই সকল ঈশ্বরের আজ্ঞা, তাহা করিলেই উদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু এ বড় মূর্খের কথা এবং যাহারা ঈশ্বরের যথার্থ আজ্ঞা সকল জানে তাহারাও তাহা পালন করিতে চেষ্টা পায় না, কারণ তাহারা স্বভাবতঃ কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকাতে ঈশ্বরের যথার্থ আজ্ঞা জানিতে পারে না, এবং জানিলেও তাহারা মন্দ কর্ম্মকেই ভাল বোধ করে।

যেমন কোন অন্ধকে যদি বল তুমি সূর্য্যের পানে দৃষ্টি কর তাহাতে তোমার চক্ষু ভাল হইবে, কারণ তাহার দীপ্তির এমন গুণ যে তাহার পানে চায় সে দৃষ্টি পায়, তবে সেই অন্ধ কি সূর্য্যের পানে চাহিতে পারে, কখন পারে না কেননা সে স্বভাবতঃ অন্ধ।

তদ্রূপ যাহাদের মন পাপরূপ অন্ধকারে প্রাপ্ত তাহারা ঈশ্বরের ধর্ম্মাজ্ঞানুসারে চলিতে পারে না, কেননা তাঁহার সকল আজ্ঞা ধর্ম্ম্য ও বিত্রস্ত অতএব পাপিলোক তাহা শুনিতে চাহে না বরং তাহা শুনিলে তুচ্ছ বোধ করিয়া অগ্রাহ্য করে।

শাস্ত্রে যেমন লিখিত আছে রোমনিবাসিদের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র ৩।১১ "নির্দোষ কেহই নয় একজনও নয় এবং জ্ঞানী কি ঈশ্বর পারায়ণ কেহই নয় তাবৎ লোকই বিপথ-গামী ও অকর্ম্মণ্য সৎকর্ম্মের দিগে কেহ যায় না একজনও না"।

প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টের রক্তপাত দ্বারা আমাদের কিরূপে ঈশ্বরের সঙ্গে মেল হইতে পারে, অর্থাৎ আমরা অনন্ত সুখভোগ করিতে পারি তাহা বলি শুন। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনুষ্যদের সঙ্গে ঈশ্বরের স্বভাবত মেল নাই, এবং মিলন করিতে কোন মনুষ্যেরি শাধ্য নাই, কেননা পরমেশ্বরে প্রেম ভক্তি জন্মা এবং তৎপ্রযুক্ত সুখভোগ করা ইহাতে অনেক বিঘ্ন আছে।

১ আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছি, অতএব আমরা মহাদোষী ও অনন্ত শাস্তিভোগের যোগ্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, আর যে পর্য্যন্ত আমরা সেই দোষ হইতে মুক্ত না হই সে পর্য্যন্ত আমাদের কখন ঈশ্বরের সঙ্গে মেল হইতে পারে না। কিন্তু প্রভু য়ীশু খ্রীষ্ট সহায় হইয়া আমাদের জন্যে নানা দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়া এবং কৃত পাপের উচিত যে শাস্তি তাহা আপনি ভোগ করিয়া আমাদের দোষ সকল দূর করিলেন। যেমন শাস্ত্রে লিখিত আছে। য়িশাইয়া ৫৩।৫। "তিনি আমাদের কৃত আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতুক তাড়িত এবং আমাদের অধর্ম্ম হেতুক প্রহারিত ছিলেন, যে শাস্তিতে আমাদের মঙ্গল হয় তাহা তাঁহার উপরে দেওয়া গেল এবং তাঁহার প্রহারেতে আমাদের পীড়া সুস্থ হইল"।

এবং তিনি প্রতিনিধি হইয়া আমাদের পাপের জন্যে যথোচিত এক মহাপ্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া আমা-দিগকে গ্রাহ্য করিতে ও পাপ ক্ষমা করিতে উদ্যত আছেন।

হে পাঠকেরা তোমরা মন দিয়া শুন, এ বড় আশ্চর্য্য ও প্রেমজনক কথা, কেননা দেখ ঈশ্বর যিনি তিনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া নানা দুঃখ ক্লেশাদি ভোগ করিয়া অবশেষে

আমাদের জন্যে রক্তপাত পর্য্যন্তও স্বীকার করিলেন। তাহার ফল ঈশ্বরের সন্তোষ ও মনুষ্যদের পরম সুখভোগ এই মাত্র।

অতএব তোমরা যদি পাপের ক্ষমা চাহ এবং অনন্ত সুখভোগ করিতে যদি তোমাদের বাঞ্ছা থাকে, তবে এই কথাতে মনো-যোগ কর, কেননা তাহা ব্যতিরেকে আর আমাদের কোন রূপে পরিত্রাণ হইতে পারিবে না।

২ আমাদের সঙ্গে কোনকালেও মিলন হইতে পারে তাহা নয়, কেননা আমাদের শরীর ও মন পাপরূপ মালিন্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, অতএব যে পর্য্যন্ত সেই মালিন্য দূর হইবাতে মন পরিষ্কার না হয়, সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর আমাদিগকে গ্রাহ্য করিবেন না, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্যে অনেকানেক পুণ্য কর্ম্ম করিলেন তাহাতে আমাদের মন পরিষ্কার হইয়া যাওয়াতে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত মেল করিতে সক্ষম হইতেছি।

কোন এক দরিদ্র লোক অর্থাৎ যাহার গাত্রে দুর্গন্ধ ও ছেঁড়া কাপড় আছে এবং বড় মলিন থাকে, সে যদি বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাঞ্ছা করিয়া বলে আমাকে বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়া দেও, তবে কি তাহাকে সঙ্গে করিয়া বড় সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবা। তাহা কখন করিবে না, তাহার গাত্র পরিষ্কার ও ভাল বস্ত্র পরিধান করাইয়াই লইয়া যাইতে। তদ্রূপ আমরাও পাপেতে অধম এবং সমল হইয়াছি এই নিমিত্তে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া ভার। অতএব যীশু আমাদের জন্যে উত্তম এক পুণ্যরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করিলেন তাহা পরাইয়া তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের সভাসভাতে অনায়াসে লইয়া যাইতে পারেন। তিনি আমাদের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরাজ্ঞা সকলও পালন করিলেন। আর তিনি এমন সুশক্তিমান আ ছাড়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিলে তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া মনকে নির্ম্মল করত ঈশ্বরের রাজ্যে আমা-

দিগকে সুখের ভাগী করিতেও পারেন। যেমন লিখা আছে যোহনের প্রথম পত্রে ১।৭। "এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদিগকে তাবৎ পাপ হইতে পরিষ্কৃত করে"।

৩. কিন্তু হে মহাশয়রা দেখ ঈশ্বর যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের পাপ ক্ষমা করিতে চেষ্টা পান, তথাপি আমরা তাহাতে ইচ্ছুক নই, কেননা আমরা প্রায় তাবতেই তাঁহাকে ঘৃণা ও তুচ্ছ বোধ করিয়া থাকি। কেহ২ বলেন আমরা ঈশ্বরকে ঘৃণা করি না, কিন্তু সে মিথ্যা কথা। কেননা যদি তাঁহাকে ঘৃণা না কর তবে তোমরা তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিয়া কেন লঙ্ঘন কর। তাহার কারণ এই লোকের মন পাপে লিপ্ত হওয়াতে সকলেই ঈশ্বরের শত্রু স্বরূপ হইয়াছে, এবং যে পর্য্যন্ত সেই পাপরূপ অন্ধকার নষ্ট না হয় সে পর্য্যন্ত তাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে মেল করিতে কখন চেষ্টা পাইবে না।

দেখ কোন বন্ধুলোকের সঙ্গে তোমাদের বিবাদ হইলে সে যদি তোমাদের সঙ্গে মেল করিতে চাইয়া আইসে, তবে তাঁহার আসামাত্রেই কি মেল হয় তাহা নয় কিন্তু তাহার প্রতি মনের যে দ্বেষ তাহা ঘুচাতে মন পরিষ্কার হইলে তাঁহার সঙ্গে মেল হইতে পারে।

তদ্রূপ যীশু খ্রীষ্ট আমাদের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া আমাদের পাপের জন্যে কেবল আপন প্রাণ দিলেন এমন নয়, কিন্তু আমাদের মনে ঈশ্বরের প্রতি যে হিংসাদি ছিল তাহা নষ্ট করিয়া ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম জন্মাইতে চেষ্টান্বিত আছেন।

অতএব যাহারা পাপী হওয়াতে স্বভাবতঃ ঈশ্বরের শত্রু ছিল তাহারা যীশু খ্রীষ্টকে গ্রাহ্য করিলে একেবারে ঈশ্বরের মিত্র হইয়া উঠে। যাহারা পূর্ব্বে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া থাকে তাহারা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিলেই তাহা পালন করিতে সচেষ্ট হয়। আর যাহারা পূর্ব্বে শয়তানের বশীভূত হইয়া নরকের

পথে চলিতেছিল তাহারা এখন ঐ অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গের দিগে চলিতেছে।

হে মহাশয়রা যীশু খ্রীষ্ট পাপিদের জন্যে যে২ কর্ম্মাদি করিলেন তোমরা তাহাতে কি বোধ কর। তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া গ্রাহ্য করিলে তিনি আপন মৃত্যু দ্বারা তোমাদের দোষ সকল ঘুচাইয়া ফেলিবেন। আর মনের পাপরূপ মালিন্য পরিষ্কারও করিবেন। অশুদ্ধ অন্তঃকরণের শত্রুতাকে নষ্ট করিবেন। তিনি সকলেরি প্রতিনিধি হইয়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, শয়তানের পরীক্ষা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন। এবং এখনও ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মেল হইবার ও অনন্ত সুখ প্রাপ্তির পথ প্রস্তুত আছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পরমগুণবান এবং শক্তিমান এবং দয়াবান ইনি তোমাদের জন্যে সকলি করিতে পারেন।

১৮। হে পাপি লোক সকল, এই সকল বিষয়ে তোমরা কি বিবেচনা কর তোমরা পরিত্রাণ কিম্বা পরম সুখ পাইতে যদি চেষ্টা কর, তবে ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাও এবং তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিয়া তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামেতে দৃঢ়রূপে প্রার্থনা কর, কেননা তাহা করিলে ঈশ্বর আপনি অনুগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে পরিত্রাণ দিবেন। যিশায়িয়ার গ্রন্থে যেমন লিখিত আছে ৫৫ অ৷ ৬৭ পদ। "পরমেশ্বরকে যে কালে পাওয়া যাইবে সে কালে তাহার অন্বেষণ কর, তিনি যে সময়ে নিকট আছেন সে কালে তাঁহার প্রতি প্রার্থনা কর। দুষ্ট লোক আপন আচার এবং অধার্ম্মিক লোক আপন মনের সংকল্প ত্যাগ করুক সে পরমেশ্বরের প্রতি ফিরুক। যেহেতুক তিনি দয়া করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবেন। আমাদের ঈশ্বরের প্রতিও ফিরুক, যেহেতুক তিনি অতিশয় ক্ষমাবান আছেন।

PRINTED AT THE CHURCH MISSION PRESS, MISSION ROW, FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN AND TRACT BOOK SOCIETY.